

# কোরআন শরীফ

সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُرْآنٌ مُجِيدٌ

فِي كُلِّ حَفْظٍ

باللغة البغالية الميسرة

আল কোরআন একাডেমী লড়ন



# কোরআন শরীফ

## সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতায় মুদ্রিত



# কোরআন শরীফ

## সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

প্রকাশক :



### **London Office:**

Unit 3.21, 65 Whitechapel Road.  
London E1 1DU, UK  
Tel : 00 44 020 7650 8770

### **Bangladesh Office:**

House 1, Road 12/16  
Block J, Baridhara, Dhaka  
Phone : 00 88 02 8811357  
Mobile : 01786 331 416

E-mail: [info@alquranacademylondon.org](mailto:info@alquranacademylondon.org)  
[www.alquranacademylondon.org](http://www.alquranacademylondon.org)  
UK Charity Registration No. 1135391

## কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

সুরা ‘আল কুমার’ মকায় অবতীর্ণ কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় একটি বিশেষ আয়াত চার বার উল্লেখ করেছেন। সে বিশেষ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, ‘অবশ্যই আমি শিক্ষা প্রদণ করার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি তোমাদের মাঝে কেউ এর থেকে শিক্ষা প্রদণ করার?’

বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ কোরআন পাঠকের মতো আমার মনকেও এক সময় এই আয়াতটি দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। বিশেষ করে যখন দেখি, আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা আলোর এই একমাত্র উৎসটির ভাষাস্তর করতে গিয়ে মানুষরা একে সহজ করার বদলে দিন দিন কঠিন ও দুর্বোধ্য করে ফেলেছে। যে ‘আলো’ একজন পথিককে আঁধারে পথ দেখাবে তা যদি নিজেই স্বচ্ছ না হয়, তাহলে ‘আলো’ সামনে থাকা সত্ত্বেও পথিক তো আঁধারেই হোঁচট খেতে থাকবে।

কোরআন লওহে মাহফুলের অধিপতি আল্লাহ তায়ালার কালাম, এর শিল্প সৌন্দর্য সবই আল্লাহ তায়ালার একাত্ত নিজস্ব। এ কারণেই বিশ্বের সব কোরআন গবেষকই মনে করেন, এই মহান গ্রন্থের যথার্থ ভাষাস্তর কিংবা এর পূর্ণাংগ অনুবাদ কোনোটাই মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁর কাছে এই বিশ্বাকর গ্রাহ্তি নাযিল করা হয়েছিলো তাঁকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এই কিতাবের মর্মান্দার করা সম্ভবপর হয়েছিলো। এ কারণেই কোরআন যাদের সর্বপ্রথম সম্মোহন করেছিলো রসূল (স.)-এর সে সাহাবীরাও কোরআনের কোনো বক্তব্য অনুধাবনের ব্যাপারে মতামত দেয়ার আগে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। যদিও তারা নিজেরা সে ভাষায়ই কথা বলতেন, যে ভাষায় কোরআন নাযিল হয়েছিলো। সম্ভবত এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামদের বিদায়ের বহুকাল পরও ভিন্ন ভাষাভাষী কোরআনের আলেমরা কোরআনের অনুবাদ কাজে হাত দিতে সাহস করেননি, কিন্তু দিনে দিনে কোরআনের আলো যখন আরব উপনিষদ ছাড়িয়ে অনারব জনপদে ছড়িয়ে পড়লো, তখন কোরআনের প্রয়োজনে তথা ভিন্ন ভাষাভাষীদের সামনে কোরআনের বক্তব্য তুলে ধৰার জন্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকলো না। এমনি করেই অসংখ্য আদম সন্তানের অগণিত ভাষায় কোরআন অনুবাদের যে স্তোত্রধারা শুরু হলো, আমাদের মায়ের ভাষা বাংলায়ও একদিন এর প্রভাব পড়লো। কোরআনের পঞ্চিং ব্যক্তিরা একে একে এগিয়ে এলেন নিজেদের স্ব-স্ব জ্ঞান গরিমার নির্যাস দিয়ে এই অনুবাদ শিল্পকে সাজিয়ে দিতে।

একথা স্থীকার করতেই হবে, উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর শত শত বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাষা হিসেবে আরবীর পরেই ছিলো ফার্সী ও উর্দূর স্থান। স্বাভাবিকভাবেই কোরআন অনুবাদের কাজও তাই এ দুটো ভাষায়ই বেশী হয়েছে। সুলতানী আমলের শুরু থেকে মুসলমান শাসক নবাবরা যখন সংস্কৃত ভাষার সীমিত গণ্ডি থেকে বাংলা ভাষাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিমত্বে নিয়ে এলেন, তখন থেকেই ধীরে ধীরে এই ভূখণে কোরআনের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনও অনুভূত হতে লাগলো।

৪৭ ও ৭১ সালের পর পর দুটো পরিবর্তনের ফলে এ ভূখণের মুসলমানরা নিজেদের ভাষায় কোরআন বুঝার একটা ব্যাপক পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলো। অল্প কিছুদিনের মাঝেই কোরআনের বেশ কয়েকটি অনুবাদ বেরিয়ে গেলো। নিতান্ত সীমিত পরিসরে হলেও আমাদের পশ্চিম বাংলার মুসলমানরাও এ সময়ের মধ্যে কোরআনের কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদক ও প্রকাশকরা তাদের অনুবাদকর্মকে ‘কোরআনের বাংলা অনুবাদ’ না বলে ‘বাংলা কোরআন শরীফ’ বলে পেশ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। আমাদের এই বাংলায়ও কিন্তু ইদানীং কোরআনের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের গায়ে ‘বাংলা কোরআন শরীফ’ লেখার একটা অসুস্থ মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজের দু’একজনের এই অভিত্বস্তুত প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকেরা এগুলোকে কোরআনের বাংলা অনুবাদ বলেই গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টিকে বাদ দিলে আমাদের দেশে অনন্দিত ও প্রকাশিত কোরআনের প্রতিটি গ্রন্থই নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাহ

তায়ালার কিতাবের মর্মকথা মানুষের কাছে পৌছানোর কাজে যে যতটুকু অবদান রেখেছেন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে সে পরিমাণ ‘জায়ে খায়ের’ দান করুন।

কোরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর রসূল (স.)-এর কাছে পাঠানো তাঁর বাণীসমূহের এক অপূর্ব সমাহার। সূনীর্ধ ২৩ বছর ধরে বিপুরের সিপাহসালারকে তাঁর মালিক যে সব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাঁর অধিকাংশই বলতে গেলে পারিপার্শ্বিকতার বিশ্লেষণ- তথা এক একটি ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে জড়িত। এ কারণেই কোরআনের তাফসীরকাররা কোরআন অধ্যয়নের জন্যে সমসাময়িক পরিস্থিতি জানার ওপর এতো বেশী জোর দেন।

তারপরও কোরআনের মূল অনুবাদ কিন্তু সমসাময়িক কোরআন পাঠকের কাছে জটিলই থেকে যায়। অনেক সময় মূল কোরআনের আয়াতের হৃষ্ট বাংলা অনুবাদ করলে কোরআনের বক্তব্য মোটেই পরিষ্কার হয় না। সে ক্ষেত্রে কোরআনের একজন নিষ্ঠাবান অনুবাদককে অনুবাদের সাথে ভেতরের উহ্য কথাটি জুড়ে দিয়ে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা মিলিয়ে দিতে হয়। আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্য গঠন প্রক্রিয়ায় এগুলোর প্রচলন থাকলেও বাংলাভাষায় এ বিষয়গুলো কোরআনের পাঠককে মাঝে মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। তারা হেদায়াতের এই মহান গ্রন্থে অনুবাদের অসংলগ্নতা দেখে বর্ণনাধারার ‘মিসিং লিংক’ খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ কারণেই সচেতন অনুবাদকরা এ সব ক্ষেত্রে নিজের কথার জন্যে ‘ব্রাকেট’ কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ধরনের টাইপ ব্যবহার করে সেই মিসিং লিংকটাকে মিলিয়ে দেন। আমাদের মধ্যে যারা ‘তাফসীরে জালালাইন’ পড়েছেন তারা সেখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকবেন। এই তাফসীরে বিজ্ঞ তাফসীরকার তাঁর নিজের কথাকে ‘আন্দার লাইন’ করে আল্লাহ তায়ালার কথা থেকে আলাদা করে নিয়েছেন। কোরআনে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে, এখানে উদাহরণ হিসেবে সূরা ‘আল মায়েদ’ ৬, সূরা ইউসুফ ১৯, সূরা ‘আর রাদ’ ৩১, সূরা ‘আর বুমার’ ২২, সূরা ‘কাফ’ ৩ এ আয়াতগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ আয়াতগুলোর অনুবাদের প্রতি তাকালে একজন পাঠক নিজেই এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন, কি ধরনের ধারাবাহিকতার কথা আমি এখানে বলতে চেয়েছি। আমাদের এই গ্রন্থে অনুবাদের সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে আমরা আল্লাহ তায়ালার কথা থেকে নিজেদের কথা আলাদা করার জন্যে এ ধরনের () ‘ব্রাকেট’ ব্যবহার করেছি। কোরআনের মালিককে হাযির নাথির জেনে আমরা যেমন চেষ্টা করেছি ব্রাকেটের ভেতর আল্লাহ তায়ালার কথা না ঢুকাতে- তেমনি চেষ্টা করেছি ব্রাকেটের বাইরে অনুবাদকের কথা না ছড়াতে। তারপরও যদি কোথাও তেমনি কিছু ভুল কৃটি থেকে যায় তা আগামীতে শুন্দ করে নেয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি আমার মালিককে বিনীত চিন্তে বলবো, হে আল্লাহ, তুমি আমার ভেতর বাইর সবটার খবরই রাখো, আমার নিষ্ঠার প্রতি দয়া দেখিয়ে তুমি আমার সীমাবদ্ধতা ক্ষমা করে দিয়ো।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কোরআনের এই নতুন ধারার অনুবাদটি একান্ত আমার নিজস্ব চেষ্টা সাধনার ফল। কিশোর বয়স থেকে যখন আমি কোরআনের সাথে পথচালা শুরু করেছি তখন থেকেই আমি কোরআনের এমনি একটা সহজ অনুবাদের কথা ভাবতাম। আমি প্রায়ই চিন্তা করতাম, আল্লাহ তায়ালা নিজে যেখানে বলেছেন ‘আমি কোরআনকে সহজ করে নাথির করেছি সেখানে আমরা কেন কোরআনের অনুবাদটা সহজ সরল করার বদলে দিনে দিনে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলছি। বড়ে বড়ে পশ্চিমদের অনুবাদ দেখে অনেকের মতো আমিও বহুবার নিরাশ হয়েছি, মনে হয়েছে আরবী কোরআনের চাইতেও বুঝি এর বাংলা অনুবাদ বেশী কঠিন। এমনটি বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে, অনুদিত অংশটি বার বার পড়েও একজন পাঠক বুঝতে পারেননি, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে আসলে কী বলতে চেয়েছেন। অথচ আমরা সবাই জানি, আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনকে সহজ করে নাথির করেছেন।

আমার মালিক আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর তিনি আমার মনের কোনে লালিত দীর্ঘদিনের সে স্মৃতি বাস্তবায়িত করার একটা সুন্দর সুযোগ এনে দিলেন। বিশ্ববরেণ্য তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’ এর যখন বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার কাজ আমি শুরু করলাম, তখন যেন আমি কোরআনকে আমার নিজের করে বুঝবার ও বুঝাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’-এ ব্যবহারের জন্যে আমাদের তখন একটি মানসম্পন্ন বাংলা তরজমার প্রয়োজন দেখা দিলো। বহুদিন পর কোরআন যেন নিজেই আমাকে হাতছানি দিয়ে নিজের দিকে ডাক দিলো। আমিও মনে হয় এমনি একটা ডাকের জন্যে দীর্ঘ দিন থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

সাইয়েদ কুতুব শহীদের অমর শৃঙ্খলা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’-এর বাংলা অনুবাদ প্রকল্প আমি যখন হাতে নেই তখন আমি ভাবতেও পারিনি, কোরআনের কথা বলতে গিয়ে যিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর মহান তাফসীর গ্রন্থের পাতায় আমার মতো একজন নগণ্য বান্দার এই অনুবাদকর্মটি ও এভাবে স্থান পেয়ে যাবে। মালিকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আজ আমার দেহমন আপ্ত হয়ে ওঠে। এটা আমার প্রতি আমার মালিকের একান্ত দয়া যে, তিনি একজন মহান শহীদের মহান তাফসীরের হাজার হাজার পৃষ্ঠার বিশাল পরিমাণে আমার জন্যেও একটু জায়গা করে দিলেন! ১৯৯৫ সালে এই তাফসীরের আমগারার অনুবাদ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন থেকে এই তাফসীরকে যারা ভালোবেসেছেন তারা এই অধমের কোরআনের অনুবাদকেও তাদের ভালোবাসা দিয়েছেন। আমি একান্ত আগ্রহের সাথেই এই নতুন ধারার অনুবাদটির ব্যাপারে দেশের ওলামায়ে কেরাম ও সুধী বৃদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ! শহীদী ন্যরানা হিসেবে এই তাফসীরকে যেমন এখানকার সর্বস্তরের মুসলমানেরা ভালোবেসেছেন, তেমনি এই তাফসীরে ব্যবহৃত অধমের কোরআনের এই অনুবাদকেও তারা ভালোবাসা দিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, তারা এই প্রথম কোরআনের এমন একটি অনুবাদ হাতে পেয়েছেন যা কোনোরকম ব্যাখ্যা বা টীকার আশ্রয় ছাড়াই তাদের কোরআনের বক্তব্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালার রহমতে এই বিশাল তাফসীরের প্রকাশনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আমার কোরআনের অনুবাদের কাজও শেষ হয়ে গেছে। দেশে-বিদেশে তাফসীর ‘ফী যিলালিল কোরআন’-এর অসংখ্য পাঠক শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি যেন কোরআনের এই অনুবাদকে আলাদা প্রকাশ করি। তাদের মতামতের প্রতি শুন্দা জানাতে গিয়েই আমরা ‘কোরআন শরীফ স্প সহজ সরল বাংলা অনুবাদ’ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন করণায় অল্ল কিছুদিনের মধ্যেই গ্রন্থটি দেশে কোরআন অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। কেউ কেউ আবার কোরআনের শুধু অনুবাদ অংশটিকে আলাদা পুস্তককারে প্রকাশেরও অনুরোধ জানিয়েছেন। দেশের শৈর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে আমি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। আমরা কোরআনের ‘মতন’ ছাড়া কোনো অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশনার নীতিগত বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের যুগান্তকারী প্রকাশনা ও বিশেষ সর্বপ্রথম বিষয়ভিত্তিক রংগিন পরিবেশনা ‘আমার শর্খের কোরআন মাজীদ’ এর সাথে দেয়ার জন্যে এমনি একটি শুধু অনুবাদ গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, বিগত দু’তিন দশকে দেশে বিদেশে এ ধরনের অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার অবশ্যে আমরাও শুধু অনুবাদ অংশ নিয়ে আলাদা একটি বই প্রকাশ করেছি। তাছাড়া অমুসলিম বাংলাদেশীদের মাঝে বিনামূলে বিতরণের জন্যে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এরও এ ধরণের একটি অনুবাদ গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন ছিলো।

আলহামদু লিল্লাহ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন বয়সের মানুষের চাহিদার আলোকে আমরা আরো ১১/১২ ধরনের কোরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছি। ইতিমধ্যেই আমরা আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের সাহসী প্রকল্প কোরআন ডিস্ট্রিবিউশান ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আওতায় আগামী ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয় ও আরাকান অঞ্চলের ১৫০ কোটি শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বিনামূলে বিতরণের জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা স্টাইলের কোরআনের এই অনুবাদটি প্রকাশ করেছি।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ তাঁর তাফসীরের পটভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, কোরআন অধ্যয়ন করার সময় মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, কোরআন নিজেই বুঝি এক এক করে আমার সামনে নিজের জটিল গ্রন্থগুলো খুলে দিচ্ছে। আসলে এ হচ্ছে কোরআনের মালিকের সাথে কোরআনের একজন নিবেদিত প্রেমিকের পারম্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার! এ পরিবেশের সাথে শুধু সে ব্যক্তিই পরিচিত হতে পেরেছে যে নিজের জীবনটাকে কোরআনের ছায়াতলে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি জানি, শহীদ কুতুবের কোরআনের ছায়াতলে জীবন কাটানো, আর আমার মতো এক শুন্দিনগার বান্দার সেই কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার সংকল্পের মাঝে আসমান যমীন ফারাক, কিন্তু আমাদের উভয়ের মাঝে এই বিশাল ফারাক সত্ত্বেও জানি না, আমরা উভয়ে একই অনন্ত যাত্রার যাত্রী হবার সুবাদে কিনা— কোরআনের অনুবাদ করার সময় আমি ও বহুবার এটা অনুভব করেছি, আমি কোনো আয়াতের

সামনে তার বক্তব্য অনুধাবনের জন্যে স্থানের হয়ে দাঁড়িয়েছি, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞান যথন আর আমাকে সাহায্য করতে পারছিলো না, তখন দেখেছি কে যেন আমাকে বলে দিচ্ছে, ওহে দ্বিধাগ্রস্ত পথিক, এই নাও তোমার কার্যপথে বস্তু।

আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমি একান্ত নিবিষ্ট চিঠ্ঠে একথাটা বলতে পারছি, কোরআনের এই অনুবাদকর্মটি যেমনি আমার দিবস রজনীর পরিশ্রম, তেমনি তা আল্লাহর গায়বী মদদ নিস্তৃত নিষ্ঠারই বহিপ্রকাশ। তারপরও আমার অনুবাদে ভুল থাকবে না এমন কথা বলার ঔন্দ্রজ্য আমি কথনেই দেখাবো না। সে ধরনের ভুলের দিকে আমি নিজে যেমন তৌক্ষ্য নয়র রাখবো তেমনি সুবী পাঠকদের- বিশেষ করে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামদেরও আমি তৌক্ষ্য নয়র দিতে বলবো। যখনি এ ধরনের কোনো ভুলক্রটি কারো কাছে ধরা পড়বে, আমরা ইনশাআল্লাহ সাথে সাথেই তা সংশোধনের চেষ্টা করবো। এ সংশোধন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্যে আমরা আমাদের অফিসে একটি স্বতন্ত্র রেজিস্টার সংরক্ষণ করি। এ ধরনের কোনো সংশোধনী এলে তা সাথে সাথে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করি এবং পরবর্তী সংক্ষরণেই তা সংশোধন করে দেই।

যাদের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা আমাকে কোরআনের সাধনা ও কোরআনকেন্দ্রিক জীবন গঠনে দিবানিশি প্রেরণা দিয়েছে, তারা হলেন আমার মহান আবু মরহুম মাওলানা মানসুর আহমদ ও জান্নাতবাসিনী মা জামিলা খাতুন। আজ তারা কেউ তাদের সন্তানের এ খেদমতুকু দেখার জন্যে দুনিয়ায় জীবিত নেই, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার করুণা দিয়ে তাদের উভয়কে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান করে দিন।

আমার স্ত্রী, খ্যাতিমান লেখিকা খাদিজা আখতার রেজায়ী- যে মহীয়সী নারী তার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা শুধু কোরআনের জন্যেই উজাড় করে দিয়েছেন তার কথা বাদ দিয়ে কোরআনের এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখবো কি করে? বলতে দ্বিধা নেই, তিনি পাশে আছেন বলেই আল্লাহর নামে মাঝে মাঝে ছেঁড়া পালেও আমি সাগর পাঢ়ি দেয়ার সাহস করি। হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে যে অপূর্ণতা রয়েছে তাকে তুমি তোমার দয়া ও মাগফেরাত দিয়ে পূর্ণ করে দিয়ো।

‘আল কোরআন একাডেমী লঙ্ঘন’ কার্যালয়ের কম্পেজ, ডিজাইন, প্রফ, প্রেস ও বাইন্ডিং বিভাগে নিয়োজিত আমার সহকর্মীরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এই বরকতময় পুস্তকের প্রকাশনা ত্বরিত করেছেন, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের এই মহান কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবার সাথে আমাদেরও জান্নাতের ফুল বাগিচায় একই সামিয়ানার মীচে সমবেত করুন। আমীন! □

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

চেয়ারম্যান

আল কোরআন একাডেমী লঙ্ঘন

রমায়ানুল মোবারক ১৪৩৫ হিজরী, জুলাই ২০১৪ ইসায়ী

লঙ্ঘন

## কোরআন শরীফ

### অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদ বা ভাষাস্তর এমনিই একটি জটিল বিষয়। কোরআনের মতো একটি আসমানী গ্রন্থের ব্যাপারে জটিলতার সাথে স্পর্শকাতরতার বিষয়টি জড়িত। মানুষের তৈরী হাতের বেলায় বক্তার কথার হ্বছ ভাষাস্তর না হলে তেমন কি-ই বা আসে যায়। বড়োজোর বলা যায় অনুবাদক মূল লেখকের কথাটার সাথে যথাযথ ইনসাফ করতে পারেননি, কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, অনুবাদের একটু হেরফের হলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কথাই বিতর্কিত হয়ে পড়ার আশক্তা দেখা দেয়। এসব কারণেই মুসলমানদের মাঝে কেউই এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআনের অনুবাদের ঝুঁকি নিতে চায়নি। এমনকি বিগত শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার আলেমরা ফতোয়ার মাধ্যমে তাতারী ভাষায় কোরআনের যাবতীয় অনুবাদ প্রচেষ্টা বন্ধ করে রাখেন। আফ্রিকা মহাদেশে বিশেষ করে নাইজেরিয়া ও নাইজারে হাউসা হচ্ছে আরবীর পর সর্বাধিক সমৃদ্ধ ভাষা। এক সময় এই ভাষার আলেমরা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাদের ভাষায় কোরআনের অনুবাদ এই বলে বন্ধ করে রাখেন যে, এতে কোরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। এক সময় এই মহাদেশের ক্যামেরুন রাজ্যের সূলতান সাঈদ নিজেও আলেমদের প্রবল বিরোধিতার কারণে ‘বামুম’ ভাষায় কোরআন অনুবাদ কাজ থেকে ফিরে আসেন। মুসলিম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া বোর্ডও এই সেদিন পর্যন্ত কোরআনের যাবতীয় অনুবাদকর্মের বিরোধিতা করে আসছিলো।

১৯২৬ সালে তুরকে ওসমানী খেলাফত বিলুপ্তির পর তৃকী ভাষায় কোরআন অনুবাদ প্রচেষ্টার তারা বিরোধিতা করেন। কোরআনের ইংরেজী অনুবাদক নও মুসলিম মার্মারিউক পিকথল যখন কোরআনের অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন হায়দারাবাদের শাসক নিয়াম তাকে সর্বাঞ্চক সহযোগিতা দিলেও আল আযহার কর্তৃপক্ষ এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেন। অবশ্য দীর্ঘ দিন পর হলেও মঙ্গাভিত্তি মুসলিম সংস্থা রাবেতা আল আলমে ইসলামী আয়োজিত বিশেষ সর্বমতের ওলামায়ে কেরাম কোরআন অনুবাদের একটি ঘোষণাপত্রে সই করে এ পথের যাবতীয় বাধা অপসারণ করেন, কিন্তু এটা তো ১৯৮১ সালের কথা, মাত্র সেদিনের ঘটনা। অবশ্য এরও বহু আগে ইংরেজ লেখক জর্জ সেল কোরআনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ১৭৩৪ সালে এই অনুবাদ কর্মটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৭৬৪ সালে তার পূর্ণাংশ অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ১৮২৫ সালে এটি পুনমূদ্রিত হয়। জর্জ সেল-এর অনুবাদটি ছিলো সরাসরি আরবী থেকে। এর আগে অবশ্য কোরআনের আরেকটি ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে ১৬৪৯ সালে। আলেকজান্ড্র রস অনুদিত কোরআনটি ছিলো ফরাসী ভাষা থেকে। নাম ছিলো ‘আল কোরআন অব মোহামেট’।

আমরা যদি আজ কোরআনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো, কোরআন অনুবাদের এই মোবারক কাজ স্বয়ং তাঁর হাতেই শুরু হয়েছে যার ওপর এই কোরআন নায়িল হয়েছে। আমরা জানি, আল্লাহর রসূল তাঁর দাওয়াতের এক পর্যায়ে তৎকালীন বিশ্ব নেতৃত্বন্দের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দৃত পাঠাতেন। তাঁর পাঠানো এসব চিঠিতে অবশ্যই একাধিক কোরআনের আয়াত লেখা থাকতো। যেসব দেশের রাজা বাদশাহরা আরবী বুঝতেন না, রসূলের দৃত তাদের কাছে গোটা চিঠিটির সাথে সেসব আয়াতের তরজমাও পেশ করতেন। এ কারণেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক প্রিয় নবী যে দৃতকে যে দেশে পাঠাতেন, তাকে আগেই সে দেশের ভাষা শিখতে বলতেন। অধিকাংশ নতুন এলাকায় তিনি পারদর্শী দোভাষ্যীও পাঠাতেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদ বলেছেন, আল্লাহর নবী সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদেরই দৃত করে পাঠাতেন। ইবনে সাদ আরো বলেছেন, প্রিয়নবী তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ওহী লেখক হ্যরত যায়েদ বিন সাবেতকে সিরিয়ান ও হিন্দু ভাষা শেখার আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমির বিন উমাইয়া যে আবিসিনিয়ার স্বাট নাজাসীর কাছে লেখা রসূলুল্লাহ

(স.)-এর আরবী চিঠিকে আমহারিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তারও একাধিক প্রমাণ ইতিহাস গ্রন্থে মজুদ রয়েছে।

রসূলপ্লাহ (স.)-এর সময়ের কোরআনের এসব আংশিক অনুবাদ ছিলো অনেকটা মুখে মুখে। কোথাও লিখিত আকারে এগুলোকে কোরআনের আয়াতের অনুবাদ হিসেবে কেউ সংরক্ষণ করেনি। পরবর্তী সময়ে যখন কোরআনের বাণী নিয়ে আল্লাহর রসূলের জ্ঞান্য সাথীরা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন তখন এর প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে দেখো দিলো। কোরআনের বিষয়বস্তু ও ভাষাশিলীর সম্পর্ককাতরতার কারণে কোরআনের গবেষকরা প্রথম দিকে নানান রকম আপন্তি উত্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় কোরআন অনুদিত হতে শুরু করলো। এভাবেই কোরআনের আবেদন মূল আরবী ভাষার পরিম্বল ছাড়িয়ে বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম ঐতিহাসিক পরিভাজক ইবনে শাহরিয়ার গবেষক আবু মোহাম্মদ আল হাসান ইবনে আমর ইবনে হুমুবিয়ার সূত্রে তার বিখ্যাত ভ্রমন কাহিনী ‘আজায়েরুল হিন্দ’ থেকে হাজার বছরের আগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা মতে ১৭০ হিজরী সালে মধ্য কাশ্মীরের রাজা মাহরুক ইবনে রায়েক মানসূরার শাসক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লেখেন যে, আমার কাছে এমন একজন লোক পাঠিয়ে দিন যিনি হিন্দী ভাষায় আমাদের কাছে কোরআনের বাণী ও শরীয়তের বিধিবিধান বর্ণনা করতে পারেন। মানসূরার শাসক এই চিঠি পেয়ে একজন মুসলমানকে কাশ্মীরে পাঠান। এই ব্যক্তি হিন্দী ভাষা জানতেন, তিনি কাশ্মীর রাজের সান্নিধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করে তাকে কোরআন ও তার মর্মার্থ সম্পর্কে অভিহিত করেন। পরে কাশ্মীর রাজার অনুরোধে তিনি হিন্দী ভাষায় কোরআনের সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত অংশের অনুবাদ ও তাফসীর পেশ করেন। এই ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এ কথাটি সহজেই বলা যায় যে, হিন্দী ভাষায়ই সর্বপ্রথম কোরআন অনুদিত হয়।

বাইরের পরিম্বলে এসে সম্ভবত এরপরই ফার্সী ভাষায় কোরআন অনুদিত হয়েছে। প্রিয় নবীর ইনতেকালের প্রায় ৩৫০ বছর পর ইরানের সাসানী বাদশাহ আবু সালেহ মানসুর বিন নৃহ কোরআনের পূর্ণাংগ ফার্সী অনুবাদ করেন। কোরআনে ফার্সী অনুবাদের এই বিরল কাজের পাশাপাশি তিনি মুসলিম ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাংগ তাফসীর গ্রন্থ ইমাম মোহাম্মদ বিন জারীর আত তাবারীর ৪০ খন্দে সমাপ্ত বিশাল আরবী তাফসীর ‘জামেউল বয়ান ওয়াত তাওয়ীলুল কোরআন’-এরও ফার্সী অনুবাদ করেন। আমাদের এই উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী কোরআনের যে ফার্সী অনুবাদ করেছেন তা ছিলো আরো ৮০০ বছর পরের ঘটনা। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৭৭৬ সালে শাহ রফিউদ্দীন ও ১৭৮০ সালে শাহ আবদুল কাদের কোরআনের উর্দু অনুবাদ করেন।

বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের কাজ আসলেই অনেক দেরীতে শুরু হয়েছে। এর পেছনে কারণ ছিলো অনেক। প্রথমত আমাদের এই ভূখন্ডে যারা কোরআনের এলেমের সাথে সুপরিচিত ছিলেন-সেসব কোরআন সাধকদের অনেকেরই কোরআন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিলো ভারতের উর্দু প্রধান এলাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বিনী প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ, সাহারানপুর, নদওয়া, জামেয়াতুল এসলাহ, জামেয়াতুল ফালাহসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর সবকয়টির ভাষাই ছিলো উর্দু কিংবা ফার্সী, তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব দ্বিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চতর সনদ নিয়ে বের হন তাদের কোরআন গবেষণার পরিম্বলেও সে ভাষার বাইরে ছড়াতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত পলাশীর ট্রাজেডির ফলে আমাদের এ অঞ্চলে কোরআন গবেষণার কাজ নানাভাবে এ রকম দেউলিয়াই হয়ে পড়েছিলো। ফলে বাংলা আসমে কোরআনের আশানুরূপ কোনো অনুবাদই হয়নি। তৃতীয় কারণ হিসেবে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৭৭৭ সালে মুদ্রণযন্ত্র আবিক্ষার হলেও এ অঞ্চলের মুসলমানরা ১৮১৫ সালের আগে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের সাথে পরিচিত হবার কোনো সুযোগই পায়নি।

কে প্রথম কোরআনের বাংলা অনুবাদের সৌভাগ্যজনক এ কাজটি শুরু করেন, তা নিয়ে আমাদের মাঝে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। কে বা কারা আমাদের সমাজে একথাটা চালু করে দিয়েছে, ব্রাহ্মণ ধর্মের নববিধান মণ্ডলীর নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রচারক গিরিশ চন্দ্র সেন সর্ব প্রথম কোরআনের বাংলা অনুবাদ করেছেন। আসলে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে দীর্ঘ দিন ধরে যাদের সর্বময় আধিপত্য বিরাজমান ছিলো তারাই যে কথাটা ছড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখ লাগে যখন দেখি আমাদের এ অঞ্চলের দু'একজন কোরআন মুদ্রাকর প্রকাশকও তাদের সাথে সুর মিলিয়ে ঐতিহাসিকভাবে অসমর্থিত এমনি একটি কথা অবাধে প্রচার করে চলেছেন। অথচ কোরআন ও কোরআনের শিক্ষার প্রতিটি ছাত্রাই জানে তার অনুবাদের পাতায় কোরআনের শিক্ষা সৌন্দর্য বাকধারার সাথে ব্রাহ্মণবাদের প্রচারনাতিতে কোরআনের প্রতি ক্ষমাহীন বিদ্বেষ ছড়ানো রয়েছে। গিরিশ চন্দ্র সেনের ৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে আরেকজন অমুসলিম রাজেন্দ্রলাল মিত্র কোরআনের প্রথম পারার অনুবাদ করেন। কলকাতার আয়ৰ্বেদ প্রেস নামক একটি ছাপাখানা থেকে এক ফর্মার (১৬ পৃষ্ঠা) এই অনুবাদ ৫০০ কপি ছাপাও হয়েছিলো।

১৮৮৫ সালে গিরিশ চন্দ্র সেনের এই অনুবাদের প্রায় ৮০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮০৮ সালে পূর্ব বাংলার রংপুর নিবাসী একজন সাধারণ কোরআন কর্মী মওলানা আমিরুল্লাহ বসুনিয়া কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দেন। তিনি সে সময় কোরআনের আমপারার অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এ ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন রয়েছে ঢাকা ও কলকাতার প্রায় সবকয়জন কোরআন গবেষকের লেখায়। উভয় বাংলার প্রায় সবকয়টি কোরআন গবেষণা সংস্থা, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানই এ ব্যাপারে একমত, মওলানা আমিরুল্লাহ বসুনিয়াই সে সৌভাগ্যবান মানুষ যিনি বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের এই মহান কাজটির শুভ সূচনা করেছেন। গত এক দুই দশকে আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের ইতিহাসের ওপর যেসব পি এইচ ডি থিসিস লেখা হয়েছে, তাতেও এ তথ্য সম্ভাবে সমর্থিত হয়েছে। ১৮১৫ সালে বাংলা মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহারের শুরু হওয়ার পর পর কলকাতার মির্জাপুরের পাঠ্যোরাব বাগানের অধিবাসী আকবর আলী এ কাজে এগিয়ে আসেন। তিনিও মাওলানা আমিরুল্লাহ বসুনিয়ার মতো শুধু আমপারা ও সুরা ফাতেহার বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তার অনুদিত অংশটি ছিলো পুঁথির মতো। তার এ অনুবাদ কোরআনের কোনো মৌলিক অনুবাদও ছিলো না। তিনি যেটা করেছেন তা ছিলো ১৭৮০ সালে অনুদিত শাহ আবদুল কাদেরের উর্দু অনুবাদের বাংলা। সরাসরি কোরআনের অনুবাদ নয় বলে সুধী মহলে এটা তেমন একটা স্বীকৃতি লাভ করেনি। আসলে ব্যক্তি যতো গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন, তিনি যদি কোরআনকে কোরআন থেকে অনুবাদ না করেন তাহলে তা কখনো কোরআনের অনুবাদ বলে চালিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোরআনের ব্যাকরণ বিধি, বিশেষ বাকধারা, ‘ফাছাহাত বালাগাত’ ভাষাশৈলী, শিল্প সৌন্দর্য— না জেনে কোরআনের অনুবাদে হাত দেয়া কারোরই উচিত নয়।

কোরআনের প্রথম অনুবাদক মওলানা আমিরুল্লাহ বসুনিয়া কোরআনের পূর্ণাংগ অনুবাদ করে যেতে পারেননি। পরবর্তী সময়ের গিরিশ চন্দ্র সেনের পূর্ণাংগ অনুবাদ কর্ম যেটা তখন বাজারে প্রচলিত ছিলো, তাও ছিলো নানা দোষে দুষ্ট, তাই তার অনুবাদের মাত্র ২ বছরের ভেতরই কোরআনের বিশ্বস্ত ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কর্ম নিয়ে হার্যির হয়েছেন বিখ্যাত কোরআন গবেষক মাওলানা নায়ীমুল্লাহ। এর আগে কলকাতার একজন ইংরেজ পান্ত্রীও কোরআনের অনুবাদ করেছিলেন। শোনা যায়, মাওলানা আমিরুল্লাহ বসুনিয়া থেকে গিরিশ চন্দ্র সেন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮০৮ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে আরো ১৯ জন ব্যক্তি কোরআন অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার শোকর, আল কোরআন একাত্তেরী লঙ্ঘন বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদের ২০০ বছর পূর্তি বছর হিসেবে উদ্যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এ বিষয়ে আরো অনেক অজানা তথ্য জনসমক্ষে আসতে শুরু করেছে।

## বিশ্বব্যাপী কোরআন বিতরণ কর্মসূচী

### আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের একটি মহাপরিকল্পনা

আমার আপনার সবার প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের বাংলাদেশ। প্রাক্তিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেয়ামতগুলো যেন দু'হাতে ঢেলে দিয়েছেন এখানে। ওপরে শত ফসলের সমারোহ ও নীচে তেল গ্যাসসহ অগণিত সম্পদ। এ যমীনের প্রতিটি ইঞ্চি ভূখণ্ডে যেন সোনা ফলে। আয়তনে ছোটো হলো এর অধিবাসীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। সবমিলে প্রায় ১৬ কোটি মানব সন্তান এ যমীনে বাস করে।

আমাদের মতো করে আমাদের ভাষায় কথা বলে এমনি আরো কয়েকটি ভূখণ্ডে আমাদের পাশে আছে। একটি ভূখণ্ডে রয়েছে আমাদের সীমান্তের পশ্চিম দিকে, যার নাম পশ্চিমবঙ্গ, এ ছাড়া আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্য অবস্থিত, হচ্ছে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরাম- ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কয়েকটি প্রদেশ। সর্বশেষে রয়েছে মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল আরাকান। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীর সংখ্যা ২৫ মিলিয়ন ও আসামসহ এ এলাকায় রয়েছে আরো ১০ মিলিয়ন মানুষের বাস। কয়টি অঞ্চলের ২৫০ মিলিয়ন মানুষের মাঝে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন মানুষই হচ্ছে মুসলমান। আজকের পৃথিবীতে যে ৩০০ মিলিয়ন মানুষ বাংলায় কথা বলে, এদের ২০০ মিলিয়ন মানুষই এ অঞ্চলে বাস করে। এদের কাছে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ গ্রন্থ কিতাব কোরআন মাজীদ মজুদ আছে। এক সময় এ উভয় বাংলা ও আসামের মুসলমাদের ঘরে ঘরে কোরআনের চৰ্চা হতো। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কোরআনের এতোগুলো অনুবাদ গ্রন্থ তখন না বেরগুলেও মুসলমানরা তাদের জীবনের এক বেরাট অংশ এই কোরআন দিয়ে পরিচালনা করতো। অনেকেই বলেন- আগের তুলনায় দেশে কোরআনের আনাগোনা নাকি অনেক বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন এগুলো দিয়ে আমাদের নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক রাষ্ট্রিক অধিপতন ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন বুঝাতে হবে আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের চৰ্চা ও প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝাতে চান তার থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করছি।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এই তটি ভূখণ্ডের ২৫ কোটি মানুষের কয়জনের ঘরে কোরআন আছে? জবাবে বলা হবে, উভয় বাংলা ও তার পৌর্ণবর্তী এসব অঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষের ঘরেই কোরআন আছে; কিন্তু সে কোরআন তো সংগ্রাহে শুধু পড়ার জন্যে, মকতব মাদুসায় দুলে দুলে সুর করে পড়ার জন্যে। আপনিই বলুন, কোন্ অনুষ্ঠান আছে যা কোরআন দিয়ে শুরু করা হয় না। দেশের সর্বোচ্চ আইনসভায় কি কোরআন নেই, কিন্তু যে আইন কানুন ওখানে প্রতিনিয়ত প্রণীত ও রচিত হচ্ছে, তা কি কোরআনের প্রতি চরম অবহেলা ও উন্নাসিকতা নয়? বাংলাভাষায় কোরআন অনুবাদের ঐতিহাসিক ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশে বিদেশে গুণীজনরা এ নিয়ে কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, এ সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম পদ্ধা হচ্ছে জাতি ও ধর্মের সীমানা পার করে এ অঞ্চলের ১৫ কোটি শিক্ষিত বাংলাভাষী নাগরিকদের হাতে অনুবাদসহ কোরআন শরীফ তুলে দেয়ো। এ অঞ্চলের এমন প্রতিটি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান- যারা বাংলা পড়তে জানে, তাদের সবার হাতে এক কপি কোরআনের অনুবাদ তুলে দেয়াই হচ্ছে আজ সবচাইতে বড়ো প্রয়োজন।

ইউরোপ আমেরিকাসহ সমগ্র খন্টান জগতে কয়েকশ চ্যারিটি অর্গানাইজেশন প্রতিনিয়ত কোটি কোটি কপি বাইবেল ছাপছে। এর সাথে আরো রয়েছে সেসব দেশের অগণিত জেলখানা, হাসপাতাল, ক্লিনিক, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, নারী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। তাদেরই প্রচেষ্টায় এরা এ যাবত বিশ্বের প্রায় ৩ হাজার ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছে। বাইবেলের বন্যায় বাংলা দেশের উপজাতীয় গরীব জনগোষ্ঠীরও পুরনো ধর্ম বিশ্বাস ভেসে যাচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য

অঞ্চল, ময়মনসিংহের গারো, সিলেটের মণিপুরী ও অন্যান্য হাজার হাজার মানুষ প্রতিনিয়ত খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এদের কয়জন লোকের কাছে আমরা অনুবাদসহ কোরআন মাজীদ পৌছাতে পেরেছি:

কোরআনের স্মৃতিভূমি পবিত্র নগরী মদীনায় বাদশাহ ফাহাদ কোরআন প্রিস্টিং কমপ্লেক্স দীর্ঘ দিন থেকেই এ কাজ করছে। আসলে কোনো রাষ্ট্রীয় পঠণপোষকতা ছাড়া এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভব নয়; কিন্তু তারপরও আমরা আশা করি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার দয়ায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ মহা পরিকল্পনার কার্যকর ফলাফল ভোগ করতে পারবে।

মোস্ট এন্সিস এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে গুণীজনরা সময় বরাদ্দ করেছেন ১৫ বছর। অর্থাৎ ২০২৮ সালের ভেতর আমাদেরকে ১৫ কোটি (বর্তমান ১২ কোটির সাথে সে সময় পর্যন্ত শিক্ষিত লোকের তালিকায় আরো যে ও কোটি মানুষ শামিল হবে তাদের সব) মানুষের হাতে অনুবাদসহ কোরআন পৌছাতে হবে। ১৫ বছর পর আল্লাহ তায়ালা চাইলে এ তৃতীয় ভূখণ্ডের হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ খৃষ্টান, সব জাত সব ধর্মের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের হাতে অনুবাদসহ এক কপি কোরআন থাকবে— এটাই আমাদের প্রত্যক্ষা। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের হাতে আমাদের বীর সেনাবাহিনীর ১০ হাজার অফিসারদের জন্যে ১০ হাজার কপি কোরআন তুলে দেয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ কাজের শুভ সূচনা করা হয়েছে। তারপর থেকে (২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) বিভিন্ন সেক্টরে আরো ৪ লক্ষধিক কপি কোরআন ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে।

আমাদের স্কুল মাদরাসা থেকে প্রতি বছর যে লাখের মতো সন্তান জিপিএ-৫ পেয়ে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করছে, এখন থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর দেশের এই ভাবী কারিগরদের হাতে বাংলা অনুবাদসহ কোরআন তুলে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এদের সাথে আছে এসব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকমণ্ডলী, বিচারপতি, জজ, মেজিস্ট্রেট, সরকারী বেসরকারী দণ্ডের অধিদণ্ডর, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, গার্মেন্টস কর্মী, শিল্প কারখানার শ্রমিক, নির্মাণ শিল্প, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিনোদনকর্মী, সেনা, বিডিআর, পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী। জেলখানার কয়েদীদের সংশোধন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে তাদেরও বাংলা অনুবাদসহ এক কপি কোরআনের প্রয়োজন। কোরআনের কর্মী হিসেবে মাসজিদের ৬ লাখ ইমাম মোয়ায়যীনেরও তো বিনামূল্যে ১ কপি অনুবাদসহ কোরআন পাওয়ার অধিকার আছে। আমরা জানি, একটা পুল, সেতু কিংবা রাস্তা বানালে তা একশ বছরের বেশী থাকবে না, কিন্তু সাদকায়ে জারীয়া হিসেবে এক কপি ‘কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ’ মানুষদের হাতে তুলে দিতে পারলে তার ফল কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কোরআনের ছায়ায় স্থান করে দিন।

## কোরআন শরীফ ইতিহাস ও ত্রুটিকাণ্ড

### প্রথম ওহী

‘পড়ে তোমার মালিকের নামে যিনি সব কিছু পয়দা করেছেন। (সূরা আল আলাক ১-৫) সর্বশেষ ওহী’— সেদিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।’ (সূরা আল বাকারা ২৮১)। ‘আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনবিধান হিসেবে অমি ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট হলাম।’ (সূরা আল মায়েদা ৩) কোরআন নাযিলের মোট সময় প্রায় ২২ বছর ৫ মাস।

### কোরআন নাযিলের শুরু

কোরআন নাযিলের ছয় মাস আগে থেকেই আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে এ মহান কাজের জন্যে প্রস্তুত করে নিছিলেন। ইতিহাসের প্রমাণ অনুযায়ী প্রথম ওহী এসেছিলো রমজান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। মোহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিলো তখন ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।

হ্যরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (স.)-এর ওপর ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা দিনের আলোর মতো তাঁর জীবনে প্রতিভাত হতো। এক টুকরো দৃশ্যমান নূর তাঁর অন্তরে সদা ভাস্বর হয়ে থাকতো। জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহীপ্রাপ্তির আগে আন্তে আন্তে তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠেন, হেরো গুহায় নিভৃতে আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে তিনি মশগুল হয়ে পড়েন এবং বিশাল সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। এভাবেই হেরো গুহায় তাঁর রাত আর দিন কাটে। খাবার ও পানি শেষ হয়ে গেলে সেসব নেয়ার জন্যেই তিনি শুধু বাড়িতে ফিরেন। মাঝে মাঝে প্রিয় স্ত্রী খাদিজা ও হেরো গুহায় তাঁকে খাবার দিয়ে আসেন। এমনি করে একদিন আল্লাহর ফেরেশ্তা হ্যরত জিবরাইল (আ.) এসে গঞ্জির কঠে তাঁকে বললেন, ‘ইকরা’— পড়ুন। মোহাম্মদ বিশয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। উদ্বেলিত কঠে বললেন ‘আমি তো পড়তে জানি না’। ফেরেশতা তাঁকে বুকে চেপে ধরে আবার বললেন, পড়ুন। তিনি পুনরায় বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। ফেরেশতা তাঁকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরলেন এবং বললেন, পড়ুন। তৃতীয় বার যখন ফেরেশতা তাঁকে বুকে আলিংগন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন, এবার মোহাম্মদ (স.) ওহীর প্রথম পাঁচটি আয়াত পড়লেন। অতপর তিনি ঘরে ফিরলেন। প্রিয়তমা স্ত্রীকে বললেন, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’। হ্যরত খাদিজা (রা.) প্রিয় নবীকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। এরপর তাঁকে জিজেস করলেন, কি হয়েছে আপনার? আপনি এমন কাঁপছেন কেন?

রসূল (স.) বললেন, একজন অভিনব ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তিনি তিনি তিনি বার আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, অতপর তার সাথে আমি পড়তে শুরু করলাম। তার কথা শুনে খাদিজা (রা.) বললেন, আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আপনি মানুষের উপকার করেন, মানবতার সেবা করেন, এতীমদের আশ্রয় দেন, মহান আল্লাহ আপনার কি কোনো ক্ষতি করতে পারেন!

খাদিজা (রা.) প্রিয় নবীকে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফালের কাছে নিয়ে গেলেন। ওরাকা ইবনে নওফাল ছিলেন ঈসায়ী ধর্মের আলেম এবং হিন্দু ভাষার পন্ডিত ব্যক্তি। সে সময় তিনি বয়সের ভারে ক্লাস্ট এবং দ্বিতীয় হয়ে পড়েছিলেন। হ্যরত খাদিজা (রা.) বললেন, ভাইজান, আপনার ভাতজির কথা শুনুন, রসূল (স.) তাকে হেরো গুহার সব ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন। শুনে ওরাকা বললেন, তিনি সে-ই দৃত জিবরাইল, যিনি হ্যরত মূসা (আ.)-এর কাছে ওহীর বাণী নিয়ে আসতেন। হায়, আমি যদি সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম— যখন তোমার কওমের লোকেরা তোমাকে জন্মভূমি থেকে বের করে দেবে। রসূল (স.) অবাক হয়ে বললেন, কেন আমাকে তারা মাত্ভূমি থেকে বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, তুম যে ওহী লাভ করেছো, এ ধরনের ওহী যখনই কোনো নবী পেয়েছেন তার সাথে স্বজ্ঞাতির পক্ষ থেকে এভাবেই শক্রতা করা হয়েছে। যদি সেদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবো।

## কোরআন লিপিবদ্ধকরণ

যথন থেকে কোরআন নাযিল শুরু হয়, সেদিন থেকেই আল্লাহর রসূল তা লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য পারদৰ্শ সাহাবীদের নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেন। হ্যরত যায়দ বিন সাবেত (রা.) ছাড়া আরো ৪২ জন সাহাবী একাজে নিযুক্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে রসূল (স.) বলেন, তোমরা কোরআন ছাড়া আমার কাছ থেকে অন্য কিছু লেখো না।

### কোরআনের বিভিন্ন পরিসংখ্যান

কোরআনে মোট একশ চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। প্রথম খলীফা হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে হ্যরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা.) এ সংখ্যা নির্ণয় করেন। কোনো কোনো সূরার আয়াত সংগৃহিত তথ্য স্বয়ং রাসূল (স.) থেকেই পাওয়া যায়। যেমন ‘সূরা ফাতেহার ৭ আয়াত-এর যে কথা রয়েছে তা রসূল (স.) নিজেই বলেছেন। সূরা মুলক-এ ত্রিশ আয়াতের কথা ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

কোরআনের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে এমন একটি বর্ণনা রয়েছে, হ্যরত জিবরাইল (আ.) রসূল (স.)-কে বলেছেন, অমুক আয়াতটি সূরা বাকারার ২৮০ নং আয়াতের পর লিপিবদ্ধ করুন। অন্য এক রেওয়ায়াতে তিনি রসূল (স.)-কে সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের আরো কিছু কিছু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে রসূল (স.)-এর যুগে কোরআনের সূরা ও আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কিত আর তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগেও কোরআনের আয়াতের গণনা হয়েছে এমন কোনো রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম হ্যরত ওমর (রা.)-এর যুগেই সম্ভবত আয়াত গণনার কাজ শুরু হয়েছে। হ্যরত ওমর (রা.) তারাবীর নামায়ের প্রতি রাক'তে তিরিশ আয়াত করে তেলাওয়াত করার একটা নিয়ম জারি করেছিলেন। অন্যান্য সাহাবাদের মধ্যে হ্যরত ওসমান (রা.), হ্যরত আলী (রা.), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হ্যরত আনাস (রা.), হ্যরত আবুদ দারদা (রা.), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হ্যরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ সাহাবী কোরআনের আয়াত সংখ্যা নির্ণয় করেছেন।

আয়াতের সংখ্যার মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। এর কারণ, কিছু কিছু আয়াতের শেষে রসূল (স.) মাঝে মাঝে ওয়াকফ করেছেন, আবার কখনও ওয়াকফ না করে পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে তা তেলাওয়াত করেছেন। এমতাবস্থায় কেউ কেউ প্রথম বর্ণনার দিকে লক্ষ্য রেখে এক ধরনের গণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রথম বর্ণনার প্রতি শুরুত্ব আরোপ করে আয়াতের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। এতে করে কোরআনের আয়াতের সংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। তবে সাধারণত হ্যরত আয়েশার গণনাকে এ ব্যাপারে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

‘বিসমিল্লাহ’ নেই- কোরআনে এমন সূরা হচ্ছে সূরা ‘আত তাওয়া’, দুই বার ‘বিসমিল্লাহ’ আছে এমন সূরা হচ্ছে সূরা ‘আন নামল’। নয়টি মীম অক্ষর সংগৃহিত সূরা হচ্ছে সূরা আল কাফেরুল, কোনো মীম নেই যে সূরায় তা হচ্ছে সূরা ‘আল কাওসার’।

কোরআনের প্রথম মোফাসসের হচ্ছেন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.), কোরআনের প্রথম সংকলক হচ্ছেন হ্যরত ওসমান (রা.). কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক হচ্ছেন মাওলানা আমিরউদ্দীন বসুনিয়া।

কোরআনে উল্লিখিত কোরআনের নাম ৫৫টি, কোরআন প্রথম যাঁর মাধ্যমে এসেছে তিনি হচ্ছেন হ্যরত জিবরাইল (আ.), কোরআনে যে ভাগ্যবান সাহাবীর নাম আছে তিনি হচ্ছেন হ্যরত যায়দ (রা.)।

কোরআনে তেলাওয়াতে সাজদার সংখ্যা সর্বসমত ১৪ (মতপার্থক্যে ১৫)।

কয়েকজন বিশিষ্ট ওহী লেখকের নাম

০১. হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

০২. হ্যরত ওমর বিন খাতাব (রা.)

০৩. হ্যরত ওসমান বিন আফফান (রা.)

০৪. হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.)
০৫. হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা.)
০৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ (রা.)
০৭. হযরত যোবায়র বিন আওয়াম (রা.)
০৮. হযরত খালেদ বিন সা'দ (রা.)
০৯. হযরত হানফালা বিন রবী (রা.)
১০. হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)
১১. হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)
১২. হযরত মোহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)
১৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন সালুল (রা.)
১৪. হযরত মুগীরা বিন শোবা (রা.)
১৫. হযরত মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.)
১৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)
১৭. হযরত জাহম ইবনুস সালত (রা.)
১৮. হযরত শোরাহবিল বিন হাসানা (রা.)
১৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন আরকাম আয যুহরী (রা.)
২০. হযরত সাবেত বিন কায়স (রা.)
২১. হযরত হোয়ায়ফা বিন আল ইয়ামান (রা.)
২২. হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.)
২৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবয়র (রা.)
২৪. হযরত আবান বিন সায়দ (রা.)

### কোরআনের মুদ্রণ ইতিহাস

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত কোরআন শরীফ হাতেই লেখা হতো। প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু নিবেদিতপ্রাণ কোরআনের ‘কাতেব’ মজুদ ছিলেন যাদের একমাত্র কাজ ছিলো কোরআন শরীফ লেখা। কোরআনের প্রতিটি অঙ্করকে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটি নিসন্দেহে এক নয়িরবিহীন ঘটনা। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর ইউরোপের হামবুর্গ নামক স্থানে হিজরী ১১১৩ সনে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। এরপর বিশ্বের এখানে সেখানে অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন শরীফ মুদ্রণ শুরু করেন, কিন্তু মুসলিম জাহানে নানা কারণে প্রথম দিকে মুদ্রিত কোরআন শরীফ তেমন একটা গ্রহণযোগ্য হ্যানি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা ওসমান রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কোরআন মুদ্রণের কাজ করেন। প্রায় একই সময় কায়ান শহর থেকেও কোরআনের একটি নোস্থা মুদ্রিত হয়।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথো মুদ্রণযন্ত্রে প্রথম কোরআন শরীফের একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে আন্তে আন্তে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন মুদ্রণের রেওয়াজ চালু হতে থাকে। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের আগে কোরআনের আয়াতসমূহ সাধারণত পাথর, শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর চামড়ার ওপর লেখা হতো।

### কোরআনে নোকতা

আরবদের মধ্যে আগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করার কোনো রীতি প্রচলিত ছিলো না। তারা নোকতাবিহীন অঙ্কর লেখতো। এতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ব্যাপারে কোনো

অসুবিধা হতো না। কেননা কোরআনের তেলাওয়াত কোনোদিনই অনুলিপিনির্ভর ছিলো না। হাফেয়দের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত শিক্ষা করতো। হ্যরত ওসমান (রা.) যখন মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের ‘মাসহাফ’ প্রেরণ করতেন, তখন তার সাথে তিনি বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেয়দেরও পঠাতেন। সে যুগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করা দৃশ্যীয় কাজ মনে করা হতো। এ কারণেই ওসমানী মাসহাফেও প্রথম দিকে কোনো নোকতা ছিলো না। এতে করে প্রচলিত সব কয়টি কেরাতেই কোরআন তেলাওয়াত করা সহজ হতো, কিন্তু পরে অনারব লোকদের প্রয়োজনে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

কোরআনুল কারীমের হরফসমূহে কে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলন করেছিলেন এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো মতে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হ্যরত আবুল আসাদ দুয়েলী (র) এ কাজটি সর্বপ্রথম আনজাম দেন। অনেকে মনে করেন, আবুল আসাদ দুয়েলী এ কাজটি হ্যরত আলী (রা.)-এর নির্দেশেই সম্পাদন করেছেন।

কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান আবুল আসাদ দুয়েলীর দ্বারা এ কাজটি সম্পন্ন করিয়েছেন। আবার অন্যদের মতে তিনি এ কাজ আবুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে সম্পাদন করেছেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজার বিন ইউসুফ এ কাজটি হ্যরত হাসান বসরী (র), হ্যরত ইয়াসের ইবনে ইয়ামার এবং নসর বিন আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

অনেকে আবার এ অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, যিনি কোরআনের হরফসমূহে নোকতা সংযোজন করেছেন তিনি সর্বপ্রথম আরবী বর্ণমালায়ও নোকতার প্রচলন করেন। প্রখ্যাত বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক আল্লামা কালকাশান্দী এ অভিমতের প্রতিবাদ করে বলেছেন, মূলত এর বহু আগেই আরবদের মাঝে নোকতার আবিষ্কার হয়েছে। তাঁর মতে আরবী লিখন পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন মোয়ামের ইবনে মুরার, আসলাম ইবনে সোদরাহ এবং আমর ইবনে জাদারা নামক এ তিনি ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে মোয়ামের হরফের আকৃতি আবিষ্কার করেন। পড়ার মাঝে থামা, শ্বাস নেয়া এবং একত্রে মিলিয়ে পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহও তিনি আবিষ্কার করেন। আরেক বর্ণনায় হ্যরত আবু সুফিয়ানকে নোকতার আবিষ্কারক বলা হয়েছে। তাঁদের মতে তিনি নোকতার এ পদ্ধতি হীরাবাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আর হীরাবাসীরা তা গ্রহণ করেছিলেন আস্তাবাসীদের কাছ থেকে। এতে বুরু যায়; পরবর্তীকালে যে ব্যক্তির মাধ্যমে কোরআনের নোকতার প্রচলন শুরু হয়, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই নোকতার মূল আবিষ্কারক নন; বরং তিনি ছিলেন কোরআনে সর্বপ্রথম নোকতার প্রচলনকারী মাত্র।

### কোরআনের হরকত

নোকতার মতো প্রথম অবস্থায় কোরআন কারীমে হরকত বা যের যবর পেশ ইত্যাদিও ছিলো না। সর্বপ্রথম কে হরকতের প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হ্যরত আবুল আসাদ দুয়েলীই কোরআনে হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে, হাজার বিন ইউসুফ এ কাজটি ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার এবং নসর বিন আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন। বিশ্বস্ত অভিমত হচ্ছে, হ্যরত আবুল আসাদ দুয়েলীই সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের জন্যে হরকত আবিষ্কার করেছিলেন; কিন্তু তার আবিস্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মতো ছিলো না। তাঁর আবিস্কৃত হরকতে যবর-এর জন্যে হরফের উপরিভাগে একটা নোকতা এবং যের-এর জন্যে নীচে একটা নোকতা বসিয়ে দেয়া হতো। পেশের উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে এক নোকতা এবং তানওয়ানীর জন্যে দুই নোকতা ব্যাবহার করা হতো। পরে খলীল বিন আহমদ হাময়া-এর সাথে তাশদীদের চিহ্ন তৈরি করেন।

এরপর বাগদাদের গভর্নর হাজার বিন ইউসুফ হ্যরত হাসান বসরী (র.), ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার ও নসর বিন আসেম লাইসী প্রমুখকে কোরআন শরীফে নোকতা ও হরকত প্রদানের কাজে নিয়োজিত করেন। একে আরো সহজেৰোধ্য করার জন্যে ওপরে, নীচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার ব্যাপারে হ্যরত আবুল আসাদ দুয়েলী প্রবর্তিত পদ্ধতির জায়গায় বর্তমান আকারের হরকত প্রবর্তন করা হয়, যাতে করে হরফের নোকতার সংগে হরকত নোকতার মিশ্রণজনিত কোনো জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

## হরকত ও নোকতা ইত্যাদির সংখ্যা

যবর ৫৩২২৩, ঘের ৩৯৫৮৩, পেশ ৮৮০৪, মদ ১৭৭১, তাশদীদ ১২৭৪, নোকতা ১০৫৬৮৪।

### বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা

আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা, ১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল, ৪৬৭৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৯৯১, শীন ২১১৫, ছোয়াদ ২০১২, দোয়াদ ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, মোয়া ৮৪২, আঙ্গন ৯২২০, গাঞ্জন ২২০৮, ফা ৮৪৯৯, কুফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, নূন ৮০১৯০, ওয়াও ২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -ও কোরআনের অক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তার গণনা মতে কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২২,৬৭১। তাবেয়ীদের মাঝে মোজাহেদ (র.)-এর গণনা অনুযায়ী কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭ সংখ্যাটিই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

### কোরআনের শব্দ সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরাম তাদের যুগে কোরআনের শব্দ সংখ্যাও নির্ণয় করেছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই পরবর্তীকালে। হুমায়দা আয়রাজের গণনা অনুযায়ী শব্দের সংখ্যা ৭৬,৪৩০, আবদুল আয়ীয় ইবনে আবদুল্লাহর গণনা মোতাবেক ৭০৪৩১, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক ৭৬২৫০, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে ৮৬৪৩০।

### কোরআনের আয়াত সংখ্যা

হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে ৬৬৬৬, হযরত ওসমান (রা.)-এর মতে ৬২৫০, হযরত আলী (রা.)-এর মতে ৬২৩৬, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ৬২১৮, মকার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে হযরত আয়েশার গণনাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কোরআনের নোস্খাসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গুলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

### বিষয়ভিত্তিক আয়াত

জান্নাতের ওয়াদা ১০০০, জাহানামের ভয় ১০০০, নিষেধ ১০০০, আদেশ ১০০০, উদাহরণ ১০০০, কাহিনী ১০০০, হারাম ২৫০, হালাল ২৫০, আল্লাহর পবিত্রতা ১০০, বিবিধ ৬৬।

### রূক্ম সংখ্যা

কোরআনের নোস্খায় প্রথম দিকের ‘আখমাস’ এবং ‘আশারের’ আলামত পরবর্তী যুগে এসে পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং অন্য একটা আলামতের ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে। এ নতুন পদ্ধতির চিহ্নটিকে রূক্ম বলা হয়। আয়াতে আলোচিত বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে চিহ্নটি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রসংগ যেখানেই এসে শেষ হয়েছে সেখানেই পৃষ্ঠার পাশে রূক্ম চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

এ চিহ্ন কখন কার দ্বারা প্রথম প্রচলিত হয়েছে, এ সম্পর্কিত কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য যদিও পাওয়া যায় না, তবে এই চিহ্ন দ্বারা যে আয়াতের মোটামুটি একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য তা বুঝা যায়। যেটুকু সাধারণত নামাযের এক রাকাতে পড়া যায় তাই এখানে পরিমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে। যেহেতু নামাযে এই পরিমাণ তেলাওয়াত করে রূক্ম করা যায়, সে কারণেই বোধহ্য একে রূক্ম বলা হয়।

সমগ্র কোরআন মজীদে মোট পাঁচশ চল্লিশটি রূক্ম রয়েছে। প্রতি রাকাতে যদি এক রূক্ম করে তেলাওয়াত করা হয় তাহলে রম্যান মাসের সাতাশে রাতে তারাবীর নামাযে কোরআন তেলাওয়াত শেষ হয়ে যায়।

### পারাসমূহ

কোরআন শরীফ সমান ত্রিশটি ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে পারা বলা হয়। আরবীতে বলা হয় ‘জুয়’। পারার এ বিভক্তি কোনো বিষয়বস্তুভিত্তিক ব্যাপার নয়; শুধু তেলাওয়াতের সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি ভাগে

একে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তিরিশ পারায় এ বিভক্তি কার দ্বারা প্রথম সম্পন্ন হয়েছে সে তথ্য উদ্ধার করা আসলেই কঠিন। অনেকের ধারণা, হ্যারত ও সমান (রা.) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করান, তখন তিনিই এটা করেছেন এবং তা থেকেই তিরিশ পারার প্রচলন হয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা প্রমাণিত হয়নি। আল্লামা বদরুজ্জানীন যারকাশীর মতে তিরিশ পারার এ নিয়ম বহু আগে থেকেই চলে আসছে। তিরিশ পারার এ রেওয়াজ কোরআনের ছাত্রদের মাঝেই আসলে বেশী প্রচলিত হয়েছে। তিরিশ পারার এ বিভক্তি মনে হয় সাহাবায়ে কেরামের যুগেই চালু হয়েছে। শিক্ষাদান কার্যের সুবিধার জন্যেই হয়তো এটা করা হয়েছে।

### মন্যিলসমূহ ও এর বিভক্তিরণ

মন্যিল কিভাবে এলো তার আলোচনা প্রসংগে অনেকেই একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মোসনাদে আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী একদিন বনী সাফাবী গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রসূল (স.)-এর খেদমতে হায়ির হলে তিনি তাদের কাছে আসতে কিছু বিলম্ব হয়। এই দেরী হওয়ার কারণ উল্লেখ করে রসূল (স.) বলেন, আমি কোরআন তেলাওয়াতে ছিলাম, আজকের দিনের নির্ধারিত অংশ পুরো করতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

প্রথম মন্যিল সূরা আল ফাতেহা থেকে সূরা আন নেসা, দ্বিতীয় মন্যিল সূরা আল মায়েদা থেকে সূরা আত তাওবা, তৃতীয় মন্যিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা আন নাহল, চতুর্থ মন্যিল সূরা বনী ইসরাইল থেকে সূরা আল ফোরাকান, পঞ্চম মন্যিল সূরা আশ শোয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন, ষষ্ঠ মন্যিল সূরা আস সাফফাত থেকে সূরা আল হজুরাত, সপ্তম মন্যিল সূরা কাফ থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত।

### কোরআনে বর্ণিত কয়েকজন মহিলা

ক্র.	নাম (কোরআনে যেভাবে এসেছে)	সূরার নাম
১.	মারইয়াম	অনেক সূরাতেই তার নাম এসেছে কোরআনে এই নামে একটি পূর্ণাংগ সূরা ও আছে
২.	আয়েশার বর্ণনা কোরআনে আছে, তবে সরাসরি তার নাম উল্লেখ করা হয়নি	সূরা আন নূর
৩.	উম্মে মূসা	সূরা আল কাছাছ
৪.	উখতে মূসা	সূরা আল কাছাছ
৫.	ইমরাতে ফেরাউন	সূরা আল কাছাছ
৬.	ইমরাতে ইমরান	সূরা আলে ইমরান
৭.	ইমরাতে ইবরাহীম	সূরা হুদ, সূরা আয যারিয়াত
৮.	ইমরাতাতুহ (আবু লাহাবের স্ত্রী)	সূরা লাহাব
৯.	ইমরাতাতৈনে	সূরা আন নামল
১০.	ইমরাত	সূরা আন নামল
১১.	ইমরাতুল আয়ীয	সূরা ইউসুফ

### কোরআনে উল্লিখিত ধর্মস্থাপ জাতিসমূহের নাম

১. আ'দ, ২. সামুদ, ৩. লৃত, ৪. নৃহ, ৫. সাবা, ৬. তুবুা, ৭. বনী ইসরাইল, ৮. আসহাবে কাহফের সাথে সংশ্লিষ্টৰা, ৯. আসহাবুস সাবত, ১০. আসহাবুল কারহয়াহ, ১১. আসহাবুল আইকা, ১২. আসহাবুল উখদুদ, ১৩. আসহাবুর রাস, ১৪. আসহাবুল ফিল। □

## কোরআনের কয়েকটি বিখ্যাত মোজেয়া

কোরআন শরীফের সূরা ‘আল ফজর’-এর ৭ নম্বর আয়াতে ‘ইরাম’ নামক একটি গোত্র কিংবা শহরের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু ‘ইরাম’-এর নাম কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই কোরআন শরীফের তাফসীরকাররাও সুস্পষ্টভাবে এ শব্দটির অর্থ বলতে সক্ষম হননি।

১৯৭৩ সালে সিরিয়ায় একটি পুরনো শহরে খনন কার্যের সময় কিছু পুরনো লিখন পাওয়া যায়। এ সব লিখন পরীক্ষা করে সেখানে চার হাজার বছরের একটি পুরনো সভ্যতার নির্দর্শন পাওয়া গেছে। এ লিখনগুলোর মধ্যে দেখা গেছে ‘ইরাম’ শহরের উল্লেখ আছে। এক সময় এ অঞ্চলের লোকজন ‘ইরাম’ শহরের লোকজনের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। এ সত্যটা আবিস্কৃত হলো মাত্র সেদিন, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে। প্রশ্ন হচ্ছে, দেড় হাজার বছর আগে নাযিল করা কোরআন শরীফে এ শহরের নাম এলো কি করে? আসলে কোরআন শরীফ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ তায়ালা এখানে ‘ইরাম’ শহরের উদাহরণ দিয়েছেন।

কোরআন শরীফে হ্যরত মোহাম্মদ (স.)-এর একজন দুশ্মনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সে হচ্ছে আবু লাহাব। ওহী নাযিল হওয়ার পর যদি আবু লাহাব ইসলাম করুল করতো তাহলে কোরআন শরীফের আয়াত মিথ্যা প্রমাণিত হতো, কিন্তু আবু লাহাব ইসলাম করুল করেনি এবং কোরআন শরীফের বাণী চিরকালের জন্য সত্য হয়েই রয়েছে।

কোরআন শরীফে সূরা ‘আর রোম’-এ পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং যে সময় এ ওহী নাযিল হয় তখন মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা অকল্পনায় ছিলো, রোমকদের যারা পরাজিত করলো তারা অচিরেই তাদের হাতে ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু কোরআন শরীফ এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং তা এ আয়াত নাযিল হবার ৭ বছর সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে এসে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

এ আয়াতে ‘ফী আদনাল আরদ’ বলে আল্লাহ তায়ালা গোটা ভূ-মন্ডলের যে স্থানটিকে ‘সর্বনিম্ন অঞ্চল’ বলেছেন তা ছিলো সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্দানের পতিত ‘ডেড সী’ এলাকা। এ ভূখণ্ডেই ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা ইরানীদের পরাজিত করে। মাত্র কিছুদিন আগে আবিস্কৃত ভূ-জরিপ অনুযায়ী এটা প্রমাণিত হয়েছে, এ এলাকাটা সারা দুনিয়ার মধ্যে আসলেই নিন্যতম ভূমি। ‘সী লেবেল’ থেকে ৩৯৫ মিটার নীচে। এটা যে গোটা ভূ-খণ্ডের সবচেয়ে নীচু জায়গা এটা ১৪শ বছর আগের মানুষরা কি করে জানবে। বিশেষ করে এমন একজন মানুষ, যিনি ভূ-তত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি কোনো তত্ত্বেরই ছাত্র ছিলেন না।

কোরআন শরীফের এক জায়গায় সমুদ্রের তরঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, চেউ যখন অহসর হয় তখন দুটি চেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান অন্ধকার থাকে। আমরা জানি, হ্যরত মোহাম্মদ (স.) মরকুত্তমি অঞ্চলের সন্তান ছিলেন, তিনি কখনো সমুদ্র দেখেননি। সুতরাং সমুদ্র তরঙ্গের দুটি চেউয়ের মধ্যবর্তী স্থান যে অন্ধকার হয় তা তিনি জানবেন কি করে? এতে প্রমাণিত হয়, হ্যরত মোহাম্মদ (স.) নিজে কোরআন রচনা করেননি। আসলেই প্রচন্ড ঝাড়ের সময় সমুদ্র যখন বিকুন্ঠ হয় তখন দ্রুতগতিসম্পন্ন তরঙ্গগুলোর মধ্যবর্তী অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

কোরআনের আরেকটি বিশ্যবকর বিষয় হচ্ছে, লোহ ধাতুটির বিবরণ। কোরআনের সূরা ‘আল হাদীদ’-এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘আমি লোহ নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রাচুর শক্তি ও মানুষদের জন্যে প্রভৃত কল্যাণ।’ লোহ নাযিলের বিষয়টি তাফসীরকাররা নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন; কিন্তু যেখানে আল্লাহ তায়ালার ‘স্পষ্ট নাযিল’ শব্দটি রয়েছে সেখানে এতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে আমরা যদি কোরআনের আক্ষরিক অর্থের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তাবনীও ঠিক একথাটাই বলেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন, লোহ উৎপাদনের জন্যে যে ১৫ লক্ষ সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন তার কোনো উপকরণ আমাদের পথিবীতে নেই। এটা একমাত্র সূর্যের তাপমাত্রা দ্বারাই সম্ভব। হাজার হাজার বছর আগে সূর্যদেশে প্রচন্ড বিক্ষেপণের ফলে লোহ নামের এ ধাতু মহাশূন্যে ছিটকে পড়ে। পথিবীর মাধ্যাকর্ণ শক্তির টানে তা পৃথিবীতে ‘নায়িল’ হয়। লোহ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কৃত তথ্য ঠিক একথাটাই প্রমাণ করেছে। দেড় হাজার বছর আগের আরব বেদুঈনরা বিজ্ঞানের এ জটিল সূত্র জানবে কি করে?

এ সূরার আরেকটি অংকগত মোজেয়াও রয়েছে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী ‘সূরা আল হাদীদ’ কোরআনের ৫৭তম সূরা। আরবীতে ‘সূরা আল হাদীদ’- এর সংখ্যাগত মান হচ্ছে ৫৭। শুধু ‘আল হাদীদ’ শব্দের অংকগত মান হচ্ছে ২৬, আর লোহার আণবিক সংখ্যা মানও হচ্ছে ২৬। □

## কোরআন শরীফ

### শব্দ ও আয়াতের পুনরাবৃত্তির রহস্য

কোরআনে অনেক জায়গায়ই একের সংগে অন্যের তুলনা উপস্থিত করা হয়েছে। এ তুলনা উপস্থিত করার ব্যাপারে একটি অবিশ্বাস্য মিল লক্ষ্য করা গেছে এবং তা হচ্ছে, সে দু'টি নাম অথবা বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে সমান সংখ্যাতেই উল্লেখ করেছেন। যেমন কোরআন শরীফে সূরা ‘আলে ইমরান’-এর ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈসার তুলনা হচ্ছে আদমের মতো।’

এটা যে সত্য তা আমরা বুবাতে পারি। কারণ, এদের কারোরই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জন্ম হয়নি। আদম (আ.)-এর মাতাও ছিলো না, পিতাও ছিলো না এবং ঈসা (আ.)-এরও পিতা ছিলো না। এখন এই তুলনাটি যে কতো সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা কোরআন শরীফে এ দু'টি নামের মোট সংখ্যা অনুসন্ধান করি। দেখা যাচ্ছে, কোরআন শরীফে ঈসা (আ.) নামটি যেমন পঁচিশ বার এসেছে, তেমনি আদম (আ.) নামটি এসেছে পঁচিশ বার। কোরআনের বাণীগুলো যে মানুষের নয় তা বোঝা যায় এ দু'টি নামের সংখ্যার সমতা দেখে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু বলেছেন, এ দুটো একই রকম। তাই সেগুলোর সংখ্যা গণনাও ঠিক একই রকমের রাখা হয়েছে।

এ তুলনার ক্ষেত্রে আরেকটি অলৌকিক বিষয় হলো, যেখানে তুলনাটি অসম সেখানে সংখ্যা দুটিকেও অসম রাখা হয়েছে। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে, ‘সুদ’ এবং ‘বাণিজ্য’ এক নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ শব্দ দু'টির একটি কোরআনে এসেছে ছয় বার এবং অন্যটি এসেছে সাত বার। বলা হয়েছে, ‘জাহানাতের অধিবাসী ও জাহানামের অধিবাসী সমান নয়।’ জাহানাতের সংখ্যা হচ্ছে আট, আর জাহানামের সংখ্যা হচ্ছে সাত। কিন্তু ‘জাহানাত’ ও ‘জাহানাম’ শব্দ দুটো কিন্তু একই রকম এসেছে, মোট ৭৭ বার করে। ঠিক তেমনিভাবে ‘কাজ’-এর পরিনাম হচ্ছে ‘বিনিয়য়’, তাই এই দুটো শব্দ এসেছে ১০৭ বার করে। কাউকে ভালোবাসলে তার আনুগত্য করা যায়, তাই এ দুটো শব্দও কোরআনে সমান সংখ্যক অর্থাৎ ৮৩ বার করে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘নারী ও পুরুষ’- যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সমান তা কোরআনের এই শব্দ দুটোর সমান সংখ্যা থেকেই আমরা বুবাতে পারি। কোরআনে এ দুটো শব্দ এসেছে ২৪ বার করে। আরেকটি অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে, নর নারীর সম্মিলিত ‘এগ’ ও ‘স্পারাম’ দিয়ে মানব শিশুর যে ক্রোমোজম তৈরী হয় সে বিষয়টি, এর মোট সংখ্যা ৪৬। (২৩ নারী ও ২৩ নর মিলে এর সংখ্যা হয় ৪৬)

সূরা ‘আরাফ’-এ, এক আয়াতে আছে ‘যারা আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের মতো’। বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় যখন আমরা দেখি, ‘যারা আমার সুস্পষ্ট আয়াতকে অঙ্গীকার করে’ এ বাক্যটি কোরআনে সর্বমোট পাঁচ বার এসেছে। যেহেতু তাদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে কুকুরের সাথে, তাই সমগ্র কোরআনে ‘আল কালব’ তথা কুকুর শব্দটাও এসেছে পাঁচ বার।

‘সাবয়া সামাওয়াত’ কথাটার অর্থ হলো ‘সাত আসমান’। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোরআনে এ ‘সাত আসমান’ কথাটা ঠিক সাত বারই এসেছে। ‘খালকুস সামাওয়াত’- আসমানসমূহের সৃষ্টির কথাটাও ৭ বার এসেছে, সম্বৰ্বত আসমান ৭টি তাই। ‘সাবয়াতু আইয়াম’ মানে ৭ দিন। একথাও কোরআনে ৭ বার এসেছে। ‘সালাওয়াত’ শব্দটি সালাতের বহুবচন। কোরআনে সালাওয়াত শব্দটি ৫ বার এসেছে, সম্বৰ্বত ৫ বার নামায ফরয হওয়ার কারনেই এটা এভাবে বলা হয়েছে।

কোরআনের অংকগত মোজেয়া এখানেই শেষ নয়। ‘দুনিয়া ও আখেরাত’ এ দু'টো কথাও কোরআনে সমান সংখ্যায় এসেছে, অর্থাৎ সর্বমোট ১১৫ বার করে। ‘ঈমান ও কুফর’ শব্দ দু'টোও সম্পরিমাণে বলা হয়েছে, অর্থাৎ ২৫ বার করে। ‘উপকার’ ও ‘ক্ষতি’ সমানভাবে এসেছে, ৫০ বার করে। ঠিক একইভাবে ‘শাস্তি’ ও ‘অশাস্তি’ শব্দটি এসেছে ১৩ বার করে। ‘গরম’ ও ‘ঠাণ্ডা’ যেহেতু দুটো বিপরীতমূলী খুতু, তাই এ শব্দ দু'টো কোরআনে সমানসংখ্যক অর্থাৎ ৫ বার করে এসেছে। ‘সূর্য’ ‘আলো’ দেয় বলে দুটো শব্দই কোরআনে সমান সংখ্যায় এসেছে, ৩০ বার করে। কাজ করলে কাজের পুরক্ষার দেয়া হবে বলেই সম্বৰ্বত ‘কাজ করা’ ও ‘পুরক্ষা’ শব্দটি এসেছে ১০৮ বার করে।

আরবী ভাষায় ‘কুল’ মানে বলো, তার জবাবে বলা হয় ‘কালু’ মানে তারা বললো। সমগ্র কোরআনে এ দুটো শব্দও সমান সংখ্যক, অর্থাৎ ৩৩২ বার করে এসেছে। ‘বক্তৃতা’ বা ‘ভাষণ’ ‘মুখ’ থেকে আসে, তাই উভয় শব্দ এসেছে ২৫ বার করে। একইভাবে রসূল শব্দটি এসেছে ৫০ বার, আর যাদের কাছে রসূলদের পাঠানো হয়েছে সে মানুষের কথা ও এসেছে ৫০ বার। পুনরাবৃত্তিসহ কোরআনে সব নবীদের নাম এসেছে ১১৩ বার। বিশ্বের ব্যাপার রসূল শব্দের মূলধাতু অর্থাৎ ‘রেসালাহ’ শব্দটিও কোরআনে ৫১৩ বার এসেছে। জিহ্বা দিয়ে মানুষ বক্তৃতা করে বলে ‘জিহ্বা’ ও ‘বক্তৃতা’ শব্দ দুটোও সমান সংখ্যক অর্থাৎ ৫০ বার করে এসেছে। মানুষ যখন জনগনের সামনে কথা বলে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে একটু জোরে কথা বলতে হয়, তাই কোরআনে ‘জোরে কথা বলা’ ও ‘জনগনের সামনে’ এ উভয়টাই এসেছে ১৬ বার করে।

আলোর সাথে সম্পর্ক মানুষের মনের। মনে আলো জ্বললেই তা দিয়ে দুনিয়ায় আলো ছড়ানো যায়। এ কারনেই সম্ভবত ‘মন’ ও ‘আলো’ শব্দ দুটি কোরআনের একই সংখ্যায় এসেছে, মোট ৪৯ বার করে। আল্লাহ তায়ালা ‘বিপদে’ ‘শোকর’ আদায় করতে বলেছেন, তাই এ উভয় শব্দই এসেছে ৭৫ বার করে। আল্লাহর ‘রহমত’ হলে ‘হেদায়াত’ আসে, তাই এই দুটো শব্দও সমান সংখ্যায় এসেছে, ৭৯ বার করে। কোরআনে ‘খেয়ানত’ শব্দটি এসেছে ১৬ বার, আর যে খেয়ানত করে সে একজন ‘খবিস’ কিংবা খারাপ ব্যক্তি, তাই এ শব্দটিও এসেছে ১৬ বার।

‘মালাকুন’ কিংবা ‘মালায়োকা’ মানে ফেরেশতা কিংবা ফেরেশতারা। কোরআনে এটি এসেছে ৮৮ বার- একইভাবে ফেরেশতার চির শক্তি ‘শ্যায়তান’ কিংবা ‘শ্যায়তীন’ এটিও এসেছে ৮৮ বার। আবার ‘আল খবিস’ মানে অপবিত্র, ‘আত তাইয়েব’ মানে পবিত্র, সমগ্র কোরআনে এ দুটি শব্দ মোট ৭ বার করে, অর্থাৎ একই সংখ্যায় নায়িল হয়েছে। প্রশ্ন জাগতে পারে দুনিয়ায় ভালোর চাইতে মন্দ তো বেশী, তাহলে এখানে এ দুটো শব্দ সমান রাখা হলো কিভাবে। এ কথার জবাবের জন্যে কোরআনের সূরা আনফালের ৩৭ নম্বর আয়াতটির দিকে লক্ষ্য করা যাক। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘অপবিত্রকে পবিত্র থেকে আলাদা করার জন্যে তিনি অপবিত্রকে একটার ওপর আরেকটা রেখে তাকে পুঞ্জীভূত করেন এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেন।’ এতে বুঝা যায়, যদিও ‘পাপ পুণ্য’ সমান সংখ্যায় এসেছে, কিন্তু ‘পুঞ্জীভূত’ করা দিয়ে তার পরিমাণ যে বেশী তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

‘ইয়াওমুন’ মানে দিন, সমগ্র কোরআনে এ শব্দটি ৩৬৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। বছরে যে ৩৬৫ দিন, এটা কে না জানে। ইয়াওমুন শব্দের বহুবচন ‘আইয়াম’ মানে দিনসমূহ, এ শব্দটি এসেছে ৩০ বার। আরবী ভাষায় ‘চাঁদ’ হচ্ছে মাসের সূত্র সূচক, গড়ে বছরের প্রতি মাসে ৩০ দিন, এটাই হচ্ছে চান্দুরবছরের নিয়ম। হতবাক হতে হয় যখন দেখি, চাঁদের আরবী প্রতিশব্দ ‘কামার’ শব্দটি কোরআনে মোট ৩০ বারই এসেছে। ‘শাহরুন’ মানে মাস, কোরআন মাজীদে এ শব্দটি এসেছে মোট ১২ বার। ‘সানাতুন’ মানে বছর, কোরআনে এ শব্দটি এসেছে ১৯ বার। কারণ হিসেবে আমরা সম্পত্তি আবিস্তৃত গ্রীক পঙ্কতি মেতনের ‘মেতনীয় বৃত্তের’ কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনিই প্রথম এ তত্ত্ব আবিকার করেন যে, প্রতি ১৯ বছর পর সূর্য ও পৃথিবী একই বৃত্তে অবস্থান করে। কোরআনের আরেকটি বিশ্বয়কর শব্দ হচ্ছে ‘রাত’ ও ‘রাতগুলো’- এ উভয় সংখ্যা কোরআনে এসেছে সর্বমোট ৯২ বার, আর কোরআনে ‘আল লাইল’ অর্থাৎ রাত- নামের সূরাটির ক্রমিক সংখ্যাও হচ্ছে ৯২। কোরআনে চাঁদ শব্দটি সর্বমোট ২৭ স্থানে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ঠিক ২৭.০৩ দিন অর্থাৎ ২৭ দিন ৭ ঘন্ট ৪৩ মিনিট।

কোরআনে ‘ফুজ্জার’ পাপী শব্দটি যতোবার এসেছে, ‘আবরার’ পুণ্যবান শব্দটি তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ ‘ফুজ্জার’ ৩ আর ‘আবরার’ ৬ বার। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সব সময় শাস্তির তুলনায় পুরক্ষারের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কোরআনের সূরা সাবা’র ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ‘এ ধরনের লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরক্ষারের ব্যবস্থা থাকবে। এটা হচ্ছে বিনিয়ম সে কাজের যা তারা দুনিয়ায় করে এসেছে।’ এ কারণেই দেখা যায়, গোটা কোরআনে ‘পাপী’ ও ‘পুণ্যবান’ শব্দের মতো ‘আয়া’ শব্দটি যতোবার এসেছে, ‘সওয়াব’ শব্দটি তার দ্বিগুণ এসেছে। অর্থাৎ আয়াৰ ১১৭ বার, ‘সওয়াব’ ২৩৪।

কোরআনে একাধিক জায়গায় আল্লাহর তায়ালা বলেছেন, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে তিনি তার বিনিময় বাড়িয়ে দেবেন। সম্ভবত এ কারণেই কোরআনে ‘গরীবী’ শব্দটি এসেছে ১৩ বার, আর তার বিপরীতে ‘প্রাচুর্য’ শব্দটি এসেছে ২৬ বার। কোরআনে ‘স্তুলভাগ’ এসেছে ১৩ বার, আর ‘জলভাগ’ এসেছে ৩২ বার। উভয়টা মিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫, আর এ সংখ্যাকে ১৩ দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ২৯ ( $28.888888888889\%$ ), আবার ৩২ দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ৭১ ( $71.1111111111\%$ ), আর এটাই হচ্ছে এই গ্রহে জল ও স্তুলভাগের সঠিক আনুপাতিক হার।

কোরআন কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে গাণিতিক সংখ্যার আন্তর মিল দেখে যে কোনো কোরআন পাঠকই বিশ্বে হতবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এটা নিসদেহে কোনো মানুষের কথা নয়।

কোনো একটা কাজ করলে তার যে অবশ্যভাবী ফল দাঁড়াবে তার উভয়টিকে আশৰ্যজনকভাবে সমান সংখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। ‘গাছের চারা’ উৎপাদন করলে ‘গাছ’ হয়। তাই এ দুটো শব্দই এসেছে ২৬ বার করে। কোনো মানুষ ‘হোয়াত’ পেলে তার প্রতি ‘রহমত’ বর্ষিত হয়, তাই এ দুটো শব্দ কোরআনে এসেছে ৭৯ বার করে। ‘হায়াতের’ অপরিহার্য পরিণাম হচ্ছে ‘মউত’ এ শব্দ দুটোও এসেছে ১৬ বার করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ‘যাকাত’ দিলে ‘বরকত’ আসে, তাই কোরআনে কারীমে ‘যাকাত’ শব্দ এসেছে ৩২ বার ‘বরকত’ শব্দও ৩২ বার এসেছে। ‘আবদ’ মানে গোলামি করা, আর ‘আবীদ’ মানে গোলাম। গোলামের কাজ গোলামি করা, তাই কোরআনে এই উভয় শব্দই এসেছে ১৫২ বার করে। ‘মানুষ সৃষ্টি’ কথাটা এসেছে ১৬ বার, আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘এবাদাত’; তাই এ শব্দটি ও এসেছে ১৬ বার। ‘নেশা’ করলে ‘মাতাল’ হয়, তাই এ দুটো শব্দও এসেছে ৬ বার করে। প্রতিটি ‘দুঃখ কঠে’ আল্লাহ তায়ালা মানুষদের ধৈর্য ধরতে বলেছেন— কোরআনে এই উভয় শব্দই এসেছে ১০২ বার করে। ‘উপকার’ ও ক্ষতি এসেছে ৫০ বার করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন, সম্ভবত এই কারণে কোরআনে যতোবার ‘শয়তানের’ নাম এসেছে ঠিক ততোবারই ‘আশ্রয় চাওয়ার’ কথাও এসেছে, অর্থাৎ উভয়টাই ১১ বার করে এসেছে।

আর মাত্র ৩টি রহস্যের কথা বলে আমরা ভিন্ন আলোচনার দিকে অগ্রসর হবো।

সুরা আল কাহফে বর্ণিত গুহাবাসীরা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছে সে ব্যাপারে কোরআন মাজীদে বলছে, ‘তারা তাদের (এ) গুহায় কাটিয়েছে মোট ৩০০ বছর, তারা (এর সাথে) যোগ করেছে আরো ৯ বছর’। প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে দু’ভাগে না বলে আল্লাহ তায়ালা সংখ্যাটা একত্রেও তো বলতে পারতেন। অর্থাৎ এভাবেও বলা যেতো যে, ‘তারা সেখানে ৩০৯ বছর কাটিয়েছে’। কোরআনের এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় কেউ সৌর গণনা ও চন্দ্র গণনার বিশয়টি জানতো না। পরে দুনিয়ার মানুষরা জেনেছে যে, চন্দ্র মাস সৌর মাসের চাইতে ১১ দিন কম। প্রতি বছরে ১১ দিনের এই তফাঝটা হিসাব করলে সময়টা হবে ঠিক ৯ বছর। অপর কথায় গুহায় তাদের অবস্থানের সময়টা সৌর গণনার হিসেবে হচ্ছে ৩০০, আর চন্দ্র মাস হিসেবে হবে ৩০৯। কোরআন এই উভয় হিসাবটাই উৎসাহী পাঠকদের সামনে সুন্দর করে বর্ণনা করেছে।

কোরআনে ‘ইনসান’ শব্দটি এসেছে ৬৫ বার। এবার ইনসান বানাবার উপকরণগুলোকে কোরআনের বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগ করে মিলিয়ে দেখা যাক। প্রথম উপাদান ‘তোরাব’ (মাটি) শব্দটি এসেছে ১৭ বার, দ্বিতীয় উপাদান ‘নুতফা’ (জীবনকণা) শব্দ এসেছে ১২ বার, তৃতীয় উপাদান ‘আলাক’ (রক্তপিণ্ড) শব্দ এসেছে ৬ বার, চতুর্থ উপাদান ‘মোদগ্না’ (মাংসপিণ্ড) এসেছে ৩ বার। পঞ্চম উপাদান হচ্ছে ‘ঝ্যাম’ (হাড়), এটি এসেছে ১৫ বার। সর্বশেষ উপাদান হচ্ছে ‘লাহম’ (গোশত), এ শব্দটি এসেছে ১২ বার। কোরআনে উল্লিখিত (সুরা হজ্জ ৫)-এ উপাদানগুলো যোগ করলে যোগফল হবে ঠিক ৬৫। আর এসব উপাদান দিয়ে যে ‘ইনসান’ বানানো হয়েছে তাও কোরআনে ঠিক ৬৫ বারই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের সুরা ‘আল কাহ্মার’-এর প্রথম যে আয়াতটিতে চাঁদ বিদীর্ঘ হওয়ার সাথে কেয়োমতের আগমন অত্যাসন্ন কথাটি বলেছেন, আরবী বর্ণমালার আক্ষরিক মান হিসাব করলে তার যোগ ফল হয় ১৩৯০, আর এ ১৩৯০ হিজরী (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ) সালেই মানুষ সর্বথেম চাঁদে অবতরণ করে, জানি না এটা কোরআনের কোনো মোজেয়া, না তা এমনিই এক ঘটনাচক্র, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার এ মহান সৃষ্টিতে তো ঘটনাচক্র বলতে কিছুই নেই। এ কারণেই হয়তো মানুষের চাঁদে অবতরণের সালের সাথে কোরআনের আলোচ্য আয়াতটির সংখ্যামানের এ বিশ্যকর মিল আমরা দেখতে পাচ্ছি। □

**কোরআন শরীফ**  
**বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু নাম**

০১. কিতাবুম মুবীন	সূরা আয় যোখরফ	১-২
০২. নূর	সূরা আন নেসা	১৭৪
০৩. হেদায়াত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৪. রহমত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৫. ফোরকান	সূরা আল ফোরকান	১
০৬. শেফা	সূরা বনী ইসরাইল	৮২
০৭. মাওয়েয়াত	সূরা ইউনুস	৫৭
০৮. যিকরম মোবারাক	সূরা আল আবিয়া	৫০
০৯. হেকমাত	সূরা আল কুমার	৫
১০. মোহাইমেন	সূরা আল মায়েদা	৪৮
১১. হাকীম	সূরা ইউনুস	১
১২. হাবল	সূরা আলে ইমরান	১০৩
১৩. কাওল	সূরা আত্ তারেক	১৩
১৪. আহসানুল হাদীস মোতাশাবেহাম মিনাল মাছানী	সূরা আবু ঝুমার	২৩
১৫. তানযীল	সূরা আশ শোয়ারা	১৯২
১৬. রহ	সূরা আশ শূরা	৫২
১৭. অহী	সূরা আল আবিয়া	৪৫
১৮. বাছায়ের	সূরা আল জাহিয়া	২০
১৯. বায়ান	সূরা আলে ইমরান	১৪৮
২০. ইলম	সূরা আল বাকারা	১৪৫
২১. তায়কেরাহ	সূরা আল হাক্কাহ	৮৮
২২. ছেদ্ক	সূরা আবু ঝুমার	৩৩
২৩. আমর	সূরা আত তালাক	৫
২৪. বুশরা	সূরা আল বাকারা	৯৭
২৫. মাজীদ	সূরা আল বুরজ	২১
২৬. আযীয	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৪১
২৭. বালাগ	সূরা ইবরাহীম	৫২
২৮. বাশীর	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৩
২৯. নাযীর	সূরা হা-মীম-আস সাজদা	৩
৩০. ছুভ্র	সূরা আবাসা	১৩

কোরআন শরীফ  
কিছু মৌলিক তাজওয়াদ

ମାଖରାଜ ୪ ମାଖରାଜ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ବେର ହେଁଯାର ସ୍ଥାନ । ଆରବୀ ହରଫଣ୍ଡଲୋ ଯେ ଯେ ସ୍ଥାନ ଥେକେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୟ ତାର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନକେ ମାଖରାଜ ବଲେ । ଯେମନ, ହାମ୍ଯା ହରଫଟି କଷ୍ଟନାଳୀର ନିମ୍ନଭାଗ ଥେକେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୟ । ଅତେବେ, କଷ୍ଟନାଳୀର ନିମ୍ନଭାଗ ହଲୋ ହାମ୍ଯାର ମାଖରାଜ ।

ମାଖରାଜ ଚେନାର ପଦ୍ଧତି : କୋଣ ହରଫକେ ସାକିନ ଦିଯେ ତାର ଡାନେ ହରକତ ବିଶିଷ୍ଟ କୋନେ ହରଫ ବସିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରଲେ ସ୍ଵର ଯେ ଥାନେ ଥେମେ ଯାଇ ତା-ଇ ହଚ୍ଛେ ସେ ହରଫେର ସାଠିକ ମାଖରାଜ । ଯେମନ, <sup>ଆ</sup>ପି-

ମାଖରାଜେର ସଂଖ୍ୟା ୫ ଆରବୀ ୨୯୩ ହରଫେର ୧୭୩ ମାଖରାଜ ରଯେଛେ । ମାଖରାଜଙ୍ଗଲୋକେ ପାଁଚଟି ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଏ ।

(১) জাওফ (মুখ ও কর্ণনালীর ভেতরের খালি জায়গা), (২) হাল্ক (কর্ণনালীর ভেতরের খালি জায়গা), (৩) লেসান (জিহ্বা), (৪) শাফাতায়নে (দুই ঠোঁট), (৫) খায়শূম (নাসিকামূল)।

মন্দের পরিচয় : মন্দের অর্থ লস্বা করা, অতিরিক্ত করা। মান্দের হরফ তিনটি, (১) আলিফ, যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে যবর থাকে। যেমন **لـ**; (২) ওয়াও যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে পেশ থাকে। যেমন, **وـ**; (৩) ইয়া- যখন সাকিন হয় এবং তার ডানে যের থাকে। যেমন, **يـ**

মদ্দে আসলীঃ মদ্দের হরফের পূর্বে যদি হামযা (۱) না থাকে এবং পরেও হামযা বা সুকুন না থাকে, তাহলে এ মদ্দকে ‘মদ্দে আসলী’ বলে। **উদাহরণ** وَقُومٌ مِّنَ الْأَنْفُسِ قَاتَلُوا إِنَّمَا يُؤْتَى مَنْ يَرِدُ

ମଦେ ମୋତାସେଲ : ଏକଇ ଶବ୍ଦେ ମଦେର ହରଫେର ପରେ ଯଦି ହାମୟା (୧) ଆସେ, ତାହଲେ ତାକେ 'ମଦେ ମୋତାସେଲ' ବଲେ । ଉଦାହରଣ, ଜୀବ-ଶ୍ଵା-ଶ୍ଵା-ଶ୍ଵା-ଶ୍ଵା .... ମଦେ ମୋତାସେଲ ଚାର ଆଲିଫ ପରିମାଣ ଦୀର୍ଘ କରତେ ହୁଏ ।

ମଦେ ଆରେୟି : ମଦେର ହରଫେର ପରେ ଯଦି ଓ୍ୟାକ୍ର୍ଫ୍ କରାର କାରଣେ ସାକିନ ହୁଯା, ତବେ ତାକେ ମଦେ ଆରେୟି ବଲେ । ଉଡାହାରଣ : **أَلْحِسِّنْ - لُعْلِيْن** .... ମଦେ ଆରେୟି ଏକ ଥେକେ ତିନି ଆଲିଫ ଲସ୍ଵା କରତେ ହୁଯା ।

ନୂନ ସାକିନ ଓ ତାନଓୟିନେର ଛକ୍ର ଚାରଟି : (୧) ଏସହାର, (୨) ଏଦଗାମ, (୩) କଲବ (୪) ଏଖଫା

১. এয়ার : এর অর্থ স্পষ্ট করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে হালকের হরফসমূহের কোন একটি হরফ আসলে, ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে গুন্ঠাই না করে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। হালকের হরফ ছয়টি।

নূন সাকিনের উদাহরণ - آنَعْمَتْ تَانِوَيْيَنَرِ الْعُدَاهَرَانِ، عَلِيِّبِرْ خَبِيرْ كُلْ أَمَّنِ

২. এদগাম : এদগাম অর্থ প্রবেশ করানো। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে এদগামের কোনো হরফ আসলে, ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীন উচ্চারণ না করে পরবর্তী হরফের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে হরফটিকে তাশদীদ সহকারে পড়তে হয়।

এদগামের হরফ ছয়টি। যথা, ل-م-س-ر-ل-م-س- এর মধ্যে চারটি হরফে গুন্নাহ হয়। এ হরফ চারটি হচ্ছে, ل-م-س-ر- এবং দুটি হরফে গুন্নাহ হয় না। এগুলো র- ও ل

নূন সাকিনের উদাহরণ - وَيَلِ لِكِلِ قَوْمٍ يَجْهَلُونَ - وَيَلِ لِكِلِ مِنْ نِعْمَةٍ يَقُولُ

৩. কলব : কলব অর্থ পরিবর্তন করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে ب- বর্ণ আসলে, সে নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্না সহকারে পড়তে হয়।

নূন সাকিনের উদাহরণ : تَانِوَيْيَنَرِ الْعُدَاهَرَانِ - زَوْجِ بَصِيرْ - سَمِيعِ بَصِيرْ - مَشَاءِ بَنَّسِيرْ

৪. এখফা : এখফা অর্থ গোপন করা। নূন সাকিন ও তানওয়ীনের পরে এখফার কোনো একটি হরফ আসলে ওই নূন সাকিন ও তানওয়ীনকে গুন্নাহসহকারে উচ্চারণ করতে হয়।

سَمِيعِ بَصِيرْ - زَوْجِ بَصِيرْ - تَثِ جِ دَذْسِ شِ صِ ضِ طَافِ قِ لِكِ

নূন সাকিনের উদাহরণ - كَآسَا دَهَأَ - مَنْ ضَلَّ ; তানওয়ীনের উদাহরণ - مَعِينًا طَبِيبًا

ওয়াজেব গুন্না : নূন ও মীমের উপর তাশদীদ হলে অবশ্যই সেখানে গুন্না করতে হবে, একে ওয়াজেব গুন্না বলে। যেমন, نِعْمَةٌ طَبِيبٌ । □

## কোরআন শরীফ

### বিরতি চিহ্নসমূহ

- ৬ এটা হচ্ছে **وقف مطلق** কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ, এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে, এখানে থামাটাই উভয়।
- ৭ হচ্ছে **وقف جائز** শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ হচ্ছে এখানে প্রয়োজন হলে থামা যেতে পারে।
- ৮ হচ্ছে **وقف مزوج**-এর সংক্ষেপ। এর অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না ভালো।
- ৯ হচ্ছে **وقف مخصوص**-এর সংক্ষেপ। এর মানে এখানে কথা শেষ হয়নি, তবে বাক্য দীর্ঘ হওয়ার কারণে যদি থামতে হয় তাহলে এখানেই থামা উচিত।
- ১০ হচ্ছে **وقف مواجب**-এর সংক্ষেপ। এখানে না থামলে অর্থের মধ্যে মারাত্মক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে থামতেই হবে। কেউ কেউ একে বলেছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ওয়াজের অর্থ এ নয়, এখানে না থামলে কোনো বড় রকমের গুনাহ হয়ে যাবে; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে; যতগুলো বিরতি চিহ্ন রয়েছে; তন্মধ্যে এখানে থামাটাই হচ্ছে বেশী প্রয়োজন।
- ১১ হচ্ছে **وقف علی** শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ এখানে থামা যাবে না। তবে থামা একেবারেই যে অনুচিত তাও নয়; বরং এ চিহ্নবিশিষ্ট এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে থামা মোটেও অন্যায় নয়। এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তেলাওয়াত শুরু করা যেতে পারে। এখানে থামতে হলে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় পুনরায় আগের কিছু অংশের সাথে মিলিয়ে পড়া উভয়। এ চিহ্নগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আল্লামা সাজাওয়ানী কর্তৃক আরো কয়েকটি চিহ্ন কোরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এটিও এমনি একটি চিহ্ন।
- ১২ হচ্ছে **معانق** শব্দের সংক্ষেপ। যেখানে দুই ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে, অর্থাৎ এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ বুবায়। সুতরাং এর যে কোনো এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে প্রথম জায়গায় থামার পর পরবর্তী চিহ্নটিতে থামা ঠিক নয়। এ চিহ্নটির আরেক নাম হচ্ছে **مقابلة** এ চিহ্নটি ইমাম আবু ফয়ল প্রচলন করেছেন।

**سکت** চিহ্নটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা, এখানে একটু না থেমে পরবর্তী অংশের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের মাঝে ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে।

**قف** এ চিহ্নটির জায়গায় সাকতার চাইতে একটু বেশী পরিমাণ থামতে হবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়।

**ق** কারো কারো মতে এ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে।

**وقفه** অর্থ এখানে থামো। চিহ্নটি এমন স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে পাঠকের মনে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, এখানে মনে হয় থামা যাবে না।

**صلے** হচ্ছে **الوصل أولى** বাক্যটির সংক্ষিপ্ত। এর অর্থ আগের পরের দুটি বাক্য মিলিয়ে পড়া ভালো।

**صل** হচ্ছে **قد يوصل** বাক্যের সংক্ষেপ, এখানে থেমে যাওয়া উত্তম।

**مقطع** **وقف النبى** এ বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয় যেখানে রসূলুল্লাহ (স.) তেলাওয়াত করার সময় থামতেন। □

## কোরআন শরীফ কতিপয় পরিভাষা

০১. আল্লাহ	আল্লাহ	৩৭. এভের্বা'	অনুসরণ
০২. আখেরাত	পরকাল	৩৮. এন্টেগফার	ক্ষমা প্রার্থনা করা
০৩. আ'রাফ	জান্নাত ও জাহানামের মধ্যবর্তী স্থান	৩৯. এসরাফ	অপচয়
০৪. আহ্দ	অংগীকার করা	৪০. এলম	জ্ঞান
০৫. আবাদান	সর্বদা	৪১. ওসিলা	মাধ্যম, নৈকট্যের উপায়
০৬. আমর নাহী	আদেশ, নিষেধ	৪২. অছিয়ত	অছিয়ত
০৭. আরাফাত	আরাফাত ময়দান	৪৩. ওলিয়ুন	বন্ধু, সাহায্যকারী
০৮. আহলুল কিতাব	যাদের ওপর আসমানী কিতাব নাখিল হয়েছে	৪৪. ওয়াসওয়াসা	মনে খারাপ কথা সৃষ্টি করা
০৯. আহলুয যিম্মাহ	দায়িত্বশীল	৪৫. ওফাত	মৃত্যু
১০. আনসার	সাহায্যকারী	৪৬. ওহী	ওহী
১১. আদল	ন্যায়বিচার	৪৭. কিতাব	লেখা, লিখিত পুস্তক
১২. আলেম	জ্ঞানী	৪৮. কেয়ামত	কেয়ামত
১৩. আজমী	অনারব	৪৯. কাবা, কেবলা	কাবা, কেবলা
১৪. আরশ কুরসী	আরশ কুরসী	৫০. কাফ্ফারা	জরিমানা
১৫. ইল্লিয়ান	নেক লোকদের রূহ যেখানে থাকে	৫১. কেছাছ	বদলা
১৬. ইলহাম	মনে কোনো কিছু জাগিয়ে দেয়া	৫২. কেফল	অংশ
১৭. আজালুন	মৃত্যু	৫৩. করয	খণ্ড
১৮. ইহসান	অনুগ্রহ	৫৪. কুফর	অস্বীকার বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
১৯. এনাবুন	ফিরে আসা	৫৫. কেয়ামা	কেয়ামত
২০. ইসতেকামাত	দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া	৫৬. কেব্ৰ	অহংকার
২১. ইয়াকীন	আস্থা, বিশ্বাস	৫৭. খাতা	ভুল
২২. ইন্সান	মানুষ	৫৮. খুশ'	বিনয়
২৩. এছম	গুণাহ	৫৯. খুয়ু'	ন্যূতা
২৪. ঈলা	স্ত্রী গমন না করার শপথ	৬০. গায়ব	গোপন বিষয়
২৫. ইদত	গণনা, তালাকপ্রাণী মহিলাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষার সময়, অন্যথায় শোকের কাল	৬১. গনী	অভাবমুক্ত
২৬. ঈমান	বিশ্বাস	৬২. সওয়াব	সওয়াব
২৭. উম্মাত	আদর্শভিত্তিক জাতি	৬৩. ছেহর	যাদু
২৮. এখলাস	নিষ্ঠা	৬৪. জান্নাত	বেহেশত
২৯. এহরাম	এহরাম	৬৫. জাহানাম	দোয়খ
৩০. এখওয়াতুন	ভাই	৬৬. জায়া	পুরক্ষার
৩১. এলহাদ	নাস্তিক হওয়া	৬৭. জিন, ইবলীস	জিন, ইবলীস
৩২. একামা	স্থির করা	৬৮. জান্বুন	পার্শ্বদেশ
৩৩. এতায়াত	আনুগত্য	৬৯. জানাবাত	অপবিত্রতা
৩৪. এছতেয়াত	সামর্থ	৭০. জেহাদ	আল্লাহ তায়ালার পথে সংগ্রাম করা, যার সর্বশেষ তর হচ্ছে ময়দানের যুদ্ধ
৩৫. এবাদত	বদেশী, আনুগত্য	৭১. তাওবা	তাওবা
৩৬. এজতেহাদ	শক্তি বৃদ্ধি ব্যয় করা	৭২. তাগুত	সীমালংঘনকারী
		৭৩. তাহারাত	পবিত্রতা
		৭৪. তালাক	তালাক
		৭৫. তায়াত	নেকী
		৭৬. তাওয়াকুল	ভরসা করা

৭৭. তাবেস্টন	অনুসরণকারী	১১৬. মেসকীন	দরিদ্র, যার কিছু নেই
৭৮. দলীল	দলীল	১১৭. মোত্তাকী	পরহেয়গার
৭৯. দালালাত	গোমরাহী	১১৮. ঘান্বুন	পাপ
৮০. দীন-মিল্লাত	জীবন ব্যবস্থা, জাতি	১১৯. যাকাত	যাকাত
৮১. দায়ন	ঝং	১২০. যুলম	অত্যাচার
৮২. দিয়াত	রক্তের দাবী	১২১. যেক্র	স্মরণ
৮৩. নফস	প্রাণ, রক্ত, ব্যক্তি, মানুষ, মন	১২২. যালেম	অত্যাচারী
৮৪. নফল	অতিরিক্ত	১২৩. রস্তু	আল্লাহর বাণীবাহক
৮৫. নেকাহ	বিয়ে	১২৪. রুহ	জীবন, হ্যরত
৮৬. নাফাকাত	ভরণ পোষণ	১২৫. রেখ্ক	জীবনোপকরণ
৮৭. নেফাক	দ্বিমুখী চরিত্র	১২৬. রায়ায়াত	দুধ খাওয়ানের সময়সীমা
৮৮. ফরয	অবশ্য পালনীয়	১২৭. রেবা	সূদ
৮৯. ফেদইয়া	বিনিময়	১২৮. শাফায়াত	সুপারিশ
৯০. ফুসুক	নাফরমানী	১২৯. শূরা	পরামর্শ
৯১. ফাসেক	নাফরমান	১৩০. শেরক	অংশীদারিত্ব
৯২. ফাছাদ	ধ্বংস, ক্ষতি	১৩১. শাহাদাত	আল্লাহর পথে জীবন
৯৩. ফেক্র	চিন্তা	১৩২. শহীদ	দান করা
৯৪. ফেকহ	উপলব্ধি	১৩৩. শোকর	যিনি শাহাদাত বরণ করেন
৯৫. ফকীর	বিউহীন	১৩৪. যেদা	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
৯৬. বারযাখ	দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী স্থান	১৩৫. সাওম	বিপরীত করা
৯৭. মালায়েকা	ফেরেশতারা	১৩৬. সিজীন	রোগা
৯৮. মীয়ান	দাঁড়িপাল্লা	১৩৭. সুন্নত	দোয়খানের ক্ষেত্রে
৯৯. মুট	মৃত্যু	১৩৮. সালাত	কয়েদখানা
১০০. মুলক-হুক্ম	সার্বভৌমত্ব, বিধান	১৩৯. সাদাকা	পথ, পদ্ধতি
১০১. মাহেল্লাহু	ঝং পরিশোধের নির্ধারিত সময়	১৪০. সেদক	নামায
১০২. মীকাত	কোনো কাজ সম্পাদনের নির্দিষ্ট সময়	১৪১. ভুর	যাকাত, সাদাকা
১০৩. মোহর	মোহর	১৪২. হাওয়ারী	সত্য
১০৪. মীরাস	মৃত্যুর মালে উত্তোধিকার	১৪৩. হেদায়াত	সাথীরা, হুরসমূহ, যেসব মেয়ের চোখ ও চুল কালো
১০৫. মোমেন	বিশ্বাসী	১৪৪. হক বাতিল	সাহায্যকারী
১০৬. মোশরেক	অংশীবাদী, পৌত্রিক	১৪৫. হায়াত	হেদায়াত
১০৭. মোনাফেক	মোনাফেক, ভুক্ত	১৪৬. হালাল	সত্য মিথ্যা
১০৮. মোরতাদ	ধর্মান্তরিত	১৪৭. হারাম	জীবন
১০৯. মোখলেস	একনিষ্ঠ ব্যক্তি	১৪৮. হজ্জ, ওমরাহ	হালাল
১১০. মুনীব	আল্লাহর তায়ালার দিকে	১৪৯. হাদী	নিষিদ্ধ
১১১. মোলহেদ	ধীন থেকে সরে যাওয়া নাস্তিক ব্যক্তি	১৫০. হায়েয	হজ্জ, ওমরাহ
১১২. মোসতাকীম	সরল পথ	১৫১. হিজাব	দিক নির্দেশনাদানকারী
১১৩. মোহাজের	জন্মভূমি ত্যাগ করে যিনি অন্যত্র চলে যান	১৫২. হিজরত	হায়েয, মাসিক ঝুতুস্বার
১১৪. মোজাহেদ	যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করে	১৫৩. হেকমা	পর্দা
১১৫. মাগফেরাত	ক্ষমা করা	১৫৪. হাচাদ	ত্যাগ করা
		১৫৫. হামদ	বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান
		১৫৬. হানীফ	হিংসা
			প্রশংসা
			ন্যায়পন্থী □

**কোরআন শরীফ**  
**সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী**

**তাওহীদ**

**অধ্যায় ১ :** আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তা

সূরা আল বাকারা ২৯, আল আনয়াম ১, ৭৩, ১০১, আল আব্সিয়া ৩৩, আল মোমেনুন ১২-১৪, আন নূর ৪৫, আল ফোরকান ২, লোকমান ১০, আর রহমান ১৪-১৫

**অধ্যায় ২ :** আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের একমাত্র সার্বভৌম মালিক

সূরা আলে ইমরান ২৬, আন নেসা ৫৩, আল মায়েদা ১৭, ৭৬, আন নাহল ৭৩, বনী ইসরাইল ১১১, আল মোমেনুন ৮৮, সাবা ২২, আল ফাতের ১৩, আবা বুমার ৪৩, আয যোখরফ ৮৬, আল ফাতহ ১১, ১৪

**অধ্যায় ৩ :** ভালো মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায়ই সাধিত হয়

সূরা আল মায়েদা ৪১, আল আ'রাফ ১৮৮, ইউনুস ১৯, ১০৭, আর রাদ ১৬, বনী ইসরাইল ৫৬, আল ফোরকান ৩, আল ফাতহ ১১, আল মোমতাহেনাহ ৪, আল জিন ২১

**অধ্যায় ৪ :** রেঘেক শুধু আল্লাহর ইচ্ছায়ই বাড়ে কমে

সূরা আল বাকারা ২১২, আল মায়েদা ৮৮, হুদ ৬, আর রাদ ২৬, আল হাজ ৫৮, আল আনকাবুত ১৭, ৬০, আর রোম ৪০, ফাতের ৩, আল মোমেন ১৩, আশ শূরা ২৭, আয যারিয়াত ৫৮, আত ত্বলাক ৩, আল মুলক ২১

**অধ্যায় ৫ :** আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই

সূরা আল বাকারা ১৬৩, ২৫৫, আলে ইমরান ৬২, আন নেসা, ১৭১, আল মায়েদা ৭৩, আল আনয়াম ৪৬, আল আ'রাফ ৬৫, ইবরাহীম ৫২, আন নাহল ২২, ৫১, বনী ইসরাইল, ২২, আল কাহফ ১১০, আল আব্সিয়া ১০৮, আল

হাজ ৩৪, আল মোমেনুন ৯১, আন নামল ৬০, আল কাহছ ৭১, ছোয়াদ ৬৫, হায়িম আস সাজদাহ ৬, আয যোখরফ ৮৪, আত তূর ৪৩

**অধ্যায় ৬ :** আল্লাহ তায়ালাই শুধু গায়বের খবর জানেন

সূরা আল বাকারা ৩৩, আল মায়েদা ১০৯, ১১৬, আল আনয়াম ৫৯, ৭৩, আত তাওবা ৭৮, ৯৪, ১০৫, ইউনুস ২০, হুদ ১২৩, আল কাহফ ২৬, আল ফাতের ৩৮, সাবা ৩, আল হজুরাত ১৮

**অধ্যায় ৭ :** রসূল (স.) গায়ের জানতেন না

সূরা আল আনয়াম ৫০, আল আ'রাফ ১৮৭, ১৮৮, আল জিন ২৫

**অধ্যায় ৮ :** আল্লাহ তায়ালা যাকে যতো ইচ্ছা দান করেন

সূরা আলে ইমরান, ৩৭

**অধ্যায় ৯ :** সত্তান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার

সূরা আশ শূরা ৪৯-৫০

**অধ্যায় ১০ :** শেফাদানকারী ইচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা

সূরা আশ শোয়ারা আয়াত, ৮০

**অধ্যায় ১১ :** বিপদের সাথী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা

সূরা ইউনুস ১২, আল আব্সিয়া ৮৪, বনী ইসরাইল ৫৬, আবা বুমার ৩৮

**অধ্যায় ১২ :** প্রার্থনা করতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে

সূরা আল আনয়াম ৪০-৪১, আল আ'রাফ ২৯, ইউনুস ১০৬, আর রাদ ১৪, আল ফোরকান ৬৮, আল মোমেন ১৪

**অধ্যায় ১৩ :** আল্লাহ তায়ালাই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দোয়া করুণ করেন

সূরা আল বাকারা ১৮৬, আন নামল ৬২, আবু ঝুমার ৪৯	অধ্যায় ১০ : শূরা কাউন্সিলের প্রধান মহানবী (স.)
রেসালাত	সূরা আলে ইমরান ১৫৯
অধ্যায় ১ : মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত রসূল	অধ্যায় ১১ : রসূল হচ্ছেন সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা
সূরা আল বাকারা ১১৯, আন নেসা ৭৯, আর রাঁদ ৩০, বনী ইসরাইল ১০৫, আল আবিয়া ১০৭, আল আহ্যাব ৪৫, সাবা ২৮, ইয়াসীন ৩	সূরা আলে ইমরান ১৫৯, আত তাওবা ১২৭, আল কালাম ৮
অধ্যায় ২ : নবীদের মানবকৃপী মারুদ মনে করা কুফরী	অধ্যায় ১২ : রসূল (স.) ছিলেন শক্রদেরও কল্যাণকারী
সূরা আল মায়েদা ৭২-৭৪	সূরা আল কাহফ ৬
অধ্যায় ৩ : নিজেদের দিকে নয় বরং আল্লাহর দাসত্বের দিকেই নবীদের আহ্বান	অধ্যায় ১৩ : সকল নবীই তার উচ্চতের ব্যাপারে সাক্ষী
সূরা আলে ইমরান ৭৯	সূরা আন নাহল ৮৪, ৮৯
অধ্যায় ৪ : রসূল (স.) সকল নবীদের মধ্যে উত্তম	অধ্যায় ১৪ : উচ্চতে মোহাম্মদী অন্য সব উচ্চতের সাক্ষী
সূরা আল আহ্যাব ৪০, সাবা ৩৮	সূরা আল বাকারা ১৪৩
অধ্যায় ৫ : রসূল (স.)-এর বিশেষ গুণাবলী	অধ্যায় ১৫ : নবীদের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়; বরং আল্লাহর ইচ্ছায়ই তারা মোজেয়া দেখাতে পারেন
সূরা আত তাওবা ১২৮, আল আবিয়া ১০৭, আল আহ্যাব ৪৫-৪৬, সাবা ২৮	সূরা আল আনয়াম ১০৯, আর রাঁদ ৩৮
অধ্যায় ৬ : আল্লাহর রসূলের দায়িত্ব	তাকদীর
সূরা আলে ইমরান ২০, আল মায়েদা ৬৭, আল মায়েদা ৯২, ৯৯, আর রাঁদ ৪০, আশ শূরা ৮৪	অধ্যায় ১ : ভাগ্যলিখন সম্পর্কিত আলোচনা
অধ্যায় ৭ : রসূল (স.) হচ্ছেন নামাযীদের ইমাম	সূরা ইউনুস ৫, আল হেজের ২১, ৬০, আল মোমেনুন ১৮, আল ফোরকান ২, আল আহ্যাব ৩৮, সাবা ১৮, ইয়াসীন ৩৯, হা-মীম আস সাজদা ১০, আশ শূরা ২৭, আল কামার ১২, ৪৯, আল ওয়াকেয়া ৬০, আল মোয়ায়াম্মেল ২০, আল মোরসালাত ২২, ২৩, আবাসা ১৯, আল আ'লা ৩
সূরা আন নেসা ১০২, আত তাওবা ১০৩	আল কোরআন
অধ্যায় ৮ : রসূল (স.) হচ্ছেন আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক	অধ্যায় ১ : আল্লাহ তায়ালাই কোরআন অবর্তীর্ণ করেছেন
সূরা আন নেসা ৬৫, ১০৫	সূরা আল বাকারা ২৩, ৯৭, ১৮৫, আলে ইমরান ৩, ৭, ৪৪, আন নেসা ৮২, আল মায়েদা ৪৮, আল আনয়াম ১৯, ৯২, ১১৪, ১৫৫, আল আ'রাফ ২, ইউনুস ৩৭, ৫৭,
অধ্যায় ৯ : রণাঙ্গনের সেনাপতি আল্লাহর রসূল (স.)	
সূরা আলে ইমরান ১২১, আন নেসা ৮৪, আল আনফাল ৫৭, ৬৫	

হৃদ ১৩-১৪, হৃদ ৪৯, ইউসুফ ২, ১০২, ইবরাহীম ১, আন নাহল ৮৯, বনী ইসরাইল ৮২, ৮৮, তোয়া-হা ২, ১১৩, আন নূর ৩৪, আল ফোরকান ১, আশ শোয়ারা ১৯২, আস সাজদা ২, ইয়াসীন ৫, সোয়াদ ২৯, আবু মুমার ২৩, হা-মীম আস সাজদা ২, আশ শূরা ৭, আয যোখরুফ ৩, আদ দোখান ৩, ৫৮, আত তূর ৩৩-৪, আল ওয়াকেয়া ৮০, আদ দাহর ২৩, আল কাদর ১

অধ্যায় ২ ৪ কোরআন মাজীদ নাযিলের উদ্দেশ্য

সূরা আলে ইমরান ১৩৮, আল মায়েদা ১৫-১৬, ৪৮, আল আনয়াম ৯০, ১৫৭, ইউনুস ৫৭, আন নাহল ৬৪, ৮৯, বনী ইসরাইল ৯-১০, ৮২

অধ্যায় ৩ ৪ কোরআনের মোজেয়া

সূরা আল বাকারা ৫৫-৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৭২-৭৩, ২৪৩, ২৪৮, ২৫৯, ২৬০, আলে ইমরান ১৩, ৩৭, ৩৯-৪১, ৪৫-৪৬, ৪৯, ১২৩-১২৫, আন নেসা ১৫৭, ১৫৭-১৫৮, ১৫৯, আল মায়েদা ৬০, আল আরাফ ১০৭-১০৮, ১১৫-১২২, ১৩০-১৩৩, ১৭১, আল আনফাল ৯, আত তাওবা ২৫-২৬, ৪০, হৃদ ৩৬-৪৪, ৬৪-৬৮, ৬৯-৭৩, ৭৭-৮৩, ৯৩-৯৫, ইউসুফ ২৩-২৭, ৮৩, ৯৩, ৯৪-৯৬, বনী ইসরাইল ১, আল কাহফ ১০-১২, ১৭-১৮, ২৫, ৬০-৬৩, মারইয়াম ১৬-১৭, ২৪-২৫, ২৯-৩১, তোয়া-হা ১৯-২২, ২৫-৩৬, ৬৬-৭০, ৯৭, আল আস্বিয়া ৬৯, ৭৯, ৮১-৮২, আশ শোয়ারা ৬০-৬৬, আন নামল ৭-১২, ১৬-১৯, ২০-২৮, ৩৭-৪০, ৪৮-৫১, আল কাসাস ৭-১৩, ২৪-৩৫, আল আনকাবুত ৫১, আল আহযাব ৯, সাবা ১০-১৪, আস সাফফাত ১৪০-১৪৬, সোয়াদ ১৭, ৩৬-৩৮, ৪২-৪৩, আল মো'মেন ২৬-২৭, আদ দোখান ২৪, আয যারিয়াত ২৮, আন নাজম ১-১৮, আল কামার ১, ৩৭, আল ফীল ১-৫

অধ্যায় ৪ ৪ কোরআন মোমেনদের জন্যে শেফা ও রহমত

সূরা আল ফাতেহ, ১-৭, আত তাওবা, ১৪-১৫, সূরা ইউনুস, ৫৭-৫৮, আন নাহল, ৬৯, বনী ইসরাইল, ৮২, আল আস্বিয়া, ৮৩, আশ শোয়ারা, ৭৮-৮২, ছোয়াদ, ৪১, হা-মী-ম আস সাজদা, ৮৮।

### ফেরেশতা

অধ্যায় ১ ৪ ফেরেশতাদের দায়িত্ব কর্তব্য

আল বাকারা ৩০-৩৪, ৯৭-৯৮, ১০২, আল আনয়াম ৯৩, আল আ'রাফ ২০৬, আর রা'দ ১১, আন নাহল ৪৯-৫০, মারইয়াম ৬৪, আল আস্বিয়া ১৯-২০, ২৬-২৯, আল ফোরকান ২৫-২৬, আশ শোয়ারা, ১৯২-১৯৪, সাবা ২২-২৩, ফাতের ১, আস সাফফাত ১৬৪-১৬৬, আল মো'মেন ৭-৯, হা-মীম আস সাজদা ৩৮, আশ শূরা ৫, আয যোখরুফ ৭৭, ৮০, কুফ ১৬-১৮, ১৯-২৬, আন নাজম ২৬, তাহরীম ৬, আল হাকাহ ১৬-১৮, আল মোদাসের ৩০-৩১, আত তাকওয়ীর ১৯-২১, আল ইনফেতার ১০-১২, আল কুদার ১৪

### কেয়ামত

অধ্যায় ১ ৪ কেয়ামতের আলামত

(যেমন ইয়াজুজ মাজুজ, দাববাতুল আরদের আবির্ভাব এবং পুনরায় হ্যরত ঈসা (আ.)-এর আগমন)

সূরা আল কাহফ ৯৮-৯৯, আল আস্বিয়া ৯৬, আন নামল ৮২, আয যোখরুফ ৬১, আদ দোখান ১০-১১, মোহাম্মদ ১৮, আন নাজম ৫৭-৫৮, আল কামার ১, আল মায়ারেজ ৬-৭

অধ্যায় ২ ৪ পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রমাণ

সূরা আল বাকারা ৭২-৭৩, ২৫৯-২৬০, আল আ'রাফ ২৯, ৫৭, আন নাহল ৩৮-৪০, ৭৭, বনী ইসরাইল ৯৮-৯৯, আল কাহফ ২১, মারইয়াম ৬৬-৬৭, তোয়া-হা ১৫, আল আস্বিয়া ১০৪, আল হাজ্জ ৫-৭, আন নামল ৮৬, আল আনকাবুত ১৯-২০, আর রোম ১৯, ২৭, ৫০, সাবা ৩, ফাতের ৯, ইয়াসীন ৩৩, ৭৮-৮২, আস সাফফাত ১১, সোয়াদ, ২৭-২৮, আব

বুমার ৪২, আল মোমেন ৫৭, হা-মীম আস সাজদা ৩৯, আদ দোখান ৩৯-৪০, আল জাসিয়া ২১-২২, আল আহকাফ ৩, ৩৩, ক্লাফ ৬-১১, ১৫, আয যারিয়াত ১-৬, আত তূর ১-১০, আল ওয়াকেয়া ৫৭-৬২, আল কেয়ামাহ ৩-৮, ৩৬-৪০, আল মোরসালাত ১-৭, আন নাবা ৬-১৭, আন নায়েয়াত ২৭-৩২, আত তারেক ৫-৮, আত তীন ৪-৮

অধ্যায় ৩ : মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত  
সময়কালীন অবস্থা

সূরা আল বাকারা ১৫৪, আলে ইমরান ১৬৯-১৭১, আন নেসা ৯৭, আল আনয়াম ৬২, আল আ'রাফ ৪০, আল মোমেনুন ১০০, আস সাজদাহ ১১, আল মোমেন ৪৬, ক্লাফ ৮

অধ্যায় ৪ : শিঙ্গায় ফুঁৎকার

সূরা আল আনয়াম ৭৩, আল কাহফ ৯৮-১০১, আন নামল ৮৭-৮৮, সোয়াদ ১৫, আবু বুমার ৬৮, ক্লাফ ২০, ৮১-৮২, আল হা-ক্লাহ ১৩-১৭

অধ্যায় ৫ : ময়দানে হাশরের অবস্থা

সূরা আল বাকারা ১১৩, ১৪৮, ১৭৮, ২১০, আলে ইমরান ১০৬-১০৭, আন নেসা ৮১-৮২, আল আনয়াম ৩১, ৩৬, ৩৮, আল আ'রাফ ২৯, ৫৩, আত তাওয়া ৩৪-৩৫, ইউনুস ৪, ২৬-৩০, ৪৫, হৃদ ১৮, ৯৮, ১০৩-১০৮, ইবরাহীম ৪৮-৫১, আল হেজর ২৪-২৫, বনী ইসরাইল ৫২, ৭১-৭২, ৯৭, ১০৮, আল কাহফ ৪৭, ৫২-৫৩, মারইয়াম ৩৭-৩৯, ৬৮-৭২, ৮৫-৮৬, ৯৩-৯৫, তোয়া-হা, ১০০-১১২, ১২৪-১২৬, আল আসিয়া ৪০, ১০৩-১০৮, আল হাজ্জ ৭৮, আল মোমেনুন ১০০-১০১, আল ফোরকান ২২, ৩৮, আশ শোয়ারা ৯০-৯৫, আন নামল ৮৩-৮৫, আল কাসাস ৬৫-৭৫, আর রোম ১৪-১৬, ২২-২৫, ৫৫-৫৭, আস সাজদা ৫, ইয়াসীন ৪৮-৫৯, আস সাফফাত ২০-২৬, আবু বুমার ৭৫, আল মোমেন ১৫-১৭, আশ শূরা ৪৭, আয যোখরক্ফ ৬৬-৬৭, আদ দোখান, ৮০, ক্লাফ ১১, আত তূর ৭-১২, ৮৫, আল ক্লামার

৬, আর রাহমান ৩৭-৪৪, আল ওয়াকেয়া ১-৬, ৪৯-৫০, আল হাদীদ ১২-১৫, আত তাগাবুন ৯, আল কালাম ৪২-৪৩, আল হা-ক্লাহ ১-২, আল মায়ারেজ ১-১০, ৪৩-৪৪, আল মোয়ায়াম্বেল ১২-১৪, ১৭-১৮, আল মোদাসের ৮-১০, আল কেয়ামাহ ৭-১২, আল মোরসালাত ৮-১৫, আন নাবা ১৭-২০, ৪০, আন নায়েয়াত ৬-৯, ১৩-১৪, ৩৪-৩৯, আবাসা ৩৩-৪২, আত তাকওয়ার ১-১৪, আল ইনফেতার ১-৫, ১৫-১৯, আল মোতাফফেফীন ১৫-১৭, আল ইনশেক্টাক ১-২, আল ফাজর ২১-৩০, আয যেলযাল ১-৮, আল আদিয়াত ৬-১১, আল ক্লারেয়া ১-৫

অধ্যায় ৬ : কেয়ামত দিবসের কঠোরতা এবং  
মানুষের ব্যাকুলতা

সূরা আল মায়োদা ৩৬, আল আনয়াম ৩১, ইবরাহীম ৪২-৪৩, মারইয়াম ৩৯, ৭১, তোয়া-হা ১০৮, আল আসিয়া ৪০, ৯৭, আল হাজ্জ ১-২, আন নূর ৩৭, আল ফোরকান ২৭, সাবা ৩৩, আস সাফফাত ২০, ২২-২৩, আবু বুমার ৪৭-৪৮, ৬০, আল মোমেন ১৮, হা-মীম আস সাজদা ২৯, আশ শূরা ২২, ৪৫, আয যোখরক্ফ ৩৭-৩৯, আল জাসিয়া ২৭-২৮, আয যারিয়াত ১৩-১৪, আত তূর ৪৫-৪৬, আল কামার ৮, ৪৬, আল হাদীদ ১৩-১৫, আল মুলক ২৭, আল কালাম ৪৩, আল হা-ক্লাহ ২৫-২৯, আল মায়ারেজ ১১-১৪, আল মোয়ায়াম্বেল ১৭, আল মোদাসের ৯-১০, আল কেয়ামাহ ৭-১২, আদ দাহর ১০-১১, আল মোরসালাত ৩৭-৩৯, আন নাবা ৪০, আন নায়েয়াত ৮-৯, আবাসা ৩৪-৩৭, আত তারেক ১০, আল গশিয়াহ ১-৩, আল ফাজর ২৩-২৬, আল লায়ল ১১, আয যেলযাল ৩, আল কারেয়া ৪-৫

অধ্যায় ৭ : না-ফরমানদের দুনিয়ায় ফিরে  
আসার আকাংখা

সূরা ইবরাহীম ৪৪-৪৫, আস সাজদাহ ১২, আশ শূরা ৪৪

অধ্যায় ৮ : অনুসারীদের সাথে পাপিষ্ঠ  
নেতাদের শক্তি ও তাদের অক্ষমতা

সূরা আল বাকারা ১৬৬-১৬৭, আর রোম ১৩  
অধ্যায় ৯ : কেয়ামতের দিন কেউ কারো  
কাজে আসবে না

সূরা আল বাকারা ১৬৫-১৬৭, আল আনয়াম  
৭০, ৯৪, ১৬৮, ইউনুস ২৭-৩০, ইবরাহীম  
২১-২২, আন নাহল ৮৬-৮৭, আল কাহফ  
৫২, মারইয়াম ৮১-৮২, আল মোমেনুন ১০১,  
আল ফোরকান ১৭-১৯, আশ শোয়ারা ৮৮,  
আল কাসাস ৬৩-৬৪, আল আনকাবুত ২৫,  
আর রোম ১৩, লোকমান ৩৩ সাবা ৩১-৩৩,  
৪২, ফাতের ১৪, ১৮, আস সাফফাত ২৫-৩৩,  
আল মোমেন ১৮, হা-মীম আস সাজদা ৪৮,  
আশ শূরা ৪৬, আয যোখরুফ ৬৭, আদ  
দেখান ৪১-৪২, আল আহকাফ ৬, কৃষ্ণ  
২৩-২৭, আল মোমতাহেনা ৩, আল হাকাহ  
২৫-৩৫, আল মায়ারেজ ১০-১৪, আবাসা  
৩৪-৩৬, আল ইনফেতার ১৯

অধ্যায় ১০ : শাফায়াত কেবল আল্লাহর  
অনুমতিতেই পাওয়া যাবে

সূরা আল বাকারা ৪৮, ২৫৪, ২৫৫, ইউনুস ৩,  
বনী ইসরাইল ৭৯, মারইয়াম ৮৭, ত্বৰ্যা-হা  
১০৯, আয যোখরুফ ৮৬, আন নাজম ২৬

অধ্যায় ১১ : কেয়ামতের দিন মিথ্যা মা'বুদ,  
কাফের সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের সাথে  
আল্লাহর কথাবার্তা

সূরা আল মায়েদা ১০৯-১১৯, আল আনয়াম  
২২-২৩, ৩০, ৯৪, ১২৮-১৩০, আল আ'রাফ  
৬-৭, ইবরাহীম ৪৪-৪৫, আন নাহল ২৭-২৯,  
আল কাহফ ৪৮, ত্বৰ্যা-হা ১২৫-১২৬, আল  
মোমেনুন ১০৫-১১৪, আল ফোরকান ১৭-১৯,  
আন নামল ৮৮, আল কাসাস ৬২-৬৬, আস  
সাজদাহ ১২-১৪, সাবা ৮০-৮২, ইয়াসীন  
৬০-৬৪, আস সাফফাত ২৪-২৫, আঝ  
রুমার ৫৯, হা-মীম আস সাজদা ৪৭, আল  
জাসিয়া ২৮, কৃষ্ণ ২২-২৯, আল মোরসালাত  
৩৮-৩৯

অধ্যায় ১২ : কেয়ামতের দিনে হিসাব নিকাশ  
গ্রহণ

সূরা ইবরাহীম ৫১, আন নাহল ৯৩, বনী  
ইসরাইল ১৩-১৪, আল কাহফ ৪৯, ১০৫,

মারইয়াম ৩৯, আল আমিয়া ৪৭, লোকমান  
১৬, ইয়াসীন ৬৫, আল মোমেন ৭৮, আয  
যোখরুফ ১৯, ৪৪, আর রাহমান ৩১, আল  
মোমতাহেনা ৩, আল গাশিয়াহ ২৬, আত  
তাকাতুর ৮

অধ্যায় ১৩ : কেয়ামতের দিন পাপ পূর্ণের  
পরিমাপ

সূরা আল আ'রাফ ৮-৯

অধ্যায় ১৪ : আমলনামা নির্ধারণ

সূরা আলে ইমরান ৩০, আল হা-কাহ ১৯-২৯,  
আত তাকওয়ীর ৮-১০, আল ইনশেকাক

অধ্যায় ১৫ : আমল অনুযায়ী পুরস্কার ও  
শাস্তি নিশ্চিতকরণ

সূরা আলে ইমরান ১৮৫, ইউনুস ৪, হুদ  
১০৬-১০৮, ১১১, আন নাহল ১১১, আল হাজ্জ  
৫৬-৫৭, আল মোমেনুন ১০২-১০৩, আন  
নূর ২৩-২৫, আন নামল ৮৫, ৯০-৯৩, আল  
আনকাবুত ১৩, আর রোম ১৪-২৩, ইয়াসীন  
৫৩-৫৪, আঝ রুমার ১০, ৭০, আল মোমেন  
১৭, ৫২, হা-মীম আস সাজদা ২৪, আল  
জাসিয়া ৩৪-৩৫, কৃষ্ণ ২৮-৩১, আত তুর  
১৬-১৭, আল ওয়াকেয়া ৭-৮৮, ৮৮-৯৪,  
আত তাগাবুন ৯-১০, আত তাহরীম ৭, আল  
হা-কাহ ১৮-৩২, আল কেয়ামাহ ২২-২৫, আল  
মোরসালাত ১১-১৫, ৩৫-৩৯, আন নায়েদাত  
৩৪-৪১, আয যেলযাল ৮-৮, আল কারিয়া  
৬-৯

### পরিব্রতা

অধ্যায় ১ : ওয়ুর মাসআলা

সূরা আল মায়েদাহ, ৬

অধ্যায় ২ : তায়াম্বুমের মাসআলা

সূরা আন নেসা, ৪৩

অধ্যায় ৩ : গোসলের মাসআলা

সূরা আল মায়েদাহ, ৬, আন নেসা, ৪৩

অধ্যায় ৪ : মাসিক খুতুস্তাবের মাসআলা

সূরা আল বাকারা, ২২২

নামায

অধ্যায় ১ : জামাতের সাথে নামাযের হকুম  
সূরা আল বাকারা, ৪৩

অধ্যায় ২ : মাকামে ইবরাহীমে নামাযের  
হকুম

সূরা আল বাকারা, ১২৫

অধ্যায় ৩ : নামায হেফাযতের গুরুত্ব

সূরা আল বাকারা, ২৩৮ সূরা আল মোমেনুন,  
আয়াত ২

অধ্যায় ৪ : কসর নামায এবং যুদ্ধের ময়দানে  
নামাযের পদ্ধতি

সূরা আন নেসা, ১০১-১০৩

অধ্যায় ৫ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ  
সূরা বনী ইসরাইল, ৭৮-৭৯

অধ্যায় ৬ : প্রকাশ্য নামাযে মধ্যম আওয়ায়ে  
কেরাত পাঠের হকুম

বনী ইসরাইল, ১১০

অধ্যায় ৭ : নামাযের সময়

সূরা ত্বোয়া-হা, ১৩০

অধ্যায় ৮ : নামাযে খুশ খুশ

সূরা আল মোমেনুন, ২

অধ্যায় ৯ : ব্যক্ততা আল্লাহপ্রেমীদের নামাযে  
বাধা হয় না।

সূরা আন নূর, ৩৭

অধ্যায় ১০ : নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ  
থেকে বিরত রাখ্বে

সূরা আল আনকাবুত, ৪৫

অধ্যায় ১১ : জুমার দিনে মাসজিদে যাওয়ার  
তাগিদ

সূরা আল জুমুয়া, ৯

অধ্যায় ১২ : লোক দেখানো নামাযীদের  
কঠোর শাস্তি

সূরা আল মাউন, ৪-৬

যাকাত

অধ্যায় ১ : যাকাত, সদকাহ এবং তা ব্যয়ের  
খাতসমূহ

সূরা আল বাকারা ২১৫, ২৬৭, ২৭১,  
২৭৩-২৭৪, আল আনয়াম ১৪১, আত তাওবাহ  
৬০, আন নূর ৫৬, আল ফোরকান ৬৭, আর  
রোম ৩৯, আদ দাহর ৮-৯

রোয়া

অধ্যায় ১ : রোয়া, এ'তেকাফ এবং লায়লাতুল  
কাদর

সূরা আল বাকারা ১২৫, ১৮৩-১৮৫, ১৮৭,  
আদ দোখান ৩-৫, আল কাদর ১-৫

হজ্জ

অধ্যায় ১ : কাবাঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সূরা আল বাকারা ১২৫, আলে ইমরান ৯৬-৯৭,  
আল হাজ্জ ২৬-২৭

অধ্যায় ২ : হজ্জের মহান দিন

সূরা আল বাকারা ১৯৭-১৯৯

অধ্যায় ৩ : তওয়াফে যেয়ারতের বর্ণনা

সূরা আল হাজ্জ, ২৯

অধ্যায় ৪ : সাফা এবং মারওয়ায়  
দৌড়ানোর

সূরা আল বাকারা, ১৫৮

অধ্যায় ৫ : ওমরার বর্ণনা

সূরা আল বাকারা ১৯৬

অধ্যায় ৬ : ওমরায় মাথা মুভানো অথবা চুল  
ছাটা

সূরা আল ফাতাহ, ২৭

অধ্যায় ৭ : এহরাম বাধা অবস্থায় শিকার  
করা

সূরা আল মায়েদাহ ১, ৯৫, ৯৬

অধ্যায় ৮ : হজ্জ তামাতু

সূরা আল বাকারা, ১৯৬

অধ্যায় ৯ : কোরবানীর জন্যে নির্ধারিত পট্টি  
বাঁধা পশু

সূরা আল মায়েদা ১৭, আল হাজ্জ ২৮	সূরা আল বাকারা, ২৩০
অধ্যায় ১০ : কোরবানীর পশুর নিখুঁত হওয়া	অধ্যায় ১১ : স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেয়া
সূরা আল হাজ্জ, ৩০-৩৩, ৩৬-৩৭	সূরা আল আহ্যাব, ২৮-২৯
অধ্যায় ১১ : হজ্জে যাওয়ার পথে বাধাইন্ত হলে ফিরে যাওয়া	অধ্যায় ১২ : যে তালাক থেকে ফিরে আসা যায় তার আলোচনা
সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৯৬	সূরা আল বাকারা, ২২৮
নারী ও পারিবারিক জীবন	অধ্যায় ১৩ : স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম
অধ্যায় ১ : পর্দার বিধান	সূরা আল বাকারা, ২২৬-২২৭
সূরা আন নূর, ২৭-৩১, ৫৮-৬০, আল আহ্যাব ৫৩-৫৫, ৫৯	অধ্যায় ১৪ : খোলা'র বিধান
অধ্যায় ২ : বিয়ের হৃকুম	সূরা আল বাকারা, ২২৯
সূরা আন নেসা, ৩	অধ্যায় ১৫ : যেহারের হৃকুম
অধ্যায় ৩ : যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম	সূরা আল মোজাদালাহ, ২-৪
সূরা আল বাকারা ২২১, আন নেসা ২৩-২৪	অধ্যায় ১৬ : স্বামী স্ত্রী একে অন্যের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ করলে তা মিমাংশার পদ্ধতি
অধ্যায় ৪ : বিয়ের ওলী (অভিভাবক)-এর বর্ণনা	সূরা আন নূর, ৬
সূরা আন নেসা, ২৫	অধ্যায় ১৭ : ইন্দতের বিধান
অধ্যায় ৫ : মোহরের বিধান	সূরা আল বাকারা, ২২৮
সূরা আল বাকারা ২৩৬-২৩৭, আন নেসা ২৪, আল কাসাস ২৭-২৮, আল আহ্যাব ৫০	অধ্যায় ১৮ : বিধবার ইন্দত
অধ্যায় ৬ : মুসলমানদের অবিবাহিত থাকা উচিত নয়	সূরা আল বাকরা, ২৩৪, ২৪০
সূরা আন নূর, ৩২	অধ্যায় ১৯ : স্বামীগমন হয়নি এমন মহিলাদের জন্যে কোনো ইন্দত নেই
অধ্যায় ৭ : একাধিক স্ত্রীর মাঝে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা	সূরা আল আহ্যাব, ৪৯
সূরা আন নেসা, ১২৯	অধ্যায় ২০ : অপ্রাপ্ত বয়স, বৃদ্ধি এবং গর্ভবতীদের ইন্দত
অধ্যায় ৮ : শিশুর মাত্দুঞ্ছ পান ও তা ছাড়ানোর সময়	সূরা আত তালাক, ৪
সূরা আল বাকারা ২৩৩, আল আহকাফ ১৫	অধ্যায় ২১ : তালাকপ্রাপ্তাদের খোরপোষ
অধ্যায় ৯ : তালাকের বিধান	সূরা আত তালাক ৬-৭
সূরা আল বাকারা ২২৯, ২৩১, ২৩২	দণ্ডবিধি
অধ্যায় ১০ : তিন তালাকের আলোচনা	অধ্যায় ১ : হত্যার শাস্তি
	সূরা আল মায়েদা, ৪৫
	অধ্যায় ২ : চোরের শাস্তি

সূরা আল মায়েদা, ৩৮	অধ্যায় ৬ : গাযওয়ায়ে বনী কোরায়া
অধ্যায় ৩ : সত্রাসের শাস্তি	সূরা আল আহ্যাব, ২৬-২৭
সূরা আল মায়েদা, ৩৩	অধ্যায় ৭ : হোদায়াবিয়ার সঙ্গি এবং বাইয়াতে রেদওয়ান
অধ্যায় ৪ : ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি	সূরা আল ফাতাহ, ১
সূরা আন নেসা ১৫-১৬, আন নূর ২-৪ অর্থনীতি	অধ্যায় ৮ : মক্কা বিজয়
অধ্যায় ১ : অছিয়ত এবং উত্তরাধিকারের বিধান	সূরা আন নাছর, ১
সূরা আল বাকারা ১৮০-১৮২, ২৪০, আন নেসা ৭-৮, ১১-১২, ৩৩, ১৭৬, আল মায়েদা ১০৬-১০৮, আল আনফাল ৭৫	অধ্যায় ৯ : গাওয়ায়ে হোনায়ন
অধ্যায় ২ : ক্রয় বিক্রয়ের বিধি-বিধান	সূরা আত তাওবা, ২৫-২৬
সূরা আল বাকারা ১৯৮, ২৭৫, ২৮২-২৮৩, আন নেসা ২৯, আন নূর ৩৭, আল জুমুয়াহ, ১০, আল মোয়ায়াম্বেল ২০	অধ্যায় ১০ : গাযওয়ায়ে তাবুক
অধ্যায় ৩ : সুন্দের বর্ণনা	সূরা আত তাওবা, ৪২-৫৯, ৮১-৮৩, ৯০-৯৬
সূরা আল বাকারা ২৭৫, ২৭৮-২৮০, আন নেসা ১৬১	অধ্যায় ১১ : গনীমতের মাল এবং ফাই-এর হকুম
<b>জেহাদ</b>	সূরা আল বাকারা ১৯০-১৯৪, ২১৭, আন নেসা ৭১, ৭৫-৭৬, ৮৯-৯১, ৯৪, আল আনফাল ১, ১২-১৩, ১৫-১৬, ৩৯, ৪১, ৪৫-৪৭, ৫৭-৫৮, ৬০-৬১, ৬৭-৬৯, ৭২-৭৩, আত তাওবা ১-৭, ১১-১২, ২৮-২৯, ৩৬-৩৭, ৪১, ৭৩-৭৪, আন নাহল ১২৬, আল হাজ্জ ৩৯-৪০, আল আহ্যাব ৬০-৬২, মোহাম্মদ ৪, আল হাশর ৫-১০, আল মোমতাহেনা ১০-১১
রসূল (স.)-এর স্বশরীরে অংশগ্রহণে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ	অধ্যায় ১২ : বিশ্বাসঘাতক এবং দুশ্মনদের সাথে ব্যবহার
অধ্যায় ১ : গাযওয়ায়ে বদর	সূরা আল আনফাল, ৫৬-৫৮
সূরা আলে ইমরান ১৩, আল আনফাল ৫-১৮, ৪১-৪৪, ৪৮	অধ্যায় ১৩ : যুদ্ধের সময় শক্ত পক্ষের সঙ্গি প্রত্যাব
অধ্যায় ২ : গাযওয়ায়ে ওহুদ	সূরা আল আনফাল, ৬০-৬৩
সূরা আলে ইমরান, ১২১-১২৭, ১৪০-১৪৩, ১৫২-১৫৫, ১৬৫-১৭১	অধ্যায় ১৪ : শক্ত সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন করা
অধ্যায় ৩ : গাযওয়ায়ে বনী নয়ির	সূরা আত তাওবা, ১-৮
সূরা আল হাশর, ২-৬	অধ্যায় ১৫ : শক্ত নিরাপত্তা চাইলে তাকে নিরাপত্তা দেয়া
অধ্যায় ৪ : গাযওয়ায়ে বদরে ছোগরা	সূরা আত তাওবা, আয়াত ৬
সূরা আলে ইমরান, ১৭২-১৭৫	অধ্যায় ১৬ : ইসলাম গ্রহণে দুশ্মনকে বাধ্য না করা
অধ্যায় ৫ : গাযওয়ায়ে আহ্যাব	সূরা আল বাকারা, ২৫৬-২৫৭
সূরা আল আহ্যাব ৯-২৫	

অধ্যায় ১৭ : শক্রর ওপর অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ি না করা	
সূরা আল বাকারা ১৯০-১৯৪	
বান্দার হক	
অধ্যায় ১ : পিতামাতা, পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের হক	
সূরা আল বাকারা ১৭৭, আন নেসা ৩৬, আন নাহল ৯০, বনী ইসরাইল ২৩-২৫, ২৬, ২৮, মারইয়াম ১৪, ৫৫, তোয়া-হা ১৩২, আন নূর ২২, আল আনকাবুত ৮, আর রোম ৩৮, লোকমান ১৪-১৫, আল আহ্যাব ৬, আল হজুরাত ১০, আত তাহরীম ৬, আল বালাদ ১৫	
অধ্যায় ২ : স্বামী-স্ত্রীর হক এবং পরম্পরিক সৌহার্দ্য	
সূরা আল বাকারা ১৮৭, ২২৩, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, আন নেসা ৩-৪, ১৯-২১, ৩৪-৩৫, ১২৮-১৩০, আত তাগাবুন ১৪, আত ত্বালাক ৬-৭	
অধ্যায় ৩ : চাকর, এতীম, মেসকীন এবং ভিক্ষুকদের হক	
সূরা আল বাকারা, ৮৩, ১৭৭, ২২০, ২৬২-২৬৪, ২৭৩, ২৮০, আন নেসা ২-৬, ৫-৬, ২৫, ৩৬, ১২৭, বনী ইসরাইল ৩৪, আন নূর ২২, ৩৩, আর রোম ৩৮, আল হাশের ৭, আল ফাজর ১৭-১৮, আল বালাদ ১৩-১৬, আদ দোহা ৯, আল মাউন ২-৩	
অধ্যায় ৪ : মেহমানদের হক	
সূরা আল কাহফ, ৭৭	
অধ্যায় ৫ : শক্রর হক	
সূরা আল মায়েদা, ৮, ৪১-৪২	
অধ্যায় ৬ : আল্লাহর ভীতিই হচ্ছে সম্মানের মানদণ্ড	
সূরা আল বাকারা ৬২, আল আনয়াম ৫২-৫৩, আন নাহল ৯৭, আল কাহফ ২৮, আল হজুরাত ১৩, আবাসা ১-১২	

আদব
অধ্যায় ১ : আল্লাহর নাম স্মরণের আদব
সূরা আল আনফাল, ২
অধ্যায় ২ : কোরআনের আদব
সূরা আল আ'রাফ ২০৪, আল আনফাল ২, আত তাওবা ১২৪
অধ্যায় ৩ : রসূল (স.)-এর মজলিসের আদব
সূরা আল হজুরাত, আয়াত ১-৩
অধ্যায় ৪ : মাসজিদের আদব
সূরা আন নূর, ৩৬-৩৭
অধ্যায় ৫ : পিতামাতার আদব
সূরা লোকমান, ১৪-১৫
অধ্যায় ৬ : মুসলমান সমাজে নাগরিকদের মান ইয়ত্তের সংরক্ষণ
সূরা আল হজুরাত, ১০-১২
অধ্যায় ৭ : সালামের আদব
সূরা আন নেসা, ৮৬
কোরআনের দোয়াসমূহ
অধ্যায় ১ : আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা
সূরা আল ফাতেহা ৫, আল বাকারা, ১২৬, ১২৭-১২৯, ২০১, ২৮৫, ২৮৬, আলে ইমরান ৬, ৮, ২৬-২৭, ৫৩, ১৪৭, ১৯১-১৯৪, আল মায়েদা ১১৪, আল আ'রাফ ৮৯, ১২৬, ১৫১, ১৫৫-১৫৬, আত তাওবা ১২৯, ইউনুস ৮৫-৮৬, ৮৮, হৃদ ৪১, ৪৭, ইউসুফ ১০১, ইবরাহীম ৪০-৪১, বনী ইসরাইল ২৪, ৮০, আল কাহফ ১০, মারইয়াম ৪-৬, তোয়া-হা ২৫-২৬, ১১৪, আল আবিয়া ৮৩, ৮৭, ৮৯, ১১২, আল মোমেনুন ২৬, ২৯, ৯৩-৯৪, ৯৭-৯৮, ১০৯, ১১৮, আল ফোরকান ৬৫, ৭৪, আশ শোয়ারা ৮৩-৮৭, ১১৮, ১৬৯, আন নাহল ১৯, ৪৪, ৫৯, আল কাসাস ১৬-১৭, ২১, ২৪, আল আনকাবুত ৩০, আস সাফফাত ১০০, সোয়াদ ৩৫, আল মোমেন ৭-৯, আল আহকাফ ১৫, আল কামার ১০, আল হাশের

১০, আল মোমতাহেনা ৪-৫, আত তাহরীম ৮, ১১, নূহ ২৪, ২৮, আল ফালাক ১-৫, আন নাস ১-৬

### কোরআনের উপমাসমূহ

অধ্যায় ১ : আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ

সূরা আল বাকারা, ১৭১, ১৭-২০, ২৬১, ২৬৪-২৬৬, আলে ইমরান ৫৯, ১১৭, আল আ'রাফ ১৭৬, ইউনুস ২৪, হৃদ ২৪, ইবরাহীম ১৮, ২৪-২৬, আন নাহল ৭৫-৭৬, ১১২, আল কাহফ ৩২-৪৩, ৪৫, আন নূর ৩৫, আল আনকাবুত ৪১, আর রোম ২৮, আরা ঝুমার ২৯, আল হাদীদ ২০, আল জুমুয়া ৫, আত তাহরীম ১১-১২

### হালাল হারাম

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত হালাল ও হারাম সমূহ

সূরা আল বাকারা, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, আল মায়েদা, ১, ৩, ৮-৫, ৮৭-৮৮, ৯০-৯২, ৯৬, ১০০, আল আনযাম, ১১৯-১২০, ১২২, ১৪৬, আল আ'রাফ, ৩২-৩৩, আন নাহল, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭।

### মোমেনের গুণাবলী

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত মোমেনের গুণাবলী

সূরা আল বাকারা, ৩-৫, ২০৬, আলে ইমরান, ২৮, আল আনফাল, আত্ তাওয়া, ৭১-৭২, ১১২, ২-৪, আর রাদ, ১৯-২৪, আল হাজ্জ, ৩৪-৩৫, আল মোমেনুন ১-১১, ৫৭-৬১, আল ফোরকান, ৬৩-৭৬, আল কাসাস ৫৩-৫৫।

### মোনাফেকের পরিচয়

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত মোনাফেকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য

সূরা আল বাকারা, ৮-১৬, ২০৪-২০৬, আলে ইমরান ২৩, ২৫, ১১৯, ১২০, আন নেসা ৪৪-৪৬, ৫১, ৬০-৬৬, ৭৭-৭৮, ৮১, ৮৮, ৯১, ৯৭, ১৩৮, ১৪৫, আল মায়েদা ৪১, ৫২, ৬১-৬৩, আনফাল ৫, ৬, ৪৯, তাওয়া ৪২,

৪৩, ৪৭, ৪৮-৫৯, ৬১, ৬২, ৬৮, ৭৪-৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪-৯৮, ১০১, ১০৭-১১০, ১২৪, ১২৭, নূর ৪৭-৫৩, আনকাবুত ২-৪, ১০, ১১, আহয়াব ১২-২০, ২৪, ৬১, ৭৩, মোহাম্মদ ১৬, ২০, ২৯, ৩০, ৩১, ফাতাহ ৬, ১১-১৬, হজুরাত ১৪, ১৬, ১৭, হাদীদ ১৩-১৬, মোজাদ্দালা ৭-১২, ১৪-১৮, ১৯-২০, হাশর ১১-১৪, মোনাফেকুন ১-৮, মাউন ৪-৭

### আল্লাহর পথে জেহাদ

অধ্যায় ১ : কোরআনে বর্ণিত জেহাদের হকুম সম্বলিত আয়াতসমূহ

সূরা আল বাকারা, ২১৬, ইল ইমরান ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৫৪, ১৭৭, ২১৭, ২৪৪, ১৩, ১২১, ১২৮, ১৫১, ১৫৮, ১৬৫, ১৭২, আন নেসা ৭৪, ৭৬, ৮৪, ৯৫, ৯৬, ১০২, আনফাল ৭-১৯, ৩৯, ৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, আত তাওয়া ৫, ১২-১৬, ২৪-২৬, ২৯, ৩৫, ৩৮-৪২, ৭৩, ১২৩, হাজ্জ ৩৯, ৪১, ৭৮, ফোরকান ৫২, আনকাবুত ৬৯, আহয়াব ২৫-২৭, মোহাম্মদ ৪, ২০, ফাতাহ ২৫, হজুরাত ১৫, হাদীদ ১০, ১৯, মোমতাহেনা ১, ৮, ৯, সফ ৪, ১১, তাহরীম ৯, মোয়ায়াম্বেল ২০

### কোরআনের ঘটনাসমূহ

অধ্যায় ১ : হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এবং ইবলীসের ঘটনা

সূরা আল বাকারা ৩০-৩৯, ১০২, ১৬৮-১৬৯, ২৬৮, আলে ইমরান ৩৩, আন নেসা ১২০, আল আ'রাফ ১১-২২, ২৭, ১৮৯, আল আনফাল ৪৮, ইউসুফ ৫, ৪২, আল হেজর ১৭-১৮, ২৮-৪৪, আন নাহল ৬৩, বনী ইসরাইল ৫৩, ৬১-৬৫, আল কাহফ ৫০-৫১, ত্রোয়া-হা ১১৫-১২৪, আল হাজ্জ ৩-৪, ৫২, আন নূর ২১, আল ফোরকান ২৯, আশ শোয়ারা ২১০-২১২, ২২১, ২২৩, সাবা ২০-২১, ফাতের ৬, আস সাফাফাত ৭-১০, সোয়াদ ৭১-৭৪, হা-মীম আস সাজদা ২৫, ৩৬, আয যোখরূফ ৩৬-৩৭, মোহাম্মদ ২৫, আল মোজাদ্দালা ১৯, আল হাশর ১৬-১৭, আন নাস ৪-৬

অধ্যায় ২ : আদম (আ.)-এর সভানদের ঘটনা

সূরা আল মায়েদা, ২৭-৩১

অধ্যায় ৩ : হ্যরত নূহ (আ.) এবং তার জাতির ঘটনা

সূরা আলে ইমরান ৩৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল আ'রাফ ৫৯-৬৪, ইউনুস ৭১-৭৩, হুদ ২৫-৪৮, ইবরাহীম ৯-১৭, বনী ইসরাইল ৩, আল আশিয়া ৭৬-৭৭, আল মোমেনুন ২৩-২৯, আল ফোরকান ৩৭, আশ শোয়ারা ১০৫-১২০, আল আনকাবুত ১৪-১৫, আস সাফফাত ৭৫-৮৩, আয যারিয়াত ৪৬, আন নাজম ৫২, আল কামার ৯-১৪, আল হাদীদ ২৬, আত তাহরীম ১০, আল হা-কাহ ১১, নৃহ ১-২৮

অধ্যায় ৪ : হ্যরত হুদ (আ.) এবং আদ জাতি আল আ'রাফ ৬৫-৭২, হুদ ৫০, ইবরাহীম ৯-১৭, আল ফোরকান ৩৮-৩৯, আশ শোয়ারা ১২৩-১৩৯, আল আনকাবুত ৩৮, হা-মীম আস সাজদা ১৩-১৬, আল আহকাফ ২১-২৬, আয যারিয়াত ৪১-৪২, আন নাজম ৫০, আল কামার ১৮-২০, আল হা-কাহ ৪-৮, আল ফাজর ৬-১৩

অধ্যায় ৫ : হ্যরত সালেহ (আ.) এবং সামুদ জাতি

সূরা আল আ'রাফ ৭৩-৭৯, হুদ ৬১-৬৭, ইবরাহীম ৯-১৭, আল হেজের ৮০-৮৪, আল ফোরকান ৩৮-৩৯, আশ শোয়ারা ১৪১-১৫৮, আন নামল ৪৫-৫৮, আল আনকাবুত ৩৮, হা-মী-ম আস সাজদা ১৩-১৪, ১৭-১৮, আয যারিয়াত ৪৩-৪৫, আন নাজম ৫১, আল কামার ২৩-৩১, আল হা-কাহ ৪-৫, আল ফাজর ৯-১৩, আশ শামস ১১-১৫

অধ্যায় ৬ : হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১২৪-১৩২, ১৩০-১৩৬, ২৫৮, ২৬০, আলে ইমরান ৬৫-৬৭, আন নেসা ১২৫, আল আনয়াম ৭৪-৯০, আত তাওবা ১১৪, হুদ ৬৯-৭৬, ইউসুফ ৬, ইবরাহীম ৩৫-৪১, আল হেজের ৫১-৬০, আন নাহল ১২০-১২৩, মারইয়াম ৪১-৪৯, আল আশিয়া ৫১-৫৩, আল হাজ ২৬-২৭, আশ শোয়ারা, ৬৯-৮৭, আল আনকাবুত ১৬-২৭, ৩১-৩২, আস সাফফাত ৮৩-১০৬, সোয়াদ ৪৫-৪৭, আয যোখরক্ষ ২৬-২৭, আয যারিয়াত ২৪-৩২, আল হাদীদ ২৬, আল মোমতাহেনা ৪

অধ্যায় ৭ : হ্যরত লুত (আ.)-এর ঘটনা সূরা আল আনয়াম ৮৬-৯০, আল আ'রাফ ৮০-৮৪, হুদ ৭৪-৮৩, আল হেজের ৫৮-৭৭, আল আশিয়া ৭৪-৭৫, আশ শোয়ারা ১৬০-১৭৩, আন নামল ৫৪-৫৮, আল আনকাবুত ২৮-৩০, ৩৩-৩৫, আস সাফফাত ১৩৩-১৩৮, আয যারিয়াত ৩২-৩৭, আল কামার ৩৩-৩৮, আত তাহরীম ১০

অধ্যায় ৮ : হ্যরত ইসমাঈল (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১২৫-১২৯, ১৩৩, আল আনয়াম ৮৬-৯০, মারইয়াম ৫৪-৫৫, আল আশিয়া ৮৫, আস সাফফাত ১০১-১০৭, সোয়াদ ৪৮

অধ্যায় ৯ : হ্যরত ইসহাক (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১৩৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ইউসুফ ৬, আল আশিয়া ৭২-৭৩, আস সাফফাত ১১২-১১৩, সোয়াদ ৪৫-৪৭

অধ্যায় ১০ : হ্যরত ইয়াকুব এবং ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা

সূরা আল বাকারা ১৩২, আলে ইমরান ৯৩, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ইউসুফ ৪-১০১, আল আশিয়া ৭২-৭৩, সোয়াদ ৪৫-৪৭, আল মোমেন ৩৪

অধ্যায় ১১ : হ্যরত শোয়ায়ব (আ.), আসহাবে আইকা এবং মাদইয়ালবাসীর ঘটনা

সূরা আল আ'রাফ ৮৫-৯৩, হুদ ৮৪-৯৫, আল হেজের ৭৮-৭৯, আশ শোয়ারা ১৭৬-১৮৯, আল আনকাবুত ৩৬-৩৭

অধ্যায় ১২ : হ্যরত মুসা (আ.), হারুন (আ.), বনী ইসরাইল, ফেরআউন এবং হামানের ঘটনা

সূরা আল বাকারা ৪৭-৬১, ৬৩-৭৫, ৮৪-৮৭, ৯২-৯৩, ১০৮, ১৩৬, ২৪৩-২৫১, আন নেসা ১৫৩-১৫৬, ১৬৪, আল মায়েদা ১২-১৩, ২০-২৫, ৩২, ৪৫, ৭০-৭১, ৭৮-৭৯, আল আনয়াম ৮৪-৯০, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৯, আল আ'রাফ ১০৩-১৫৭, ১৫৯-১৭১, আল আনফাল ৫৮, ইউনুস ৭৪-৯৩, হুদ ৯৬-৯৯, ১১০, ইবরাহীম ৫-৬, ৮, আন নাহল ১২৪, বনী

- ইসরাইল ২-৭, ১০১-১০৮, আল কাহফ  
৬০-৮২, মারইয়াম ৫১-৫৩, ত্বোয়া-হা ৯-৯৮,  
আল আবিয়া ৮৮-৮৯, আল মোমেনুন ৮৫-৮৯,  
আল ফোরকান ৩৫-৩৬, আশ শোয়ারা  
১০-৬৬, আন নামল ৭-১৪, আল কাসাস  
৩-৮৮, আল আনকাবুত ৩৯-৮০, আস সাজদা  
২৩-২৪, আল আহ্যাব ৬৯, আস সাফফাত  
১১৪-১২২, আল মোমেন ২৩-৮৫, আয  
যোখরফ ৪৬-৫৬, আদ দোখান ১৭-৩৩, আল  
জাসিয়া ১৬-১৭, আয যারিয়াত ৩৮-৪০, আল  
কামার ৪১-৫৫, আস সাফ ৫, আল জুমুয়া  
৫-৬, আত তাহরীম ১১, আল হাকাহ ৯-১০,  
আল মোয়াম্মেল ১৫-১৬, আন নাযেয়াত  
১৫-২৫, আল ফাজর ১০-১৩  
অধ্যায় ১৩ : কারণের ঘটনা  
সূরা আল কাসাস ৭৬-৮২, আল আনকাবুত  
৩৯-৪০, আল মোমেন ২৩-২৪  
অধ্যায় ১৪ : হ্যরত দাউদ এবং সোলায়মান  
(আ.)-এর ঘটনা  
সূরা আল বাকারা ১০২, ২৫১, আন নেসা ১৬৩,  
আল মায়েদা ৭৮, আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল  
আবিয়া ৭৮-৮২, আন নামল ১৫-৮৮, সাবা  
১০-১৪, সোয়াদ ১৭-২৬, ৩০-৮০  
অধ্যায় ১৫ : হ্যরত ইউনুস (আ.)-এর  
ঘটনা  
আল আনয়াম ৮৬-৯০, ইউনুস ৯৮, আল  
আবিয়া ৮৭-৮৮, আস সাফফাত ১৩৯-১৪৮,  
আল কালাম ৮৮-৫০  
অধ্যায় ১৬ : হ্যরত ইদরীস (আ.)-এর  
ঘটনা  
সূরা আল আনয়াম ৮৫-৯০, মারইয়াম  
৫৬-৫৭, আল আবিয়া ৮৫, আস সাফফাত  
১২৩-১৩২  
অধ্যায় ১৭ : হ্যরত আইয়ুব (আ.)-এর  
ঘটনা  
সূরা আল আনয়াম ৮৪-৯০, আল আবিয়া  
৮৩-৮৪, সোয়াদ ৮১-৮৮  
অধ্যায় ১৮ : হ্যরত যাকারিয়া এবং ইয়াহইয়া  
(আ.)-এর ঘটনা  
সূরা আলে ইমরান ৩৮-৪১, আল আনয়াম  
৮৫-৯০, মারইয়াম ৬-১৫, আল আবিয়া  
৮৯-৯০  
অধ্যায় ১৯ : হ্যরত আল-ইয়াসা'য়া  
(আ.)-এর ঘটনা  
আল আনয়াম, ৮৬-৯০, সোয়াদ ৪৮  
অধ্যায় ২০ : হ্যরত যুল কেফল (আ.)-এর  
ঘটনা  
সূরা আল আবিয়া ৮৫, সোয়াদ ৪৮  
অধ্যায় ২১ : হ্যরত ওয়ায়র (আ.)-এর ঘটনা  
সূরা আল বাকারা ২৫৯, আত তাওবা ৩০  
অধ্যায় ২২ : হ্যরত সৈসা (আ.) এবং  
মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা  
সূরা আল বাকারা ৮৭, ১৩৬, আলে ইমরান  
৩৫-৩৭, ৪২-৫৯, আন নেসা ১৫৬-১৫৯,  
১৭১, আল মায়েদা ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮,  
১১০-১১৮, আল আনয়াম ৮৫-৯০, আত  
তাওবা ৩০, মারইয়াম ১৬-৩১, আল আবিয়া  
৯১, আল মোমেনুন ৫০, আয যোখরফ  
৫৯-৬১, আল হাদীদ ২৭, আস সাফ ৬, ১৪,  
আত তাহরীম ১২  
অধ্যায় ২৩ : হ্যরত লোকমান (আ.)-এর  
ঘটনা  
সূরা লোকমান ১২-১৯  
অধ্যায় ২৪ : যুলকারনায়নের ঘটনা  
সূরা আল কাহফ ৮৩-৯৮  
অধ্যায় ২৫ : কাওমে সাবার ঘটনা  
সূরা আন নামল ২০-৪৮, সাবা ১৫-২১  
অধ্যায় ২৬ : আসহাবুল উখদুদ-এর ঘটনা  
সূরা আল বুরজ, আয়াত ৪-১১  
অধ্যায় ২৭ : আসহাবে কাহাফ এবং  
রকীম-এর ঘটনা  
সূরা আল কাহফ ৯-২২, ২৫  
অধ্যায় ২৮ : হাক্কত এবং মাক্কতের ঘটনা  
সূরা আল বাকারা ১০২  
অধ্যায় ২৯ : আসহাবুর রাচ্ছ-এর ঘটনা  
সূরা আল ফোরকান ৩৮-৩৯, কাফ ১২-১৪  
অধ্যায় ৩০ : আসহাবে ফীল-এর ঘটনা  
সূরা আল ফীল ১-৫ □

**কোরআন শরীফ**  
**সূচীপত্র ও নুয়ুলের ধারাবাহিকতা**

ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নার্থিং ক্রঃ নং	ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নার্থিং ক্রঃ নং
০১.	সূরা আল ফাতেহা	২	৪৮	২৯.	সূরা আল আনকাবুত
০২.	সূরা আল বাকারা	২	৯১	৩০.	সূরা আর রোম
০৩.	সূরা আ'লে ইমরান	৫৩	৯৭	৩১.	সূরা লোকমান
০৪.	সূরা আন নেসা	৮৪	১০০	৩২.	সূরা আস সাজদা
০৫.	সূরা আল মায়েদা	১১৬	১১৪	৩৩.	সূরা আল আহযাব
০৬.	সূরা আল আনয়াম	১৩৯	৮৯	৩৪.	সূরা সাবা
০৭.	সূরা আল আ'রাফ	১৬৪	৮৭	৩৫.	সূরা ফাতের
০৮.	সূরা আল আনফাল	১৯৩	৯৫	৩৬.	সূরা ইয়াসিন
০৯.	সূরা আত তাওবা	২০৪	১১৩	৩৭.	সূরা আছ ছাফফাত
১০.	সূরা ইউনুস	২২৭	৮৪	৩৮.	সূরা ছোয়াদ
১১.	সূরা হুদ	২৪২	৭৫	৩৯.	সূরা আবু ঝুমার
১২.	সূরা ইউসুফ	২৫৯	৭৭	৪০.	সূরা আল মোমেন
১৩.	সূরা আর রাদ	২৭৫	৯০	৪১.	সূরা হা-মীম আস সাজদা
১৪.	সূরা ইবরাহীম	২৮৩	৭৬	৪২.	সূরা আশ শু-রা
১৫.	সূরা আল হেজ্র	২৯০	৫৭	৪৩.	সূরা আয যোখরুফ
১৬.	সূরা আন নাহল	২৯৮	৭৩	৪৪.	সূরা আদ দোখান
১৭.	সূরা বনী ইসরাইল	৩১৫	৬৭	৪৫.	সূরা আল জাছিয়া
১৮.	সূরা আল কাহফ	৩২৯	৬৯	৪৬.	সূরা আল আহকাফ
১৯.	সূরা মারইয়াম	৩৪৫	৫৮	৪৭.	সূরা মোহাম্মদ
২০.	সূরা তাহা	৩৫৪	৫৫	৪৮.	সূরা আল ফাতাহ
২১.	সূরা আল আমিয়া	৩৬৭	৬৫	৪৯.	সূরা আল হজুরাত
২২.	সূরা আল হাজ্জ	৩৭৯	১০৭	৫০.	সূরা কঢ়াক
২৩.	সূরা আল মোমেনুন	৩৯১	৬৪	৫১.	সূরা আয যারিয়াত
২৪.	সূরা আন নূর	৪০১	১০৫	৫২.	সূরা আত তূর
২৫.	সূরা আল ফোরকান	৪১২	৬৬	৫৩.	সূরা আন নাজম
২৬.	সূরা আশ শোয়ারা	৪২০	৫৬	৫৪.	সূরা আল কঢ়ামার
২৭.	সূরা আন নামল	৪৩৬	৬৮	৫৫.	সূরা আর রাহমান
২৮.	সূরা আল কাছাছ	৪৪৬	৭৯	৫৬.	সূরা আল ওয়াক্রেয়া

ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নাম্যিঃ	ক্রঃ নং	ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নাম্যিঃ	ক্রঃ নং
৫৭.	সূরা আল হাদীদ	৬৩৭	৯৯	৮৭.	সূরা আল আ'লা	৭১৪	১৯
৫৮.	সূরা আল মোজাদালাহ	৬৪৩	১০৬	৮৮.	সূরা আল গাশিয়াহ	৭১৫	৩৪
৫৯.	সূরা আল হাশের	৬৪৭	১০২	৮৯.	সূরা আল ফজর	৭১৬	৩৫
৬০.	সূরা আল মোমতাহেনা	৬৫১	১১০	৯০.	সূরা আল বালাদ	৭১৮	১১
৬১.	সূরা আস সাফ	৬৫৪	৯৮	৯১.	সূরা আশ শামস	৭১৯	১৬
৬২.	সূরা আল জুমুয়াহ	৬৫৬	৯৮	৯২.	সূরা আল লায়ল	৭২০	১০
৬৩.	সূরা আল মোনাফেকুন	৬৫৮	১০৮	৯৩.	সূরা আদ দোহা	৭২১	১৩
৬৪.	সূরা আত তাগাবুন	৬৫৯	৯৩	৯৪.	সূরা আল এনশেরাহ	৭২২	১২
৬৫.	সূরা আত তালাক্ত	৬৬২	১০১	৯৫.	সূরা আত তীন	৭২২	২০
৬৬.	সূরা আত তাহ্রীম	৬৬৪	১০৯	৯৬.	সূরা আল আলাক্ত	৭২৩	১
৬৭.	সূরা আল মুলক	৬৬৭	৬৩	৯৭.	সূরা আল কুদর	৭২৪	১৪
৬৮.	সূরা আল কুলাম	৬৭০	১৮	৯৮.	সূরা আল বাইয়েনাহ	৭২৪	৯২
৬৯.	সূরা আল হাদ্ধাহ	৬৭৪	৩৮	৯৯.	সূরা আয যেলযাল	৭২৫	২৫
৭০.	সূরা আল মায়ারেজ	৬৭৭	৪২	১০০.	সূরা আল আদিয়াত	৭২৬	৩০
৭১.	সূরা নূহ	৬৮০	৫১	১০১.	সূরা আল কুরিয়াহ	৭২৬	২৪
৭২.	সূরা আল জিন	৬৮৩	৬২	১০২.	সূরা আত তাকাসুর	৭২৭	৮
৭৩.	সূরা আল মোয়াম্মেল	৬৮৫	২৩	১০৩.	সূরা আল আসর	৭২৭	২১
৭৪.	সূরা আল মোদ্দাসসের	৬৮৭	২	১০৪.	সূরা আল হুমায়াহ	৭২৮	৬
৭৫.	সূরা আল কেব্রামাহ	৬৯১	৩৬	১০৫.	সূরা আল ফীল	৭২৮	৯
৭৬.	সূরা আদ দাহর	৬৯৩	৫২	১০৬.	সূরা কোরায়শ	৭২৮	৮
৭৭.	সূরা আল মোরসালাত	৬৯৬	৩২	১০৭.	সূরা আল মাউন	৭২৯	৭
৭৮.	সূরা আন নাবা	৬৯৯	৩৩	১০৮.	সূরা আল কাওসার	৭২৯	৫
৭৯.	সূরা আন নায়েয়াত	৭০১	৩১	১০৯.	সূরা আল কাফেরুন	৭২৯	৪৫
৮০.	সূরা আবাসা	৭০৩	১৭	১১০.	সূরা আন নাসর	৭৩০	১১১
৮১.	সূরা আত তাকওয়ির	৭০৬	২৭	১১১.	সূরা লাহাব	৭৩০	৩
৮২.	সূরা আল এনফেতার	৭০৭	২৯	১১২.	সূরা আল এখলাস	৭৩০	৪৪
৮৩.	সূরা মোতাফ্ফেফীন	৭০৮	৩৭	১১৩.	সূরা আল ফালাক্ত	৭৩১	৪৬
৮৪.	সূরা আল এনশেক্তাক	৭১০	২৬	১১৪.	সূরা আন নাস	৭৩১	৪৭
৮৫.	সূরা আল বুরংজ	৭১২	২২				
৮৬.	সূরা আত তারেক	৭১৩	১৫				

إِنَّمَا تُخْرِجُنَا اللَّذِكُورُ لِأَنَّا لَمْ نُفْطِرْ



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

আয়াত ৭  
রুক্মি ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আল ফাতেহা  
মকায় অবতীর্ণ

১. রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে- তিনি  
সৃষ্টিকুলের মালিক,  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②
৩. তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান,  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
৪. তিনি বিচার দিনের মালিক ।  
مَلِكُ يَوْمَ الدِّينِ ④
৫. (হে প্রভু,) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং  
তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই ।  
إِبَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤
৬. তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে  
দাও-  
إِهْلِنَا الصِّرَاطَ الْمِسْتَقِيرَ ⑥
৭. তাদের পথ- যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ  
করেছো, তাদের (পথ) নয়- যাদের ওপর  
অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং (তাদের পথও নয়)  
যারা পথপ্রদ্রষ্ট হয়ে গেছে ।  
صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مَغْفِرَةً  
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

আয়াত ২৮৬  
রুক্মি ৪০بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আল বাকারা  
মকায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম ।  
الْمَ ①
২. (এই) সেই (মহা) গ্রন্থ (আল কোরআন), তাতে  
(কোনো) সন্দেহ নেই, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে  
(এই কিতাব কেবল) তাদের জন্যেই পথপ্রদর্শক,  
ذلِكَ الْكِتَبُ لَأَرِيبَ فِيهِ هُنَّى  
لِلْمُتَقِينَ ②
৩. যারা গায়বের ওপর ঈমান আনে, যারা নামায  
থ্রিপ্তি করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা  
তা থেকে (আমার নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে,  
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ ③
৪. যারা তোমার ওপর যা কিছু নাখিল করা হয়েছে  
তার ওপর ঈমান আনে- (ঈমান আনে) তোমার  
আগে (অন্য নবীদের ওপর) যা কিছু নাখিল করা  
হয়েছে তার ওপরও, (সর্বেপরি) তারা পরকালের  
ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ।  
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ  
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ④
৫. (সত্যিকার আর্থে) এ লোকগুলোই তাদের মালিকের  
কাছ থেকে (পাওয়া) দেয়ায়াতের ওপর রয়েছে এবং  
এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম,  
أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُنَّ  
الْمَفْلُحُونَ ⑤
৬. যারা (এ বিষয়গুলোকে) নিশ্চিত অঙ্গীকার করে,  
তাদের তুমি (পরকালের কথা বলে) সাবধান করো  
আর না করো, (কার্যত) উভয়টাই তাদের জন্যে সমান  
(কথা), এরা (কখনো) ঈমান আনবে না ।  
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْ رَتَمْ  
لَرْ تَنْزِيلَنِ رَهْرَ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

৭. (ক্রমাগত কুফরী করার কারণে) আল্লাহ  
তায়ালা তাদের মন ও শোনার ওপর মোহর  
মেরে দিয়েছেন, এদের দেখার ওপরও আবরণ পড়ে  
আছে এবং তাদের জন্যে (পরকালের) কষ্টদায়ক  
শাস্তি রয়েছে।

٦٩ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِمْ رَوْحًا سَمِعَهُمْ وَعَيْنُهُمْ غَشَاةً؛ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَعَظَّ مِنْهُمْ

৮. মানুষদের মাঝে কিছু (লোক এমনও) আছে যারা  
(মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরাকালের  
ওপর ঈমান এনেছি, (অথচ) এরা (কিন্তু ঘোটেই)  
ঈস্মানদার নয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمْنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

৯. (ঈমানের কথা বলে) এরা আল্লাহ তায়ালা ও  
তাঁর নেক বান্দাদের সাথে প্রতারণা করছে, (মূলত  
এ কাজের মাধ্যমে) তারা অন্য কাউকে নয়, নিজে  
দেরই ধোকা দিয়ে যাচ্ছে, (যদিও এ ব্যাপারে) তাদের  
কোনো চেতন্য নেই।

يَخْلُعُونَ اللَّهَ وَالنَّبِيُّ مَا يَخْلُعُونَ  
إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

১০. এদের মনের ভেতর রয়েছে (এক ধরনের মারাঞ্চক) ব্যাধি, (প্রতারণার কারণে) অতপর আল্লাহ তায়ালা (এদের সে) ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক আঘাত, কেননা তারা মিথ্যা বলছিলো।

১১. তাদের যখন বলা হয়, তোমরা (এই শাস্তির্পূর্ণ) যামীনে অশান্তি (ও বিপর্যয়) সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, না, আমরাই তো হচ্ছি বরং সংশোধনকারী।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۝ قَالُوا  
اٰنَّا نَحْنُ مُصْلَحُونَ ۝ ⑤

১২. জেনে রেখো এরাই হচ্ছে আসল বিপর্যয়  
সংষ্কারী, কিন্তু তারা (বিষয়টা) বুঝে না।

الآآنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴿٤٨﴾

১৩. তাদের যখন বলা হয়, অন্য লোকেরা যেমন  
ঈমান এনেছে তোমরাও তেমনিভাবে ঈমান আনো,  
(তখন) তারা বলে (হে নবী, তুম কি চাও), আমরাও  
নির্বোধ লোকদের মতো ঈমান আনিঃ? জেনে রেখো,  
(আসল) নির্বোধ তো হচ্ছে এরা নিজেরাই, যদিও  
তারা (এ কথাটা) জানে না!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا أَمْنَ النَّاسُ قَالُوا  
أَلَوْمَنُونَ كَمَا أَمْنَ السَّفَهَاءُ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ  
وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥

୧୪. (ମୋନାଫେକ୍ଟଦେର ଅବଶ୍ୟ ହେଛେ,) ତାରା ସଥିନ୍ ଈମାନଦାରଦେର ସାଥେ ମିଲିତ ହୁଯ ତଥିନ ବଳେ, ଆମରା ଈମାନ ଏଣେଛି, (ଆବାର) ସଥିନ ଏକାକୀ ତାଦେର ଶ୍ୟାତାନଦେର ସାଥେ ମିଲିତ ହୁଯ ତଥିନ ବଳେ, ଆମରା ଅବଶ୍ୟଇ ତୋମାଦେର ସାଥେ ଆଛି, (ଈମାନେର କଥା ବଳେ ଓଦେର ସାଥେ) ଆମରା ଠାଟ୍ଟା କରଛିଲାମ ମାତ୍ର!

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا قَالُوا أَمْنَاهُمْ وَإِذَا خَلَوْا  
إِلَى شَيْطَنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا تَحْكُمُونَ

১৫. (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই তাদের সাথে ঠাট্টা করে যাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, তারা তাদের বিদ্রোহে উদ্ভাস্ত ন যাই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

الله يستهْرِي بِهِرْ وَ يَهْلِهِرْ فِي طَغْيَانِهِرْ  
يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

১৬. এরা (জেনে বুবো) হেদোয়াতের বিনিময়ে  
গোমরাহী কিনে নিয়েছে, তাদের এ ব্যবসাটা  
(কিন্তু) মোটেই লাভজনক হ্যানি এবং এরা সঠিক  
পথের অনসারীও নয়।

**أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحُتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِّينَ** ١٥

১৭. এদের উদাহরণ হচ্ছে সে (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে (অঙ্ককারে) আগুন জ্বালাতে চাইলো, যখন তা তার গোটা পরিবেশটাকে আলোকোজ্জ্বল করে দিলো, তখন (হঠাতে করে) আল্লাহ তায়ালা তাদের (কাছ থেকে) আলোটুকু ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের তিনি (এমন) অঙ্ককারে ফেলে রাখলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ।

১৮. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা (কানেও) শোনে না, (চোখেও) দেখে না, (মুখ দিয়ে) কথাও বলতে পারে না, এরা (সঠিক পথের দিকেও) ফিরে আসবে না ।

১৯. অথবা (এদের উদাহরণ হচ্ছে), আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো, এর মাঝে রয়েছে অঙ্ককার, যেখের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক । বিদ্যুতের গর্জন ও মৃত্যুর ভয়ে এরা নিজেদের কানে নিজেদের আঞ্চল ঢুকিয়ে রাখে, আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) কাফেরদের (সকল দিক থেকেই) ঘিরে রেখেছেন ।

২০. মনে হয় এখনই বিদ্যুত এদের চোখকে নিষ্পত্তি করে দেবে; (এ অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা যখন এদের জন্যে একটু আলো জ্বালিয়ে দেন তখন এরা তার মধ্যে চলতে থাকে, আবার যখন তিনি তাদের ওপর অঙ্ককার চাপিয়ে দেন তখন এরা (একটু থমকে) দাঁড়ায়; অথচ আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের শোনার ও দেখার (ক্ষমতা) ছিনিয়ে নিতে পারতেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান ।

২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রব-এর এবাদাত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা ছিলো তাদের (সবাইকে) পয়ন্দা করেছেন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে ।

২২. (তিনিই সেই মহান রব), যিনি যমীনকে তোমাদের জন্যে শয্যা বানালেন, আসমানকে বানালেন ছাদ এবং আসমান থেকে পানি পাঠালেন, তা দিয়ে তিনি নানা থকারের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন, অতপর তোমরা জনে বুঝে (এ সব কাজে কাউকে) আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বানিয়ো না ।

২৩. আমি আমার বান্দার ওপর যে কিতাব নায়িল করেছি, তার (সত্যতার) ব্যাপারে যদি তোমরা কোনো সন্দেহে থাকো তাহলে যাও- তার মতো (করে) একটি সূরা তোমরা (রচনা করে) নিয়ে এসো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর যেসব বন্ধুবাক্স রয়েছে (প্রয়োজনে) তাদেরও ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

مَلِّهِمْ كَمِيلٌ الَّذِي أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمْ  
أَصَاءْتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهِ بِنُورِهِ وَقَرَّ كَهْرَبَ  
فِي ظُلْمٍ لَا يَصْرُونَ ⑤

صَرَبَكْرِ عَمِيْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ⑥

أَوْ كَصِيبٌ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمٌ وَرَعْلٌ وَبَرْقٌ  
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ  
حَذَرَ الْمَوْتٌ وَاللَّهُ مَحِيطٌ بِالْكُفَّارِ ⑦

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ  
لَهُمْ مَشْوَا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنَ هَبَ بِسَعْيِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧

يَا يَاهَا النَّاسُ أَعْبُدُ وَأَرْبِكُ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ⑨

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَآشًا وَالسَّمَاءَ  
بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
مِنَ الشَّمْرِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ  
أَنَّ دَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑩

وَإِنْ كَنْتُمْ فِي رَبِّ مِنَّا نَزَّلَنَا عَلَى عَبْدِنَا  
فَاتَّوْ بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شَهْنَاءً كَمِيرَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كَنْتُمْ صَلِّيْ قِيَنِ ⑪

২৪. আর তোমরা যদি তা না করতে পারো এবং (এটা জানা কথাই যে) তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না, তাহলে তোমরা (জাহানামের) সেই কঠিন আগুনকে ভয় করো, যার ইন্দ্রন হবে মানুষ ও পাথর, এটা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে যারা আল্লাহ'র তায়ালাকে অঙ্গীকার করে।

فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ  
الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ هُوَ أَعِدُّ  
لِلْكُفَّارِينَ ④৪

২৫. যারা (এ কিতাবের ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (হে নবী) তাদের তৃতীয় সুসংবাদ দাও, তাদের জন্যে রয়েছে এমন এক জাহান যার নীচ দিয়ে বাণী প্রবাহিত হতে থাকবে; যখনি তাদের (জাহানাতের) কোনো একটি ফল দেয়া হবে তখনি তারা বলবে, এ ধরনের (ফল) তো ইতিপূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিলো, তাদের (মূলত) এ ধরনের জিনিসই সেখানে দেয়া হবে; তাদের জন্যে (আরো) সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মী এবং তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ أَنَّ  
لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ كُلَّهَا  
رِزْقًا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي  
رِزْقُنَا مِنْ قَبْلِ وَأَتَوْا بِهِ مُتَشَابِهًًا وَلَهُمْ فِيهَا  
آزْوَاجٌ مَطْهَرَةٌ وَهُنَّ فِيهَا خُلِّونَ ④৫

২৬. নিসন্দেহে আল্লাহ'র তায়ালা মশা কিংবা তার চাইতে ওপরে যা কিছু আছে তার উদাহরণ দিতেও লজ্জা বোধ করেন না; যারা (আল্লাহ'র কথায়) বিশ্বাস স্থাপন করে তারা জানে, এ সত্য তাদের মালিকের পক্ষ থেকেই এসেছে, আর যারা (আগেই) সত্য অঙ্গীকার করেছে তারা (একে না মানার অজুহাত দিতে গিয়ে) বলে, আল্লাহ'র তায়ালা এ উদাহরণ দ্বারা কি বুঝাতে চান? (আসলে) একই (জিনিস) দিয়ে অনেক লোককে তিনি গোমরাহ করলেও বহু লোককে তিনি (আবার) এ দিয়ে হৃদয়াতের পথও দেখান, আর কতিপয় পাপাচারী ব্যক্তি ছাড়া তা দিয়ে অন্য কাউকে তিনি পথব্র্দ্ধি করেন না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا  
بَعْوَذَةً فَمَا فَوَقَهَا فَإِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا  
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رِبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ  
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّ أَمْلَامٌ  
يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْلِكُ بِهِ كَثِيرًا وَمَا  
يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسَقِينَ ④৬

২৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ'র ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রূতি দেয়ার পর তা ভঙ্গ করে, (ব্যক্তি ও সমাজে) আল্লাহ'র তায়ালা যেসব সম্পর্ককে ম্যবুত করতে বলেছেন তা তারা ছিন্ন করে, (সর্বোপরি) যদীনে অহেতুক বিপর্যয় সৃষ্টি করে; এরাই হচ্ছে (আসল) ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيقَاتِهِ  
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَوْصِلَ  
وَيُفْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ④৭

২৮. তোমরা আল্লাহ'কে কিভাবে অঙ্গীকার করবে? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, অতপর তিনিই আবার তোমাদের জীবন দান করবেন এবং তোমাদের (একদিন) তাঁর কাছেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكَنْتُمْ أَمْوَاتًا  
فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْتِكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ  
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ④৮

২৯. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্যে তৈরী করেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সেগুলোকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

ثُرٌ أَسْتَوِي إِلَى السَّمَاوَاتِ فَسُونِهِنْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑥

৩০. (হে নবী, শ্বরণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে (আমার) খলীফা বানাতে চাই; তারা বললো, তুমি কি সেখানে এমন কাউকে (খলীফা) বানাতে চাও যে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (স্বার্থের জন্যে) এরা রক্ষণাত্মক করবে, আমরাই তো তোমার প্রশংসনো সহকারে তোমার তাসবীহ পড়ছি এবং (প্রতিনিয়ত) তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

وَأَذْقَالَ رَبَّكَ لِلْمَلَكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يَقْسُنْ فِيهَا وَيُسْفِكُ الْمَاءَ وَنَحْنُ نَسْبِحُ بِحَمْلِكَ وَنَقْلِ سُلْكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑩

৩১. আল্লাহ তায়ালা (অতপর) আদমকে (প্রয়োজনীয়) সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন, পরে তিনি সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে বললেন, তোমরা যদি (তোমাদের আশংকার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমরা আমাকে এ নামগুলো বলো তো?

وَعَلِمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ «فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِالْأَسْمَاءِ هُوَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قِينَ ⑩

৩২. ফেরেশতারা বললো (হে আল্লাহ), তুমি পবিত্র, আমাদের তো (এর বাইরে আর) কিছুই জানা নেই— যা তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছো; তুমই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র কুশলী।

قَالُوا سِبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا  
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ� الْكَبِيرُ ⑩

৩৩. আল্লাহ তায়ালা (এবার) আদমকে বললেন, তুমি তাদের কাছে তাদের নামগুলো বলে দাও, অতপর আদম তাদের (সামনে) তাদের নামগুলো যখন বলে দিলো, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় ‘গায়ব’ (সম্পর্কে) জানি এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন করো আমি তাও জানি।

قَالَ يَادَمُ أَنْبِئْهُمْ بِالْأَسْمَاءِ هُوَ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِالْأَسْمَاءِ هُوَ قَالَ الْمَرْأَتِ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ «وَأَعْلَمُ مَا تَبْلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ⑩

৩৪. আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমের জন্যে সাজদা করো, অতপর তারা (আল্লাহর আদেশে) সাজদা করলো— শুধু ইবলীস ছাড়া; সে সাজদা করতে অঙ্গীকার করলো, সে অহংকার করলো এবং সে না-ফরমানদের দলে শামিল হয়ে গেলো।

وَأَذْقَلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا  
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْسَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ ⑩

৩৫. আমি বললাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী (পরম সুখে) এই বেহেশতে বসবাস করতে থাকো এবং এখান থেকে যা তোমাদের মন চায় তাই তোমরা স্বাচ্ছন্দের সাথে আহার করো, তোমরা এ গাছটির কাছেও যেও না, গেলে তোমরা (দুঃজনই) সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

وَقَلَّنَا يَادَمُ اسْكِنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكَلَّا  
مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتَمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ  
الشَّجَرَةَ فَتَكُونُنَا مِنَ الظَّلَّمِينَ ⑩

৩৬. অতপর শয়তান সেখান থেকে তাদের উভয়ের পদস্থলন ঘটালো, তারা উভয়ে (বেহেশতের) যেখানে ছিলো সেখান থেকে সে তাদের বের করেই ছাড়লো, আমি তাদের বললাম, তোমরা একজন আরেক জনের দুশ্মন হিসেবে এখান থেকে নেমে পড়ো, তোমাদের (পরবর্তী) বাসস্থান (হচ্ছে) পৃথিবী, সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্যে জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ থাকবে।

فَأَذْلِمُهُمَا الشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِّمَّا  
كَانَا فِيهِ وَقَلَّا هُبِطُوا بِعِصْكِ لِبَعْضٍ  
عَلَوْ وَلَكْرِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٍ وَمُتَاعٍ  
إِلَى حَيْثِ ﴿٦﴾

৩৭. অতপর আদম তার মালিকের কাছ থেকে (হেদয়াত সম্বলিত) কিছু বাণী পেলো, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ক্ষমাপরবর্শ হলেন, অবশ্যই তিনি বড়ে মেহেরবান ও ক্ষমাশীল।

فَتَلَقَّى أَدْمَنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ  
الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٧﴾

৩৮. আমি (তাদের) বললাম, তোমরা সবাই (এবার) এখান থেকে নেমে যাও, তবে (যেখানে যাবে, সেখানে) আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে অবশ্যই হেদয়াত আসবে, অতপর যে আমার হেদয়াত মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো প্রকার উৎকর্ষিতও হতে হবে না।

قَلَّنَا هُبِطُوا مِنْهَا جَيِّعاً فَامَّا يَاتَّيْنِكُمْ مِّنِي  
هُلَّى فَمَنْ تَبَعَ هُلَّا اَيْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿٨﴾

৩৯. আর যারা (সে হেদয়াত) অঙ্গীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করবে, তারা হবে জাহানামের বাসিন্দা, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذِّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَئِكَ  
اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدونَ ﴿٩﴾

৪০. হে বনী ইসরাইল (জাতি), তোমাদের ওপর আমি যেসব নেয়ামত দিয়েছি তোমরা সেগুলো শ্বরণ করো, আমার (আনুগত্যের) প্রতিশ্রূতি তোমরা পূর্ণ করো, আমিও (এর বিনিময়ে) তোমাদের (দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের পুরক্ষারের) প্রতিশ্রূতি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।

يَبْيَنِي اِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي  
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اُولِي  
بِعَهْدِكُمْ وَإِبَائِي فَارَّهُبُونِ ﴿١٠﴾

৪১. আমি (মোহাম্মদের কাছে) যা নায়িল করেছি, তোমরা এর ওপর ঝৈমান আনো, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা তার সত্যায়নকারী, তোমরা কিছুতেই এর প্রথম অঙ্গীকারকারী হয়ো না এবং সামান্য ঝূঁটে আমার আয়াতসমূহকে বিক্রি করো না, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

وَأَمْنِوْ بِمَا أَنْزَلْتَ مَصِّنَّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا  
تَكُونُوْا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشَرِّرُوا  
بِإِيْتِيٰ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيْأَيَ فَاتَّقُونِ ﴿١١﴾

৪২. তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যের (গায়ে) পোশাক পরিয়ে দিয়ো না এবং জেনে বুঁৰো সত্য ঝুকিয়েও রেখো না।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ  
وَلَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢﴾

৪৩. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ وَأَرْكَعُوا  
مَعَ الرُّكْعَيْنِ ﴿١٣﴾

৪৪. তোমরা কি মানুষদের ভালো কাজের আদেশ করো এবং (বাস্তবায়নের সময়) নিজেদের (কথা) ভুলে যাও, অথচ তোমরা সবাই কিতাব পড়ো; কিন্তু (কিতাবের এ কথাটি) তোমরা কি বুঁৰো না?

أَتَامِرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَتَنْسُونَ أَنْفَسَكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَتَّلُونَ الْكِتَبَ افَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

৪৫. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সবর ও  
নামায়ের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও;  
(নিষ্ঠার সাথে) নামায প্রতিষ্ঠা করা (অবশ্যই) কঠিন  
কাজ, কিন্তু যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের কথা  
আলাদা,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا  
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَسِيعِينَ ④২

৪৬. (তাদের কথাও আলাদা) যারা জানে একদিন ৪৩  
তাদের সবাইকে তাদের মালিকের সামনাসামনি হতে  
হবে এবং তাদের (সবাইকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে  
হবে।

الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مَلْقُوا بِهِمْ وَأَنَّهُمْ  
إِلَيْهِ رَجُونَ ④৩

৪৭. হে বনী ইসরাইল (জাতি), তোমরা আমার সেই  
নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান  
করেছি, (নেয়ামত হিসেবে) আমি অবশ্যই তোমাদের  
সৃষ্টিকুলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি।

يَبْنَى إِسْرَائِيلَ اذْكُرْ وَأَعْمَتِي التِّيْ أَنْعَمْتَ  
عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضْلَتْكُمْ فِي الْعَلَمِينَ ④৪

৪৮. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সে দিনটিকে  
ভয় করো যেদিন একজন আরেকজনের কোনোই  
কাজে আসবে না, একজনের কাছ থেকে আরেক  
জনের (পক্ষে) কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না,  
(মৃত্তির জন্যে) কারো কাছ থেকে কোনো মৃক্ষিপণ  
নেয়া হবে না- না তাদের (সেদিন কোনো) সাহায্য  
করা হবে!

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَحْزِنُّ نَفْسَ عَنْ نَفْسٍ  
شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنَهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَلُ مِنَهَا  
عَدْلًا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ④৫

৪৯. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের  
লোকদের (গোলামী) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, তারা  
নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দ্বারা তোমাদের যন্ত্রণা দিতো,  
তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো এবং  
তোমাদের মেয়েদের (তারা) জীবিত রেখে দিতো;  
তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এতে তোমাদের জন্যে  
বড়ো একটা পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো।

وَأَذْنِجِنِكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسْوِمُونَكُمْ  
سُوءَ الْعَدْلِ أَبْيَدُ بِهِمْ أَبْنَاءَكُمْ  
وَيُسْتَحْيِونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذِلِّكُمْ بِلَاءِ مِنْ  
رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ④৬

৫০. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের জন্যে  
সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম, অতপর আমি  
তোমাদের (সমুহ মৃত্যুর হাত থেকে) বাঁচিয়ে  
দিয়েছিলাম এবং আমি ফেরাউন ও তার দলবলকে  
(সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর (তা তো) তোমরা  
(নিজেরাই) প্রত্যক্ষ করছিলে!

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ  
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ ④৭

৫১. (স্মরণ করো,) যখন মূসাকে আমি (বিশেষ  
কাজের জন্যে) চাল্লিশ রাত সময় নির্ধারণ করে  
দিলাম, তারপর তোমরা একটি বাচ্চুরকে (মাবুদরূপে)  
গ্রহণ করে নিলে, (আসলে) তোমরা (ছিলে বড়োই)  
যালেম!

وَإِذْ عَنَّا نَامُوسِي أَرْبِعِينَ لَيْلَةً تَرْأَتْ  
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ④৮

৫২. এরপর আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি, ^  
আশা করা গিয়েছিলো, তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায়  
করবে।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعْلَكُمْ  
تَشْكِرُونَ ④৯

৫৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি মূসাকে কিতাব ও (ন্যায়  
অন্যায়ের) পরিষ্কারী- (মানদণ্ড) দান করেছি, আশা করা  
গিয়েছিলো, তোমরা হেদায়াতের পথে চলতে পারো।

وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَالْفُرْقَانَ  
لَعْلَكُمْ تَهْتَوْنَ ⑤০

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

৫৪. (আরো স্মরণ করো,) মূসা যখন তার নিজ লোকদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা (আমার অবর্তমানে) বাছুরকে মারুন্দ হিসেবে গ্রহণ করে অবশ্যই নিজেদের ওপর (বড়ে রকমের) যুলুম করেছো, এ জন্যে অবিলম্বে তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাওবা করো এবং তোমাদের নিজেদের (শেরেকে অভিশঙ্গ) নফসসমূহকে হত্যা করো, এর মাঝেই সৃষ্টিকর্তার কাছে তোমাদের জন্যে কল্পণ রয়েছে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবর্ষ হলেন, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُوا إِنَّكَ مُرْظَمٌ  
أَنفُسَكُمْ بِإِتْخَادِكُمْ لِلْعِجَلِ فَتَوَبُوا إِلَى  
بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِذِلِّكُمْ خَيْرٌ  
لِكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ  
الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ<sup>(১)</sup>

৫৫. তোমরা যখন বলেছিলে, হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে কথনে তার ওপর ঈমান আনবো না, তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্র (-সম এক গ্যব) তোমাদের ওপর নিপত্তি হলো, আর তোমরা তার দিকে চেয়েই থাকলে!

وَإِذْ قَلْتُمْ يَمْوِسِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى  
تَرَى اللَّهُ جَهَنَّمَ فَأَخْلَقَنِي الصُّعْقَةَ وَأَنْتُ  
تَنْظَرُونَ<sup>(২)</sup>

৫৬. অতপর তোমাদের (এই) মৃত্যুর পর আমি তোমাদের পুনরায় জীবন দান করলাম, আশা করা গিয়েছিলো, তোমরা (আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

ثُمَّ بَعْثَنَّنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكِرُونَ<sup>(৩)</sup>

৫৭. আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া দান করেছিলাম, ‘মান’ এবং ‘সালওয়া’ (নামক খাবারও) আমি তোমাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম; (আমি বলেছিলাম, সেসব পবিত্র খাবার তোমরা খাও, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, (নেয়ামত অবজ্ঞা করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, (বরং এর দ্বারা) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَيَّامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَى  
وَالسَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا  
ظَلَمْنَا وَلِكُنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ<sup>(৪)</sup>

৫৮. (স্মরণ করো,) আমি যখন তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা এই জনপদে ঢুকে পড়ো এবং তোমরা তার যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার করো, (দন্ত সহকারে প্রবেশ না করে) মাথানত করে ঢোকো, তোমরা ক্ষমার কথা বলবে, আমিও তোমাদের ভুল ছ্রতিসমূহ ক্ষমা করে দেবো। যারা ভালো কাজ করে আমি তাদের পাওনার অংক বাড়িয়ে দেই।

وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هُنَّةَ الْقَرِيَةَ فَكُلُّوا  
مِنْهَا حِيشَ شَتَّى (رَغْلًا) وَأَدْخُلُوا الْبَابَ  
سَجَلًا وَقُلُّوا حَطَّةَ نَفْرِ لَكُمْ خَطِيكُرَ  
وَسَنَرِينَ الْمُحْسِنِينَ<sup>(৫)</sup>

৫৯. (সুস্পষ্ট হোয়ায়াত সত্ত্বেও) অতপর যালেমরা এমন কিছু ব্যাপার রাদবদল করে ফেললো, যা না করার জন্যেই তাদের বলা হয়েছিলো, যারা যুলুম করলো তাদের ওপর আমি আসমান থেকে গ্যব নথিল করলাম, (মূলত) এটা ছিলো তাদের গুনাহর ফল।

فَبَدَلَ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ ظَلَمُوا وَلَا غَيْرَ اللَّهِ بَيْنَ  
أَهْمَرْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ  
السِّيَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ<sup>(৬)</sup>

৬০. (স্মরণ করো,) যখন মূসা (আমার কাছে) তার জাতির লোকদের জন্যে পানি চাইলো, আমি (তাকে) বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে তুমি (এই) পাথরে আঘাত করো, (আঘাত করা মাত্রই) তা থেকে বারোটি (পানির) নহর উৎপন্ন হয়ে গেলো;

وَإِذْ اسْتَقْتَمْ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَتَنَا أَمْرِبْ بِعَصَائِقَ  
الْحَجَرِ فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا<sup>(৭)</sup>

প্রত্যেক গোত্রেই নিজেদের (পানি পানের) ঘাট চিনে  
নিলো; (আমি বললাম,) আল্লাহর দেয়া রেখেক  
থেকে তোমরা পানাহার করো, তবে যদীনে বিপর্যয়  
সৃষ্টি করো না।

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مُشَرِّبِهِمْ كُلُّهُوا  
وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْشُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ⑥

৬১. (স্মরণ করো,) তোমরা যখন বলেছিলে, হে  
মুসা, (প্রতিদিন) একই ধরনের খাবারের ওপর আমরা  
কিছুতেই (আর) দৈর্ঘ্য ধরতে পারছি না, তুমি তোমার  
মালিকের কাছে বলো তিনি যেন আমাদের জন্যে কিছু  
ভূমিজাত দ্রব্য- তরিতরকারি, পেয়াজ, রসুন, ভূট্টা,  
ডালের ব্যবস্থা করেন যা ভূমি উৎপাদন করে, সে  
বললো, তোমরা কি (আল্লাহর পাঠানো) এ উৎকৃষ্ট  
জিনিসের সাথে একটি তুচ্ছ জিনিসকে বদলে নিতে  
চাও? (যদি তাই হয়) তাহলে তোমরা অন্য কোনো  
শহরে সরে পড়ো, যেখানে তোমাদের এসব জিনিস-  
যা তোমরা চাইবে, তা অবশ্যই পাওয়া যাবে, (আল্লাহ  
তায়ালার আদেশ অমান্য করার ফলে) অপমান ও  
দারিদ্র্য তাদের ওপর ছেয়ে গেলো; আল্লাহর গবাদ দ্বারা  
তারা আক্রান্ত হয়ে গেলো, এটা এ কারণে (যে),  
এরা (ক্রমাগত) আল্লাহর আয়াত অঙ্গীকার করতে  
থাকলো এবং আল্লাহর নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা  
করতে থাকলো, আর এসব কিছু এজন্যই ছিলো, এরা  
না-ফরমানী ও সীমালংঘন করছিলো!

৬২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, যারা ছিলো  
ইহুদী খ্ষণ্টান এবং ‘সাবী’- এদের (সবার মাঝে) যে  
কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, ঈমান আনবে  
পরকালের ওপর এবং নেক কাজ করবে, তাদের  
জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার থাকবে এবং  
এসব লোকের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও  
হবে না।

৬৩. (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাদের (কাছ  
থেকে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তুর পাহাড়কে  
আমি তোমাদের ওপর তুলে ধরে (বলে) ছিলাম; যে  
কিতাব তোমাদের আমি দান করেছি তা শক্তভাবে  
আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ  
রেখো, আশা করা যায় তোমরা (শয়তান থেকে)  
বাঁচতে পারবে।

৬৪. অতপর তোমরা এ ঘটনার পর (ওয়াদা) থেকে  
ফিরে গেলে, (আসলে) আল্লাহর অনুদান ও রহমত  
যদি তোমাদের ওপর না থাকতো তাহলে তোমরা  
অবশ্যই ঝংস হয়ে যেতে!

৬৫. তোমরা তো ভালো করেই তাদের জানো, যারা  
তোমাদের মধ্যে শনিবারে (আল্লাহর আদেশের) সীমা  
লংঘন করেছে, অতপর আমি তাদের (শুধু এটুকুই)  
বলেছি, যাও- (এবার) তোমরা সবাই অপমানিত  
বানুন (-এ পরিণত) হয়ে যাও।

وَإِذْ قَاتَلَ مُوسَى لَنْ نَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ  
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تَنْبَتِ الْأَرْضِ  
مِنْ بَقْلَهَا وَقَثَائِهَا وَفَوْمَهَا وَعَنْ سِهَا وَبَصَلَهَا  
قَالَ اتَسْتَبِنَ لَوْنَ الدِّينِ هُوَ أَدْنَى بِاللَّذِي  
هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ  
وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ وَالْمِسْكَنُ وَبَاءَ وَ  
بَغْضٌ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِكْفَارًا  
بِأَيْتِ اللَّهِ وَيُقْتَلُونَ النَّبِيُّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ⑥

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى  
وَالصَّابِئِينَ مِنْ أَمْنَ بِإِيمَانِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَعَمَلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عَنِّ رِبِّهِمْ  
وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑥

وَإِذَا خَلَنَا مِثْقَالَكُمْ وَرَفَعْنَا وَقَكْرُ الطُّورِ  
خَذْنَا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكَرْنَا مَا فِيهِ  
لَعْلَمْ تَتَقَوَّنَ ⑥

لَمْ تَوْلِيْمَرْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑥

وَلَقَدْ عَلِمْتَمِنَ الَّذِينَ أَعْتَدَنَا مِنْكُمْ فِي  
السَّبِّتِ فَقَلَنَا لَهُمْ كَوْنُوا قَرَدَةً خَسِيرِينَ ⑥

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّهَابِينَ يَلْيَهَا وَمَا خَلْفَهَا<sup>٦٦</sup>  
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَقِينَ <sup>٦٧</sup>

৬৬. একে আমি সেসব মানুষদের— যারা তখন সেখানে (মজুদ) ছিলো— আরো যারা পরে আসবে, তাদের (সবার) জন্যেই একে আমি দৃষ্টান্তমূলক (ঘটনা) বানিয়ে দিয়েছি, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যেও এটি (ছিলো) একটি উপদেশ।

৬৭. (স্মরণ করো,) যখন মূসা তার জাতিকে বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তাঁর নামে) একটি গাভী যবাই করার আদেশ দিচ্ছেন; তারা বললো (হে মূসা, একথা বলে), তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করছো? সে বললো, আমি (তামাশা করে) জাহেলদের দলে শামিল হওয়া থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাই!

৬৮. তারা বললো, তুমি তোমার রবকে বলো, আমাদের তিনি যেন সুস্পষ্টভাবে বলে দেন— সে (জন্ম)টি কেমন (হবে)? সে বললো, অবশ্যই তা হবে এমন— যা বৃদ্ধ হবে না, আবার (একেবারে) বাচ্চাও হবে না; (বরং তা হবে) এর মাঝামাঝি বয়সের, (যাও, এখন) যা কিছু তোমাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে— তাই করো।

৬৯. তারা (মুসাকে) বললো, তুমি তোমার রবকে জিজ্ঞেস করে নাও, তিনি আমাদের যেন বলে দেন তার রংটা কেমন হবে? সে বললো, তা হবে হলুদ রংয়ের, তার রং এতো আকর্ষণীয় হবে যে, যারা তার দিকে তাকাবে তা তাদেরই পরিত্পত্তি করবে।

৭০. তারা বললো (হে মূসা), তুমি তোমার মালিককে (আবার) জিজ্ঞেস করে নাও, (আসলে) তা কি ধরনের (গাভী) হবে, আমাদের কাছে (তো সব) গাভী দেখতে একই ধরনের মনে হয়; আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এবার) অবশ্যই আমরা সঠিক পথে চলতে পারবো।

৭১. সে বললো, (আল্লাহ তায়ালার দৈনিক) সে (গাভী) হবে এমন যে, সেটি কোনো চাষাবাদের কাজ করে না, যমীনে পানি সেচের কাজও করে না, সম্পূর্ণ নিখুঁত ও ক্রিটিমুক্ত, (একথা শুনে) তারা বললো, এতোক্ষণে তুমি (আমাদের সামনে) সত্য কথাটা নিয়ে এসেছো! অতপর তারা তা-ই যবাই করলো, যদিও (ইতিপূর্বে) মনে হয়নি, তারা এ কাজটি আদৌ করতে চায়।

৭২. (স্মরণ করো,) যখন তোমরা একজন লোককে হত্যা করেছিলে, অতপর সে ব্যাপারে তোমরা একে অপরের ওপর (হত্যার) অভিযোগ আরোপ করতে শুরু করলে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়টিই (মানুষের সামনে) বের করে আনতে চাইলেন, যা তোমরা লুকোবার চেষ্টা করছিলে।

৭৩. (হত্যাকারীকে খেঁজার জন্যে) আমি তোমাদের বললাম, (যবাই করা) সেই (গাভীর শরীরের) একাংশ দিয়ে তোমরা একে (মৃদু) আঘাত করো, এভাবেই

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَنْبَحُوا بَقَرَةً قَاتَلُوا أَتَتْخَذُنَّ نَارًا هَزِوا  
قالَ آعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِيلِينَ <sup>৬৭</sup>

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ  
إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ  
عَوَانٌ بَيْنَ ذِلِّكَ فَافْعُلُوا مَا تُؤْمِنُونَ <sup>৬৮</sup>

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنَهَا قَالَ  
إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءٌ فَاقْعَ لَوْنَهَا  
تَسْرُّ النَّظِيرِينَ <sup>৬৯</sup>

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ  
إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
لِهُمْ لَوْنٌ <sup>৭০</sup>

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا دُلُولٌ تُثِيرُ  
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرَثَ مُسْلِمَةٌ لَا شَيْةٌ  
فِيهَا قَالُوا إِنَّهُ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَلَبَحْوَهَا  
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ <sup>৭১</sup>

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرِءُوهُ فِيهَا وَاللَّهُ  
مُخْرِجٌ مَا كَنْتُمْ تَكْتُمُونَ <sup>৭২</sup>

فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذِلِكَ

আল্লাহ তায়ালা মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করবেন  
এবং (এ ঘটনা দ্বারা) তিনি তোমাদের কাছে তাঁর  
নির্দর্শনসমূহ তুলে ধরেন, আশা করা গিয়েছিলো  
তোমরা (সত্য) অনুধাবন করবে।

يَحْيَى اللَّهُمَّ إِنَّ الْمُوتَىٰ وَيُرِيكُمْ أَيْتَهُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑩

৭৪. অতপর তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেলো, (এমন  
কঠিন) যেন তা (শক্ত) পাথর, (বরং মাঝে মাঝে মনে  
হয়) পাথরের চেয়েও বেশী কঠিন; (কেননা) কিছু  
পাথর এমন আছে যা থেকে বাণিধারা নির্গত হয়,  
আবার কোনো কোনো সময় তা বিদীর্ণ হয়ে ফেটেও  
যায় এবং তা থেকে পানিও বেরিয়ে আসে, (অবশ্য)  
এর মধ্য থেকে (এমন কিছু পাথর আছে) যা আল্লাহর  
ভয়ে ধসে পড়ে; আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) তোমাদের  
কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই গাফেল নন।

ثُرَقَسْتَ قُلُوبَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ  
كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ  
لَمَا يَتَفَجَّرْ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقْ  
فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطْ مِنْ  
خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ⑪

৭৫. তোমরা কি এরপরও এই আশা পোষণ করো  
যে, এরা তোমাদের জন্যে দ্রুমান আনবে? এদের  
একাংশ তো (যুগ যুগ ধরে) আল্লাহর কিতাব শুনে  
আসছে, অতপর তারা তাকে বিকৃত করছে, তাও  
করেছে তাকে ভালো করে বুবার পর, অথচ তারা  
ভালো করেই জানে (যে, তারা কি করছে)।

أَفَتَطْعِمُونَ أَنَّ يَوْمَ مِنْ وَالْكَرْمِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ  
مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَاتِ اللَّهِ ثُرَقْ فَوْنَانَ  
مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑫

৭৬. এরা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে  
তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু এরা যখন  
গোপনে একে অপরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে,  
তোমরা কি মুসলমানদের কাছে সেসব কথা প্রকাশ  
করে দাও যা আল্লাহ তায়ালা (মোহাম্মদের ন্যৰওত  
সম্পর্কে আগেই তাওরাতে) তোমাদের ওপর ব্যক্ত  
করে দিয়েছেন; (খবরদার, তোমরা এমনটি কথনো  
করো না), তাহলে তারা (একদিন) তোমাদের প্রভুর  
সামনে এটা দিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া  
করবে, তোমরা কি বুবাতে পাচ্ছে না?

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا قَالُوا أَمْنَاهُمْ وَإِذَا  
خَلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتَحْلِلُ ثُونَهُمْ  
بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَحاجُو كُمْ بِهِ عَنْ  
رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑬

৭৭. (কিন্তু) এরা কি জানে না যে, (আল্লাহর কিতাবের)  
যা কিছু এরা গোপন করে (আবার নিজেদের স্বার্থে তারা)  
যা প্রকাশ করে, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন।

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا  
يَعْلَمُونَ ⑭

৭৮. এদের মধ্যে আছে কিছু নিরক্ষর, যারা (আল্লাহর)  
কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, (আল্লাহর কিতাব  
এদের কাছে) নিছক মিথ্যা আকাঞ্চ্ছা (সর্বস্ব পুস্তক)  
মাত্র, এরা শুধু অমূলক ধারণাই করে থাকে।

وَمِنْهُمْ أَمْيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا  
أَمَانِيٌّ وَإِنَّ هُمْ لَا يَظْنُونَ ⑮

৭৯. সে সব লোকের জন্যে ধৰ্ম (অনিবার্য), যারা নিজে  
দের হাত দিয়ে কিতাব লেখে, তারপর বলে, এগুলো হচ্ছে  
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (আসা শরীয়তের বিধান,  
উদ্দেশ্য হচ্ছে), তারা যেন তা দিয়ে সামান্য কিছু (স্থা)  
কিমে নিতে পারে; তাদের হাত যা কিছু রচনা করেছে তার  
জন্যে তাদের ধৰ্ম ও দুর্ভোগ, যা কিছু তারা উপার্জন  
করেছে তার জন্যেও তাদের দুর্ভোগ।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِآيَاتِهِمْ  
فَرِيْقُهُمْ هُنَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرِيْ وَبِهِ  
ثُمَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِلَّهِمَّ مَا كَتَبْتَ آيَاتِيْهِمْ  
فَوَيْلٌ لِلَّهِمَّ مَا يَكْسِبُونَ ⑯

৮০. এরা বলে, জাহান্নামের আগুন কখনোই আমাদের শপর্ছ করবে না, (করলেও—) তা হবে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনের (জন্যে) মাত্র, (হে নবী), তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন) কোনো প্রতিশ্রূতি আদায় করে নিয়েছো? আল্লাহ তায়ালা তো কখনো তাঁর প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করেন না, না তোমরা জেনে বুবেই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কথা বলে বেড়াচ্ছো যা তোমরা নিজেরাই জানো না।

وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدَدَةً قُلْ أَتَخْلِ تَمْرَ عَنَ اللَّهِ عَمَلًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَمَلًا أَمْ تَقُولُونَ إِلَهٌ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑥

৮১. হঁ, যে ব্যক্তি পাপ কামিয়েছে এবং যাকে তাঁর পাপ ঘিরে রেখেছে, এমন লোকেরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তাঁরা চিরদিন অবস্থান করবে।

بَلِّي مِنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتِهِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِّونَ ⑥

৮২. (আবার) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তাঁরা বেহেশতবাসী হবে, তাঁরা সেখানে চিরদিন থাকবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِّونَ ⑥

৮৩. (স্মরণ করো) যখন আমি বনী ইসরাইলদের কাছ থেকে (এ মর্মে) প্রতিশ্রূতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবে, না এবং মাতা পিতার সাথে সম্মতব্যাহার করবে, আজ্ঞায় স্বজন, এতীম-মেসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষদের সাথে সুন্দর কথা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে; অতপর তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশই (এই প্রতিশ্রূতি থেকে) ফিরে গেছো, (এভাবেই) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

وَإِذَا خَلَّ نَا مِيقَاتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ تَوَبَّالُو إِلَيْنَا يَسِّرْ إِلَيْنَا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الْزَكُوْةَ ثُمَّ تَوَلِّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرُضُونَ ⑥

৮৪. তোমাদের (কাছ থেকে) আমি এ প্রতিশ্রূতিও নিয়েছিলাম যে, তোমরা তোমাদের কারো রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের লোকদের তাদের ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে না, অতপর তোমরা তা স্বীকারণ করে নিয়েছিলে, তোমরা তো নিজেরাই (এ) সাক্ষ্য দিচ্ছো!

وَإِذَا خَلَّ نَا مِيقَاتَ كُمْ لَا تَسْفِكُونَ دَمَاءَ كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ رَأْقَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ ⑥

৮৫. তারপর এই হচ্ছে তোমরা! তোমরা নিজেদের হত্যা করতে লাগলে, তোমাদের এক দলকে তোমরা তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করে দিতে লাগলে, অন্যায় এবং যুলুম দ্বারা তোমরা তাদের (কাজের) ওপর তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকলে, (শুধু তাই নয়), কোনো লোক (যুদ্ধ) বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তোমরা তাদের জন্যে মুক্তিপণ দাবী করো, (অথচ) তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাটাই ছিলো তোমাদের ওপর অবেধ কাজ (এবং আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া প্রতিশ্রূতির সুস্পষ্ট লংঘন); তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো?

وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تُفْلِهُونَ وَهُوَ مَحْرُمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِعِصْمِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِعَعْصِمِهِ فَمَا جَرَأَ

(সাবধান!) কখনো যদি কোনো (জাতি কিংবা) ব্যক্তি (দ্বিনের অংশবিশেষের ওপর ঈমান আনয়নের) এ আচরণ করে, তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হবে যে, পর্যবেক্ষণে জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, পরকালেও তাদের কঠিনতম আ্যাবের দিকে নিষ্কেপ করা হবে; তোমরা যা করছো, আল্লাহ তায়ালা সেসব ১৩ কিছু থেকে মোটেও উদাসীন নন।

৮৬. (বস্তুত) এ লোকেরা আখেরাতের (স্থায়ী জীবনের) বিনিময়ে দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবন খরিদ করে নিয়েছে (কেয়ামতের দিন) তাদের ওপর থেকে (তাদের) আ্যাব কিঞ্চিং পরিমাণে হালকা করা হবে না, না সেদিন তাদের (কোনো রকম) সাহায্য করা হবে!

৮৭. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, তারপর একে একে আমি আরো অনেক নবীই পাঠিয়েছি এবং (বাগ ছাড়া স্তান পয়দা করার মতো) সুস্পষ্ট নির্দেশন দিয়ে আমি মারইয়াম পুত্র ইসাকে পাঠিয়েছি এবং (আমার বাণী ও) পবিত্র আল্লার মাধ্যমে তাকে আমি সাহায্য করেছি; (অথচ) যখনি তোমাদের কাছে আল্লাহর কোনো নবী আসতো, তোমাদের মনোপূত না হলে তোমরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের অঙ্গীকার করেছো, অতপর তাদের কাউকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছো, (আবার) তাদের কোনো কোনো দলকে তোমরা হত্যাও করেছো।

৮৮. তারা বলে, (হেয়াতের জন্যে) আমাদের মন ১৪ (ও তার দরজা) বন্ধ হয়ে আছে, তাদের কুফরী করার কারণে আল্লাহ তায়ালা ও তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, অতপর তাদের সামান্য পরিমাণ লোকই ঈমান এনেছে।

৮৯. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষে থেকে কোনো কিতাব নাফিল হলো- যা তাদের কাছে মজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, (অথচ) এর আগে তারা নিজেরাই অন্যান্য কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে (এ কিতাব ও তার বাহকের আগমন) কামনা করছিলো, (কিন্তু আজ) যখন তা তাদের কাছে এলো এবং যাকে তারা যথাযথ চিনতেও পারলো- তারা অঙ্গীকার করলো, যারা (আল্লাহর কিতাব) অঙ্গীকার করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

৯০. কতো নিক্ষেপ (বস্তু) সেটি, যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজেদের বিক্রয় করে দিয়েছে, শুধু গোঁড়ামির বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহর নাফিল করা বিধান অঙ্গীকার করেছে- (তাও শুধু এ কারণে), আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে নবুওত দিয়ে অনুগ্রহ করেন, (এ কুফরীর ফলে) তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধে আক্রান্ত হলো; আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

من يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْنَى فِي الْحَيَاةِ  
الْدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَرْدُونَ إِلَى أَشَدِ  
الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ১৩  
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخْفَى عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا  
هُمْ يَنْصُرُونَ ১৪

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَقَفَيْنَا مِنْ  
بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرِيَمَ  
الْبَيِّنَاتِ وَأَيْنَ نَهْ بِرُوحِ الْقَدْسِ أَفَكُلَّمَا  
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمْ  
إِسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَلَّ بِتَمْرِزٍ وَفَرِيقًا  
تَقْتَلُونَ ১৫

وَقَالُوا قُلْوَبُنَا مُغْلَفٌ بَلْ لَعْنُهُمْ اللَّهُ  
بِكُفَّارِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ১৬

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَبٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَصْلِحَةٌ  
لَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى  
الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا  
بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ ১৭

بِعْسَمَا أَشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ أَن يَكْفِرُوا بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ بِغِيَّا أَن يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضْبٍ عَلَى  
غَضْبٍ وَلِلْكُفَّارِ عَذَابٌ مُهِمِّنٌ ১৮

৯১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহই তায়ালা যা কিছু নাখিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনা, তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সেসব কিছুর ওপরই ঈমান আনি যা আমাদের (বনী ইসরাইল জাতির) ওপর নাখিল করা হয়েছে। এর বাইরে যা- তা তারা অঙ্গীকার করে, (অথচ) তা একান্ত সত্য, তা তাদের কাছে নাখিল করা আল্লাহর কথাগুলোকেও সত্য বলে স্বীকার করে; (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি ঈমানদারই হও তাহলে এর আগে আল্লাহর নবীদের হ্যাত করেছিলে কেন?

৯২. তোমাদের কাছে তো সুস্পষ্ট নির্দর্শন সহকারে মূসাও (নবী হয়ে) এসেছিলো, অতপর তার (সামান্য অনুপস্থিতির) পরই তোমরা একটি বাচ্ছুরকে (মাবুদ বলে) গ্রহণ করে নিলে! তোমরা (আসলেই) যালেম!

৯৩. (শ্বরণ করো,) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিতি আদায় করেছিলাম, তোমাদের (মাথার) ওপর তুর পাহাড় তুলে ধরে (আমি বলেছিলাম), যা কিছু বিধি বিধান আমি তোমাদের দিয়েছি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং (আমার কথাগুলো) শুনো, (এর জবাবে) তারা (মুখে তো) বললো হ্যাঁ, আমরা (তোমার কথা) শুনেছি, কিন্তু (বাস্তবে তা অঙ্গীকার করে তারা বললো,) আমরা তা অমান্য করলাম, (আসলে আল্লাহ তায়ালাকে) তাদের অঙ্গীকার করার কারণে সেই বাচ্ছুরকে মাবুদ বানানো (-এর নেশা দ্বারা তখনো) তাদের মনকে আকৃষ্ট করে রাখা হয়েছিলো, তুমি বলো, যদি তোমরা সত্যিই মোমেন হও তাহলে বলতে পারো, এটা কতো খারাপ ঈমান- যা তোমাদের এ ধরনের কাজের আদেশ দেয়?

৯৪. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি (তোমরা মনে করো,) অন্যদের বদলে পরকালের নিবাস আল্লাহর কাছে শুধু তোমাদের জন্যেই নির্দিষ্ট- তাহলে (তা পাওয়ার জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

৯৫. (হে নবী, জেনে রাখো,) তারা নিজেদের হাত দিয়ে যা অর্জন করেছে (তার পরিণাম) জানার পর এরা কখনো তা কামনা করবে না, আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

৯৬. তুমি অবশ্যই তাদেরকে দেখতে পাবে বেঁচে থাকার ওপর তারা বেশী লোভী, যারা শেরেক করে- (তারাও এদেরই মতো), এদের প্রত্যেকে ব্যক্তিই হাজার বছর জীবিত থাকতে চায়, কিন্তু যতো দীর্ঘ জীবনই এদের দেয়া হোক না কেন, তা কখনো (আল্লাহর) আয়ার থেকে (এদের) বাঁচাতে পারবে না; আল্লাহ তায়ালা এদের (যাবতীয়) কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنِوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا  
نَّؤْمِنْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ  
وَهُوَ الْحَقُّ مَصِّلٌ قَالَ لِمَاعْمَرٍ قَلْ فَلِمَ تَقْتَلُونَ  
أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑤

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ تُمْرِثُ أَنْتُمْ  
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلَمُونَ ⑥

وَإِذَا أَخْلَى نَاسًا مِيشَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمْ  
الْطَّوْرَ خَلَ وَمَا أَتَيْنَكُمْ بِقَوْةٍ وَاسْعُوا  
قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبْوَا فِي قَلْوَبِهِمْ  
الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قَلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ  
إِيمَانَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑦

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُرُ الَّدُ أَرَّا الْآخِرَةَ عَنْ  
اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا  
الْمَوْتَ إِنْ كَنْتُمْ صِلْقَيْنَ ⑧

وَلَنْ يَتَمَنَّوْ أَبَدًا بِمَا قَلَّ مَتْ أَيْدِيْهِمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑨

وَلَتَجِنَّ نَهْرٌ أَخْرَمَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ  
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا هُوَ دَاهِلٌ هُرْ لَوْ يَعْرِ  
الْأَفْ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزْحِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ  
أَنْ يَعْرِمَ وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِ يَعْلَمُونَ ⑩

১৭. (হে নবী,) তুমি বলো, কে সে ব্যক্তি যে জিবরাইলের শক্তি হতে পারে? (অথচ) সে তো আল্লাহর আদেশে (আল্লাহর) এমন সব বাণী তোমার অস্তকরণে নায়িল করে, যা তাদের কাছে মজুদ বিষয়সমূহের সত্যতা স্থীকার করে, (আসলে) এ (গ্রহ) হচ্ছে গ্রোমেনদের জন্যে হেদোয়াত ও সুসংবাদ।

১৮. যারা আল্লাহর শক্তি, শক্তি তাঁর (বাণীবাহক) ফেরেশতার ও নবী রসূলদের- (শক্তি) জিবরাইলের ও মীকাট্টেলের, (তাদের জানা উচিত) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন কাফেরদের (বড়ো) শক্তি।

১৯. অবশ্যই আমি তোমার কাছে সুস্পষ্ট নির্দর্শনসমূহ পাঠ্য়োছি; পাপী ব্যক্তিরা ছাড়া তাকে কেউই অস্থীকার করতে পারে না।

১০০. (এমন কি হয়নি যে,) যখনি তারা কোনো ওয়াদা করেছে (তখনই) তাদের এক দল তা ভংগ করেছে; (মূলত) তাদের অধিকাংশ লোকই স্থগান আনে না।

১০১. যখনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী আসে এবং যে তাদের কাছে (আগের কিতাবে) যেসব কথা মজুদ রয়েছে তার সত্যতা স্থীকার করে, তখনি সেই আগের কিতাব- যাদের দেয়া হয়েছে তাদের একটি দল আল্লাহর (পূর্ববর্তী) কিতাবের কথাগুলোকে এমনভাবে তাদের পেছনের দিকে ফেলে দেয়, যেন তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

১০২. (এর সাথে যাদুমন্ত্রের) এমন কিছু জিনিসও এরা অনুসরণ করতে শুরু করলো, (যা) শয়তানরা সোলায়মান (নবী)-এর রাজত্বের সময় পড়তো, (সত্যি কথা হচ্ছে) সোলায়মান কথনে (যাদু ব্যবহার করে আল্লাহকে) অস্থীকার করেনি, বরং (তাকে) অস্থীকার তো করেছে সেসব অভিশঙ্গ শয়তান, যারা মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে; ব্যাবিলনে হারাত মারাত দুর্জন ফেরেশতার কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছিলো, (তা ছিলো যাদুপাগল মানুষদের পরীক্ষার জন্যে, আল্লাহর) সেই দুর্জন ফেরেশতা (কাউকে) ততোক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ের শিক্ষা দিতো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা (এ কথাটা) তাদের বলে না দিতো যে, আমরা হচ্ছি (আল্লাহর) পরীক্ষা মাত্র, অতএব (কোনো অবস্থায়ই) তুমি (এ বিদ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাকে) অস্থীকার করো না, (এ সত্ত্বেও) তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু বিদ্যা শিখে নিয়েছিলো, যা দিয়ে এরা স্বামী স্তুর মাঝে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করতো, (যদিও) আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারো সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারে না; তারা (মূলত) এমন কিছু শিখে যা তাদের কোনো উপকার যেমন করতে পারে না, তেমনি তা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না; তারা ভালো করেই এটা জেনে নিলো যে, (শ্রম ও অর্থ দিয়ে) যা তারা কিনে নিয়েছে

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّالْجَبَرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيْكُمْ  
قُلْ بَلَّ يَا ذِنْ أَللَّهِ مُصْلِحٌ قَالَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

مَنْ كَانَ عَدًّا لِّأَللَّهِ وَمَلَكَتَهُ وَرَسُولُهُ وَجَبَرِيلُ  
وَمِيكَلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَدٌ لِّلْكُفَّارِ

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَيْتَ بَيْتَ بَيْتِ  
يَكْفِرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِّقُونَ

أَوْكَلْنَا عَمَلًا عَمَلًا نَبَّلَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصْلِحٌ  
لِّمَا مَعَهُمْ نَبَّلَهُ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُوا  
الْكِتَبَ كُتُبَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورَهُ  
كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ

وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلَوَّ الشَّيْطَانُ عَلَى مُلَكَ  
سَلِيْمَيْنَ وَمَا كَفَرَ سَلِيْمَيْنَ وَلِكِنَ الشَّيْطَانُ  
كَفَرَوْا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا  
أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ  
وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى  
يَقُولَّ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ  
فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يَقْرُونَ بِهِ بَيْنَ  
الْمَرْءَ وَرَوْজَهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ  
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَضْرِبُ  
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَّا اشْتَرَهُ مَا

لَدَّ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ شَّرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾  
 پরকালে তার কোনো মূল্য নেই; তারা নিজেদের জীবনের পরিবর্তে যা ত্রয় করে নিয়েছে তা সত্যই নিকষ্ট, (কতো ভালো হতো) যদি তারা (কথাটা) জানতো!

১০৩. তারা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা উৎকৃষ্টতম পুরুষাঙ্গের পেতো; (কতো ভালো হতো) যদি তারা (এটা) অনুধাবন করতো!

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا وَاتَّقُوا لَمْ ثُبَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

১০৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (ধৃষ্টার সাথে কখনো) বলো না (হে নবী), ‘তুমি আমাদের কথা ‘শোনো’, বরং (তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে) বলো, (হে নবী) ‘আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো’, তোমরা (সর্বদা তাঁর কথা) শুনবে, (মনে রাখবে), যারা (তাঁর কথা) অস্বীকার করে তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনদায়ক শাস্তি রয়েছে।

يَا إِيمَانَ الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَقُولُوا رَأَعْنَا وَقُولُوا انْظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكُفَّارِ يَعْلَمُ أَبَابِيلِ ﴿٤﴾

১০৫. (আসলে এই) আহলে কিতাব এবং যারা শেরেক করে তারা কেউই এটা পছন্দ করেন না যে, তোমার কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে ভালো কিছু নায়িল হোক, কিছু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাঁকেই তাঁর অনুগ্রহে (নবুওতের জন্যে) বেছে নেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

مَا يَوْدَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا  
الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ  
رِبَّكُمْ وَاللَّهُ يُخْصِّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿৫﴾

১০৬. আমি (যখন) কোনো আয়াত বাতিল করে দেই কিংবা (বিশেষ কারণে মানুষদের) তা ভুলিয়ে দিতে চাই, তখন তার জায়গায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা তারই মতো কোনো আয়াত এনে হায়ির করি, তুমি কি জানো না, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ  
مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿৬﴾

১০৭. তুমি কি জানো না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্দিষ্ট; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿৭﴾

১০৮. তোমরা কি তোমাদের নবীর কাছে সে ধরনের (উপ্টে) প্রশ্ন করতে চাও— যেমনি তোমাদের আগে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো; কেউ যদি ঈমানকে কুফরীর সাথে বদল করে নেয়, তাহলে সে ব্যক্তি সোজা পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবে।

أَتَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ  
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفَّارُ  
بِالْإِيمَانِ فَقُلْ فَلَ سَوَاءُ السَّبِيلِ ﴿৮﴾

১০৯. আহলে কিতাবদের অনেকেই বিদ্রেহের কারণে ঈমানের বদলে তোমাদের আবার সেই কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, (এমনকি) সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও (তারা এপথ থেকে বিরত হবে না), অতএব তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত তোমরা ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَوْ يَرِدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ  
إِيمَانِكُمْ كَفَارًا هُدًى حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ  
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى  
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿৯﴾

১১০. তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো; (এর মাধ্যমে) যেসব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে (অগ্রিম) পাঠাবে তাঁর কাছে (গিয়ে এর সবই) তোমরা (মজুদ) পাবে; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (এর) সব কিছু দেখতে পান।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتْقُوا الزَّكُورَةَ وَمَا تَقْرَبُوا  
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجُلُّ وَهُنَّ عِنْ دِينِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿৫০﴾

১১১. তারা বলে, ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছাড়া আর কেউই বেহেশতে প্রবেশ করবে না, (আসলে) এগুলো তাদের একটা মিথ্যা কল্পনা; (হে নবী,) তুমি বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে) তোমাদের দলিল প্রমাণ নিয়ে এসো!

وَقَالُوا لَن يَلِنْ خَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ دَا  
أَوْ نَصْرِيٌّ تِلْكَ أَمَانِيْهِمْ قُلْ هَاتُوا  
بِرْهَانَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ صَلِّيْقِيْنَ ﴿৫১﴾

১১২. হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সংকর্মশীল হয়ে আল্লাহর সামনে নিজের সত্তাকে সমর্পণ করে দেবে, তার জন্যে তার মালিকের কাছে (এর) বিনিময় থাকবে, তাদের কোনো ভয় ভীতি নেই, আর না তারা (সেদিন) চিন্তাভিত্ত হবে!

بَلِّيْهُمْ أَسْلَمَ وَجْهُهُمْ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ  
عِنْ دِينِ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ يَحْزَنُونَ ﴿৫২﴾

১১৩. ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নয়, খৃষ্টানরা বলে ইহুদীরাও কোনো কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ এরা (উভয়েই) কিতাব পাঠ করে, এভাবেই যারা আদৌ কিতাবের কোনো কিছুই জানে না, এমন লোকেরা (আবার এদের উভয়ের সম্পর্কে) তাদের কথার মতো (এই) একই ধরনের কথা বলে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিনে সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيٌّ عَلَى شَيْءٍ  
وَقَالَتِ النَّصْرِيٌّ لَيْسَتِ الْيَهُودِ عَلَى شَيْءٍ  
وَهُنْ يَتَلَوَّنَ الْكِتَابَ كُلُّ لَكَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ  
يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿৫৩﴾

১১৪. তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর (ঘর) মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তার ধ্রংস সাধনে সচেষ্ট হয়, এ ধরনের লোকদের (তো) তাতে ঢোকা শোভনীয়ই নয়, তবে একান্ত ভীত সন্তুষ্টভাবে (চুকলে তা ভিন্ন কথা), তাদের জন্যে পৃথিবীতে যেমন অপমান লাঞ্ছনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরকালে কঠিনতম শাস্তি।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ  
يَذْكُرَ فِيهَا أَسْمَهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا  
أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَلْهُوْهَا لَا  
خَائِفِيْنَ هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَرِيْزٌ وَلَهُمْ  
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿৫৪﴾

১১৫. পূর্ব পশ্চিম সবই আল্লাহ তায়ালার, তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে সেদিকেই তো আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বব্যাপী এবং জ্ঞানী।

وَلِلَّهِ الْمَشْرُقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَشِرْ  
وَجْهَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿৫৫﴾

১১৬. (খৃষ্টান) লোকেরা বলে, আল্লাহ তায়ালা (অযুককে) নিজের সত্তান (রূপে) গ্রহণ করেছেন, (অথচ) সব পবিত্রতা একান্তভাবে তাঁর, (তিনি এসব কিছুর অনেক উর্ধ্বে); আসমানসমূহ ও যমানের সব কিছুই তাঁর জন্যে, এর সকল বৃষ্টি তাঁর অনুগত।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَّا اسْبَحَنَهُ بَلْ لَهُ  
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قِنْتُونَ ﴿৫৬﴾

بَدْ بِعْ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ  
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يَكْلِمَنَا اللَّهُ  
أَوْ تَأْتِينَا أَيْةً كَلِيلًا قَالَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَلْ  
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿৫৭﴾

১১৮. যারা (সঠিক কথা) জানে না তারা বলে, আল্লাহই তায়ালা নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন, অথবা এমন কোনো নির্দশন আমাদের কাছে কেন আসে না (যার মাধ্যমে আমরা তাঁকে চিনতে পারবো); এদের আগের লোকেরাও এদের মতো করেই কথা বলতো; এদের সবার মন (আসলে) একই ধরনের; (আল্লাহকে) যারা (দৃঢ়ভাবে) বিশ্বাস করে আমি তাদের জন্যে আমার নির্দশনসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করে দিয়েছি।

১১৯. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (ধীন)-সহ পাঠিয়েছি, (পাঠিয়েছি) আয়াবের ভীতি প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী হিসেবে। (জেনে রেখো), তোমাকে জাহানামের অধিবাসীদের ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন করা হবে না।

১২০. ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনো তোমার ওপর খুশী হবে না, যতোক্ষণ না তুমি তাদের দলের অনুসরণ করতে শুরু করবে, তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালার হেদয়াতওয়াই হচ্ছে একমাত্র হেদয়াত; তোমার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছানুসারে চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।

১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে যারা এ (কোরআন)-কে তেলোওয়াতের হক আদায় করে পড়ে; তারা তার ওপর ঈমানও আনে; যারা (একে) অঙ্গীকার করে তারাই হচ্ছে আসল ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

১২২. হে বনী ইসরাইল (জাতি), তোমরা আমার সে নেয়ামত স্মরণ করো যা আমি তোমাদের ওপর দান করেছি, (সে নেয়ামতের অংশ হিসেবে) আমি (এক সময়) তোমাদের সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

১২৩. তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন একজন মানুষ আরেকজনের কোনোই কাজে আসবে না, না (সেদিন) তার কাছ থেকে কোনোরকম বিনিয়ম নেয়া হবে, (একের পক্ষে অন্যের) সুপারিশও সেদিন কোনো উপকারে আসবে না, (সেদিন) এসব লোকদের কোনোরকম সাহায্যও করা হবে না।

১২৪. (ঘরণ করো,) যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কতিগ্য বিষয়ে (তার আনুগত্যের) পরীক্ষা নিলেন, অতপর সে তা পুরোপুরি প্রণ করলো, আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে নেতা বানাতে চাই; সে বললো, আমার ভবিষ্যত বংশধররাও (কি নেতা হিসেবে বিরচিত হবে)? আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার এ প্রতিশ্রূতি যালেমদের কাছে পৌছবে না।

১২৫. (ঘরণ করো,) আমি যখন মানুষদের মিলনস্থল ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে (কাবা) ঘর নির্মাণ করেছিলাম; (আমি তখন তাদের আদেশ দিয়েছিলাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে নামায়ের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো; আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ঘর (কাবা)-কে (হজ ও ওমরার) তাওয়াফকারীদের জন্যে, আল্লাহর এবাদাতে আগ্নিনয়োগকারীদের জন্যে, (সর্বোপরি তাঁর নামে) ঝুঁকু সাজদাকারীদের জন্যে পবিত্র করে রাখে।

১২৬. ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে রব, এ শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যে (কিংবা যারা) আল্লাহ তায়ালা এবং পরকাল দিবসকে বিশ্বাস করে, তুমি তাদের ফলমূল দিয়ে রেঘেক দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), যে ব্যক্তি (আমাকে) অঙ্গীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিন জীবনের উপকরণ উপভোগ করাতে থাকবো, অতপর আমি ধীরে ধীরে তাদের আগ্নের আয়াবের জন্যে বাধ্য করবো, যা সত্যিই বড়ো নিকৃষ্টতম স্থান।

১২৭. ইবরাহীম ও ইসমাইল যখন এই ঘরের ভিত্তি উঠাঞ্চিলো (তখন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলো), হে আমাদের রব, (আমরা যে উদ্দেশ্যে এ ঘর নির্মাণ করেছি, তা) তুমি আমাদের কাছ থেকে করুল করো, অবশ্যই তুমি সব কিছু জানো এবং সব কিছু শোনো।

১২৮. (তারা আরো বললো,) হে আমাদের রব, আমাদের উভয়কে তুমি তোমার (অনুগত) মুসলিম বান্দা বানাও এবং আমাদের (পরবর্তী) বংশধরদের মাঝ থেকেও তুমি তোমার একদল অনুগত (বান্দা) বানিয়ে দাও, (হে মালিক,) তুমি (এবাদাতের) আনুষ্ঠানিক নিয়মনীতিসমূহ আমাদের দেখিয়ে দাও এবং তুমি আমাদের ওপর দয়াপরবশ হও, অবশ্যই তুমি তাওবা করুলকারী ও পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের রব, তাদের (বংশের) মধ্যে তাদের নিজেদের মাঝ থেকে তুমি (এমন) একজন রসূল পাঠাও, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, তাদের তোমার কিভাবের জ্ঞান

وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلْمَتٍ فَأَتَمَهُنْ  
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاً قَالَ وَمَنْ  
ذَرْبَتِيْ  
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَانًا  
وَاتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصْلَى  
وَعَمَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّ  
بَيْتِيْ لِلطَّائِفَيْنَ وَالْعَكِيفَيْنَ وَالرَّكْعَيْنَ  
السَّجْدَدْ  
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّيْ أَجْعَلْتَ هَذَا بَلَدًا  
أَمَانًا وَأَرْزَقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرِتِ مِنْ أَمْ  
مِنْهُمْ بَالِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ  
كَفَرْ فَامْتَعَدْ قَلِيلًا تَرْأَسْتَ أَضْطَرَهُ إِلَى عَذَابِ  
النَّارِ وَبَيْسَ الْمَصِيرِ  
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الرَّقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ  
وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَاهُ إِنَّكَ أَنْتَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذَرِيتِنَا  
أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرَنَا مَنَاسِكَنَا وَتَبَّ  
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ  
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ  
عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ

ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে, উপরত্ত্ব (তা দিয়ে) সে তাদের পবিত্র করে দেবে (হে আল্লাহ, তুমি আমাদের দোয়া করুল করো); অবশ্যই তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম কুশলী।

وَالْحَمْدَةُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰزِيزِ الْحَكِيمِ  
وَالْحَمْدَةُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ أَنْتَ

১৩০. (জনে বুরো) যে নিজেকে মূর্খ বানিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি ছাড়া আর কে এমন হবে, যে ইবরাহীমের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? (অথচ) তাকে আমি (নবুওতের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছি, শেষ বিচারের দিনে সে অবশ্যই নেক লোকদের মধ্যে শামিল হবে।

وَمَنْ يَرْغِبُ عَنْ مِلَّةِ ابْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ  
سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَا فِي الْأَنْيَاءِ  
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّلِّيْحِينَ

১৩১. যখন আমি তাকে বললাম, তুমি (আমার অনুগত) মুসলিম হয়ে যাও, সে বললো, আমি সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لَقَالَ أَسْلِمْتُ لِرَبِّي  
الْعَلَمِيْنَ

১৩২. (যে পথ ইবরাহীম নিজের জন্যে বেছে নিলো,) সে (পথে চলার) জন্যে সে তার সন্তান সন্ততিকেও ওসিয়ত করে গেলো, ইয়াকুবও (তার সন্তানদের ওসিয়ত করে বললো); হে আমার সন্তানরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (এই) ধীনকে পছন্দ করে দিয়েছেন, অতএব কোনো অবস্থায়ই (এ বিধানের) আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতিরেকে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।

وَوَصَىٰ بِهَا ابْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ  
بَيْنِيَّا إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لِكُمُ الْلِّيْلَيْنَ فَلَا  
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

১৩৩. (হে ইহুদী জাতি,) তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের সামনে (তাঁর) মৃত্যু এসে হায়ির হলো এবং সে যখন তাঁর ছেলেমেয়েদের বললো, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার এবাদাত করবে? তারা বললো, আমরা (অবশ্যই) তোমার মাবুদ- (তোমার পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদের এবাদাত করবো, (এ) মাবুদ হচ্ছেন একক, আমরা তো তাঁরই (সামনে) আত্মসমর্পণকারী।

كُنْتُمْ شَهِداً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ  
الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ وَمِنْ  
بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الْمَلَكَ وَاللهُ أَبَائِكُ  
ابْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا  
وَنَحْنُ مُّحَمَّدُونَ لَهُ مُسْلِمُونَ

১৩৪. এরা ছিলো এক (ধরনের) জাতি, যারা গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের নিজেদের জন্যে, (আবার) তোমরা যা করবে তা হবে তোমাদের নিজেদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের (কিছুই) জিজেস করা হবে না।

تَلِكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ  
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

১৩৫. এরা বলে, তোমরা ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে; (হে নবী,) তুমি বলো, (আমাদের কাছে তো) বরং ইবরাহীমের একনিষ্ঠ মতাদর্শই রয়েছে; আর সে মোশেরকদের অস্তর্ভুক্ত ছিলো না।

وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهَمَّدُوا  
قُلْ بَلْ مِلَّةُ ابْرَاهِيمَ حِنْيَقًا وَمَا كَانَ مِنْ  
الْمُشْرِكِينَ

১৩৬. তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে যা কিছু নায়িল করেছেন তার ওপর, (আমাদের আগে) ইবরাহীম, ইসমাইল ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের (পরবর্তী) সন্তানদের ওপর যা কিছু নায়িল করা হয়েছে তাও (আমরা মানি, তাছাড়া), মূসা, ঈসাসহ সব নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও আমরা ঈমান এনেছি, আমরা এদের কারো মধ্যেই কোনো তারতম্য করি না, আমরা হচ্ছি আল্লাহরই অনুগত (বান্দা)।

قولوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْلِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

১৩৭. এরা যদি তোমাদের মতোই আল্লাহর ওপর ঈমান আনতো তাহলে তারা অবশ্যই সঠিক পথ পেতো, তারা যদি (সে পথ থেকে) ফিরে আসে তাহলে তারা অবশ্যই (উপদলীয়) অনেকের মাঝে পড়ে যাবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট (প্রমাণিত) হবেন, তিনিই শোনেন, তিনিই জানেন।

فَإِنْ أَمْنَوْا بِمِثْلِ مَا أَمْتَنِرْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيهِمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১৩৮. আসল রং হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার, এমন কে আছে যার রং আল্লাহ তায়ালার রঙের চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে পারে? আমরা তো তাঁরই এবাদাত করি।

صَبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ

১৩৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারেই আমাদের সাথে বিতর্কে লিখ্ত হতে চাও? অথচ তিনি (যেমন) আমাদের রব, (তেমনি) তিনি তোমাদেরও রব, আমাদের কাজ আমাদের জন্যে, আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে, আমরা সবাই তাঁর (অনুগত্যের) ব্যাপারে নিষ্ঠাবান।

قُلْ أَتَّحَا جُنَاحَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

১৪০. অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধররা সবাই ছিলো ইহুদী কিংবা খৃষ্টান? (হে নবী,) তুমি বলে দাও, এ ব্যাপারে তোমরা বেশী জানোনা আল্লাহ তায়ালা বেশী জানেন? যদি কোনো ব্যক্তি তার কাছে মজুদ আল্লাহর কাছ থেকে (আগত) সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করে, তাহলে তার চেয়ে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা (কিন্তু) তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে মোটেই গাফেল নন।

أَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ إِنْ تَبْتَرْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

১৪১. এরা ছিলো এক (ধরনের) সম্প্রদায়, যারা গত হয়ে গেছে, তারা যা করে গেছে তা তাদের জন্যে, আর তোমাদের কর্মফল হবে তোমাদের জন্যে, তারা যা কিছু করছিলো সে ব্যাপারে তোমাদের কিছু জিজেস করা হবে না।

تَلْكَ أُمَّةٌ قُلْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئِلُنَّ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

১৪২. (কেবলা বদলের পর) মানুষদের ভেতর থেকে কিছু মূর্খ লোক অটোরেই বলতে শুরু করবে (এ কি হলো এদের!) এতোদিন তারা তাদের যে কেবলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, (আজ হঠাত করে) কিসে তাদের সে দিক থেকে ফিরিয়ে দিলো? (হে নবী,) তুমি বলো, পূর্ব পশ্চিম (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

سَيَقُولُ الْسَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَمْ يَرَ  
عَنْ قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لَهُ  
الْمَشْرُقُ وَالْمَغْرِبُ بِهِمْ مِنْ يِشَاءِ إِلَى  
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<sup>১৪২</sup>

১৪৩. (যেভাবে আমি তোমাকে হেদয়াত দিয়েছি) সেভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপাস্থী উন্মতে পরিণত করেছি, যেন তোমারা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের ওপর (হেদয়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো এবং রসূলও তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে। যে কেবলার ওপর তোমরা (এতোদিন) প্রতিষ্ঠিত ছিলে আমি তা এ উদ্দেশেই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে করে আমি এ কথাটা জেনে নিতে পারি, তোমাদের মধ্যে কে রসূলের অনুসরণ করে, আর কে তাঁর (অনুসরণ থেকে) ঘাড় ফিরিয়ে নেয়, তাদের ওপর এটা ছিলো কঠিন (পরীক্ষা), অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যাদের হেদয়াত দান করেছেন তাদের কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে বড়ো দয়ালু ও একান্ত মেহেরবান।

وَكَلَ لَكَ جَعْلَنَا كُمْ أَمَّةً وَسَطَّا تِكُونُوا  
شَهْدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي  
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مِنْ يَتَبعُ الرَّسُولَ  
مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ  
لَكَبِيرَةً إِلَّا فِي الَّذِينَ هَلَّى اللَّهُ وَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ<sup>১৪৩</sup>

১৪৪. (কেবলা পরিবর্তনের জন্যে বারবার) আকাশের দিকে তোমার মুখ উঠানো আমি দেখতে পেয়েছি, অতপর আমি তোমাকে অবশ্যই এমন এক কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিছি যেটাকে তুমি পছন্দ করো। (এখন থেকে) তুমি এই মর্যাদাসম্পন্ন মাসজিদের দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে (নামায আদায় করতে) থাকবে; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের মুখমঙ্গলগুলোকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেবে; এসব লোক- যাদের আগেই কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা ভালো করেই জানে; এ ব্যাপারটা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সম্পূর্ণ একটি সত্য (ঘটনা, এ সত্ত্বেও) তারা (এর সাথে) যে আচরণ করে যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে মোটেই অনবিহিত নন।

قَدْ نَرِى تَقَلِّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ  
فَلَنُوَلِّنَكَ قِبْلَةً تَرْضِيهَا فَوْلَ وَجْهَكَ  
شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتَ  
فَوْلَوْ وَجْهَكَ شَطَرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتَوْ  
الْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ<sup>১৪৪</sup>

১৪৫. ইতিপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সামনে যদি তুমি (দুনিয়ার) সব কয়টি প্রামাণও এনে হায়ির করো, (তারপরও) এরা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না, আর (এর পর) তুমিও তাদের কেবলার অনুসরণকারী হতে পারো না, (তাহাড়া) এদের এক দলও তো আরেক দলের কেবলার অনুসরণ করে না; (আমার পক্ষ থেকে) এ জ্ঞান তোমাদের কাছে পৌছার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ بِكُلِّ  
أَيَّةٍ مَا تَبَعُوا قِبْلَاتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ  
قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ  
وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  
مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْ يَلِنِ الظَّلَمِينَ<sup>১৪৫</sup>

১৪৬. যাদের আমি কিতাব দান করেছি এরা তাঁকে (ভালো করে) চেনে, যেমনি এরা চেনে আপন ছেলেদের; অবশ্যই এদের একদল লোক (সব সময়ই) জেনে বুঝে সত্য গোপন করার চেষ্টা করে।

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا<sup>١</sup>  
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُرَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ<sup>٢</sup>  
لَيَكْتُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>٣</sup>

১৪৭. (হে নবী, এ হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (আগত একমাত্র) সত্য, অতপর কোনো অবস্থাই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের দলে শামিল হয়ো না।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُنَّ مِنْ<sup>١</sup>  
الْمُمْتَرِينَ<sup>٢</sup><sup>٣</sup>

১৪৮. প্রত্যেক (জাতির) জন্যেই (এবাদাতের) একটা দিক (নির্দিষ্ট করা) থাকে, যে দিকে সে মুখ করে (দাঁড়ায়), তোমরা কল্যাণের কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন (ক্যেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে (একই স্থানে) এনে হায়ির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সরকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

وَكُلِّي وَجْهَهُ هُوَ مُولِيهَا فَاسْتِبْقُوا الْخَيْرِ<sup>١</sup>  
أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ<sup>٢</sup>  
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>٣</sup>

১৪৯. তুম যে কোনো স্থান থেকেই বেরিয়ে আসো না কেন, (নামায়ের জন্যে) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও, কেননা এটাই হচ্ছে তোমার প্রভুর কাছ থেকে (কেবল সংক্রান্ত) সঠিক (সিদ্ধান্ত); আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।

وَمِنْ حِيثِ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ<sup>١</sup>  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ<sup>٢</sup>  
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ<sup>٣</sup>

১৫০. (হে নবী,) যে দিক থেকেই তুমি বেরিয়ে আসবে, (নামায়ের জন্যে সেখান থেকেই) মাসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে (দাঁড়িয়ে) যেও; (এ সময়) তুম যেখানেই থাকো না কেন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাহলে (প্রতিপক্ষের) লোকদের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর মতো কোনো যুক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, তাদের মধ্য থেকে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের কথা আলাদা। তোমরা এদের ভয় করো না, ভয় করো আমাকে। যাতে করে আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিতে পারি, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে,

وَمِنْ حِيثِ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ<sup>١</sup>  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيثُ مَا كَنْتَ فَوْلُوا<sup>٢</sup>  
وَجْهُكَ شَطَرَةً لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ<sup>٣</sup>  
عَلَيْكَ حِجَةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  
فَلَا تَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِيَّ<sup>٤</sup> وَلَا تَرْنَعِمِي  
عَلَيْكَ وَلَعَلَّكَ تَهْتَدُونَ<sup>٥</sup>

১৫১. (সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে) আমি এভাবে তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, যে ব্যক্তি (প্রথমত) তোমাদের কাছে আমার আয়তসমূহ তেলাওয়াত করবে, (দ্বিতীয়ত) সে তোমাদের (জীবন) পরিশুল্ক করে দেবে, (তৃতীয়ত) সে তোমাদের আমার কিতাব ও (তার অন্তর্নিহিত) জ্ঞান শিক্ষা দেবে, (এর সাথে) সে তোমাদের এমন বিষয়সমূহের জ্ঞান ও শেখাবে, যা তোমরা কখনো জানতে না।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتَلَوَّ<sup>١</sup>  
عَلَيْكُمْ أَيْتَنَا وَيَزِّكُمْ<sup>٢</sup> وَيَعْلَمُكُمْ<sup>٣</sup>  
الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُكُمْ<sup>٤</sup>  
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ<sup>٥</sup>

১৫২. অতএব (এসব অনুগ্রহের জন্যে) তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও (পুরুষার দিয়ে) তোমাদের স্মরণ করবো, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং কখনো আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

فَاذْكُرُونِي آذْكُرْكُمْ وَاشْكُرْوَالِ<sup>١</sup> وَلَا<sup>٢</sup>  
تَكْفُرُونِ<sup>٣</sup>

১৫৩. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো, দৈর্ঘ্য  
ও নামায়ের মাধ্যমে তোমরা (আমার) সাহায্য প্রার্থনা  
করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দৈর্ঘ্যশীল মানুষদের  
সাথে আছেন।

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ إِنَّمَا أَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ  
وَالصَّلْوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٣﴾

১৫৪. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিহত হয়েছে  
তাদের তোমরা মৃত বলো না; বরং তারাই হচ্ছে  
(আসল) জীবিত, কিন্তু (এ ব্যাপারে) তোমরা কোনো  
চৈতন্যই রাখো না।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ  
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلِكُنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٤৪﴾

১৫৫. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো,  
(কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো  
বা) জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে  
(তোমাদের পরীক্ষা করা হবে, যারা দৈর্ঘ্যের সাথে  
এর মোকাবেলা করে); তুমি (সে) দৈর্ঘ্যশীলদের  
(জাল্লাতের) সুসংবাদ দান করো,

وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَاجْبُوعٌ  
وَنَقْصٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ  
وَالثُّمُرِّتِ وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ ﴿٤৫﴾

১৫৬. যখন তাদের ওপর (কোনো) বিপদ আগদ  
আসে তখন যারা বলে, নিসন্দেহে আমরা আল্লাহ  
তায়ালার জন্যে, অবশ্যই আমরা (একদিন) তাঁর কাছে  
ফিরে যাবো।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٍ لَّا قَالُوا إِنَّا  
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ ﴿٤৬﴾

১৫৭. (বস্তুত) এরা হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদের  
ওপর রয়েছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (পাওয়া)  
অবারিত রহমত ও অপার করণা; আর এরাই হচ্ছে  
সঠিক পথপ্রাঞ্চ।

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدِّونَ ﴿٤৭﴾

১৫৮. অবশ্যই ‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ (পাহাড় দুটো)  
আল্লাহ তায়ালার নির্দশনসমূহের অন্যতম, অতএব  
যদি তোমাদের মধ্যে কেউ (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ  
কিংবা ওমরা আদায় (করার এরাদা) করে, তার জন্যে  
এই উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের  
কিছু নেই; যদি কোনো ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে কোনো  
ভালো কাজ করে তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে),  
নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতাপ্রায়ণ ও প্রভৃত  
জ্ঞানের অধিকারী।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ  
حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ  
يَطْوِفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ  
شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ ﴿٤৮﴾

১৫৯. মানুষের জন্যে যেসব (বিধান) আমি (আমার)  
কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, তারপর যারা আমার  
নায়িল করা সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ ও পরিক্ষার পথনির্দেশ  
গোপন করে, (জেনে রেখো) এরাই হচ্ছে সেসব লোক  
যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন,  
অভিশাপ করে অন্যান্য অভিশাপকারীরাও,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنِينَ  
وَالْمَدْى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَبِ  
أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْعَنُونُ ﴿٤৯﴾

১৬০. তবে যারা (এ কাজ থেকে) তাওবা করবে এবং নিজে  
দের সংশোধন করে নেবে, যারা (সেসব সত্য) কথা প্রকাশ  
করবে (যা আহলে কিতাবো গোপন করে আসছিলো)  
এদের ওপর আমি দয়াপ্রবর্শ হবো, আমি পরম ক্ষমাশীল,  
দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا  
فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ  
الرَّحِيمُ ﴿৫০﴾

১৬১. অবশ্যই যারা কুফরী করেছে এবং এই  
কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের ওপর  
কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের ওপর

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ

আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে, (অভিশাপ) ফেরেশতাদের, (সর্বোপরি অভিশাপ) সমগ্র মানবকুলের,

عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٠

১৬২. (অভিশঙ্গ হয়েই) এরা সেখানে চিরদিন থাকবে, আয়ার এদের ওপর থেকে (মোটেই) কম করা হবে না, তাদের কোনো রকম অবকাশও দেয়া হবে না।

خَلِيلِيْنَ فِيهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ  
وَلَا هُرِيْنَ نَظَرُونَ ١٥١

১৬৩. তোমাদের মাঝুদ একক মাঝুদ, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাঝুদ নেই, তিনি দয়ালু, তিনি মেহেরবান।

وَالْمَكْرُمُ الَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
الْرَّحِيمُ ١٥٢

১৬৪. নিসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মাঝে, রাত দিনের এই আবর্তনের মাঝে, সাগরে ভাসমান জাহাজসমূহে- যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর দ্রব্যসমংগ্ৰহী নিয়ে ঘূৰে বেড়ায়- (এর সব কয়টিই আল্লাহ তায়ালার) নির্দশন মজুদ রয়েছে, (আরো রয়েছে) আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে (বৃষ্টি আকারে) যা কিছু নাখিল করেন (সেই বৃষ্টির) পানির মাঝে, ভূমির নিজীব হওয়ার পর তিনিই পানি দ্বারা তাতে নতুন জীবন দান করেন, অতপর এখানে তিনি সব ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটান, অবশ্যই বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি করার মাঝে এবং সে মেঘমালা- যাকে আসমান যমীনের মাঝে বশীভূত করে রাখা হয়েছে- তাতে সুস্থ বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দশন রয়েছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ  
اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفَلَكِ الَّتِي تَجْرِي  
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ  
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
تَصْرِيفُ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمَسْخِرِيَّبِينَ  
السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَا يَلِيقُ لِقَوْمًا يَعْقُلُونَ ١٥٣

১৬৫. মানুষদের মাঝে কিছু এমনও রয়েছে, যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ভালোবাসা উচিত; আর যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে, (তাদের) সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসা থাকবে আল্লাহ তায়ালার জন্যে; অপরদিকে যারা যুনুম করেছে তারা যদি আয়ার স্বচক্ষে দেখতে পেতো (তাহলে বুঝতে পারতো), আসমান যমীনের সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْخَلُّ مِنْ دُونِ اللهِ  
أَنَّ أَدَا يَحْبُونَهُمْ كَحْبُ اللهِ وَالَّذِينَ  
أَمْنَوْا أَشَدَ حَبَّا لِهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ  
ظَلَمُوا أَذِيرَوْنَ الْعَذَابَ «أَنَّ القُوَّةَ لِهِ  
جَمِيعًا» وَأَنَّ اللهَ شَدِّيْدُ الْعَذَابِ ١٥٤

১৬৬. (সেদিনের) ভয়াবহ শাস্তি দেখে (হতভাগ্য) লোকেরা- (দুনিয়ায়) যাদের তারা মেনে চলতো, তাদের অনুসরীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলবে, এদের সাথে তাদের সব সম্পর্ক (সেদিন) ছিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا  
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ١٥٥

১৬৭. যারা (তাদের) অনুসরণ করেছে তারা (সেদিন) বলবে, আবার যদি একবার আমাদের জন্যে (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার (স্মৃযোগ) থাকতো, তাহলে আজ যেমনি করে (তারা) আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, আমরা (সেখানে গিয়ে) তাদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করে আসতাম,

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْا نَلَّا كَرَّةً  
فَنَتَبَرَّ أَمْنَهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَا ١٥٦

১০  
কুরু  
এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকাণ্ডগুলো তাদের ওপর একরাশ (জজা ও) আঙ্গেপ হিসেবে দেখাবেন; এরা (কথনো) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

كُلَّ لَكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَتٌ  
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَرْجِينَ مِنَ النَّارِ ⑥

১৬৮. হে মানুষ, তোমরা (আল্লাহর) ঘৰ্মীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা খাও এবং (কোনো অবস্থায়ই হালাল হারামের ব্যাপারে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন।

يَا إِيمَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَّا  
طَبِيعَةً وَلَا تَقْبِعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَلَى وَمَبِينٍ ⑥

১৬৯. (শয়তানের কাজ হচ্ছে,) সে তোমাদের (সব সময়) পাপ ও অশীল কাজের আদেশ দেবে এবং (সে চাইবে) যেন আল্লাহ তায়ালার নামে তোমরা এমন সব কথা বলতে শুরু করো যে সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑥

১৭০. তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাফিল করেছেন তোমরা তা মেনে চলো, তারা বলে, আমরা তো শুধু সে পথেরই অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি; তাদের বাপ-দাদারা যদি (এ ব্যাপারে) কোনো জ্ঞান বৃদ্ধির পরিচয় নাও দিয়ে থাকে, এবং তারা যদি হেদয়াত নাও পেয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)؟

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا  
بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْ كَانَ  
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ⑥

১৭১. যারা (হেদয়াত) অঙ্গীকার করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে এমন (জন্মুর মতো), যে (তার পালের আরেকটি জন্মুকে) যখন ডাক দেয়, তখন (পেছনের সেই জন্মুটি তার) চীৎকার ও কান্নার আওয়ায় ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না; (মূলত) এরা (কানেও) শোনে না, (মুখেও কিছু) বলতে পারে না, (চোখেও) দেখে না, (হেদয়াতের কথাও) এরা বুঝে না।

وَمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثْلُ الَّذِينَ يَنْعِقُ  
بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَادُعَاءِ وَنِدَاءِ صَرْبَكْرِ  
عَمِي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑥

১৭২. হে মানুষ, তোমরা যারা দ্বিমান এনেছো, তোমরা যদি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই দাসত্ব করো তাহলে আমি যেসব পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের দান করেছি, (নিসংকোচে) তা তোমরা খাও এবং (এ নেয়ামতের জন্যে) তোমরা আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করো।

يَا إِيمَانَ الَّذِينَ أَمْنَوْكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  
رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكِرُوا اللَّهَ إِنْ كَنْتُمْ إِيمَانَ  
تَعْبِلُونَ ⑥

১৭৩. অবশ্যই তিনি তোমাদের ওপর মৃত (জন্মুর গোশত), সব ধরনের রাঙ্গ ও শুকরের গোশত হারাম করেছেন এবং (এমন সব জন্মুও হারাম করছেন) যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো ওপর (যবাই কিংবা উৎসর্গ করে) ডাকা হয়েছে, তবে (সে ব্যক্তির কথা আলাদা) যে (ক্ষুধার) কঠে অতিষ্ঠ, সে (আল্লাহর আইনের) সীমালংঘনকারী নয়, অথবা (যেটুকু হলে জীবনটা বাঁচে তার চাইতে বেশী) বাড়াবাড়িও না করে, তাহলে (এই অগ্রাগতার সময়ে হারাম খেলে) তার ওপর কোনো গুনাহ নেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, অনেক মেহেরবান।

إِنَّمَا حَرَّأَ عَلَيْكُمُ الْمِيَتَةَ وَالْأَمْوَالَ  
الْخِنْزِيرُ وَمَا أُمِّلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضطَرَ  
غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَرٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑥

১৭৪. নিসন্দেহে যারা আল্লাহর নায়িল করা কিতাবের অংশবিশেষ গোপন করে রাখে এবং সামান্য (বৈষম্যিক) মূল্যে তা বিক্রি করে দেয়, তারাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তিনি তাদের পবিত্রত্ব করবেন না, এদের জন্যেই রয়েছে ভয়াবহ আয়াব।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَهُمْ مِمَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَرْكِيمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৭৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীর পথ কিনে নিয়েছে, ক্ষমার বদলে তারা আয়াব (বেছে) নিয়েছে, (মনে হচ্ছে) এরা দৈর্ঘ্যের সাথে (ধীরে ধীরে) জাহানামের আগুনের ওপর গিয়ে পড়ছে!

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْفَلَلَةَ بِالْهُلْمِيِّ وَالْعَلَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

১৭৬. এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা সত্য (ধীন) সহকারে কিতাব নায়িল করেছেন; অবশ্যই যারা এই কিতাবে মতবিরোধ করেছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে নিষ্কিঞ্চ হয়ে গেছে।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَبِ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيْدٍ

১৭৭. তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহকে পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও, এতেই কিন্তু সব নেকী নিহিত নেই, তবে আসল নেকী হচ্ছে এই যে, একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কিতাবের ওপর, (কিতাবের বাহক) নবী রসূলদের ওপর এবং মাল সম্পদের ওপর তার নিজের ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও সে তা (তার) আঙ্গীয় স্বজন, এতীম মেসকীন ও পথিক মোসাফেরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রার্থী (দুষ্ট মানুষ, সর্বেপরি) মানুষদের (দাসত্বের) বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দারিদ্র বিমোচনের জন্যে) যাকাত আদায় করবে- (আচাড়াও রয়েছে সেসব পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রূতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্রের সময় ও (হক বাতিলের) যুদ্ধের সময় এরা দৈর্ঘ্য ধারণ করে, (মৃত্যু) এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বনকারী মানুষ।

لَيْسَ الْبَرَّ أَنْ تَوْلُوا وَجْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْمَلَكَةِ وَالْكِتَبِ وَالْبَيْنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حِبَّهِ ذُوِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَّ وَالْمَسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكُوْةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِ إِذَا عَمِلُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

১৭৮. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের জন্যে নরহত্যার (ন্যায় বিচার নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে) ‘কেসাস’ (প্রয়োগকে) ফরয করে দেয়া হয়েছে (এবং তা হচ্ছে) স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি (দ্বন্দ্বজ্ঞ পাবে), দাসের বদলে (পাবে) দাস, নারীর বদলে নারীর ওপর (দণ্ড প্রযোজ্য হবে), অবশ্য যে হত্যাকারীকে (-যাকে হত্যা করা হয়েছে তার পরিবারের লোকেরা কিংবা) তার ভাইর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তার ক্ষেত্রে কোনো ন্যায়ানুগ্রহ অনুসরণ (করে তা নিষ্পত্তি) করতে হবে,

يَا يَا أَلِيِّ الَّذِينَ أَمْنَوْا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصَ فِي الْقَتْلَى أَلْحِرِ الْأَلْحِرِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعِ الْمَعْرُوفِ وَادَّاءِ إِلَيْهِ بِالْحَسَانِ

এটা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে দড় হোস (করার একটা উপায়) ও তাঁর একটি অনুগ্রহ মাত্র; এরপর যদি কেউ বাড়াবাঢ়ি করে, তাহলে তার জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

ذَلِكَ تَحْكِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فِيمَنْ  
اعْتَدَى بَعْنَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
﴿٦﴾

১৭৯. হে বিবেকবান লোকেরা, (আল্লাহ নির্ধারিত এ) ‘কেসাস’-এর (বিধান প্রতিষ্ঠার) মাঝেই তোমাদের (সত্যিকারের) ‘জীবন’ (নিহিত) রয়েছে, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমরা (নর হত্যার অপরাধ থেকে) বেঁচে থাকবে।

وَكَمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَأْوِي إِلَيْهَا  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ  
﴿٧﴾

১৮০. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমাদের জন্যে এটাও ফরয করা হয়েছে যে, যদি তোমাদের কোনো লোকের মৃত্যু এসে হায়ির হয় এবং সে যদি কিছু সম্পদ রেখে যায়, (তাহলে) ন্যায়ানুগ পঞ্চায় (তা বন্টনের কাজে) তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে ওসিয়তের ব্যবস্থা থাকবে, এটা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ওপর (একান্ত) কর্তীয়।

كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَهْلَ كُرْمِ الْمَوْتِ إِنْ  
تَرِكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ  
﴿٨﴾

১৮১. যারা এটা শুনে নেয়ার পর (নিজেদের স্বার্থে) তা পাল্টে নিলো (তাদের জানা উচিত); এটা বদলানোর অপরাধের দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে, যারা একে বদলে দিয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছুই তাঁর জানা।

فَمِنْ بَلَهْ بَعْلَهْ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِنْهَهُ عَلَى  
الَّذِينَ يَبْلِلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ  
﴿٩﴾

১৮২. (অবশ্য) কারো যদি ওসিয়তকারীর কাছ থেকে কোনো পক্ষপাতিত্ব কিংবা (অবিচার জনিত) অন্যায়ের আশংকা থাকে, তাহলে (যদি সদিচ্ছা নিয়ে) সে মূল বিষয়টির সংশোধন করে দেয়, এতে তার কোনো দোষ হবে না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْسِى جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَاصْلَحْ  
بِيَنْهُمْ فَلَا إِشْرَاعَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ  
﴿١٠﴾

১৮৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর রোয়া ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, আশা করা যায় তোমরা (এর মাধ্যমে) তাকওয়া অর্জন করতে পারবে;

يَا يَا أَلَّيْهِ أَلَّيْهِ أَمْنَوْا كُتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  
كَمَا كُتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ  
تَتَّقَوْنَ  
﴿١١﴾

১৮৪. (রোয়া ফরয করা হয়েছে) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্যে; (তারপরও) কেউ যদি সে (দিনগুলোতে) অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি (তখন) সফরে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি সম্পরিমাণ দিনের রোয়া (সুস্থ হয়ে অথবা সফর থেকে ফিরে এসে) আদায় করে নেবে; যারা রোয়া রাখার শক্তি রাখে (কিন্তু রোয়া রাখে না), তাদের জন্যে এর বিনিময়ে ফেদিয়া থাকবে (এবং তা) হচ্ছে গরীব ব্যক্তির (তৃণ্ডিতে) খাবার দেয়া; অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি (এর চাইতে বেশী দিয়ে) ভালো কাজ করতে চায়, তাহলে এ (অতিরিক্ত) কাজ তার জন্যে হবে একান্ত কল্যাণকর; (অবশ্য) তোমরা যদি রোয়া রাখতে পারো (তাহলে) সেটা তোমাদের জন্যে ভালো; যদি তোমরা (রোয়ার উপকারিতা) সম্পর্কে জানতে!

أَيَّامًا مَعْلُودَةٍ فَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ  
مَرِيًّا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى  
وَقَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِي يَةٍ طَعَامٍ  
مَشْكِينٍ فَمَنْ تَطَوعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ  
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ  
﴿١٢﴾

১৮৫. রোয়ার মাস (এমন একটি মাস)- যাতে কোরআন নাখিল করা হয়েছে, আর এ (কোরআন হচ্ছে) মানব জাতির জন্যে পথের দিশা, সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন ও (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (এ) মাসটি পাবে, সে এতে রোয়া রাখবে; (তবে) যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, সে পরবর্তী (কোনো সময়ে) গুনে গুনে সেই পরিমাণ দিন পূরণ করে নেবে; (এ সুযোগ দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কাজকর্মকে) আসান করে দিতে চান, আল্লাহ তায়ালা কখনোই তোমাদের (জীবনকে) কঠোর করে দিতে চান না। আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা যেন গুনে গুনে (রোয়ার) সংখ্যাগুলো পূরণ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে) যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্যে তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

১৮৬. (হে নবী), আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজেস করে (তুমি তাকে বলে দিয়ো), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে, তাই তাদেরও উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং (সম্পূর্ণভাবে) আমার ওপরই দৈমান আনা, আশা করা যায় তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

১৮৭. রোয়ার (মাসের) রাতের বেলায় তোমাদের স্ত্রীদের কাছে ঘোন মিলনের জন্যে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে; (আসলে তোমাদের) নারীরা (যেমনি) তোমাদের জন্যে পোশাক (স্বরূপ, ঠিক) তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক (স্বরূপ); আল্লাহ তায়ালা এটা জেনেছেন যে, (রোয়ার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে) তোমরা নিজে দের সাথে খেয়ালত করছিলে, অতপর তিনি (কড়াকড়ি শিথিল করে) তোমাদের ওপর দয়াপরবশ হলেন এবং তোমাদের মাফ করে দিলেন, এখন (তোমরা চাইলে) তাদের সাথে সহবাস করতে পারো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যা লিখে রেখেছেন তা সন্ধান করো। (রোয়ায়), তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতোক্ষণ পর্যন্ত রাতের অন্ধকার রেখার ভেতর থেকে ভোরের শুরু আলোক রেখা তোমাদের জন্যে পরিষ্কার প্রতিভাত না হয়, অতপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোয়া পূর্ণ করে নাও, মাসজিদে যখন তোমরা এতেকাফ অবস্থায় থাকবে তখন নারী সঙ্গে থেকে বিরত থেকো; (রোয়ার ব্যাপারে) এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমাবেধ, অতপর তোমরা এ (সীমা রেখা)-র কাছেও যেয়ো না; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের জন্যে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى  
وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِلَ مِنْ كُمْرُ الشَّهْرِ  
فَلِيَصْمِمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
فَعِلَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخْرَى، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلَتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ  
وَلَتُكَبِّرُوا إِلَهًا عَلَى مَاهِنَ كَبِيرٍ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكِرونَ ﴿٤٩﴾

وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِي عَنِ فَائِنَ قَرِيبٍ  
أَجِبْ بِدَعْوَةِ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  
فَلِيُسْتَحِبِّبُوا إِلَيْهِ وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّمَ  
يُرِشدُونَ ﴿٥٠﴾

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَّامِ الرَّفِثُ إِلَى  
نَسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَيْهِمْ أَنْكَرُ كُنْتُرَ  
تَخْتَانُونَ أَنْفَسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَّئِيْنَ بَاشَرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا  
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَلَّوْا أَشْرَبُوا  
هَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ  
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ ثُمَّ أَتَمُوا  
الصَّيَّامَ إِلَى الْيَلِ، وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ  
وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تَلْكَ  
حَلَّ وَدَ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّن  
اللَّهُ أَيْمَنَهُ لِلنَّاسِ لَعِلْمُهُ يَتَقَوَّنَ ﴿٥١﴾

১৮৮. তোমরা একে অন্যের অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে আঞ্চসাত করো না, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্য (মানুষ)-দের সম্পদের কোনো অংশ ভোগ করার জন্যে (তাকে) বিচারকদের সামনে ঘূষ (কিংবা উপটোকন) হিসেবেও পেশ করো না।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
وَتَدْلُوْبًا مَا إِلَى الْحَكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾  
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ  
لِلنَّاسِ وَالْحِجَّةِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا  
بِالْبَيْوْتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرُّ مِنْ  
أَتْقَىٰ وَاتَّوْا الْبَيْوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقْرُوا  
اللَّهُ لَعْنَكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٩٠﴾

১৮৯. (হে নবী,) তারা তোমাকে নতুন চাঁদগুলো (ও তাদের বাড়া কমা) সম্পর্কে জিজেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, (মূলত) এগুলো হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (একটি স্থায়ী) সময় নির্ধন্ত (-যার মাধ্যমে মানুষরা দিন তারিখ জানতে পারে) এবং (জেনে নিতে পারে) হজ্জের সময়সূচীও। (এহরাম বাঁধার পর) পেছন দরজা দিয়ে (ঘরে) প্রবেশ করার মাঝে কোনো সওয়াব নেই, আসল সওয়াব হচ্ছে- কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলো (সেটা দেখা, এখন থেকে) ঘরে ঢোকার সময় (সামনের) দুয়ার দিয়েই তোমরা এসো, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।

১৯০. তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথে সেসব লোকের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তোমরা (কোনো অবস্থায়ই) সীমালংঘন করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ  
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿١٩١﴾

১৯১. (যুদ্ধের ময়দানে) যেখানেই তোমরা তাদের পাও সেখানেই তোমরা তাদের হত্যা করো, যে সব স্থান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরাও তাদের সেসব স্থান থেকে বের করে দাও (জেনে রেখো), ফেতনা ফাসাদ নরহত্যার চাইতেও বড়ো অপরাধ, তোমরা কাবা ঘরের পাশে কখনো তাদের সাথে যুদ্ধ লিঙ্গ হয়ো না- যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমারও তাদের সাথে যুদ্ধ করো; (মূলত) এভাবেই কাফেরদের শাস্তি (নির্ধারণ করা হয়েছে)।

وَأَقْتَلُوهُمْ حِيثُ شَقِّيْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ  
مِّنْ حِيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ  
الْقَتْلِ وَلَا تُقْتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قُتْلُوكُمْ  
فَاقْتَلُوهُمْ كَنِّ لَكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِينَ ﴿١٩٢﴾

১৯২. অতপর তারা যদি (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তাহলে (মনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়ার আধার।

فَإِنْ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٣﴾  
وَقِتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ  
الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهُوا فَلَا عِلْمُ وَأَنِ الْأَعْلَىٰ  
الظَّالِمِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (যমানে শেরেকের) ফেতনা অবশিষ্ট থাকে এবং (আল্লাহর যমানে আল্লাহর দেয়া) জীবন বিধান (পুরোপুরি) আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তবে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়, (অবশ্য) যারা যালেম তাদের কথা আলাদা।

১৯৪. একটি সম্মানিত মাসের বদলেই একটি সম্মানিত মাস (আশা করা যায়, কিন্তু) এ সম্মানিত মাসসমূহেও প্রতিশোধ (বৈধ) হবে; (এ সময়) যদি কেউ তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে তোমারও তার ওপর তেমনি হস্ত প্রসারিত করো, যেমনি করে তারা তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, তবে (সর্বদাই) তাকওয়া অবলম্বন করতে থাকো, জেনে রেখো, যারা (সীমালংঘন থেকে) বেঁচে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথেই রয়েছেন।

১৯৫. তোমরা আল্লাহর পথে অর্থ (সম্পদ) ব্যয় করো, (সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজেদের হাতেই নিজেদের ধর্ষণের (অতলে) নিষ্কেপ করো না এবং তোমরা (মানুষদের সাথে) অনুগ্রহ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।

১৯৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টির) জন্যে হজ্জ ও ওমরা পালন করো; (পথে) যদি তোমাদের কোথাও আটকে দেয়া হয় তাহলে সে স্থানে কোরবানীর জন্যে যা কিছু সহজভাবে (হাতের কাছে) পাওয়া যায় তা দিয়েই কোরবানী আদায় করে নাও, (তবে) কোরবানীর পশু তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌছার আগ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুক্ত করো না; যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথবা যদি তার মাথায় কোনো রোগ থাকে (যে কারণে আগেই তার মাথায় মুক্তন করা প্রয়োজন হয়), তাহলে সে যেন এর বিনিময় (ফিদিয়া আদায় করে এবং তা) হচ্ছে কিছু রোয়া (রাখা) অথবা অর্থ দান করা, কিংবা কোরবানী আদায় করা, অতপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে তখন তোমাদের কেউ যদি এক সাথে হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে চায়, তার উচিত (তার জন্যে) যা সহজলভ্য তা দিয়ে কোরবানী আদায় করা, যদি কোরবানী করার মতো কোনো পশু সে না পায় (তাহলে) সে যেন হজ্জের সময়কালে তিনটি এবং তোমরা যখন বাড়ি ফিরে আসবে তখন সাতটি- (সর্বমোট) পূর্ণ দশটি রোয়া রাখে, এই (সুবিধা)-টুকু শুধু তার জন্যে, যার পরিবার পরিজন আল্লাহর ঘরের আশেপাশে বর্তমান নেই; তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো, জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা কঠোর আয়াব প্রদানকারী বটে!

১৯৭. হজ্জের মাসসমূহ (সুপরিচিত ও) সুনির্দিষ্ট, অতপর সে সময়গুলোর মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ (আদায়) করার মনস্ত করবে (সে যেন জেনে রাখে), হজ্জের ভেতর (কোনো) যৌনসংস্কার নেই, নেই কোনো অশ্রীল গালিগালাজ ও বগড়াবাটি। তোমরা যা ভালো কাজ করো আল্লাহ তায়ালা তা জানেন; (হজ্জের নিয়ত করলে) এর জন্যে তোমরা পাথেয় যোগাড় করে নেবে, নিসন্দেহে তাকওয়া হচ্ছে (মানুষের) সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়, অতএব হে বুদ্ধিমান মানুষরা, তোমরা আমাকেই ভয় করো।

الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحَرَمَتُ  
صَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَ لِعَلَيْكُمْ فَاعْتَدْ وَ  
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَ لِعَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ  
الْمُحْسِنِينَ

وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ  
فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَلْدِيِّ وَلَا تَخْلُقُوا  
رَءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَلْدِيِّ مَحْلَهُ فِي  
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ  
فَفَلَبِّيَةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَلَوةً أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا  
أَمْنَتْرَتْ فِيمَ تَمْتَعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا  
أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَلْدِيِّ فِيمَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا  
ثُلَّةً أَيَّامًا فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ  
تَلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ  
أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِنِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِّيدُ الْعِقَابِ

১৯

১৯৮. (হজ্জের এ সময়গুলোতে) যদি তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহ তালাশ করতে (গিয়ে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে) চাও তাতে তোমাদের ওপর কোনোই দোষ নেই, অতপর তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসবে, তখন (মোয়দালাফায়) ‘মাশয়ারে হারাম’-এর কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করো, (ঠিক) যেমনি করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (তাঁকে ডাকার) পথ বলে দিয়েছেন, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা পথঅষ্টদের দলে শামিল ছিলে!

১৯৯. তারপর তোমরা সে স্থান থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে অন্য (হজ্জ পালনকারী) ব্যক্তিকা ফিরে আসে, (নিজেদের ভুল ভাস্তির জন্যে) আল্লাহ তায়ালা কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেন, তিনি বড়োই দয়ালু!

২০০. যখন তোমরা তোমাদের (হজ্জের) যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নেবে, তখন (এখানে বসে আগের দিনে) যেভাবে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের (পৌরবের কথা) স্মরণ করতে, তেমনি-বরং তার চাইতে বেশী পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো। মানুষদের ভেতর এমন আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, (সব) তালো জিনিস তুমি আমাদের দুনিয়াতেই দিয়ে দাও, হাঁ, (যারা এ ধরনের কথা বলে) তাদের জন্যে পরকালে আর কোনো পাওনাই (বাকী) থাকে না।

২০১. (আবার) তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি এ দুনিয়ায় আমাদের কল্যাণ দাও, (কল্যাণ দাও) পরকালেও; (সেদিনের বড়ো কল্যাণ হিসেবে) তুমি আমাদের আঙুলের আয়াব থেকে বাঁচাও।

২০২. এ ধরনের লোকদের জন্যে তাদের নিজ নিজ অর্জন মোতাবেক তাদের যথার্থ হিস্যা (নির্ধারিত) রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০৩. হাতেগনা (হজ্জের) এ কয়টি দিনে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো; (হজ্জের পর) যদি কেউ তাড়াহড়ো করে দুদিনের মধ্যে (মিনা থেকে) ফিরে আসে তাতে (যেমন) তার কোনো দোষ নেই, (তেমনি) কেউ যদি সেখানে আরো বেশী অপেক্ষা করতে চায় তাতেও তার কোনো দোষ নেই, (এ নিয়ম হচ্ছে) তার জন্যে, যে আল্লাহকে ভয় করেছে, তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং জেনে রাখো, একদিন তোমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে জড়ো করা হবে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَتَغَوَّلُوا فَضْلًا  
مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْسَدْتُمْ مِنْ عَرْفٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَنْ الْمَشْعُرِ الْحَرَامِ  
وَادْكُرُوهُ كَمَا هُنَّ بِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿٤٥﴾

ثُمَّ أَفْيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٦﴾

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَنِّيْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فِي  
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الْأَنْيَا  
وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٤٧﴾

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الْأَنْيَا  
حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقَنَا عَلَى  
النَّارِ ﴿٤٨﴾

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٩﴾

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ  
فَإِنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِشْرَاعَ عَلَيْهِ  
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِشْرَاعَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ  
تُحْشَرُونَ ﴿٥٠﴾

২০৪. মানুষদের মাঝে এমন লোকও আছে, যার কথাবার্তা তোমাকে পার্থিব জীবনে খুবই উৎফুল্ল করবে, তার মনে যা কিছু আছে সে তার ওপর আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী বানায়, কিন্তু সে হচ্ছে তীব্রণ বাগড়াটে ব্যক্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي  
قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّا يُخْصَمْ ④৪৪

২০৫. সে যখন (আল্লাহর যমীনের কোথাও) ক্ষমতার আসনে বসতে পারে, (তখন তার লক্ষ্য থাকে) যেন সেখানে সে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে, (যমীনের) শস্যক্ষেত্র বিনাশ করে দিতে পারে, (জীবজন্মের) বংশ নির্মূল করে দিতে পারে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো বিপর্যয় (সৃষ্টিকারীদের) পছন্দ করেন না।

وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسَدَ فِيهَا  
وَيَهْلِكَ الْحَرثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ  
الْفَسَادَ ④৪৫

২০৬. যখন তাকে বলা হয় (ফেতনা ফাসাদ না করে) তুমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তখন (মিথ্যা) অহংকার তাকে গুনাহর প্রতি (আরো বেশী) উৎসাহিত করে, (মূলত) এ (চরিত্রে) লোকের জন্যে জাহানামই যথেষ্ট; অবশ্যই (জাহানাম) হচ্ছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা!

وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقْ أَنْهُ أَخْلَقَ تَهْزِيْزَ بِالْأَثْرِ  
فَحَسِبَهُ جَهَنَّمَ وَلَيَسَ الْمَهَادُ ④৪৬

২০৭. মানুষদের ভেতর (আবার) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে নিজের জীবন (পর্যন্ত) বিক্রি করে দেয়, (এ ধরনের) বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা বড়েই অনুগ্রহশীল!

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَرِّي نَفْسَهُ ابْتِغَاءً  
مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ④৪৭

২০৮. হে ইমান্দার লোকেরা, তোমরা পুরোপুরই ইসলামে দাখিল হয়ে যাও এবং কোনো অবস্থায়ই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন!

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ  
كَافَةً ۚ وَلَا تَتَبَعُوا خَطُوتِ الشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُ  
لَكَمْ عَلَىٰ وَمِنْ ④৪৮

২০৯. তোমাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার) এসব সুস্পষ্ট নির্দশন এসে যাওয়ার পরও যদি তোমরা পদস্থলন ঘটাও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহা বিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী।

فَإِنْ زَلَّتْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَكُّمُ الْبَيِّنَاتِ  
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ④৪৯

২১০. (তবে) তারা কি (সেদিনের) অপেক্ষা করছে, যখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং (তাঁর) ফেরেশতাসহ মেঘের ছায়া দিয়ে তাদের কাছে আসবেন এবং (তখন তাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত) ফয়সালা হয়েই যাবে; সব কিছু তো (সর্বশেষে) আল্লাহর কাছেই উপনীত হবে।

هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ  
مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقَضَى الْأَمْرَ ۚ وَإِنَّ  
اللَّهَ تَرْجِعُ الْأَمْرَ ④৫০

২১১. তুমি বনী ইসরাইলদের জিজেস করো, কি পরিমাণ সুস্পষ্ট নির্দশন আমি তাদের দান করেছি; (আমি তাদের বলেছি,) যার কাছে (আল্লাহর) নেয়ামত আসার পর সে তা বদলে ফেলে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদানকারী।

سَلَّلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَنِهَّمُ مِنْ أَيَّةٍ  
بَيْنَةً ۖ وَمَنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ  
جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَيْءٌ عَلَيْهِ ④৫১

رَبِّنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا<sup>ۖ</sup>  
وَيُسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ<sup>ۖ</sup>  
اتَّقُوا نَوْقَهْرَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ<sup>ۖ</sup> وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ<sup>ۖ</sup>  
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ<sup>ۚ</sup> ۝

كَانَ النَّاسُ مُمَّا وَاحَدَهُ اللَّهُ فَبَعَثَ اللَّهُ  
النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِّرِينَ وَأَنْزَلَ  
مُعَمِّرَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ  
فَيُّمَكِّنَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ مَا فِي الْأَرْضِ  
أَلَّا يَعْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
بِغَيْرِ الْبَصِيرِ فَهُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِ  
أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأَذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

۲۱۸. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা (এমনি এমনিই) জান্মতে প্রবেশ করবে! (অথচ) তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বিপদ্দের) মতো কিছুই তোমাদের কাছে এখনো আসেনি, তাদের ওপর (নানা) অভাব অভিযোগ ও রোগব্যাধি এসেছে, (কঠিন নিপীড়নে) তাদের প্রকল্পিত করে দেয়া হয়েছে, এমন কি স্বয়ং (আল্লাহর) নবী ও তার সৎস্মীয়া (এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য করবে (আসবে, আল্লাহ তায়ালা সাত্ত্বন দিয়ে বললেন), হাঁ, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য (অতি) নিকটে।

الْحَسِبُّرُ أَنَّ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتُكُمْ  
مِثْلُ الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْرُونَ  
الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا هَذِي يَقُولُ  
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ  
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

يَسْعَلُونَكَ مَا ذَا يَنْفِقُونَ هَلْ مَا آنْفَقُتْرَبٌ خَيْرٌ فَلِلَّوَالِّيْنَ بِيْنَ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَمِيْ  
وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَسْنَاتِكَ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْكَ

٢١٦. (ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় নির্মূল করার জন্যে) যুদ্ধ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে, আর সেটাই তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, (কিন্তু) এমনও তো হতে পারে যে বিশয়টি তোমাদের ভালো লাগে না,

তাই তোমাদের জন্যে কল্পণকর, আবার (একইভাবে) এমন কোনো জিনিস, যা তোমরা পছন্দ করবে, কিন্তু তা হবে তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর; আল্লাহ তায়ালাই সবচাইতে ভালো জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّو شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

১২৬

২১৭. সম্মানিত মাস ও তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ করা অনেক বড়ো (গুনাহ), (কি ভু আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বড়ো গুনাহ হচ্ছে), আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, খানায়ে কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া, আর (আল্লাহদ্বেষিতার) ফেতনা ফাসাদ হত্যাকাণ্ডের চাইতেও অনেক বড়ো (অন্যায়, তুমি ভেবো না যে,) এরা তোমাদের সাথে (এ মাসসমূহে) লড়াই বন্ধ করে দেবে, তারা তো পারলে (বরং) তোমাদের সবাইকে তোমাদের (ইসলামী) জীবন বিধান থেকেও ফিরিয়ে নিতে চাইবে; যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি তাঁর দীন থেকে ফিরে যায়, অতপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়- এমন অবস্থায় যে, সে (সুস্পষ্ট) কাফের ছিলো, তাহলে তারাই হবে সেসব লোক যাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দুনিয়া আখেরাতে বিফলে যাবে, আর এরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَرَامِ قَتَالٍ فِيهِ  
قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَذْلَمٌ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ وَكَفَرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ  
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْ أَنْ أَنْتَ  
مَنَ الْقَاتِلُ وَلَا يَرِزَّ الْوَنَّ يُقَاتِلُونَكُمْ  
هَتَّىٰ يَرْدُوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوا  
وَمَنْ يَرْتَلِ دُمْنَكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيُمْتَنَّ  
وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
النِّيَّا وَالآخِرَةِ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَلُّونَ

২১৮. নিসেদেহে যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের আশা করা যায়; আল্লাহ তায়ালা স্বামীল, অত্যন্ত দয়ালু!

إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَلُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

২১৯. (হে নবী,) এরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজেস করবে; তুমি বলো, এ দুটো জিনিসের মধ্যে অনেক বড়ো ধরনের পাপ রয়েছে, (যদিও) মানুষের জন্যে (এতে) কিছু (ব্যবসায়িক) মুনাফাও রয়েছে; কিন্তু এ উভয়ের গুনাহ এদের (ব্যবসায়িক) মুনাফার চাইতে অনেক বেশী; তারা তোমাকে (এও) জিজেস করে যে, তারা (নেক কাজে) কি কি খরচ করবে; তুমি তাদের বলো, (দেনদিন প্রয়োজন পূরণের পর) যা অতিরিক্ত (তা খরচ করো); আল্লাহ তায়ালা এভাবে তোমাদের জন্যে (তাঁর) আয়াতসমূহ খুলে খুলে বলে দেন, আশা করা যায় তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرِ قُلْ  
فِيهِمَا أَثْرٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ  
وَأَثْمِهِمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ  
مَاذَا يَنْقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَنْ لِكَ بِيَبْيَنِ  
اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

২২০. ইহকাল পরকাল উভয় সময় (নিয়েই চিন্তা ভাবনা করবে); তোমাকে তারা এতীমদের ব্যাপারে জিজেস করবে;

فِي النِّيَّا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ  
الْيَتَمِ قُلِ اصْلَحْ لَهُمْ خَيْرٌ

যদি তোমরা (তোমাদের ধন সম্পদ) তাদের সাথে মিশিয়ে ফেলো (তাতে কোনো দোষ নেই, কারণ), তারা তো তোমাদেরই ভাই; আর আল্লাহ তায়ালা (এটা) ভালো করেই জানেন, (কে) ন্যায়ানুগ্রহ (পছায় আছে, আর কে) ফাসাদী (স্বভাবের) লোক, আল্লাহ তায়ালা চাইলে (এ ব্যাপারে) তোমাদের আরো অধিক কষ্ট দিতে পারতেন; নিসদেহে আল্লাহ তায়ালা মহা ক্ষমতাবান, কৃশ্লী।

وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَأَخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
الْمُفْسَدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَا عَنْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿৩﴾

২২১. তোমরা (কখনো) কোনো মোশরেক নারীকে বিয়ে করো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে, (মনে রেখো,) একজন মুসলমান দাসীও একজন (গ্রিহ্যবাহী) মোশরেক নারীর চাইতে উত্তম, যদিও এ (মোশরেক) নারীটি তোমাদের বেশী ভালো লাগে, (হে মুসলিম মহিলারা), তোমরা কখনো কোনো মোশরেক পুরুষদের বিয়ে করো না যতোক্ষণ না তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে; (কেননা) একজন ঈমানদার দাসও (একজন উঁচু খান্দানের) মোশরেক ব্যক্তির চাইতে ভালো, যদিও এ মোশরেক ব্যক্তিটি তোমাদের ভালো লাগে; (কেননা) এরা তোমাদের জাহানামের (আগুনের) দিকেই ভাকে, আর আল্লাহ তায়ালা হামেশাই তাঁর মোমেন বান্দাদের তাঁর আদেশবলে জান্মাত ও ক্ষমার দিকেই আহ্বান জানান এবং (এ জন্যে) তিনি তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের কাছে শ্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, আশা করা যায় তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ  
وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ  
أَعْجَبْتُمُّكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ  
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ  
مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُّكُمْ أُولَئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ  
إِلَى جَنَّةٍ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ وَيَبْيَنُ أَيْتَهُ  
لِلنَّاسِ لَعْلَمْتُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿৩﴾

২২২. (হে নবী,) তারা তোমার কাছ থেকে (মহিলাদের মাসিক) ঝাতুকাল (ও এ সময় তাদের সাথে দৈহিক মিলন) সম্পর্কে জানতে চাইবে; তুমি বলো, (আসলে মহিলাদের) এ (সময়টা) হচ্ছে একটা (অপবিত্র ও) কষ্টকর (অবস্থা), (কাজেই) ঝাতুকালে তাদের সংগ বর্জন করবে এবং (এ সময় দৈহিক মিলনের জন্যে) তোমরা তাদের কাছে যেও না, যতোক্ষণ না তারা (পুনরায়) পবিত্র হয়, অতপর তারা যখন পুরো পাক সাফ হয়ে যায় তখন তোমরা তাদের কাছে যাও (দৈহিক মিলনের) যে পদ্ধতি আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে; আল্লাহ তায়ালা অবশাই সেসব লোকদের ভালোবাসেন যারা তাওরা করে এবং তিনি তাদেরও ভালোবাসেন যারা পাক পবিত্রতা অবলম্বন করে।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِিপِ قُلْ  
هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي  
الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْبِرُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ  
فَإِذَا طَهَرْنَ فَاتَّوْهُنَّ مِّنْ حِثَّ أَمْرِكُرِ  
اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمَطَهَّرِينَ ﴿৩﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সন্তান উৎপাদনের) ফসল ক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের এই ফসল ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো, তোমরা নিজেদের (ভবিষ্যতের) জন্যে কিছু (অগ্রিম নেক আমল) পাঠিয়ে দাও; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, জেনে রেখো, একদিন অবশ্যই তোমাদের সবাইকে তাঁর সামনাসামনি হতে হবে। মোমেনদের তুমি (পুরুষের) সুসংবাদ দাও।

نِسَاءُكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَاتَّوْا حَرْثَكُمْ  
أَنِّي شَعِيرٌ وَقَدْ مَوَّلَأَنْفُسَكُمْ  
وَأَتَقُوُ اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلْقُوَةٌ  
وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿৩﴾

২২৪. তোমরা তোমাদের (এমন) শপথের জন্যে আল্লাহকে কখনো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে না, (যার মাধ্যমে) ভালো কাজ করা, (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করা এবং মানুষদের মাঝে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার কাজ থেকে তোমরা দূরে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কিছুই শোনেন এবং সব কথাই তিনি জানেন।

২২৫. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্বাক শপথের জন্যে কখনো পাকড়াও করবেন না, তবে তিনি অবশ্যই সে সব শপথের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যা তোমরা মনের সংকল্পের সাথে সম্পূর্ণ করো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ধৈর্যশীল।

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عَرْضَةً لِّإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبْرُوا وَتَقْتُلُوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴿৩﴾

২২৬. যেসব লোক নিজ স্ত্রীদের কাছে যাবে না বলে কসম করেছে (তাদের মনস্থির করার) জন্যে তাদের চার মাসের অবকাশ রয়েছে, (এ সময়ের ভেতর) যদি তারা (তাদের কসম থেকে) ফিরে আসে (তাহলে জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান!

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرْبُصٌ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
وَاللهُ غفور حليم ﴿৩﴾

রহিম

২২৭. তারা যদি (স্ত্রীদের) তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তায়ালা সব শোনেন জানেন।

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴿৩﴾

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা যেন তিনটি মাসিক ঋতু (অথবা ঋতু থেকে পৰিত্ব থাকার তিনটি মুদ্দত) পর্যন্ত নিজেদের (পুনরায় বিয়ে) থেকে দূরে রাখে; তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে ন্যায়সংগত হবে না— যদি তারা আল্লাহ তায়ালা এবং পরকলের ওপর ঈমান আনে; এ সময়ের ভেতর তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বামীদের অধিকার অবশ্য একটু বেশী, যদি তারা উভয়ে পরম্পর মিলে মিশে চলতে চায়; পুরুষদের ওপর নারীদের যেমন ন্যায়নুগ অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার, (অর্থনৈতিক দায়িত্বের কারণে) তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা এক মাত্রা বেশী, আল্লাহ তায়ালা বিপুল ক্ষমতার মালিক, (তিনি পরম) কুশলী।

وَالْمَطْلَقُ يَتَرْبَصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قِرْوَهٌ  
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتَمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ  
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنْتُمْ بِإِيمَانِهِنَّ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنِ فِي ذَلِكَ  
إِنْ أَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿৩﴾

২৮  
কুকু

২২৯. তালাক দু'বার (মাত্র উচ্চারণ করা যেতে পারে, তৃতীয় বারের আগেই) হয় মর্যাদার সাথে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অথবা সহন্দয়তার সাথে তাকে চলে যেতে দেবে; তোমাদের জন্যে এটা কোনো অবস্থায়ই ন্যায়সংগত নয় যে, (বিয়ের আগে) যা কিছু তোমরা তাদের দিয়েছো তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে, তবে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাবেরখার ভেতরে থেকে স্বামী স্ত্রী একত্রে জীবন কাটাতে পারবে না—

الْطَّلاقُ مَرْتَنٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ  
أَنْ تَأْخُذُنَّ وَمَا أَتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا  
أَنْ يَخَافَا ~ أَلَا يُقِيمَا حُلُودَ اللَّهِ  
❖ ৩৮ ❖ www.alquranacademylondon.org

এমন আশংকা যদি দেখা দেয় (তখন আলাদা হয়ে যাওয়াটাই উভয়, এমন অবস্থায়) যদি তোমাদের ভয় হয় যে, এরা আল্লাহর বিধানের গভীর ভেতর থাকতে পারবে না; তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু বিনিয় দেয় (এবং তা দিয়ে বিচ্ছেন ঘটিয়ে নেয়), তাহলে তাদের উভয়ের ওপর এটা কোন দৃঢ়ীয় (বিষয়) হবে না, (জেনে রাখো) এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনো অতিক্রম করো না, আর যারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করে তারাই হচ্ছে যালেম।

২৩০. যদি সে তাকে (ততীয়) তালাক দিয়েই দেয়, তাহলে তারপর (এ) স্ত্রী তার জন্য (আর) বৈধ থাকবে না, (হাঁ) যদি তাকে অপর কোনো স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়মাফিক তাকে) তালাক দেয় এবং (পরে) তারা যদি মনে করে, তারা (এখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে) আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে পুনরায় (বিয়ে বন্ধনে) ফিরে আসাতে তাদের ওপর কোনো দোষ নেই; এটা হচ্ছে আল্লাহর (বৈধে দেয়া) সীমারেখা, যারা (এ সম্পর্কে) জানে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এ নির্দেশ সুস্পষ্ট করে পেশ করেন।

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা যখন তাদের (ইদতের) অপেক্ষার সময় পূর্ণ করে নেয়, তখন (হয়) মর্যাদার সাথে তাদের ফিরিয়ে আনো, নতুন ভালোভাবে তাদের বিদায় করে দাও, শুধু কষ্ট দেয়া এবং (তাদের ওপর) বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখো না, আর যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে (প্রকারান্তরে) নিজের ওপরই যুলুম করে; (সাবধান) আল্লাহর আয়াতসমূহকে কখনো হাসি তামাশার বস্তু মনে করো না। স্বরণ করো (তোমরা ছিলে অঙ্গ), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর (হেদায়াত পাঠিয়ে) নেয়ামত দান করেছেন, (শুধু তাই নয়) তিনি তোমাদের জন্যে জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কিতাব নায়িল করেছেন, যা দিয়ে তিনি তোমাদের (সব ধরনের) নিয়ম (কানুন) বাতলে দেন; (অতএব) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

২৩২. যখন তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও, অতপর (তালাকগ্রাণ্ড) স্ত্রীরাও তাদের অপেক্ষার সময়টুকু শেষ করে নেয়, তখন তোমরা তাদের (পচন্দমতো) স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে বাধা দিয়ো না, (বিশেষ করে) যখন তারা (বিয়ের জন্যে) সম্মানজনকভাবে কোনো ঐকমত্যে পৌছে যায়;

فَإِنْ خَفْتُمْ لَا يُقِيمَا حَلْ وَدَ اللَّهِ  
فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيُلَقَّبَنَّ بِهِ تَلْكَ  
حَلْ وَدَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَلَّ  
حَلْ وَدَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِلْ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ  
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿٤٨﴾ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاجْنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا  
حَلْ وَدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حَلْ وَدَ اللَّهِ يَبْيَنُهَا  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

وَإِذَا طَلَقَتِ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَامْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا  
لِتَعْتَذِرُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ وَلَا تَتَخَذْ وَالْأَيْتِ اللَّهُ هُزُوا  
وَأَذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظُمُ  
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلَيْهِ ﴿٥٠﴾

وَإِذَا طَلَقَتِ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

তোমাদের ভেতর যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের -  
ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের এর মাধ্যমে আদেশ  
দেয়া যাচ্ছে; (মূলত) এটা তোমাদের জন্যে অধিক  
সম্মানের এবং অনেক পবিত্র (কর্মধারা, কারণ);  
আল্লাহ তায়ালা জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

ذلِكَ يُوَعْظَ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ  
إِلَيْهِ الْأَخْرَى ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

২৩৩. মায়েরা পুরো দুটো বছরই তাদের (সন্তানকে) বুকের দুধ খাওয়াবে, (এ নিয়ম তার জন্যে) যে ব্যক্তি (সন্তানের) দুধ খাওয়ানোটা পুরোপুরি আদায় করতে চায়; সন্তানের (দুধ খাওয়ানোর) জন্যে মায়েদের (সম্মানজনক) ভরণ পোষণ (সুনিশ্চিত) করতে হবে; কোনো বস্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোৰা চাপিয়ে দেয়া যাবে না, (পিতার সংগতির কথা ভাবতে গিয়ে দেখতে হবে,) মায়েরাও যেন (আবার) নিজ সন্তান নিয়ে (বেশী) কঢ়ে না পড়ে যায় এবং পিতাকেও যেন সন্তান (জন্ম দেয়ার) কারণে (অযথা) কঢ়ে পড়ে যেতে না হয়, (সেটাও খেয়াল রাখতে হবে, সন্তানের পিতার অবর্তমানে তার) উত্তরাধিকারীদের ওপর (সন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের অধিকার) এভাবেই (বহাল থাকবে, তবে কোনো পর্যায়ে) তারা উভয়ে যদি পারম্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে আগে ভাগেই সন্তানের দুধ ছাড়িয়ে নিতে চায় তাতেও তাদের ওপর কোনো দোষের কিছু নেই; তোমরা যদি নিজেদের বদলে অন্য কাউকে সন্তানের দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিয়োগ করতে চাও এবং যদি দাত্রীর পাওনা যথাযথভাবে তোমরা বুঝিয়ে দাও, তাতেও কোনো গুনাহ নেই (সর্বাবস্থায়) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখতে পান।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুযুক্ত পতিত হয় এবং তারা (যদি তাদের) স্ত্রীদের (জীবিত) রেখে যায় (সে অবস্থায় স্ত্রীরা যদি বিয়ে করতে চায়, তাহলে) তারা তাদের নিজেদের চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সময় (বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে, (অপেক্ষার) এ সময়টুকু যখন তারা পূরণ করে নেবে, তখন এ বিষয়টিতে তোমাদের ওপর কোনো দোষ (চাপানো) হবে না। তখন তারা নিজেদের (বিয়ের) ব্যাপারে ন্যায়ানুগ পত্তায় যা ইচ্ছা তা করবে। (মূলত) তোমরা (যে) যাই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা (তার পুরোপুরি) খবর রাখেন।

২৩৫. (এমন কি সে অপেক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগেও) তোমরা কেউ যদি (তাদের) বিয়ে করার (জন্যে) পয়গাম পাঠাও, কিংবা তেমন কোনো ইচ্ছা যদি তোমরা নিজেদের মনের ভেতর লুকিয়ে রাখো, (তাতেও) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই;

وَالْوَالِدُتْ يَرْضَعُنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ  
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَرَّ الرِّضَا عَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِشْوَتُهُنَ  
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْلِفُ نَفْسَ إِلَّا  
وَسَعَهَا لَا تُضَارِّ وَالْدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا  
مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَصَلًا عَنْ تَرَاضِ  
مِنْهُمَا وَتَشَاءُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدَتِمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٠﴾

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَلَوْنَ أَزْوَاجًا  
يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ شَهْرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي  
فَعَلَنِ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْلَمُونَ خَبِيرٌ ﴿٥١﴾

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ  
خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتْمَرْ فِي أَنفُسِكُمْ

কেননা আল্লাহ তায়ালা এটা তালো করেই জানেন, তাদের কথা তোমরা বার বার শ্মরণ করো, কিন্তু (সাবধান আড়ালে আবডালে থেকে) গোপনে তাদের বিয়ের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ো না, তাদের সাথে কখনো তোমাদের কথা বলতে হলে তা বলবে সম্মানজনক পস্তায়; তার (অপেক্ষার আল্লাহর নির্ধারিত) ইদত শেষ হবার আগে কখনো (তার সাথে) বিয়ের সংকল্প করো না; জেনে রেখো, তোমাদের মনের সব (ইচ্ছা অভিসন্ধির) কথা কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন, অতএব তোমরা একমাত্র তাঁর থেকেই সতর্ক হও (এবং এও জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল বৈর্ব্যীল!

عَلِّمَ اللَّهُ أَنْكِرَ سَتْنَ كَرْوَنَهِ وَلَكِنْ  
لَا تَوَاعِدُونَ وَهُنَّ سِرَا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْنَةَ النَّكَاحِ  
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتْبُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَإِذَا حَدَّ رُوْهُ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣﴾

২৩৬. যে স্ত্রীদের তোমরা কখনো স্পর্শ করোনি কিংবা তাদের জন্যে মোহরের কোনো অংক নির্ধারণ করোনি (এমন অবস্থায়) যদি তোমরা তাদের তালাক দাও, তাতে তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই, (এ পরিস্থিতিতে মোহরের কোনো অংক নির্ধারিত না হলেও) তাদের ন্যায়ানুগ পস্তায় কিছু (অর্থ) আদায় করে দেবে, ধনী ব্যক্তির ওপর (এটা হবে তার) নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর (হবে) তার সংগতি অনুযায়ী, (এটা) নেককার লোকদের ওপর (স্ত্রীদের) একটি অধিকার বটে।

لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ  
مَالِمَرْتَمْسُوهِنَ أَوْ تَرْضُوهِنَ فِرِيْضَةً  
وَمَتَعْوِهِنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَلَقَى  
الْمَقْتَرَ قَلَرَةً مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٤﴾

২৩৭. যদি (এমন হয়,) তোমরা তাদের (শারীরিকভাবে) স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়েছো এবং মোহরের অংকও নির্ধারিত করে নিয়েছো, তাহলে তাদের জন্যে পরিমাণ (থাকবে) নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক, (যা) আদায় করে দিতে হবে, (হাঁ) তালাকপ্রাণী স্ত্রী নিজের থেকে যদি তোমাদের তা মাফ করে দেয় কিংবা যে (স্বামীর) হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে— সে যদি (স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দিয়ে) অনুগ্রহ দেখাতে চায় (সেটা ভিন্ন কথা), তোমরা যদি অনুগ্রহ করো (তাহলে) তা হবে তাকওয়ার একান্ত কাছাকাছি; কখনো একে অপরের প্রতি দয়া ও সহন্দয়তা দেখাতে ভুলো না; কারণ তোমরা (কে) কি করো, তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা দেখেন।

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فِرِيْضَةً فَنَصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا إِلَيْهِنَّ  
بِيَنِ عَقْنَةَ النَّكَاحِ وَإِنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوِيَّةِ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿৫﴾

২৩৮. তোমরা নামাযসমূহের ওপর (একান্ত) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে— এবং তোমরা আল্লাহর জন্যে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যেও।

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلْوَةِ الْوَسْطَى  
وَقَوْمُوا اللَّهُ قَنْتِيْنَ ﴿৬﴾

২৩৯. অতপর যদি তোমরা ভীতিপ্রদ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হও (তখন প্রয়োজনে) তোমরা নামায পড়বে)— পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায়,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رَكَبَانًا

فَإِذَا أَمْتَرَ فَادْكُرْ وَاللَّهُ كَمَا عَلِمْ كَمْ  
مَالِمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ④

তারপর তোমরা যখন নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন  
আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি  
তোমাদের তাঁকে স্মরণ করার (নিয়ম) শিখিয়েছেন,  
যার কিছুই তোমরা (ইতিপূর্বে) জানতে না।

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَلَدُ رُونَ  
آزْوَاجًاٌ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى  
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْ  
فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِمْ  
مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيرٌ ④

২৪০. তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ মৃত্যুমুখে  
পতিত হয় এবং সে (পেছনে নিজ) স্ত্রীদের রেখে যায়,  
(তার উত্তরসুরিদের জন্যে তার) ওসিয়ত থাকবে যেন  
তারা এক বছর পর্যন্ত তারা তাদের (স্ত্রীদের) ব্যয়ভার  
বহন করে, (কোনো অবস্থায় ভিটোমাটি থেকে তাদের  
যেন) বের করে না দেয়, (হাঁ) যদি তারা নিজেরাই  
বের হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে কোনো  
ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে কোনো সম্মানজনক ব্যবস্থা করে  
নেয়; তাহলে এ জন্যে তোমাদের ওপর কোনো দোষ  
পড়বে না; আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞ  
কুশলীও!

وَلِلَّهِ طَلَقْتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى  
الْمُتَقِينَ ④

২৪১. তালাকথাগুলি মহিলাদের জন্যে ন্যায়সংগত  
ভরণ পোষণ পাবার অধিকার থাকবে; যারা তাকওয়া  
অবলম্বন করে এটা তাদের ওপর (স্ত্রীদের) অধিকার।

كَنْ لَكَ يَمِينُ اللَّهِ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ ④

২৪২. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলো  
তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, আশা করা  
যায় তোমরা অনুধাবন করবে।

الْمَرْتَأَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
وَهُمُ الْوَفُ حَدَّ رَأْلَوْبِ فَقَالَ لَهُمْ  
اللَّهُمَّ مُوتُوا قَتْ شَرَّ أَحْيَا هُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو  
فَضْلِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَشْكُرُونَ ④

২৪৩. তুমি কি (তাদের পরিণতি) দেখোনি যারা মৃত্যুর  
ভয়ে নিজেদের ভিটোমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো,  
অথচ তারা (সংখ্যায়) ছিলো হাজার হাজার, (এ  
কাপুরযোচিত আচরণের জন্যে) আল্লাহ তায়ালা  
তাদের বললেন, তোমরা নিপাত হয়ে যাও। এরপর  
তিনি তাদের পুনরায় জীবন দান করলেন; আল্লাহ  
তায়ালা মানুষদের ওপর (সর্বদাই) অনুগ্রহশীল; কিন্তু  
মানুষদের অধিকাংশই (এ জন্যে আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা  
আদায় করে না।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ④

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো এবং ভালো  
করে জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (সবকিছু)  
শোনেন, তিনি (সব কিছু) জানেন।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
فَيَضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْقِطُ وَإِلَيْهِ تَرْجُونَ ④

২৪৫. কে (এমন) আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ  
দেবে, (যে কেউই আল্লাহকে ঋণ দেবে সে যেন  
জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা (ঋণের) সে (অংক)টি  
তার জন্যে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা  
(কাউকে) ধনী (আবার কাউকে) গরীব করেন, (আর)  
তোমাদের (ধনী গরীব) সবাইকে তো একদিন তাঁর  
কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

২৪৬. তুমি কি মূসার পর বনী ইসরাইল দলের কাছে ।  
 (পাঠানো তাদের) কতিপয় নেতাকে দেখানি? যখন  
 তারা তাদের নবীর কাছে বলেছিলো, আমাদের জন্যে  
 একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যেন (তার সাথে  
 মিলে) আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি;  
 (আল্লাহর) সে (নবী তাদের) বললো, তোমাদের  
 অবস্থা আগের লোকদের মতো এমন হবে না তো যে-  
 আল্লাহ তায়ালা তোমাদের লড়াইর আদেশ দেবেন  
 এবং তোমরা লড়াই করবে না, তারা বললো, আমরা  
 কেন আল্লাহর পথে লড়বো না, (বিশেষ করে যখন)  
 আমাদেরকে আমাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করে  
 দেয়া হয়েছে, আমাদের ছেলে যেয়েদের কাছ থেকে  
 (আমাদের বিছিনা করে দেয়া হয়েছে), অতপর যখন  
 (সত্যি সত্যিই) তাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলো,  
 তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় (সাহসী) বান্দা ছাড়া  
 অধিকাংশই (সেদিন) যয়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলো;  
 আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

১৫৬  
بِالظَّلَمِينَ

২৪৭. তাদের নবী তাদের বললো, নিসদ্দেহে আল্লাহ  
 তায়ালা তালুতকে তোমাদের ওপর বাদশাহ (নিযুক্ত)  
 করে পাঠিয়েছেন; (এ কথা শুনে) তারা বললো, তার  
 কি অধিকার আছে আমাদের ওপর রাজত্ব করার?  
 বাদশাহীর অধিকার (বরং) তার চাহিতে আমাদেরই  
 বেশী, (তাছাড়া) অর্থ প্রাচুর্যও তাকে কখনো বেশী  
 দেয়া হয়নি; (আল্লাহর) নবী বললো, তোমাদের ওপর  
 (বাদশাহ হিসেবে) আল্লাহ তায়ালা তাকে বাছাই  
 করেছেন এবং (এ জন্যে) তার শারীরিক যোগ্যতা  
 ও জ্ঞান (প্রতিভা) বাড়িয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা  
 যাকে চান তাকেই তাঁর রাজক্ষমতা দান করেন;  
 আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও মহাবিজ্ঞ।

১৫৭  
وَالْهَدِيَّ

২৪৮. তাদের নবী তাদের বললো, অবশ্যই তার  
 বাদশাহীর কিছু চিহ্ন (থাকবে এবং তা) হচ্ছে, সে  
 তোমাদের সামনে (বনী ইসরাইলীদের হারানো)  
 সিন্দুকটি এনে হায়ির করবে, এতে তোমাদের জন্যে  
 তোমাদের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশাস্তির  
 বিষয় মজুদ থাকবে, (তাছাড়া) এ সিন্দুকে মূসা  
 ও হারনের পরিবার পরিজনের কিছু রেখে যাওয়া  
 (জিনিসপত্রও) থাকবে, (আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে  
 তাঁর) ফেরেশতারা এ সিন্দুক তোমাদের জন্যে বহন  
 করে আনবে, যদি তোমরা ঈমান আনো তাহলে  
 (তোমরা দেখবে), এতে তোমাদের জন্যে (অনেক)  
 নির্দর্শন রয়েছে।

১৫৮  
وَالْهَدِيَّ

১৫৯  
ذَلِكَ لَا يَأْتِي لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

২৪৯. (রাজত্ব পেয়ে) তালুত যখন নিজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলো, তখন সে (তার লোকদের) বললো, আল্লাহ তায়ালা বর্ণ (-র পানি) দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এ থেকে কোনো পানি পান করে তাহলে সে আর আমার দলভুক্ত থাকবে না, আর যে ব্যক্তি তা থাবে না সে অবশ্যই আমার দলভুক্ত থাকবে, তবে কেউ যদি তার হাত দিয়ে সামান্য এক আঁজলা (পানি পান করে) নেয় তা ভিন্ন কথা, অতপর (সেখানে গিয়ে) হাতেগোনা কয়জন লোক ছাড়া আর সবাই তৃষ্ণিভরে পানি পান করে নিলো; এ কয়জন লোক- যারা তার কথায় তার সাথে ঈমান এনেছিলো, তারা এবং তালুত যখন নদী পার হয়ে এগিয়ে গেলো, তখন তারা (নিজেদের দীনতা দেখে) বলে উঠলো, হে আল্লাহ, আজ জালুত এবং তার বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই; (তাদেরই সাথী বন্ধু) যারা জানতো তাদের আল্লাহর সামনে হায়ির হতে হবে, তারা বললো, (ইতিহাসে এমন) অনেকবারই দেখা গেছে, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল বাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

২৫০. তারপর (যখন) সে তার সৈন্য নিয়ে জালুতের (মোকাবেলা করার) জন্যে দাঁড়ালো, তখন তারা (আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে) বললো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের সবারের তাওয়াকীক দান করো, দুশ্মনের মোকাবেলায় আমাদের কদমগুলোকে দৃঢ় রাখো এবং অবিশ্বাসী কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো;

২৫১. অতপর তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পর্যন্ত করে দিলো এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করলেন এবং তাকে (রাজত্বের) কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং তিনি তাকে নিজ ইচ্ছামতো আরো (বহু) বিষয়ের জ্ঞান দান করেন; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি (যুগে যুগে) একদল লোককে দিয়ে আরেকদল লোককে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে এই ভূখণ্ড ফেতনা ফাসাদে ভরে যেতো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের ওপর বড়োই অনুগ্রহশীল!

২৫২. এসব ঘটনা আল্লাহর এক একটা নির্দর্শন, যা যথাযথভাবে আমিই তোমাকে শুনিয়েছি, তুমি অবশ্যই আমার পাঠানো রসূলদের একজন!

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتْ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيٌّ كُلَّ بَنْهِ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيِسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَ غَرْفَةً بِيَهٖ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَوْهُ هُوَ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا إِلَيْهِ بِجَالُوتْ وَجِنُودِهِ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا إِلَيْهِ كُمْ مِنْ فَئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ⑤

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتْ وَجِنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صِرَاطًا وَتَبِعْتَ أَقْدَامَنَا وَأَنْصَرْنَا فِي الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ⑥

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَتَلَ دَاؤِدْ جَالُوتَ وَأَقْسَمَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِيهِمْ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ ⑦

تَلَكَ أَيْتُ اللَّهُ نَتَلَوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ ⑧

**٢١** تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ

٢٥٣. এই নবী রসূলদের কাউকে আমি কারো ওপর  
বেশী মর্যাদা দান করেছি। এদের মধ্যে (কেউ) এমনও  
ছিলো যার সাথে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন তাদের  
কারো মর্যাদা তিনি (অন্যভাবে) বাড়িয়ে দিয়েছেন;  
আমি মারাইয়ামের ছেলে ঈসাকে (কতিপয়) উজ্জ্বল  
নিদর্শন দিয়েছিলাম, অতপর পবিত্র রূহের মাধ্যমে আমি  
তাকে সাহায্য করেছি; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের  
(আগমনের) পর যাদের কাছে এসব উজ্জ্বল নিদর্শন  
এসেছে, তারা কখনো মারামারিতে লিপ্ত হতো না, কিন্তু  
(রসূলদের পর) তারা (দলে উপদলে) বিভক্ত হয়ে  
গেলো, অতপর তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনলো  
আবার তাদের কিছু লোক কুফরী করলো, (অর্থে)  
আল্লাহ তায়ালা চাইলে এরা কেউই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত  
হতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি  
ইচ্ছা করেন।

آيٰ ایها الٰٰ نبِین اُمّنوا آنفقوا مٰی رَّزْقِکم مِّنْ  
 قَبْلٍ أَنْ يَاتِیَ يَوْمًا لَّابِعٍ فِیهِ وَلَا خَلْةَ  
 وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكُفَّارُ هُمُ الظَّالِمُونَ

اللَّهُ أَكْبَرُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا  
تَأْخُلْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَنْهُ  
إِلَّا بِأَذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا  
خَلَفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا  
بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمْ وَهُوَ عَلَىٰ الْعَظِيمِ

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قُلْ قُلْ تَبَيَّنِ الرُّشْدُ  
مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُورَةِ  
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَةِ  
الْوَثْقَى لَا أَنْفَصَّا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

২৫৬. (আল্লাহর) দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, (কেননা) সত্য (এখানে) মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, অতপর কোনো ব্যক্তি যদি বাতিল (মাতাদর্শ)-কে অঙ্গীকার করে এবং আল্লাহর (দেয়া জীবনাদর্শের) ওপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাবার নয়; আল্লাহ তায়ালা (সব) শোনেন (এবং সব) জানেন।

২৫৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের সাহায্যকারী (বন্ধু), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, তিনি তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকারসমূহ থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনেন, (অপরদিকে) যারা (আল্লাহকে) অঙ্গীকার করে, বাতিল (শক্তিসমূহ)-ই হয় তাদের সাহায্যকারী, তারা তাদের (ধীনের) আলো থেকে (কুফরীর) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়; এরাই হচ্ছে জাহানামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

২৫৮. তুম কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখোনি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়ায়) রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়ার পর সে ইবরাহীমের সাথে স্বার্থ মালিকের ব্যাপারেই বিতর্কে লিঙ্গ হলো, (বিতর্কের এক পর্যায়ে) ইবরাহীম বললো, আমার রব, যিনি (সৃষ্টিকুলকে) জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, সে (দাঙ্গিক শাসক) বললো, জীবন মৃত্যু তো আমি দেই, ইবরাহীম বললো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পূর্ব দিক থেকে (প্রতিদিন) সূর্যের উদয়ন ঘটান, (একবার) তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে বের করে দেখাও তো! (এতে সত্য) অঙ্গীকারকারী ব্যক্তিটি হতভম্ব হয়ে গেলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যালেম জাতিকে কখনো পথের দিশা দেন না।

২৫৯. অথবা (ঘটনাটি) কি সে ব্যক্তির মতো- যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে গেলো, (সে দেখলো) তা আপনি অস্তিত্বের ওপর (বিধৃষ্ট হয়ে) মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, (তখন) সে ব্যক্তি বললো, এ (মৃত জনপদ)-কে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা আবার পুনর্জীবন দান করবেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা (সত্যি সত্ত্বেই) তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং (ভাবেই তাকে) একশ বছর মৃত (ফেলে) রাখলেন, এরপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন; এবার জিজেস করলেন, (বলতে পারো) তুমি কতোকাল (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছো? সে বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ আমি (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছি, আল্লাহ তায়ালা বললেন; বরং এমনি অবস্থায় তুমি একশ বছর কাটিয়ে দিয়েছো, তাকিয়ে দেখো তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে, (দেখবে) তা বিন্দুমাত্রও পচেনি, তোমার গাধাটির দিকেও দেখো, (তাও একই অবস্থায় আছে, আমি এসব এ জন্যেই দেখালাম), যেন আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে (পরকালীন জীবনের) একটি (জীবন্ত) প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, এ (মৃত জীবের) হাত পাঁজরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, আমি কিভাবে তা একটার সাথে আরেকটার জোড়ালাগিয়ে (নতুন জীবের) দিয়েছি, অতপর কিভাবে তাকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দিয়েছি, এ বিষয়টি যখন তার কাছে পরিক্ষার হয়ে গেলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

الله وَلِ الَّذِينَ أَمْنَوْا يُخْرِجُهُمْ مِنِ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِمُ الْطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُمْ مِنِ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٩﴾

৩৪  
ৰুক্মি

الْمَرْتَأَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتِهِ اللَّهُ الْمَلَكُ مَا ذَاقَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يُحِبُّ وَيُمِيَّتْ قَالَ أَنَا أَحِي وَأَمِيَّتْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَبْتَ بِهَا مِنَ الْمَقْرِبِ فَبَهَتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهِيءِ إِلَيْهِمْ إِلَّا القَوْمُ الظَّلَمُونَ ﴿١٠﴾

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَّةٍ وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى عِرْوَشَهَا قَالَ أَنِّي يُحِبُّ هُنَّةَ اللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةً عَامًا تِّرْ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثَتْ قَالَ لَبِثَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا قَالَ بَلْ لَبِثَتْ مائَةً عَامًا فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتِسْنِهِ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلَنْجَعَلَكَ أَيْدِي لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرْهَا شَرِّ نَكْسَوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ ﴿١١﴾

২৬০. (স্বরণ করো), যখন ইবরাহীম বললো, হে রব, মৃতকে তুমি কিভাবে (পুনরায়) জীবন দাও তা আমাকে একটু দেখিয়ে দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন, কেন-তুমি কি (না দেখে) বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম বললো, হা (প্রভু, আমি বিশ্বাস করি), কিন্তু (এর দ্বারা) আমার মন একটু সান্ত্বনা পাবে (এই যা)। আল্লাহ তায়ালা বললেন তুমি (বরং) চারটি পাখী ধরে আনো, অতপর (আস্তে আস্তে) এ পাখীগুলোকে তোমার কাছে পোষ মানিয়ে নাও (যাতে ওরা তোমার কাছে পরিচিত হয়ে যায়), তারপর (তাদের কয়েক টুকরায় ভাগ করে), তাদের (কাটা) এক একটি টুকরো এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে এসো, অতপর তুম ওদের (সবার নাম ধরে) ডাকো, (দেখিবে জীবন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে) ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে; তুম জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

وَإِذْ قَالَ أَبْرَهِمُ رَبِّيْ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ  
الْمَوْتَىٰ ۝ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ ۝ قَالَ بَلِيْ  
وَلِكِنْ لِيَطِئُنِيْ قَلْبِيْ ۝ قَالَ فَخُلِّ أَرْبَعَةَ  
مِنَ الطِّيرِ فَصَرَهُنِيْ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلُ عَلَىِ  
كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنْ جَزْءًا ثُمَّ أَدْعُنَ يَا تِينَكَ  
سَعِيًّا ۝ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
◎

২৬১. যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বের়লো, এর প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ করে শস্য দানা; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তার জন্যে (এটাকে) বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ তায়ালা অনেক প্রশংসন, অনেক বিজ্ঞ।

مَثْلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ كَمَثْلٍ حَبَةٌ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي  
كُلِّ سَنَبَلَةٍ مَائَةً حَبَّةً ۝ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنِ  
يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ  
◎

২৬২. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং যা কিছু ব্যয় করে তা প্রাচার করে বেড়ায় না, প্রতিদান চেয়ে (কাউকে) কষ্ট দেয় না, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে পুরকার (সংরক্ষিত) রয়েছে, (শেষ বিচারের দিন) এদের কোনো ভয় নেই, তারা (সেদিন) দুর্ঘিতাগ্রস্তও হবে না।

الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ثُمَّ لَا يَتَبَعُونَ مَا آنْفَقُوا مَنَا وَلَا أَذْى  
لَهُ أَجْرٌ هُمْ عَنِ رِبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  
◎

২৬৩. সুন্দর কথা বলা এবং ক্ষমা করে দেয়া সেই দানের চাইতে অনেক ভালো, যে দানের পরিণামে কষ্টই আসে; আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেঞ্চী নন, তিনি পরম ধৈর্যশীল।

قُولَّ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلْقَةٍ  
يَتَّبِعُهَا أَذْىٰ ۝ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ  
◎

২৬৪. হে ঈমানদারো, তোমরা খোঁটা দিয়ে এবং (অনুগ্রহীত ব্যক্তিকে) কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান সদকা বরবাদ করে দিয়ো না— ঠিক সেই (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশেই দান করে, সে আল্লাহ তায়ালা ও পরকালে (কিছু পাওয়ার ওপর) বিশ্বাস করে না; তার (দানের) উদাহরণ হচ্ছে, যেন একটি মস্ত শিলাখণ্ডের ওপর কিছু মাটি, স্থখনে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো, অতপর পাথর শক্ত হয়েই পড়ে থাকলো; (দান খয়রাত করে) তারা যা কিছু অর্জন করলো তার থেকে তারা কিছুই (সংগ্রহ) করতে পারলো না,

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَبْطِلُوا صَلْقَةٍ  
بِالْمِنِ ۝ وَالَّذِي لَكَالِنِيْ يَنْفَقُ مَا لَدَ رَئَاءَ  
النَّاسِ ۝ وَلَا يُؤْمِنُ بِاَسَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ فَمِثْلَهُ  
كَمَثْلِ صَفَوَانِ عَلَيْهِ تَرَابٌ ۝ فَأَصَابَهُ وَأَبْلَى  
فَتَرَكَهُ صَلَدًا ۝ لَا يَقِنُ رُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبَوْا  
◎

আর যারা (আল্লাহকে) বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা  
তাদের কথনে সঠিক পথ দেখান না।

وَلَمْ يَأْتِهِمْ بِالْقَوْمِ الْكُفَّارِ ﴿٤﴾

২৬৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বষ্টি এবং  
নিজেদের মানসিক অবস্থাকে (আল্লাহর পথে) সুন্দৃ রাখার  
জন্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ  
হচ্ছে, যেন তা কোনো উঁচু পাহাড়ের উপত্যকায় একটি  
(সজ্জিত) ফসলের বাগান, যদি সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত  
হয় তাহলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, আর তা  
না হলেও শিশির বিন্দুগুলোই (ফসলের জন্য) যথেষ্ট হয়,  
আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই পর্যবেক্ষণ করেন তোমরা কে  
কি কাজ করো।

وَمَثْلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمَوَالَهُمْ أَبْغَافُ  
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيَّاً مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثْلِ  
جَنَّةٍ يَرْبُوَةٍ أَصَابَهَا وَأَبْلَى فَاتَّ أَكْلَهَا  
ضَعَقَيْنِ ﴿٥﴾ فَإِنَّ لَمْ يَصِبْهَا وَأَبْلَى فَطَلَّ وَاللهِ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦﴾

২৬৬. তোমাদের কেউকি চাইবে যে, তার কাছে (সুন্দর)  
একটি বাগান থাকুক, যাতে খেজুর ও আংগুর থাকবে,  
তার তলদেশ দিয়ে আবার প্রবাহমান থাকবে কতিপয়  
ঝর্ণাধারা, সেখানে আরো থাকবে সব ধরনের ফলমূল,  
আর (এগুলো ভোগ করার আগেই) বাগানের মালিক  
বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে এবং তার কিছু দুর্বল স্তন  
থাকবে, (এ অবস্থায় হঠাৎ করে) আগুনের এক ঘৃণ্ঘাবায়ু  
এসে তার সব (স্বপ্ন) জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে; এভাবেই  
আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দশনগুলো তোমাদের জন্যে  
সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা (এসব বিষয়  
নিয়ে) চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

أَيُّودُ أَحَدًا كَمَنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخْيَلٍ  
وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرِّ «وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ  
ذُرِّيَّةٌ ضَعَافٌ» فَأَصَابَهَا أَعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ  
فَاحْتَرَقَتْ كَلَّ لَكَ يَبْيَنَ اللَّهُ لِكُمْ الْأَيْتِ  
لَعْلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٧﴾

২৬৭. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেরায় আর্জন  
করেছো, সে পরিত্র (সম্পদ) এবং যা আমি যমীনের  
ভেতর থেকে তোমাদের জন্যে বের করে এনেছি, তা  
(আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (আল্লাহর জন্যে এমন)  
খারাপ জিমিসগুলো বেছে তার থেকে ব্যয় করো না, যা  
অন্যরা তোমাদের দিলে তোমরা তা গ্রহণ করবে না,  
অবশ্য যা কিছু তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করো  
তা আলাদা, জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা (কোনো  
কিছুরই) মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসার মালিক তো  
তিনিই!

يَا يَاهَا إِلَّيْ بِنَ أَمْنَوَا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَتِ مَا  
كَسْبَتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيِّمِّمُوا الْحَبِيبَتِ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْنَ يِهِ إِلَّا أَنْ تَغْيِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنْ  
اللهُ غَنِيٌّ حَمِيلٌ ﴿٨﴾

২৬৮. (আল্লাহর পথে দান করার সময়) শয়তান  
তোমাদের অভাবে অন্টনের ভয় দেখাবে এবং (নামাবিধি)  
অশ্লীল কর্মকান্ডের আদেশ দেবে, আর আল্লাহ তায়ালা  
তোমাদের তাঁর কাছ থেকে অসীম বরকত ও ক্ষমার  
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সম্যক  
অবগত।

الشَّيْطَنُ يَعْلُمُ كُمُّ الْفَقْرِ وَيَأْمُرُ كُمُّ  
بِالْفَحْشَاءِ وَاللهِ يَعْلُمُ كُمُّ مَغْفِرَةٍ مِنْهُ  
وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴿٩﴾

২৬৯. আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে জ্ঞান কৌশল  
দান করেন, আর যে ব্যক্তিকে (আল্লাহ তায়ালার) জ্ঞান  
কৌশল দেয়া হয়েছে (সে যেনে মনে করে), তাকে  
(সত্যিকার অর্থেই) প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে, আর  
প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া (এ থেকে) অন্য কেউই শিক্ষা  
গ্রহণ করে না।

يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مِنْ يَشَاءُ وَمِنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ  
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَأْتِي كُرَّا  
أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٠﴾

وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَلَدْ رَقْمَ مِنْ نَلَدِ  
 (খরচ করার) মানত করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা  
 জানেন; যালেমদের কোনোই সাহায্য করী নেই।

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ⑥

২৭১. তোমরা যদি (তোমাদের) দানকে প্রকাশ করো-  
 ভালো কথা (তাতে কোনো দোষ নেই), তবে যদি  
 তোমরা তা গোপন রাখো এবং (চুপে চুপেই) তা  
 অসহায়দের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্যে বেশী  
 উন্নত; (এ দানের কারণে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের  
 বহুবিধ গুনাহ খাতা মুছে দেবেন, আর তোমরা যাই  
 করোনা কেন, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ওয়াকেফহাল  
 রয়েছেন।

২৭২. (যারা তোমার কথা শোনে না,) তাদের  
 হেদোয়াতের দায়িত্ব তোমার ওপর নয়, তবে আল্লাহ  
 তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই সঠিক পথ দেখান,  
 তোমরা যা দান সদকা করো (তা) তোমাদের জন্যেই  
 (কল্যাণকর, কারণ) তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টি  
 অর্জনের জন্যেই খরচ করো; (তোমরা আজ) যা কিছু  
 দান করবে (আগামীকাল) তার পুরোপুরি বিনিয়য়  
 তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তোমাদের  
 ওপর কোনো রকম ঘৃণুম করা হবেনা।

২৭৩. (দান সদকা তো এমন) কিছু গরীবদের জন্যে,  
 যাদের আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপ্ত করে রাখা  
 হয়েছে যে, তারা (নিজেদের রেখেকের জন্যে) যমীনের  
 বুকে চেষ্টা সাধনা করতে পারে না, আত্মসম্মানবোধের  
 কারণে এরা কিছু চায় না বলে অঙ্গ (মূর্খ) লোক এদের  
 মনে করে এরা (বুঝি আসলেই) সচ্ছল, কিন্তু এদের  
 (বাহ্যিক) চেহারা দেখেই তুম এদের (সঠিক অবস্থা)  
 বুঝে নিতে পারো, এরা মানুষদের কাছ থেকে কাকুতি  
 মিনতি করে ভিক্ষা করতে পারে না; তোমরা যা কিছুই  
 খরচ করবে আল্লাহ তায়ালা তার (যথার্থ) বিনিয়য়  
 দেবেন, অবশ্যই তিনি সব কিছু জানেন।

২৭৪. যারা দিন রাত গোপনে প্রাকাশে নিজেদের মাল  
 সম্পদ ব্যয় করে, তাদের মালিকের দরবারে তাদের  
 এ দানের প্রতিফল (সুরক্ষিত) রয়েছে, তাদের ওপর  
 কোনো রকম ভয় ভীতি থাকবে না, তারা (সেদিন)  
 চিত্তিত ও হবেনা।

২৭৫. যারা সূদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে  
 পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে  
 ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরিশ দিয়ে  
 (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাছ্ছন করে রেখেছে;  
 এটা এ জন্যে যে, এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো  
 সূদের মতোই (একটা কারবারের নাম, অথচ)

انْ تُبْدِيَ الْمَدْنَقَاتِ فَنَعِمَّا هِيَ وَانْ  
 تُخْفِيْهَا وَتُؤْتِهَا الْفَقَرَاءَ  
 فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفِيْ عَنْكُمْ مِنْ  
 سِيَّاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑦

لَيْسَ عَلَيْكَ هُنْ هُمْ وَلِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِي  
 مِنْ يَشَاءُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسُكُمْ  
 وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا بِتَغْيَيْرِ  
 تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفِيْ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ  
 تَظْلِيْعُونَ ⑧

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ ذِيْكَسْبِهِ  
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعْفَفِ تَعْرِفُهُمْ  
 بِسِيمَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ أَحَافَا وَمَا  
 تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ⑨

أَلَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
 سَرَّاً وَعَلَانِيَةً فَلَمْ يَرْجِعُوا مِنْ رِبَّهُمْ  
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑩

أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا  
 يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمِسْ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَا

আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার (যার) কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সূদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌছেছে, সে সূদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, আগে (এ আদেশ আসা পর্যন্ত) যা হয়েছে তা তো তার জন্যে (অতিবাহিত হয়েই গেছে), সে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের ওপর; কিন্তু যে ব্যক্তি (এই আদেশের পরও আবার সূদী কারবারে) ফিরে আসবে, তারা অবশ্যই জাহান্মারে অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

وَأَهْلُ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبُّوا فَمِنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَمْ  
مَاسَلَفْ وَأَمْرَةً إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَلِونَ ১৭৩

২৭৬. আল্লাহ তায়ালা সূদ নিচিহ্ন করেন, আর দান সদকাকে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ তায়ালা (তাঁর নেয়ামতের) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কথনে পছন্দ করেন না।

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُّوا وَيَرْبِسِ الْصَّدَقَتِ  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثْيَمِ ১৭৪

২৭৭. অবশ্যই যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে যথার্থ প্রতিদান রয়েছে, তাদের ওপর কোনো ভয় থাকবে না, তারা (সেদিন) চিন্তিতও হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكُوَةَ لَهُمْ أَجْرٌ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ১৭৫

২৭৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সূদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, (তোমাদের কাছে) আগের সূদী (কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা ঈমানদার হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
مِنَ الرِّبُّوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ১৭৬

২৭৯. আর যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে অতপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (যোগ্য থাকবে), যদি তোমরা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে, তোমরা অন্যের ওপর যুলুম করো না, তোমাদের ওপর অতপর কোনো যুলুম করা হবে না।

فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا فَآذِنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتَمِرْ فَلَكُمْ رِءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ১৭৭

২৮০. সে (খাগভাইতা) ব্যক্তিটি কথনে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে (তার ওপর চাপ দিয়ো না, বরং) তার সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও; আর যদি তা মাফ করে দাও, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম কাজ—যদি তোমরা জানো!

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسِرَةٍ  
وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلِمُونَ ১৭৮

২৮১. সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের প্রতি আল্লাহকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, অতপর সেদিন প্রত্যেকটি মানুষকে (তার) কামাইর ফলাফল দিয়ে দেয়া হবে, তাদের ওপর কোনো ধরনের যুলুম করা হবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ  
ثُمَّ تَوْفِيقُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ  
لَا يَظْلِمُونَ ১৭৯

২৮২. হে ইমান্দার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে খাপের চুক্তি করো, তখন তা লিখে রাখো; তোমাদের মধ্যকার যে কোনো একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (এ চুক্তিনামা) লিখে দেবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা লেখা শিখিয়েছেন সে যেন কথনো লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়, (লেখার সময়) ঝণগহীতা (লেখককে) বলে দেবে কি (কি শর্ত সেখানে) লিখতে হবে, তাকে অবশ্যই তার রবকে ভয় করা উচিত, (চুক্তিনামা লেখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে) তার কিছুই যেন বাদ না পড়ে; যদি সে খণ্ড গহীতা অঙ্গ মূর্খ এবং (সামাজিক দিক থেকে) দুর্বল হয়, অথবা (চুক্তিনামার শর্ত বলে দেয়ার) ক্ষমতাই তার না থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো অভিভাবক ন্যায়ানুগ পস্তায় বলে দেবে—কি কি কথা (চুক্তিতে) লিখতে হবে; (তদ্পরি) তোমাদের মধ্য থেকে দুই জন পুরুষকে (এ চুক্তিপত্রে) সাক্ষী বানিয়ে নিয়ো, যদি দুই জন পুরুষ (একত্রে) না থাকে তাহলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা (সাক্ষী হবে), যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তাকে শ্঵রণ করিয়ে দিতে পারে; এমন সব লোকদের মধ্য থেকে সাক্ষী নিতে হবে যাদের উভয় পক্ষই পছন্দ করবে, (সাক্ষীদের) যখন (সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে) ডাকা হবে তখন তারা তা অঙ্গীকার করবে না; (লেনদেনের) পরিমাণ ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক, তার দিনক্ষণসহ (লিখে রাখতে) অবহেলা করো না; এটা আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অধিক ম্যবুত (ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত) এবং (পরবর্তীকালে) যাতে তোমরা সন্দিক্ষ না হও তার সমাধানের জন্যেও এটা নিকটতর (পস্তা), তবে যা কিছু তোমরা নগদ আদান প্রদান করো তা না লেখলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে, (দলিলের) লেখক ও (তার) সাক্ষীদের কথনো (তাদের মত বদলানোর জন্যে) কষ্ট দেয়া যাবে না; তোমরা যদি তা করো তাহলে (জনে রেখো), তা হবে একটি মারাত্মক গুনাহ, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের (সবকিছুই) শিখিয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা (সকল বিষয়) জানেন।

২৮৩. যদি তোমরা কথনো সফরে থাকো এবং (চুক্তিনামা লেখার মতো) কোনো লেখক না পাও, তাহলে কোনো জিনিস বদ্ধক রেখে তা (ঝণদাতার দখলে দিয়ে) দাও, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো বদ্ধকী জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উচিত সেই

يَا يَمِّا الَّذِي أَمْنَوْا إِذَا تَدَأْبَتْ مِنْ بَلَيْنِ  
إِلَّا أَجَلٌ مُسْمَى فَأَكْتَبُهُ وَلَيَكْتَبُ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتَبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيَكْتَبْهُ وَلَيَمْلِلْ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَقُولَّ اللَّهُ رَبِّهِ  
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ  
أَنْ يَمْلِلْ هَوْفَلِيْمِلْ وَلَيَدِهِ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدْهُ وَأَشْهِدْ بَنِيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ  
لَمْ يَكُونَا رَجَلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتِنِ مِنْ  
تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ أَهْلَهُمَا  
فَتَذَلَّ كَرَّاحِلْ بَهْمَةِ الْأَخْرَى وَلَا يَأْبَ  
الشَّهَدَاءِ إِذَا مَا دَعَوْا وَلَا تَسْئُمُوا أَنْ  
تَكْتَبُوهُ مَغْيِرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا أَجَلَهُ ذَلِكُمْ  
أَقْسَطُ عَنِ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَا  
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدْبِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
أَلَا تَكْتَبُوهَا وَأَشْهِدُهُ وَإِذَا تَبَاعِتْمَ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّ  
فَسْوَقَ بَكْرٌ وَأَتْقَوْ اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

وَإِنْ كَنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَرَتَجِدُ وَكَاتِبًا  
فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ بِعَصْكُمْ بَعْضًا  
فَلَيُؤَدِّي الَّذِي أَوْتَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَقُولَّ

আমানত যথাযথ ফেরত দেয়া এবং (আমানতের ব্যাপারে) আল্লাহর তায়ালাকে ভেষ করা, যিনি তার মালিক। তোমরা কখনো সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি তা গোপন করে সে অবশ্যই অস্তরের দিক থেকে পাপিষ্ঠ; বস্তুত আল্লাহর তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারেই সম্যক অবগত রয়েছেন।

اللَّهُ رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمَرٌ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا  
عَمِلُونَ عَلَيْهِمْ

৩১

২৮৪. আসমান যামীনে যতো কিছু আছে তা সবই আল্লাহর তায়ালার জন্যে, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর যা কিছু আছে তা যদি ইকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, আল্লাহর তায়ালা (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে এর (পুরোপুরি) হিসাব গ্রহণ করবেন; (এরপর) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন, (আবার) যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেবেন; আল্লাহর তায়ালা সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

فَلِيَر

২৮৫. (আল্লাহর) রসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তাঁর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে নাফিল করা হয়েছে, (তাঁর সাথী) মোমেনরাও ঈমান এনেছে, এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রসূলদের ওপর। (তারা বলে), আমরা তার নবী রসূলদের কারো মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করিন; তারা বলে, আমরা (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনে নিয়েছি, হে আমাদের রব, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছেই হচ্ছে স্বার ফিরে যাওয়ার জায়গা।

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ  
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمُلِئَتْهُ  
وَكُتُبَهُ وَرَسِيلَهُ تَلَاقَ نَفْرَقٍ بَيْنَ أَهْلِ مِنْ  
رَسِيلِهِ تَقْ وَقَالُوا سَيِّعْنَا وَآطَعْنَا غَفَرَانَكَ  
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ

৩২

২৮৬. আল্লাহর তায়ালা কাউকেই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে ততেকুকুই বিনিময় রয়েছে যতোকু সে (এ দুনিয়ায়) অর্জন করবে, আবার সে যতেকুকু (মন্দ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে তার ওপর তার (ততেকুকু শাস্তিই) পতিত হবে; (অতএব, হে মোমেন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দোয়া করো,) হে আমাদের রব, আমরা যদি কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো গুনাহ করে ফেলি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের রব, আমাদের পূর্ববর্তী (জাতিদের) ওপর যে ধরনের বোৰা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না, হে আমাদের রব, যে বোৰা বইবার সামর্থ আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো। তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের ওপর তুমি দয়া করো। তুমই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বস্তু, অতপর কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সহায় করো।

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا سَعَاهَا لَهَا مَا  
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا  
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا  
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا  
لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِلْنَا مَا  
وَارَحَمْنَا شَأْنَتْ مَوْلَنَا فَانْصَرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكُفَّارِ

৩৩

১. আলিফ লা-ম মীম।

المر<sup>③</sup>২. মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাঝুদ  
নেই, (তিনি) চিরঝীব, (তিনি) চিরস্থায়ী।اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُ<sup>④</sup>৩. তিনি সত্য (ধীন) সহকারে তোমার ওপর কিতাব  
নাখিল করেছেন, যা তোমার আগে নাখিল করা অন্যান্য  
কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে। তিনি তাওরাত ও  
ইনজীল নাখিল করেছেন;نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مَصِّدَّقًا لِمَا بَيْنَ  
يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرِيقَةَ وَالْإِنْجِيلَ<sup>⑤</sup>৪. মানব জাতিকে (সঠিক) পথ প্রদর্শনের জন্যে  
ইতিপূর্বে (আল্লাহ তায়ালা আরো কিতাব নাখিল  
করেছেন), তিনি (হক ও বাতিলের মধ্যে) ফয়সালা  
করার মানদণ্ড (হিসেবে কোরআন) অবরুদ্ধ করেছেন;  
অবশ্যই যারা আল্লাহ তায়ালার নির্দর্শনসমূহকে অস্বীকার  
করবে, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে; আল্লাহ  
তায়ালা অসীম ক্ষমতার মালিক, তিনি চরম প্রতিশেধ  
গ্রহণকারী ও বটে!مِنْ قَبْلِ هُنَّى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفِرْقَانَ  
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَلَىٰ  
شِلِّ يَنِ<sup>⑥</sup> وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ<sup>⑦</sup>৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (মহান) তাঁর কাছে আসমান  
ও ভূখণ্ডের কোনো তথ্যই গোপন নেই।إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فِي السَّمَاءِ<sup>⑧</sup>৬. তিনি সেই মহান সত্তা যিনি (মায়ের পেটে কিংবা)  
শুক্রকীটে (থাকতেই) তাঁর ইচ্ছামতো তোমাদের  
আকৃতি গঠন করেছেন; তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাঝুদ  
নেই, তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এবং প্রবল প্রজ্ঞাময়।هُوَ الَّذِي يَصُورُ كُمِّ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ  
يَشَاءُ<sup>⑨</sup> لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ<sup>⑩</sup>৭. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমার ওপর কিতাব  
নাখিল করেছেন। (এই কিতাবে দু'ধরনের আয়াত  
রয়েছে), এর কিছু হচ্ছে (সুস্পষ্ট) দ্ব্যর্থহীন আয়াত,  
সেগুলোই হচ্ছে কিতাবের মৌলিক অংশ, (এ ছাড়া)  
বাকী আয়াতগুলো হচ্ছে রূপক (বর্ণনায় বর্ণিত, মানুষের  
মাঝে) যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা (এগুলোকে  
কেন্দ্র করেই নানা ধরনের) ফেতনা ফাসাদ (সৃষ্টি করে)  
এবং (আল্লাহর কিতাবের অপ-) ব্যাখ্যা করার উদ্দেশে  
এসব (রূপক) আয়াত থেকে কিছু অংশের তারা অনুসরণ  
করে, (মূলত) এসব (রূপক) বিষয়ের ব্যাখ্যা আল্লাহ  
তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না। (এ কারণেই)  
যাদের মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা আছে তারা (এসব আয়াত  
সম্পর্কে) বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, এগুলো  
সবই তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এসেছে, সত্য  
কথা হচ্ছে, আল্লাহর হেদয়াতে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই  
কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  
إِنَّ مَحْكَمَتَهُ<sup>۱۱</sup> مِنْ ۲۲ الْكِتَبِ وَآخَرَ  
مَتَّسِبَهُ<sup>۱۲</sup> فَإِنَّمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَازِغُ  
فَيَتَبَعِّونَ<sup>۱۳</sup> مَا تَشَابَهَ مِنْهُ أَبْتِغَاءَ<sup>۱۴</sup> الْفَتْنَةِ  
وَابْتِغَاءَ<sup>۱۵</sup> تَأْوِيلِهِ<sup>۱۶</sup> وَمَا يَعْلَمُ<sup>۱۷</sup> تَأْوِيلَهِ إِلَّا  
اللّٰهُ<sup>۱۸</sup> وَالرِّسُوْلُونَ<sup>۱۹</sup> فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ<sup>۲۰</sup>  
أَمَّا بِهِ<sup>۲۱</sup> كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا<sup>۲۲</sup> وَمَا يَأْنِي<sup>۲۳</sup> كَرِ  
إِلَّا أُولُو<sup>۲۴</sup> الْأَلْبَابِ<sup>۲۵</sup><sup>⑪</sup>

৮. (তারা আরো বলে,) হে আমাদের রব, (একবার যখন) তুমি আমাদের (সঠিক) পথের দিশা দিয়েছো, (তখন তুমি আর) আমাদের মনকে বাঁকা করে দিয়ো না, একস্ত তোমার কাছ থেকে তুমি আমাদের প্রতি দয়া করো, কেননা যাবতীয় দয়ার মালিক তো তুমই।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا  
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  
الْوَهَابُ ④

৯. হে আমাদের রব, তুমি অবশ্যই সমগ্র মানব জাতিকে একদিন (তোমার কাছে) একত্রিত করবে, এতে কোনো রকম সন্দেহ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা ভংগ করেন না।

رَبَّنَا أَنْتَ جَامِعُ النَّاسِ لَيْوَمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑤

১০. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্ত্রীকার করেছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর (আয়াব) থেকে (তাদের বাঁচানোর ব্যাপারে) কখনোই কোনো উপকার করবে না, তারাই হবে জাহানামের ইন্দ্রন।

أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ  
آمَوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا  
وَأَوْلَئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ⑥

১১. (তাদের পরিণতি হবে) ফেরাউন ও তাদের পূর্ববর্তী (না-ফরমান) জাতিসমূহের মতো; তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছিলো, অতপর তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের (শক্ত করে) পাকড়াও করলেন; (বস্তুত) শাস্তি প্রয়োগে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর।

كَدَأَبِ الْفِرْعَوْنَ وَاللَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِاِيْتَنَا فَاخْلَهُمُ اللَّهُ  
بِنْ نُؤْبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑦

১২. (হে নবী,) কাফেরদের তুমি বলে দাও, অচিরেই তোমরা (এ দুনিয়ায় লাঞ্ছিত) পরাজিত হবে এবং (পরকালে) তোমাদের জাহানামের কাছে জড়ো করা হবে; (আর জাহানাম!) কতো নিকৃষ্ট অবস্থান!

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتَغْلِبُونَ وَتُحَشَّرُونَ  
إِلَى جَهَنَّمَ وَبَئْسَ الْمِهَادُ ⑧

১৩. সে দল দু'টোর মধ্যে তোমাদের জন্যে (শিক্ষণীয়) কিছু নির্দর্শন (মজুদ) ছিলো, যারা (বদরের) সম্মুখসমরে একে অপরের সামনাসামনি হয়েছিলো; (এদের মধ্যে) এক বাহিনী লড়ছিলো আল্লাহর (বিনের) পথে, আর অপর বাহিনীটি ছিলো কাফেরদের, তারা চর্মচক্ষ দিয়ে তাদের (প্রতিপক্ষকে) তাদের দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সাহায্য (ও বিজয় দান) করলেন; এ (সব ঘটনার) মাঝে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্যে অনেক কিছু শেখার আছে।

قُلْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيِنِ التَّقْتَاتِ  
فَئَةٌ تُقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخِرَى كَافِرَةٌ  
بِرُونَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ  
يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَعْبَةً لِأَوْلَى الْأَبْصَارِ ⑨

১৪. নারী জাতির প্রতি ভালোবাসা, সন্তান সন্ততি, কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা রূপা, পছন্দসই ঘোড়া, গৃহপালিত জন্তু ও যামীনের ফসলকে (সব সময়ই) মানব সন্তানের জন্যে লোভনীয় করে রাখা হয়েছে; (আসলে) এ সব হচ্ছে পার্থিব জীবনের কিছু ভোগের সামগ্ৰী (মাত্র! স্থায়ী জীবনের) উৎকৃষ্ট আশ্রয় তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে।

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهْوَتِ مِنَ النَّسَاءِ  
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَقْنَطَرَةِ مِنَ  
النَّهِيِّ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الَّذِيَا وَاللَّهُ عَنْهُ حَسِنُ الْمَأْبِ ⑩

১৫. (হেনবী), তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এগুলোর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো বস্তুর কথা বলবো? (হ্যা, সে উৎকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে) তাদের জন্যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে রয়েছে (মনোরম) জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহমান থাকবে (অগণিত) ঝর্ণাধারা এবং তারা সেখানে অনাদিকাল থাকবে, আরো থাকবে (তাদের) পৃত পবিত্র সংগী ও সংগনীরা- থাকবে আল্লাহ তায়ালার (অনাবিল) সন্তুষ্টি; আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের (কার্যকলাপের) ওপর সর্তর্ক দৃষ্টি রাখেন।

قُلْ أَؤْنَبِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ  
أَتَقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلٌ يَنْ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ  
مَطْهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ  
بِالْعِبَادِ ১৫

১৬. যারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা অবশ্যই তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতপর তুমি আমাদের গুণাহখাতা মাফ করে দাও এবং (শেষ বিচারের দিন) তুমি আমাদের জাহানামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো।

أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّا أَمْنًا فَاغْفِرْ لَنَا  
ذُنُوبَنَا وَقَاتَعْلَابَ النَّارِ ১৬

১৭. এরা হচ্ছে দৈর্ঘ্যশীল, সত্যাশ্রয়ী, অনুগত এবং দানশীল, (সর্বোপরি) এরা হচ্ছে শেষবারতে কিংবা উষালগ্নের পূর্বে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

الصَّابِرِينَ وَالصَّلِّقِينَ وَالْقَنْتَيْنَ  
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ১৭

১৮. আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাঝুদ নেই, (সাক্ষ্য দিচ্ছে) ফেরেশতারা এবং জ্ঞানবান মানুষবাদ, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্রন্যায় ও ইনসাফ কার্যকর করেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাঝুদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ  
وَأَوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ১৮

১৯. নিসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা (এ জীবন বিধান থেকে বিচ্ছুত হবার পর) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্যে ও হিংসার বশবর্তী হয়ে মতান্বেক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, (তাও আবার) তাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অঙ্গীকার করবে (তার জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

إِنَّ الَّذِينَ يَنْعِنَ اللَّهَ إِلَاسْلَامَ  
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِغِيَابِهِمْ  
وَمَنْ يَكْفِرْ بِأَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ ১৯

২০. যদি এরা তোমার সাথে (এ ব্যাপারে কোনোরূপ) বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি বলো, আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করেছে তারা- (সবাই) আল্লাহর কাছে আল্লাসমর্পণ করে নিয়েছি; অতপর যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা (কোনো কিতাব না পেয়ে) মুর্খ (থেকে গেছে), তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি সবাই আল্লাহর কাছে আল্লাসমর্পণ করেছো? (হ্যা,) তারা যদি আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয় তাহলে তারা তো সঠিক পথ পেয়েই গেলো, কিন্তু তারা যদি (স্মৰণ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়

فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي  
لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ وَالْأَمِمِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنَّ  
أَسْلَمْوَا فَقَدِ اهْتَدَ وَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّهَا

(তাহলে মনে রেখো), তোমার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে কেবল (আমার কথা) পৌছে দেয়া; আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের (কর্মকাণ্ড নিজেই) পর্যবেক্ষণ করছেন।

٢٧٨ ﴿٦﴾ عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

২১. নিসদ্দেহে যারা আল্লাহর নির্দেশনসমূহ অস্বীকার করে, যারা অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে— হত্যা করে মানব জাতির যারা ন্যায় ও ইনসাফ মেনে চলার আদেশ দেয়— তাদেরও, এদের তুমি এক কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ  
وَيُقْتَلُونَ النَّبِيُّونَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيُقْتَلُونَ  
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَّ أَبِيلِيمِ<sup>⑥</sup>

২২. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কর্ম ব্যর্থ (ও নিষ্ফল) হয়ে গেছে, এদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبَطُتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ؛ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ<sup>⑦</sup>

২৩. (হেনবী,) তুমি তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো কि, যাদের আমার কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়, যা তাদের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দেবে, তখন তাদের একদল লোক (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা (আল্লাহর ফয়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখে।

الْمَرْتَأَى إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ  
الْكِتَابِ يُلْعَنُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ  
بَيْنَهُمْ ثُرِيَّوْلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ  
مَعْرُضُونَ<sup>⑧</sup>

২৪. এটা এ কারণে যে, এ লোকেরা বলে, (দোষখের) আগুন আমাদের কথনে স্পর্শ করবে না, (আর করলেও তা হবে) হাতেগনা কয়েকটি দিনের ব্যাপার মাত্র, (মূলত) তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে নিজেদের মনগড়া ধারণাই তাদের প্রতারিত করে রেখেছে।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا  
أَيَّامًا مَعْدُوتَ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ  
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ<sup>⑨</sup>

২৫. অতপর (সেদিন তাদের) কী অবস্থা হবে, যেদিন আমি সমগ্র মানব সন্তানকে একত্রিত করবো, যেদিন সম্পর্কে কোনো দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নেই— সেদিন প্রত্যেক মানুষকেই তার অর্জনের বিনিময় পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও ঘূরুম করা হবে না।

فَكَيْفَ أَذَا جَمِيعَهُمْ لَيْوٌ لَارِيبٌ فِيهِ تِنْ  
وَوْفِيتَ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسْبَتْ وَهُنَّ لَا  
مِظْلُومُونَ<sup>⑩</sup>

২৬. (হে নবী), তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহ), তুম যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করো, আবার যার কাছ থেকে চাও তা কেড়েও নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো; সব রকমের কল্যাণ তো তোমার হাতেই নিবন্ধ; নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

قُلْ اللَّهُمَّ ملَكَ الْمُلُكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ  
مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ  
وَتَعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْلِي مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ  
الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>১১</sup>

২৭. তুমই রাতকে দিনের মাঝে শামিল করো, আবার দিনকে রাতের ভেতর শামিল করো;

تَوْلِجُ الْيَلَى فِي النَّهَارِ وَتَوْلِجُ النَّهَارَ فِي الْيَلِ<sup>১২</sup>

প্রাণহীন (বস্তু) থেকে তুমি (যেমন) প্রাণের আবির্ভাব ঘটাও, (আবার) প্রাণহীন (অসাড়) বস্তু থেকে বের করে আনো প্রাণসর্বস্ব (জীব) এবং যাকে ইচ্ছা তুমি বিনা হিসাবে রেয়েক দান করো।

بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑨

২৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা কখনো ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের নিজেদের বন্ধু বানাবে না, যদি তোমাদের কেউ তা করে তবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না, হাঁ তাদের কাছ থেকে কোনো আশঙ্কা (থাকলে) নিজেদের বাঁচানোর প্রয়োজন হলে তা ভিন্ন কথা; আল্লাহ তায়ালা তো বরং তাঁর নিজের ব্যাপারেই তোমাদের ভয় দেখাচ্ছেন (বেশী), কারণ তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা তো আল্লাহর কাছেই।

لَا يَتَخِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِ إِنَّ أَوْلَىَ  
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقَوَّلَ  
مِنْهُ تَقْنَةً وَيَحِلُّ رَكْرَمَ اللَّهِ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ  
اللَّهُ الْمَصِيرُ ⑩

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর কিছু গোপন করে রাখো, কিংবা তা যদি প্রকাশ করে দাও, তা আল্লাহ তায়ালা (ভালোভাবে) অবগত হন; আসমান যমীন ও এর (আভ্যন্তরীণ) সবকিছুও তিনি জানেন, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

قُلْ إِنْ تَخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبْدِلُوهُ  
يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑪

৩০. যেদিন প্রত্যেকেই তার ভালো কাজ সামনে হায়ির দেখতে পাবে যা সে (দুনিয়ায়) অর্জন করেছে, যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কিছু অর্জন করবে সে সেদিন কামনা করতে থাকবে, তার এবং তার (কাজের) মাঝে যদি দুষ্টর একটা তফাখাতকো! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর (শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সাথে অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

يَوْمَ تَجْهَلُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ  
مَحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّلُهُ أَنْ  
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمْلَأَ بَعِيدًا وَيَحِلُّ رَكْرَمَ اللَّهِ  
نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ⑫

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার কথা মনে চলো, আল্লাহ তায়ালা ও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

قُلْ إِنْ كَنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  
يَحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑬

৩২. তুমি (আরো) বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের কথা মনে চলো, (এ আহ্বান সত্ত্বেও) তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে তুমি জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফেরদের পছন্দ করেন না।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ ⑭

৩৩. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আদম, নূহ এবং ইব্রাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সৃষ্টিকুলের ওপর (নেতৃত্বের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন;

إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ  
وَآلَ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَلَمِينَ ⑮

৩৪. এদের সন্তানৰা বংশানুক্রমে পরম্পরে পরম্পরের  
বংশধর; আল্লাহ তায়ালা (সবার কথাবার্তা) শুনতে পান  
এবং (সব কথা তিনি) জানেন।

ذِرِيَّةٌ بَعْضًا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلَيْهِ ۝

৩৫. (শ্মরণ করো,) যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে  
আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে তাকে আমি  
স্বাধীনভাবে তোমার (ধীনের কাজ করার) জন্যে উৎসর্গ  
করলাম, অতপর তুমি আমার পক্ষ থেকে এসন্তানটিকে  
কবুল করে নাও, অবশ্যই তুমি (সব কথা) শোনো এবং  
(সব বিষয়) জানো।

إِذْ قَالَتِ امْرَأٌتُ عَمْرَنَ رَبِّيْ أَنِّي  
نَذَرْتُ لِكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ  
مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৩৬. অতপর সে (ইমরানের স্ত্রী) যখন তাকে জন্ম দিলো,  
(তখন) সে বললো, হে আমার রব, আমি তো একটি  
মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছি (একটা মেয়েকে স্বাধীনভাবে  
কি করে আমি তোমার পথে উৎসর্গ করবো); আল্লাহ  
তায়ালা তো ভালোভাবেই জানতেন, ইমরানের স্ত্রী কি  
সন্তান জন্ম দিয়েছে, (আসলে কিছু কিছু কাজ আছে  
যেখানে) ছেলে কখনো মেয়ের মতো হয়না। (ইমরানের  
স্ত্রী বললো) আমি এ তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং  
আমি এ শিশু ও তার (অনাগত) সন্তানকে অভিশপ্ত  
শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষার জন্যে তোমার কাছে  
আশ্রয় চাই।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّيْ أَنِّي وَضَعْتُهَا  
أَنِّي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ  
الَّذِي كَرِكَ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَمِيَّتُهَا مَرِيرَ  
وَإِنِّي أَعِيلُهَا بِكَ وَذَرِيَّتَهَا مِنَ  
الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝

৩৭. অতপর তাঁর রব তাঁর দোয়া কবুল করলেন, তাকে  
অত্যন্ত সুন্দরভাবেই গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে  
তিনি তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন, (বড়ে  
হবার পর) যখনি যাকারিয়া তার কাছে (তার নিজস্ব)  
এবাদাতের কক্ষে যেতো, (তখনি সে দেখতে) পেতো  
সেখানে কিছু খাবার (মজুদ) রয়েছে, (তা দেখে)  
যাকারিয়া জিজ্ঞেস করতো, হে মারইয়াম, এসব (খাবার)  
তোমার কাছে কোথেকে আসে? মারইয়াম জবাব দিতো,  
এ সব (আসে আমার মালিক) আল্লাহর কাছ থেকে;  
(আর) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বিনা  
হিসাবে রেয়েক দান করেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسِينٍ وَأَنْبَتَهَا  
نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكْرِيَّاً كَلِمًا دَخَلَ  
عَلَيْهَا زَكْرِيَّاً الْمِحْرَابَ «وَجَلَ عَنْهَا  
رِزْقًا» قَالَ يَمِيرِيْمَ أَنِّي لَكَ هَلْ إِنَّكَ قَالَتْ  
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ  
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৮. সেখানে (দাঁড়িয়েই) যাকারিয়া তার মালিকের  
কাছে দোয়া করলো, হে আমার রব, তুমি তোমার কাছ  
থেকে আমাকে একটি নেক সন্তান দান করো, নিশ্চয়ই  
তুমি (মানুষের) ডাক শোনো।

هَنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّيْ  
هَبْ لِيْ مِنْ لِدْنِكَ ذِرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ  
سَمِيعُ الدِّعَاءِ ۝

৩৯. অতপর ফেরেশতারা তাঁকে ডাক দিলো (এমন এক  
সময়ে)— যখন সে এবাদাতের কক্ষে নামায আদায় করছিলো  
(ফেরেশতারা বললো, হেয়াকারিয়া), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা  
তোমাকে ইয়াহইয়ার (জন্ম সম্পর্কে) সুসংবাদ দিচ্ছেন,

فَنَادَتْهُ الْمَلِئَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يَصْلِي فِي  
الْمِحْرَابِ «أَنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِيَحِيٍّ

আল্লাহর পক্ষ থেকে সে তাঁর বাণীর সত্যায়ন করবে, সে হবে (সমাজের) নেতা, সচিত্রিবান, নবী, (সর্বোপরি সে হবে) সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের একজন।

مُصْلِّيًّا بِكَلْمَةِ مِنْ أَلْهِ وَسَيِّدِ أَوْحَصُورًا  
وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ⑤

৪০. (এ কথা শুনে) যাকারিয়া বললো, হে আমার রব, আমার (ঘরে) ছেলে হবে কিভাবে, বার্ধক্য তো আমাকে পেয়ে বসেছে (তদুপরি) আমার স্ত্রীও বন্ধু (সন্তান ধারণে সে সম্পূর্ণ অক্ষম); আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যা চান তা তিনি করেন।

قَالَ رَبِّي أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمَرٌ وَقَدْ  
بَلَغْنِي الْكِبْرُ وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ  
كَنْ لِكَ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ⑥

৪১. সে (যাকারিয়া) নিবেদন করলো, হে রব, তুমি আমার জন্যে (এর) কিছু (পূর্ব) লক্ষণ ঠিক করে দাও; তিনি বললেন (হাঁ), তোমার (সে) লক্ষণ হবে, তুমি তিনি দিন (তিনি রাত) পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ইঁগিত ছাড়া কথাবার্তা বলবে না; (এ অবস্থায়) তুমি তোমার মালিককে বেশী বেশী স্বারণ করবে এবং সকাল সন্ধ্যায় (তাঁর) তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।

قَالَ رَبِّي أَجْعَلْ لِي أَيْةً قَالَ أَيْتَنِي  
أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا  
وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ  
وَالْإِبْكَارِ ⑥

৪২. (অতপর মারইয়াম বয়োপ্রাণ হলে) আল্লাহর ফেরেশতারা যখন তাকে বললো, হে মারইয়াম, আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে তোমাকে (বিশেষ কাজের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং (সে জন্যে) তোমাকে তিনি পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীকুলের ওপর তিনি তোমাকে বাছাই করেছেন।

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ  
أَمْطَفَنِكَ وَظَهَرِكَ وَأَصْطَفَنِكَ عَلَى نِسَاءِ  
الْعَالَمِينَ ⑦

৪৩. হে মারইয়াম, (এর জন্যে) তুমি সর্বদা তোমার মালিকের অনুগত হও, (তাঁর জন্যে) সাজাদা করো এবং যারা (তাঁর জন্যে) ঝুঁকু করে তুমি তাদের সাথে ঝুঁকু করো।

يَمْرِيمَ أَقْنَتِي لِرَبِّكَ وَأَسْجُدِي  
وَارْكَعِي مَعَ الرُّكْعَيْنِ ⑧

৪৪. (হে নবী,) এ সবই হচ্ছে গায়বের সংবাদ, আমিই এগুলো তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছি; (নতুনা) তুমি তো সেখানে তাদের পাশে হায়ির ছিলে না—(বিশেষ করে) যখন (এবাদাতখানার পুরোহিতরা) মারইয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে এটা নির্বাচনের জন্যে তাদের (লটারির) 'কলম' নিঙ্কেপ করছিলো, আর তুমি তাদের ওখানেও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা (এ নিয়ে) বিতর্ক করছিলো!

ذَلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيَ إِلَيْكَ  
وَمَا كُنْتَ لَدَنِيمِ إِذْ يَلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ  
أَيْمَرِ يَكْفُلْ مَرِيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَنِيمِ  
إِذْ يَخْتَصِمُونَ ⑧

৪৫. অতপর ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (পুত্র সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত) নিজস্ব বাণী দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মাসীহ— মারইয়ামের পুত্র ঈসা, দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই সে সমানিত হবে, সে হবে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম।

إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ  
يَبْشِرُكَ بِكَلْمَةٍ مِنْهُ أَسْمَهُ الْمَسِيحُ  
عِيسَى ابْنُ مَرِيمٍ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمَقْرَبِينَ ⑨

৪৬. সে দোলনায় থাকা অবস্থায় (যেমন) মানুষের সাথে কথা বলবে, পরিণত বয়সেও (তেমনিভাবে) কথা বলবে এবং সে হবে নেককার মানুষদের একজন।

وَيَكِلُّ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَمْلًا وَمِنْ  
الصَّلَحِينَ ⑧৬

৪৭. মারইয়াম বললো, হে আমার মালিক, আমার সন্তান হবে কিভাবে? আমাকে তো কখনো কোনো মানব সন্তান স্পর্শ পর্যন্ত করেনি; আল্লাহ বললেন, এভাবেই—আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (চিরাচরিত নিয়ম ছাড়াই) তাকে পয়দা করেন; তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু তাকে বলেন, ‘হও’, অতপর (সাথে সাথে) তা হয়ে যায়।

قَالَتْ رَبِّي أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ  
وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ  
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا  
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ⑧৭

৪৮. (ফেরেশতারা বললো,) তোমার সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব ও প্রজ্ঞার বিষয়গুলো শেখাবেন, (তিনি তাকে) তাওরাত এবং ইনজীলও শিক্ষা দেবেন।

وَيَعْلَمُهُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتُّورَةُ  
وَالْأِنْجِيلُ ⑧৮

৪৯. (আল্লাহ তায়ালা তাকে) বনী ইসরাইলদের কাছে রসূল করে পাঠালেন (অতপর সে তাদের বললো), আমি নিসদেহে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের কিছু) নির্দশন নিয়ে এসেছি (সে নির্দশনগুলো হচ্ছে), আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখীর মতো করে একটি আকৃতি বানাবো এবং পরে আমি তাতে ফুঁ দেবো, অতপর আকৃতিটি আল্লাহর ইচ্ছায় (জীবন্ত) পাখী হয়ে যাবে, আর আমি জন্মাক এবং কুঠ রোগীকেও সুস্থ করে দেবো, আল্লাহর ইচ্ছায় (এভাবে) আমি মৃতকেও জীবিত করে দেবো, আমি তোমাদের আরো বলে দেবো, তোমরা কি কি জিনিস খাও, আবার কি জিনিস (না খেয়ে) তোমাদের ঘরে জমা করে রাখো; (মূলত) তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) দৈমান আনো তাহলে অবশ্যই এতে তোমাদের জন্যে নির্দশন রয়েছে।

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ  
جَئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ  
لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَمِيَّةً الطِّيرِ فَانْفَخْ فِيهِ  
فِي كُونْ طِيرًا بِأَذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَهَ  
وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِأَذْنِ اللَّهِ  
وَأَنْبِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَلَ خِرْوَنَ  
فِي بَيْوَتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنَّ  
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑧৯

৫০. (ঈসা আরও বললো,) তাওরাতের যে বাণী আমার কাছে রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী, (তা ছাড়া) তোমাদের ওপর হারাম করে রাখা হয়েছে এমন কতিপয় জিনিস ও আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেবো এবং আমি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এ) নির্দশন নিয়েই এসেছি, অতএব তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

وَمَصِلْ قَالَ مَا بَيْنَ يَدَيِّي مِنَ التُّورَةِ  
وَلَا حِلْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  
وَجَئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُونِ ⑩

৫১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার রব, তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; (আর) এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও সোজা পথ।

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلْ  
صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ⑪

৫২. অতপর ঈসা যখন তাদের থেকে কুরুরী আঁচ করতে পারলো, তখন সে (সাথীদের ডেকে) বললো, কে (আছো তোমরা) আল্লাহ তায়ালার পথে আমার সাহায্যকারী হবে! হাওয়ারীরা বললো, (হ্যাঁ) আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা সবাই তাঁর (এক একজন) অনুগত বান্দা।

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفَّارَ قَالَ  
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ  
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ إِمَّا بِإِيمَانٍ وَإِشْمَاءً  
بِإِيمَانٍ مُسْلِمُونَ <sup>(১)</sup>

৫৩. (হাওয়ারীরা বললো,) হে আমাদের রব, তুমি যা কিছু নায়িল করেছে আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের কথাও মেনে নিয়েছি, সুতরাং তুমি (সত্ত্বের) সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের (নাম) লিখে দাও।

رَبَّنَا إِمَّا بِمَا آنَزْلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ  
فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ <sup>(২)</sup>

৫৪. (বনী ইসরাইলের) লোকেরা (নবীর) বিরহে শঠতা করলো, তাই আল্লাহও কৌশলের পছন্দ গ্রহণ করলেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী!

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ  
الْمُكَرِّيْنَ <sup>(৩)</sup>

৫৫. যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ঈসা, আমি তোমার এ দুনিয়ার (জীবন কাটানোর) কাল শেষ করতে যাচ্ছি এবং (অট্টিরেই) আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে আনবো, যারা অঙ্গীকার করেছে তাদের (যাবতীয় পাপ) থেকেও আমি তোমাকে পবিত্র করে নেবো, আর যারা তোমাকে অনুসরণ করছে তাদের আমি কেয়ামত পর্যন্ত এ অঙ্গীকারকারীদের ওপর (বিজয়ী করে) রাখবো, অতপর তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা তো আমার কাছেই, সেদিন (ঈসা সম্পর্কিত) যেসব বিষয় নিয়ে তোমার মতবিরোধে লিঙ্গ ছিলে তার সব কয়টি বিষয়ই আমি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবো।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ  
وَرَافِعُكَ إِلَى مَطْهَرِكَ مِنَ الدِّينِ  
كَفَرُوا وَجَاعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَى  
مَرْجَعُكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيهَا كُنْتُمْ  
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ <sup>(৪)</sup>

৫৬. যারা (আমার বিধান) অঙ্গীকার করেছে আমি তাদের এ দুনিয়ায় (অপমান) ও আখেরাতে (আগনে দঞ্চ হওয়ার) কঠোরতর শাস্তি দেবো, (এ থেকে বাঁচানোর মতো সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

فَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْلَمُ بِهِمْ عَنْ أَبَابِ  
شَدِّيْدٍ فِي الْنَّيَّابَةِ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ  
مِنْ نَصْرٍ <sup>(৫)</sup>

৫৭. অপরদিকে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, অতপর আল্লাহ তাদের (সবাই)-কে তাদের পাওনাসমূহ পুরোপুরি আদায় করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের (কখনো) ভালোবাসেন না।

وَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
فَيُوْفِيْهِمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّلَمِيْنَ <sup>(৬)</sup>

৫৮. এই কিতাব যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি, তা হচ্ছে (আল্লাহর) নির্দর্শন ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বিশেষ।

ذَلِكَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَتِ وَالَّذِي  
الْحَكِيمُ <sup>(৭)</sup>

১৯. আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে (প্রথম মানুষ) আদমের মতো; তাকে তিনি (মাতা-পিতা ছাড়া) মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তারপর তাকে বললেন, হয়ে যাও, সাথে সাথে তা (মানুষে পরিণত) হয়ে গেলো।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَ  
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ ﴿১৯﴾

৬০. (এ হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (আসা) সত্য (প্রতিবেদন), অতপর তোমরা কখনো তাদের দলে শামিল হয়ো না যারা সন্দেহ পোষণ করে।

الْحَقُّ مِنْ رِبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ  
الْمُمْتَرِينَ ﴿২০﴾

৬১. সে বিষয়ে (আল্লাহর কাছ থেকে সঠিক) জ্ঞান আসার পরও যদি কেউ তোমার সাথে (খামাখা) ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক করতে চায়, তাহলে তুমি তাদের বলে দাও, এসো আমরা আমাদের ছেলেদের ডাকবো এবং তোমাদের ছেলেদের ডাকবো, (আমরা ডাকবো) আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদেরও, (সাথে) আমরা আমাদের নিজেদের এবং তোমাদেরও (এক সাথে জড়ো হওয়ার জন্যে) ডাক দেবো, অতপর আমরা বিনাতভাবে দোয়া করবো, (আমাদের মধ্যে) যে মিথ্যাবাদী তার ওপর যেন আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  
مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا  
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا  
وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ  
اللَّهِ عَلَى الْكُنْ بَيْنَ ﴿২১﴾

৬২. এ হচ্ছে সঠিক (ও নির্ভুল) ঘটনা, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়।

إِنْ هَذَا لَهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ  
إِلَّا لَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيرُ ﴿২২﴾

৬৩. অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (জেনে রাখো) আল্লাহ তায়ালা কলহ সৃষ্টিকারীদের (ভালো করেই) জানেন।

فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِالْمَفْسِلِ يَنْ ﴿২৩﴾

৬৪. (হে নবী,) তুমি বলো, হে কিতাবধারীরা, এসো আমরা এমন এক কথায় (একমত হই) যা আমাদের কাছে এক (অভিন্ন), আমরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবো না, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আমরা আমাদের মাঝেও একে অপরকে প্রভু বলে মেনে নেবো না; অতপর তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের তুমি বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা (আল্লাহর সামনে) আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি।

قُلْ يَاهُلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى الْكَلْمَةِ  
سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا نُشَرِّكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَلَّ بَعْضَنَا  
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُوا  
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِإِنَّا مُسْلِمُونَ ﴿২৪﴾

৬৫. (তুমি বলো,), হে কিতাবধারীরা, তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে (অযথা) কেন (এই) তর্ক করো (যে, সে ইহুদী কিংবা খ্রিস্টান ছিলো), তাওরাত ও ইনজীল যে তার পরে নায়িল করা হয়েছে (সে ব্যাপারেই বা কেন তর্ক করো); তোমরা কি বুঝতে পারছো না?

يَاهُلَ الْكِتَبِ لَمْ تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ  
وَمَا أَنْزَلْتِ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ  
بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿২৫﴾

৬৬. হ্যাঁ, এর কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের (হয় তো) কিছু কিছু জানাশোনা ছিলো এবং সে বিষয়ে তোমরা অনেক তর্ক বিতর্ক করলে, কিন্তু যেসব বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই; সেসব বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিঙ্গ হচ্ছে কেন? আল্লাহ তায়ালাই (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানে না,

هَانِتُرْ هُؤْلَاءِ حَاجِجَتِمْ فِيَمَا لَكُمْ بِهِ  
عُلَمَّ فِلَمْ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ  
عُلَمَّ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑥

৬৭. (সঠিক ঘটনা হচ্ছে,) ইবরাহীম ইহুদীও ছিলো না—খৃষ্টানও ছিলো না; বরং সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম; সে কখনো মোশারেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

مَا كَانَ أَبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَانِيًّا  
وَلِكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ ④

৬৮. মানুষদের মাঝে ইবরাহীমের সাথে (ঘনিষ্ঠতম) সম্পর্কের বেশী অধিকার তো আছে সেসব লোকের, যারা তার অনুসরণ করেছে, (আসলে) এ নবী ও (তার ওপর) ঈমান আনয়নকারীরাই (হচ্ছে) ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ঈমানদারদের একমাত্র সাহায্যকারী।

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِأَبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ  
اتَّبَعُوهُ وَهُنَّ الْنَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَمْنَوا  
وَاللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ⑥

৬৯. এ কিতাবধারীদের একটি দল তোমাদের কোনো না কোনোভাবে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়; তাদের এ বোঝুকু নেই যে, (তাদের এসব কর্মপছ্টা) তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

وَدَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ  
لَوْيِضُلُّونَكُمْ وَمَا يُضْلِلُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ  
وَمَا يَعْشُرونَ ⑥

৭০. হে কিতাবধারীরা, তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করছো, অথচ তোমরা নিজে রাই (এর সত্যতার) সাক্ষ্য দিচ্ছো।

يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللهِ  
وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ ⑥

৭১. হে কিতাবধারীরা, তোমরা কেন 'হক'-কে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছো, (এতে করে) তোমরা তো সত্যই গোপন করছো, অথচ (এটা যে সত্যের পরিপন্থী) তা তোমরা জানো।

يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ  
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ⑥

৭২. আহলে কিতাবদের (মধ্য থেকে) একদল লোক (তাদের নিজেদের লোকদের) বলে, মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা সকাল বেলায় তার ওপর ঈমান আনো এবং বিকেল বেলায় তা অঙ্গীকার করো, সম্বত তারা (এর ফলে ঈমান থেকে) ফিরে আসবে।

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أَمْنَوا  
بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمْنَوا وَجَهَ  
النَّهَارِ وَأَكْفَرُوا أَخْرَهُ لَعْلَمُرِيرِ جِعْوَنَ ⑥

৭৩. যারা তোমাদের জীবনবিধানের অনুসরণ করে, এমন সব লোকজন ছাড়া অন্য কারো কথাই তোমরা মেনে নিয়ো না; (হে নবী,) তুমি বলে দাও, একমাত্র হেদয়াত হচ্ছে আল্লাহর হেদয়াত,

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَيْنَا تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ  
إِنَّ الْمُهْدِيَ هُدَى اللهُ أَنْ يُؤْتِي

(তোমরা একথা মনে করো না), তোমাদের যে ধরনের কিছু অন্য <sup>أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يَحْاجُوكُمْ</sup> (ব্যবস্থা) দেয়া হয়েছে তেমন ধরনের কিছু অন্য <sup>عَنْ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَنِ اللَّهِ</sup> লোকেরা তোমাদের মালিকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম যুক্তিকর্ত্ত খাড়া করবে (হে নবী), <sup>يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ</sup> তুমি তাদের বলে দাও, (হেদায়াতের এ) অনুগ্রহ অবশ্যই আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা বিশাল, প্রজাসম্পন্ন।

৭৪. নিজের দয়া দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই <sup>يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو</sup> (হেদায়াতের জন্যে) নির্দিষ্ট করে নেন; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অসীম দয়া ও অনুগ্রহের মালিক।

**الْفَضْلُ الْعَظِيمُ** <sup>⑫</sup>

৭৫. আহলে কেতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে, তুমি যদি তার কাছে ধন সম্পদের এক স্তুপও আমানত রাখো, সে (চাওয়া মাত্রই) তা তোমাকে ফেরত দেবে, আবার এদের মধ্যে এমন কিছু (লোকও) আছেয়ার কাছে যদি একটি দীনারও তুমি রাখো, সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, হ্যাঁ, যদি (এ জন্যে) তুমি তার ওপর চেপে বসতে পারো (আহলে সেটা ভিন্ন), এটা এই কারণে যে, এরা বলে, এই (অ-ইহুদী) অশিক্ষিত লোকদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, এরা (আসলে) বুঝে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে।

**الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** <sup>⑯</sup>

৭৬. অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর (সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং (সে ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করে, (তাদের জন্যে সুখবর হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

**يُحِبُّ الْمُتَقِينَ** <sup>⑯</sup>

৭৭. অবশ্যই যারা আল্লাহর (সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি ও শপথসমূহ সামান্য (বৈষম্যিক) মূল্যে বিক্রি করে দেয়, পরকালে (আল্লাহর পুরকারের) কোনো অংশই তাদের জন্যে থাকবে না, এদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কোনো কথবার্তা বলবেন না, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না এবং তিনি তাদের পাক পরিত্ব করবেন না, এদের জন্যে রয়েছে কঠোর পীড়াদায়ক আয়াব।

**وَلَمْ يَرَأْ أَبَابِيلِيْمِ** <sup>⑯</sup>

৭৮. এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা কিতাবের কোনো অংশ যখন পড়ে তখন নিজেদের জিহ্বা এমনভাবে এদিক-সেদিক করে নেয়, যাতে তোমরা মনে করো, সত্য বুঝি তা কিতাবের কোনো অংশ, কিন্তু (আসলে) তা কিতাবের কোনো অংশই নয়, তারা আরো বলে, এটা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, কিন্তু তা আল্লাহর কাছ থেকে আসা কিছু নয়,

**وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ الْسِنَتِهِمْ**  
**بِالْكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ**  
**وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ**  
**مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ**

এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে  
চলেছে।

وَيَقُولُونَ مَلِيْلِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ④

৭৯. কোনো মানব সন্তানের পক্ষেই এটা (সন্তব) নয়,  
আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত  
দান করবেন, অতপর সে লোকদের বলবে, তোমরা  
আল্লাহকে ছেড়ে সবাই আমার বান্দা হয়ে যাও, বরং  
সে (তো এ কথাই) বলবে, তোমরা সবাই তোমাদের  
মালিকের বান্দা হয়ে যাও, কেননা তোমরাই মানুষদের  
(এই) কিতাব শেখাচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেরাও (তা)  
অধ্যয়ন করছিলে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَبَ  
وَالْكِتَمَ وَالنَّبُوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ  
كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِكُنْ  
كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَلَوْنَ ④

৮০. আল্লাহর ফেরেশতা ও তাঁর নবীদের রব হিসেবে  
স্বীকার করে নিতে এ ব্যক্তি তোমাদের কখনো আদেশ  
দেবে না; একবার আল্লাহর অনুগত মুসলমান হবার পর  
সে কিভাবে তোমাদের পুনরায় কুফরীর আদেশ দিতে  
পারে?

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمُلْكَةَ  
وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا، أَيَّامُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ  
إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ④

৮১. আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর নবীদের কাছ থেকে  
প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন (তখন তিনি বলেছিলেন, এ  
হচ্ছে) কিতাব ও (তার ব্যবহারিক) জ্ঞান কৌশল, যা  
আমি তোমাদের দান করলাম, অতপর তোমাদের কাছে  
যখন (আমার কোনো) রসূল আসবে, যে তোমাদের  
কাছে রক্ষিত (আগের) কিতাবের সত্যায়ন করবে,  
তখন তোমরা অবশ্যই তার (আনীত বিধানের) ওপর  
ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে; তিনি জিজ্ঞেস  
করলেন, তোমরা কি অংশীকার গ্রহণ করছো এবং  
আমার এ প্রতিশ্রুতির দায়িত্ব পালন করছো? তারা  
বললো, হ্যাঁ আমরা অংশীকার করছি; তিনি বললেন,  
তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের  
সাথে (এ অংশীকারে) সাক্ষী হয়ে রইলাম।

وَإِذْ أَخْذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتَكُمْ  
مِّنْ كِتَبٍ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ  
مَصْدِيقًا لِمَا عَكِمْ لِتَؤْمِنُ بِهِ وَلَتَنْصُرْنَاهُ  
قَالَ ءَاقْرَرْتُمْ وَأَخْلَقْتُمْ إِلَيْ ذَلِكَ  
إِصْرِيٍّ قَالُوا أَقْرَرْنَا، قَالَ فَاشْهَدُوا  
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ ④

৮২. এরপর যারা (এ থেকে) মৃত্যু ফিরিয়ে নেবে, তারা  
অবশ্যই বিদ্রোহী (বলে বিবেচিত হবে)।

فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُرَبُ  
الْفَسَقُونَ ④

৮৩. তারা কি আল্লাহর (দেয়া জীবন) ব্যবস্থার বদলে  
অন্য কোনো বিধানের সন্ধান করছে? অথচ আসমানসমূহ  
ও যমীনে যা কিছু আছে তা ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়  
হোক, আল্লাহ তায়ালার সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে  
এবং প্রত্যেককে তো (একদিন) তাঁর কাছেই ফিরিয়ে  
নেয়া হবে।

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ  
يَرْجِعُونَ ④

৮৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমরা আল্লাহর ওপর  
ঈমান এনেছি, ঈমান এনেছি আমাদের ওপর যা নায়িল  
করা হয়েছে তার ওপর- ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

قُلْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا  
أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

ইয়াকুব ও তাদের অন্যান্য বংশধরদের প্রতি যা কিছু  
নাফিল করা হয়েছে তার ওপরও, আমরা ঈমান এনেছি,  
মূসা, ঈসা এবং অন্য নবীদের কাছে তাদের মালিকের  
পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও, নবীদের  
কারো মাঝেই আমরা কোনো ধরনের তারতম্য করি  
না, (মূলত) আমরা সবাই হচ্ছি (তাঁর) কাছে  
আত্মসমর্পণকারী।

৮৫. যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধান  
অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত)  
ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম  
ব্যর্থ হবে।

৮৬. যারা দ্বামানের (আলো পাওয়ার) পর কুফরী করেছে,  
আল্লাহ তায়ালা তাদের কিভাবে (আবার আলোর)  
পথ প্রদর্শন করবেন, অথচ (এর আগে) এরাই সাক্ষ্য  
দিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল সত্য এবং (রসূলের  
মাধ্যমে) এদের কাছে উজ্জ্বল নির্দেশনসমূহ এসেছিলো;  
(আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক  
পথ দেখান না।

৮৭. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের কার্যকলাপের  
একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে, তাদের ওপর আল্লাহ  
তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা ও অন্য সব মানুষের  
অভিশাপ (বর্ষিত হবে)।

৮৮. (আর সে অভিশঙ্গ স্থান হচ্ছে জাহানাম,) সেখানে  
তারা অনাদিকাল ধরে পড়ে থাকবে, তাদের (ওপর)  
থেকে শাস্তির মাত্রা কমানো হবে না, না আয়াব থেকে  
তাদের (কোনো রকম) বিরাম দেয়া হবে।

৮৯. আর তাদের কথা আলাদা, যারা (এসব কিছুর পর)  
তাওরা করেছে এবং (তারপর) নিজেদের সংশোধন  
করে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও  
পরম দয়ালু।

৯০. অবশ্যই যারা একবার ঈমান আনার পর কুফরীর  
(পথ) অবলম্বন করেছে, অতপর তারা এই বেদ্মণী  
(কার্যকলাপ) দিন দিন বাড়তেই থেকেছে, (আল্লাহর  
দরবারে) তাদের তাওরা কখনো কবুল হবে না, কারণ এ  
ধরনের লোকেরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট।

৯১. অবশ্যই যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অবীকার  
করেছে এবং কুফরী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে,  
তারা যদি নিজেদের (আল্লাহর আয়াব থেকে) বাঁচানোর  
জন্যে এক পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ ও মুক্তিপথ হিসেবে খরচ  
করে, তবু তাদের কারো কাছ থেকে তা গ্রহণ করা  
হবে না; বস্তুত এরাই হচ্ছে সে সব (হতভাগ্য) ব্যক্তি,  
যাদের জন্যে মর্মস্তুদ আয়াব রয়েছে, আর সেদিন তাদের  
কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مِنْهُ  
وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفِقَ  
بَيْنَ أَهْلِ مِنْهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ⑥

وَمِنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ  
مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑦

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ  
أَيْمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ  
وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الظَّلِيلِينَ ⑧

أُولَئِكَ جَرَأُوهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ⑨

خَلَنَ بَنَ فِيهَا لَا يُخْفَى عَنْهُمُ العَذَابُ  
وَلَا هُمْ بِنِظَرِنَ ⑩

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
وَأَصْلَحُوا أَنفُسَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑪

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ  
أَرْدَادُوا كُفُرًا لَّمْ تُقْبَلْ تَوْبَتِهِمْ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑫

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ  
فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَهْلِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ  
ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ  
عَنْ أَبَابِ الْيَمِّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَصِيرٍ ⑬



১২. তোমরা কখনো (যথার্থ) নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন কিছু থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাসো; (মূলত) তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা জানেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا  
تُحِبُّونَ هُوَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
بِهِ عَلَيْمٌ ﴿٤١﴾

১৩. (আসলে) সব খাবারই বনী ইসরাইলদের জন্যে হালাল ছিলো, (অবশ্য) এমন (দু'একটা) জিনিস বাদে, যা তাওরাত নাযিল হওয়ার আগেই ইসরাইল তার নিজের ওপর হারাম করে রেখেছিলো; তুমি বলো, (যাও) তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পড়ো, যদি (তোমার) সত্যবাদী হও!

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبْنِي إِسْرَائِيلَ  
إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَنَزَّلَ النَّورَةُ مَقْلَعَةً فَاتَّوْا بِالْتَّوْرِيَةِ  
فَاتَّلُوهَا إِنْ كَنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٤٢﴾

১৪. এরপরও যারা এ বিষয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারাই হচ্ছে যালেম।

فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٣﴾

১৫. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা সত্য কথা বলেছেন, অতএব তোমরা সবাই নিষ্ঠার সাথে ইবরাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ করো, আর ইবরাহীম কখনো মোশেরেকদের (দলে) শামিল ছিলো না।

قُلْ مَدَقَ اللَّهُ تَقَدُّمَ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٤﴾

১৬. নিচ্যাই গোটা মানব জাতির জন্যে সর্বথম যে ঘরটি (বানিয়ে) রাখা হয়েছিলো তা ছিলো বাকায় (মক্কা নগরীতে), এ ঘর হচ্ছে মানবকূলের জন্যে কল্যাণ ও হেদায়াত।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي  
بِكَثَّةِ مَبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿٤٥﴾

১৭. এখানে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) সুষ্পষ্ট নির্দশনসমূহ, রয়েছে ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান, (এই ঘরের বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে), যে এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ (হয়ে যাবে, দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে); মানব জাতির ওপর আল্লাহর হৃকুম পালনের জন্যে (তাদের) এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যে ব্যক্তিরই এ ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ থাকবে, সে মেন এই ঘরের হজ আদায় করে, আর যদি কেউ (এ বিধান) অঙ্গীকার করে (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী নন।

فِيهِ أَيْتَ بَيْنَتْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ  
دَخَلَهُ كَانَ أَمْنًا وَلِهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ  
الْبَيْتِ مِنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ  
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿٤٦﴾

১৮. (হে নবী!) তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুবো) আল্লাহর আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করো, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর সাক্ষী।

قُلْ يَاهُلَ الْكِتَبِ لِمَ تَكْفِرُونَ بِإِيْتِ  
اللَّهِ وَأَمْلَأْهُ شَهِيدًا عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

১৯. তুমি (আরো) বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন তাদের আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছো যারা দ্বিমান এনেছে, (কেনই বা) তোমরা তাকে বাকা পথে ধাবিত করতে চাও, অথচ (এই লোকদের সত্যপক্ষী হবার ওপর) তোমরাই সাক্ষী; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বিদ্রোহযুক্ত) আচরণ সম্পর্কে ঘোটেই উদাসীন নন।

قُلْ يَاهُلَ الْكِتَبِ لِمَ تَصْدِّونَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَنْتُمْ شَهِيدُ  
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٨﴾

১০০. হে মানুষ- তোমরা যারা ঈমান এনেছো-  
(আগে) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তোমরা যদি  
তাদের কোনো একটি দলের কথা মেনে চলো, তাহলে  
এরা ঈমান আনার পরও তোমাদের কুফরীর দিকে  
ফিরিয়ে দিবে ।

يَا إِنَّمَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا  
مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ يَرْدُوكُمْ  
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفِّرُهُنَّ ⑥০

১০১. আর তোমরা কিভাবে কুফরী করবে, অর্থাৎ  
তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহর আয়াতসমূহ  
তেলাওয়াত করা হচ্ছে, তাছাড়া (আয়াতের বাহক  
স্বয়ং) তাঁর রসূল যখন তোমাদের মাঝেই মজুদ  
রয়েছে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ (ও তাঁর বিধান)-কে শক্ত  
করে আঁকড়ে ধরবে, অবশ্যই তাকে সোজা পথে  
পরিচালিত করা হবে ।

১০২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো,  
আল্লাহকে ভয় করো, ঠিক যতটুকু ভয় তাঁকে করা  
উচিত, (তাঁর কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসম্পর্গকারী না হয়ে  
তোমার কখনো মৃত্যু বরণ করো না ।

يَا إِنَّمَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ قَاتَلُوكُمْ  
وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ⑥০

১০৩. তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশি (কোরআন)-কে  
শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরশ্পর বিচ্ছিন্ন  
হয়ে না, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর (সেই)  
নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে  
অপরের দুশ্মন ছিলে, অতপর তিনি (দ্বিনের বন্ধন  
দিয়ে) তোমাদের উভয়ের মনের মাঝে ভালোবাসার  
সংঘার করে দিলেন, অতপর (শক্রত ভুলে) তোমরা  
তাঁর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অর্থাৎ  
তোমরা ছিলে (হানাহানির) অগ্নিকুণ্ডের প্রাস্তুতীমায়,  
অতপর সেখান থেকে তিনি তোমাদের উদ্ধার করলেন;  
আল্লাহ তায়ালা ভাতাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের  
কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, আশা করা যায়, তোমরা  
সঠিক পথ পেয়ে যাবে ।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّقُوا  
وَادْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا  
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ  
فَاصْبِحُوكُمْ بِنِعْمَتِهِ أَخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ  
شَفَاعَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا  
كَلِّ لَكَ يَبْيَنَ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَهْتَلِونَ ⑥০

১০৪. তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা  
উচিত, যারা (মানুষদের) কল্যাণের দিকে ভাকবে,  
(সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দিবে, আর (অসত্য ও)  
অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; এরাই  
হচ্ছে (সত্যিকারের) সফল ।

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَمْمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَاحِ  
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلِحُونَ ⑥০

১০৫. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে না,  
যাদের কাছে (আল্লাহর) সুস্পষ্ট নির্দশন আসার পরও  
তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং  
(নিজেদের মধ্যে) নানা মতানৈক সৃষ্টি করেছে; এরাই  
হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্যে কঠোর শাস্তি  
রয়েছে ।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ  
لَهُمْ عَلَىٰ أَبْعَادٍ ⑥০

১০৬. (ক্যেয়ামতের) সে দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে)  
কিছু সংখ্যক চেহারা শুরু সমুজ্জ্বল হয়ে যাবে, (আবার) কিছু  
সংখ্যক মানুষের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর)  
কালো (বিশ্বী) হয়ে পড়বে, যাদের মুখ কালো হয়ে যাবে

يَوْمَ تَبَيَّضُ وِجْهُهُ وَتَسُودُ وِجْهُهُ  
فَإِمَامًا الَّذِينَ اسْوَدُتْ وِجْهُهُمْ ⑥০

(জাহানামের প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে), ঈমানের (নেয়ামত পাওয়ার) পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসেবে এ) আয়ার উপভোগ করতে থাকো!

১০৭. আর যাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল হবে, তারা (সেদিন) আল্লাহ তায়ালার (অফুরন্ত) দয়ার আশ্রয়ে থাকবে, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।

১০৮. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আয়াত, আমি সেগুলো যথাযথভাবে তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি; আল্লাহ তায়ালা (তাঁর আয়াতসমূহ গোপন রেখে তার জন্যে শাস্তি দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর কোনো যুলুম করতে চান না।

১০৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্যে; সব কিছুকে একদিন আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।

১১০. তোমরা (হচ্ছে) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো তাহলে এটা তাদের জন্যে ভালোই হতো; তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে, (তবে) তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অপরাধী।

১১১. সামান্য কিছু দুঃখ কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তারা যদি কোনো সময় তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে লিঙ্গ হয়, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতপর তাদের আর সাহায্য করা হবে না।

১১২. যেখানেই এদের পাওয়া যাবে সেখানেই এদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে রাখা হবে, তবে আল্লাহ তায়ালার নিজের প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতি (-র মাধ্যমে পাওয়া নিরাপত্তা) ভিন্ন কথা, এরা (আল্লাহর ক্রোধ ও) গ্যবের পাত্র হয়েছে, এদের ওপর দারিদ্র (ও লাঞ্ছনা) চাপিয়ে দেয়া হয়েছে; কেননা, এরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে অস্মীকার করছিলো, এরা অন্যান্যভাবে (আল্লাহর) নবীদের হত্যা করছিলো; এর (আরো) কারণ হচ্ছে, এরা বিদ্রোহ করেছে এবং এরা সীমালংঘন করে চলতো।

أَكَفَرْتُمْ بِعَدَ إِيمَانَكُمْ فَلْ وَقُوا  
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ⑩

وَمَا أَلَّى بَيْنَ أَبِيضٍ وَجْهٍ هُمْ فَيْ  
رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلُونَ ⑪

تَلَكَ أَيْتَ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ  
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ بِإِلَيْنَا ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ⑫

وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَإِلَى اللَّهِ تَرْجُعُ الْأُمُورُ ⑬

كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ  
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّ  
أَهْلَ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لِلْهُمَّ مِنْهُمْ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ⑯

لَنْ يَضْرُوكُمْ أَلَاذَىٰ وَإِنْ يَقْاتِلُوكُمْ  
يُولُوكُمُ الْأَدَبَارَ تُمْرِ لَا يَنْصُরُونَ ⑯

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْنِّلَةُ أَيْنَ مَا تَقْفُوا  
الْأَبَحَبُلِ مِنَ اللَّهِ وَاحْبَلِ مِنَ النَّاسِ  
وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ  
الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
يَكْفُرُونَ بِإِيْتَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ  
بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَلُونَ ⑯

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

لَيْسُوا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَلَوَنَ أَبْيَتِ اللَّهِ أَنَاءَ الْيَلِ وَهُمْ بِالْعِرْفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْأَلُونَ فِي الْخَيْرِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ১১৩

১১৩. তারা (আবার) সবাই এক রকম নয়, আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে; যারা (ন্যায়ের ওপর) দাঁড়িয়ে আছে, যারা রাতভর আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা (তাঁর জন্যে) সাজাদা করে।

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْأَلُونَ فِي الْخَيْرِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ১১৪

১১৪. তারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের উপর ঈমান রাখে এবং তারা (মানুষদের) ন্যায় কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সৎকাজে এরা প্রতিযোগিতা করে, আর এ (ধরনের) মানুষরাই সত্যিকার অর্থে নেক লোকদের অস্তর্ভুক্ত।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفَّرُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمُتَقِّينَ ১১৫

১১৫. তারা যা কিছু ভালো কাজ করবে তাকে কখনো অস্বীকার করা হবে না; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা পরহেয়গার লোকদের ভালো করেই জানেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ১১৬

১১৬. নিসন্দেহে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে, তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলায় তাদের কোনোই উপকারে আসবে না; (বরং) তারাই হবে জাহানামের অধিবাসী, সেখানে অনন্তকাল তারা পড়ে থাকবে।

مَثَلُ مَا يَنْفَعُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الَّتِي نَيَا كَمِثْلِ رِيحٍ فِيمَا صَرَّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمًا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلِكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ১১৭

১১৭. তারা এ দুনিয়ার জীবনে যা খরচ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে (এমন লোকদের মতো), যারা নিজে দের ওপর অবিচার করেছে— (এটা হচ্ছে) সেই দলের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবাহমান হীমশীতল (তীব্র) বাতাসের মতো, যা (তাদের শস্যক্ষেত্র) বরবাদ করে দিয়ে গেলো; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কোনোই অবিচার করেননি; বরং (কুফরী অবলম্বন করে) এরা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

يَا يَا إِنَّمَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَتَخَلَّ وَإِبْطَانَةً مِنْ دُونِكُرْ لَا يَأْلُونَ كُرْ خَبَالًا وَدَوْدَا مَا عَنْتَرَ قَلْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَلْ بَيْنَ لَكَمْ الْأَيْتِ إِنْ كَنْتُرْ تَعْقِلُونَ ১১৮

১১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, (কেননা) এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতিই কামনা করে, তাদের প্রতিহিস্তা (বিদ্যম এখন) তাদের মুখ থেকেও প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্য তাদের অস্তর যা লুকায় তা বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক, আমি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিছি, তোমাদের যদি জ্ঞানবুদ্ধি থাকে (তাহলে তোমরা সতর্ক হতে পারবে)।

هَأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتَؤْمِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّهِ ১১৯

১১৯. সাবধান, যাদের তোমরা ভালোবাসো; তারা (কিন্তু) তোমাদের (মোটেই) ভালোবাসে না, তোমরা তো (আমার) সব কয়টি কিতাবের ওপরও ঈমান আনো, (আর তারা তোমাদের কিতাবকে

বিশ্বাসই করে না), এরা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা (তোমাদের কিতাব) মানি, আবার যখন এরা একান্তে চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা তোমাদের (সাফল্যের) ওপর (নিজেদের) আংগুল কামড়াতে শুরু করে; তুমি (তাদের) বলো, যাও, নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই তোমরা (পুড়ে) মরো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

وَإِذَا لَقُوكُرْ قَالُوا أَمَّا هُنَّ  
عَضْوَاعَلَيْكُمْ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ  
مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا  
الصَّدْرِ<sup>১১</sup>

১২০. কোনো কল্যাণ তোমাদের (স্পর্শ করলে) তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; (এ অবস্থায়) তোমরা যদি দৈর্ঘ্য ধারণ করতে পারো এবং সাবধান হতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

إِنْ تَمْسِكُمْ حَسَنَةً تَسْوِهُمْ وَإِنْ  
تُصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ  
تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلَا يَضْرِكُمْ كَيْلًا هُنْ  
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا<sup>১২</sup>

১২১. (হে নবী, শ্মরণ করো,) যখন তুমি ভোরবেলায় তোমার আপনজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোমেনদের যুদ্ধের ঘাটিসমূহে মোতায়েন করছিলে (তখন তুমি নিশ্চিত জানতে যে), আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং তিনি (বান্দাদের) ভালো করেই জানেন।

وَإِذْ غَدَرْتَ مِنْ أَهْلَكَ تَبَوَّعِ الْمُؤْمِنِينَ  
مَقَاعِنَ لِلْقَتَالِ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ<sup>১৩</sup>

১২২. যখন তোমাদের দুঁটো দল মনোবল হারিয়ে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছিলো, (তখন সেখানে) আল্লাহ তায়ালাই তাদের উভয় দলের অভিভাবক হিসেবে মজুদ ছিলেন, আর আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো (সর্বাবস্থায়) তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত।

إِذْ هَمْتُ طَائِفَتَيْ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا  
وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ<sup>১৪</sup>

১২৩. (এই ভরসা করার কারণেই) বদরে (যুদ্ধে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন, অথচ তোমরা কতো দুর্বল ছিলে; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (এ বিজয়ের জন্যে তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَلَقَنْ نَصَارَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذَلَّةٌ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>১৫</sup>

১২৪. (শ্মরণ করো,) যখন তুমি মোমেনদের বলছিলে, তোমাদের রব যদি আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের (বিজয়ের জন্যে তা কি) যথেষ্ট হবে না?

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ  
يَمْلِكُ رَبُّكُمْ بِشَلَةٍ أَلَافٍ مِنَ الْمَلِكَةِ  
مِنْزَلَيْ<sup>১৬</sup>

১২৫. (ঁ) অবশ্যই, তোমরা যদি দৈর্ঘ্য ধারণ করো এবং (শৃঙ্খলার চক্রান্ত থেকে) বেঁচে থাকতে পারো, এ অবশ্যই তারা যদি তোমাদের ওপর দ্রুত আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের রব (প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়েও তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৬. (আসলে) এ (সংখ্যাটা)কে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ বানিয়ে দিয়েছেন, এর ফলে তোমাদের মন যেন (কিছুটা) প্রশান্ত (ও আশ্বস্ত) হতে পারে, আর সাহায্য ও বিজয়! তা তো পরাক্রান্ত প্রভাবয় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে, তিনিই সর্বজ্ঞ।

১২৭. আল্লাহ তায়ালা এই (যুদ্ধের) দ্বারা কাফেরদের এক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, অথবা তাদের একাংশকে তিনি এর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করে দিতে চান, অতপর যেন তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

১২৮. (হে নবী), এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের ওপর দয়াপরবশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, নিসন্দেহ এরা হচ্ছে যালেম।

১২৯. আসমানসমূহ ও যমনীন যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তিনি যাকে ইচ্ছাক্ষমা করে দেবেন, যাকে ইচ্ছা-শাস্তি দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৩০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, চক্রবৃন্দি হারে সূদ খেয়ো না এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।

১৩১. (জাহানামের) আগুনকে তোমরা ভয় করো, কাফেরদের জন্যেই এটাকে তৈরী করে রাখা হয়েছে।

১৩২. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের কথা মেনে চলো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

১৩৩. তোমরা তোমাদের মালিকের ক্ষমা পাওয়ার কাজে (একে অপরের সাথে) প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জাহানাতের জন্যেও (প্রতিযোগিতা করো), যার প্রশংস্তা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সমান, এটি মোতাকীদের জন্যেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে,

بِلِّيْ إِنْ تَصِيرُوا وَتَقْتُلُو كُمْ مِنْ فَوْهَمْ هَذِهِ أَيْمَنْ دَكْرْ بِكُمْ بِخَمْسَةِ الْأَفِ مِنَ الْمَلِكَةِ مَسْوِيْمِينَ ﴿٢٦﴾

وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِيْ لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنُّ قُلُوبَكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْكَبِيرِ ﴿٢٧﴾

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا حَائِبِينَ ﴿٢٨﴾

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونَ ﴿٢٩﴾

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْلَمُ بُ مِنْ يَشَاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٠﴾

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُو أَعْفَافًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِلِّتْ لِلْكُفَّارِينَ ﴿٣٢﴾

وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿٣٣﴾

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجنةً عَرَضَهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ «أُعِلِّتْ لِلْمُتَقِينَ ﴿٣٤﴾

১৩৪. (আল্লাহভীর হচ্ছে তারা) যারা সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল—সর্ববস্থায় (আল্লাহর পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্ষেত্রে সংবরণ করে এবং যারা মানুষের ক্ষমা করে দেয়; আল্লাহ তায়ালা উত্তম মানুষদের ভালোবাসেন।

الَّذِينَ يَنْفَعُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ  
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٥﴾

১৩৫. তারা—যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে বসে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহকে ঝরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আসলে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কে আছে যে (তাদের) গুনাহ মাফ করে দিতে পারে? এরা জেনে বুঝে কখনো নিজেদের গুনাহের ওপর অটল হয়ে বসে থাকে না।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَأَهُمْ وَظَلَمُوا  
أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِنَفْسِهِمْ  
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُّوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُنَّ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

১৩৬. এই (হচ্ছে সে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত) মানুষগুলো! তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিদান হবে ক্ষমা, আর এমন এক জান্মাত যার তলদেশ দিয়ে বার্ণাধারা বইতে থাকবে, সেখানে (নেককার) লোকেরা অনস্তুকাল ধরে অবস্থান করবে। (এটা) সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের জন্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কতো সুন্দর প্রতিদান!

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مُغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ  
وَجَنَّتْ تَجْرِيٌ مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْثَرُ  
خَلِيلٌ يَّنْ فِيهَا وَنَعْمَرُ أَجْرُ الْعَمِيلِينَ ﴿٢٧﴾

১৩৭. তোমাদের আগেও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও এবং দেখো, (আল্লাহ তায়ালাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কি পরিণতি হয়েছিলো!

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سِنَنٌ فَسَيِّرُوا  
فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكَنَّبِينَ ﴿٢٨﴾

১৩৮. এটি হচ্ছে মানব জাতির জন্যে (আল্লাহর বিধানের বিশেষ) বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদ্দের জন্যে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সদুপদেশ।

هُنَّ أَبَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوعِظَةٌ  
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٩﴾

১৩৯. তোমরা হতোদয় হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) স্টিমানদার হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।

وَلَا تَهْمُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعَلُونَ  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

১৪০. তোমাদের যদি (কোনো সাময়িক) বিপর্যয় স্পৰ্শ করে (এতে মনোকৃপ্ত হয়ো না), এ ধরনের আঘাত তো (সে) দলের ওপরও এসেছে, আর (এভাবেই) আমি মানুষের মাঝে (উত্থান পতনের) দিনগুলোকে পালাক্রমে অদল-বদল করাতে থাকি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে পারেন, কে (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর স্টিমান রাখে এবং (এর মাধ্যমে) তোমাদের মাঝখান থেকে কিছু ‘শহীদ’ ও আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেন, আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের পছন্দ করেন না।

إِنْ يَمْسِكْ قَرْحَ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ  
مِثْلُهِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تُنَالُ أَوْلَاهَا بَيْنَ  
النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِي أَمْنَوْا  
وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شَهَادَةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

১৪১. আল্লাহ তায়ালা (এর মাধ্যমে) সুমানদার বান্দাদের পরিশুল্ক করে কাফেরদের নাস্তানাবুদ করে দিতে চান।

وَلِيْمَحْصَ اللَّهُ أَلِّيْنَ يَنَّ أَمْنَوَا وَيَمْحِقَ  
الْكُفَّارِينَ  
১৪১

১৪২. তোমরা কি মনে করো তোমরা (এমনি এমনি) বেহেশতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা (পরীক্ষার মাধ্যমে) এ কথা জেনে নেবেন না যে, কে (তাঁর পথে) জেহাদ করেছে এবং তোমাদের মধ্যে কে (বিপদে) কঠোর বৈর্য ধারণ করতে পেরেছে!

أَمْ حَسْبَتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا  
يَعْلَمَ اللَّهُ أَلِّيْنَ يَنَّ جَهَدُوا مِنْكُرٍ وَيَعْلَمُ  
الصَّابِرِينَ  
১৪২

১৪৩. তোমরা তার মুখ্যমুখ্য হওয়ার আগেই (সত্যের পথে) মৃত্যু কামনা করছিলে, আর (এখন) তা (তো) তোমাদের সামনেই চলো এসেছে এবং (নিজের চোখেই) তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো।

وَلَقَنْ كَنْتُمْ تَمْنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَلْقَوْهُ سَفَقَ رَأْيِتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ  
১৪৩

১৪৪. মোহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কিছুই নয়, তার আগেও বহু রসূল গত হয়ে গেছে (এবং তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে); তাই সে যদি (আজ) মরে যায় অথবা তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা কি (হোদ্যাত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে? আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কখনোই আল্লাহর (দ্বিনের) ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিফল দান করবেন।

وَمَأْمَمَهُمْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ  
قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ  
أَنْقَلَبَتْ مِنْ عَاقِبَكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ مَلِ  
عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضْرِبَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي  
اللَّهُ الشَّكِّرِينَ  
১৪৪

১৪৫. কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরবে না, (আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার) দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট, যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশা করে আমি তাকে (এ দুনিয়াতেই) তার কিছু অংশ দান করি, আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে, আমি তাকে সে (পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করবো এবং অচিরেই আমি কৃতজ্ঞদের প্রতিফল দান করবো।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمْوَتْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
كَتِبَأَمْوَالًا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ  
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزِي الشَّكِّرِينَ  
১৪৫

১৪৬. অনেক নবীই (এখানে এমন) ছিলো, নবী (আল্লাহর পথে) যুদ্ধ করেছে, তার সাথে (আরো যুদ্ধ করেছে) অনেক সাধক ব্যক্তি, আল্লাহর পথে তাদের ওপর যতো বিপদ-মসিবতই এসেছে তাতে (কোনোদিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বল ও হয়নি, (বাতিলের সামনে তারা) মাথাও নত করেনি, আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

وَكَائِنِ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ لِمَعَهُ رَبِيعُونَ  
كَثِيرٌ فِيمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَمَا عَسُوُا وَمَا أَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ  
يُحِبُّ الصَّابِرِينَ  
১৪৬

১৪৭. তাদের (মুখে তখন) এছাড়া অন্য কথা ছিলো না যে, তারা বলছিলো, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের যাবতীয় গুনাহাতা মাফ করে দাও, আমাদের কাজকর্মের সব বাড়াবাড়ি (তুমি ক্ষমা করে দাও) তুমি আমাদের কদমগুলো ময়বুত রাখো

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا  
ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا  
১৪৭

এবং কাফেরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দান  
করো।

وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ৪১

১৪৮. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার  
জীবনেও (ভালো) প্রতিফল দিয়েছেন এবং  
পরকালীন জীবনেও তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার  
দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা নেক বান্দাদের  
ভালোবাসেন।

فَاتَّهِمُوا اللَّهُ تَوَابَ إِلَيْهِ نَيَا وَحَسْنَ ثَوَابٍ  
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ৪২

১৪৯. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান  
এনেছো, তোমরা যদি (কথায় কথায়) এ কাফেরদের  
অনুসরণ করতে শুরু করো, তাহলে এরা তোমাদের  
(ঈমান) পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে  
তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا إِلَيْنَا  
كَفَرُوا بِإِرْدَوْكَرْمِيْلِيْعَّا كَعَاقِبَكَمْ فَتَنَقِلُّوْبِ  
خَسِيرِيْنَ ৪৩

১৫০. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক  
এবং তিনিই তোমাদের উত্তম সাহায্যকারী।

بِلِ اللَّهِ مُولِّيْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِيْنَ ৪৪

১৫১. অচিরেই আমি এ কাফেরদের অন্তরে ভীতি  
সঞ্চার করে দেবো, কারণ তারা আল্লাহর সাথে  
অন্যদের শরীর করেছে, অথচ তাদের এ কাজের  
সপক্ষে আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো দলীল-প্রমাণ  
পাঠাননি, এদের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে (জাহানামের)  
আগুন; যালেমদের বাসস্থান (হিসেবে) জাহানাম  
কতো নিকৃষ্ট!

سَنُلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
الرَّاعِبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ  
سَلْطَنَاهُ وَمَا وَهْمَ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى  
الظَّالِمِيْنَ ৪৫

১৫২. (ওহদের ময়দানে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের  
যে (সাহায্যের দেয়ার) প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন তা  
তিনি পালন করেছেন, (প্রথম দিকে) যখন তোমরা  
আল্লাহর অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদের নির্মূল  
করে যাচ্ছিলে! এমনকি তোমরা যখন সাহস হারিয়ে  
ফেললে এবং (আল্লাহর রসূলের বিশেষ একটি) আদেশ পালনের ব্যাপারে মতপার্থক্য শুরু করে দিলে,  
আল্লাহর রসূল যখন তোমাদের ভালোবাসার সেই  
জিনিস (ও আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও  
তোমরা তার কথা অমান্য করে (তার বলে দেয়া স্থান  
ছেড়ে) চলে গেলে, তোমাদের কিছু লোক (তখন)  
বৈষয়িক ফায়দা হাসিল করতে চাইলো, (অপরদিকে)  
তোমাদের কিছু লোক (তখনও) পরাকালের কল্যাণই  
চাইতে থাকলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের)  
পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তা থেকে তিনি তোমাদের  
অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা  
তোমাদের মাফ করে দিলেন, আল্লাহ তায়ালা  
(সবসময়ই) ঈমানদারদের ওপর দয়াবান।

وَلَقَلْ مَنْ قَمَرَ اللَّهُ وَعَلَهُ أَذْتَهْسَنْهُ  
بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ  
فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرْكَبْتُمْ  
مَا تُحِبُّونَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهَ نِيَّا  
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ فَتَرْصَفُكُمْ  
عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيْكُمْ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُمْ  
وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ৪৬

১৫৩. (ওহদের বিপর্যয়ের সময়) তোমরা যখন  
(ময়দান ছেড়ে পাহাড়ের) ওপরের দিকে ওঠে  
যাচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের কোনো লোকের  
প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, অথচ আল্লাহর রসূল

إِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تَلْوَنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولَ

তোমাদের (তখনও) পেছন থেকে ডাকছিলো, তাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের ওপর পতিত হয়েছে, এর ব্যাপারে তোমরা উদ্বিগ্ন না হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব ধরনের কর্মকান্ড সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

১৫৪. বিপর্যয়ের পর আল্লাহ তায়ালা পরবর্তি পর্যায়ে তোমাদের ওপর এমন প্রশান্তি নাখিল করে দিলেন, যা তোমাদের একদল লোককে তন্ত্রাচ্ছন্ন করে দেয়, আর আরেক দল, যারা নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছিলো, তারা তাদের জাহেলী ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করতে থাকে, তারা বলে, (যদু পরিচালনার) এ কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা আছে? (হে নবী,) তুমি বলো ক্ষমতা (ও) কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহর হাতে, এরা তাদের মনের ভেতর যেসব কথাবার্তা গোপন করে রেখেছে তা তোমার সামনে (খোলাখুলি) প্রকশ করে না; তারা বলে, এ (যদু পরিচালনার) কাজে যদি আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না; তুমি তাদের বলো, যদি (আজ) তোমরা তোমাদের ঘরের ভেতরেও থাকতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিলো তারা (এই মরণের) বিচানার দিকেই বের হয়ে পড়তো, আর এভাবেই তোমাদের মনের ভেতর যা আছে সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং এ (ঘটনা) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তাও পরিশুল্ক করে দেন, তোমাদের মনের কথা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

يَلْعُوكَرِيْفِ اخْرِكَرْ فَاتَّابَكَرْ غَمَّبَغَمَّ  
لَكِيلَاتَحْرَنْوَا فِي مَا فَاتَكَرْ وَلَا مَا  
أَصَابَكَرْ وَاللهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
১৫৪

نَزَّلَ عَلَيْكَمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً  
تَعَسَّا يَعْشِي طَائِقَةً مِنْكُرْ وَطَائِقَةً قَلْ  
أَهْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظْنُونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ  
كَنْ الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ  
مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِللهِ  
يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ  
يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ  
مَا قُتِلْنَا هُنَّا قُلْ لَوْ كَنْتُمْ فِي  
بَيْوَكَرْ لَبَرَّ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ  
الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا  
فِي صَدْرِكَرْ وَلِيَمْحِصَ مَا فِي قَلْوَبِكَرْ  
وَاللهُ عَلَيْهِ بِئْنَ أَبِ الصَّدْرِ  
১৫৪

১৫৫. দু'টি বাহিনী যেদিন একে অপরের মুখোযুদ্ধ হয়েছিলো, নিসন্দেহে সেদিন যারা (ময়দান থেকে) পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের একাংশের অর্জিত কাজের জন্যে শয়তানই তাদের পদস্থলন ঘটিয়ে দিয়েছিলো, অতগর (তারা অনুস্পষ্ট হলে) আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিলেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَىِ  
الْجَمِيعُ إِنَّمَا اسْتَزَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَضْ  
مَا كَسَبُوا وَلَقَنَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَفْوَ حَلِيلِهِ  
১৫৫

১৫৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না, কাফেরদের কোনো ভাই (বন্ধু) যখন বিদেশ (বিভূঁইয়ে) মারা যেতো, কিংবা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখন এরা তাদের ভাইদের বলতো,

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَكُونُوا كَافَّلِينَ  
كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا  
১৫৬

এরা যদি আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে এরা (এভাবে) মরতো না এবং এরা নিহতও হতো না, এটা (এ জন্যে) যেন আল্লাহ তায়ালা একে তাদের মনের আক্ষেপে পরিণত করে দেন, (আসলে) আল্লাহই মানুষের জীবন দেন, তিনি মানুষের মৃত্যু ঘটান এবং তোমরা (এই দুনিয়ায়) যা করে যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَزِّيَ لَوْ كَانُوا  
عَنْهُ نَأِ مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ  
ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يَحْكِي  
وَمَيْمِيتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা (সে পথে) তোমরা মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে (যে) রহমত ও ক্ষমা (লাভ করবে), এটা তার চাইতে অনেক বেশী উত্তম (কাফেররা) যা সম্ভব করে!

وَلَئِنْ قُتِلُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَمَرِ لِمَغْفِرَةٍ  
مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٍ مِمَّا يَجْمِعُونَ

④

১৫৮. তোমরা যদি (আল্লাহর পথে) মৃত্যুবরণ করো, অথবা (তাঁর পথে) তোমরা যদি নিহত হও, (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের একদিন আল্লাহ তায়ালার সমাপ্তেই জড়ো করা হবে।

وَلَئِنْ مَتُوكُمْ أَوْ قُتِلُوكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تَحْشِرونَ

④

১৫৯. এটা আল্লাহর দয়া যে, তুমি এদের জন্যে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ,) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাশাগ হৃদয়ের হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো, তুমি এদের (অপরাধসমূহ) মাফ করে দাও, এদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, যখন তুমি (কোনো কাজের) সংকল্প করবে, তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহর ওপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন।

فِي بَيْمَاء رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِمَنْ وَلَوْ كُنْتَ  
فَظًا غَلِيْنَاقْلِبٌ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَيْ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ  
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

④

১৬০. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কেউই তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না, আর তিনিই যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে এমন কোন শক্তি আছে যে অতপর তোমাদের সাহায্য করতে পারে; কাজেই (আল্লাহর ওপর) যারা ঈমান আনে তাদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ  
يَخْلُكُمْ فِيمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ  
بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

④

১৬১. (কোনো) নবীর পক্ষেই খেয়ানত করা সম্ভব নয়; (হাঁ মানুষের মধ্যে) কেউ যদি খেয়ানত করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তার (খেয়ানতের) সে বস্তুসহ হায়ির হবে, অতপর প্রত্যেককেই তার অর্জিত (ভালো মন্দের) পাওনা সঠিকভাবে আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তাদের কারো ওপরই অবিচার করা হবে না।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ  
يَأْتِ بِيَاغِلَ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوْفِيقِ كُلِّ  
نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُنْ لَا يَظْلَمُونَ

④

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে, তার সাথে কিভাবে সে ব্যক্তির তুলনা করা

أَفَمِنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخْطٍ

الله وَمَا وَلَهُ مِنْ جَهَنَّمْ وَبَئْسَ الْمَصِيرُ  
وَعَمَلُونَ

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

যায়, যে আল্লাহর বিরোধী পথে চলে শুধু তাঁর ক্ষেপণাত্মক অর্জন করেছে, তার জন্যে জাহানামের আগুন হবে একমাত্র বাসস্থান; আর তা (হচ্ছে) নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

১৬৩. এরা (নিজ নিজ আমল অনুযায়ী) আল্লাহর কাছে বিভিন্ন স্তরে (বিভক্ত) হবে, এরা যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।

১৬৪. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোমেনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং (সে অনুযায়ী) সে তাদের জীবনকে পরিশুল্ক করে, (সর্বোপরি) সে তাদের আল্লাহর কিতাব ও (তাঁর অস্তুলক) জান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, যদিও এরা সবাই ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো।

১৬৫. যখনি তোমাদের ওপর (ওহুদ যুদ্ধের) বিপদ নেমে এলো, (তখনি তোমরা বলতে শুরু করলে, পরাজয়ের) এ বিপদ আমাদের ওপর কিভাবে এলো—অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর চাইতে দ্বিগুণ (পরাজয়ের) বিপদ তো তোমরাই তাদের ঘটিয়েছিলে; (হে নবী,) তুমি বলো, এটা এসেছে তোমাদের নিজেদের কারণেই; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্ববিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

১৬৬. (ওহুদের ময়দানে) দু'দলের সম্মুখ লড়াইয়ের দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিলো, তা (এসেছে) আল্লাহর ইচ্ছায়, (এর দ্বারা) তিনি জেনে নিতে চান, কারা সত্যিকার মোমেন,

১৬৭. আর তাদের (পরিচয়ও) তিনি জেনে নেবেন, যারা (মোনাফেকী) করেছে, এদের যখন বলা হয়েছিলো, আল্লাহর পথে লড়াই করো, অথবা (ক্রমপক্ষে নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষাটুকু তোমরা করো, তখন তারা বললো, যদি আমরা জানতাম (আজ) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম, (এ সময়) তারা ঈমানের চাইতে কুফরীরই বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছিলো, এরা যুথে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই; আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যা কিছু এরা গোপন করে।

১৬৮. যারা (যুদ্ধে শরীক না হয়ে ঘরে) বসে থাকলো (তারা তাদের) ভাইদের সম্পর্কে বললো, তারা যদি (ঘরে বসে থাকতো এবং) তাদের কথা শুনতো, তাহলে তারা (আজ এভাবে) মারা পড়তো না; (হে নবী,) তুমি বলো, যদি তোমরা (এ দায়ীতে) সত্যবাদী

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقَيْلَ لَهُمْ  
تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعوا  
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمْ هُنَّ  
لِلْكُفَّرِ يَوْمَئِنَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْأَيْمَانِ  
يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝

الَّذِينَ قَالُوا لِخَوَانِيمْ وَقَعْدَ وَأَلَوْ  
أَطَاعُونَ مَا قَاتِلُوا ۖ قُلْ فَادْرُءُوا عَنْ

হও তাহলে তোমাদের কাছ থেকে (তোমাদের) মৃত্যুটাকে সরিয়ে দাও।

أَنْفُسُكُمُ الْمُوتَ إِنْ كَنْتُمْ مِنْ قَيْنَ

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' মনে করো না, তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের কাছে তাদের (রীতিমতো) রেয়েক দেয়া হচ্ছে।

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
يَرْزُقُونَ

১৭০. আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন তাতে তারা পরিত্পুণ এবং যারা এখনো তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা (এই মর্মে) সুসংবাদ দিচ্ছে যে, এমন ধরনের লোকদের জন্যে কোনো ভয় নেই এবং তারা (সে দিন কোনোরকম) চিন্তাও করবে না।

১৭১. এরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ করে, আল্লাহ তায়ালা কখনোই ঈমানদারদের পাওনা বিনষ্ট করেন না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ  
اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

১৭২. তাদের ওপর (বড়ো) আঘাত আসার পরও যারা (আবার) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরো যারা নেক কাজ করেছে, (সর্বোপরি) সর্বাদ্য যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, এদের জন্যে রয়েছে মহাপুরুষার।

أَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ  
بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا  
مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ

১৭৩. মানুষরা যখন তাদের বললো, তোমাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের) এক বিশাল বাহিনী জমায়েত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করো, (এ বিষয়টা) তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিলো, তারা বললো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই (আমাদের) উত্তম কর্মবিধায়ক।

১৭৪. অতগর আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এরা (এমনভাবে) ফিরে এলো যে, কোনো প্রকার অনিষ্টই তাদের স্পর্শ করতে পারলো না, এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথই অনুসরণ করলো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।

১৭৫. এই হচ্ছে তোমাদের (প্রোচনাদানকারী) শয়তান, তারা (শক্রপক্ষের অতিরিক্ত শক্তির কথা বলে) তাদের বন্ধু বান্ধবদের ভয় দেখায়, তোমরা তাদের ভয় করো না, (বরং) আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও!

১৭৬. (হে নবী,) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকাণ্ড যেন তোমাকে চিন্তাবিত না করে, তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না;

পারা ৪ লান্ তানা-লু

أَنَّمَا ذَلِكُ الشَّيْطَنُ يَخْوِفُ أَوْلَيَاءَ  
فَلَا تَخَافُوهُرَ وَخَافُونَ إِنْ كَنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

১৭৭. (হে নবী,) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকাণ্ড যেন তোমাকে চিন্তাবিত না করে, তারা কখনো

আল্লাহর ক্ষতি সাধন করতে পারবে না;

১৭৮. (হে নবী,) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকাণ্ড যেন তোমাকে চিন্তাবিত না করে, তারা কখনো

আল্লাহর ক্ষতি সাধন করতে পারবে না;

وَلَا يَخْرُنَكَ الَّذِينَ يَسْارِعُونَ فِي  
الْكُفَرِ إِنَّمَا لَنْ يَضْرِبُوا اللَّهَ شَيْئًا

(মূলত) আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে পরকালে  
(পুরুষের) কোনো অংশই রাখতে চান না, তাদের  
জন্যে অবশ্যই কঠিন আয়াব রয়েছে।

بِرَبِّهِمْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَنَّبِيبٌ

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফরী খরিদ করে নিয়েছে,  
তারা কখনোই আল্লাহ তায়ালার ক্ষতি করতে পারবে  
না, এদের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفَّارَ بِالْإِيمَانِ  
لَنْ يَفْرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৭৮. কাফেররা যেন এটা কখনো মনে না করে,  
আমি যে তাদের তিল দিয়ে রেখেছি এটা তাদের  
জন্যে কল্যাণকর হবে, (আসলে) আমি তো তাদের  
অবকাশ দিছি যেন তারা তাদের গুনাহ (-এর বোৰা)  
আরো বাড়িয়ে নিতে পারে, তাদের জন্যেই রয়েছে  
লাঞ্ছনিক আয়াব।

وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نَمِلُ  
لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نَمِلُ لَهُمْ  
لِيَزِدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

১৭৯. আল্লাহ তায়ালা কখনো মোমেনদের- তোমরা  
বর্তমানে যে (ভালো মন্দে মিশানো) অবস্থার ওপর  
আছো এর ওপর ছেড়ে দিতে চান না, যতোক্ষণ না  
তিনি পাকপবিত্র (মানুষ)দের অপবিত্র (লোক)দের  
থেকে আলাদা করে দেবেন; (একইভাবে) এটা ও  
আল্লাহ তায়ালার কাজ নয় যে, তিনি তোমাদের  
গায়বের কিছু অবহিত করবেন, তবে আল্লাহ তায়ালা  
তাঁর রসূলদের মাঝ থেকে যাকে চান তাকে (বিশেষ  
কাজের জন্যে) বাছাই করে নেন, অতপর তোমরা  
আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন  
করো, তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনো  
এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদের  
জন্যে মহাপুরুষার থাকবে।

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْدَرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ  
عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ  
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَطْلَعَكُمْ عَلَىٰ الغَيْبِ وَلَكُنَّ  
اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رَسْلِهِ مَنْ يُشَاءُ  
فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا  
تَنْقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

১৮০. আল্লাহ তায়ালা নিজের অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যে  
প্রাচুর্য দিয়েছেন যারা তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে  
কার্পণ্য করে- তারা যেন কখনো এটা মনে না করে,  
এটা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণকর কিছু হবে; না, এ  
(কৃপণতা আসলে) তাদের জন্যে খুবই অকল্যাণকর;  
কার্পণ্য করে তারা যা জমা করেছে, কেয়ামতের দিন  
অচিরেই তা দিয়ে তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া  
হবে, আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহ  
তায়ালার জন্যেই, আর তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা  
তায়ালা তা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا  
أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ الْهَمَّ بِلَ  
هُوَ شَرُّهُمْ سَيِّطُوقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

১৮১. আল্লাহ তায়ালা সেই (ইহুদী) লোকদের  
কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, তারা (বিদ্রূপ করে)  
বলেছিলো, অবশ্যই আল্লাহ গরীব, আর আমরা  
হচ্ছি ধনী। তারা যা কিছু বলে তা আমি (তাদের  
হিসাবের খাতায়) লিখে রাখবো, (আমি আরো লিখে  
রাখবো) অন্যান্যভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার  
বিষয়টিও, (সেদিন) আমি তাদের বলবো, এবার  
তোমরা জাহানামের স্বাদ উপভোগ করো।

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ  
اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ مَسْنَكِتُبُ  
مَا قَالُوا وَقَتَلَمْ رَأْسَيَابَ بِغَيْرِ حَقٍّ  
وَنَقُولُ ذُوقَوْا عَذَابَ الْحَرِيقِ

১৮২. এ (আয়া) হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই  
পাঠানো আমল, আল্লাহ তায়ালা কখনো (তার)  
বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন।

ذَلِكَ بِمَا قَلَّ مَتْ أَيْدِيْكُرْ وَأَنَّ اللَّهَ  
لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبَيْلِ ﴿٢٥﴾

১৮৩. যারা বলে, (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাই তো  
আমাদের প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন যেন আমরা কোনো  
রসূলের ওপর ঈমান না আনি, যতোক্ষণ না সে  
আমাদের কাছে এমন একটা কোরবানী এনে হাফির  
করবে, যাকে (গায়ব থেকে এক) আগুন এসে থেয়ে  
ফেলবে; (হে মোহাম্মদ), তুমি (তাদের) বলো, হ্যাঁ  
আমার আগে অনেক উজ্জ্বল নির্দশন নিয়ে তোমাদের  
কাছে বহু নবী রসূল এসেছে, তোমরা যে কথা বলছো  
তা সবই (তারা নিয়ে এসেছিলো,) যদি তোমরা  
(তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে কেন  
তাদের হত্যা করলো?

১৮৪. (হে মোহাম্মদ), এরা যদি তোমাকে অঙ্গীকার  
করে (তাহলে তুমি ভেবো না, কারণ), তোমার  
আগেও এমন বহু নবী রসূল (নবুওতের) সুস্পষ্ট  
দলীল প্রমাণ ও (হেদায়াতের) দীপ্তিমান গ্রন্থসমূহ  
নিয়ে এসেছিলো, তাদেরও (এমনভাবে) অঙ্গীকার  
করা হয়েছিলো।

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ ভোগ করবে;  
(অতপর) তোমাদের (কর্মকান্ডের) পাওনা কেয়ামতের  
দিন পুরোপুরি আদায় করে দেয়া হবে, যাকে  
(জাহানামের) আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে এবং  
জান্মাতে প্রবেশ করানো হবে; সে-ই সফলতা পাবে।  
(মনে রেখো,) এই পার্থিব জীবন (কিছু বাহ্যিক)  
ছলনার মাল সামান্য ছাড়ি আর কিছুই নয়।

১৮৬. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) নিচয়ই জান মালের  
(ক্ষতি সাধনের) মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া  
হবে। (এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে) তোমরা অবশ্যই  
তোমাদের পূর্ববর্তী সম্পদ্যায়- যাদের (আল্লাহর)  
কিতাব দেয়া হয়েছিলো এবং যারা (আল্লাহর সাথে  
অন্যদের) শরীক করেছে, তাদের (উভয়ের) কাছ  
থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনবে; এ অবস্থায়  
তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয়  
করে চলো, তাহলে অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের  
এক সাহসিকতার ব্যাপার।

১৮৭. (শ্বরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের  
কিতাবধারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রূতি  
গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই একে মানুষদের  
কাছে বর্ণনা করবে এবং একে তোমরা গোপন করবে  
না, কিন্তু তারা এ প্রতিশ্রূতি নিজেদের পেছনে ফেলে  
রাখলো এবং অত্যন্ত অল্প মূল্যে তা বিক্রি করে দিলো;

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَمِدَ إِلَيْنَا  
أَلَانُؤْمَنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ  
تَأْكِلُهُ النَّارُ قُلْ قَنْ جَاءَ كُمْ رَسُلٌ  
مِنْ قَبْلِيْ بِالْبَيْنِتِ وَبِالْأَذِنِ قُلْتُرِ  
فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كَنْتُمْ صَلِّيْنَ ﴿٢٦﴾

فَإِنْ كَنْ بُوكَ فَقَنْ كُلِّبَ رُسُلَ مِنْ  
قَبْلَكَ جَاءَوْ بِالْبَيْنِتِ وَالزَّبِرِ وَالْكِتَبِ  
الْمَنِيرِ ﴿٢٧﴾

كُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا  
تَوْفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمِنْ  
زَحْرَ حَعِيْ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَنْ فَازَ  
وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا مَتَاعُ الْغَرَوْرِ ﴿٢٨﴾

لَتَبْلُوْنَ فِي آمَوَالِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ تَقْ  
وَلَتَسْمِعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْيَ  
كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوْنَ فَإِنْ ذَلِكَ  
مِنْ عَزَّ الْأَمْوَرِ ﴿٢٩﴾

وَإِذَا خَلَ اللَّهُمَّ مِيشَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
لَتَبْيَنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُهُ فَنَبْلُوْهُ  
وَرَاءَ ظُمُورِهِمْ وَاشْتَرَوْهُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

বড়েই নিকৃষ্ট ছিলো যা তারা বিক্রী করছে!

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

১৮৮. এমন সব লোকদের ব্যাপারে তুমি কথনো  
ভেবো না যারা নিজেরা যা করে তাতে আনন্দ প্রকাশ  
করে, আবার নিজেরা যা কখনো করেনি তার জন্যেও  
প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তুমি কখনো ভেবো না,  
এরা (বুঝি আল্লাহর) আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে  
গেছে, (মূলত) এদের জন্যেই রয়েছে ঘন্টাদায়ক  
শাস্তি।

لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَفْرُهُونَ بِمَا أَتَوْا  
وَيُحِبُّونَ أَنْ يَحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا  
فَلَا تَحْسِبْنَاهُمْ بِمَفَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ  
وَلَمْ يَعْلَمُوا أَبَ الْيَمِيرِ

১৮৯. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব এককভাবে  
আল্লাহর জন্যে; আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর একক  
ক্ষমতাবান।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১৯০. নিসদেহে আসমানসমূহ ও যমীনের (নিখুঁত)  
সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আবর্তনের মাঝে জ্ঞানবান  
লোকদের জন্যে অনেক নির্দশন রয়েছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ  
الَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيٍتٍ لِّأُولَئِكَ الْأَبَابِ

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ  
তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের  
এই সৃষ্টি (নেপুণ্য) সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে  
(এবং এসব দেখে তারা বলে), হে আমাদের রব,  
(সৃষ্টি জগত)-এর কোনো কিছুই তুমি অযথা পয়দা  
করোনি, তুমি অনেক পবিত্র, অতপর তুমি আমাদের  
জাহানামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্ক্রিয় দাও।

الَّذِينَ يَنْهَا كَرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعْدَةً وَأَعْلَىٰ  
جَنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هُنَّا بَاطِلًا  
سَبِّحْنَاكَ فَقِنَا عَنَّ أَبَ النَّارِ

১৯২. হে আমাদের রব, যাকেই তুমি জাহানামের  
আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত  
করবে। (সেদিন) যালেমদের কোনো সাহায্যকারীই  
থাকবে না।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُلْخِلُ النَّارَ فَقَدْ  
أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

১৯৩. হে আমাদের রব, আমরা শুনতে পেয়েছি  
একজন আহ্বানকারী (নবী- মানুষদের) ঈমানের  
দিকে ডাকছে (সে বলছিলো, হে মানুষরা), তোমরা হে তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো, (হে রব,  
সেই আহ্বানকারীর কথায়) আমরা ঈমান এনেছি,  
হে আমাদের রব, তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা  
করে দাও, (আমাদের আমলনামা থেকে) আমাদের  
গুনাহসমূহ তুমি মুছে দাও, (তোমার) নেক লোকদের  
সাথে তুমি আমাদের মৃত্যু দান করো।

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مَنَادِيَ يَنْادِي  
لِلْإِيمَانِ أَنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنُوا  
رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا  
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

১৯৪. হে আমাদের রব, তুমি তোমার নবী রসূলদের  
মাধ্যমে যেসব (পুরক্ষারের) প্রতিশ্রুতি আমাদের  
দিয়েছো তা তুমি আমাদের দান করো এবং কেয়ামতের  
দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না; নিশ্চয়ই তুমি  
ওয়াদার বরখেলাপ করো না।

رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعَدْنَا فِي رُسُلِكَ وَلَا  
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلُفُ  
الْمِيعَادَ

১৯৫. অতপর তাদের রব (এই বলে) তাদের ডাকে  
সাড়া দিলেন যে, নর-নারী নির্বিশেষে তোমাদের যে  
যেই কাজ করে, আমি তাদের কোনো কাজ কখনো  
বিনষ্ট করবো না এবং তোমরা তো একে অপরের  
মতো, অতপর যারা (নিজেদের ভিট্টেটি ছেড়ে)  
হিজরত করেছে এবং যাদের নিজেদের জন্মভূমি  
থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমারই পথে  
যারা নিয়াতিত হয়েছে, (সর্বোপরি) যারা (আমার  
জন্য) লড়াই করেছে এবং (আমারই জন্য) জীবন  
দিয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের গুনহসমূহ মাফ করে  
দেবো, অবশ্যই আমি তাদের (এমন) জন্মাতে প্রবেশ  
করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে,  
এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পুরক্ষার,  
আর (যাবতীয়) উত্তম পুরক্ষার তো আল্লাহ তায়ালার  
কাছেই রয়েছে!

১৯৬. (হে মোহাম্মদ,) জনপদসমূহে যারা (আল্লাহ  
তায়ালাকে) অঙ্গীকার করেছে, তাদের (দাঙ্কিক)  
পদচারণা যেন কোনোভাবেই তোমাকে প্রতারিত না  
করে।

১৯৭. (কেননা তাদের এ পদচারণা) সামান্য  
(কয়দিনের) সামগ্ৰী মাত্ৰ, অতপর তাদের নিবাস  
(হবে) জাহানাম; আর জাহানাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম  
আবাসস্থল!

১৯৮. তবে যারা নিজেদের মালিককে ভয় করেছে,  
তাদের জন্যে রয়েছে (সুরমায়) উদ্যানমালা, যার  
নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা  
অনাদিকাল থাকবে, এ হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ  
থেকে (তাদের) আতিথেয়তা, আর আল্লাহ তায়ালার  
কাছে যা আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের  
জন্যে অতি উত্তম জিনিস!

১৯৯. (ইতিপূর্বে) আমি যাদের কাছে কিতাব  
পাঠিয়েছি, সেসব কিতাবধারী লোকদের মাঝে এমন  
লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে,  
তোমাদের এ কিতাবের ওপর তারা (যেমনি) বিশ্বাস  
করে, (তেমনি) তারা বিশ্বাস করে তাদের ওপর  
পাঠানো কিতাবের ওপরও, এরা হচ্ছে আল্লাহর ভীত  
সন্ত্রস্ত ও বিনয়ী বান্দা, এরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে  
(স্বার্থের বিনিময়ে) সামান্য মূল্যে বিক্রি করে না, এরাই  
হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের জন্যে তাদের মালিকের  
কাছে পাওনা (সংরক্ষিত) রয়েছে, নিসদেহে আল্লাহ  
তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী।

২০০. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা  
ধৈর্য ধারণ করো, (এ কাজে) সুদৃঢ় থেকো, (শক্তি  
মৌকাবেলায়) তৎপর থেকো, একমাত্র আল্লাহকেই  
ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে  
পারবে!

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ  
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى  
بِعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ هَالَّذِينَ هَاجَرُوا  
وَآخَرُ جُوْمَانِ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذَوْا فِي  
سَبَيْلِيٍّ وَقَتَلُوا وَقَتُلُوا الْأَكْفَارُ عِنْهُمْ  
سَيِّاتِهِمْ وَلَا دُخَلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسْنَ الشَّوَّابِ ﴿٤٥﴾

لَا يَغْرِنَكَ تَقْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي  
الْبَلَادِ ﴿٤٦﴾

مَتَاعٌ قَلِيلٌ تَتَرَقَّبُ مَا أَوْهَمَهُمْ جَهَنَّمُ  
وَبَئْسَ الْمِهَادُ ﴿٤٧﴾

لِكِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا نَزَلَ مِنْ  
عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْإِبْرَارِ ﴿٤٨﴾

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ  
خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرِئُونَ بِأَيِّتِ اللَّهِ ثَمَّنًا  
قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ  
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَرَاءِ بُطْوَافٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসভা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তা থেকে (তার) জুড়ি পয়দা করেছেন, তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে তিনি বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায়) ছড়িয়ে দিয়েছেন (হে মানুষ), তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যার (পবিত্র) নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবী করো এবং (সম্মান করো) গর্ত (ধারীমী মা)-কে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

يَا يَهُوا النَّاسُ أَتَقْوَى رَبَّكُمُ الَّذِي  
خَلَقَكُم مِّنْ نُفُسٍّ وَّاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَأَتَقْوَا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

২. এতীমদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে দিয়ে দাও,  
(তাদের) ভালো জিনিসের সাথে (নিজেদের) খারাপ  
জিনিসের বদল করো না, তাদের সম্পদসমূহ কখনো  
নিজেদের মালের সাথে মিলিয়ে হ্যম করে নিয়ো না,  
অবশ্যই তা জঘন্য পাপ।

وَأَتُوا الْيَتَمَّى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوا  
الْحَيْثَ بِالطَّيْبٍ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ  
إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ③

৩. আর যদি তোমরা এ আশংকা করো যে, তোমরা এতীম (মেরে)-দের মাঝে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে (তাদের বদলে সাধারণ) নারীদের মাঝে থেকে তোমাদের যাদের ভালো লাগে তাদের দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করে নাও, যদি তোমরা ভয় করো যে, তোমরা (একের অধিক হলে তাদের মাঝে) ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে (তোমাদের জন্যে) একজনই (যথেষ্ট), কিংবা যে তোমাদের অধিকারভুক্ত; (তাদেরই যথেষ্ট মনে করে নাও) ১) সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এটাই (উভয় ও) সহজতর (পছ্ত)।

وَإِنْ خَفِتْرَ الْأَقْسَطُوا فِي الْيَتَمَى  
فَأَنْكِحُوهُا مَا طَابَ لِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَى وَثُلَثَ وَرَبْعَ، فَإِنْ خَفِتْرَ  
الْأَلَّا تَعْلَمُ لُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ  
أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الْأَلَّا تَعْلَمُ لُوا ۝

৪. নারীদের তাদের মোহরানার অংক খুশী মনে  
তাদের (মালিকানায়) দিয়ে দাও; অতপর তারা যদি  
খুশী হয়ে এর কিছু অংশ তোমাদের (ছেড়ে) দেয়,  
তাহলে তোমরা তাও খুশী মনে ভোগ করো।

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَلْقَهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا ⑧

৫. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ (দুনিয়ায়) তোমাদের প্রতিষ্ঠা লাভের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন, তা নির্বোধ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না, (অবশ্যই এ থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাদের পোশাক সরবরাহ করবে, (সর্বোপরি) তাদের সাথে ভালো কথা বলবে।

وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي  
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزَقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قُوَّلًا مَعْرُوفًا ⑥

৬. এতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌছে, অতপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে (সম্পদ পরিচালনার) যোগ্যতা অনুভব করতে পারো,

وَابْتَلُوا الْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا<sup>١٠</sup>  
النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتَهُ مَنْهَرٌ شَدَّ<sup>١١</sup>

তাহলে তাদের ধন-সম্পদ তাদের হাতেই তুলে দেবে  
এবং তাদের বড়ো হবার আগেই (তাড়াছড়া করে)  
তা হ্যম করে ফেলো না, (এতীমদের পৃষ্ঠপোষক)  
যদি সম্পদশালী হয় তাহলে সে যেন (এই বাড়াবাড়ি  
থেকে) বেঁচে থাকে (তবে হ্যাঁ), যদি সে (পৃষ্ঠপোষক)  
গরীব হয় তাহলে (সমাজের) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী  
সে যেন তা থেকে (নিজের পারিশ্রমিক) গ্রহণ করে,  
যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের ফিরিয়ে  
দেবে, তখন তাদের ওপর সাক্ষী রেখো, (যদিও)  
হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

فَادْعُوا إِلَيْهِمْ أَمَوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
إِسْرَافًاٰ وَبِنَارًاٰ أَن يَكْبُرُواٰ وَمَن  
كَانَ غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ فَوْمَنْ كَانَ  
فَقِيرًاٰ فَلِيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ  
إِلَيْهِمْ أَمَوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْ فَأَعْلَمْهُمْ  
وَكَفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا⑥

৭. (তাদের) পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে  
যাওয়া ধন-সম্পদে পুরুষদের (যেমন) অংশ রয়েছে,  
(একইভাবে) নারীদের জন্যেও (সে সম্পদে) অংশ  
রয়েছে, যা (তাদের) পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনরা  
রেখে গেছে, (পরিমাণ) অল্প হোক কিংবা বেশী;  
(উভয়ের জন্যেই এর) অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া  
হয়েছে।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ  
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ  
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا⑦

৮. (মৃত ব্যক্তির সম্পদ) বন্টনের সময় যখন (তার)  
আপনজন, এতীম ও মেসকীনরা (স্থানে) এসে  
হায়ির হয়, তখন তা থেকে তাদেরও কিছু দেবে এবং  
তাদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবে।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⑧

৯. মানুষের (টেরুকু) ভয় করা উচিত, যদি তারা  
(মৃত্যুর সময় এমনি কিছু) দুর্বল সন্তানদের পেছনে  
রেখে চলে আসতো, তাহলে (তাদের ব্যাপারে) তারা  
(এভাবেই) ভীত শংকিত থাকতো, অতএব তারা  
যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং এদের সাথে ন্যায়-  
ইনসাফের কথাবার্তা বলে।

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  
ذُرِيَّةً ضَعَفًا خَافِوْ عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا اللَّهُ  
وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَيِّدًا⑨

১০. যারা অন্যান্যভাবে এতীমদের মাল-সম্পদ ভক্ষণ  
করে, তারা যেন আগুন দিয়েই নিজেদের পেট ভর্তি  
করে, অচিরেই এ লোকগুলো জাহানামের আগুনে  
জ্বলতে থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَوَالَ الْيَتَمِّي  
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًاٰ  
وَسِيَّلَوْنَ سَعِيرًا⑩

১১. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদে)  
তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে (এ মর্মে) তোমাদের  
জন্যে বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ  
হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো, হ্যাঁ (উত্তরাধিকারী)  
কন্যারা যদি দু'বেবে বেশী হয় তাহলে তাদের জন্যে  
(থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ,  
আর (সে) কন্যা সন্তান যদি একজন হয়, তাহলে  
তার (অংশ) হবে (রেখে যাওয়া সম্পত্তির) অর্ধেক;

يُوصِيمُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ  
مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَي়ِينَ فَإِنْ كُنْ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَاتَرَكَ  
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রত্যেকের জন্যে থাকবে (সে সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগ, (অপর দিকে) মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং পিতামাতাই যদি হয় (তার একমাত্র) উত্তরাধিকারী, তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে তিনি ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ভাই বোন (বেঁচে) থাকে তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর) আগে সে যে ওসিয়ত করে গেছে এবং তার (রেখে যাওয়া) ঝণ আদায় করে দেয়ার পরই (কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে); তোমরা জানো না তোমাদের পিতামাতা ও তোমাদের সন্তান-সন্তির মধ্যে কে তোমাদের জন্যে উপকারের দিক থেকে বেশী নিকটবর্তী। (এ হচ্ছে) আল্লাহর বিধান, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন বিজ্ঞ, পরম কুশলী।

১২. তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক- যদি তাদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ, তারা যে ওসিয়ত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঝণ পরিশোধ করার পরই (কিন্তু তোমরা এই অংশ পাবে); তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে (থাকবে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ- যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ, (মৃত্যুর আগে) তোমরা যা ওসিয়ত করে যাবে কিংবা যে ঝণ (তোমরা রেখে যাবে) তা পরিশোধ করে দেয়ার পরই (এই অংশ তারা পাবে); যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা মাতাও নেই, (শুধু) আছে তার এক ভাই ও এক বোন, তাহলে তাদের সবার জন্যে থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ভাই বোন মিলে) তারা যদি এর চাইতে বেশী হয় তবে (রেখে যাওয়া সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশে তারা সবাই (সমান) অংশীদার হবে, অবশ্য (এ সম্পত্তির ওপর) মৃত ব্যক্তির যা ওসিয়ত করা আছে কিংবা কোনো ঝণ (পরিশোধ)-এর পরই (এ ভাগভাগি সম্পন্ন হবে), তবে (খেয়াল রাখতে হবে, কখনো উত্তরাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পথে) তা যেন ক্ষতিকর না হয়, (কেননা) এ নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর আল্লাহ তায়ালা সর্বজনী ও পরম ধৈর্যশীল।

১৩. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সীমারেখা; যে ব্যক্তি (এর ভেতরে থেকে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, (আল্লাহ তায়ালা) তাকে এমন এক জান্মাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে বর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; (মূলত) এ হচ্ছে এক মহাসাফল্য।

وَلَابُوِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّلْسُلِيَّةِ  
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُ فِلِيمَهُ الْثَّلَاثَ فَإِنْ كَانَ  
لَهُ أَخُوهُ فَلِامَهُ مَدِ السُّلْسُلِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
يُوصَى بِهَا أَوْ دِينِ أَبَاوَكِيرَ وَابْنَأَوَكِيرَ  
لَا تَدْرُونَ أَيْمَرَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيفَةً  
مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا ⑤

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينِ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَتْمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَمَنَّ الشَّمِيمَيَا  
تَرَكَتْمَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصِيَّةِ  
دِينِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ  
أَمْرَأَةً وَلَهُ أَحَدٌ أَوْ أَخْتٌ فَلَكُلِّ وَاحِدٍ  
مِنْهُمَا السُّلْسُلِ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
ذَلِكَ فَهُمْ شَرِكَاءُ فِي الْثَّلِثَةِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينِ «غَيْرُ مَضَارٍ»  
وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَلِيمٌ ⑥

تَلِكَ حَلْ وَدَ اللَّهِ وَمَنْ يَطْعِمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يُؤْخَذُ بِهِ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
خَلِيلٌ بَيْنَ فِيهَا وَذِلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ ⑥

১৪. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর  
রসূলের না-ফরমানী করবে এবং আল্লাহ তায়ালার  
(নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করবে, তিনি তাকে (ভুলত)  
আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে,  
তার জন্যে (রয়েছে) অপমানকর শাস্তি ।

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারে)  
দুষ্কর্মে অভিযুক্ত হয়ে আসবে তাদের (বিচারে) ওপর  
তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে চার জন সাক্ষী যোগাড়  
করবে, অতপর সে চার জন লোক যদি (ইতিবাচক)  
সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সে নারীদের তোমরা ঘরের  
ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে, যতোদিন না মৃত্যু এসে  
তাদের (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহ  
তায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন ।

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন (নর-নারী) এ  
(ব্যভিচারের) কাজ করবে, তাদের দুজনকেই তোমরা  
শাস্তি দেবে, (হাঁ) তারা যদি তাওবা করে এবং নিজে  
দের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের (শাস্তি  
দেয়া) থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও, অবশ্যই আল্লাহ  
তায়ালা তাওবা করুলকারী এবং পরম দয়ালু ।

১৭. আল্লাহ তায়ালার ওপর শুধু তাদের তাওবাই  
(করুলযোগ্য) হবে, যারা অভিতার সাথে গুনাহের কাজ  
করে, অতপর (জানা মাত্রই) তারা দ্রুত (তা থেকে)  
ফিরে আসে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক,  
যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হন; আর  
আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, কুশলী ।

১৮. আর তাদের জন্যে কোনো তাওবা নেই, যারা  
(আজীবন) শুধু গুনাহের কাজই করে, এভাবেই  
একদিন তাদের কারো (দুয়ারে) যখন মৃত্যু এসে  
হায়ির হয়, তখন সে বলে (হে আল্লাহ), আমি এখন  
তাওবা করলাম, তাদের জন্যেও (কোনো তাওবা)  
নয় যারা কাফের অবস্থায় ইহলীলা সাংগ করলো;  
এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে আমি কঠিন  
যন্ত্রণাদায়ক আয়াবের ব্যবস্থা করে রেখেছি ।

১৯. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের  
জন্যে কখনো জোর করে বিধবা নারীদের উত্তরাধিকারের  
পণ্য বানানো বৈধ নয়, (বিয়ের সময় মোহর হিসেবে)  
যা তোমরা তাদের দিয়েছো তার কোনো অংশ তাদের  
কাছ থেকে নিয়ে নেয়ার জন্যে তোমরা তাদের  
আটক করে রেখো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ  
কোনো ব্যভিচারের (অভিযুক্ত) না হয়ে আসে, তাদের  
সাথে সজ্ঞাবে জীবন যাপন করো, তোমরা যদি  
তাদের পছন্দ নাও করো, মনে রেখো এমনও তো  
হতে পারে, যা কিছু তোমরা পছন্দ করো না

وَمِنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّمُ حَلْ وَدَهُ يَلْ خَلْهُ  
وَنَارًا خَالِلًا فِيهَا وَلَهُ عَلَابٌ مِّيقَنٌ

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءٍ كُمْ  
فَأَسْتَهْمِلُوا عَلَيْمِنَ أَرْبَعَةِ مِنْكِرٍ فَإِنْ شَهِدُوا  
فَامْسَكُوهُنَّ فِي الْبَيْوَتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ

الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

وَالَّذِينَ يَأْتِينَهَا مِنْكُمْ فَأَذْوَهُمَا فَإِنْ  
تَابَا وَأَصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ  
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ

يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا

وَلَيَسِتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
السُّيُّورَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَلَّهُمْ  
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تَبَتَّلْتُ إِلَيْهِنَّ وَلَا

الَّذِينَ يَمْوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ

أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَلَى أَبَآءِهِمْ

يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَرْثِيوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَهْبُوا بِعِصْمِ مَا أَتَيْتُهُنَّ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيْنَ

بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاسِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

فَإِنْ كَرْهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوَا شَيْئًا

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

তার মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের জন্যে) অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখে দিয়েছেন।

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٥﴾

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় আরেক স্ত্রী গ্রহণ করার সংকল্প করেই নাও, তাহলে (মোহর হিসেবে) সে বিগুল পরিমাণ সোনাদানা তোমরা দিয়েছো তার কোনো অংশ তোমরা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ো না; তোমরা কি (মিথ্যা) অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট পাপাচার করে তা ফেরত নিতে চাচ্ছো?

وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجًَ مَكَانَ زَوْجٍ  
وَأَتَيْتُمْ أَحَدًا مِنْهُ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُلُوا  
مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُلُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا  
مِبْيَنًا ﴿٦﴾

২১. তোমরা (মোহরানার) সে অংশটুকু ফেরত নেবেই বা কি করে? অথচ (বিভিন্নভাবে) তোমরা তো একে অপরের স্বাদ গ্রহণ করেছো, (তাছাড়া) তারা তোমাদের কাছ থেকে (বিয়ে বন্ধনের) পাকাপাকি একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলো।

وَكَيْفَ تَأْخُلُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَضُكُمْ إِلَى  
بَعْضٍ وَآخَرُنَّ مِنْكُمْ مِيشَاقًا غَلِيلًا ﴿٧﴾

২২. নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের পিতা (পিতামহ)-রা যাদের বিয়ে করেছে তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না, (যাঁ, এ নির্দেশ আসার) আগে যা হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে, এটি (আসলেই) ছিলো অশীল (নির্লজ্জ) কাজ এবং খুবই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
إِلَّا مَا قُلَّ سَلْفًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمُقْتَنَى  
وَسَاءَ سَيِّلًا ﴿٨﴾

২৩. (বিয়ের জন্যে) তোমাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়েছে— তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাইদের মেয়ে, বোনদের মেয়ে, (আরো হারাম করা হয়েছে) সেসব মা— যারা তোমাদের ঝুকের দুধ খাইয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মারো যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের আগের স্বামীর ওরসজাত মেয়েরা— যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে রয়েছে, যদি তাদের সাথে তোমাদের শুধু বিয়ে হয়ে থাকে, (কিন্তু) কখনো তোমরা তাদের সাথে সহবাস করোনি, তাহলে (তাদের আগের স্বামীর মেয়েদের বিয়ে করায়) তোমাদের জন্যে কোনো দোষ নেই, (তোমাদের জন্যে) তোমাদের নিজেদের ওরসজাত ছেলেদের স্ত্রীদের হারাম করা হয়েছে; (উপরন্তু বিয়ের বন্ধনে) তোমাদের ওপর দুই বোনকে একত্র করাও (হারাম করা হয়েছে), তবে যা কিছু (এর) আগে সংঘটিত হয়ে গেছে (তা তো হয়েই গেছে, সে ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও একান্ত দয়াবান।

حِرْمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَتَكُمْ وَبِنْتَكُمْ  
وَأَخْوَتَكُمْ وَعِمْتَكُمْ وَخَلْتَكُمْ وَبَنْتَ  
الْأَخِ وَبَنْتُ الْأَخِتِ وَأَمْهَتَكُمْ التِّي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأَمْهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِكُمْ التِي فِي  
حِجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ التِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنْ : فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّئِلُ أَبْنَائِكُمْ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا  
بَيْنَ الْأَخْتِيَنِ إِلَّا مَا قُلَّ سَلْفًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩﴾

২৪. নারীদের মাঝে (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারীদেরও (তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছ), তবে যেসব নারী (যুদ্ধবন্দী হয়ে) তোমাদের অধিকারে এসে পড়েছে তারা ব্যতীত, (এ হচ্ছে বিয়ের বাপাগরে) তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার বিধান, এর বাইরে যে সব (নারী) রয়েছে, তাদের তোমাদের জন্যে (এ শর্তে) হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা (বিয়ের জন্যে মোহরের) কিছু সম্পদ দ্বারা তাদের পেতে চাইবে এবং তোমরা (বিয়ের) সংরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করবে, তোমরা আবাধ যৌনস্পৃহা পূরণে নিয়োজিত হবে না; অতপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা (বিয়ের) মাধ্যমে উপভোগ করবে, তাদের বিনিময় (মোহর) ফরয হিসেবে আদায় করে দাও, (অবশ্য) মোহর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর যে (পরিমাণের) ওপর তোমরা উভয়ে একমত হও, তাতে কোনো দোষের কিছু নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী,

وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَكُمْ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مَحْصُنَيْنِ غَيْرِ مَسْفَحَيْنِ  
فَمَا أَسْتَعْتَمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتَّوْهُنَّ  
أَجْوَاهُنَّ فِرِيَضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْهَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيَضَةِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا

④

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির স্বাধীন ও স্বাক্ষর কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করার (আর্থিক) সামর্থ থাকবে না, সে যেন তোমাদের অধিকারভুক্ত কোনো ঈমানদার নারীকে বিয়ে করে নেয়; তোমাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত আছেন; (ঈমানের মাপকাঠিতে) তোমরা তো একই রকম, অতপর (যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত) তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করো এবং তাদের ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক যথার্থ মোহরানা দিয়ে দাও (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), তারা (যেন) বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে যায়- (স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে) পরপুরূষকে আনন্দনান্তরের কাজে নিয়োজিত না থাকে, অতপর যখন তাদের বিয়ের দুর্গে অবস্থান করে দেয়া হলো, তখন যদি তারা ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়, (তখন) তাদের ওপর আরোপিত শাস্তির পরিমাণ কিন্তু (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারণী স্বাধীন (স্বাক্ষর) নারীদের ওপর (আরোপিত শাস্তির) অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যভিচারে লিঙ্গ হবার আশংকা থাকবে, (শুধু) তাদের জন্যেই এ (রেয়াত)-টুকু (দেয়া হয়েছে, কিন্তু) তোমরা যদি দৈর্ঘ্য ধারণ করতে পারো, তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوَّلَ أَنْ يَنْكِحْ  
الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمَنْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  
فَإِنَّكُمْ هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ  
أَجْوَاهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مَحْصُنَتِ غَيْرِ  
مَسْفَحَتِ وَلَا مَتْخَذَتِ أَخْلَانِ إِنَّ فَادِ  
أَحْصَنَ فَانَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصْفَ  
مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ  
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا  
خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

④

২৬. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বাণীসমূহ) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দিতে চান এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী (পুণ্যবান) মানুষদের পথে পরিচালিত করতে চান, আর (এর মাধ্যমে) তিনি তোমাদের ওপর দয়াপরবশ হতে চান, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

يَرِيدُ اللَّهُ لِيَبْيَنَ لَكُمْ وَيَهْبِطُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتَوَبَ عَلَيْكُمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

④

২৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হতে চান, <sup>ق</sup> وَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَتَوَبَ عَلَيْكُمْ

(অপরদিকে) যারা নিজেদের (পাশবিক) লালসার অনুসরণ করে তারা চায়, তোমরা সে (ক্ষমার পথ থেকে) বহুদূরে (নিষ্কিঞ্চ হয়ে গোমরাহ) থেকে যাও।

وَيَرِيدُ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهْوَتَ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

(১)

২৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (নানা ধরনের বৌঝা) লঘু করে (তোমাদের জীবনকে সহজ করে) দিতে চান, (কেননা) মানুষকে (আসলেই) দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে।

بِرِّيْدِ اللَّهِ أَنْ يَخْفِيْفَ عَنْكُمْ وَخُلْقَ الْإِنْسَانِ ضَعِيْفًا

(২)

২৯. হে মানুষ, তোমরা যারা স্ট্রাইন এনেছো, তোমরা একে অপরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ধাস করো না, (হ্যাঁ) ব্যবসা-বাণিজ্য যা করবে তা তোমাদের পারম্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই করবে এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) নিজেদের হত্যা করো না, অবশ্যই উন্তরাস মিন্কৃত ও লালকুন্ত অন্ফসকৃত আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি মেহেরবান।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

(৩)

৩০. যে কেউই বাড়াবাড়ি ও যুগ্ম করতে গিয়ে এই (নর হত্যার) কাজটি করবে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পৃড়িয়ে দেবো, (আর) আল্লাহর পক্ষে এটা একেবারেই সহজ।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَنْ وَأَنَا وَظَلَّمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

(৪)

৩১. যদি তোমরা সে সমস্ত বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, যা থেকে তোমাদের নিমেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের (ছেটোখাটো) গুনাহ আমি (এমনিই) তোমাদের (হিসাব) থেকে মুছে দেবো এবং আমি অত্যন্ত সমাজজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।

إِنَّ تَجَنِّبَنِّوا كَبِيرًا مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سِيَّاتِكُمْ وَنُذَلِّلُ خَلْكُمْ مِنْ خَلَّا كَرِيْبًا

(৫)

৩২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একজনের ওপর আরেকজনকে যা (কিছু বেশী) দান করেছেন, তোমরা (তার) লোভ করো না, যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করলো তা তাদেরই অংশ; আবার নারীরা যা কিছু অর্জন করলো তাও তাদেরই অংশ; তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

وَلَا تَتَمَّنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلَّرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئُلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمَا

(৬)

৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে আমি সবার জন্মেই অভিভাবক বানিয়ে রেখেছি; যাদের সাথে তোমাদের কোনো চুক্তি কিংবা অংগীকার রয়েছে তাদের অংশ আদায় করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের ওপর সাক্ষী।

وَلِكُلِّ جَعْلَنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَلَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتَّوْهُنَّ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

(৭)

৩৪. পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কাজকর্মের) ওপর প্রহরী, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর (কিছু বিশেষ) র্যাদা প্রদান করেছেন, কেননা (প্রধানত) তারাই (দম্পত্য জীবনের জন্য) নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে; অতএব সতী-সাধী নারীরা হবে (একান্ত) অনুগত, (পুরুষদের) অনুপস্থিতিতে তারা (স্বয়ং) আল্লাহর তত্ত্ববিধানে (থেকে) নিজেদের (ইয়েত-আবরু ও অদেখা অন্য সব কিছুর) রক্ষণাবেক্ষণ করবে; আর যখন তোমরা কোনো নারীর অবাধ্যতার আশংকা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা কার্যকর না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও সংশোধন না হলে চৃড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের (মৃদু) প্রহার করো, যদি তারা অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেয়ার) ওপর অজুহাত খুঁজে বেড়িয়ো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, সবার চাহিতে মহান!

৩৫. আর যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী এ) দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তার পরিবারের পক্ষ থেকে একজন এবং তার (স্ত্রীর) পরিবারের পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করো, এরা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের (মীমাংসায় পৌছার) তাওফীক দেবেন, নিষ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সম্যক জানী, সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল।

৩৬. তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে অংশীদার বানিয়ো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, যারা (তোমাদের) ঘনিষ্ঠ আঙীয়, এতীম, মেসকীন, আঙীয় প্রতিবেশী, কাছের প্রতিবেশী, পাশের লোক, পথচারী ও তোমার অধিকারভূক্ত (দাস দাসী, তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার করো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও দাঙ্কিক,

الرَّجُلُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ  
اللهُ بعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحَةُ قَنْتَطٌ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجِرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنْكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ  
عَلَيْهَا كَبِيرًا ④৪

وَإِنْ خَفِتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا  
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيْدَا  
إِصْلَاحًا يُوْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ  
عَلَيْهَا خَبِيرًا ④৫

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقِرْبَى  
وَالْيَتَمِّي وَالْمَسْكِينِ وَاجْرَارِ ذِي  
الْقِرْبَى وَاجْرَارِ الْجَنِّ وَالصَّاحِبِ  
بِالْجَنِّ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ  
آيَمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
مُخْتَالًا فَخُورًا ④৬

৩৭. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা (যেমন) কার্পণ্য করে, (তেমনি) অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ করে, (তাছাড়া) আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু (ধন-সম্পদের) অনুগ্রহ দান করেছেন তারা তা লুকিয়ে রাখে; আমি কাফেরদের জন্য এক লাঞ্ছনিক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ  
بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلٍ  
وَأَعْنَنَّ نَالِلَّكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ④৭

৩৮. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও পছন্দ করেন না) যারা লোক দেখানোর উদ্দেশে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ বিচারের দিনকেও বিশ্বাস করে না; (আর) শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে (বুঝতে হবে) সে বড়েই খারাপ সাথী (পেলো)!

وَالَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ رَيَاءً  
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ شَيْطَنًا لَهُ قَرِينًا  
فَسَاءَ قَرِينًا ④

৩৯. কি (দুর্যোগ) তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো যদি তারা (শয়তানকে সাথী বানানোর বদলে) আল্লাহ তায়ালা ও পরকাল দিবসের ওপর ঈমান আনতো, আল্লাহ তায়ালা তাদের যা কিছু দান করেছেন তা থেকে তারা খরচ করতো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সম্পর্কে জানেন।

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ أَمْنَوْا بِإِيمَانِهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَكَانَ  
اللَّهُ بِهِمْ عَلِيهِمْ ④

৪০. আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না, (বরং তিনি এতো দয়ালু যে,) নেকীর কাজ যদি একটি হয় তবে তিনি তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেন এবং (এর সাথে) তিনি নিজ থেকেও বড়ে পুরস্কার দান করেন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُونَ  
حَسَنَةً يُضَعِّفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لِنَدَهُ أَجْرًا  
عَظِيمًا ④

৪১. সেদিন (তাদের অবস্থাটা) কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের (কাজের) সাক্ষী (হিসেবে তাদের নবীকে) এনে হায়ির করবো, (হে মোহাম্মদ,) এদের সবার কাছে সাক্ষী হিসেবে আমি (সেদিন) তোমাকে নিয়ে আসবো।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ  
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا ④

৪২. যারা কুফরী করেছে এবং রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা সেদিন কামনা করবে, ভূমি (যদি ধর্মে যেতো এবং) মাটি যদি তাদের ওপর এসে সব সমান হয়ে যেতো! (সেদিন) মানুষ কোনো কথাই আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে গোপন করতে পারবে না।

يَوْمَئِنْ يَوْدَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَمُوا  
الرَّسُولَ لَوْ تَسْوِي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا  
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَلْ يَثَا ④

৪৩. হে ঈমানদাররা, তোমরা কখনো নেশাহস্ত অবস্থায় নামায়ের কাছে যেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত (তোমরা নিশ্চিত না হবে যে,) তোমরা যা কিছু বলছো তা তোমরা (ঠিক ঠিক) জানতে (ও বুঝতে) পারছো, অপবিত্র অবস্থায়ও (নামায়ের কাছে যেও) না, যতোক্ষণ না তোমরা গোসল সেরে নেবে, তবে সফরে থাকলে তা ভিন্ন কথা, যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা প্রবাসে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে (বেরিয়ে) আসো অথবা তোমরা যদি (দৈহিক মিলনের সাথে) নারী স্পর্শ করো (তাহলে পানি দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করে নেবে), তবে যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াস্থু করে নেবে,

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ  
وَأَنْتُمْ سُكْرِيٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا  
تَقْوِلُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ  
حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضِيَ أَوْ  
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْفَاغِطَ  
أَوْ لَمْسِتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ  
فَتَيَمِّمُوا مَعْيِنًا طَيِّبًا ④

(তার পদ্ধতি হচ্ছে, তা দিয়ে) তোমাদের মুখ্যমন্ত্র ও  
তোমাদের হাত মাসেহ করে নেবে, অবশ্যই আল্লাহ  
তায়ালা গুনাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

فَامْسَحُوا بِوْ جُو هَكْمٌ وَآيْلٌ يَكْمِرُهُ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ④

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি,  
যাদের (আসমানী) ঘট্টের (সামান্য) একটা অংশই  
দেয়া হয়েছিলো, (কিন্তু) তারা গোমরাহীর পথই কিনে  
নিচ্ছে, তারা চায় তোমরা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ  
الْكِتَبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيَرِيدُونَ  
أَنْ تَضْلِلُوا السَّبِيلَ ④

৪৫. তোমাদের দুশ্মনদের আল্লাহ তায়ালা ভালো  
করেই জানেন; অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা  
যথেষ্ট, সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ তায়ালাই  
যথেষ্ট।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْلَمَ أَئْكَمْ وَكَفِي بِاللَّهِ وَلِيَا  
وَكَفِي بِاللَّهِ نَصِيرًا ④

৪৬. ইহুদী জাতির মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা  
(রসূলের) কথাগুলোকে মূল জায়গা থেকে সরিয়ে  
(বিকৃত করে) দেয়। তারা বলে, আমরা শুনলাম  
এবং (সাথে সাথে) আমান্যও করলাম, (আবার  
বলে) আমাদের কথা শুনুন, (আসলে) দ্বিনের মাঝে  
অপবাদ দানের উদ্দেশে নিজেদের জিহ্বাকে কুণ্ঠিত  
করে এরা বলে (হে নবী), আপনি শুনুন, (সাথে  
সাথেই বলে), আপনার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক।  
তারা যদি বলতো (হে নবী), আমরা শুনলাম  
এবং মেনে নিলাম। আপনি আমাদের কথা শুনুন,  
আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলে এ বিষয়টা  
তাদের জন্যে খুবই ভালো হতো, তাই হতো (বরং)  
তাদের জন্যে সংগত, কিন্তু সত্য অঙ্গীকার করার  
কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ  
দিয়েছেন, অতপর (তাদের) সামান্য কিছু লোকই  
মাত্র ঈমান এনে থাকে।

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَحْرُفُونَ الْكَلِمَاتِ  
عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا  
وَأَسْمَعَ غَيْرَ مَسِيعٍ وَرَأَعْنَا لَيْلًا بِالسَّنَمِيرِ  
وَطَعْنَاهُ فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا  
سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَسْمَعَنَا وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ  
خَيْرًا الْهُرُوفَ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لِعْنَهُمْ اللَّهُ  
بِكُفَّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ④

৪৭. হে মানুষেরা, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে,  
তোমরা সেই ঘট্টের ওপর ঈমান আনো, যা আমি  
(মোহাম্মদের ওপর) নায়িল করেছি, (এ কিতাব)  
তোমাদের কাছে মজুদ (পূর্ববর্তী) কিতাবের সত্যতা  
স্বীকার করে, (ঈমান আনো) সে সময় আসার আগে,  
যখন আমি (পাপিষ্ঠদের) চেহারাসমূহ বিকৃত করে  
তা উল্টো দিকে ঘূরিয়ে দেবো, অথবা (ইহুদীদের  
পবিত্র দিন) শনিবারের অবশ্যন্তাকারীদের প্রতি  
আমি যোভাবে অভিশাপ নায়িল করেছি (তেমনি  
কোনো বিপর্যয় আসার আগেই তোমরা ঈমান  
আনো), আর আল্লাহ তায়ালার হৃকুম, সে তো  
অবধারিত!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ أَمْنُوا  
بِمَا نَزَّلَنَا مِنْهُ فَإِنَّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ نَطْمِسَ وَجْهَهَا فَنَرِدُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا  
أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبِيلِ  
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ④

৪৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কখনো (সে গুনাহ) মাফ  
করবেন না (যেখানে) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يَشْرَكَ بِهِ ④

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَ إِثْمًا عَظِيمًا ⑭

এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা করে দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শেরেক করলো সে সত্যিই (আল্লাহর ওপর) মিথ্যা আরোপ করলো যা বড়ো ধরনের একটি গুনাহ।

৪৯. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখোনি যারা নিজেদের খুব পবিত্র মনে করে, অথচ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করেন। (যারা অহংকারী) তাদের ওপর বিন্দু পরিমাণও ঘূর্ণুম করা হবে না।

৫০. তাকিয়ে দেখো (এদের দিকে), কিভাবে এরা আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে এটাই তো তার জন্যে যথেষ্ট!

৫১. তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি, যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কিভাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছিলো, (তারা আস্তে আস্তে) নানা ধরনের ভিত্তিহীন অমূলক যাদুমন্ত্র জাতীয় জিনিস ও (বহুতরো) মিথ্যা মাবুদের ওপর ঈমান আনতে শুরু করলো এবং এ কাফেরদের সম্পর্কে তারা বলতে লাগলো, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো বেশী সঠিক পথের ওপর রয়েছে!

৫২. এরাই হচ্ছে সেই (হতভাগ্য) মানুষগুলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা যার ওপর অভিশাপ পাঠান তার জন্যে তুমি কখনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৫৩. অথবা (এরা কি মনে করে), তাদের ভাগে রাজত্ব (বরাদ্দ করা) আছে? তেমন কিছু হলে এরা খেজুর পাতার একটি ঝিঞ্চি ও কাউকে দিতো না।

৫৪. অথবা এরা কি অন্যান্য মানুষদের তার ওপর হিংসা করে, যাদের আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব ভাস্তর থেকে (নানা কিছু) দান করেছেন, আমি তো (ইতিপূর্বে) ইবরাহীমের বংশধরদেরও (আমার) গ্রন্থ (ও সেই গ্রন্থলক্ষ) জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেছিলাম, আমি তাদের বিশাল রাজত্ব ও দান করেছিলাম।

৫৫. অতপর তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিলো যারা তার ওপর ঈমান এনেছে, আবার কেউ ছিলো যারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; এদের জন্যে জাহানামের জলস্ত আগুনই যথেষ্ট!

৫৬. যারা আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করেছে

الْمَرْتَأَى الَّذِينَ يَرْكُونَ أَنفُسَهُمْ  
بَلَ اللَّهُ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ  
فَتِيلًا ⑮

أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِنْبَ  
وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ⑯

الْمَرْتَأَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ  
الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالْطَّاغُوتِ  
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوَ لَأَ  
أَهْلِي مِنَ الَّذِينَ أَمْنُوا سَبِيلًا ⑭

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَاهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعُ  
اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ⑯

أَللَّهُمَّ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا  
يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ⑯

يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَيْهُمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا إِبْرَاهِيمَ  
الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُ مِلْكًا  
عَظِيمًا ⑯

فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَلَّ عَنْهُ  
وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ⑯

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَتِنَا

আমি অচিরেই তাদের জাহানামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, অতপর যখনি তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখনি আমি তাদের নতুন চামড়া বদলে দেবো, যাতে করে তারা আঘাত ভোগ করতে পারে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপ্রাত্মশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

سَوْفَ نُصْلِيهِمْ تَارًا كُلَّمَا نَضَجَتْ  
جَلُودُهُمْ بَلْ لَنْهُمْ جَلُودًا غَيْرَ هَا لِيَنْ وَقُوا  
الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

৫৭. অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের অচিরেই আমি এমন এক জান্মাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে বর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখনে তারা থাকবে চিরকাল, তাদের জন্যে থাকবে পৃত্বপুরি (সংগী ও) সংগিনীরা, (সর্বোপরি) আমি তাদের এক চির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
سَنُنْخَلِمُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْآنَهَرَ خَلِدُونَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا  
أَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَنِنْ خَلِمَهُمْ ظِلَّلِيًّا ﴿٥﴾

৫৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ তাদের (যথার্থ) মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে, আর যখন মানুষের মাঝে (কোনো কিছুর) ব্যাপারে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে; আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা সত্যিই সুন্দর! অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।

إِنَّ اللَّهَ بَاسِمَكَ مَرَأَتْ تَؤْدِيَ الْأَمْنِيَّتِ  
إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِيْمَا يَعِظُكُمْ  
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا ﴿٦﴾

৫৯. হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাণ, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এ (পক্ষতই) হচ্ছে (বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং পরিণামের দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পদ্ধা।

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَمْرُ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَّ عَتَّمْرِ فِي شَيْءٍ فَرِدْوَةٌ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَوْيِلًا ﴿٧﴾

৬০. (হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি যারা মনে করে, তারা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তার ওপরও ঈমান এনেছে, যা তোমার আগে নাখিল করা হয়েছে, (কিছু বিচার ফয়সালার সময় আমার কিতাবের বদলে) এরা মিথ্যা মারবুদদের কাছ থেকেই ফয়সালা পেতে চায়, অথচ এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তারা যেন এ (মিথ্যা মারবুদ)-দের অধীকার করে; (আসলেই) শয়তান এদের সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

الْمَرْتَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا  
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ  
وَقَدْ أُمْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ  
الشَّيْطَنُ أَنْ يَضْلِمَهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٨﴾

৬১. এদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর যা কিছু নাখিল করেছেন তোমরা

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ

তার দিকে (ফিরে) এসো, তখন তুমি মোনাফেকদের দেখবে, এরা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

اللهُ وَإِلَيْ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفَقِيْنَ  
يَصْدُونَ عَنْكَ صُلْوَادًا ۝

৬২. অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়ে, (তখন এদের অবস্থাটা) কি হয়? তারা তখন সবাই তোমার কাছে (ছুটে) আসে এবং আল্লাহর নামের কসম করে আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রতি ছাড়া আর কিছুই চাইনি।

فَكَيْفَ أَذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِبَّةٍ بِمَا قَلَّ مَتْ  
آيَلِ يَهْمَرْ تَمْ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ  
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝

৬৩. এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের মনের ভেতরে কি (অভিসন্ধি) আছে তা আল্লাহ তায়ালা জানেন, তাই তুমি এদের এড়িয়ে চলো, তুমি এদের ভালো উপদেশ দাও এবং তাদের এমন সব কথা বলো, যা তাদের অন্তরে পৌছে যায়।

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
فَاعْرُضْ عَنْهُمْ وَعَظِّمْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي  
أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ۝

৬৪. আমি যখনই (জনপদে) কোনো রসূল পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে; ভালো হতো এরা যখনি নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করবে, তখনি তারা তোমার কাছে (ছুটে) আসবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং রসূলও (তাদের জন্যে) ক্ষমা চাইবে, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে (দেখতে) পেতো!

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ  
اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَذْلَمُوا أَنفُسَهُمْ  
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللهَ تَوَابًا رَحِيمًا ۝

৬৫. (হে নবী,) তোমার মালিকের শপথ, এরা কিছুতেই দ্বিমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শতহীন) বিচারক মেনে নেবে, অতপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না এবং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوكَ  
فِيهَا شَجَرَ بِيَنْهِمْ تَمْ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسِّمُوا  
تَسْلِيْمًا ۝

৬৬. আমি যদি তাদের ওপর এ আদেশ জারি করতাম যে, তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও অথবা তোমরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বের হয়ে যাও, (তাহলে) তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক মানুষই তা করতো, যেসব উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা মেনে চলতো, তবে তা তাদের জন্যে অবশ্যই কল্যাণকর হতো এবং (তাদের) মানসিক স্থিরতাও (এতে করে) যথবৃত্ত হতো!

وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ  
مَافَعْلُوهُ أَلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
فَعَلُوا مَا يُوْعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
وَأَشَّ تَثْبِيْتًا ۝

৬৭. এমতাবস্থায় আমিও আমার পক্ষ থেকে তাদের বড়ো ধরনের পুরক্ষার দিতাম,

وَإِذَا لَاتَّيْهِمْ مِنْ لَدْنَا أَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৬৮. (উপরন্তু) আমি তাদের সরল পথও দেখিয়ে  
দিতাম!

وَلَهُمْ يَنْهِمُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

৬৯. যারা আল্লাহ তায়ালা ও (তার) রসূলের আনুগত্য  
করে, তারা (শেষ বিচারের দিন সেসব) পুণ্যবান  
মানুষদের সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা  
নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, এরা (হচ্ছে) সকল নবী,  
(আরো) যারা (নবুয়তের) সত্যতা স্বীকার করেছে,  
(আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী) শহীদ ও অন্যান্য  
নেককার মানুষ, সাথী হিসেবে এরা সত্যিই উত্তম!

وَمَنْ يَطْعِنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ  
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ  
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّلَاحِينَ  
وَحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

৭০. এটা (মানুষদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালার (বিরাট)  
অনুগ্রহ, (কোনো কিছু) জানার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই  
যথেষ্ট!

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১. হে সৈমান্দাররা, (শক্র মোকাবেলায়) তোমরা ^  
তোমাদের প্রতিরক্ষা (ও প্রস্তুতি) অব্যাহত রাখো।  
দলে দলে বিভক্ত হয়ে, কিংবা সবাই একসংগে (শক্র  
মোকাবেলা) করো।

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُلُّ وَاحِدَةٌ رَّكْمٌ  
فَانْفِرُوا تَبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

৭২. অবশ্যই তোমাদের মধ্যে এমন (মোনাফেক)  
লোক থাকবে, যে (যুদ্ধের ব্যাপারে) গড়িমসি করবে,  
তোমাদের ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এলে সে  
বলবে, আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর বড়ে অনুগ্রহ  
করেছেন, (কেননা) আমি সে সময় তাদের সাথে  
ছিলাম না।

وَإِنْ مَنْكِرَ لَمْنَ لَيْبِطَئِنَ فَإِنَّ  
آصَابَتْكَ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى  
إِذْلِمَكَ مَعْهُمْ شَمِيلًا ﴿٧٢﴾

৭৩. আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার  
পক্ষ থেকে (বিজয়ের) অনুগ্রহ আসে, তখন সে ^  
(এমন সম্পর্কবিহীনভাবে কথা) বলে, যেন তার সাথে  
তোমাদের কোনো রকম বন্ধুত্বই ছিলো না, সে (তখন)  
বলে, কতোই না ভালো হতো যদি আমি তাদের  
সাথে থাকতাম, তাহলে (আজ) আমি ও অনেক বড়ে  
সফলতা অর্জন করতে পারতাম!

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ  
كَانَ لِمَرْتَكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مُودَةٌ يَلِيَّنِي  
كُنْتُ مَعْهُمْ فَافْوَزْ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

৭৪. যেসব মানুষ পরকালের বিনিময়ে এ পার্থির  
জীবনকে বিত্তি করে দিয়েছে, মানুষের উচিত আল্লাহ  
তায়ালার পথে (তাদের বিরুদ্ধে) লড়াই করা, যে  
আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে (এ পথে) নিহত হবে  
কিংবা সে বিজয় লাভ করবে, (উভয় অবস্থায়ই) আমি  
তাকে বিরাট পুরস্কার দেবো।

فَلِيَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخرَةِ وَمَنْ يَقَاتِلُ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَقْتُلٌ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

৭৫. তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে  
সেসব অসহায় নর-নারী ও (দুষ্ট) শিশু সন্তানদের  
(বাঁচাবার) জন্যে লড়াই করো না, যারা (এই বলে)  
ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব, যালেমদের এই  
জনপদ থেকে তুমি আমাদের বের করে নাও,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوُلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
آخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَّةِ الظَّالِمِ أَهْلَهَا

অতপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে  
একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে  
আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও!

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لِنْ نَكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ  
لَنَا مِنْ لِنْ نَكَ نَصِيرًا ۖ

৭৬. যারা ঈমান এনেছে, তারা (সর্বদা) আল্লাহর পথে  
যুদ্ধ করে, আর যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার  
করেছে তারা লড়াই করে মিথ্যা মারুদের পথে,  
অতএব তোমরা যুদ্ধ করো শয়তান ও তার চেলা-  
চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে, অবশ্যই শয়তানের ষড়যন্ত্র একান্ত  
দুর্বল।

أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
الْطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلَيَاءَ الشَّيْطَنِ  
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ۖ

৭৭. (হে নবী,) তুমি কি তাদের দিকে তাকিয়ে  
দেখোনি, যাদের (প্রথম দিকে) যখন বলা হয়েছিলো,  
তোমরা (আপাতত লড়াই থেকে) নিজেদের হাত  
গুটিয়ে রাখো, (এখন শুধু) নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং  
যাকাত প্রদান করো (তখন তারা লড়াই করার জন্যে  
অঙ্গীকৃত হয়ে পড়েছিলো, অথচ) যখন (সত্য সত্যিই)  
তাদের ওপর লড়াইর হুকুম নায়িল করা হলো (তখন)  
এদের একদল লোক তো (প্রতিপক্ষের) মানুষদের  
এমনভাবে ভয় করতে শুরু করলো, যেমনি ভয় শুধু  
আল্লাহ তায়ালাকেই করা উচিত; কিন্তু তার চাইতেও  
বেশী ভয়! তারা বললো, হে আমাদের রব, তুমি  
আমাদের ওপর যুদ্ধের হুকুম (এতো তাড়াতাড়ি)  
জারি করতে গেলে কেন? কতো ভালো হতো যদি  
তুমি আমাদের আরো কিছুটা অবকাশ দিতে? (হে  
নবী,) তুমি বলো, দুনিয়ার এ ভোগ সামগ্রী অত্যন্ত  
সামান্য; যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তার  
জন্যে পরকাল অনেক উত্তম, আর (সেই পরকালে)  
তোমাদের ওপর কণামাত্রও যুলুম করা হবে না।

الْمَرْتَالِ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُوا  
آيَنِ يَكْمِرْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا  
الرَّزْكَوَةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةَ  
اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لَرَبَّ  
كَتَبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخْرَتْنَا  
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا  
قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى تَوْلَى  
تُظْلَمُونَ فَتَيْلًا ۖ

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো— মৃত্যু তোমাদের  
নাগাল পাবেই, তোমরা যদি (কোনো) যথবৃত দুর্ঘেও  
থাকো (সেখানেও মৃত্যু এসে হায়ির হবে। এদের  
অবস্থা হচ্ছে), যখন কোনো কল্যাণ তাদের স্পর্শ  
করে তখন তারা বলে, (হ্যাঁ) এ তো আল্লাহর পক্ষ  
থেকেই এসেছে, অপরদিকে যখন কোনো ক্ষতি (ও  
অকল্যাণ) তাদের স্পর্শ করে তখন তারা বলে, এ  
(সব) তোমার কাছ থেকেই এসেছে, তুমি (তাদের)  
বলে দাও, (কল্যাণ-অকল্যাণ) সব কিছুই আল্লাহর  
পক্ষ থেকে আসে; এ জাতির হয়েছে কি, এরা মনে  
হয় কথাটি বুবাতেই চায় না।

آيَنَ مَا تَكُونُوا يَوْمَ رَكْكَ الْبَوْتِ وَلَوْ  
كَنْتُمْ فِي بِرْوَجٍ مَشِيدَةٍ وَإِنْ تُصْبِحُمْ  
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ  
تُصْبِحُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكُمْ  
قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ  
لَا يَكَادُونَ يَفْهَمُونَ حَلِيَّثًا ۖ

৭৯. যে কল্যাণই তুমি লাভ করো (না কেন,  
মনে রেখো), তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে,  
আর যেটুকু অকল্যাণ তোমার ওপর আসে,  
তা আসে তোমার নিজের কাছ থেকে;

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِى بِإِلَهٍ  
আমি তোমাকে মানুষদের জন্যে রসূল বানিয়ে  
পাঠিয়েছি; আর সাক্ষী হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই  
যথেষ্ট।

شَهِيدٌ ④

৮০. যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে (যেন) <sup>يَطِعُ الرَّسُولَ</sup> فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ  
আল্লাহরই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি (এ আনুগত্য  
থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (মনে রেখো) তাদের ওপর  
আমি তোমাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি ।

مِنْ يَطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ  
تَوَلَّ فِيمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ حَفِظًا ⑥

৮১. তারা বলে, (আমরা তোমার) আনুগত্য (স্বীকার  
করি), কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে দূরে  
সরে যায়, তখন তাদের একদল লোক রাতের বেলায়  
একত্রিত হয়ে ঠিক তুমি যা বলো তার বিরক্তেই  
সলাপরামর্শ করে; তারা (রাতের বেলায়) যা শলা  
পরামর্শ করে আল্লাহ তায়ালা সেসব কর্মকাণ্ডগুলো  
লিখে রাখছেন, অতএব তুমি এদের এড়িয়ে চলো এবং  
শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা রাখো, অভিভাবক  
হিসেবে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ  
بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبْيَطُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِى بِاللَّهِ وَكِيلًا ⑦

৮২. এরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না? আফ্লা যদি আল্লাহর তায়ালা ছাড়া অন্য কারো  
কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা  
অনেক গরমিল (দেখতে) পেতো ।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ  
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا  
كَثِيرًا ⑧

৮৩. এদের কাছে যখন নিরাপত্তা কিংবা ভয়জনিত  
কোনো খবর আসে, তখন (সত্য মিথ্যা যাচাই না  
করেই) এরা তা প্রচার করে বেড়ায়; তারা যদি এ  
বিষয়টা (আল্লাহর) রসূল এবং তাদের দায়িত্বাঙ্গ  
ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতো, তাহলে এমন সব লোকেরা  
তা জানতে পারতো, যারা তাদের মধ্যে থেকে  
সেই খবরের যথার্থতা যাচাই করতে পারতো; যদি  
তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুরাহ না থাকতো, তাহলে  
(এ প্রচারণার ফলে) হাতেগোনা কিছু লোক ছাড়া  
তোমার অধিকাংশই শয়তানের অনুগত্য করতে!

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمِينِ أَوِ الْخَوْفِ  
أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوا إِلَى الرَّسُولِ  
وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعْلَمَهُ الَّذِينَ  
يُسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَاقُوا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَةً لَا تَبْغُمُ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ⑨

৮৪. অতপর (হে নবী), তুমি আল্লাহর পথে লড়াই  
করো, তোমাকে শুধু তোমার কাজকর্মের জন্মেই দায়ী  
করা হবে, তুমি মোমেনদের (আল্লাহ তায়ালার পথে  
লড়াই করতে) উদ্বৃদ্ধ করতে থাকো, সম্বৰত আল্লাহ  
তায়ালা অচিরেই কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে  
দেবেন; আল্লাহ তায়ালা শক্তিতে প্রবল, শাস্তিদানে  
তিনি কঠোরতর।

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا  
نَفْسَكَ وَحْرِسِ الْمُؤْمِنِينَ هَسْسَ اللَّهُ  
أَنْ يَكْفِي بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ  
أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ ثَنَكِيلًا ⑩

৮৫. যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সুপারিশ  
করে, তাহলে তাতে অবশ্যই তার অংশ থাকবে,  
মِنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكَى لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا

আবার যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজের ব্যাপারে সুপারিশ করবে, (তার সৃষ্টি অকল্যাণ্ডে) তার অংশ থাকবে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সকল কাজের একক নিয়ন্ত্রণকারী ।

মِقِيَّةٌ

৮৬. যখন তোমাদের (সালাম বা অন্য কিছু) দ্বারা অভিবাদন জানানো হয়, যখন তোমরা তার চাইতেও উত্তম পছায় তার জবাব দাও, কিংবা ততোটুকু ফেরত দাও, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর হিসাব রাখেন ।

وَإِذَا حَيَّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَاحْكُمُوا بِالْحَسَنَةِ  
مِنْهَا أَوْ رِدَهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿৩﴾

৮৭. আল্লাহ তায়ালা (মহান সত্তা)- তিনি ছাড়া (দ্বিতীয়) কোনো মারুদ নেই; অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের এক জায়গায় জড়ে করবেন, তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই; আর এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার চাইতে বেশী সত্য কথা বলতে পারে?

أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْعَلُكُمْ إِلَى يَوْمٍ  
الْقِيَمَةَ لِرَبِّيْبِ فِيهِ وَمَنْ أَصْنَقَ مِنْ  
اللَّهِ حَلِيَّاً ﴿৪﴾

৮৮. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা মোনাফেকদের ব্যাপারে দুঁদুল হয়ে গেলে? (বিশেষ করে) যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের ওপর অভিশাপ নায়িল করলেন; আল্লাহ তায়ালা যাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তোমরা কি তাদের সঠিক পথে আনতে চাও? (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্যে কোনো পথই (খুঁজে) পাবে না ।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفَقِينَ فَيَتَبَيَّنُ وَاللَّهُ  
أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُنَّ أَنْ  
تَهْدُوا مِنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ  
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿৫﴾

৮৯. তারা তো এটাই কামনা করে যে, তারা যেভাবে কুফরী করেছে তোমরাও তেমনি কুফরী করো, অতপর তোমরা উভয়ে একই রকম হয়ে যাবে, কাজেই তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ভিটেমাটি ত্যাগ না করবে, আর যদি তারা এ কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (শক্রদের সহযোগিতা করার জন্যে) তাদের হত্যা করবে, তাদের মধ্য থেকে কাউকেই তোমরা বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না ।

وَدُوا لَوْ تَكُفِرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ  
سَوَاءٌ فَلَا تَتَخَلُّ وَمَا نِهَرُ أَوْلَيَاءَ  
يِهَا جَرِّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا  
فَخُلُّ وَهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ  
وَجْلَ تَمُهِرُ وَلَا تَتَخَلُّ وَمَا نِهَرُ وَلَيَّا  
وَلَانَصِيرًا ﴿৬﴾

৯০. অবশ্য তাদের কথা আলাদা যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবন্ধ কোনো একটি সম্পদায়ের সাথে এসে মিলিত হবে, আবার (তাদের ব্যাপারও নয়-) যারা তোমাদের সামনে (ধ্বিধান্ত অন্তর নিয়ে) আসে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে (যেমনি) লড়াই করতে বাধা দেয়, (তেমনি) নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই করতে বাধা দেয়; আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তিনি তোমাদের ওপর এদের ক্ষমতাবান করে দিতে পারতেন,

إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُوْنَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرٌ  
صَدَ وَهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا  
قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ ﴿৭﴾

فَلَقْتُلُوكْرُ فَانِ اعْتَزْلُوكْرُ  
فَلَمِيقَاتِلُوكْرُ وَالْقَوَا الْيَكْرُ السَّلَرُ  
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكِر عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

১১. অচিরেই তোমরা আরেকটি দল পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকে (যেমন) শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায়; (তেমনি) তারা তাদের নিজেদের জাতির কাছ থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায়, কিন্তু এদের যথনি কোনো বিপর্যয়ের দিকে ডাক দেয়া হবে, তখন সাথে সাথেই তারা তার মধ্যে গিয়ে নিষ্কিণ্ঠ হবে, এরা যদি তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করা) থেকে সরে না দাঁড়ায়, কোনো শান্তি ও সন্ধি প্রস্তাব তোমাদের কাছে পেশ না করে এবং নিজেদের অন্ত সংবরণ না করে, তাহলে তাদের তোমরা যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং (বিদ্রোহের জন্যে) তাদের তোমরা হত্যা করবে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আমি তোমাদের সুস্পষ্ট ক্ষমতা দান করেছি।

سَتَجِلُونَ أَخْرِيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ  
يَامنُوكِرَ وَيَا مِنْوَا قَوْمَهُمْ كُلُّمَا رَدُوا  
إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ  
لَمْ يَعْتَزُ لُوكِرَ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَّمَ  
وَيَكْفُوا آيَلِ يَهُمْ فَحْذَ وَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ  
حِيثُ تَقْفِتُمُوهُمْ وَأَوْلَئِكُمْ جَعَلُنَا  
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا مُبِينًا

১২. এটা কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অবশ্য ভুলবশত করে ফেললে তা ভিন্ন কথা, যদি কোনো (ঈমানদার) ব্যক্তি আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুল করে হত্যা করে, তাহলে (বিনিময় হিসেবে) সে একজন দাস মুক্ত করে দেবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে (তার) রক্তের মূল্য পরিশোধ্য করে দেবে, তবে (নিহত ব্যক্তির) লোকেরা যদিগুলি (রক্তমূল্য) মাফ করে দেয় তবে তা আলাদা; এ (নিহত) ঈমানদার ব্যক্তি যদি এমন কোনো জাতির (বা গোত্রে) লোক হয় যারা তোমাদের শক্তি এবং সে (নিহত ব্যক্তি) মোমেন হয় তাহলে (তার বিনিময় হবে) একজন মোমেন দাসের মৃত্যি; অপরদিকে সে (নিহত) ব্যক্তি যদি এমন এক সম্পদায়ের কেউ হয়ে থাকে, যাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক চুক্তি বলবত আছে, তবে তার রক্তের মূল্য আদায় করার (সাথে) একজন ঈমানদার দাসের মৃত্যি ও (অপরিহার্য), যে ব্যক্তি (মৃত্যু করার জন্যে কোনো দাস) পাবে না, (তার বিধান হচ্ছে) ক্রমাগত দুই মাসের রোষা রাখা, (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (এই গুনাহ) তাওবা, আল্লাহ তায়ালার সর্বজ্ঞ, কুশলী।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا  
خَطًئًا وَمَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا خَطًئًا فَتَحْرِيرٌ  
رَقْبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا  
أَنْ يَصْدِقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَلَيْهِ  
الْكُمْرُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرٌ رَقْبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَ  
إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ  
فَلِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرٌ رَقْبَةٌ  
مُؤْمِنَةٌ فَمِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ  
مُتَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ حَكِيمًا

৯৩. যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো স্টোরেজের মধ্যে প্রবেশ করে আবেদন করে এবং তার শাস্তি হচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া হত্যা করাবে, তার শাস্তি হচ্ছে

জাহানাম, সেখানে সে অনস্তুকাল থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর ভীষণ রুষ্ট হন, তাকে তিনি লানত দেন, তিনি তার জন্যে যত্নগাদায়ক আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৯৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার পথে (জেহাদের) রাস্তায় বের হবে, তখন (সরকিছু) যাচাই বাছাই করবে, কোনো ব্যক্তি যখন তোমাদের সামনে (শাস্তি ও) সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তখন তোমরা বলো না যে, তুম ঈমানদার নও, তোমরা তো বৈষয়িক জীবনের (স্বার্থ) সন্ধান করো, আল্লাহ তায়ালার কাছে অনায়াসলভ সম্পদ প্রচুর বয়েছে। তোমরাও আগে এমনই ছিলে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই তোমরা (বিষয়টি) যাচাই বাছাই করে নিয়ো; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

**جَهَنَّمُ خَالِدٌ فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعْنَةً وَأَعْلَى لَهُ عَنْ أَبَأِ عَظِيمًا ⑩**

৯৫. মোমেনদের মাঝে যারা কোনো রকম (শারীরিক) অক্ষমতা না থাকা সন্ত্বেও (ঘরে) বসে থেকেছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে- এরা উভয়ে কখনো সমান নয়; (ঘরে) বসে থাকা লোকদের তুলনায় (ময়দানের) মোজাহেদদের- যারা নিজেদের জান মাল দিয়ে (আল্লাহ তায়ালার পথে) জেহাদ করেছে- আল্লাহ তায়ালা তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, (ময়দানের জেহাদ তখনো ফরয ঘোষিত না হওয়ায়) এদের স্বার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা উত্তম পুরুক্ষারের ওয়াদা করেছেন; (তবে) আল্লাহ তায়ালা (ঘরে) বসে থাকা লোকদের ওপর (সংগ্রামৰত ময়দানের) মোজাহেদদের উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করেছেন।

৯৬. (এই) মর্যাদাসমূহ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই, এর সাথে রয়েছে তাঁর ক্ষমা ও দয়া, আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।

**لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
غَيْرُ أُولَئِكَ الْفَرَّارُو الْمَجْهُلُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ بِآمَوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلًا  
اللهِ الْمَجْهُلِينَ بِآمَوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  
عَلَى الْقَعْدِيْنَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ الله  
الْحَسْنِيْ وَفَضْلَ اللهِ الْمَجْهُلِينَ عَلَى  
الْقَعْدِيْنَ أَجْرًا عَظِيمًا ⑪**

৯৭. যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে ফেরেশতারা তাদের মওতের সময় যখন তাদের জিজেস করবে, (বলো তো!) সেখানে তোমরা কিভাবে ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় দুর্বল (অক্ষম) ছিলাম; ফেরেশতারা বলবে, কেন, (তোমাদের জন্যে) আল্লাহর এ যমীন কি প্রশংস্ত ছিলো না! তোমরা ইচ্ছা করলে হিজরত করে যেখানে চলে যেতে পারতে, (আসলে) এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের আবাসস্থল জাহানাম; আর তা খুবই নিকৃষ্ট আবাস!

**إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي  
أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كَنْتُمْ قَالُوا كَنَا  
مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكِنْ  
أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتَهَا جِرَوا فِيهَا فَأُولَئِكَ  
مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاعَتْ مَصِيرًا ⑫**

৯৮. তবে সেসব পুরুষ, নারী ও শিশু সম্ভান, যাদের (হিজরত করার) শক্তি ছিলো না, কোথাও যাওয়ার কোনো উপকরণ ছিলো না- তাদের কথা আলাদা ।

الْمُسْتَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوَلَدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً  
وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ⑥

৯৯. এরা হচ্ছে সেসব লোক- আল্লাহ তায়ালা সম্মত যাদের (গোনাহসমূহ) মাফ করে দেবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মোচনকারী ও পরম ক্ষমাশীল ।

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُ عَنْهُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ⑥

১০০. আর যে কেউই আল্লাহ তায়ালার পথে হিজরত করবে সে আল্লাহ তায়ালার যাচীনে প্রশংসন্তা ও অগণিত ধন-সম্পদ পেয়ে যাবে; যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের উদ্দেশে হিজরত করার জন্যে নিজ বাড়ী থেকে বের হয় অতপর এমতাবস্থায় মৃত্যু এসে তাকে থাস করে নেয়, তাহলে তার (অপূর্ণ হিজরতের) পুরক্ষার দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার ওপর; আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ।

وَمَن يَمْهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي  
الْأَرْضِ مَرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن  
يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
ثُمَّ يَرْكِهِ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرَهُ عَلَى  
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑥

১০১. তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন তোমরা যদি তোমাদের নামায সংক্ষিপ্ত করে নাও তাতে তোমাদের ওপর কোনোই দোষ নেই; তোমাদের যদি এ আশুকা থাকে যে, কাফেররা (নামাযের সময় আক্রমণ করে) তোমাদের বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে, তাহলে (তোমরা সতর্ক থেকো), নিসদেহ কাফেররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্যতম দুশ্মন ।

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ  
خَفْتُمْ أَن يَفْتَنُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن  
الْكُفَّارُ يَكْنَوْلُوكُمْ عَلَى مِيقَاتِنَا ⑥

১০২. (হে নবী,) তুমি যখন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) যখন তুমি তাদের (ইহামতির) জন্যে (নামাযে) দাঁড়াবে, তখন যেন তাদের একদল লোক তোমার সাথে (নামাযে) দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অন্ত্র সাথে (নিয়ে সতর্ক) রাখে; অতপর তারা যখন (নামাযের) সাজদা সম্পন্ন করে নেবে তখন তারা তোমাদের পেছনে থাকবে, দ্বিতীয় দল- যারা (তখনে) নামায পড়েনি তারা তোমার সাথে এসে নামায আদায় করবে, (কি স্তু সর্বাবস্থায়ই) তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সশ্রম (অবস্থায়) থাকে, (কারণ,) কাফেররা তো এ (সুযোগটুকুই) চায়, যদি তোমরা তোমাদের মালসামানা ও অন্তর্শস্ত্র সম্পর্কে একটু অসাবধান হয়ে যাও, যাতে করে তারা তোমাদের ওপর (আকস্মিকভাবে) ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; অবশ্য (অতিরিক্ত) বৃষ্টি বাদলের জন্যে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা শারীরিকভাবে তোমরা যদি অসুস্থ হও,

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاقْبِتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ  
فَلْتَقْرِبْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ وَ  
أَسْلَكْهُمْ قَدْرًا سَجْدًا وَلْيَكُونُوا  
مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَتَنْتَطِ طَائِفَةً أَخْرَى  
لَمْ يَصْلُوا فَلْيَصْلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ وَ  
حُرْ رَهْمَرَ وَأَسْلَكْهُمْ وَدَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلَكْتُمْ  
وَأَمْتَعْتُكُمْ فِيْمِلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً  
وَأَحَدَّهُ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ كَانَ  
بِكُمْ أَذْيَ مِنْ مَطْرِ أَوْكَنْتُمْ مَرْضِي

তাহলে (কিছুক্ষণের জন্যে) তোমরা অন্ত রেখে দিতে পারো; (অন্ত রেখে দিলেও) তোমরা কিন্তু নিজেদের সাবধানতা বজায় রাখবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে এক অপমানকর আ্যাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

১০৩. অতপর তোমরা যখন নামায শেষ করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং তোমাদের শোয়া অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে থাকবে, এরপর যখন তোমরা পুরোপুরি স্বত্ত্ব বোধ করবে তখন (থারারিতি) নামায আদায় করবে, অবশ্যই নামায ঈমানদারদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরয করা হয়েছে।

১০৪. কোনো (শক্র) দলের পেছনে ধাওয়া করার সময় তোমরা বিন্দুমাত্রও মনোবল হারিয়ো না; তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো (তাহলে জেনে রেখো), তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট পাচ্ছে, ঠিক যেমনভাবে তোমরা কষ্ট পাচ্ছো। (কিন্তু) তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে (জান্নাত) আশা করো, তারা তো সেটা করে না; আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

১০৫. অবশ্যই আমি সত্য (বীনের) সাথে তোমার ওপর এ গ্রহণ নায়িল করেছি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (ওহী দ্বারা) যা দেখিয়েছেন তার আলোকে তুমি মানুষদের বিচার মীমাংসা করতে পারো; (মীমাংসার সময়) তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করো না।

১০৬. তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১০৭. যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি কখনো এমন সব লোকের পক্ষ থেকে কোনো বিতর্ক করো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে কখনো পচন্দ করেন না যে পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক।

১০৮. এরা মানুষদের কাছ থেকে নিজেদের (কর্ম) লুকিয়ে রাখতে চায়, যদিও আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তারা কিছুই লুকাতে পারবে না; তারা যখন রাতের অন্ধকারে এমন সব বিষয়ে সলাপরামর্শ করে যেসব কথা (ও কাজ) আল্লাহ তায়ালা পচন্দ করেন না, তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন; এরা যা কিছু করে তা আল্লাহ তায়ালা (পুরোপুরিই) পরিবেষ্টন করে আছেন।

১০৯. হ্যাঁ, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে (সঠিক জ্ঞানের অভাবে) তোমরা যাদের পক্ষে কথা বলেছো,

أَنْ تَضَعُوا أَسْلَحَتُكُمْ وَخُلُّوْا حَلْ رَكْرَكْ  
إِنَّ اللَّهَ أَعَدَ لِلْكُفَّارِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا  
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوْةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا  
وَقَعُودًا وَعَلَى جِنْوَبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَانْتُمْ  
فَاقِيمُوا الصَّلُوْةَ إِنَّ الصَّلُوْةَ كَانَتْ  
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مُوقَوْتًا

وَلَا تَهْمُنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا  
تَالَّمُونَ فَإِنَّمَّا يَأْلَمُونَ كَمَا تَالَّمُونَ  
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْبَكَ اللَّهُ  
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ حَصِيبًا

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

وَلَا تُتَجَادِلُ عَنِ الْذِيْنَ يَخْتَانُونَ  
أَنفَسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
خَوْفًا نَا آثِيًّا

يُسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يُسْتَخْفُونَ  
مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْمَرٌ إِذَا بَيْتُوْنَ مَا  
لَا يَرْضِي مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا  
يَعْلَمُونَ مُحِيطًا

هَانِتْرِ هُؤْلَاءِ جَلَّ لِتَرْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَ

কিন্তু কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালার সামনে কে **فَمَن يَجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُ بِوَمَ الْقِيمَةِ أَعْظَمُ** (সেদিন) অভিভাবক হবে? **مَن يَكُونُ عَلَيْهِ مِرْكَبًا**

১১০. যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে অথবা (গুনাহ করে) নিজের ওপর যুলুম করে, সে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, (তখন) সে আল্লাহ তায়ালাকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসেবে পাবে।

১১১. যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করে, সে এর দ্বারা নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জানেন, তিনি কুশলী।

১১২. যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করে; কিন্তু সে দোষ চাপিয়ে দিলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর, (এ কাজের ফলে) সে (প্রকারাস্তরে) সাংঘাতিক একটি অপবাদ ও জয়ন্য গুনাহের বোকা নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নিলো।

১১৩. যদি তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো, তাহলে এদের একদল লোক তো তোমাকে (প্রায়) ভুল পথে পরিচালিত করেই ফেলেছিলো! যদিও তারা এই আচরণ দিয়ে তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই পথ্বর্ত করতে পারছিলো না, (অবশ্য) তাদের এ (প্রতারণামূলক) কাজ দ্বারা তারা তোমার কোনোই ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হতো না! (কারণ) আল্লাহ তায়ালা তার গ্রস্ত ও (সে গ্রস্তলুক) কলা-কৌশল তোমার ওপর নায়িল করেছেন এবং তিনি তোমাকে এমন সব কিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা কখনো তোমার জানা ছিলো না; (আসলেই) তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ছিলো অনেক বড়ো!

১১৪. এদের অধিকাংশ গোপন সলাপরামর্শের ভেতরেই কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, তবে যদি কেউ (এর দ্বারা) কাউকে কোনো দান-খায়রাত, সৎকাজ ও অন্য মানুষের মাঝে সংশোধন (কর্মসূচি)-এর আদেশ দেয়— তা ভিন্ন কথা; আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যদি কেউ এসব কাজ করে তাহলে অতি শীত্রী আমি তাকে মহাপুরুষার দেবো।

১১৫. (আবার) যে ব্যক্তি তার কাছে থক্ক হেদয়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে (বেস্টিমান লোকদের) অন্য ধরনের নিয়ম-নীতির অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ধাবিত করবো— যেদিকে সে ধাবিত হয়েছে, (এর শাস্তি হিসেবে) তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) তা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

**وَلَوْ لَا فَضْلٌ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ لَهُمْ  
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يَضْلُوكَ وَمَا يُضْلُونَ  
إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ  
وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ  
وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ  
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا**

**لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ نِجَوِيهِمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ  
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ  
وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا**

**وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ  
الْهُدًى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِه  
مَا تَوَلَّ وَنَصِلِه جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ حَمِيرًا**

১১৬. আল্লাহ তায়ালা (এ বিষয়টি) কথনে ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে (কোনো কিছুকে) শরীক করা হবে, এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে (কাউকে) শরীক করলো, সে চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেলো।

أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ  
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَشْرَكَ  
بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ بَعِيْلًا ﴿١﴾

১১৭. আল্লাহকে ছাড়া এরা (যদি কাউকে ডাকে)- ডাকবে কোনো (নিকৃষ্ট) দৈবিকে কিংবা কোনো বিদ্রোহী শয়তানকে!

أَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْ شَاءَ وَإِنْ  
يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿٢﴾

১১৮. (যে এভাবে ডাকে) তাকে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন। (কারণ) সে (আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে) বলেছিলো, আমি তোমার বান্দাদের এক অংশকে নিজের (দলে শামিল) করেই ছাড়বো।

لَعْنَةُ اللَّهِ مَوَاقِعَ لَاتَّخِذُنَّ مِنْ عِبَادِكَ  
نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿٣﴾

১১৯. (শয়তান আরো বলেছিলো,) আমি অবশ্যই তাদের গোমরাহ করে দেবো, আমি অবশ্যই তাদের হাদয়ে নানা প্রকারের মিথ্যা কামনা (বাসনা) জাগিয়ে তুলবো এবং আমি তাদের নির্দেশ দেবো যেন তারা (কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে) জন্ম-জানোয়ারের কান ছিদ করে, আমি তাদের আরো নির্দেশ দেবো তারা যেন আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়; (মূলত) যে ব্যক্তি (এ কাজ করে) আল্লাহ তায়ালার বদলে শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবে, সে এক সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসানের সম্মুখীন হবে।

وَلَا فِلِئْنَهُمْ وَلَا مِنْيَنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ  
فَلَيَبْتَكِنَ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ  
فَلَيَغْيِرُنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَخِذْ  
الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَلْ خَسِرَ  
خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿٤﴾

১২০. শয়তান তাদের (নানা) প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের (সামনে) মিথ্যা বাসনার (মায়াজাল) সৃষ্টি করে, আর শয়তান যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা তো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

يَعِلْ هُمْ وَيَمْنِيْهُمْ وَمَا يَعْلِمُ هُمْ الشَّيْطَانُ  
إِلَّا غُرُورًا ﴿٥﴾

১২১. এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি, যাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম, যার (আয়ার) খেকে মুক্তির কোনো পছাই (সেদিন) তারা (ধূঁজে) পাবে না।

أُولَئِكَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ  
عَنْهَا مَحِيمًا ﴿٦﴾

১২২. অপরদিকে যারা (শয়তানের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে আল্লাহ তায়ালার ওপর) দ্বিমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে, তাদের আমি অচিরেই এমন এক জাহানে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে বর্ণাধারা বইতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে; আল্লাহর ওয়াদা সত্য; আর আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা কে বলতে পারে?

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحَاتِ  
سَنِّدْ خَلْمَرْ جَنْتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتَهَا  
الْأَنْهَرُ خَلِيْنَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ  
حَقًّا وَمَنْ أَصْلَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿٧﴾

১২৩. (কারো ভালোমদ যেমন) তোমাদের খেয়াল খুশীর সাথে (জড়িত) নয়, (তেমনি তা) আহলে কিতাবদের খেয়াল খুশীর সাথেও (সম্পৃক্ত) নয়, (আসল কথা হচ্ছে), যে ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে, আর সে ব্যক্তি (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকেই তার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

لَيْسَ بِأَمَانِيْكَ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ مِنْ يَعْمَلْ سُوءًا يَحْزَبْ بِهِ وَلَا  
يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨﴾

১২৪. (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে—নর কিংবা নারী, সে যদি ইমানদার অবস্থায়ই তা (সম্পাদন) করে, তাহলে (সে এবং তার মতো অন্য) সব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, (সেদিন) তাদের ওপর বিনুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

جَنَّةً وَلَا يُظْلِمُونَ نَقِيرًا ﴿٢﴾

১২৫. তার চাইতে উত্তম জীবন বিধান আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথানত করে, (মূলত) সে-ই হচ্ছে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, (তদুপরি) সে ইবরাহীমের আদর্শের অনুসরণ করে; আর আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

وَمِنْ أَحْسَنِ دِيَنَا مِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِهِ  
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا  
وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿٣﴾

১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আর আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ক্ষমতা দিয়ে) সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿٤﴾

১২৭. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানতে চায়, তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, আর এ কিতাব থেকে যা কিছু তোমাদের ওপর পঠিত হচ্ছে, সেই এতীম নারীদের সম্পর্কিত (বিষয়), তিনি তাদের যেসব অধিকার দান করেছেন যা তোমরা আদায় করতে চাও না, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে (ঠিকই) করতে চাও, অসহায় শিশুদের ব্যাপারে (তোমাদের বলা হচ্ছে), তোমরা যেন এতীমদের ব্যাপারে সুবিচার কায়েম করো; তোমরা যেটুকু ভালো কাজই করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন।

وَيَسْتَفْتَوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ إِنَّهُ  
يُفْتَيِكُمْ فِيهِنَّ «وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي  
الْكِتَابِ فِي يَتَمَّمِ النِّسَاءِ الَّتِي لَا  
تُؤْتَوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن  
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفَيْنَ مِنَ  
الْوِلْدَانِ «وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَّيْ  
بِالْقُسْطِ «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِهِ عَلِيهِمَا ﴿٥﴾

১২৮. যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্যোবহার কিংবা অবজ্ঞার আশংকা করে, তাহলে (পার স্পরিক ভালোর জন্যে) তাদের উভয়ের মধ্যে আপসনিষ্পত্তি করে নিলে তাদের ওপর এতে কোনো দোষ নেই; কারণ আপসই হচ্ছে উত্তম, (আসলে) মানুষ লালসার দিকেই বেশী পরিমাণে ধাবিত হয়ে পড়ে; (কিন্তু) তোমরা যদি সততা ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে (তাই তোমাদের জন্যে ভালো) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব কর্মকান্ডই অবলোকন করেছেন।

وَإِنْ امْرَأًةً خَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشْوَاظًا  
أَوْ أَعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلَحَا  
بَيْنَهُمَا صَلَاحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْسَرَتْ  
الْأَنْفُسُ الشَّحُّ «وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَقُولُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٦﴾

১২৯. তোমরা কখনো (একাধিক) স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না, যদিও (মনে প্রাণে) তোমরা তা চাইবে, তাই তাদের একজনের দিকে তুম এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না, (মনে

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ  
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

হবে) আরেকজনকে তুমি ঝুলন্ত অবস্থায় (রেখে দিয়েছো); তোমরা যদি সংশ্রেণ এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে (তুমি দেখবে,) আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১৩০. (অতপর) যদি তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার ভাস্তুর থেকে দান করে তাদের সবাইকে পারশ্পরিক মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দেবেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রশংসাভাজন।

১৩১. আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে, তোমাদের আগেও যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের ও তোমাদের আমি এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যেন তারা ও তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। যদি তোমরা (আল্লাহকে) অঙ্গীকার করো (তাহলে জেনে রেখো), আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে; আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসা তাঁর।

১৩২. অবশ্যই আসমান-যমীনের সব কয়টি জিনিসের মালিকানা আল্লাহর, অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট!

১৩৩. হে মানুষ, তিনি চাইলে যে কোনো সময় (যমীনের কর্তৃত থেকে) তোমাদের অপসারণ করে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে এনে বসিয়ে দিতে পারেন, এ কাজের ওপর আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমতাবান।

১৩৪. যে ব্যক্তি এ দুনিয়ার পুরকারটুকুই পেতে চায় (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালার কাছে তো ইহকাল পরকাল (এ উভয়কালের) পুরকারই রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছুই দেখেন।

১৩৫. হে ঈমানদাররা, তোমরা ইনসাফের ওপর (দৃঢ়ভাবে) কায়েম থেকো এবং আল্লাহ তায়ালার জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে যাও, যদি এ (কাজ)-টি তোমার নিজের, নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের ওপরেও আসে (তবুও তোমরা তা পালন করবে), সে ব্যক্তি ধৰ্মী হোক কিংবা গরীব হোক! (মনে রাখবে) তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহ তায়ালার অধিকার অনেক বেশী, অতএব তুমি কখনো ন্যায়বিচার করতে গিয়ে নিজের খেয়ালখুন্নীর অনুসরণ করো না, যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলো কিংবা (ইনসাফ থেকে) বিরত থাকো, তাহলে (জেনে রেখো,) তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা তার খবর রাখেন।

فَتَدْرِجُوهَا كَالْمَعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوهَا  
وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ④٠  
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغَيِّرِ اللَّهُ كُلَّ مِنْ سَعْتِهِ  
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ④١

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا لِلنِّينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَ  
إِنْ تَكْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيلًا ④٢

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ④٣

إِنْ يَشَاءْ يَلْهِبِكُمْ أَيْمَانَ النَّاسِ وَيَأْتِ  
بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ④٤

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعَنْ  
اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ④٥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِينَ  
بِالْقَسْطِ شَهَدَ أَئِمَّةُ اللَّهِ وَلَوْلَى أَنْفُسَكُمْ  
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ إِنْ يَكُنْ  
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا  
تَتَنَعَّمُوا الْمَهْوِيَّ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّ  
أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا ④٦

১৩৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রসূলের ওপর, সে কিতাবের ওপর যা তিনি তিনি তাঁর রসূলের ওপর নাখিল করেছেন এবং সেসব কিতাবের ওপর যা (তিনি তারও আগে) নাখিল করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর নবী রসূল ও পরকাল দিবসকে অঙ্গীকার করবে, সে অবশ্যই মারাত্মকভাবে পথঅঙ্গ হয়ে যাবে!

يَا إِيَّاهُ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مُّؤْمِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَالْكِتَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ  
وَالْكِتَبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ  
يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكَتَبِهِ وَرَسُولِهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَنْ مَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১৩৭. নিসন্দেহে যারা ঈমান আনলো আবার কুফরী করলো, (কিছু দিন পর) আবার ঈমান আনলো, এরপর (সুযোগ বুঁবো) আবার কাফের হয়ে গেলো, এরপর কুফরীর পরিমাণ তারা (দিনে দিনে) বাড়িয়ে দিলো, আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের কথনো ক্ষমা করবেন না, না কথনো তিনি এসব ব্যক্তিদের সঠিক পথ দেখাবেন!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أُثْرَ أَمْنَوْ  
أُثْرَ كَفَرُوا أُثْرَ ازْدَادُوا كَفَرًا الْيَكِينِ  
اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَمْهُلَ يَمْرُ سَبِيلًا ۝

১৩৮. (হে নবী,) মোনাফেকদের তুমি সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে ভয়াবহ আয়ার রয়েছে,

بَشِّرِ الْمُنْفَقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১৩৯. যারা (বৈষ্ণবিক স্বার্থে) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বক্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা (কি এর দ্বারা) এদের কাছ থেকে কোনো রকম মান-সম্মানের প্রত্যাশা করে? অবশ্যই (সবটুকু) মান-সম্মান তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট)।

الَّذِينَ يَتَخَلُّونَ الْكُفَّارِ بِنَ أَوْلَيَاءِ مِنْ  
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَهُمْ عِنْهُمْ  
الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

১৪০. তিনি ইতিপূর্বেও এ কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের ওপর আদেশ নাখিল করেছিলেন যে, তোমরা যখন শুনবে (কাফেরদের কোনো বৈঠকে) আল্লাহ তায়ালার নাখিল করা কোনো আয়াত অঙ্গীকার করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে (সে মজলিসে) বসো না, যতোক্ষণ না তারা অন্য কোনো আলোচনায় লিপ্ত হয়, (এমনটি করলে) তোমরা তো ঠিক তাদের মতোই হয়ে গেলে, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সব কাফের ও মোনাফেকদের জাহানামে একত্রিত করে ছাড়বেন।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ أَنِّي  
سَمِعْتُمْ أَيْتَ اللَّهُ يُكَفِّرُ بِهَا وَيَسْتَهِنُ  
بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُرَ حَتَّىٰ يَخُوضُوا  
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنْكَرُ أَذَا مِثْلَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفَقِينَ وَالْكُفَّارِ فِي  
جَهَنَّمِ جَمِيعًا ۝

১৪১. যারা সব সময়ই তোমাদের (শুভ দিনের) প্রতীক্ষায় থাকে, যদি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তোমাদের বিজয় আসে তখন এরা বলবে, কেন, আমরা কি (যুক্তে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? (আবার) যদি কখনো কাফেরদের (ভাগে বিজয়ের) অংশ (লেখা) হয়, তাহলে এরা বলবে, আমরা কি তোমাদের ঘিরে রাখিনি? এবং তোমাদেরকে

الَّذِينَ يَتَرْبَصُونَ بِكُمْ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ  
فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ  
وَأَنْ كَانَ لِلْكُفَّارِ نَصِيبٌ قَالُوا  
أَلَمْ نَسْتَحْوِ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنْ

মুসলমানদের কাছ থেকে রক্ষা করিন? (আসলে) শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা শুনিয়ে দেবেন এবং আল্লাহ তায়ালা (সেদিন) মোমেনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের কোনো (অজুহাত পেশ করার) পথ অবশিষ্ট রাখবেন না।

الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا بَيْنَ كُلَّيْنِ  
الْقِيمَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكُفَّارِيْنَ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ④৪

২০  
খণ্ড

১৪২. অবশ্যই মোনাফেকরা আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দেয়, (মূলত এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালাই তাদের প্রতারণায় ফেলে দিচ্ছেন, এরা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত আলস্যভরেই দাঁড়ায়, তারা কেবল লোকদের দেখায়, এরা আল্লাহ তায়ালাকে (আসলে) কমই স্মরণ করে।

إِنَّ الْمُنْفَقِيْنَ يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ  
خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا  
كُسَالَىٰ ۗ مَرَأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذَنُّ كَرْوَانَ  
اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا ④৫

১৪৩. এরা (কুফরী ও ঈমানের) দোটানায় দোদুল্যমান, (এরা) না এন্দিকে না ওদিকে; যাকে আল্লাহ তায়ালাই গোমরাহ করে দেন তুমি সে ব্যক্তিকে কথনো (সঠিক) পথ দেখাতে পারবে না।

مَلَّ بَلَّ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ لَا إِلَّا هُوَ لَاءٌ  
وَلَا إِلَّا هُوَ لَاءٌ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ  
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ④৬

১৪৪. হে মানুষ তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফেরদের নিজে দের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; (তেমন কিছু করে) তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে (কোনো) সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخَلُّوْ  
الْكُفَّارِ ۖ أَوْلَيَاءِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ  
أَتَرِيدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ  
سُلْطَانًا ۗ مَبِينًا ④৭

১৪৫. অবশ্যই মোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিমিত্তে অবস্থান করবে, তুমি সেদিন তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না।

إِنَّ الْمُنْفَقِيْنَ فِي الْنَّارِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ④৮

১৪৬. তবে তাদের কথা আলাদা, যারা তাওয়া করে এবং (সে আলোকে নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তায়ালার রশি শক্ত করে ধরে রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই তারা তাদের জীবন বিধানকে নিবেদন করে নেয়, এসব লোকেরা অবশ্যই (সেদিন) ঈমানদারদের সাথে থাকবে; আর অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের বড়ো ধরনের পুরক্ষার দেবেন।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا  
بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ ۖ اللَّهُ فَأُولَئِكَ مَعَ  
الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتَ اللَّهُ  
الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ④৯

১৪৭. তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কি করবেন- যদি তোমরা (তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং তাঁর ওপর ঈমান আনো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (সর্বোচ্চ) পুরক্ষারদাতা, সম্যক ওয়াকেফহাল।

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَلَىٰ إِبْكَرٍ إِنْ شَكَرْتُمْ  
وَأَمْنَتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْهِما ⑤০

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْهِا

১৪৮. আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যভাবে মন্দ বলা পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তির ওপর অবিচার করা হয়েছে তার কথা আলাদা; আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই শোনেন এবং জানেন।

১৪৯. ভালো কাজ তোমরা প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো, অথবা কোনো মন্দ কাজের জন্যে যদি তোমরা (কাউকে) ক্ষমা করে দাও, তাহলে (তোমরা দেখতে পাবে,) নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল ও প্রবল শক্তিমান।

১৫০. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের অঙ্গীকার করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও রসূলদের মাঝে যারা পার্থক্য করতে চায় তারা বলে, আমরা (রসূলদের) কয়েকজনকে স্মীকার করি আবার কয়েকজনকে স্মীকার করি না, এর দ্বারা (আসলে) এরা (নিজেদের জন্যে) একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়।

১৫১. এরা হচ্ছে সত্যিকারের কাফের, আর আমি কাফেরদের জন্যে এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

১৫২. (অপরাদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান এনেছে এবং তাঁদের একজনের সাথে আরেকজনের কথনো কোনো রকম পার্থক্য করেনি, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের তিনি অচিরেই অনেক পুরুষ্কার দান করবেন, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, মহাদয়ারু।

১৫৩. আহলে কিতাবের লোকেরা তোমার কাছে চায়— তুমি যেন আসমান থেকে তাদের জন্যে কোনো কিতাব নাযিল (করার ব্যবস্থা) করো! এরা (কি ত্তু) মূসার কাছে এর চাইতেও বড়ো রকমের দাবী পেশ করেছিলো, তারা বলেছিলো (হে মূসা), তুমি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই আমাদের প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে দাও, অতপর তাদের এই সীমালংঘনের জন্যে তাদের ওপর প্রচন্ড বঢ়পাত নিপত্তি হয়েছে এবং (নবুওতের) সুষ্পষ্ট প্রমাণসমূহ তাদের কাছে আসার পরও তারা গো-বাচুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারপরও আমি তাদের এ (অপরাধ)-টা ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ (সহ কিতাব) দান করলাম।

১৫৪. এদের কাছ থেকে (আনুগত্যের) প্রতিশ্রুতি আদায় করার জন্যে আমি তুর পাহাড়কে এদের ওপর উঁচু করে ধরেছিলাম, আমি তাদের বলেছিলাম, নগরের দরজা দিয়ে থরেশ করার সময় তোমরা একান্ত অনুগত হয়ে চুকরে, আমি তাদের বলেছিলাম,

إِنْ تَبْدِلْ وَأَخْيَرْ أَوْ تَخْفِيْهُ أَوْ تَعْفُواْ عَنْ

سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ إِنْ يَكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُقَوِّلُونَ نُؤْمِنُ بِعَصْبِنَ وَنَكْفِرُ بِعَصْبِنَ وَوَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفَرِيْنَ عَنْ أَبَابِ مِهِينَا

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَيْهِمْ أَجْوَرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَبِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَبًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهَرًا فَأَخَذَ تَهْمَمُ الصَّعْقَةَ بِظَلَمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنًا مِبِينًا

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطَّوَرَ بِمِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجْدًا وَقُلْنَا لَهُمْ

তোমরা শনিবারে (মাছ ধরে আমার বিধানের) **لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخْلُنَا مِنْهُمْ**  
 সীমালংঘন করো না, (এ ব্যাপারে) আমি তাদের কাছ  
 থেকে শক্ত প্রতিশ্রূতি ও আদায় করে নিয়েছিলাম। **مِيشَاقًا غَلِيظًا** ৪৪

১৫৫. অতপর তাদের (এই) প্রতিশ্রূতি ভংগ করা, আল্লাহর আয়াতসমূহকে তাদের অস্বীকার করা এবং অন্যান্যভাবে নবীদের তাদের হত্যা করা, (তদুপরি) তাদের (একথা) বলা যে, আমাদের অস্তরসমূহ (বাতিল চিন্তাধারায়) আচ্ছাদিত (হয়ে আছে), প্রকৃতপক্ষে তাদের কুরুরীর কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, অতপর এদের কমসংখ্যক লোকই ঈমান আনে।

১৫৬. যেহেতু এরা (আল্লাহকে) অস্বীকার করতেই থাকলো এবং এরা (পুণ্যবটী) মারহিয়ামের ওপরও জঘন্য অপবাদ আনলো,

**فَبِمَا نَقْضَمُهُ مِيشَاقَهُ وَكُفْرُهُمْ بِأَبِيتِ**  
**اللهِ وَقَتَلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقُولِهِمْ**  
**قُلُوبُنَا غُلْفٌ بِلَ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا**  
**بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا** ৪৫

১৫৭. উপরন্তু তাদের উক্তি যে, আমরাই আল্লাহর রসূল মারহিয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি, (আসলে) তারা কখনোই তাকে হত্যা করেনি, তারা তাকে শূলবিদ্ধ করেনি, (শুধু ধাঁধার কারণে) তাদের কাছে এমনি একটা কিছু মনে হয়েছিলো; (সঠিক ঘটনা না জানার কারণে) যারা তার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিলো, তারাও (এতে করে) সন্দেহে পড়ে গেলো, আর এ ব্যাপারে তাদের অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া সঠিক কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (তবে) এটুকু নিশ্চিত, তারা তাকে হত্যা করেনি।

**وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ**  
**مَرِيمٍ رَسُولَ اللهِ وَمَا قُتِلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ**  
**وَلَكِنْ شَيْهَ لَهُمْ وَإِنَّ النَّبِيَّ أَخْتَلَفُوا**  
**فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ**  
**إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قُتِلُوهُ يَقِينًا** ৪৬

১৫৮. বরং আল্লাহ তায়ালাই তাকে তাঁর নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা মহাপ্রাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

**بِلَ رَفِعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا**  
**حَكِيمًا** ৪৭

১৫৯. আহলে কিতাবদের মাঝে এমন একজনও থাকবে না, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে তাঁর (তিরোধান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই কথার) ওপর ঈমান আনবে না, কেয়ামতের দিন সে তো নিজেই এদের ওপর সাক্ষী হবে।

**وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ**  
**قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ**  
**شَهِيدًا** ৪৮

১৬০. ইহুদীদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের জন্যে (এমন) অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছিলাম যেটো তাদের জন্যে (আগে) হালাল ছিলো, এটা এই কারণে যে, এরা বহু মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রেখেছে।

**فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حِرْمنَا عَلَيْهِمْ**  
**طَبِيبَتْ أَحْلَتْ لَهُمْ وَبَصَلَهُمْ عَنْ سَبِيلِ**  
**اللهِ كَثِيرًا** ৪৯

১৬১. (লেনদেনে) এদের সূন্দর গভীরতা  
অন্যের মাল-সম্পদ ধোকা প্রতিরোধের মাধ্যমে গ্রাস  
করা; অথচ এদের তা থেকে (সুস্পষ্টভাবে) নিষেধ  
করা হয়েছিলো, তাদের মধ্যে (এ সব অপরাধে লিঙ্গ)  
কাফেরদের জন্যে আমি কঠিন আয়ার নির্দিষ্ট করে  
রেখেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞানের গভীরতা  
রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা তোমার  
ওপর যা কিছু নায়িল হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে,  
(সাথে সাথে) তোমার পূর্ববর্তী নবী ও রসূলদের  
ওপর যা নায়িল হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে,  
নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি)  
আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে;  
(মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ,  
যাদের অচিরেই আমি বড়ে পুরস্কার দেবো।

وَأَخْنِهِرُ الرِّبُّو وَقَنْ نَهْمَوْ عَنْهُ وَأَكْلِمَهُ  
آمَوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَلَنَا  
لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيَّهَا

لِكِنَ الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ  
وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ  
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقْيَمِينَ  
الصَّلُوةَ وَالْمُؤْتَوْنَ الزَّكُوَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُّتُّهُمْ  
أَجَراً عَظِيمًا

১৬৩. (হে নবী,) আমি তোমার কাছে আমার ওহী  
পাঠিয়েছি, যেমনি করে আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নৃহ  
ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে, আমি (অরো) ওহী  
পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব  
ও তার বংশধরদের কাছে, (ওহী পাঠিয়েছি) ঈসা,  
আইয়াব, ইউনুস, হারুন ও সোলায়মানের কাছেও এবং  
আমি দাউদের ওপর যাবুর (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ  
وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَأَسْعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ  
وَعِيسَى وَأَيْوبَ وَيُونَسَ وَهَرُونَ  
وَسَلِيمَنَ وَأَتَيْنَا دَاؤِدَ زَبُورًا

১৬৪. রসূলদের মাঝে এমন অনেক আছে, যাদের  
কথা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে বলেছি, কিন্তু  
এদের মাঝে এমনও বহু রসূল আছে যাদের (কথা)  
কখনো আমি তোমাকে বলিনি; মূসার সাথে তো  
আল্লাহ তায়ালা কথাও বলেছেন।

وَرَسُلًا قَلْ قَصَنْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ  
وَرَسُلًا لَّمْ نَقْصَنْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اللَّهِ  
مُوسَى تَكْلِيَّا

১৬৫. রসূলরা (হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও  
(জাহানামের) ভয় প্রদর্শনকারী, (তাদের এ জন্যেই  
পাঠানো হয়েছিলো) যাতে করে রসূলদের আগমনের  
পর আল্লাহ তায়ালার ওপর মানব জাতির কোনো  
অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে; (সত্যিই)  
আল্লাহ তায়ালা মহাপ্রাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

رَسَلًا مُبَشِّرِينَ وَمِنْ رِينَ لَئَلَّا يَكُونُ  
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجَةٌ بَعْدَ الرَّسُلِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর যা  
কিছু নায়িল করেছেন তা তাঁর (প্রত্যক্ষ) জ্ঞানের  
মাধ্যমেই করেছেন, ফেরেশতারাও তো (এর) সাক্ষ্য  
দেবে; যদিও সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই  
যথেষ্ট।

لَكِي اللَّهِ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ  
بِعِلْمٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ  
شَهِيدًا

১৬৭. নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্তীকার করে এবং (অন্য মানুষদেরও) আল্লাহ তায়ালার এ পথ থেকে সরিয়ে রাখে, তারা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّرُوا عَنْ سَبِيلٍ  
اللَّهُ قَدْ ضَلَّوْا ضَلَالًا بَعِيلًا ﴿٤٠﴾

১৬৮. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করলো এবং সীমালংঘন করলো, (তাদের ব্যাপারে) এটা কখনো হবে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দেবেন, আর না তিনি তাদের সঠিক রাস্তা দেখাবেন!

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ  
لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَمْلِيْمُ طَرِيقًا ﴿٤١﴾

১৬৯. কিন্তু (তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে) শুধু জাহান্নামের রাস্তা, যেখানে তারা অনন্তকাল পড়ে থাকবে; (শাস্তি প্রদানের) এ কাজ আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلَلَ يَنِّيهَا أَبَدًا  
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٤٢﴾

১৭০. হে মানুষরা, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের জন্যে সঠিক (বিধান) নিয়ে রসূল এসেছে, (এ বিধানের ওপর) তোমরা দ্বিমান আনো, (এতেই) তোমাদের জন্যে কল্যাণ (রয়েছে), আর তোমরা যদি তা মেনে নিতে অস্তীকার করো তাহলে (জনে রেখো,) আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, কুশলী।

يَا يَاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ  
مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا الْكُمْرَ وَإِنَّ  
تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا ﴿٤٣﴾

১৭১. হে কিতাবধারীরা, নিজেদের দ্বীনের মাঝে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং (ঈসার ঘটনা নিয়ে) আল্লাহ তায়ালার ওপর সত্য ছাড়া কোনো মিথ্যা চাপিয়ো না; (সে সত্য কথা হচ্ছে,) মারাইয়ামের পুত্র মাসীহ ছিলো আল্লাহর রসূল ও তাঁর (এমন এক) বাণী, যা তিনি মারাইয়ামের ওপর প্রেরণ করেছেন এবং সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পাঠ্যনো এক 'রূহ', অতএব (হে আহলে কিতাব), তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান আনো, আর (কখনো) এটা বলো না যে, (মারুদের সংখ্যা) তিনি; এ (জবন্য মিথ্যা) থেকে তোমরা বেঁচে থেকো, (এটাই) তোমাদের জন্যে উত্তম; নিসদেহে আল্লাহ তায়ালা একক মারুদ; তিনি এ থেকে অনেক পবিত্র যে, তাঁর কোনো সন্তান থাকবে; এ আকাশ ও ভূমভলের সব কিছুর মালিকানাই তাঁর, আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

يَا هَلَّ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوبُ فِي دِينِكُمْ وَلَا  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ  
عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُه  
الْقَمَّةِ إِلَى مَرِيمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةٌ إِنْتُهُوا خَيْرًا  
لِكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سَبَّحْنَاهُ أَنَّ  
يَكُونَ لَهُ وَلَّ مَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٤﴾

১৭২. (ঈসা) মাসীহ কখনো (এতে) নিজেকে হেয় মনে করেন যে, সে হবে আল্লাহ তায়ালার বান্দা, ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও (একে লজ্জাকর মনে করেনি); কোনো ব্যক্তি যদি (আল্লাহ তায়ালার) বন্দেগী করাকে লজ্জাকর বিষয় মনে করে (এবং এটা ভেবে) সে অহংকার করে (তার জানা উচিত),

لَنْ يَسْتَنِكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا  
لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَنْ  
يَسْتَنِكَفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ

তিনি অচিরেই এদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত  
(করে দণ্ডজ্ঞ দান) করবেন।

فَسِيْحَشْهَرٌ هِرِإِلَيْهِ جَمِيعاً

১৭৩. যেসব মানুষ (আল্লাহর তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, (সেদিন) তিনি তাদের এর জন্যে পুরোপুরি পুরক্ষার দেবেন, (আল্লাহর তায়ালা) তাঁর একান্ত অনুগ্রহ থেকে তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দেবেন, অপরদিকে যারা তাঁর বিধান মেনে নেয়াকে লজ্জাকর মনে করলো এবং অহংকার করলো, তাদের তিনি কঠোর শাস্তি দেবেন, তারা (সেদিন) আল্লাহর ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
فَيُوْفَيْهِمْ أَجُورُهُمْ وَبِزِيلِ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ  
وَآمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا  
فَيُعِنِّ بِهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ  
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

১৭৪. হে মানুষ, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি নাফিল করেছি।

يَا إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بِرْهَانٌ مِنْ  
رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

১৭৫. অতপর যারা (সে জ্যোতি দিয়ে) আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো এবং তা শক্ত করে আঁকড়ে থাকলো, তিনি তাদের অচিরেই তাঁর অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহে (জান্মাতে) প্রবেশ করাবেন এবং তিনি তাদের তার দিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ  
فَسَيِّئُ خَلْمُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ  
وَيَهْلِكُهُمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا

১৭৬. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে জানতে চায়; তুমি বলো, আল্লাহর তায়ালা সে ব্যক্তির (উত্তরাধিকার বিষয়ে) তোমাদের তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন; যার মাতা পিতা কেউই নেই, আবার তার নিজেরও কোনো সন্তান নেই, (এ ধরনের) কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং সে ব্যক্তি যদি সন্তানহীন হয় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে সে বোনটির জন্যে (মৃত) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ থাকবে, অপরদিকে সে যদি নিসন্তান হয়, তাহলে সে তার বোনের (সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হবে; (আবার) যদি তারা দুজন হয়, তাহলে তাদের দু বোনের জন্যে সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ অংশ থাকবে; যদি সে ভাইবোন ও মহিলারা কয়েকজন হয়, তাহলে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশ দুই ভাগ হবে; আল্লাহর তায়ালা (উত্তরাধিকারের আইন) সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন, যাতে করে (মানুষের উদ্ভাবিত বন্টন পদ্ধতিতে) তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ো; আল্লাহর তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই সম্যক ওয়াকেফহাল।

يَسْتَفْتَهُونَكَ ۖ قُلِ اللَّهُ يَفْتَيِكُمْ مِنْ  
الْكَلَّةِ إِنْ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
وَلَدٌ وَلَدٌ أَخْتَ فَلَمَّا نَصَفُ مَا تَرَكَ  
وَهُوَ يَرْثِمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّلْثِنُ مِمَّا  
تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِلَخَوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً  
فَلِلَّذِنَ كَرِمُّلْ حَظًّا لِلْأَنْثِيَّيْنِ ۖ يُبَيِّن  
اللَّهُ كَرِّمَ أَنْ تَضْلُلُوا ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلَيْهِ

يَا يَهُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا وَفَوْا بِالْعَفْوِ  
أَحْلَتْ لَكُمْ بِهِمْمَةً الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَتْلِي  
عَلَيْكُمْ خَيْرٌ مُّحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ  
إِنَّ اللَّهَ بِحُكْمِ مَا يَرِيدُ ①

২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অসম্মান করো না, সশ্রান্তি মাসগুলোকে (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) কখনো হালাল বানিয়ে নিয়ো না, (আল্লাহর নামে) উৎসর্গীকৃত জস্তুসমূহ ও যেসব জস্তুর গলায় (উৎসর্গের চিহ্ন হিসাবে) পঞ্চ বেঁধে দেয়া হয়েছে, যারা (আল্লাহর) অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (আল্লাহর) পবিত্র ঘর কাবার দিকে রওনা দিয়েছে (তাদেরও তোমরা অসম্মান করো না), তোমরা যখন এহরামমুক্ত হবে তখন তোমরা শিকার করতে পারো। (বিশেষ) কোনো সম্পদায়ের বিদ্বেষ- (এমন বিদ্বেষ যার কারণে) তারা তোমাদের (আল্লাহ তায়ালার) পবিত্র মাসজিদে আসার পথ বদ্ধ করে দিয়েছিলো, যেন তোমাদের (কোনো রকম) সীমালংঘন করতে প্রয়োচিত না করে, তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কেননা আল্লাহ তায়ালা দণ্ডনারের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর!

৩. মৃত জস্তু, রক্ত, শুয়োরের গোশ্ত ও যে জস্তু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, (তা) তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে। শ্বাসরংভ হয়ে মরা, আঘাত থেরে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিংয়ের আঘাতে মরা, হিংস্র জস্তুর খাওয়া জস্তুও (তোমাদের জন্যে হারাম), তবে তোমরা তা যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) যবাই করে থাকো (তাহলে তা হারাম নয়)। পূজার বেদীতে বলি দেয়া জস্তুও হারাম, (লটারি কিংবা) জয়ার তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা (হারাম), এর সব কয়টাই হচ্ছে বড়ো (বড়ো) গুনাহের কাজ, আজ কাফেরেরা তোমাদের দীন (নির্মূল করা) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে,

يَا يَهُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَتُحَلِّلُوا شَعَارَ  
اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجِدُونَكُمْ  
شَنَانَ قَوْمٍ أَنْ صَلَّى وَكَرِّ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَمَوْتَعَوْنَوْا عَلَى الْبَرِّ  
وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدَوْا وَإِنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَيْءٌ يَ  
عِقَابٌ ②

حِرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ  
الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيَّحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا  
ذَكَيْتُمْ وَمَا دُبِّحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنَّ  
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ يَعِسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো; আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পুরো করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম। যদি কোনো ব্যক্তিকে ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য করা হয়, কিন্তু (ইচ্ছা করে) সে কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায় (তার ব্যাপারে) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

فَلَا تَخْشُو هِرَّاً وَخَشُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ افْتَرَ  
فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مَتَجَانِفٍ لَا شَيْءٌ «فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» ③

৪. তারা তোমার কাছ থেকে জানতে চায় কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে? তুমি বলো, সব ধরনের পাক-সাফ বস্তুই (তোমাদের জন্যে) হালাল করা হয়েছে এবং সেসব শিকারী (জন্ম ও পাথীর) ধরে আনা (শিকার) তোমরা খাও, যাদের তোমরা (শিকার করার নিয়ম) শিক্ষা দিয়েছো, যেতাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, (তবে) এর ওপর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার নাম নেবে, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব প্রহণকারী।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحْلَلْتَ لَهُمْ قُلْ أَحْلَلْتُ  
لَكُمُ الطَّبِيبَتْ وَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِ  
مَكَلَبِيْنَ تَعْلَمُوهُنَّ مِمَّا عَلِمْتَكُمْ اللَّهُ  
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرْ وَاسْرَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ ④

৫. আজ তোমাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিস হালাল করা হলো; যাদের ওপর (আল্লাহর) কিতাব নাখিল করা হয়েছে তাদের খাবারও তোমাদের জন্যে হালাল, আবার তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্যে হালাল। (বিয়ের) দুর্গে অবস্থানকারী মোমেন নারী ও তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো- যখন তোমরা (তাদের) মোহরানা আদায় করে দেবে, সেসব (আহলে কিতাব) সতী সার্ধী নারীরাও (তখন তোমাদের জন্যে হালাল হয়ে যাবে), তোমরা (থাকবে চারিত্রে) রক্ষক হয়ে, কামনা চরিতার্থকারী কিংবা গোপন অভিসারী হয়ে নয়; যে কেউই ঈমান অধ্যীকার করবে, তার (জীবনের সব) কর্মই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিনে সে হবে (চরমভাবে) ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।

الْيَوْمَ أَحْلَلْتُ لَكُمُ الطَّبِيبَتْ وَطَعَامَ  
الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ حَلَّ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمَحْصُنَتْ مِنَ  
الْمُؤْمِنِتِ وَالْمَحْصُنَتْ مِنَ النِّسَاءِ  
أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مَحْصُنَيْنِ غَيْرَ  
مُسْفَحَيْنِ وَلَا مَتْخَلِنِيْ  
يَكْفِرُ بِالْأَيْمَانِ فَقَلْ حَبْطَ عَمَلَهُ وَهُوَ  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑤

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন নামাযের জন্যে দাঁড়াবে- তখন (ওয়ু করবে, আর ওয়ুর নিয়ম হচ্ছে) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো

يَا يَاهَا الَّلَّيْنَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ  
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى  
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

গোড়ালি পর্যন্ত (ধূয়ে নেবে,) কখনো যদি (এমন বেশী) নাপাক হয়ে যাও, তাহলে (গোসল করে) পবিত্র হয়ে নেবে, যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো কিংবা তোমরা যদি সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি মলমৃত্র ত্যাগ করে আসে অথবা যদি নারী সঙ্গে করে থাকো (তাহলে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো), আর যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়ামুম করে নাও, (আর তায়ামুমের নিয়ম হচ্ছে, পবিত্র) মাটি দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এটা চান না যে, তোমাদের ওপর তিনি কোনো কষ্ট পৌছাবেন; বরং তিনি চান তোমাদের পাক-সাফ করে দিতে এবং (এভাবেই) তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিতে চান, আশা করা যায় তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كَنْتُمْ جَنِّبَا فَأَطْهِرُوا  
وَإِنْ كَنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ  
أَهْلَ مِنْكُمْ مِنَ الْفَائِطَ أَوْ لِمِسْتَرِ النِّسَاءِ  
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَبِعُوهُ مَعِينًا طَيْبًا  
فَامْسِكُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ  
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  
وَلِكُنْ يُرِيدُ لِيَطْهِرَكُمْ وَلِيَتَمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑥

৭. তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করো এবং তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা প্রতিশ্রূতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন (সে কথাও স্মরণ করো), যখন তোমরা বলেছিলে (হে আমাদের রব), আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং (তা) মেনে নিলাম, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অস্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

وَذَكِّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثْقَالَهُ  
الَّذِي وَأَنْقَمْتُمْ بِهِ إِذْ قَلْتُمْ سَمِعْنَا  
وَأَطْعَنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ  
بِنَاءُ الصَّلَوةِ ①

৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্যে (সত্য ও) ন্যায়ের ওপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, (বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা (আর তাদের সাথে) ন্যায় ও ইনসাফ করবে না, তোমরা ইনসাফ করো। কারণ এ (কাজ)-টি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে চলার অধিক নিকটতর; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণাংশ ওয়াকেফহাল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوْمِينَ لِهِ  
شَهَدَأَءَ بِالْقُسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَهَادَانْ  
قَوْمٍ لِّيَأَلَّا تَعْنِي لَّوْا إِعْدَلُوا قَهْوَأَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ⑧

৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন, তাদের জন্যে (তাঁর কাছে বিশেষ) ক্ষমা ও বড়ো পুরক্ষার রয়েছে।

وَعَلَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ  
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑨

১০. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করেছে, তারাই হচ্ছে এমন- যারা জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنْ بِوْلَابِأَيْتِنَا أَوْ لِئِنْكَ  
أَصْحَبُ الْجَحِيرِ ⑩

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ওপর আল্লাহর  
নেয়ামত ম্রণ করো, যখন একটি জনগোষ্ঠী তোমাদের  
বিরুদ্ধে হাত ওঠাতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আল্লাহ  
তায়ালা তাদের সে হাতগুলোকে তোমাদের ওপর  
(আক্রমণ করা) থেকে বিরত রাখলেন, তোমরা  
আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, মোমেনদের তো আল্লাহ  
তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত।

يَا يَهِيْمَ الَّذِيْنَ إِنْ مَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ اذْهَرَ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ  
أَيْنَ يَمْرِ فَكَفَّ أَيْدِيْ يَمْرِ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيْتُو كُلَّ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑤

১২. আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলদের (আনুগত্যের)  
অংগীকার গ্রহণ করলেন, অতপর আমি (এ জন্যে)  
তাদের মধ্য থেকে বারো জন সদার পাঠালাম; আল্লাহ  
তায়ালা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের  
সাথে আছি, তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো,  
যাকাত আদায় করো, ঈমান আনো আমার রসূলদের  
ওপর এবং (যদি) তোমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা  
করো, (সর্বেপরি) আল্লাহ তায়ালাকে তোমরা যদি  
উভয় ঝণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি  
তোমাদের (হিসাব) থেকে (তোমাদের) গুনাহসমূহ  
মোচন করে দেবো এবং অবশ্যই আমি তোমাদের  
এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে  
বর্ণাধারা প্রবাহিত, এরপর যদি তোমাদের কোনো  
ব্যক্তি কুফুরী করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে  
অনেক বিচ্ছুত হয়ে পড়বে।

وَلَقَدْ أَخْلَى اللَّهُ مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
وَبَعْثَنَا مِنْهُمْ أَثْنَيْ شَرَّ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ  
إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقْتَمْ الصَّلْوةَ وَأَتَيْتُ  
الرِّزْكَوَةَ وَأَمْنَتْمِ بِرْسَلِيْ وَعَزَّزْتَمْوَهُ  
وَأَقْرَضْتَمِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كَفَرُونَ عَنْكُمْ  
سِيَّاتُكُمْ وَلَا دَخْلُكُمْ جَنَّتٌ تَجْرِيْ مِنْ  
تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
مِنْكُمْ فَقَلَّ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيْبِيلِ ⑥

১৩. (অতপর) তাদের সেই অংগীকার ভঙ্গ করার  
কারণে আমি তাদের ওপর অভিশাপ নায়িল করেছি  
এবং তাদের হৃদয়েকে কঠিন বানিয়ে দিয়েছি (তাদের  
চরিত্র ছিলো), তারা (আল্লাহর) কথাগুলোকে তার  
নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে বিকৃত করে দিতো,  
(হেদায়াতের) যা কিছু তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো  
তার অধিকাংশ কথাই তারা ভুলে গেলো; তুমি  
তাদের দেখতে পাবে, তাদের সামান্য একটি  
অংশ ছাড়া অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর সাথে)  
বিশ্বাসবাতকতা করে চলেছে, তুমি তাদের ক্ষমা  
করে দাও, (যথাসম্ভব) তুমি তাদের (কার্যকলাপ)  
মার্জনা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকামী  
মানুষদের ভালোবাসেন।

فَبِمَا نَقْضَهُمْ مِيشَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلَنَا  
قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يَحْرُفُونَ الْكَلِمَرَعَ  
مَوَاضِعَهُ وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذَكَرَوْا بِهِ  
وَلَا تَرَأْلَ تَطْلُعُ عَلَى خَائِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا  
قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفِحْ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑦

১৪. আমি তো তাদের (কাছ থেকেও  
আনুগত্যের) অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম, যারা  
বলে আমরা হচ্ছি খৃষ্টান, অতপর এরাও  
(অংগীকারের) অধিকাংশ কথা ভুলে গেলো,  
যা তাদের ম্রণ করানো হয়েছিলো, অতপর  
আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী)  
শক্রতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিলাম;

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْ أَخْلَنَا  
مِيشَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذَكَرَوْا  
بِهِ سَفَاغَرِيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَنَّا وَ  
وَالْبَغْضَاءِ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

(দুনিয়ার জীবনে) তারা যা কিছু উত্তোলন করতো  
অটুরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের তা বলে  
দেবেন।

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا  
يَصْنَعُونَ ﴿٨٥﴾

১৫. হে আহলে কিতাবরা, তোমাদের কাছে আমার  
(পক্ষ থেকে) রসূল এসেছে, (আগের) কিতাবের যা  
কিছু তোমরা এতোদিন গোপন করে রেখেছিলে তার  
বহু কিছুই সে তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে, আবার  
অনেক কিছু সে এড়িয়েও যাচ্ছে; তোমাদের কাছে  
(এখন) তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকবর্তিকা এবং  
সুস্পষ্ট কিতাবও এসে গেছে।

يَاهْلُ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبْيَنُ  
لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَخْفَوْنَ مِنَ  
الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ  
مِنْ أَنَّهُ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٨٦﴾

১৬. এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তি ও  
নিরাপত্তা পথ বাতলে দেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য  
করে তাঁর সম্মতি লাভ করতে চায়, অতপর তিনি  
তাঁর অনুমতিক্রমে তাদের (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার  
থেকে (দ্বিমানের) আলোতে বের করে আনেন, আর  
(এভাবেই) তাদের তিনি সঠিক পথে পরিচালিত  
করেন।

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِنْ أَقْبَعِ رِضْوَانِهِ سَبَلَ  
السَّلِيمَ وَيَخْرُجُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى  
النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيُهُمْ إِلَى صِرَاطَ  
مُسْتَقِيرٍ ﴿٨٧﴾

১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে,  
অবশ্যই মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; (হে  
মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি  
মারইয়াম পুত্র মাসীহ, তার মা ও গোটা বিশ্ব-চরাচরে  
যা কিছু আছে- সব কিছুও ধৰ্ম করে দিতে চান,  
এমন কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে  
এদের রক্ষা করতে পারে? এই আকাশমালা, ভূম্বল  
ও এর মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার সাৰ্বভৌমত্ব  
আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); তিনি যা ইচ্ছা তাই  
সৃষ্টি করেন; আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের ওপর  
একক ক্ষমতাবান।

لَقَنْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ  
ابْنُ مَرِيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْءًا  
إِنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرِيَمَ  
وَأَمَدَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ  
مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨٨﴾

১৮. ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান  
এবং তাঁর প্রিয়পাত্র; তুমি (তাদের) বলো, তাহলে  
তিনি তোমাদের গুনাহের জন্যে তোমাদের দড় প্রদান  
করবেন কেন; (মূলত) তোমরা (সবাই তাদেরই  
অন্তর্ভুক্ত করিপয়) মানুষ, যাদের আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি  
করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে  
দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি প্রদান করেন;  
আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুর একক  
মালিকানা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট), তাঁর  
কাছেই হচ্ছে সবার ফিরে যাওয়ার জায়গা।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَانيُّونَ حَنِيفُوا  
اللَّهُ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يَعْذِلُ بَكُمْ  
بِنْ نُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِنْ خَلْقِ  
يَغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَعْذِلُ بَمْ يَشَاءُ وَلَهُ  
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
وَالْأَيْدِي الْمَصِيرِ ﴿٨٩﴾

১৯. হে আহলে কিতাবরা, রসূলদের (আগমন  
ধারার) দীর্ঘ বিরতির পর আমার (পক্ষ থেকে)  
তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে,

يَاهْلُ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

সে তোমাদের জন্যে (আমার কথাগুলোকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে, যাতে করে তোমরা (শেষ বিচারের দিন) একথা বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে (জাহানের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহানামের) সতর্ককারী (হিসেবে) কেউই তো আগমন করেনি, (হঁ, আজ তো সত্যি সত্যিই) তোমাদের কাছে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী (একজন রসূল) এসে গেছে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يَبْيَنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ أَنْ  
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَدِيرٍ  
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

২০. যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর যে নেয়ামত নাযিল করেছেন তা তোমরা আরণ করো, (সে নেয়ামতের কথাও আরণ করো) যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (এ যামীনের) শাসনকর্তা বানিয়েছেন, এছাড়াও তিনি তোমাদের এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা তিনি সৃষ্টিকুলের আর কাউকে দান করেননি।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ إِذْ كُرِوا  
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيمَا  
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاتَّكَرْ مَا لَمْ يُؤْتِ  
أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ

২১. হে আমার জাতি, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র ভূখন্ত লিখে রেখেছেন তোমরা তাতে প্রবেশ করো এবং (এ অভিযানে) কখনো পশ্চাদপসরণ করো না; তারপরও তোমরা যদি ফিরে আসো তাহলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يَقُولُونَ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقْدَسَةَ الَّتِي  
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى آدَبِارِكُمْ

فَتَنَقَّلُوا خَسِيرِينَ

২২. তারা বললো, হে মূসা, সেখানে (তো) এক দোর্দেন্দ প্রতাপশালী সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না, (হঁ) তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমরা অবশ্যই (সেখানে) প্রবেশ করবো।

قَالَوْا يَمْوَسِي أَنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ  
وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا  
فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخُلُونَ

২৩. তাদের দুজন লোক, যারা (আল্লাহ তায়ালা) ভয় করেছিলো, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছিলেন- তারা (এগিয়ে এসে) বললো, তোমরা (সদর) দরজা দিয়েই সেখানে প্রবেশ করো, আর (একবার) সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) মোমেন হও তাহলে আল্লাহর ওপরই ভরসা করো।

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَرَ  
اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا  
دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيبُونَ وَقَدْ  
فَتَوَكَّلُوا إِنْ كَنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

২৪. তারা বললো, হে মূসা, সেই (শক্তিশালী) লোকেরা যতোক্ষণ সেখানে থাকবে, ততোক্ষণ আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না, তুমই (বরং) যাও, তুমি ও তোমার রব- উভয়ে মিলে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।

قَالَوْا يَمْوَسِي إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا  
دَامُوا فِيهَا فَادْхَبْ هَذِهِنَّ رَبَّكَ فَقَاتِلْ  
إِنَّا هُنَّا قَعْدُونَ

২৫. মূসা বললো, হে আমার রব, (তুমি জানো) আমার নিজের এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার আধিপত্য নেই, অতএব আমাদের ও এই নাফরমান লোকদের মাঝে তুমি একটা মীমাংসা করে দাও।

**فَقَالَ رَبِّنَا لَآمْلُكُ الْأَنْفُسِيْنَ  
وَآخِيْنَ فَأَفْرَقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ  
الْفَسِيْقِيْنَ** ﴿৩﴾

২৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ, আগামী) চলিশ বছর অবশ্যই সে (জনপদ)টি তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো, (এ সময়ে) তারা উদ্ভাস্ত হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে; সুতরাং তুমি এই না-ফরমান লোকদের ওপর কখনো দুঃখ করো না।

**قَالَ فَإِنَّهَا مَحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
إِذْ قَرَبَ إِلَيْهِمْ فَلَا تَأْتِسْ عَلَى الْقَوْمِ  
يَتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ  
الْفَسِيْقِيْنَ** ﴿৩﴾

২৭. (হে মোহাম্মদ,) তুমি এদের কাছে আদমের দুই পুত্রের গল্ল যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও! (গল্লটি ছিলো এই,) যখন তারা দুই জন (আল্লাহর নামে) কোরবানী পেশ করলো, তখন তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে কোরবানী কবুল করা হলো, আরেকজনের কাছ থেকে কবুলই করা হলো না, (যার কোরবানী কবুল করা হয়নি) সে বললো, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো, (যার কোরবানী কবুল করা হলো), সে বললো, আল্লাহ তায়ালা শুধু মোতাকীদের কাছ থেকেই (কোরবানী) কবুল করেন,

**وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ  
إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتَقْبِلَ مِنْ أَهَدِهِمَا  
وَلَمْ يَتَقْبِلْ مِنَ الْآخِرِ  
قَالَ إِنَّمَا يَتَقْبِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ** ﴿৩﴾

২৮. (হিংসার বশবর্তী হয়ে) তুমি যদি আজ আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তাহলে (মনে রেখো) আমি (কিন্তু) তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার প্রতি আমার হাত বাড়াবো না, অবশ্যই আমি সৃষ্টিকূলের মালিক আল্লাহকে ভয় করি।

**لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتِلَنِيْ  
بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِتَقْتِلَكَ إِنِّي  
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ** ﴿৩﴾

২৯. আমি (বরং) চাইবো, তুমি আমার গুনাহ ও তোমার গুনাহর (বোবা) একাই তোমার (মাথার) ওপর উঠিয়ে নাও এবং (ভাবেই) তুমি জাহানামের অধিবাসী হয়ে পড়ো, (মূলত) এটাই হচ্ছে যালেমদের (যথার্থ) কর্মফল।

**إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبُوا بِإِثْمِيْ وَإِثْمِكَ  
فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزْءٌ  
الظَّلَمِيْنَ** ﴿৩﴾

৩০. অতপর তার কুপ্রবৃত্তি তাকে নিজ ভাইয়ের হত্যার কাজে উক্সানি দিলো, একপর্যায়ে সে তাকে খুন করে ফেললো এবং (এ কাজের ফলে) সে ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

**فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقُتِلَهُ فَاصْبَحَ  
مِنَ الْخَسِيرِيْنَ** ﴿৩﴾

৩১. অতপর আল্লাহ তায়ালা (সেখানে) একটি কাক পাঠালেন, কাকটি (হত্যাকারীর সামনে এসে) মাটি খুড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য, তাকে দেখানো কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে রাখবে; (এটা দেখে) সে (নিজে নিজে) বলতে লাগলো, হায়! আমি তো এই কাকটির চাইতেও অক্ষম হয়ে পড়েছি যে,

**فَبَعَثَ اللَّهُ غَرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهِ  
كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ  
أَعْجَزْتَ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغَرَابِ**

আমি আমার ভাইয়ের লাশটা গোপন করবো, অতপর সে সত্যি সত্যিই (নিজের কৃতকর্মের জন্যে) অনুতপ্ত হলো।

فَأُوْرِي سَوْءَةً أَخِيٌّ فَأَصْبَحَ مِنْ  
النَّلِمِينَ ④

৩২. ওই (ঘটনার) কারণেই (পরবর্তীকালে) আমি বনী ইসরাইলদের জন্যে এই বিধান জারি করলাম, কোনো মানুষকে হত্যা করা কিংবা পৃথিবীতে ধ্রংসাঞ্চক কাজ (করার শাস্তি প্রদান) ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; (আবার এমনভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো; এদের কাছে আমার রসূলরা সুম্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এসেছিলো, তারপরও এদের অধিকাংশ লোক এ যমীনের বুকে সীমালংঘনকারী (হিসেবেই) থেকে গেলো।

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَقْتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ مَأْحَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَنْ جَاءَهُمْ رَسْلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسِرُونَ ④

৩৩. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিন্দু করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি হচ্ছে তাদের দুনিয়ার (জীবনের) জন্যে, পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আয়াব তো রয়েছেই।

إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا آنَّ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِي أَوْ بُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْزٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ④

৩৪. তবে (এটা তাদের জন্যে নয়,) যাদের ওপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার আগেই তারা তাওবা করেছে, তোমরা জনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল, পরম করণাময়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ آنْ تَقْرِيرِ رِوَايَةِ عَلِيهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④

৩৫. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে (এগিয়ে যাওয়ার) উপায় খুঁজতে থাকো (তার দিকে এগুনোর বড়ো একটি উপায় হচ্ছে), তোমরা তাঁর পথে জেহাদ করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ④

৩৬. অবশ্যই যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে, (ক্ষেয়ামতের দিন) পৃথিবীর সমুদ্র ধন-দৌলতও যদি তাদের করায়ত থাকে- (তার সাথে আরো) যদি সম্পরিমাণ সম্পদ তাদের কাছে থাকে, (এ সমুদ্র সম্পদকে) মুক্তিপণ হিসেবে দান করেও যদি তারা ক্ষেয়ামতের দিন জাহানামের আয়াব থেকে মুক্তি পেতে চায় (তাও সম্ভব হবে না), তাদের কাছ থেকে

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْا أَنْ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَدٌ لِيَفْتَدِلُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ ④

(এর কিছুই সেদিন) গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যে  
(সেদিন) কঠোর আয়াব নির্ধারিত থাকবে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩৭. তারা (সেদিন বারবার) দোয়খের আগুন থেকে ৪০  
বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু (কিছুতেই) তারা সেখান  
থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, তাদের জন্যে স্থায়ী  
আয়াব নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

بِخَرِيجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
بِخَرِيجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
بِخَرِيجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
بِخَرِيجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩৮. পুরুষ ও নারী— এদের যে কেউই ছুরি করবে, তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলো, এটা তাদেরই  
কর্মফল, (এটা) আল্লাহর পক্ষ থেকে (একটি শিক্ষণীয়) নির্ধারিত দণ্ড; আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, প্রবল  
প্রজ্ঞাময়।

عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৩৯. যে ব্যক্তি তার ঘুলুমের পর (আল্লাহ তায়ালার  
কাছে) তাওবা করবে এবং (নিজের) সংশোধন করে  
নেবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দয়াপরবশ  
হবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বড়ে ক্ষমাশীল,  
দয়াময়।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ

اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৪০. তুমি কি জানো না, এই আকাশমণ্ডলী ও যমীনের  
একক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে;  
যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শান্তি দেন, (আবার) যাকে  
ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করে দেন; আল্লাহ তায়ালা সব  
কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

أَلْمَرْتَعِلْمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لَمَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৪১. হে রসূল, যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে ধাবিত  
হচ্ছে, (তাদের) এই বিষয়টি যেন তোমাকে দুঃখ না  
দেয়, এরা সে দলের (লোক) যারা মুখে বলে, আমরা  
ঈমান এনেছি, কিন্তু (সত্যিকার অর্থে) তাদের অস্তর  
কখনো ঈমান আনেনি, (অপর দিকে) যারা ইহুদী—  
তারাও মিথ্যা কথা শোনার জন্যে (সদা) কান খাড়া  
করে রাখে এবং (তাদের বকুল সম্প্রদায়ের) যেসব  
লোক কখনো তোমার কাছে আসেনি, এরা সে অপর  
সম্প্রদায়টির জন্যেই নিজেদের কান খাড়া করে রাখে;  
তারা (আল্লাহর কিতাবের) কথাগুলো আপন জায়গায়  
(বিন্যস্ত) থাকার পরেও তাকে বিরুদ্ধ করে এবং  
(অন্যদের কাছে) বলে, (হাঁ) যদি এ (ধরনের বিধান)  
তোমাদের দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করো,  
আর তা দেয়া না হলে তোমরা সতর্ক থেকো;  
(আসলে) আল্লাহ তায়ালা যার পথচারী চান, তাকে  
আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচানোর জন্যে তুমি  
কিছুই করতে পারো না; এরাই হচ্ছে সেসব (হতভাগ্য)  
লোক, আল্লাহ তায়ালা যাদের অস্তরগুলোকে কখনো  
পাক-সাফ করার এরাদা পোষণ করেন না, তাদের  
জন্যে পৃথিবীতে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা,

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ

يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا

أَمَّنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا هُمْ سَمِعُونَ لِكُلِّ بَ

سَمِعُونَ لِقَوْمٍ أَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ

يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

يَقُولُونَ إِنَّا أَوْتَيْتُهُنَّا فَخُلُودًا وَإِنَّ

لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَدٌ رَّوَاهُ وَمَنْ يَرِدَ اللَّهُ

فَتَنَتَّهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

أَوْ لَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَرِدَ اللَّهُ أَنْ يَطْهِرَ

قُلُوبُهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَرَقٌ

পরকালেও তাদের জন্যে ভয়াবহ আয়াব রয়েছে।

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَبْعَدُ

৪২. (ইহুদীদের চরিত্র হচ্ছে,) এরা (যেমন) মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, (তেমনি) এরা হারাম মাল খেতেও ওঙ্কাদ; এরা যদি কখনো (কোনো বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো কিংবা তাদের উপেক্ষা করো, যদি তুমি তাদের উপেক্ষা করো তাহলে (নিশ্চিত থাকো), এরা কখনো তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, তবে যদি তুমি তাদের বিচার ফয়সালা করো তাহলে অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন।

سَعَوْنَ لِكَذِبٍ أَكْلُونَ لِلسُّجْنِ  
فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ  
عَنْهُمْ وَإِنْ تُعِرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكُمْ  
شَيْئًا وَإِنْ حَكِمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(১৫)

৪৩. এসব লোক কিভাবে তোমাকে বিচারক মানবে, যখন তাদের নিজেদের কাছেই (আল্লাহর পাঠানো) তাওরাত মজুদ রয়েছে, তাতেও তো আল্লাহর বিধান আছে, (তুমি যাই করো না কেন) এরপরই তারা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এরা কেউই (আল্লাহর কিতাবে) বিশ্বাসী নয়।

وَكَيْفَ يَحِمُّونَكَ وَعِنْدَهُ التُّورَةُ  
فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُرَى يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

(১৬)

৪৪. অবশ্যই আমি (মূসার কাছে) তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে (আমার) হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা ছিলো, আমার নবীরা- যারা আমার বিধানের আনুগত্য করতো- তারা ইহুদী জাতিকে এ (হেদায়াত) মোতাবেকই বিচার ফয়সালা দিতো, (নবীদের পর তাদের) জ্ঞানসাধক এবং ধর্মীয় পভিত্ররাও (এ অনুযায়ী বিচার-আচার করতো), কেননা, (নবীর পর) আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণ করার দায়িত্ব এদেরই দেয়া হয়েছিলো, তারা (নিজেরাও) এর ওপর সাক্ষী ছিলো, সুতরাং তোমরা মানুষদের ভয় না করে একাত্তভাবে আমাকেই ভয় করো, আর আমার আয়তসমূহকে (তাদের মতো) সামান্য মূল্যে বিক্রি করো না; যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই (হচ্ছে) কাফের।

إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ  
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلَمُوا  
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّيْعُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا  
اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ  
شَهْدَاءَ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَأَخْشُونَ  
وَلَا تَشْتَرِرُوا بِأَيْتَى ثُمَّنَا قَلِيلًا وَمَنْ  
لَرِ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْكُفَّارُ

(১৭)

৪৫. সেখানে আমি তাদের জন্যে (এই ফৌজদারী) বিধান নাযিল করেছিলাম যে, প্রত্যেক জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, (শাস্তি প্রয়োগের সময় এই শারীরিক) যথমটাই কিন্তু আসল দণ্ড (বলে বিবেচনা করবে); অবশ্য (বাদী পক্ষের) কেউ যদি এই দণ্ড মাফ করে দিতে চায়, তাহলে তা তার (নিজের গুনাহ-খাতার) জন্যে কাফকারা (হিসেবে পরিগণিত) হবে;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ  
بِالنَّفْسِ «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنفَ  
بِالأنفِ وَالاذْنَ بِالاذْنِ وَالسِّنِ  
بِالسِّنِ » وَاجْرُ وَحْقِ قَصَاصٍ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةً لَهُ

আর যারা আল্লাহর নায়িল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-  
ফয়সালা করে না, তারাই হচ্ছে যালেম।

وَمِنْ لَرِيْحَكْرِبِمَا آنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَئِكَ  
هُمُ الظِّلِّمُونَ ⑥

৪৬. এ ক্রমধারায় অতপর আমি মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে  
পাঠিয়েছি, (সেখানে) আগে থেকে তাওরাতের যা  
কিছু (অবশিষ্ট) ছিলো, সে ছিলো তার সত্যায়নকারী,  
আর আমি তাকে ইন্জীল দান করেছি, তাতে ছিলো  
হেদায়াত ও নূর; তখন তাওরাতের যা কিছু তার কাছে  
(বর্তমান) ছিলো- সে তার সত্যায়নকারী ছিলো,  
(তদুপরি) তাতে মোতাকী লোকদের জন্যে পথনির্দেশ  
ও উপদেশ (মজুদ) ছিলো ।

وَقَفِينَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ  
مَصْنَعًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيْقَةِ  
وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  
وَمَصْنَعًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيْقَةِ  
وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِيْنَ ⑥

৪৭. ইন্জীলের অনুসারীদের উচিত ছিলো এর ভেতর  
আল্লাহ'র তায়ালা যা কিছু নায়িল করেছেন তার ভিত্তিতে  
বিচার ফয়সালা করা; (কেননা) যারা আল্লাহ'র নায়িল  
করা আইনের ভিত্তিতে বিচার করে না তারাই হচ্ছে  
ফাসেক।

وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ  
فِيهِ وَمِنْ لَرِيْحَكْرِبِمَا آنْزَلَ اللَّهُ  
فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ ⑥

৪৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার প্রতি সত্য  
(দ্বীন)-সহ এ কিতাব নায়িল করেছি, (আগের)  
কিতাবের যা কিছু তার সামনে মজুদ রয়েছে, এ  
কিতাব তার সত্যতা স্বীকার করে, (শুধু তাই নয়), এ  
কিতাব তার হেফায়তকারীও বটে! (সুতরাং) আল্লাহ'র  
তায়ালা যেসব বিধি-বিধান নায়িল করেছেন তার  
ভিত্তিতেই তুমি তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করো,  
আর (বিচারের সময়) তোমার নিজের কাছে যে  
সত্য (দ্বীন) এসেছে, তার থেকে সরে গিয়ে তাদের  
খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না; (কেননা) আমি  
তোমাদের প্রতিটি (সম্প্রদায়ের) জন্যে শরীয়ত ও  
কর্মপদ্ধা নির্ধারণ করে দিয়েছি; আল্লাহ'র তায়ালা  
চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উষ্মত বানিয়ে  
দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন  
তা দিয়ে তোমাদের যাচাই-বাচাই করে নিতে চান,  
অতএব ভালো কাজে তোমরা সবাই প্রতিযোগিতা  
করো; (কেননা) আল্লাহ'র তায়ালার কাছেই তোমাদের  
সকলের প্রত্যাবর্তন করার স্থান, (এখানে) তোমরা  
যেসব বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে, (ওখানে) তিনি তা  
তোমাদের বলে দেবেন।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مَصْنَعًا  
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمِهِمَّا  
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  
لَكُلٌّ جَعَلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ  
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُنْ  
لِيَبْلُوْকُمْ فِي مَا أَتَيْكُمْ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرِ بِإِلَى اللَّهِ مَرِجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فِينِيْكُمْ بِمَا كَنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ⑥

৪৯. (অতএব, হে মোহাম্মদ,) তোমার ওপর আল্লাহ'র  
তায়ালা (আইন-কানুনের) যা কিছু নায়িল করেছেন  
তুমি তা দিয়ে এদের মাঝে বিচার ফয়সালা করো  
এবং কখনো তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না,  
তাদের থেকে সতর্ক থেকো, যা কিছু আল্লাহ'র তায়ালা  
তোমার ওপর নায়িল করেছেন তার কোনো বিষয়ে তারা  
যেন কখনো তোমাকে ফেতনায় না ফেলতে পারে;

وَأَنْ حَكِّمْ بِمِنْهُمْ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدَةً رَهْمَانِ يَفْتِنُوكَ  
عَنْ بَعْضِ مَا آنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

অতপর (তোমার ফয়সালা থেকে) যদি এরা মুখ  
ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহই তায়ালা  
তাদের নিজেদেরই কোনো গুনাহের জন্যে তাদের  
কোনো মিসিবতে ফেলবেন; অবশ্যই মানুষের মাঝে  
অধিকাংশ তচ্ছ অবাধা।

فَإِنْ تَوَلُّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسْقُونَ<sup>٤٢</sup>

৫০. তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার  
ব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে)  
একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ  
তায়ালার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?

أَفَحَكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ<sup>٦</sup> وَمَنْ أَحْسَنَ  
عَمَلًا لَّهُ حَكَمًا لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ<sup>٧</sup>

৫১. হে ইমানদার লোকেরা, তোমরা (কখনো) ইহুদি-  
খ্ষঁস্টানদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে থ্রণ করো না।  
(কেননা) এরা নিজেরা (সব সময়ই) একে অপরের  
বন্ধু; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদের কাউকে বন্ধু  
বানিয়ে নেয় তাহলে সে অবশ্যই তাদের দলভূক্ত হয়ে  
যাবে; আর আগ্নাহ তায়ালা কখনো যালেম সম্প্রদায়কে  
হেদয়াত দান করেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَلُّ وَالْيَهُودُ  
وَالنَّصَارَى أَولَيَاءُ مَعْهُمْ أَوْ لَيَاءُ  
بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُنَكِرْ فَإِنَّهُمْ هُنَّ  
أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمِ (٤٥)

৫২. অতপর যাদের আন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি  
যরয়েছে তাদের তুমি দেখবে, তারা (বিশেষ) তৎপরতার  
সাথে এই বলে তাদের সাথে মিলিত হচ্ছে, 'আমাদের  
আশংকা, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের ওপর  
আপত্তি হবে'। (পরে) হয়তো আল্লাহ তায়ালা  
(তোমাদের কাছে) বিজয় নিয়ে আসবেন; কিংবা  
তাঁর কাছ থেকে অন্য কিছু (অনুগ্রহ তিনি দান  
করবেন), তখন (এ) লোকেরা নিজেদের মনের ভেতর  
যে কপটাতা লুকিয়ে রেখেছিলো, তার জন্যে ভীষণ  
অন্তগুলি হবে।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشِيْ أَنْ  
تُصْبِيْنَا دَائِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ  
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِبُّوْا عَلَى مَا  
أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَلِ مِيْنَ (٢)

৫৩. (তখন) ঈমানদার লোকেরা বলবে, এরাই কি  
সেসব মানুষ, যারা আল্লাহর তায়ালার নামে বড়ো বড়ো  
শপথ করতো যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে  
আছে; আজ (তাদের সমগ্র কার্যকলাপ) বিনষ্ট হয়ে  
গেলো এবং তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

وَيَقُولُ اللَّهُ يَنِ أَمْنَوْا أَهْلَأَهُ لَاءَ الَّذِينَ  
أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَنَّمَ أَيْمَانَهُمْ لَا نَهْمَرُ  
لِمَعْكُرٍ حَبَطَتْ أَعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوا  
خَسِيرِينَ ﴿٤٥﴾

৫৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (জেনে রেখো) তোমাদের মধ্যে কোনো লোক যদি নিজের দীন (ইসলাম) থেকে ঘোরতাদ হয়ে যায় তাহলে (তার জায়গায়) আল্লাহ তায়ালা অচিরেই (খানে) এমন এক সপ্তদিয়কে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসবেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, (তারা হবে) মোমেনদের প্রতি কোঁমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে,

يَا يَهُودَةِ الْمُنْكَرِ عَنْ مِنْكِرِهِ  
وَيَحْبُّونَهُ أَذْلَلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَلَةً عَلَى  
الْكُفَّارِ يَجْاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না; (মূলত) এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকেই তিনি তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়।

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لِأَئِمَّةٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ<sup>(১)</sup>

৫৫. অবশ্যই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং সেসব স্ট্রাইন্ডার লোকেরা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সামনে যারা) অবনমিত থাকে।

إِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَكِعُونَ<sup>(২)</sup>

৫৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও স্ট্রাইন্ডারদের নিজের বন্ধুরপে গ্রহণ করবে (তারা যেন জেনে রাখে), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার দল বিজয়ী হবে।

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ<sup>(৩)</sup>

৫৭. হে স্ট্রাইন্ডার লোকেরা, তোমাদের আগে যাদের (আল্লাহ তায়ালার) কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধীনকে বিদ্রূপ ও খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করে রেখেছে, তাদের এবং কাফেরদের কথনো তোমরা নিজেদের বন্ধু বানিয়ো না, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মোমেন হয়ে থাকো তাহলে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই (বন্ধু বানাও এবং তাকেই) ভয় করো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُنَا إِنَّا نَحْنُ أَنَا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هَرَبًا وَلَعِبَّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلَيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>(৪)</sup>

৫৮. যখন তোমরা (মানুষদের) নামাযের জন্যে ডাকো, তখন এ (ডাক)কে এরা হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তু বানিয়ে দেয়; এটা এ জন্যে যে, এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (সত্য মিথ্যার) কিছুই বোঝে না।

وَإِذَا نَادَيْتَمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُنَا هَرَبًا وَلَعِبَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ<sup>(৫)</sup>

৫৯. (হে রসূল,) তুমি বলো, হে আহলে কিতাবারা, তোমরা কি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই প্রতিশোধ নিষ্ঠো, যে, আমরা আল্লাহর ওপর স্ট্রাইন্ড এনেছি এবং স্ট্রাইন্ড এনেছি আমাদের ওপর আগে ও বর্তমানে যা কিছু নায়িল করা হয়েছে তার ওপরও, (আসলে) তোমাদের অধিকাংশ (মানুষই) হচ্ছে গুনহাগার।

قُلْ يَاهُلُ الْكِتَبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنْ إِلَّا أَنَّمَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ «وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فِسْقُونَ»<sup>(৬)</sup>

৬০. (হে রসূল,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের বলে দেবো— আল্লাহর কাছে এর চাইতে নিকৃষ্ট (শাস্তি) কে পাবে? (ইঁ) সে লোক (হচ্ছে), যার ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন, যার ওপর তাঁর ক্রোধ রয়েছে এবং যাদের কিছু লোককে তিনি বানার (কিছু লোককে) শুরোরে পরিণত করেন দিয়েছেন, যার মিথ্যা মারুদের আনুগত্য করেছে; এরাই হচ্ছে সেসব লোক, (পরকালে) যাদের অবস্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং (দুনিয়াতেও) এরা সরল পথ থেকে (বহুদূরে) বিচ্ছুত হয়ে পড়বে।

قُلْ هَلْ أَنْبَئَكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عَنَّ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرَدةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَّدَ الطَّاغُوتَ وَأُولَئِكَ شَرَّ مَكَانًا وَأَضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ<sup>(৭)</sup>

৬১. তারা যখন তোমাদের সামনে আসে তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি, (আসলে তোমার এ জায়গায়) তারা কুফরী নিয়েই প্রবেশ করছিলো এবং তা নিয়েই (তোমার কাছ থেকে) তারা বেরিয়ে গেছে; (তারা তাদের মনের ভেতর) যা কিছু লুকিয়ে রাখছিলো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَاتِلُوا أَمْنًا وَقَدْ دَخَلُوا  
بِالْكُفَّرِ وَهُمْ قَلِيلٌ خَرْجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ  
بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ⑥

৬২. তাদের অনেককেই তুমি দেখতে পাবে, গুনাহ, বিদ্রোহ ও হারাম মাল ভোগ করার কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে; এরা যা আল্লাহর উদ্দোগ ও আকলিম স্থূলতা করে (আসলেই) তা বড়ে নিকৃষ্ট কাজ!

وَتَرِى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي  
الْأَثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَأَكْلِمُ الْسُّكْتَ  
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑦

৬৩. (কতো ভালো হতো, এদের) ধর্মীয় নেতা ও পভিত্ত ব্যক্তিরা যদি এদেরকে এসব পাপের কথা ও হারাম মাল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতো! (কারণ) এরা যা কিছু (সংগ্রহ) করছে তা বড়েই জঘন্য!

لَوْلَا يَنْهِمُ الرَّبِّينِ وَالْأَحْبَارُ  
عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَثْمِ وَأَكْلِمُ الْسُّكْتَ  
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ⑧

৬৪. ইহুদীরা বলে, আল্লাহর (দানের) হাত বাঁধা পড়ে গেছে; (আসলে আল্লাহ তায়ালার নয়) – তাদের নিজেদের হাতই বাঁধা পড়ে গেছে, আর তারা যা কিছু বলেছে সে কারণে তাদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর তো উভয় হাতই মুক্ত, যেভাবে তিনি চান সেভাবেই তিনি দান করেন; (আসলে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নায়িল করা হয়েছে, তা অবশ্যই তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরীকে বাড়িয়ে দিয়েছে; (ফলে) আমি তাদের মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত শক্তি ও পরম্পর বিদ্রে সঞ্চার করে দিয়েছি; যখনি তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছে, আল্লাহ তায়ালা (তখনি) তা নিভয়ে দিয়েছেন, তারা (বার বার) এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে; আল্লাহ তায়ালা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পচন্দ করেন না।

وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدِ اللهِ مَغْلُولَةٌ غَلِّتْ  
آيَدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَاتَلُوا مَبْلَ  
يَدِهِ مَبْسُوطَتِي «يَنْفَقُ كَيْفَ يَشَاءُ  
وَلَيَزِينَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ  
مِنْ رِبَّكَ طُفِيَانًا وَكُفَّارًا وَالْقَيْنَاءِ  
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَيْبُوْ  
الْقِيَمَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ  
أَطْفَاهَا اللهُ وَيَسِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا  
وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ⑨

৬৫. যদি আহলে কিতাবরা ইমান আনতো এবং (আল্লাহকে) ভয় করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহখাতা মুছে দিতাম, অবশ্যই আমি তাদের নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَمْنُوا وَاتَّقُوا  
لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخْلَنَهُمْ  
جِنْتِ النَّعِيْمِ ⑩

৬৬. যদি তারা (আল্লাহর যমীনে) তাওরাত ও ইনজীল এবং যা তাদের ওপর তাদের মালিকের কাছ থেকে নায়িল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করতো,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرِيْةَ وَالْإِنْجِيلَ  
وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رِبِّهِمْ

তাহলে তারা তাদের মাথার ওপরের (আসমান) থেকে ও তাদের পায়ের নীচের (যমীন) থেকে পাওয়া রেয়েক ভোগ করতে পারতো; তাদের মধ্যে একদল (ন্যায় ও) মধ্যপন্থী লোক রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যাদের কর্মকাণ্ড খুবই নিকৃষ্ট!

لَا كُلُّوْمِنْ فَوْقَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ  
مِنْهُمْ أَمَةٌ مَقْتَصِّلَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا  
يَعْمَلُونَ ⑥

৬৭. হে রসূল, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নায়িল করা হয়েছে তা তুমি (অন্যের কাছে) পৌছে দাও, যদি তুমি (তা) না করো তাহলে তুমি তো (মানুষদের কাছে) তাঁর বার্তা পৌছে দিলে না! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো কাফের জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না।

يَا إِيَّاهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ  
رِبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَ رَسُولَهُ  
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يَهِيءِ لِلنَّاسِ الْكُفَّارِينَ ⑦

৬৮. তুমি (তাদের) বলো, হে আহলে কিতাবারা, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের প্রতি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা নায়িল করা হয়েছে তা (এ যমীনে) প্রতিষ্ঠিত না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (মনে করতে হবে,) তোমারা কোনো কিছুর ওপরই প্রতিষ্ঠিত নেই; তোমার মালিকের কাছ থেকে যা কিছু তোমার প্রতি নায়িল করা হয়েছে (পৌঢ়ায়ীর কারণে) তা অবশ্যই তাদের অনেকেরই সীমালংঘন ও কুফরীকে বাড়িয়ে দেবে, সুতরাং তুমি এই কাফেরের সম্প্রদায়ের জন্যে মোটেই আফসোস করো না।

قُلْ يَا هَلَّ الْكِتَبِ لَسْتَ مِنْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ  
تُقِيمُوا التَّوْرِيَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْكُمْ مِنْ رِبِّكُمْ وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ طُفْلَيَاً وَكُفَّارًا  
فَلَاتَّسْ عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ⑧

৬৯. নিচয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ছিলো ইহুদী, সাবেয়ী, খুস্তান- (এদের) যে কেউই এক আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনবে এবং (ঈমানের দাবী অন্যায়ী) নেক কাজ করবে, (পরকালে) তাদের কোনো ভয় নেই, তারা কোনো দুশ্চিন্তা করবে না।

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا  
وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصْرَى مِنْ أَمْنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعِمَلَ مَالِحًا فَلَا خُوفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑨

৭০. আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে (আনুগত্যের) অংশীকার আদায় করে নিয়েছিলাম এবং আমি তাদের কাছে রসূলদের প্রেরণ করেছিলাম; কিন্তু যখনি কোনো রসূল তাদের কাছে এমন কিছু (বিধান) নিয়ে হায়ির হয়েছে, যা তাদের মন পছন্দ করেনি, তখনি তারা (রসূলদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আরেক দলকে তারা হত্যা করেছে।

لَقَدْ أَخْلَلْنَا مِيقَاتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُلًا كُلُّمَا جَاءَهُمْ  
رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوِي أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا  
كَلِّ بُوَا وَفَرِيقًا يُقْتَلُونَ ⑩

৭১. তারা ধরে নিয়েছিলো, (এতে কিছু করা সত্ত্বেও) তাদের জন্যে কোনো বিপর্যয় থাকবে না, তাই তারা (সত্য ইহগ করার ব্যাপারে) অঙ্গ ও বধির হয়ে থাকলো, তারপরও আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন,

وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمِلُوا  
وَصَمَدُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

অতপর তাদের অনেকেই আবার অন্ধ ও বৰ্ধিৰ হয়ে ۚ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸  
গেলো; তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তায়ালা তা  
পর্যবেক্ষণ করছেন ।

بِمَا يَعْمَلُونَ ④

৭২. নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে যারা (একথা) বলেছে, আল্লাহই হচ্ছেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ; অথচ মাসীহ (নিজেই একথা) বলেছে যে, হে বনী ইসরাইল, তোমরা এক আল্লাহর এবাদাত করো, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব; অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জাল্লাত হারাম করে দেবেন, আর তার (স্থায়ী) ঠিকানা হবে জাহানাম; এই যালেমদের (সেদিন) কোনো সাহায্য করাই থাকবে না ।

لَقَنْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٍ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَأْتِنِي إِسْرَائِيلُ أَعْبُدُهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلَّمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ⑩

৭৩. তারাও কুফরী করেছে যারা বলেছে, তিন জনের মধ্যে তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তারা যেসব (অলীক) কথাবার্তা বলে তা থেকে যদি এখনো ফিরে না আসে, তবে তাদের মাঝে যারা (একথা বলে) কুফরী করেছে, তাদের অবশ্যই কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবে পেয়ে যাবে ।

لَقَنْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ شَيْءٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّ لَهُ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ ⑪

৭৪. তারা কি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না? এবং (কখনো কি) তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না?  
আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল, দয়াময় ।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑫

৭৫. মারইয়াম পুত্র মাসীহ তো রসূল ছাড়া কিছুই ছিলো না, তার আগেও (তার মতো) অনেক রসূল গত হয়েছে; তার মা ছিলো এক সত্যনিষ্ঠ মহিলা; তারা (মা ও ছেলে) উভয়ই (আর দু'দশটি মানুষের মতো করেই) খাবার খেতো; তুমি লক্ষ্য করে দেখো, আমি কিভাবে তাদের জন্যে (আমার) আয়াতগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করছি, অতপর তুমি দেখো, কিভাবে (আজ) তাদের দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে ।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٍ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ وَإِمَّا هُوَ صِلِّيْقَةٌ ۖ كَانَآ يَأْكُلُنَّ الطَّعَامَ ۖ أَنْظَرَ كَيْفَ نَبِيْنَ ۖ لَهُمْ أَلَايِتِ ۖ تُمَّا نَظَرَ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ⑬

৭৬. তুমি বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর এবাদাত করছো— যা তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না; (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ তায়ালা (সব কিছুই) শোনেন এবং জানেন ।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑭

৭৭. তুমি বলো, হে আহলে কিতাবো, তোমরা কখনো নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাঢ়ি করো না,

قُلْ يَاهُلُ الْكِتَبِ لَا تَقْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ۖ ۱۷

তোমরা সেসব জাতির খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো  
না, যারা আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক  
লোককেই গোমরাহ করে দিয়েছে, আর তারা নিজে  
রাও সহজ সরল পথ থেকে বিচ্ছুত হয়ে গেছে।

وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْا مِنْ  
قَبْلٍ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلَّوْا عَنْ سَوَاءٍ

السَّبِيلِ ۝

৭৮. বনী ইসরাইলদের মাঝে আরো যারা (মাসীহের ব্যাপারে আল্লাহর এ ঘোষণা) অঙ্গীকার করেছে,  
তাদের ওপর দাউদ ও মারাইয়াম পুত্র ঈসার  
মুখে অভিশাপ দেয়া হয়েছে; কেননা, তারা  
(আল্লাহর বিরাঙ্কনে) বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন  
করেছে।

لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرِيَمَ  
ذِلِّكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে তারা  
একে অপরকে বারণ করতো না, তারা যা করতো  
নিসন্দেহে তা ছিলো নিকৃষ্ট।

كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ  
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

৮০. তুমি তাদের মাঝে এমন বহু লোককে দেখতে  
পাবে, যারা (ঈমানদারদের বদলে) কাফেরদের সাথে  
বন্ধুত্ব করতেই বেশী আঘাতী, তারা নিজেরা নিজে  
দের জন্যে যা কিছু অর্জন করে সামনে পাঠিয়েছে  
তাও অতি নিকৃষ্ট, এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের  
ওপর ক্রোধাপ্তি হয়েছেন, এ লোকেরা অনন্তকাল  
ধরে আয়াবেই নিমজ্জিত থাকবে।

تَرِى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَلَّ مَتَ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ  
أَنْ سَخْطَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ  
خَلِلُونَ ۝

৮১. তারা যদি আল্লাহ তায়ালা, (তাঁর) নবী ও তাঁর  
প্রতি যা কিছু নায়িল করা হয়েছে তার প্রতি যথাযথ  
ঈমান আনতো, তাহলে এরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে  
গ্রহণ করতো না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই হচ্ছে  
গুনাহগর।

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا  
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَخَذُ وَهُمْ أُولَيَاءُ وَلَكِنْ  
كَثِيرًا مِنْهُمْ فِسْقُونَ ۝

৮২. মানুষদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে— তাদের  
সাথে শক্রতার ব্যাপারে অবশ্যই তোমরা ইহুদী  
ও মোশেরেকদেরই বেশী কঠোর (দেখতে) পাবে,  
(অপরদিকে) মোমেনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে  
তোমরা সেসব লোককে (কিছুটা) নিকটতর পাবে,  
যারা বলেছে অবশ্যই আমরা খৃষ্টান; এটা এই  
কারণে, (তখনো) তাদের মধ্যে ধর্মীয় পদ্ধতি ব্যক্তি  
ও সংসারবিরাগী ফকীর-দরবেশরা মজুদ ছিলো,  
আর এ (ধরনের) লোকেরা (বেশী) অহংকারও করে  
না।

لَتَجِلَّ نَّأْشَنَ النَّاسِ عَلَىٰ وَلَلَّذِينَ  
أَمْنُوا أَلْيَهُمْ وَالَّذِينَ  
وَلَتَجِلَّ نَّأْقَرَبُهُمْ مَوْدَةً لِلَّذِينَ  
الَّذِينَ  
بِإِنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرَهْبَانًا وَأَنْهُمْ  
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝



৮৩. রসূলের ওপর যা কিছু নাখিল করা হয়েছে তা যথন এরা শোনে, তখন সত্যের ঘেটুক এরা জেনেছে— সে কারণে তুমি এদের অনেকের চোখকেই অশ্রুসজল দেখতে পাবে, (নিরবেদিত হয়ে) তারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের (নাম) সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَي الرَّسُولِ  
تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفَيَّضُ مِنَ الدُّمَّعِ مِّا  
عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا  
فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ <sup>(১)</sup>

৮৪. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আমাদের কাছে যা কিছু সত্য এসেছে তার ওপর আমরা ঈমান আনবো না কেন? আমরা তো (রৱং) প্রত্যাশা করবো যে, আমাদের রব আমাদের সংকর্মশীলদের সাথে (জান্নাতে) দাখিল করবেন,

৮৫. অতপর তারা যা বললো সেজন্যে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের এমন এক জান্নাত দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে বার্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী; আর এটা হচ্ছে নেককার লোকদের পুরুষাঙ্গ।

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٌ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلٌ يَنْ فِيهَا وَذَلِكَ  
جَنَّةُ الْمُحْسِنِينَ <sup>(২)</sup>

৮৬. অপরদিকে যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলোকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারাই হবে জাহানামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّ بُوَا بِاِبْتِنَا اُولِئِكَ  
آمَحْبُ الْجَحِيمِ <sup>(৩)</sup>

৮৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলোকে (নিজেদের জন্যে) হারাম করে নিয়ে না, আর তোমরা সীমা লংঘন করো না; নিসদেহে আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَ  
مَا أَحَدَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِلِينَ <sup>(৪)</sup>

৮৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রেঁয়েক দান করেছেন তোমরা তা খাও এবং সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

وَكُلُّوا مَا رَزَقَ اللَّهُ حَلَّا طَيْبًا وَاتَّقُوا  
اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ <sup>(৫)</sup>

৮৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্যে তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যে শপথ তোমরা শক্তভাবে করো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন, (এ ধরনের শপথ ভঙ্গ করলে) তার কাফকারা হচ্ছে দশ জন গরীব মেসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা (সচরাচর) নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাকো, কিংবা তাদের পোশাক পরানো, অথবা একজন ঝীতদাস মৃক্ত করে দেয়া; যে ব্যক্তি (এর কোনোটাই) পাবে না, তার জন্যে (কাফকারা হচ্ছে) তিন দিন রোয়া (রাখা); যখন তোমরা তোমাদের শপথ ভঙ্গ করে তখন এই হচ্ছে তোমাদের কাফকারা; (অতএব) তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণন করেন— যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো।

لَا يُؤَاخِذُ كُلُّ أَنْفَالِ اللَّهِ بِاللَّغْوِ فِي أَيَّامِ كُمْرَ وَلِكَ  
يُؤَاخِذُ كُمْرٌ بِمَا عَقَلَ تَرَى الْإِيمَانَ فَكَفَارَةً  
إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ  
أَهْلِيْكُمْ أَوْ كَسُوتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمِنْ  
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةٌ  
أَيَّامِ كُمْرٍ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيَّامِ كُمْرٍ كَلِّ لَكُ  
بِيَنِ اللَّهِ لَكُمْ أَبْتِه لَعَلَّكُمْ تَشَرَّوْنَ <sup>(৬)</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرَ وَالْمَيْسِرُ  
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلَّاْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ  
الْعَدَاوَةُ وَالبغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصِنُّ كُرْبَعَنْ ذِكْرَ اللَّهِ وَعَنِ الْصَّلَاةِ  
فَهُمْ أَنْتَمْ مُنْتَهُونَ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَاحْدَرُوا فَإِنْ تَوْلِيتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا  
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمِبْيَنُ

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلَحتَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا  
مَا أَتَقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحتَ ثُمَّ  
أَتَقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ أَتَقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ  
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُو نَكْرُ اللَّهِ بَشِّي  
مِنَ الصَّيْدِ تَنَاهَى أَيْدِيْكُمْ وَرَمَاهُ كُرْبَر  
لَيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ  
اعْتَدَى بَعْنَ ذِلْكَ فَلَدَعَلَّ أَبَ الْيَمِيرِ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُو الصَّيْدَ  
وَأَنْتُمْ حَرَمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مُنْكَرٌ مُتَعَمِّلٌ  
فَجَزَاءُ مِثْلٍ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمَرِ يَحْكُمُ  
بِهِ ذَوَّا عَدْلٍ مِنْكُمْ هُلْ يَا بَلْغُ الْكَعْبَةِ

কিংবা (তার জন্যে) কাফকরা হবে (কয়েকজন) গরীব-মেসকীনকে খাওয়ানো অথবা সমপরিমাণ রোয়া রাখা, যাতে করে সে আপন কৃতকর্মের স্বাদ ধ্রহণ করতে সক্ষম হয়। (এ নিমেধাজ্ঞা জারির আগে) যা কিছু গত হয়ে গেছে আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দিয়েছেন; কিন্তু (এর পর) যদি কেউ (এর) পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন; আর আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশীল ও প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল শক্তিমান।

১৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তার খাবার তোমাদের জন্যে ও (সমুদ্রের) পর্যটকদের জন্যে (উৎকৃষ্ট) সম্পদ, (মনে রাখবে), যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (শুধু) স্থলভাগের শিকার তোমাদের জন্যে হারাম থাকবে; তোমরা ভয় করো আল্লাহ তায়ালাকে, যাঁর সমীপে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।

১৭. আল্লাহ তায়ালা কাবা ঘরকে সম্মানিত করেছেন, মানব জাতির জন্যে (তার) ভিত্তি হিসেবে (তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন), একইভাবে তিনি সম্মানিত করেছেন (হজ্জের) পবিত্র মাসকে, কোরবানীর জন্মকে এবং (এ উদ্দেশে) পঞ্চ বাঁধা জন্মগুলোকে, এটা এ জন্যে, যাতে করে তোমরা (এ কথা) জেনে নিতে পারো যে, আকাশমালা ও পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১৮. তোমরা জেনে রাখো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে (খুবই) কঠোর, নিসন্দেহে (পুরুষের বেলায়ও) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯. রসূলের দায়িত্ব (হেদয়াতের বাণী) পৌছে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো এবং যা কিছু গোপন রাখো।

১০০. (হে রসূল,) তুমি বলো, পাক এবং নাপাক জিনিস কখনো সমান হতে পারে না, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতোই তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন! অতপর হে জ্ঞানবান মানুষরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, (আল্লাহর নবীর কাছে) এমন সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করো না, যার জবাব তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট হবে, (অবশ্য) কোরআন নাযিল হবার মুহূর্তে যদি তোমরা প্রশ্ন করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে; (এ বিধান জারির আগে যা কিছু হয়ে গেছে) তা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

أو كفارة طعام مسكيٰن أو علّ لذلك  
صياماً ليدوق وبال أمره عفوا الله عن  
سلفه ومن عاد فينتقم الله منه والله  
عزيز ذو انتقاماً ④

أحل لك مصين البحر وطعامه متاعاً  
لكرم ولسيارة وحرام عليكم صيل  
البر ما دمت حرمها واتقوا الله الذي  
إليه تحشرون ⑤

جعل الله الكعبة البيت الحرام قيماً  
لسناس والشهر الحرام والهدى  
والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم  
ما في السموات وما في الأرض وأن  
الله بكل شيء على يمينه ⑥

علموا أن الله شد يد العقاب وأن  
الله غفور رحيم ⑦

ما في الرسول إلا البلغ و الله يعلم  
ما قبل و ما تكتمون ⑧

قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو  
أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله  
يأول الآباء لعلكم تفلاحون ⑩

يأيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء  
إن تبد لك تسويفه وإن تسئلوا  
عنها حين ينزل القرآن تبد لك عفوا  
الله عنها والله غفور حليم ⑪

১০২. তোমাদের আগেও কিছু সম্পদায় (তাদের নবীকে এ ধরনের) প্রশং করেছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই তারা তা অমান্য করতে শুরু করলো ।

قُلْ سَالَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا<sup>۱</sup>  
بِهَا كُفَّارٍ ۝

১০৩. দেবতার উদ্দেশে প্রেরিত (কান ছেঁড়া) ‘বহীরা’, (দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত) ‘সায়েবা’, (দেবতার উদ্দেশে ছেঁড়ে দেয়া নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারী) ‘ওয়াসীলা’ ও (দেবতার উদ্দেশে ছেঁড়ে দেয়া দশ বাচ্চা প্রসবকারী উষ্ণী) ‘হাম’- এর কোনোটাই কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বানিয়ে দেননি, বরং কাফেররাই (কুসংস্কার দিয়ে) আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, আর এদের অধিকাংশই কিছু উপলব্ধি করে না ।

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحْرَيْةً وَلَا سَائِبَةً  
وَلَا وَصِيلَةً وَلَا حَامًا ۖ وَلَكِنَّ الَّذِينَ  
كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ  
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

১০৪. যখন এদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাখিল করেছেন তোমরা সেদিকে এসো, (এসো তাঁর) রসূলের দিকে, (তখন) তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার ওপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট; যদিও তাদের বাপ-দাদারা (সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে) কিছুই জানতো না এবং তারা হেদয়াতের পথেও চলতো না ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسِبَنَا مَا وَجَلَنَا  
عَلَيْهِ أَبَاءُنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ওপর, কোনো ব্যক্তি যদি গোমরাহ হয় তাহলে সে ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা সঠিক পথের ওপর চলতে থাকবে; তোমাদের সবার ফিরে যাওয়ার জায়গা আল্লাহর কাছে, অতপর তোমাদের (সেদিন) তিনি তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ায়) তোমরা কী করছিলে !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ  
لَا يَضْرِكُمْ مَنْ فَلَّ إِذَا اهْتَدَى إِلَى  
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ۝

১০৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের কারো যখন মৃত্যু (সময়) এসে উপনীত হয়, ওসিয়াত করার মুহূর্তে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মানুষের সাক্ষী থাকা (প্রয়োজন), আর যদি তোমরা প্রবাসে থাকো এবং এ সময় যদি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তখন বাইরের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন ব্যক্তি সাক্ষী থাকবে; (পরে যদি) তোমরা কোনো সন্দেহ প্রকাশ করো, তাহলে (সাক্ষী) দু'জনকে নামায়ের পর আটকে রাখবে, অতপর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা কোনো স্বার্থের খাতিরে এ সাক্ষ্য বিক্রি করবো না, (এমনকি) ঘনিষ্ঠ আঘাত হলেও (নয়), আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবো না, আমরা যদি তেমন কিছু করি তাহলে আমরা গুনাহগারদের দলে শামিল হয়ে যাবো ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ  
أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةُ أُثْنَيْنِ ذَوَا  
عَلَلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ كِبِيرٍ إِنْ أَنْتُمْ  
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مَصِيبَةٌ  
الْمَوْتُ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
فِي قِسْمَيْنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبَتْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ  
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى «وَلَا نَكْتَمْ شَهَادَةَ  
اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْلَتِي الْأَشْيَاءِ ۝

১০৭. অতপর যদি (এটা) প্রকাশিত হয় যে, এ (বাইরের) দু'জন সাক্ষী (সাক্ষ্য গোপন করে) অপরাধে লিঙ্গ ছিলো,

فَإِنْ عِثْرَةٌ عَلَى أَنْهَمَا أَسْتَحْقَقُ إِثْمًا

তাহলে আগে (যাদের) স্বার্থহানি ঘটেছিলো তাদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী তাদের স্তলভিত্তি হবে, তারা (এসে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্যভিত্তি (হবে), আমরা (সাক্ষ্যের ব্যাপারে) সীমালংঘন করিনি (আমরা যদি তেমনটি করি), তাহলে আমরা যালেমদের দলভুক্ত হয়ে পড়বো।

১০৮. এ (পদ্ধতি)-তে বেশী আশা করা যায়, তারা ঠিক ঠিক সাক্ষ্য নিয়ে আসবে অথবা তারা অন্ততপক্ষে এ ভয় করবে, (তাদের) কসম আবার অন্য কারো কসম দ্বারা বাতিল করে দেয়া হবে; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (রসূলের কথা) শোনো; আল্লাহ তায়ালা কথনো পাপী লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১০৯. যেদিন আল্লাহ তায়ালা সকল রসূলকে একত্রিত করবেন, অতপর তিনি বলবেন, হে রসূলরা, তোমাদের (দাওয়াতের প্রতি মানুষদের পক্ষ থেকে) শিভাবে সাড়া দেয়া হয়েছিলো; তারা বলবে, আমরা তো (তার) কিছুই জানি না; যাবতীয় গায়বের বিষয়ে তুমই ভালো জানো।

১১০. (শ্বরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মাহিরয়াম-পুত্র ইস্মাইল, আমার সেই নেয়ামতের কথা শ্বরণ করো যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দান করেছিলাম, (বিশেষ করে) যখন আমি পবিত্র আত্মা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি মানুষের সাথে (যেমনি) দোলনায় থাকতে কথা বলতে, (তেমনি বলবে) পরিণত বয়সেও, আমি যখন তোমাকে কিতাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাওরাত ও ইনজীল দান করেছিলাম, যখন তুমি আমারই ছুকুমে কাঁচা মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাতে, অতপর তাতে ফুঁ দিতে, আর আমার আদেশক্রমেই তা পাখী হয়ে যেতো, আমারই ছুকুমে তুমি জন্মাক্ষ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিতে, আমারই আদেশে তুমি মৃতদের বের করে আনতে, আমি তোমার (কোনো অনিষ্ট সাধন) থেকে বনী ইসরাইলদের নিবৃত্ত করে রেখেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে (নবুওতের) এসব নির্দেশন নিয়ে পৌছেলে, তখন তাদের মধ্যে যারা (তোমাকে) অস্থীকার করেছিলো তারা বললো, এ নির্দেশনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১১. (আরো শ্বরণ করো,) যখন আমি হাওয়ারী (সাথী)-দের (অন্তরে) এ প্রেরণা দিয়েছিলাম, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বললো (হে রব,) আমরা (তোমার ওপর) ঈমান আনলাম, তুমি একথার ওপর সাক্ষী থেকো যে, আমরা তোমার অনুগত।

فَآخِرُنِ يَقُولُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الْذِينَ  
أَسْتَحْقَقُ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ فَيَقُولُونَ بِاللَّهِ  
لَشَاهَادَتْنَا أَحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا  
أَعْتَدْنَا لَنَا إِنَّا إِذَا لَمْ يَلِمِ الظَّالِمِينَ<sup>১৩১</sup>

ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى  
وَجْهِهِمَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ  
أَيْمَانِهِمْ وَأَتَقْوَاهُمُ اللَّهُ وَأَسْمَعُوهُمْ  
لَا يَهِيءُونَ لِلْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ<sup>১৩২</sup>

يَوْمَ يَجْمِعُ اللَّهُ الرَّسُولَ فَيَقُولُ مَا ذَادَ  
أَجْبَتْمُهُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ  
عَلَّامُ الْغَيْوبِ<sup>১৩৩</sup>

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ  
نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَكُلِّ وَالِّيَّ تِكَّوْنُ  
بِرْوَحِ الْقَدْسِ شَتَّكَلْمَ النَّاسَ فِي الْمَهْلِ  
وَكَهْلَأَ وَإِذْ عَلِمْتَكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَ  
الْتَّوْرِةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ  
الْطَّيْنِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا  
فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرُئُ الْأَكْمَهَ وَ  
الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى  
بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ  
إِذْ جَعَّتْهُمْ بِالْبَيْنِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنْهُمْ أَنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مِّنْ<sup>১৩৪</sup>

وَإِذَا أُوحِيَتِ إِلَى الْحَوَارِبِ أَنَّ أَمْنَوْ  
بِسِّي وَبِرْسُولِي قَالُوا أَمَنَّا وَأَشْمَلَ  
بِانَانَا مُسْلِمُونَ<sup>১৩৫</sup>

১১২. (অতপর) যখন এই হাওয়ারীরা বললো, হে মারইয়াম-পুত্র ঈসা! তোমার রব কি আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল আমাদের জন্যে পাঠাতে পারেন? ঈসা বললো, (সত্যিই) যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো তাহলে (অহেতুক দাবী পেশ করার ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো।

إذ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا  
مَائِلَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَقُولُ اللَّهُ إِنَّ  
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

১১৩. তারা বললো, আমরা (শুধু এটুকুই) চাই, আমরা সেই টেবিল থেকে (কিছু) খাবার খাবো, এতে আমাদের মন পরিষ্কৃত হয়ে যাবে, (এতে করে) আমরা এও জানতে পারবো যে, তুমি আমাদের কাছে সঠিক কথা বলেছো, আমরা নিজেরাও এর ওপর সাক্ষী হবো।

قَالُوا نَرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ  
قُلْوَبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَلْصَدَ قَتَنَا وَنَكُونَ  
عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِيدِينَ ﴿١٦﴾

১১৪. মারইয়াম-পুত্র ঈসা (আল্লাহর দরবারে) বললো, হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাবার সজ্জিত একটি টেবিল পাঠাও, এ হবে আমাদের জন্যে, আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের পরবর্তীদের জন্যে তোমার কাছ থেকে (পাঠনো) একটি আনন্দোৎসব এবং তোমার (কুদরতের একটি) নির্দশন, তুমি আমাদের রেয়েক দাও, কেননা তুমই হচ্ছে উত্তম রেয়েকদাতা।

قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا  
أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِلَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ  
لَنَا عِيْدًا لِأَوْلَانَا وَآخِرَنَا وَآيَةً مِّنْكَ  
وَأَرْزَقَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرُّزْقِينَ ﴿١٧﴾

১১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ, অচিরেই) আমি তা তোমাদের ওপর পাঠাইছি, এরপর যদি তোমাদের কেউ (আমার ক্ষমতা) অশীকার করে তাহলে তাকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকেই আর দেবো না।

قَالَ اللَّهُ أَنِّي مَنْزِلْهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ  
يَكْفِرُ بَعْدَ مَنْكِرِهِ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهِ عَلَىٰ  
أَعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿١٨﴾

১১৬. যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি কখনো (তোমার) লোকদের (একথা) বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ‘ইলাহ’ বানিয়ে নাও; (এ কথার উভরে) সে বলবে (হে আল্লাহ), সমগ্র পবিত্রতা তোমার জন্যে, এমন কোনো কথা আমার পক্ষে শোভা পেতো না, যে কথা বলার আমার কোনো অধিকারই ছিলো না, যদি আমি তাদের এমন কোনো কথা বলতামই, তাহলে তুমি তো অবশ্যই তা জানতে; নিশ্চয়ই তুমি জানো আমার মনে যা কিছু আছে, কিন্তু আমি জানি না তোমার মনে কি আছে; যাবতীয় গায়বের খবর অবশ্যই তুমি তালো করে জানো।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّ  
قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمِّيَ الْهَيْئَيِّ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سِبْحَنَاكَ مَا يَكُونُ  
لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ  
كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَلَ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي  
نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ  
أَنْتَ عَلَّامُ الْغَيْوبِ ﴿١٩﴾

১১৭. তুমি আমাকে যা কিছু বলতে হুকুম করেছো আমি তো তাদের তাছাড়া (অন্য) কিছুই বলিনি, (আর সে বিষয়টি ছিলো), তোমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, যিনি আমার রব, তোমাদেরও রব, আমি যতোদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততোদিন আমি (নিজেই তাদের কার্যকলাপের) সাক্ষী ছিলাম,

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنْ  
أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكَنْتُ  
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ ﴿٢٠﴾

কিন্তু যখন তুমি আমাকে ভুলে নিলে তখন তুমি হি ছিলে  
তাদের ওপর একক মেগাহ্বান, যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের  
তুমি হি ছিলে সাক্ষী ।

فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ  
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

১১৮. তাদের (অপরাধের জন্যে) তুমি যদি তাদের  
শাস্তি দাও (দিতে পারো), নিসদেহে তারা তোমারই  
বান্দা, আর তুমি যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (তাও  
তোমার দয়া), অবশ্যই তুমি বিপুল ক্ষমতাশালী,  
অজ্ঞানয় ।

১১৯. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (হঁ), এ হচ্ছে সেদিন,  
যেদিন সত্যবাদী ব্যক্তিদের তাদের সততা (প্রচুর)  
কল্যাণ দান করবে; (আর সে কল্যাণ হচ্ছে) তাদের  
জন্যে এমন সুরম্য জান্মাত, যার তলদেশ দিয়ে অমীয়  
বার্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন  
থাকবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন  
এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে; (বস্তুত) এ  
হচ্ছে এক মহাসাফল্য ।

قَالَ اللَّهُ هُلْ أَيْمَانُ يَنْفَعُ الْمُصْلِقِينَ صَلِّ قَهْرَ  
لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
خَلِيلٌ يَنْ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ دُلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤

১২০. আকাশমালা, যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র  
সৃষ্টিলোকের ভেতর যা কিছু আছে তার সমুদয়  
বাদশাহী আল্লাহর জন্যেই এবং তিনিই সব কিছুর  
ওপর ক্ষমতাবান ।

لِهِ مَلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

আয়াত ১৬৫  
রংকু ২০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহাম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আনয়াম  
মকায় অবতীর্ণ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি  
আকাশমালা ও ভূমণ্ডল পয়দা করেছেন, তিনি  
অন্ধকারসমূহ ও আলো সৃষ্টি করেছেন; যারা (আল্লাহ  
তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে, তারা (প্রকারাস্তরে অন্য  
কিছুকেই) তাদের মালিকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড়  
করায় ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلَمَتِ وَالنُّورَ ثُرَّ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ⑦

২. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন,  
অতপর তিনি (সবার বাঁচার একটি) মেয়াদ নির্দিষ্ট  
করে দিয়েছেন, (তেমনি তাদের মৃত্যুরও) তাঁর কাছে  
একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, তারপরও তোমরা  
সন্দেহ করছো!

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى  
أَجَلًا وَأَجَلٌ مَسْمِيٌّ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُرَ  
تَمْتَرَوْنَ ⑧

৩. আসমানসমূহ ও যমীনের (সর্বত্র) তিনিই হচ্ছেন  
একমাত্র আল্লাহ; তিনি (যেমনি) তোমাদের গোপন  
ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন, (তেমনি) তিনি  
জানেন তোমরা (পাপ-পুণ্যের) কতোটুকু উপার্জন  
করছো— তাও ।

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ  
سِرَّكُمْ وَجْهَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ⑨

৪. তাদের মালিকের আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি  
আয়াতও নেই, যা তাদের কাছে আসার পর তারা তা  
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি ।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ أَيْتِ رَبِّهِمْ إِلَّا  
كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ⑩

৫. তাদের কাছে যতোবারই সত্য (ধীন) এসেছে; ততোবারই তারা তাকে মিথ্যা বলেছে; অচিরেই তাদের কাছে সে খবরগুলো এসে হায়ির হবে যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করছিলো।

৬. তারা কি দেখেনি, তাদের আগে আমি এমন বহু জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি যাদের আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যা তোমাদেরও দান করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর আমি প্রাচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, আবার তাদের (মাটির) নীচ থেকে আমি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি, অতপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদের (চিরতরে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের পর আমি এক নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।

৭. (হে নবী,) আমি যদি তোমার ওপর কাগজে লেখা কোনো কিতাব নাযিল করতাম এবং তারা যদি তাদের হাত দিয়ে তা স্পর্শও করতো, তারপরও যারা কুফরী করেছে তারা বলতো, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়!

৮. তারা বলে, এ (নবী)-র প্রতি কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না কেন? যদি সত্যিই আমি কোনো ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলে (আয়াবের) ফয়সালা (তখনি) হয়ে যেতো, এরপর তো আর কোনো অবকাশই তাদের দেয়া হতো না।

৯. (তা ছাড়া) আমি যদি (সত্যিই) ফেরেশতা পাঠাতাম, তাকেও তো মানুষ বানিয়েই পাঠাতাম, (আজ) যেমন এরা সন্দেহ করছে তখনও আমি এমনিভাবে তাদের (মনের) ওপর সন্দেহ বসিয়ে দিতাম।

১০. (হে রসূল,) তোমার আগেও বহু নবী-রসূলকে এভাবে ঠাণ্ডা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, (অনন্তর) তাদের মধ্যে যারা নবীর সাথে যে ঠাণ্ডা-বিদ্রূপ করেছে তাই (তাদের আয়াবের আকারে) পরিবেষ্টন করে ফেলেছে!

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখো, দেখো যারা (নবী-রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে।

১২. (হে নবী!) তুমি তাদের জিজেস করো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা সব কার? তুমি বলো, (এর সবকিছুই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; (মানুষদের ওপর) দয়া করাটা তিনি তাঁর নিজের ওপর (কর্তব্য বলে) স্থির করে নিয়েছেন; ক্ষেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই জড়ে করবেন,

فَقَلْ كَلْ بُوْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمْ أَنْبُوْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْمِعُونَ ④

الْمَرِيرَ وَأَكْرَمَ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْبِنَا مَكْنُمَهُ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَمِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَأْأَرًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَرَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِنُنُوبِهِمْ وَإِنْشَانًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَا أَخْرِينَ ⑤

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ بَأَيْدِيهِمْ لَقَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑥

وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْأَنْزَلْنَا مَلَكًا لِقُضَى الْأَمْرِ لَا يُنَظِّرُونَ ⑦

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لِجَعْلَنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ⑧

وَلَقَدِ اسْتَهْمِيْعَ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْمِعُونَ ⑨

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَافِيْنَ ⑩

قُلْ لَمَّا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْعَلَنَّكَمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

لَرَبِّ فِيهِ الْأَنْزَلَ يَنْخِرُوا أَنفُسَهُمْ  
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ④

وَلَدَ مَا سَكَنَ فِي الَّيلِ وَالنَّهَارِ  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

13. রাত ও দিনের মাঝে যা কিছু স্থিতি লাভ করেছে  
তার সব কিছুই তাঁর জন্যে; তিনি সব শোনেন এবং  
দেখেন।

قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَخْلُ وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَهُوَ يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي  
أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ آسَلَرَ وَلَا  
تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑥

14. (তুমি) তুমি বলো, আমি কিভাবে আসমানসমূহ  
ও যমীনের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য  
কাউকে নিজের পৃষ্ঠাপোষক বানিয়ে নেবো, অথচ তিনিই  
(সবাইকে) আহার যোগান, তাঁকে কোনো রকমের  
আহার যোগানে যায় না; (তুমি) বলো, আমাকে আদেশ  
দেয়া হয়েছে, যেন সবার আগে আমি তাঁর অনুগত হই  
এবং (আমাকে এ মর্মে আরো) আদেশ দেয়া হয়েছে—  
তুমি কখনো মোশেরকদের দলে শামিল হয়ো না।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي  
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑦

15. (তুমি) বলো, আমি যদি আমার মালিকের  
অবাধ্য হই, তাহলে আমি এক মহাদিবসের আয়ার  
(আপত্তি হওয়ার) ভয় করি।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي  
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑧

16. সে মহান দিবসে যাকে সে আয়ার থেকে রেহাই  
দেয়া হবে, তার ওপর (নিসন্দেহে) আল্লাহ তায়ালা  
অনুগ্রহ করবেন, আর এটিই হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য।

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمِبِينُ ⑨

17. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ দে  
গৌছান তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউই তা দ্রু  
করতে পারবে না; অপরদিকে তিনি যদি তোমার  
কোনো উপকার করেন তাহলে (কেউ তাতে বাধাও  
দিতে পারে না, কেননা) তিনি সব কিছুর ওপর  
ক্ষমতাবান!

وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشَفَ لَهُ  
إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩

18. তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছে ক্ষমতার  
অধিকারী; তিনি মহাজ্ঞনী, তিনি সম্যক ওয়াকেফহাল।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ ⑪

19. তুমি বলো, সাক্ষী হিসেবে কার সাক্ষ্য সবচেয়ে  
বড়ো? তুমি বলো, (হাঁ) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার,  
যিনি তোমাদের এবং আমার মধ্যকার (সর্বোত্তম)  
সাক্ষী। এ কোরআন (তাঁর কাছ থেকেই) আমার প্রতি  
নায়িল করা হয়েছে, আমি যেন তা দিয়ে তোমাদের  
এবং (তোমাদের পর) যাদের কাছে এ গৃহ্ণ পৌছবে  
(তাদের আয়াবের) ভয় দেখাই; তোমরা কি একথার  
সাক্ষ্য দিতে পারবে, আল্লাহর সাথে আরো কোনো  
ইলাহ রয়েছে? (হে নবী,) তুমি (তাদের) জানিয়ে  
দাও, আমি (জেনে-বুবে) কখনো এ ধরনের (মিথ্যা)  
সাক্ষ্য দিতে পারবো না, তুমি বলো, তিনি একক,  
তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে শেরেক করে  
যাচ্ছ, তার থেকে আমি অবশ্যই মুক্ত।

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَوْحَى إِلَيَّ  
هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنِّي رَكِبٌ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ  
أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ وَنَأَنَّ مَعَ إِلَهِ الْمَهَةِ  
أَخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ الْهَدِ  
وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ ⑫

২০. (তোমার আগে) যাদের আমি কিতাব দান করেছি তারা নবীকে ঠিক সেভাবেই চেনে, যেভাবে তারা তাদের ছেলেদের চেনে, (কিন্তু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে) যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।

أَلَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْرُفُونَهُ كَمَا<sup>١</sup>  
يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمْ مَنْ أَلَّذِينَ خَسِرُوا<sup>٢</sup>  
أَنفُسُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>٣</sup>

২১. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে; কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, আসলে যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَلِبًا وَ<sup>١</sup>  
كَلِبَ بِإِيمَانِهِ إِنَّهُ لَيُفْلِحُ الظَّالِمُونَ<sup>٢</sup>

২২. একদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো, অতপর যারা শেরেক করেছে— তাদের আমি বলবো, তোমাদের সেসব শরীকরা কোথায় (আজ)? কোথায় (তারা) যাদের তোমরা (আমার সাথে শরীক) মনে করতে!

وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ  
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِيمَانَ شَرْكَاءَ كُلِّ الَّذِينَ  
كُنْتُمْ تَزَعمُونَ<sup>٣</sup>

২৩. অতপর তাদের (সেদিন) একথা (বলা) ছাড়া কোনো যুক্তিই থাকবে না যে, আল্লাহ তায়ালার কসম, যিনি আমাদের রব, আমরা কখনো মোশরেক ছিলাম না।

ثُمَّ لَرْتَكُنْ فَتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ  
رَبُّنَا مَا كَنَا مُشْرِكِينَ<sup>٤</sup>

২৪. (হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে (আজ) এরা নিজেরাই নিজেদের মিথ্যা প্রতিপন্থ করছে এবং তাদের নিজেদের বানানো কথা (কিভাবে আজ) নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে!

أَنْظُرْ كَيْفَ كَلَّ بُوَافِيْ آنفُسِهِمْ وَضَلَّ  
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ<sup>٥</sup>

২৫. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যাকে (দেখে মনে হয়) তোমার কথা সে কান দিয়ে শুনছে, (কিন্তু আসলে) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি, যার কারণে তারা কিছুই উপলক্ষ্য করতে পারে না, আমি তাদের কানেও ছিপি এঁটে দিয়েছি; (মূলত) তারা যদি (আল্লাহর) সব কয়টি নির্দশন দেখেও নেয়, তবু তারা তাতে ঈমান আনবে না; এমনকি তারা যখন তোমার সামনে আসবে তখন তোমার সাথে বিতর্কে লিঙ্গ হবে, (কোরআনের আয়াত সম্পর্কে) কাফেররা বলবে, এ তো পুরনো দিনের গল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلُنَا عَلَى  
قَلْوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْهُومُهُ وَفِي أَذْانِهِمْ وَقَرَاءَ  
وَإِنْ يَرْوَا كُلَّ أَيَّةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى  
إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ<sup>٦</sup>

২৬. তারা (যেমন) নিজেদের তা (শোনা) থেকে বিরত রাখে, (তেমনি) অন্যদেরও তা থেকে দূরে রাখে, (এ দিয়ে মূলত) তারা নিজেদেরই ধ্রংস সাধন করছে, অর্থাৎ তারা কোনো খবরই রাখে না।

وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْئُونَ عَنْهُ وَإِنْ  
يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ<sup>٧</sup>

২৭. তুম যদি (সত্যিই তাদের) দেখতে পেতে— যখন এদের আগুনের ওপর এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা (আর কখনো) আমাদের মালিকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই) ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে যেতাম।

وَلَوْ تَرَى أَذْوَاقَهُمْ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا  
يَلْيَتَنَا نَرِدَ وَلَا نَكِلِّ بِبِأْيَتِ رَبِّنَا  
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>٨</sup>

২৮. এর আগে যা কিছু তারা গোপন করে আসছিলো (আজ) তা তাদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেলো; যদি তাদের আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোও হয়, তারা তাই করে বেড়াবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।

بَلْ بَدَ الْهُمَّ مَا كَانُوا يُخْفِونَ مِنْ قَبْلٍ  
وَلَوْ رَدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهْمِوْ عَنْهُ وَإِنْ هُمْ  
لَكُنْ بُونَ ﴿৪৬﴾

২৯. এরা বলে, আমাদের এ পার্থির জীবনই হচ্ছে একমাত্র জীবন, আমরা কখনোই পুনরঞ্জিবিত হবো না।

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَا تَنَا الدِّنِيَا  
وَمَآتَحُنُ بِمَعْوِثِينَ ﴿৪৭﴾

৩০. হায়! তুমি যদি সত্যিই (সে দৃশ্য) দেখতে পেতে - যখন তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন (বলো), এ দিনটি কি সত্য নয়? তারা বলবে, হঁ, আমাদের মালিকের শপথ (এটা সত্য); তিনি বলবেন, তাহলে (আজ) সে আয়াব ভোগ করো, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ  
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا  
قَالَ فَلْ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفِرُونَ ﴿৪৮﴾

৩১. অবশ্যই তারা (ভীষণভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যারা আল্লাহর সামনা সামনি হওয়াকে মিথ্যা বলছে; আর একদিন যখন (সত্য সত্যিই) কেয়ামতের ঘট্টো হঠাৎ করেই তাদের সামনে এসে হায়ির হবে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, (দুনিয়ায়) এ (দিন)-টিতে আমরা কতো না অবহেলা করেছি, সেদিন তারা নিজেদের (পাপের) বোৰা নিজে দের পিঠেই বয়ে বেড়াবে; (দেখো,) কতো নিকৃষ্ট বোৰা সেটি - যা সৌদিন তারা বইবে!

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ  
حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا  
يَحْسِرُنَا فِي مَا فَرَطْنَا فِيهَا «وَهُنَّ  
يَحْمِلُونَ أَوزَارَهُمْ فِي ظُهُورِهِمْ أَلَا  
سَاءَ مَا يَرِزُونَ ﴿৪৯﴾

৩২. আর (এ) বৈষয়িক জীবন তো নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; (মূলত) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে পরকালের বাড়িয়িরই তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট; তোমরা কি (মোটেই) অনুধাবন করো না?

وَمَا الْحَيَاةُ الدِّنِيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُو  
وَلَلَّهُ أَرَّ الْأَخْرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقَوَّنَ  
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿৫০﴾

৩৩. (হে রসূল,) আমি জানি, এরা যা বলে, তা তোমাকে পীড়া দেয়, (এসব বলে) এরা (শুধু) তোমাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করছে না; বরং এ যালেমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার আয়াতকেই অস্তীকার করছে।

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي  
يَقُولُونَ فَإِنْهُمْ لَا يَكِنْ بُونَكَ وَلَكِنِ  
الظَّلَمِيَّنَ بِأَيِّتِ اللَّهِ يَجْحُلُونَ ﴿৫১﴾

৩৪. তোমার আগেও রসূলদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও (নানাভাবে) নির্যাতিত হবার পরও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হায়ির হয়েছে। (আসলে) আল্লাহর কথা বদল করার কেউ নেই, অবশ্য নবীদের সংবাদ তো তোমার কাছে (আগেই) এসে পোঁছেছে।

وَلَقَنْ كَنْ بَتْ رَسُلَ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا  
عَلَى مَا كَنْ بُونَ وَأَوْذَوْا حَتَّى أَتَهُمْ  
نَصْرًا وَلَامِدِلَ لِكَلْمِتَ اللَّهِ وَلَقَنْ  
جَاءَكَ مِنْ نَبَّاِيِ الْمَرْسِلِينَ ﴿৫২﴾

৩৫. (তারপরও) যদি তাদের এ উপেক্ষা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়, তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি (পালানোর জন্যে) ভূগর্ভে কোনো সুড়ৎ কিংবা আসমানে কোনো সিঁড়ি তালাশ করো এবং (সেখান থেকে) তাদের জন্যে কোনো নির্দশন নিয়ে এসো; আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তিনি তাদের সবাইকে হেদয়াতের ওপর জড়ো করে দিতে পারতেন এবং তুমি কখনো মূর্খ লোকদের দলে শামিল হয়ো না।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ أَعْرَاضُهُمْ فَإِنْ  
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ  
أَوْ سَلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَسْأَلِيهِمْ بِأَيَّةٍ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَمَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا  
تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ ⑦

৩৬. যারা (এ কথাগুলো) শোনে, তারা অবশ্যই (আল্লাহর) ডাকে সাড়া দেয়। যারা মরে গেছে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেও কবর থেকে উঠাবেন, অতপর (মহাবিচারের জন্যে) তারা সবাই তাঁর সামনে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩৭. এরা বলে, নবীর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে (আমাদের কথামতো) কোনো নির্দশন নায়িল করা হয়নি কেন? (হে রসূল,) তুমি বলো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) নির্দশন পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই (এ ব্যাপারে) কিছু জানে না।

৩৮. যমীনের বুকে বিচরণশীল যে কোনো জন্তু কিংবা বাতাসের বুকে নিজ ডানা দুটি দিয়ে উড়ে চলা যে কোনো পাখী— যারা তোমাদের মতো সৃষ্টি নয়— আমি (এ) এছে (তাদের) বর্ণনার কোনো কিছুও বাকী রাখিনি, অতপর এদের সবাইকে তাদের মালিকের কাছে জড়ো করা হবে।

৩৯. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তারা (হেদয়াতের ব্যাপারে) বধির ও মূক, তারা অন্ধকারে পড়ে আছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করে দেন; আবার যাকে চান তাকে তিনি সঠিক পথের ওপর এনে স্থাপন করেন।

৪০. তুমি বলো, তুমি কি তোমাদের (নিজেদের অবস্থা) দেখেছো, যখন তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আয়ার আসবে, কিংবা হঠাত করে কেয়ামত এসে হামির হবে, তখন তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবে? (বলো) যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

৪১. বরং তোমরা (তো তখন) শুধু তাঁকেই ডাকবে, তোমরা যে জন্যে তাঁকে ডাকবে তিনি চাইলে তা দূর করে দেবেন (এবং) যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার) অংশীদার বানাতে, তাদের তোমরা ভুলে যাবে।

৪২. তোমার আগের জাতিসমূহের কাছেও আমি আমার রসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদেরও আমি নানা দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয়ে আটকে রেখেছিলাম, যাতে করে তারা বিনয়ের সাথে নতি স্ফীকার করে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِكُمْ  
فَأَخْلَنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْفَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَضَرَّعُونَ <sup>(১)</sup>

৪৩. যদি এমন হতো যে, তাদের ওপর আমার বিপর্যয় এসে আপত্তি হলো, তারা বিনোদ হয়ে গেলো, কিন্তু তাদের অন্তর (এতে) আরো শক্ত হয়ে গেলো এবং তারা যা করে যাচ্ছিলো, শয়াতান তাদের কাছে তা শোভনীয় করে তুলে ধরছিলো।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِإِنْسَانًا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ  
قَسْطٌ قَلُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ <sup>(২)</sup>

৪৪. অতপর তারা সে সব কিছুই ভুলে গেলো, যা তাদের (বার বার) শ্বরণ করানো হয়েছিলো; তারপরও আমি তাদের ওপর (সচলতার) সব কয়টি দুয়ারই খুলে দিলাম; শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাতেই মন্ত হয়ে গেলো যা তাদের দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করে নিলাম, তারা সাথে সাথে নিরাশ হয়ে পড়লো।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرَوا بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ  
آبُوا بَابَ كُلِّ شَيْءٍ هَتَّىٰ إِذَا فَرَحُوا بِهَا  
أُوتُوا أَخْلَنَهُمْ بَعْثَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ <sup>(৩)</sup>

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) যুলুম করেছে, তাদের সবার মূলোছেদ করে দেয়া হয়েছে; আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ <sup>(৪)</sup>

৪৬. (হে রসূল) তুমি বলো, তোমরা কি একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা কখনো তোমাদের শোনার ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের ওপর মোহর মেরে দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের এসব কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবে; তাকিয়ে দেখো কিভাবে আমি আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করছি, এ সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নিছে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخْذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ  
وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهٍ  
غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِي كُمْ بِهِ أَنْظَرْ كَيْفَ  
نُصَرِّفُ الْأَيْتِ تُمْ هُرِيَصِ فُونَ <sup>(৫)</sup>

৪৭. তুমি বলো, তোমরা কি তাদের দেখেছো, যদি কখনো গোপনে কিংবা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের ওপর আল্লাহর আয়ার আপত্তি হয়, (তাতে) কতিপয় যালেম স্পন্দায়ের লোক ব্যতীত অন্য কাউকে ধ্রংস করা হবে কি?

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَسْكِنْ عَذَابَ اللَّهِ  
بَعْثَةً أَوْ جَهَنَّمَ هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ  
الظَّالِمُونَ <sup>(৬)</sup>

৪৮. আমি রসূলদের (জাল্লাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহানামের) সতর্ককারী ছাড়া অন্যভাবে পাঠাই না, অতপর যে ব্যক্তি দীমান আনবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা (সেদিন) কোনোরকম চিন্তাও করবে না।

وَمَا نَرْسَلُ الْمَرْسَلِينَ إِلَّا مُبْشِرِينَ  
وَمَنِّنِ رِبِّينَ فَمِنْ أَمْنٍ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <sup>(৭)</sup>

৪৯. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, কঠোর আয়াব তাদের ঘিরে ধরবে, কেননা তারা (আমার সাথে) নাফরমানী করছিলো।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيْتَنَا يَهْمِسُهُمْ  
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ <sup>(৮)</sup>

৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের (একথা) বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার বিপুল ধনভান্ডার রয়েছে, না (একথা বলি যে,) আমি গায়বের কোনো খবর রাখি! একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা, (আসলে) আমি তো সেই ওহীরই অনুসরণ করি যা আমার ওপর নায়িল করা হয়, তুমি বলো, অঙ্গ আর চক্ষুঘান ব্যক্তি কি (কখনো) এক হতে পারে? তোমরা কি মোটেই চিন্তাভাবনা করো না?

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنَ اللَّهِ  
وَلَا أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي  
مَلَكٌ إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ  
هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا  
تَتَفَكَّرُونَ ⑩

৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (আল্লাহর) কিতাবের মাধ্যমে সেসব লোকদের (আয়াবের) সতর্ক করো, যারা এ ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে একত্র করা হবে, (সেদিন) তাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোনো বন্ধু কিংবা কোনো সুপারিশকারী থাকবে না, আশা করা যায় তারা সাবধান হবে।

وَأَنْزِلْ رَبِّهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ  
يُحْشِرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ  
وَلَّا شَفِيعٌ لِعَلَيْهِمْ يَتَّقُونَ ④

৫২. তাদের তুমি (তোমার কাছ থেকে) সরিয়ে দিয়ো না— যারা সকাল-সন্ক্ষয় তাদের মালিককে ডাকে, তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, (কারণ) তাদের কাজকর্মের কোনো রকম দায়িত্বই তোমার ওপর নেই, তোমার কাজকর্মের হিসাব-কিতাবের কোনো রকম দায়িত্বও তাদের ওপর নেই, যদি তুমি তাদের সরিয়ে দাও, তাহলে তুমিও যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ رَبِّهِمْ  
بِالْغَلْوَةِ وَالْعَشَّى بِرِيدَوْنَ وَجْهَهُ  
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا  
مِنْ حِسَابَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ  
فَتَنَوْنَ مِنَ الظَّلَمِينَ ⑤

৫৩. আর আমি এভাবেই তাদের একদল দ্বারা অন্য দলের পরীক্ষা নিয়েছি, যেন (অহংকারী) লোকেরা (গরীবদের একথা) বলতে পারে যে, এরাই কি হচ্ছে আমাদের মাঝে সে দলের লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন; আল্লাহ তায়ালা কি (তাঁর) কৃতজ্ঞ বানাদের ভালো করে জানেন না?

وَكَنْ لَكَ فَتَنَّا بِعِصْمِهِ بِعَيْضٍ لِيَقُولُوا  
إِنَّمَا أَهْلُؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ  
اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِّرِينَ ⑥

৫৪. যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছে তারা যখন তোমার কাছে আসবে, যখন তুমি তাদের বলো, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক— তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করাটা তোমাদের রব নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন, তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনো অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসে এবং পরক্ষেই তাওবা করে ও (নিজেকে) শুধরে নেয়, তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন,) তিনি একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاِيمَانِنَا  
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ فِي نَفْسِهِ  
الرَّحْمَةُ وَأَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِثْكُرًا سُوءًا  
بِجَمَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ  
فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑦

৫৫. আর এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে করে (অন্যদের সামনে) অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

وَكَنْ لَكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ وَلَتَسْتَبِينَ  
سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ⑧

৫৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের ডাকো, আমাকে

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ  
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ ⑨

তَلَّ عَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا تَبْغِي  
أَهْوَاءكُمْ لَقُلْ ضَلَّلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنْ  
الْمُهَتَّلِينَ<sup>(১)</sup>

৫৭. তুমি বলো, আমি অবশ্যই আমার মালিকের এক উজ্জ্বল দণ্ডীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, আর সে জিনিসটাই তোমরা অঙ্গীকার করছো, যা তোমরা দ্রুত (দেখতে) চাও তা (ঘটানোর ক্ষমতা) আমার নেই; (সব কিছুর) চূড়ান্ত ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; (আর এ সত্যটাই) তিনি (এখানে) বর্ণনা করছেন, তিনি হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।

৫৮. তুমি বলো, (আয়াবের) যে বিষয়টার জন্যে তোমরা তাড়াছড়ো করছো, তা (ঘটানো) যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকতো, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যকার ফয়সালা (তো অনেক আগেই) হয়ে যেতো! আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ভালো করেই জানেন।

৫৯. গায়বের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবন্ধ রয়েছে, সে খবর তিনি ছাড়ি কারোই জানা নেই; জলে-স্তুলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; (গাছের) একটি পাতা (কোথাও) বারে না, যা তিনি জানেন না, মাটির অঙ্গকারে একটি শস্যকণাও নেই—নেই কোনো তাজা সবুজ, (কিংবা ক্ষয়ির্য্য) শুকনো (কিছু), যার বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজবুদ নেই।

৬০. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি রাতের বেলা তোমাদের ওপর মৃত্যু ছেয়ে দেন, দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন। (রাতের পর) তিনি আবার তোমাদের উঠিয়ে দেন, যাতে করে (তোমাদের) নির্দিষ্ট সময়কাল পূর্ণতা পেতে পারে, এরপর তাঁর দিকেই হচ্ছে তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা, অতপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করছিলে।

৬১. আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের ওপর পূর্ণ মাত্রায় কর্তৃত্বশীল, তিনি তোমাদের ওপর পাহারাদার (ফেরেশতা) নিযুক্ত করেন; এভাবে তোমাদের কারো যথন মৃত্যু এসে হারিব হয়, তখন প্রেরিত ফেরেশতারা তার (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, (দায়িত্ব পালনে) তারা কখনো কোনো ভুল করে না।

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكُلُّ بَتْرَ  
بِهِ مَا عَنِّي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ  
الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرٌ  
الْفَصِّلِينَ<sup>(২)</sup>

قُلْ لَوْ أَنْ عَنِّي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ  
لَقْضَى الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِالظَّالِمِينَ<sup>(৩)</sup>

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ  
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقَطَ  
مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمِ  
الْأَرْضِ وَلَأَرْطَبَ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي  
كِتَابِ مِبْيَنِ<sup>(৪)</sup>

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيلِ وَيَعْلَمُ  
مَا جَرِحتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ  
لِيَقْضِي أَجَلَ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ  
ثُمَّ يَنْتَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>(৫)</sup>

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرِسِّلُ عَلَيْكُمْ  
حَفَّةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَهْلَكَمُ الْمَوْتَ  
تَوْفِتَهُ رَسْلَنَا وَهُمْ لَا يَفْرَطُونَ<sup>(৬)</sup>

৬২. অতপর তাদের সবাইকে তাদের (আসল) মালিক আল্লাহর সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে; সারধান! যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কিন্তু একা তাঁর। ত্বরিত হিসাব গ্রহণে তিনি অত্যন্ত তৎপর।

٦٢. تَرْ دُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلِيهِمْ الْحَقُّ أَلَا لَهُ  
الْكَرْتُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ④

৬৩. তুমি বলো, যখন তোমরা স্তলভূমে ও সমুদ্রের অন্ধকারে (বিপদে) পড়ো, (যখন) তোমরা কাতর কষ্টে এবং নীরবে তাঁকেই ডাকতে থাকো, তখন কে তোমাদের (সেসব থেকে) উদ্ধার করে? (কাকে তোমরা তখন) বলো, (হে মালিক), আমাদের তুমি যদি এ থেকে বাঁচিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বানাদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

قُلْ مَنْ يَنْجِيْكُمْ مِنْ ظُلْمِ الْبَرِّ  
وَالْبَحْرِ تَلْعُونَهُ تَضْرِعًا وَخَفِيَّةً لَئِنَّ  
أَنْجَيْنَا مِنْ هُنْدِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ  
الشَّكِيرِينَ ④

৬৪. তুমি বলো, হাঁ, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সে (অবস্থা) থেকে এবং অন্য সব বিপদ-আগদ থেকে বাঁচিয়ে দেন, তারপরও তোমরাই তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো!

قُلْ إِنَّمَا يَنْجِيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ  
نَّيْرٍ أَنْتُمْ تَشْرِكُونَ ④

৬৫. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর-তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আয়ার পাঠাতে সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম; লক্ষ্য করো, কিভাবে আমি আমার আয়াতসমূহকে খুলে খুলে বর্ণনা করি, আশা করা যায়, তারা (সত্য) অনুধাবন করতে পারবে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ  
عَذَابًا مِنْ فَوْقِ كُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ  
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْعًا وَيُذَيْقَ  
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ  
نُصْرَفُ الْأَيْتِ لَعْلَمُ يَفْهَمُونَ ④

৬৬. তোমার জাতির লোকেরা এ (কোরআন)-কে অঙ্গীকার করেছে, অথচ তাই হচ্ছে একমাত্র সত্য; তুমি (তাদের) বলে দাও, আমি তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।

وَكَلَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ حَقٌّ قُلْ  
لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ⑥

৬৭. প্রতিটি বার্তার জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ মজুদ রয়েছে এবং তোমরা অচিরেই (তা) জানতে পারবে।

لِكُلِّ نَبَأٍ مَسْتَقِرٌ وَسُوفَ تَعْلَمُونَ ⑥

৬৮. তুমি যখন এমন সব লোককে দেখতে পাও যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করছে, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে সরে এসো, যতোক্ষণ না তারা অন্য কথায় মনেনিবেশ করে; যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে (ওখানে বসিয়ে) রাখে, তাহলে মনে পড়ার পর তুমি যালেম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসে থেকো না।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْوِفُونَ فِي أَيْتَنَا  
فَاعْرُضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخْوِفُوا فِي حَلْ يَثِ  
غَيْرِهِ وَأَمَّا يَتَسْيَنَّكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُلْ  
بَعْدَ الْيَنْكِرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِيلِينَ ⑥

৬৯. তাদের (এসব কার্যকলাপের) হিসাবের ব্যাপারে- যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তাদের ওপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, তবে উপদেশ (তো দিয়েই যেতে হবে), আশা করা যায়, তারা (একদিন আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقْوَنَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ  
شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَمُ يَتَقْوَنَ ⑥

৭০. সেসব লোকদের তুমি (আল্লাহর হাতে) ছেড়ে দাও, যারা তাদের দ্বীনকে নিচক খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছে

وَذِرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَعْبًا وَلَهُوا ⑥

এবং এ পার্থিব জীবন যাদের প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে, তুমি এ (কোরআন) দিয়ে (তাদের) স্মরণ করাতে থাকো, যাতে করে কেউ নিজের অর্জিত কর্মকান্ডের ফলে ধৰ্ষস হয়ে যেতে না পারে, (হাশেরের দিন) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো বন্ধ এবং সুপারিশকারী থাকবে না, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের সব কিছু দিয়েও দেয়, তবু তার কাছ থেকে (সেদিন তা) গ্রহণ করা হবে না; এরাই হচ্ছে সে মানুষ, যাদের নিজেদের (গুনাহ) অর্জনের কারণে তাদের ধৰ্ষস করে দেয়া হবে, (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করার কারণে তাদের জন্যে (থাকবে) ফুট্টস্ট পানি ও মর্মসুদ শাস্তি।

وَغَرْتُهُمْ حَيَاةً الَّذِيَا وَذَكَرْ بِهِ أَنْ  
تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ  
لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ  
أَنْ تَعْدَلَ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَلُ مِنْهَا  
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا<sup>১</sup>  
لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيرٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ  
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ<sup>২</sup>

৭১. তুমি বলো, আমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবো, যে— না আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে, না আমাদের কোনো অপকার করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা যেখানে আমাদের সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কি আমাদের উল্টো পায়ে ফিরে যাবো— ঠিক সে ব্যক্তিটির মতো, যাকে শ্যায়তানরা যামীনের বুকে পথচার করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়াচ্ছে, অথচ তার সংগী-সাথীরা তাকে ডাকছে, তুমি আমাদের কাছে এসো, (এসো) সহজ সরল পথের দিকে! তুমি বলো, সত্যিকার অর্থে হেদয়াত তো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (পাঠানো), সেটাই হচ্ছে আসল হেদয়াত এবং আমাদের এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করি,

৭২. (আরো আদেশ দেয়া হয়েছে) তোমরা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমারা যেন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; তিনি হচ্ছেন এমন (সত্তা), যাঁর সামনে সবাইকে সমবেত করা হবে।

৭৩. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; যেদিন তিনি বলবেন (সব কিছু বিলীন) হয়ে যাও, তখন (সাথে সাথেই) তা (বিলীন) হয়ে যাবে, তাঁর কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে (সেদিন) যাবতীয় কর্তৃত ও বাদশাহী হবে একান্তই তাঁর; তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি প্রজাময়, তিনি সবকিছুর খবর রাখেন।

৭৪. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম তার পিতা আয়রকে বললো, তুমি কি (সত্যি সত্যিই এই) মৃত্যুগুলোকে মাঝে হিসেবে গ্রহণ করছো? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি ও তোমার সম্পদায়ের লোকেরা শ্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছো।

قُلْ أَنَّ عَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا  
وَلَا يَفْرُنَا وَنَرِدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ أَذْ  
هَلْ بَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَنُ  
فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ لَهُ أَصْحَبٌ  
يَدْعُونَهُ إِلَىٰ الْمُهَدِّىٰ أَئْتَنَا قُلْ إِنَّ  
هُنَّى اللَّهُ هُوَ الْمُهَدِّىٰ وَأَمْرَنَا لِنُسْلِمَ  
رَبِّ الْعَلَمِينَ<sup>৩</sup>

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ<sup>৪</sup>  
وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ<sup>৫</sup>

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ<sup>৬</sup>  
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَعُ  
فِي الصُّورِ عَلِمُ الرَّغَبِ وَالشَّهَادَةِ  
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ<sup>৭</sup>

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَخْ  
أَصْنَامًا لِلَّهِ إِنِّي أَرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ<sup>৮</sup>

৭৫. এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশসমূহ ও যমীনের পরিচালন ব্যবস্থা দেখাচ্ছিলাম, যেন সে বিশ্বাসীদের দলে শামিল হয়ে যেতে পারে।

وَكَلَّا لَكَ نُرِيَّ أَبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ ১২

৭৬. যখন তার ওপর (আঁধার ছেয়ে) রাত এলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো, (তারকাটি দেখেই) সে বলে উঠলো, এ (বুবি) আমার রব, অতপর যখন তারকাটি ডুবে গেলো, তখন সে বললো, যা ডুবে যায় তাকে তো আমি (আমার রব বলে) পছন্দ করতে পারি না!

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَلْ رَأَ كَوْكَباً قَالَ  
هَذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ  
الْأَفْلَيْنَ ১৩

৭৭. অতপর যখন সে (আকাশে) একটি ঝলমলে চাঁদ দেখলো, তখন বললো (হাঁ), এ-ই (মনে হয়) আমার রব, অতপর (এক পর্যায়ে) যখন তাও ডুবে গেলো তখন সে বললো, আমার ‘রব’ যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তাহলে অবশ্যই আমি গোমরাহ লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازْغًا قَالَ هَذَا رَبِّيٌّ  
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهِنْ نَسِيْرِي  
لَا كُونَ مِنَ الْقَوْمِ الْفَالِيْنَ ১৪

৭৮. (এরপর দিনের বেলায়) সে যখন একটি আলোকোজ্জ্বল সূর্য দেখলো তখন সে বললো, (মনে হচ্ছে) এই আমার রব, (কারণ) এটা হচ্ছে সবগুলোর চাইতে বড়ো, (সম্প্রকাশ ঘনিয়ে এলে) তাও যখন ডুবে গেলো, তখন সে (নিজের জাতিকে) বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা যে সব কিছুকে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) অংশীদার বানাও, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازْغَةً قَالَ هَذَا رَبِّيٌّ  
هَذَا أَكْبَرٌ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقُولُ أَنِي  
بَرِّيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ১৫

৭৯. আমি নিষ্ঠার সাথে সেই সার্বভৌম মালিকের দিকেই আমার মুখ ফিরিয়ে নিছি, যিনি এই আসমানসমূহ ও যমীন (-সহ চাঁদ-সুরজ-গ্রহ-তারা সব কিছু) পয়দা করেছেন, আমি এখন আর মোশেরকদের দলভুক্ত নই।

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ১৬

৮০. তার জাতির লোকেরা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) বিতর্ক শুরু করলো; (জবাবে) সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারেই তর্ক করছো, অথচ তিনিই আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন; আমি তোমাদের (মারাবুদ্দের) ডরাই না— যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার) অংশীদার (মনে) করো, অবশ্য আমার মালিক যদি অন্য কিছু চান (সেটা আলাদা); আমার মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর পরিব্যঙ্গ; (এরপরও) কি তোমরা সতর্ক হবে না?

وَهَاجَدَ قَوْمٌ مَّا هُنَّ مُؤْمِنُونَ فِي اللَّهِ  
وَقَنَ هُنَّ بِنِي وَلَا أَخَافُ مَاتَشْرِكُونَ بِهِ  
إِلَّا أَنْ يَشَاءْ رَبِّي شَيْئًا وَسَعَ رَبِّي كُلَّ  
شَيْئٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَنَزَّلْ كَرْوَنَ ১৭

৮১. তোমরা যাকে (আল্লাহ তায়ালার) অংশীদার বানাও, তাকে আমি কিভাবে ভয় করবো, অথচ তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের শরীক করতে ভয় পাও না, যে ব্যাপারে তিনি কোনে প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে পাঠাননি; (তোমরাই বলো,) আমাদের এ উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি (দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী? (বলো!) যদি তোমরা জানো!

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشِرَكَتِمْ وَلَا تَخَافُونَ  
أَنَّكُمْ آشِرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ  
عَلَيْكُمْ سُلْطَنًا فَأَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ  
بِالآمِنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ১৮

৮২. (হঁ) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে যত্নুম (-এর কালিমা) দিয়ে কখনো কল্পিষ্ঠ করেনি, তারাই (হচ্ছে দুনিয়া ও আধেরাতে) নিরাপত্তাভোগের বেশী অধিকারী, (এবং) তারাই হচ্ছে হেদয়াতপ্রাপ্ত।

أَلَّذِينَ أَمْنَوْا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظَلَّمٍ  
أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمِنُونَ ﴿٦﴾

৮৩. এ ছিলো (শেরেক সম্পর্কিত) আমার (সেই অকাট্য) যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর দান করেছিলাম; (এভাবেই) আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সমৃদ্ধি করি; অবশ্যই তোমার রব প্রবল প্রজ্ঞাময়, কুশলী।

وَتَلَكَ حُجَّتَنَا أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ  
دَرْجَتَنَا إِنَّ رَبَّكَ حَكِيرٌ عَلَيْنَا ﴿٧﴾

৮৪. আমি তাকে দান করেছি (পুত্র হিসেবে) ইসহাক ও (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব- এদের সবাইকেই আমি সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলাম, (এদের) আগে আমি নৃহকেও হেদয়াতের পথ দেখিয়েছি এবং তার বংশের মাঝে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা এবং হারুনকেও (আমি হেদয়াত দান করেছি); আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরক্ষার দিয়ে থাকি।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَلْ يَنَا  
وَنُوحاً هَلْ يَنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ ذَرِيَّتِهِ دَاؤَدَ  
وَسَلَيْمَنَ وَأَيْوَبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى  
وَهَرُونَ وَكُلَّ لِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨﴾

৮৫. যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম); এরা সবাই ছিলো নেককারদের দলভূত।

وَزَكَرْيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَاسَ  
كُلَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿٩﴾

৮৬. আমি ইসমাইল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লৃতকেও (সংপথ দেখিয়েছিলাম), এদের সবাইকেই আমি (নবুওত দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলাম।

وَاسْعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطًا  
وَكَلَّا فَضَلَّنَا عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿١٠﴾

৮৭. এদের পূর্বপুরুষ, এদের পরবর্তী বংশধর ও এদের ভাই (বন্ধু)দেরও (আমি নানাভাবে পুরস্কৃত করেছি), আমি এদেরকে বাছাই করে নিয়েছি এবং আমি এদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করেছি।

وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَذَرِيَّتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ  
اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهُلْ يَنْهَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْرٍ ﴿١١﴾

৮৮. এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদয়াত, নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদয়াত দান করেন; (কিন্তু) তারা যদি (আল্লাহর সাথে) শেরেক করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো।

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادَةٍ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

৮৯. এরাই ছিলো সেসব লোক, যাদের আমি কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করেছি, (এরপরও) যদি তারা তা অস্বীকার করে (তাহলে জেনে রেখো), আমি তো (অতীতেও) এমন এক সম্পদায়ের ওপর এ দায়িত্ব অপর্ণ করেছিলাম, যারা কখনো (এগুলো) প্রত্যাখ্যান করেন।

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ  
وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا هُوَ لَاءُ قَدْلَ  
وَكُلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكُفْرٍ يَنْ ﴿١٣﴾

৯০. এরা হচ্ছে সে সব (সৌভাগ্যবান) বান্দা- আল্লাহ তায়ালা যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন; অতএব তুমি এদের হেদয়াতের পথের অনুসরণ করো (এবং) বলো, আমি এর ওপর তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; (আসলে) এ হচ্ছে মানুষের জন্যে একটি শ্রমণিকা মাত্র।

أُولَئِكَ الَّذِينَ هُدَى اللَّهُ فِيهِمْ لَهُمْ  
أَقْتَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ  
هُوَ لَا ذِكْرٍ لِلْعَلَمِيْنَ ﴿١٤﴾

৯১. তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি, (বিশেষ করে) যখন তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের ওপর কোনো বস্তুই নাখিল করেননি; তুমি বলো, মূসার আনীত কিভাব-  
য়া মানুষের জন্যে ছিলো এক আলোকবর্তিকা ও  
পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজের (পাতায় লিখে)  
রাখতে, যা তোমরা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে এবং  
(তার) অধিকাংশই গোপন করে রাখতে, (সর্বোপরি)  
সে কিভাবে দ্বারা তোমাদের এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দেয়া  
হতো, যার কিছুই তোমরা এবং তোমাদের পৃথিবুরঘরা  
জানতে না— তা কে নাখিল করেছেন? তুমি বলো (হাঁ),  
আল্লাহ তায়ালাই (তা নাখিল করেছেন), (হে নবী,)  
তুমি তাদের নির্বাচক আলোচনায় মত থাকতে দাও।

৯২. এটি এক বরকতপূর্ণ গ্রন্থ, যা আমি (তোমার  
ওপর) নাখিল করেছি, এটি আগের কিভাবের সত্যায়ন  
করে এবং যাতে এ (কিভাব) দিয়ে তুমি মুক্তি ও  
তার পার্শ্ববর্তী (জনপদসমূহের) মানুষকে সাবধান  
করবে; যারা আখেরাতের ওপর দৈমান আনে তারা  
এ কিভাবের ওপরও দৈমান আনে, আর তারা তাদের  
নামায়েরও হেফায়ত করে।

৯৩. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে  
যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, অথবা  
বলে, আমার ওপর ওহী নাখিল হয়েছে, (যদিও) তার  
ওপর কিছুই নাখিল করা হয়নি, (তার চাইতেই বা বড়ো  
যালেম কে,) যে বলে, আমি অভিযোগ আল্লাহর নাখিল  
করা গ্রন্থের মতো কিছু নাখিল করে দেখাবো! যদি  
(সত্যি সত্যিই) যালেমদের মৃত্যু-যন্ত্রণা (উপস্থিতি) হবার  
সময়টা তুমি দেখতে পেতে! যখন (মৃত্যুর) ফেরেশ্তারা  
তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণবায়ু  
বের করে দাও; তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যেসব  
অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর ব্যাপারে যে (ক্ষমাহীন)  
ঔন্দত্য প্রকাশ করতে, তার বিনিময়ে আজ অত্যন্ত  
অবমাননাকর এক আযাব তোমাদের দেয়া হবে।

৯৪. (আজ) তোমরা আমার সামনে নিসঙ্গ অবস্থায়  
এলে, যেমনি নিসঙ্গ অবস্থায় আমি তোমাদের প্রথমবার  
সৃষ্টি করেছিলাম, অতপর তোমাদের আমি যা কিছু  
(বিষয় সম্পদ) দান করেছি, তার সবটুকুই তোমরা  
পেছনে ফেলে এসেছো, তোমাদের সাথে তোমাদের  
সুপারিশকারী ব্যক্তিদের— যাদের তোমরা মনে করতে  
তারা তোমাদের (কাজকর্মের) মাঝে অংশীদার—  
(কই) তাদের তো (আজ) তোমাদের মাঝে দেখতে  
পাচ্ছি না! বস্তুত তাদের এবং তোমাদের মধ্যকার সেই  
সম্পর্ক ছিল ভিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের ব্যাপারে  
তোমরা যা ধারণা করতে তাও আজ নিষ্কল হয়ে  
গেছে।

وَمَا قَدْ رُوا اللَّهُ حَقٌّ قَدْ رَأَى إِذْ قَالُوا مَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ  
أَنْزَلَ الْكِتَبَ الَّتِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا  
وَهَذِهِ لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ  
تَبْدِلُونَهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا وَعِلْمَتِرِ ما  
لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبْلُوكُمْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمْ  
ذَرْهُ فِي خَوْضِهِ يَلْعَبُونَ ⑤

وَهَذِهِ أَكْتَبَ اللَّهُ مِنْ بَرَكَاتِ مَصِدِّقِ الَّتِي  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَتَنْتَرِ رَأْمَ القُرْبَى وَمَنْ حَوْلَهَا  
وَالَّتِي يَؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ  
وَهُنَّ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا أَوْ  
قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ  
قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْتَرِيَ أَذْ  
الظَّلَمِيُّونَ فِي غَمْرَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلِكَةُ بَاسِطُوا  
أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ  
عَنْ أَبِ الْمَوْتَنِ بِمَا كَنْتُمْ تَقْلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ  
الْحَقِّ وَكَنْتُمْ عَنِ الْحَقِّ تَسْتَبِّرُونَ ⑥

وَلَقَلْ جَئْتُمُونَا فَرَادِيَ كَمَا حَلَقْنَكُمْ  
أَوْلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوْلَنَكُمْ وَرَاءَ  
ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعْكُمْ شُفَعَاءَ كَمْ  
الَّتِي زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كِمْ شَرَكُوا  
لَقَنْ تَقْطَعَ بَيْنَكُمْ وَفَلَّ عَنْكُمْ مَا كَنْتُمْ  
تَرْزَعُونَ ⑦

৯৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শস্যবীজ ও আঁটিগুলো অংকুরিত করেন, তিনি নিজীব (কিছু) থেকে জীবন্ত (কিছু) বের করে আনেন, (আবার) তিনিই জীবন্ত (কিছু) থেকে নিজীব (কিছু) নির্গত করেন; এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, (এরপরও) তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে!

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبَّ وَالنَّوْيٍ يُخْرِجُ  
الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ  
الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ ④٦

৯৬. (রাতের শেষে) তিনিই উষার উন্নোম ঘটান, তিনি রাতকে তোমাদের বিশ্বামের জন্যে বানিয়েছেন এবং (দিন তারিখের) হিসাব কিতাবের জন্যে তিনি চাঁদ ও সুরজ বানিয়েছেন, এসব কিছুই হচ্ছে পরাক্রমশালী ও মহাজনী আল্লাহ তায়ালার নির্ধারণ করা।

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ الْيَلَ سَكَناً  
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْنِيرٌ  
الْعَزِيزُ الْعَلِيُّ ④٧

৯৭. তিনি তোমাদের জন্যে অসংখ্য তারকা বানিয়ে রেখেছেন যেন তোমরা তা দিয়ে জলে-স্থলের আধারে পথের দিশা পেতে পারো, যে সম্পদায়ের লোকেরা (এসব রহস্যের কথা) জানে, তাদের জন্যে আমি আমার নির্দর্শনসমূহ খুলে খুলে বর্ণন করেছি।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْوَمَ لِتَهْتَمِّ وَ  
بِمَا فِي ظُلْمِتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَلْ فَصَلَّا  
الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ④٨

৯৮. তিনি তোমাদের মাত্র একটি ব্যক্তিসম্মত থেকে পয়দা করেছেন, অতপর (এখানে তোমাদের) থাকার ও মালসামান রাখার জায়গা (বানানো) হলো, জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আমার নির্দর্শনগুলোকে (এভাবেই) বিস্তারিত বর্ণন করেছি।

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
فَمُسْتَقِرٌ وَمُسْتَوْدِعٌ قَلْ فَصَلَّا إِلَيْتِ  
لِقَوْمٍ يَفْقِهُونَ ④٩

৯৯. তিনি আসমান থেকে পানি (-র ধারা) নাখিল করেন, অতপর সে পানি দিয়ে আমি সব রকমের উদ্ভিদ (ও গাছপালা) জন্মানোর ব্যবস্থা করি, তা থেকে সবুজ শ্যামল পাতা উদ্গত করি, (পরে) তা থেকে আমি পরম্পরার জড়নো ঘন শস্যদানা সৃষ্টি করি এবং (ফলের) ভারে নুরে পড়া খেজুরের গোছা বের করে আনি, আংগুরের উদ্যানমালা, জলপাই ও আনার পয়দা করি, এগুলো একে অন্যের সদৃশ হয়, আবার (একটার সাথে) আরেকটার গরমিলও থাকে; গাছ যখন সুশোভিত হয় তখন (এক সময়) তা ফলবান হয়, যখন ফলগুলো পাকতে শুরু করে, তখন তোমরা এই সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখো; অবশ্যই এতে সৈমান্দার লোকদের জন্যে বহু নির্দর্শন রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا  
بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضْرًا  
نَخْرُجُ مِنْهُ حَبَّاً مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ  
طَلْعَاهَا قَنْوَانَ دَانِيَةً وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ  
وَالْزِيَّتِ وَالرَّمَانِ مُشْتَبِهً وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ  
أَنْظَرْنَا إِلَى شَمَرَةٍ إِذَا أَتَمْ رَوْيَنِهِ إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَأْيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ⑤٠

১০০. তারা জীৱনকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে, অথচ জীৱনদের তিনিই পয়দা করেছেন, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তারা তাঁর ওপর পুত্র-কন্যা ধারণের অপবাদও আনয়ন করে, অথচ তিনি মহিমাবিত, এরা যা বলে তিনি তার চাইতে অনেক মহান ও পবিত্র।

وَجْعَلَوْلَهُ شَرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا  
لَهُ بَنِينَ وَبَنِتَ بِغِيرٍ عَلَيِّ سَبَكَهُ  
وَتَعْلَى عَمَّا يَصْفُونَ ⑤১

১০১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (একক) উদ্ভাবক। (তুমি বলো;) তাঁর সন্তান হবে কি ভাবে, তাঁর (তো) সংগঠনীয় নেই, সব কিছু তিনিই পয়দা করেছেন এবং সব কিছু সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِّي يَكُونُ  
لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ  
شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑤২

১০২. আল্লাহ তায়ালা- তোমাদের রব, তিনি ছাড়া শুল্ক নেই, সব কিছুর মুষ্টা (তিনি),  
আর কোনো মারুদ নেই, সব কিছুর খালق কুল শুল্ক নেই।  
সুতরাং তোমরা তাঁরই এবাদাত করো, সব কিছুর  
ওপর তিনিই তত্ত্বাবধায়ক।

১০৩. কোনো দৃষ্টিই তাঁকে দেখতে পায় না, (অথচ) তিনি সব কিছুই দেখতে পান, তিনি সূক্ষ্মদশী, তিনি  
সব কিছুর খোঁজ-খবর রাখেন।

১০৪. তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ  
থেকে (সূক্ষ্ম ও দৃষ্টিসম্পন্ন) নির্দশন এসেছে, অতপর  
যদি কোনো ব্যক্তি (তা) দেখতে পায়, তাহলে সে  
দেখবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, আবার যদি  
কেউ (তা না দেখে) অঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে তার  
দায়িত্ব তার ওপরই (বর্তাবে। তুমি বলো); আমি  
তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই।

১০৫. আমি এভাবেই আমার আয়তগুলো বর্ণনা করি,  
যাতে করে তারা (একথা) বলতে পারে, তুমি (ভালো  
করেই এসব) পড়ে এসেছো এবং যারা জ্ঞানী তাদের  
জন্যেও যেন আমি তা সুস্পষ্ট করে দিতে পারি।

১০৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো  
যা তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার কাছে নাযিল  
করা হয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মারুদ নেই,  
যারা শেরেকে লিঙ্গ, তাদের তুমি এড়িয়ে চলো।

১০৭. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাহলে এরা  
কেউই শেরেক করতো না; আমি (কিন্তু) তোমাকে  
তাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠাইনি, তুমি  
তো তাদের ওপর কোনো অভিভাবকও নও।

১০৮. তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে,  
তোমরা তাদের গালি-গালাজ করো না, নইলে তারা  
শক্রতার বশবর্তী হয়ে- না জেনে আল্লাহ তায়ালাকে  
গাল দেবে; এভাবেই আমি প্রত্যেকের জাতির কাছে  
তাদের নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন করে রেখেছি,  
অতপর তাদের ফিরে যাবার জায়গা হলো তাদের  
মালিকের কাছে, (তারপর) তিনি তাদের বলে দেবেন,  
তারা (যুনিয়ায়) কি করে এসেছে।

১০৯. এরা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে,  
যদি তাদের কাছে কোনো নির্দশন আসে, তাহলে  
অবশ্যই তারা তার ওপর ঈমান আনবে; তুমি বলো,  
নির্দশন পাঠানো (সম্পূর্ণত) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপার,  
তুমি কি জানো যে, নির্দশন এলেও এরা কিন্তু ঈমান  
আনবে না।

১১০. আমি তাদের অন্তকরণ ও দৃষ্টিশক্তিকে  
(অন্যদিকে) ফিরিয়ে দেবো, যেমন তারা প্রথম বারেই  
এ (কোরআনের) ওপর ঈমান আনেনি এবং আমি  
(এবার) তাদের অবাধ্যতার আবর্তে ঘূরপাক খাওয়ার  
জন্যে ছেড়ে দেবো!

وَكُلْ لَكَ نُصْرَفُ الْأَيْتَ وَلِيَقُولُوا  
دَرَسْتَ وَلَنْبِينَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ابْصَرَ فَلَنْفَسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا  
أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ

اتَّبَعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِ  
حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

وَلَا تَسْبِوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَيُسَبِّبُوا اللَّهَ عَلَىٰ وَابْغِيرُ عِلْمِهِ كُلْ لَكَ زَيْنَا  
لِكُلِّ أَمَةٍ عَمَلَهُمْ نَمَرُ الْرَّبِيعِ مِرْجَعُهُمْ  
فِينَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهَنَّمَ أَيْمَانَهُمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ  
آيَةٌ لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ آنِي أَلَا إِيَّتُ عَنِ اللَّهِ  
وَمَا يَشْعُرُ كُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

وَنُقْلِبُ أَفْئَلَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا  
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْهُمْ فِي  
طَفْيَانَهُمْ يَعْمَلُونَ



وَلَوْ أَنَّا نَرَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلِمَتُهُ  
الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا  
مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلِكُنْ  
أَكْفَارُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿٤﴾

১১১. আমি যদি তাদের কাছে (আমার) ফেরেশ্তাদেরও নাযিল করি, মৃত ব্যক্তিরাও যদি (কবর থেকে উঠে এসে) তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করে এবং আমি যদি (দুনিয়ার) সমুদয় বস্তুও এনে তাদের ওপর জড়ো করে দেই, তবু এরা ঈমান আনবে না, অবশ্য যদি আল্লাহ তায়ালা (ভিন্ন কিছু) চান (তা আলাদা। আসলে), এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই মূর্খতার আচরণ করে।

وَكُلَّ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَلَّ وَشَيَطِينَ  
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ إِلَى  
بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ  
رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَرَهْرَ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿٥﴾

১১২. আমি এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্যে (তাদের যুগে) মানুষ ও জীবন্দের থেকে (কিছু কিছু দুশ্মন বানিয়ে রেখেছি, যারা প্রতারণা করার উদ্দেশে একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা বলে, তোমার রব চাইলে তারা এটা করতো না, তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা যা পারে মিথ্যা রচনা করে বেড়াক!

وَلَتَصْفِي إِلَيْهِ أَفْئَةً الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضُوا وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُرْ  
مَقْتَرُونَ ﴿٦﴾

১১৩. (এটা এ জন্যে যে,) যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের মন এর ফলে শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে, যেন তারা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, (সর্বোপরি) তারা যেসব কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলো, এর ফলে নির্বিঘ্নে তারা তাও চালিয়ে যেতে পারে।

أَفَغَيْرُ اللَّهِ أَبْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ  
إِلَيْكُمُ الْكِتَبَ مُفْصَلًا وَالَّذِينَ يَنْهَا  
الْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ رِبِّكَ  
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُتَرَيِّنِ ﴿٧﴾

১১৪. (তুমি বলো,), আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালাকারী সন্ধান করবো, (অর্থ) তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি (এই বিচার ফয়সালার জন্যে) তোমাদের কাছে সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন; (আগে) যাদের আমি আমার কিতাব দান করেছিলাম তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়েই এটা নাযিল করা হয়েছে, অতএব তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না।

وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِلْقًا وَعَلَّ لَأْلَأْ  
مَبْلَلٌ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ ﴿٨﴾

১১৫. ন্যায় ও ইনসাফ (-এর আলোকে) তোমার মালিকের কথাগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সব শোনেন সব জানেন।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُفْلِوْكَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ  
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٩﴾

১১৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে; (কেননা) এরা নিছক কিছু আন্দায় অনুমান ছাড়া আর কিছুরই অনুসরণ করে না, এবং এরা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলেও না।

إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَفْلِلُ عَنْ سَبِيلِهِ  
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمَهْتَدِينَ ﴿١٠﴾

১১৭. নিসন্দেহে তোমার মালিক (এ কথা) ভালো করেই জানেন- কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হচ্ছে, (আবার) কে সঠিক পথের অনুসারী- তাও তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ كَنْتُمْ  
যারْ وَوْپَرْ (যবাইর সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম  
নেয়া হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতে  
বিশ্বাসী হও!

بِإِيمَانٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤﴾

১১৯. তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্মের গোশ্ত) খাবে, যার ওপর (যবাইর সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতে বিশ্বাসী হও!

১২০. তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্মের গোশ্ত) কেন খাবে না, যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, (বিশেষ করে যখন) তিনি খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তোমাদের ওপর কোন্ কোন্ বস্তু হারাম করেছেন— সে কথা অবশ্যই আলাদা— যখন তোমাদের তার জন্যে একান্ত বাধ্য করা হয়। অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো (অন্যদের) বিপথে চালিত করে; নিসন্দেহে তোমার রব সীমালংঘনকারীদের ভালো করেই জানেন।

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكِلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمَرُ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
مَا أَضْطَرِ رَتَمَ الْأَيْدِيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيَضْلُوْنَ  
بِهِ هُوَ أَئِمَّهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمَعْتَنِيْبِينَ ﴿৫﴾

১২০. তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, (বেঁচে থাকো) তার গোপন অংশ থেকেও; অবশ্যই যারা কোনো গুনাহ অর্জন করবে, অচিরেই তাদের কৃতকর্মের যথাযথ ফল তাদের প্রদান করা হবে।

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَشْرِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ  
يَكْسِبُونَ الْأَشْرَ سَيْجِزُونَ بِمَا كَانُوا  
يَقْتَرِفُونَ ﴿৬﴾

১২১. (যবাইর সময়) যার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়নি, সে (জন্মের গোশ্ত) তোমরা কখনো খাবে না, (কেননা) তা হচ্ছে জগন্য গুনাহের কাজ; অবশ্যই শয়তানরা তাদের সংগী-সাথীদের মনে প্রেরোচনা দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে (এ নিয়ে) তর্ক বিতর্ক করে, যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরা মোশরেক হয়ে যাবে।

وَلَا تَأْكِلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ أَسْمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَأَنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَيْنَ لَيُوْحُونُ  
إِلَى أَوْلَيَّهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ  
أَطْعَمُهُمْ هُنَّ لِمَشِرِّكُونَ ﴿৭﴾

১২২. যে ব্যক্তি (এক সময়) ছিলো মৃত, অতপর আমি তাকে জীবিত করলাম, (তদুপরি) তার জন্যে এমন এক আলোকবর্তিকাও আমি বানিয়ে দিলাম, যার (আলো) দিয়ে মানুষের মাঝে সে চলতে পারছে, সে কি কখনো সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এমন অন্ধকারে (পড়ে) আছে, যেখান থেকে সে (কোনোক্রমেই) বেরিয়ে আসতে পারছে না; এভাবেই কাফেরদের জন্যে তাদের কর্মকাঙ্কে শোভনীয় (ও সুখকর) বানিয়ে রাখা হয়েছে।

أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ  
نُورًا يَمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مُثْلِهِ فِي  
الظُّلْمِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ  
رُزْبَنِ لِلْكَفِرِيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿৮﴾

১২৩. এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে তার বড়ো বড়ো কিছু অপরাধী বানিয়ে রেখেছি, যেন তারা সেখানে (অন্যদের) ধোকা দিতে পারে; (আসলে) এসব কিছুর মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অর্থাৎ তারা নিজেরা এ কথাটা মোটেই উপলক্ষি করছে না।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيْةٍ أَكْبَرَ  
مَجْرِمِيْهَا لِيُمْكِرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا  
بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿৯﴾

১২৪. তাদের কাছে যখনি (আল্লাহর) কোনো আয়াত আসে তখন তারা বলে, আমরা এর ওপর কখনো ঈমান আনবো না,

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ أَيَّةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ  
❖ ১৫৬ ❖ www.alquranacademylondon.org

যতোক্ষণ না আমাদেরও তাই দেয়া হয় যা আল্লাহর  
রসূলদের দেয়া হয়েছে। (অথচ) আল্লাহ তায়ালা  
ভালো করেই জানেন তাঁর রেসালাত তিনি কোথায়  
রাখবেন; যারা (এ) অপরাধ করেছে তারা অচিরেই  
আল্লাহর কাছে অপমান ও কঠিন আ্যাবের সমুখীন  
হবে, কেননা তারা (আল্লাহ তায়ালাৰ সাথে) প্রতারণা  
করছিলো।

حَتَّىٰ تُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أَوْتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مَّا  
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ  
سَيِّصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَفَّارٌ عَنَ اللَّهِ  
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿৩﴾

১২৫. আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে সৎপথে পরিচালিত  
করতে চান, তাহলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্যে  
খুলে দেন, (আবার) যদি চান কাউকে বিপত্তগামী  
করবেন তাহলে তার হৃদয়কে তিনি সংকীর্ণ করে  
দেন, (এ অবস্থায় তার পক্ষে ইসলামের অনুসরণ  
করা এমন কঠিন হয়) যেন কোনো একজন ব্যক্তি  
আকাশে চড়তে চাইছে; আর যারা (আল্লাহর ওপর)  
বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদের  
ওপর (অপমান, লাঞ্ছনা ও) নাপাকী ছেয়ে দেন।

فَمَنْ يَرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَ يَقْرَئَهُ سَرِيرَةً  
لِإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدَ أَنْ يَضْلِلَ يَجْعَلَ  
سَرِيرَةً سِيقَاحَ كَانِمًا يَصْعُبُ فِي السَّمَاءِ  
كُلَّ لَكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ  
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿৩﴾

১২৬. (মূলত) এটিই হচ্ছে তোমার মালিকের  
(দেখানো) সহজ সরল পথ; আমি অবশ্যই আমার  
আয়াতসমূহকে উপগদেশ প্রহণে আগ্রহীদের জন্যে  
বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

وَهُنَّ اصْرَاطٍ رَّبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَنْ فَصْلَانِي  
الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿৩﴾

১২৭. তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (তাদের) জন্যে  
শাস্তির এক সুন্দর নিবাস, আল্লাহ তায়ালাই তাদের  
অভিভাবক, (দুনিয়ায়) তারা যা করতো এটা হচ্ছে  
তারই বিনিময়।

لَهُمْ دَارُ السَّلَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيَهُمْ  
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿৩﴾

১২৮. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন,  
(তখন তিনি শয়তানরূপী জিনদের বলবেন,) হে জিন  
সম্প্রদায়, তোমরা তো অনেক মানুষকেই গোমরাহ  
করেছো, (এ সময়) মানুষের ভেতর থেকে (যারা)  
তাদের বন্ধু (তারা) বলবে, হে আমাদের রব,  
আমাদের একজন একেকজনকে (ব্যবহার করে)  
দুনিয়ার জীবনে প্রচুর লাভ কামিয়েছে, আর এভাবেই  
আমরা চূড়ান্ত সময়ে এসে হাথির হয়েছি, যা তুমি  
আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে; আল্লাহ  
তায়ালা বলবেন, (হাঁ, সে জন্যেই আজ) তোমাদের  
ঠিকানা (হবে জাহানামের) আগুন, সেখানে তোমরা  
চিরকাল থাকবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা কিছু  
চাইবেন (তা আলাদা); তোমার মালিক অবশ্যই  
প্রজাময়, সম্যক অবহিত।

وَيَوْمَ يَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَلُونَ  
قَدْ اسْتَكْثَرُتْ مِنَ الْإِنْسِينَ وَقَالَ  
أَوْلَيُؤْمِنُ مِنَ الْإِنْسِينَ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ  
بَعْضُنَا بَعْضًا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي  
أَجَلَتْ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُوِّكُمْ خَلِيلُ  
فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ رَبَّكَ حَكِيمٌ  
عَلَيْهِ ﴿৩﴾

১২৯. এভাবে আমি একদল যালেমকে তাদেরই  
(অন্যায়) কার্যকলাপের দরুণ আরেক দল  
(যালেম)-এর ওপর ক্ষমতাবান করে দেই।

وَكُلَّ لَكَ نُولٌ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا  
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿৩﴾

১৩০. (আল্লাহ তায়ালা সেদিন আরো বলবেন,)  
হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি

يَمْعَلُونَ  
الْجِنِّ وَالْإِنْسِينَ الْمَرْيَاتِ كُمْ رَسُولٌ

مَنْكِرٌ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِيٌ وَيَنْدِرُونَكُمْ  
لَقَاءٌ يَوْمَ كُمْرٌ هُنَّا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى  
أَنفُسِنَا وَغَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الَّذِيَا وَشَهِدُوا  
عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كُفَّارِيْنَ

ذَلِكَ أَن لَرِيْكَنْ رَبِّكَ مَهْلِكَ الْقُرْيَ  
بِظَلَّمٍ وَأَهْلَهَا غَلُونَ

১৩১. এটা এ জন্যে, তোমার রব অন্যায়ভাবে এমন কোনো জনপদের মানুষকে কখনো ধৰ্স করেন না, যার অধিবাসীরা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) সম্পূর্ণ গাফেল থাকে।

১৩২. তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই (তার) মর্যাদা রয়েছে, তোমার রব তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে উদাসীন নন।

وَلِكُلِّ دَرَجَتِ مِمَا عَمِلُوا وَمَا رَبَّكَ  
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

১৩৩. তোমার রব কারো মুখাপেশ্বী নন, দয়া অনুগ্রহের মালিক তিনি; তিনি যদি চান তাহলে তোমাদেরকে (এই জনপদ থেকে) সরিয়ে নিতে পারেন এবং তোমাদের পরে অন্য যাদের তিনি চান এখানে বসিয়েও দিতে পারেন, যেমনি করে (এক সময়) তিনি তোমাদেরও অন্য সম্পন্দায়ের বংশধর থেকে উত্থান ঘটিয়েছেন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءُ  
يُلْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِ كُمْرٍ مَا يَشَاءُ  
كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذِرَبَةٍ قَوْمًا أَخَرِيْنَ

১৩৪. তোমাদের (আজ) যে প্রতিশ্রূতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, আর তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ব্যর্থ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না।

إِنَّ مَا تُوعَلُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِعَاجِزِيْنَ

১৩৫. (হে নবী, তুমি বলো) হে আমার জাতি, তোমরা নিজ জায়গায় (কাজ) করে যাও, আমিও (আমার করণীয়) করে যাবো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার জন্যে পরিগামের (জাল্লাতের) ঘরটি (নির্দিষ্ট) রয়েছে; নিসন্দেহে যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না।

قُلْ يَقُولُ مَعْلُوًّا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ أَنِّي عَامِلٌ  
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ  
الَّذِيْلِمُونَ

১৩৬. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে শস্য উৎপাদন করেছেন ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, এ (মূর্খ) ব্যক্তিরা তারই এক অংশ (আল্লাহর জন্যে) নির্দিষ্ট করে রাখে এবং নিজেদের খেয়ালখুশীমতো (একথা) বলে যে, এ অংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, আর এ অংশ হচ্ছে আমাদের শরীক (দেবতা)দের জন্যে, অতপর যা তাদের দেবতাদের জন্যে রাখা হয় তা আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌছায় না, (যদিও) আল্লাহর (নামে) রাখা অংশ শেষতক তাদের দেবতাদের কাছে গিয়েই পৌছে; কতো নিকৃষ্ট তাদের এ বিচার!

وَجَعَلَوْلَهُ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ  
نَصِيبًا فَقَالُوا هُنَّا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُنَّا  
لِشَرِّكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشَرِّكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُّ  
إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ بَصِلُّ إِلَى  
شَرِّكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

১৩৭. এভাবে বহু মোশরেকের ক্ষেত্রেই তাদের শরীক (দেবতা)রা

وَكَلِّ لَكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

তাদের আপন সন্তানদের হত্যা করার (ঝণ্য) কাজটিকেও ۸۸۸۸۸  
একান্ত শোভনীয় করে রেখেছে, এর দ্বারা সে (আসলে)  
তাদের ধৰ্ষসই সাধন করতে চায় এবং তাদের গোটা জীবন  
বিধানকেই তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত করে  
দিতে চায়, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা এ কাজ  
করতো না, তুমি তাদের (তাদের অবস্থার ওপর) ছেড়ে  
দাও, মিথ্যা রচনা নিয়ে (তাদের ব্যস্ত) থাকতে দাও।

قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شَرًّا كَوَافِرَهُمْ لِيَرْدُوهُمْ  
وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
مَا فَلَوْهُ فَلَرَهُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿٥﴾

১৩৮. তারা বলে, এসব গবাদিপশু এবং এ খাদ্যশস্য ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪  
নিষিদ্ধ (তালিকাভুক্ত), আমরা যাকে চাইবো সে ছাড়া  
অন্য কেউ তা খেতে পারবে না, এটা তাদের (মনগড়া  
একটা) ধারণা মাত্র, (তারা মনে করে) কিছু গবাদিপশু  
আছে যার পিঠ (আরোহণ কিংবা মাল সামান রাখার  
জন্যে) নিষিদ্ধ, আবার কিছু গবাদিপশু আছে যার ওপর  
(যবাই করার সময়) তারা আল্লাহর নাম শ্রবণ করে  
না, আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশেই  
(তাদের) এসব অপচেষ্টা; অচিরেই তিনি তাদের এ  
মিথ্যাচারের জন্যে তাদের (যথাযথ) প্রতিফল দান  
করবেন।

১৩৯. তারা বলে, এসব গবাদিপশুর পেটে যা কিছু  
আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং  
আমাদের (মহিলা) সাথীদের জন্যে (তা) হারাম, তবে  
যদি এ (পশুর পেটে) মরা কিছু থাকে তাহলে তাতে  
তারা (নারী-পুরুষ) উভয়েই সমান অংশীদার; আল্লাহ  
তায়ালা অতি শীত্যই তাদের এ ধরনের উন্নত কথা  
বলার প্রতিফল দান করবেন; নিসন্দেহে তিনি প্রবল  
প্রজ্ঞাময়, তিনি সর্বজ্ঞ।

১৪০. যারা নির্বুদ্ধিতা ও অভ্যর্তার বশবর্তী হয়ে নিজে  
দের সন্তানদের হত্যা করলো এবং আল্লাহ তায়ালা  
তাদের যে রেয়েক দান করেছেন তা নিজেদের ওপর  
হারাম করে নিলো এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর  
মিথ্যা আরোপ করলো— তারা দারণগতাবে ক্ষতিগ্রস্ত  
হয়ে গেলো, তারা পথভঙ্গ হয়ে গেলো, এরা কখনো  
সংপথের অনুসারী ছিলো না।

১৪১. তিনি (মহান আল্লাহ তায়ালা)- যিনি নানা  
প্রকারের উদ্যান বানিয়েছেন, কিছু লতা-গুলা, যা  
কোনো কান্দ ছাড়াই মাচানের ওপর তুলে রাখা  
(হয়েছে), আবার (কিছু গাছ) যা মাচানের ওপর  
তুলে রাখা হয়নি (স্থীয় কান্দের ওপর এমনিই দাঁড়িয়ে  
আছে। তিনি সৃষ্টি করেছেন), খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন  
প্রকারের খাদ্যশস্য ও আনার (এগুলো স্বাদে গন্ধে এক  
রকমও হতে পারে), আবার তা ভিন্ন ধরনেরও হতে  
পারে, যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল  
খাও, তোমরা ফসল তোলার দিনে (যে বর্ষিত) তার  
হক আদায় করো, কখনো অপচয় করো না; নিসন্দেহে  
আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هُنَّ هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ  
لِّنُكُورُنَا وَمَحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنَّ  
يَكِنْ مِيَتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيِّجِزُهُمْ  
وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيْهِ ﴿১০﴾

قَدْ خَسَرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاءٌ  
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَلِّينَ ﴿১১﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جِنَّتٍ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ  
مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلَهُ وَالرِّيَّতُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتْوَا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿১২﴾

১৪২. গবাদিপশুর মধ্যে (কিছু হচ্ছে উঁচু) ভারবাহী, আর কিছু হচ্ছে (ভার বহনের অনুপোয়েগী) যমীনের সাথে লেগে থাকা (খাবার উপযোগী) জস্ত, আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের দান করেছেন তা তোমরা খাও এবং এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُرَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعُوا خُطُونَ الشَّيْطَنِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عِدْلٌ وَمِبِينٌ ﴿৩৪﴾

১৪৩. (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিয়েছেন) আট প্রকারের গৃহপালিত জস্ত, (প্রথমত) তার দুটো মেষ, (দ্বিতীয়ত) তার দুটো ছাগল, (হে মোহাম্মদ), তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দু'টো অথবা তাদের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তার কোনোটি (কি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে) হারাম করেছেন? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

ثَمَنِيَةً أَزَوَّجْ مِنَ الْفَلَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ حَرَّمَ إِلَيْهِمَا اثْنَيْنِ أَمَا اشْتَمَلتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ نَبَئْنَاهُ بِعِلْمٍ إِنْ كَنْتَ مِنْ قَيْمَنِ ﴿৩৫﴾

১৪৪. (ত্বরিত) দুটো উট, (চতুর্থত) দুটো গরু; এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দুটো কি আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, অথবা এদের উভয়ের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তা (কি তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন)? আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদের এই (হারামের) আদেশ দিয়েছিলেন তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? অতপর তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে অভিভাবশত আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

وَمِنَ الْأَبِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ حَرَّمَ إِلَيْهِمَا اثْنَيْنِ أَمَا اشْتَمَلتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ أَمْ كَنْتَ مِنْ شَهِيدَاءِ أَذْ وَصَمَرْ كَمْ اللهُ بِهِ أَدَاءَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَآيَمِلِي الْقَوْمَ الظَّلَمِيْنِ ﴿৩৬﴾

১৪৫. (হে মোহাম্মদ), তুমি বলো, আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে (তাতে) একজন ভোজনকারী (সাধারণত) যা খায় তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস তো আমি পাছি না— যাকে হারাম করা হয়েছে, (হাঁ, তা যদি হয়) মরা জস্ত, প্রবাহিত রক্ত এবং শুয়োরের গোশ্ত (তাহলে তা অবশ্যই হারাম), কেননা এসব হচ্ছে নাপাক, অথবা এমন (এক) আবৈধ (জস্ত) যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) অতীচি (তার) কোনো নাফরমানীর ইচ্ছা না থাকে, প্রয়োজনের বাইরে সীমালংঘন না করে, তাহলে (তার ক্ষেত্রে) তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ لَا أَجِلٌ فِي مَا أَوْحَى إِلَيْهِ مَحْرُمًا عَلَى طَاغِيْرِ يَطْعَمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللهِ يَدِهِ فَمَنْ أَنْطَرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنْ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿৩৭﴾

১৪৬. আমি ইহুদীদের ওপর নখযুক্ত সব পশুই হারাম করে দিয়েছিলাম, গরু এবং ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, তবে (জস্তুর চর্বির) যা কিছু তাদের উভয়ের পিঠ, আঁত কিংবা হাড়ের সাথে জড়ানো থাকে তা হারাম ছিলো না। এভাবে (এগুলোকে হারাম করে) আমি তাদের অবাধ্যতার জন্যে তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম, নিসন্দেহে আমি সত্যবাদী।

وَقَوْنَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِمِ حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ شَحْوَمَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورَهُمْ أَوْ الْحَوَافِيْأَا أَوْ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ بِذَلِكَ جَزِينَهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ﴿৩৮﴾

১৪৭. (এরপরও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে  
তাহলে তুমি বলো, অবশ্যই তোমাদের রব বিশাল  
দয়ার আধার, (তবে) অপরাধী সম্প্রদায়ের ওপর থেকে  
তাঁর শান্তি (কারো পক্ষেই) ফেরানো সম্ভব নয়।

فَإِنْ كَلَّ بُوكَ فَقَلْ رَبِّكَمْ ذُرْ رَحْمَةً وَاسْعَةً  
وَلَا يَرِدْ بِأَسْهَدِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ④৩

১৪৮. অচিরেই এ মোশেরেক লোকগুলো বলতে শুরু  
করবে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা  
ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শেরেক করতাম না, না  
এভাবে আমরা কোনো জিনিস নিজেরা হারাম করে  
নিতাম; (তুমি বলো, এর) আগেও অনেকে এভাবে  
(আল্লাহর আয়াত) অস্বীকার করেছে; অস্বীকার করতে  
করতে তারা আমার শান্তির স্বাদও ভোগ করেছে;  
তুমি বলো, তোমাদের কাছে কি সত্যিই কোনো জ্ঞান  
(মজুদ) রয়েছে? (থাকলে) অতপর তা বের করে  
আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা তো শুধু কল্পনার  
অনুসরণ করো এবং অনুসরণ করো শুধু মিথ্যার।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ  
مَا أَشْرَكَنَا وَلَا أَبَاوْنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ  
شَيْءٍ كَلِّ لَكَ كَلِّ بَالِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ  
مِنْ عِلْمٍ فَتَخْرُجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبَعُونَ  
إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَنْتُرِ إِلَّا تَخْرُصُونَ ④৪

১৪৯. তুমি বলো, (সব কিছুর) চূড়ান্ত প্রমাণ তো  
আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, তিনি যদি চাইতেন তাহলে  
তিনি তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করে  
দিতেন।

قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ  
لَهُدْ نَكْرُ أَجْمَعِينَ ④৫

১৫০. তুমি বলো (যাও), তোমরা তোমাদের সেসব  
সাক্ষী নিয়ে এসো— যারা একথার সাক্ষ্য দেবে যে,  
আল্লাহ তায়ালাই এসব জিনিস হারাম করেছেন।  
তারা যদি সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি তাদের সাথে  
কোনো সাক্ষ্য দিয়ো না, তুমি তাদের ইচ্ছা আকাঙ্খার  
অনুসরণ করো না যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার  
করেছে, যারা পরকালের ওপর দুমান আনেনি,  
সর্বোপরি তারা অন্য কিছুকেই তাদের মালিকের  
সমকক্ষ মনে করে,

قُلْ هَلْمَرْ شَهَدَ أَكْمَرُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ  
أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهَدُوا فَلَا تَشَهَّدْ  
مَعْهُمْ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَلَّ بُوا  
بِأَيْنَتَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ  
بِرَبِّهِمْ يَعْنِلُونَ ④৬

১৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের বলো, এসো  
আমিই তোমাদের বলে দেই— তোমাদের রব কোনু  
কোন জিনিস তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন,  
(হঁ, সে জিনিসগুলো হচ্ছে), তোমরা তাঁর সাথে  
অন্য কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে  
ভালো ব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশংকায় কখনো  
তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না;  
কেননা আমি তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহার  
যোগাই, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক তোমরা  
অশুলভার কাছে যেয়ো না, আল্লাহ তায়ালা যে  
জীবনকে তোমাদের জন্যে সম্মানিত করেছেন তাকে  
যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করো না; এ হচ্ছে  
তোমাদের (জন্যে আল্লাহ তায়ালার কতিপয় নির্দেশ),  
এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, আশা  
করা যায় তোমরা অনুধাবন করতে পারবে।

قُلْ تَعَالَوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ  
أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْ  
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ  
نَحْنُ نَرْزَقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
أَلَا بِالْحَقِّ ذُلِّكُمْ وَصِنْكُرْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ ④৭

১৫২. তোমরা এতীমদের সম্পদের কাছে যেয়ো না, তবে উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌছা পর্যন্ত (কোনো পদক্ষেপ নিলে তা ভিন্ন কথা), পরিমাপ ও ওয়ন (করার সময়) ন্যায্যভাবেই তা করবে, আমি কারো ওপর তার সাধ্যসীমার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপাই না, যখনি তোমরা কোনো ব্যাপারে কথা বলবে, তখন ইনসাফ করবে, যদি তা (তোমাদের একান্ত) আপনজনের (বিরণ্দে)-ও হয়, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া সব অংগীকার পূরণ করো; এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (তার কতিপয় বিধান); এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

১৫৩. এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ, অতএব তোমরা একমাত্র এরই অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো কয়েকটি বিধান; এর মাধ্যমে) তিনি তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।

১৫৪. অতপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম, (যেন) যে ব্যক্তি উভয় কাজ করেছে তার ওপর (আমার নেয়ামত) পূর্ণ হতে পারে এবং (এই কিতাব হচ্ছে) বিশদ হেদয়াত ও রহমত, যাতে করে (বনী ইসরাইলের) লোকেরা তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

১৫৫. এ হচ্ছে এমন একটি বরকতময় কিতাব যা আমিই নায়িল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে,

১৫৬. তোমরা যেন একথা বলতে না পারো যে, (আল্লাহর) কিতাব তো আমাদের আগের (ইহুদী ও খৃষ্টান এ) দুটো সম্প্রদায়কেই দেয়া হয়েছিলো, যদিও আমরা সেসব কিতাবের পাঠ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম!

১৫৭. অথবা এ কথাও যেন বলতে না পারে যে, যদি (ইহুদী খৃষ্টানদের মতো) আমাদের ওপরও কোনো কিতাব নায়িল করা হতো, তাহলে আমরা তাদের চাইতে বেশী সংগ্রহের অনুসারী হতাম, (আজ) তোমাদের কাছে (সত্যিই) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদয়াত ও রহমত (সর্বস্ব কিতাব) এসেছে (তোমরা এর অনুসরণ করো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে- যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَيْمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْبِيْزَانَ بِالْقُسْطِ لَا نَكِلْفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا وَإِذَا قَلَتِ الرِّفَاعِ لَوْلَا كَانَ ذَلِقَبِيْرِ وَبَعْدِهِ أَوْفَوا دُلْكِيرْ وَصَكِيرْ بِهِ لَعَلَكِيرْ تَذَكِرُونَ ﴿١٢﴾

وَأَنْ هَلْ أَصِرَّ أَطْرَافِيْ مُسْتَقِيْمَا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دُلْكِيرْ وَصَكِيرْ بِهِ لَعَلَكِيرْ تَتَقَوَّنَ ﴿١٣﴾

ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفَصِّيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِعَلِمَرْ بِلَقَاءِ رَبِّهِمْ يَؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾

وَهُنَّ أَكْتَبَ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ فَاتَّبِعُوهُ

وَاتَّقُوا اللَّعِلَّكَ تَرْحَمُونَ ﴿١٥﴾

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنَّمَا كُنَّا عَنِ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿١٦﴾

أَوْ تَقُولُوا لَوْلَا أَنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَا أَهْلِي مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمِنْ أَظْلَمِ مِمْنَ كَلَّ بِبِأْيِتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا

(জেনে রেখো), যারাই আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অচিরেই আমি তাদের এ জগন্য আচরণের জন্যে নিক্ষেপ শাস্তি দেবো।

سَنْجِرِي الَّذِينَ يَصْلِفُونَ عَنِ ابْيَتِنَا<sup>١</sup>  
سَوَّا الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصْلِفُونَ<sup>٢</sup>

১৫৮. তারা কি (এ জন্যে) প্রতীক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (আসমান থেকে) ফেরেশ্তা নাখিল হবে, কিংবা স্বয়ং তোমাদের রব তাদের কাছে এসে (কিতাব দিয়ে) যাবেন, অথবা মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো নির্দর্শনের কোনো অংশ (তাদের কাছে) আসবে, যেদিন সত্যিই তোমার মালিকের (পক্ষ থেকে এমন) কোনো নির্দর্শন আসবে, সেদিন তো (হবে কেয়ামতের দিন, তখন) যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমান দিয়ে ভালো কিছু অর্জন করেনি, তার জন্যে এ ঈমান কোনো উপকার দেবে না; (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তোমরাও প্রতীক্ষা করো, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

هُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلِكَةُ<sup>١</sup>  
يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ أَيْتِ رِبَّكَ<sup>٢</sup>  
يَوْمًا يَأْتِيَ بَعْضُ أَيْتِ رِبَّكَ لَا يَنْفَعُ  
نَفْسًا إِيمَانُهَا لَرْتَكْنَ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ<sup>٣</sup>  
كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انتَظِرُوا  
إِنَّا مُنْتَظِرُونَ<sup>٤</sup>

১৫৯. যারা নিজেদের ধীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই; অবশ্যই তাদের (ফয়সালার) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার হাতে, (যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কি করছিলো।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيَنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَاعًا<sup>١</sup>  
لَسْتَ مَنْ هُنْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى<sup>٢</sup>  
اللَّهِ تُمْرِنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ<sup>٣</sup>

১৬০. কেউ যদি একটা সৎকাজ নিয়ে (আল্লাহ তায়ালার সামনে) আসে, তাহলে তার জন্যে দশ গুণ বিনিময় থাকবে, (অপরদিকে) যদি কেউ একটা গুণাহের কাজ নিয়ে আসে, তাকে (তার) একটাই প্রতিফল দেয়া হবে, তাদের ওপর কোনোই যুক্তি করা হবে না।

مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا<sup>١</sup>  
وَمِنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجزَى إِلَّا مِثْلَهَا<sup>٢</sup>  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ<sup>٣</sup>

১৬১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, অবশ্যই আমার মালিক আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন- সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান দিয়েছেন, এটাই হচ্ছে ইবরাহীমের একনিষ্ঠ পথ, সে কখনো মোশারেকদের দলভুক্ত ছিলো না।

قُلْ إِنِّي هَلْ نَسِيَ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<sup>١</sup>  
دِيْنَنَا قِيَامًا مِلْلَةً أَبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ<sup>٢</sup>  
الْمُشْرِكِينَ<sup>٣</sup>

১৬২. তুমি বলো, অবশ্যই আমার নামায, আমার (আনুষ্ঠানিক) কাজকর্ম, আমার জীবন, আমার মৃত্যু-সব কিছুই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ  
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>١</sup>

১৬৩. তাঁর কোনো শরীর কেউ নেই, আর একথা (বলার জন্যেই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই হচ্ছি মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম।

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِنِ لِكَ أُمْرَتْ وَأَنَا أَوَّلُ<sup>١</sup>  
الْمُسْلِمِينَ<sup>٢</sup>

১৬৪. তুমি বলো, (এরপরও) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মালিক সন্ধান করে, কেবল বেড়াবে? অথচ তিনিই সব কিছুর রব;

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ<sup>١</sup>

(তাঁর বিধান হচ্ছে) প্রতিটি ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্যে নিজেই দায়ী হবে এবং (কেয়ামতের দিন) কোনো বোৰা বহনকারী ব্যক্তিই অন্য কোনো লোকের (পাপের) বোৰা বহন করবে না, অতপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের (আসল) মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, (সেদিন) তিনি তোমাদের সেসব কিছুই জানিয়ে দেবেন, যা নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা মতবিরোধ করতে।

وَلَا تَكُسْبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا  
تَزِرُ وَازْدَرْ وِزْرٌ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ  
مَرْجِعُكُمْ فَيَنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ ⑥

১৬৫. তিনিই সেই (মহান) সত্তা, যিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর খলিফা বানিয়েছেন এবং (এই কারণে তিনি) তোমাদের একজনকে অন্য জনের ওপর (কিছু বেশী) মর্যাদা দান করেছেন, যেন তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কৃতজ্ঞতার) পরীক্ষা নিতে পারেন; (জেনে রেখো,) অবশ্যই তোমার রব শান্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর, (আবার) তিনি বড়ো ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ  
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمْ  
فِي مَا أَتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ  
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑦

আয়াত ২০৬  
রুক্বু ২৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান হৈম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সুরা আল আ'রাফ  
মকায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম ছোয়া-দ,

الْمَصْ ①

২. (হে নবী,) এ গৃহ্ণ তোমার প্রতি নায়িল করা হয়েছে— যেন তুমি এর দ্বারা (কাফেরদের) ভয় দেখাতে পারো, দুমানদারদের জন্যে (এটি) একটি অ্যারণিকা, অতপর তার ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো প্রকারের সংকীর্ণতা না থাকে।

كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَآيْكَنِ فِي مَلَكَ حَرَجٍ  
مِنْ لِتَنِّ رَبِّهِ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ⑧

৩. (হে মানুষ, এ কিতাবে) তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তার বদলে তোমরা অন্য কোনো কৃত্পক্ষের অনুসরণ করো না; (আসলে) তোমাদের কম লোকাই উপদেশ মেনে চলো।

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبَعُوا  
مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَلَّ كَرُونَ ⑨

৪. এমন কতো জনপদকে আমি ধ্রংস করে দিয়েছি— তাদের ওপর আমার আয়ার আসতো রাতের বেলায় (যখন তারা ঘুমিয়ে থাকতো) কিংবা (আসতো মধ্য দিনে) যখন তারা বিশ্রাম করতো,

وَكَمْ مِنْ قَرِيرَةً أَهْلَكَنَا فَجَاءَهَا بَاسْتَأْ  
بِيَاتًاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ⑩

৫. আর যখন তাদের কাছে আমার আয়ার আসতো, তখন তারা এছাড়া আর কিছুই বলতো না যে, 'নিসন্দেহে আমরা ছিলাম যালেম।'

فَمَمَا كَانَ دَعَوْهُمْ أَذْجَاءُهُمْ بَاسْتَأْ  
أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَلَمِينَ ⑪

৬. যাদের কাছে নবী রসূল পাঠানো হয়েছিলো অবশ্যই আমি তাদের জিজেস করবো, (একইভাবে) আমি রসূলদেরও অবশ্যই প্রশ্ন করবো।

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑫

فَلْقَصْنَ عَلَيْهِرِ يُعْلَمُ وَمَا كَانَ غَائِبِينَ ⑤  
৭. অতপর আমি (আমার নিজস্ব) জ্ঞান দ্বারা তাদের কাছে তাদের কার্যাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করবো, আমি তো (সেখানে) অনুপস্থিত ছিলাম না!

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا حَقٌّ فَمَنْ تَقْلِيَ  
৮. সেদিনের (পাপ-পুণ্যের) পরিমাপ সত্য, (সেদিন) যার (এবং যাদের) ওয়নের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে,

مَوَازِينَةً فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑥

وَمِنْ خَفْتِ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا  
৯. আর যার (কিংবা যাদের) পাল্লা সেদিন হালকা হবে, তারা (হচ্ছে এমন সব লোক, যারা) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, কারণ এরা (দুনিয়ায়) আমার আয়তসমূহের সাথে যুগুম করতো।

أَنْفَسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِأَيْنَا يَظْلِمُونَ ⑦

وَلَقَدْ مَكْنُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ  
১০. অবশ্যই আমি তোমাদের (এই) যমীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, তাতে আমি তোমাদের জন্যে জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি; কিন্তু তোমরা (নেয়ামতের) খুব কমই শোকর আদায় করো।

فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَا تَشْكِرُونَ ⑧

وَلَقَنْ خَلْقَنَكُمْ تِمْ صُورَنَكُمْ تِمْ قَلَنَ  
১১. আমিই তোমাদের বানিয়েছি, তারপর আমিই তোমাদের (নানা) আকার দান করেছি, অতপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি, (সম্মানের জন্যে তোমরা) আদমকে সাজান করো, তখন সবাই সাজান করলো, একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে কিছুতেই সাজানাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না।

لِلْمَلَكَةِ أَسْجَدُوا لِادْمَعْ فَسَجَدُوا لِإِلَاهِ  
إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ⑨

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَا تَسْجُنَ إِذَا مَرْتَكَ  
১২. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে ইবলীস), আমি যখন (নিজেই) তোমাকে সাজান করার আদেশ দিলাম, তখন কোন জিনিস তোমাকে সাজান করা থেকে বিরত রাখলো? ইবলীস বললো (আমি কেন তাকে সাজান করবো), আমি তো তার চাইতে উত্তম, (কারণ) তুমি আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে, আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে।

وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ⑩

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرْ  
১৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও! এখানে (বসে) অহংকার করবে, এটা তোমার পক্ষে সাজে না- (তুমি এখান থেকে) বেরিয়ে যাও, তুমি অবশ্যই অপমানিতদের একজন।

فِيهَا فَأَخْرَجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ⑪

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ⑫

১৪. সে বললো (হে আল্লাহ), তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত (শয়তানী করার) অবকাশ দাও, যেদিন এ (আদম সন্তান)-দের পুনরায় (কবর থেকে) উঠানো হবে।

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ⑬

১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), অবশ্যই তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের মাঝে একজন।

قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتِنِي لَاقِعَدَنَ لَسْمِرْ  
১৬. সে বললো, যেহেতু তুমি এ (আদমের) জন্যেই আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলে, (তাই) আমি এদের (গোমরাহ করার) জন্যে অবশ্যই তোমার (প্রদর্শিত) সরল পথে (ওৎ পেতে) বসে থাকবো।

صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيرَ ⑭

১৭. অতপর (পথচার করার জন্যে) আমি অবশ্যই  
তাদের কাছে আসবো, আসবো তাদের সামনের দিক  
থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক  
থেকে, তাদের বাঁ দিক থেকে (ফলে) তুমি এদের  
অধিকাংশ লোককেই (তোমার) কৃতজ্ঞতা আদায়কারী  
(হিসেবে দেখতে) পাবে না ।

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ ④

১৮. আল্লাহ তায়ালা বললেন, বের হয়ে যাও তুমি  
এখান থেকে- অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়;  
যারাই তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি  
(তাদের এবং) তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহানাম  
পূর্ণ করে দেবো ।

১৯. (আল্লাহ তায়ালা আদমকে বললেন) তুমি এবং  
তোমার সাথী জান্নাতে বাস করতে থাকো এবং এর  
যেখান থেকে (যা) চাও- তা তোমরা খাও, কিন্তু এ  
গাছটির কাছেও যেয়ো না, (গেলে) তোমরা উভয়েই  
যালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে ।

২০. এরপর শয়তান তাদের দুঁজনকেই কুম্ভণা  
দিলো- যেন সে তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহ,  
যা তাদের পরম্পরের কাছ থেকে গোপন করে রাখা  
হয়েছিলো- প্রাকাশ করে দিতে পারে, সে (তাদের)  
বললো, তোমাদের রব এ গাছটির (কাছে যাওয়া)  
থেকে তোমাদের যে বারণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য  
এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, (সেখানে গেলে)  
তোমরা উভয়েই ফেরেশত হয়ে যাবে, অথবা তোমরা  
(জান্নাতে) চিরস্থায়ী হয়ে যাবে ।

২১. সে তাদের কাছে কসম করে বললো,  
আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের হিতাকাংখ্যাদের  
একজন ।

২২. অতপর সে তাদের দুজনকেই প্রতারণার জালে  
আটকে ফেললো, (এক সময়) যখন তারা উভয়েই  
সে গাছ (-এর ফল) আস্তান করলো, তখন তাদের  
লজ্জাস্থানসমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো,  
(সাথে সাথে) তারা জান্নাতের কিছু লাভ পাতা নিজেদের  
ওপর জড়িয়ে (নিজেদের গোপন স্থানসমূহ) ঢাকতে  
শুরু করলো; তাদের রব (তখন) তাদের ডাক দিয়ে  
বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছটি (-র  
কাছে যাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি  
তোমাদের একথা বলে দেইনি যে, শয়তান হচ্ছে  
তোমাদের উভয়ের প্রাকাশ্য দুশ্মন!

২৩. অতপর তারা দুজনেই বলে উঠলো, হে আমাদের  
রব, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছি,  
যদি তুমি আমাদের মাফ না করো এবং আমাদের  
(ওপর) দয়া না করো তাহলে আমরা অবশ্যই  
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো ।

سُمْ لَاتِيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ  
خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ  
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ ④

قَالَ اخْرَجَ مِنْهَا مَلَءَهُ رَوْمَادِ حُورًا لَمَنْ تَبْعَلَ  
مِنْهُ لَامَّئِنْ جَهَنَّمْ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ④

وَيَادِمْ أَسْكَنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكَلَّا  
مِنْ حِيثِ شَعْتِمَا وَلَا تَقْرَبَا هِنَّ الشَّجَرَةَ  
فَتَكُونُوا مِنَ الظَّلَمِيْنَ ④

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَنُ لِبِيْدِيْ لَهُمَا  
وَرَى عَنْهُمَا مِنْ سَوْأَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا  
رَبُّكُمَا عَنْ هِنَّ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْخَلِيلِيْنَ ④

فَلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ  
بَدَأُتْ لَهُمَا سُوَادُهُمَا وَطَفْقَا يَخْصِفُ  
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا  
الْمَرْأَةُ كُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلَ  
لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمَا عَلَّ وَمِبِينَ ④

قَالَ أَرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفَسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا  
وَتَرَحَّمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِيْنَ ④

২৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এবার) তোমরা সবাই <sup>فَقَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَوْ وَلَكُمْ</sup> এখান থেকে নেমে যাও (মনে রেখো), তোমরা <sup>فِي الْأَرْضِ مُسْتَقِرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ</sup> (ও শয়তান) একে অপরের দুশ্মন, সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশে তোমাদের জন্যে সেখানে বসবাসের জ্যায়গা ও জীবন-সামগ্ৰীৰ ব্যবস্থা থাকবে।

২৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা সেখানেই <sup>قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا</sup> জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা <sup>تَخْرُجُونَ</sup> মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের (পুনরায়) বের করে আনা হবে।

২৬. হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোশাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপন স্থানসমূহ ঢেকে রাখতে পারো এবং (নিজেদের) সৌন্দর্য ও ফুটিয়ে তুলতে পারো, (তবে আসল) পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম এবং এটা আল্লাহর নির্দেশনসমূহেরও একটি (অংশ), আশা করা যায় তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

২৭. হে আদম সন্তানরা, শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে, তেমনি করে তোমাদেরও সে যেন প্রতারিত করতে না পারে, শয়তান তাদের উভয়ের (দেহ) থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিলো, যাতে করে তাদের উভয়ের গোপন স্থানসমূহ উভয়ের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে; (মূলত) সে নিজে এবং তার সংগী-সাথীরা তোমাদের এমন সব স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না; তাদের জন্যে শয়তানকে আমি অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি- যারা (আমার ওপর) দীমান আনে না।

২৮. তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এর ওপর পেয়েছি এবং <sup>وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً قَالُوا وَجْهُنَّا عَلَيْهَا</sup> স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন; (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা কখনো অশ্লীল কিছুর হৃকুম দেন না; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কিছু বলছো, যার ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না।

২৯. তুমি বলো, আমার রব তো শুধু ন্যায়-ইনসাফেরই আদেশ দেন, (তাঁর আদেশ হচ্ছে), প্রতিটি এবাদাতেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে; নিজেদের জীবন বিধানকে একান্তভাবে তাঁর জন্যে খালেস করে তাঁকেই তোমরা ডাকো; যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) শুরু করেছেন সেভাবেই তোমরা (তাঁর কাছেই) ফিরে যাবে।

<sup>فَقَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَوْ وَلَكُمْ</sup>  
<sup>فِي الْأَرْضِ مُسْتَقِرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ</sup> ৪৪

<sup>قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا</sup>  
<sup>تَخْرُجُونَ</sup> ৪৫

<sup>يَبْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا</sup>  
<sup>يَوْمَ دِيْরِيْسَ</sup>  
<sup>الْتَّقْوَى لِذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ</sup>  
<sup>لَعْلَمْ يَدْكُونَ</sup> ৪৬

<sup>يَبْنِي أَدَمَ لَا يَقْتَنِيْكُمْ الشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ</sup>  
<sup>أَبُوكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا</sup>  
<sup>لِيُرِيهِمَا سَوْاتِهِمَا إِنَّهُ يَرِيْكُمْ هُوَ وَقَبِيلَهُ</sup>  
<sup>مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا</sup>  
<sup>الشَّيْطَنَيْنِ أُولَيَاءِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ</sup> ৪৭

<sup>وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً قَالُوا وَجْهُنَّا عَلَيْهَا</sup>  
<sup>أَبَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ</sup>  
<sup>لَا يَأْمِرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا</sup>  
<sup>لَا تَعْلَمُونَ</sup> ৪৮

<sup>قُلْ أَمْرَ رَبِّيْ بِالْقُسْطَقْ وَأَقِيمُوا</sup>  
<sup>وَجْهَهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ</sup>  
<sup>مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَلَّ أَكْرَمَ</sup>  
<sup>تَعْدُونَ</sup> ৪৯

৩০. একদল লোককে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন, (অপরদিকে) আরেক দলের ওপর গোমরাহী (বিদ্রোহ) ভালোভাবেই চেপে বসেছে; এরা আল্লাহ' তায়ালাকে বাদ দিয়ে শয়তানদের নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, অর্থ তারা মনে করে তারাই হৈদায়াতপ্রাপ্ত।

৩১. হে আদম সন্তানরা, তোমরা প্রতিটি এবাদাতের সময়ই তোমাদের সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) গ্রহণ করো, তোমরা খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থাতেই অপচয় করো না, অবশ্যই আল্লাহ' তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

৩২. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ' তায়ালার সেসব সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) এবং পবিত্র খাবার তোমাদের জন্যে কে হারাম করেছে? যেগুলো তিনি স্বয়ং তাঁর বান্দাদের জন্যে উত্তীবন করেছেন; তুমি বলো, এগুলো হচ্ছে যারা স্টৈমান এনেছে তাদের পার্থিব পাওনা, (অবশ্য) কেয়ামতের দিনও এগুলো স্টৈমানদারদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকবে); এভাবেই আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি।

৩৩. তুমি বলো, হাঁ, আমার রব অবশ্যই যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, গুনাহ ও অন্যায়ভাবে বাড়াবাঢ়ি করাকে হারাম করেছেন, (তিনি আরো হারাম করেছেন) তোমরা আল্লাহ'র সাথে (অন্য কাউকে) শরীর করবে, যার ব্যাপারে তিনি কথনো কোনো সনদ নাহিল করেননি এবং আল্লাহ' তায়ালা সম্পর্কে তোমরা এমন সব কথা বলবে, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।

৩৪. অত্যেক জাতির জন্যেই (তার উথান-পতনের) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যখন তাদের সে মেয়াদ আসবে তখন তারা একদণ্ড ও বিলম্ব করবে না, তেমনি তারা এক মুহূর্ত এগুতেও পারবে না।

৩৫. হে আদম সন্তানরা যখনি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা আসবে, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনবে, তখন যে (ও যারা সে অনুযায়ী) তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনোই ভয় থাকবে না, তারা কথনো দুশ্চিন্তাও করবে না।

৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করবে এবং এ (সত্য) নিয়ে অহংকার করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।

فَرَيْقَاهَدِي وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الْضَّلَالُ  
أَنَّهُمْ أَتَخَذُونَا شَيْطَانَيْنَ أَوْ لِيَاءَ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مَهْتَلُونَ

يَبْنِي أَدَمَ خَذُوا زَيْنَتَكُمْ عَنْدَ كُلِّ  
مَسْجِنٍ وَكَلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَسْرِفِينَ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ  
لِعْبَادَةِ وَالظِّيَابَةِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ  
هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الْأُنْثَى  
خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلِّ لَكَ نُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْرَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُرِزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا  
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَلَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا  
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِلُّونَ

يَبْنِي أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيْنَكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ  
يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِيْنَيْ «فِيمَ أَتَقَى وَأَمْلَأَ  
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وَالَّذِينَ كَلَّ بُوَابَاتِنَا وَاسْتَبْرُوا عَنْهَا  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِّلُونَ

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এরা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা কিতাবে (বর্ণিত দুর্ভাগ্য) থেকে তাদের নিজেদের অংশ পেতে থাকবে; এমনিভাবে (তাদের মৃত্যুর সময়) তাদের কাছে আমার ফেরেশতারা যথন এসে হায়ির হবে— যারা তাদের মৃত্যু দেবে (তখন) তারা বলবে (বলো), তারা (এখন) কোথায়—যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতে; তারা বলবে— (আজ) সবাই (আমাদের ছেড়ে) সরে গেছে, তারা (সেদিন) সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তারা সত্যিই কাফের ছিলো ।

৩৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমাদের আগে যেসব মানুষের দল, জিনের দল গত হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমারও আজ সবাই জাহানামের আগুনে প্রবেশ করো; এমনি করে যথন এক একটি জনগোষ্ঠী (জাহানামে) দখিল হতে থাকবে, তখন তারা তাদের (সাথী ভাই) বোনদের ওপর লানত দিতে থাকবে, এভাবে (লানত দিতে দিতে) যথন সবাই সেখানে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের শেষের দলটি পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের রব, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আমাদের গোমরাহ করেছিলো, তুমি এদের আগুনের শাস্তি দিগুণ করে দাও; আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আজ) তোমাদের প্রত্যেকের (শাস্তিই) হবে দিগুণ, কিন্তু তোমরা তো (বিষয়টি) জানোই না ।

৩৯. তাদের প্রথম দলটি তাদের শেষের দলটিকে বলবে, (হাঁ, আমরা অপরাধী হয়ে থাকলে) তোমাদেরও আমাদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না, (এ সময় আল্লাহর ঘোষণা আসবে), তোমরা (আজ) নিজ নিজ কর্মফলের জন্যে আয়াবের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো ।

৪০. অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্যে কখনো (রহমত ভরা) আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হবে না, না এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে— যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে একটি উট প্রবেশ করতে পারবে, আমি এভাবেই অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি ।

৪১. (সেদিন) তাদের জন্যে বিছানা থাকবে জাহানামের (আগুনের, আবার এই আগুনই হবে) তাদের ওপরের আচ্ছাদন, এভাবেই আমি যালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি ।

৪২. যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি (তাদের) কাউকেই তাদের সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেই না, এ লোকেরাই হচ্ছে

فَمِنْ أَظْلَمُّ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا أَوْ  
كَلِبَ بَايْتَهُ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ  
مِنَ الْكِتَبِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولًا  
يَتَوَفَّوْهُمْ قَالُوا إِنَّمَا مَا كُنْتُمْ تَلَعَّبُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوْا عَنَّا وَشَهَدُوا  
عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كُفَّارِينَ ⑤

قَالَ أَدْخِلُوهُ فِي أَمْرِي قَدْ خَلَتْ مِنْ  
قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ  
كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى  
إِذَا أَدْرَكُوهُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْهُمْ  
لَا إِلَهَ مِنْ رَبِّنَا هُوَ لَاءُ أَضْلَلْنَا فَاتَّهُمْ  
عَلَى أَبَابِ ضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٍ  
وَلِكُلِّ لَا تَعْلَمُونَ ⑥

وَقَالَتْ أُولَئِمْ لَا إِلَهَ مِنْهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ  
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَنَّ وَقُلُوا الْعَذَابُ بِمَا  
كَنْتُمْ تَكْسِبُونَ ⑦

إِنَّ الَّذِينَ كَنَّ بِوَايَتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا  
لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَنْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَعَ الْجَمْلُ فِي سَرِّ الْخِيَاطِ  
وَكُلَّ لَكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ⑧

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ  
وَكُلَّ لَكَ نَجْزِي الظُّلْمِيْنَ ⑨

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلْحَتِ  
لَا نَكِلُّ فِي نَفْسٍ أَلَّا وَسْعَهَا أُولَئِكَ

জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

৪৩. (দুনিয়ায়) তাদের মনের ভেতর (পরম্পরের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিলো, তা আমি (সেদিন) বের করে ফেলে দেবো, তাদের (জন্যে নির্দিষ্ট জান্নাতের) তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (এসব দেখে) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের এ (স্থান)-টির পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পথ না দেখালে আমরা নিজেরা কিছুতেই হেদয়াত পেতাম না, আমাদের মালিকের (পক্ষ থেকে) রসূলুর সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলো; (এ সময় তাদের জন্যে) ঘোষণা দেয়া হবে, এই হচ্ছে সে জান্নাত আজ তোমাদের যার উত্তরাধিকারী করে দেয়া হলো, (আর এটা হচ্ছে সেসব কাজের প্রতিফল) যা তোমরা (দুনিয়ায়) করছিলে।

وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُلْوَاهِ مِنْ غُلٍّ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الَّذِي هَلْ بَنَاهُ لَهُمْ أَتْ وَمَا كَانُوا نَهَتَنَى  
لَوْلَا أَنْ هَلْ بَنَاهُ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسْلُ  
رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنَوْدَوْا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةَ  
أُولَئِنَّا بِإِيمَانِنَا وَمِمْمَنْ كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(৪৩)

৪৪. জান্নাতের অধিবাসীরা জাহানামী লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের মালিকের ওয়াদাসমূহকে সঠিক পেয়েছো? তারা বলবে, হা- অতপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে- যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার লানত হোক,

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ  
وَجَدْنَا مَا وَعَنَّا رَبِّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا  
وَعَنَّ رَبِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنُ مَوْذِنَ  
بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

(৪৪)

৪৫. (লানত হোক তাদের ওপরও) যারা মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখতো এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়াতো, আর তারা শেষ বিচারের দিনকেও অস্বীকার করতো।

الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَغُونُهَا  
عِوْجَاهَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كُفَّارُونَ

(৪৫)

৪৬. তাদের উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে, (এ দেয়ালের) উচু স্থানের ওপর থাকবে (আরেক দলের) কিছু লোক, যারা (সেখানে আনীত) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে, তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক। এরা (যদিও) তখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু (প্রতি মৃহূর্তে) এরা সেখানে প্রবেশ করার অঞ্চল পোষণ করছে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَلَيْلَ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ  
يُعْرَفُونَ كُلًا بِسِيمِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ  
الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ تَلْمِيذُ خَلُوْهَا  
وَهُمْ يَطْعَمُونَ

(৪৬)

৪৭. অতপর যখন তাদের দৃষ্টি জাহানামের অধিবাসীদের (আয়াবের) দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের (তুমি) যালেম সম্প্রদায়ের অস্তর্ভুক্ত করো না।

وَإِذَا صَرَفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ  
قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ

(৪৭)

৪৮. অতপর (পার্থক্য নির্ণয়কারী সে দেয়ালের) উচু স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা (জাহানামের) লোকদের-যাদের তারা নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে- ডেকে বলবে, (কই) তোমাদের দলবল কোনোটাই তো (আজ) কাজে এলো না,

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا لَا يَعْرَفُونَهَا  
بِسِيمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمِيعُكُمْ وَمَا

تومরা یے اہنگ کار کرتے (تاও کونو کاجے  
اچلے نا)!

کنتر تستکبرون ﴿۸۹﴾

۸۹۔ ارہا کی سے سب لੋک نیز، (دُنیاَي) یادے ر  
بُجپارے تومرما کسم کرے بولتے، آللّاہ تاَیَالا  
تَّارِ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ کوئو اَشْهَى اَدے ر داَن کرَبَن  
نا (اَثَّرَ اَجَزَ اَدَرِکَهِ اَلَّا لَهُ تَّارِ تاَیَالا بَلَّهُنَّ);  
تومرما سباَی جاَنَّا تَوَسَّه کرَو، تومارا دَوَّپَر  
کونو بَوَّ نَهَی، نا تومرما کونو رکم دُعْصِتَّا  
کرَبَنے۔

أَهْوَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا لَآيَنَ الْهُمَّ اللَّهُ  
بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ  
وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۹۰﴾

۹۰۔ جاَنَّا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أَنَّ  
أَغْيِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهَا عَلَى الْكُفَّارِ ﴿۹۱﴾

۹۱۔ یارا دُینکے خلے-تاماشاَی پرِیانگ کرے  
رے خیڑلے اَبِ پاَرِیب جیَوَن تادِرکے پرِاتاراَن  
(دیَوے) آٹکے رے خیڑلے، تادِر اَجَز اَمِی  
(تِک) سے بَوَّاَہِ بُلے یارو یَوَّاَہِ تارا (آماَر)  
سَامَنَا سَامَنِی ہوَوَار اَدِ دِنِتِکے (دُنیاَي)  
بُلے گیَوَهِ خیڑلے۔ تارا آماَر آیاَت سَمَحَکَوے  
اَسْمِیکار کرَبَنے۔

الَّذِينَ اتَّخَلُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعَبًا وَ  
غَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الَّذِي نَيَّاَهُ فَالْبَيْوَمَ نَسْنَسُهُ  
كَمَا نَسْوَاهُ الْقَاءَ يَوْمَهُمْ هُدًى وَمَا كَانُوا  
بِإِيمَانِنَا يَجْحَلُونَ ﴿۹۲﴾

۹۲۔ آمِی تادِر کاَھے اَمِن اکٹی کیتاَب نیَوے  
اَسْمِی، یاَکے آمِی (آماَر بِشَدِ) جَانِ دُوارا (سَمَع  
دَک کرَبَنے) بَرْنَانِ کرَبَنے، یے سَمْپُرَادَیَوَر لَوَکَرَا (اَر  
وَپَر) اَسْمَانِ آنَبَنے، اَکیتاَب تادِر کوئو جَنَّے (ہَبَنے)  
ہَدَیَاَت و رَحْمَت ।

وَلَقَدْ جَنَّهُمْ بِكِتَبٍ فَصَلَنَهُ عَلَيْهِمْ  
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۹۳﴾

۹۳۔ ارہا کی (چُڈاَنگ کونو) پرِیانگ اَپِنِکَو  
کرَبَنے یَوَدِن سے پرِیانگ تادِر کاَھے اَسَبَرے، سَمِدِن  
یارا ہِتِپُرَبِ اَ (دِنِنَتِ) -کے بُلے گیَوَهِ خیڑلے- تارا  
بَلَّهُنَّ، اَبَشَّی اَتِ اَمِاَدِرِ مَالِکِ کِرِ پَکَشَ خَکَمَکَر  
(اَدِن سَمَپُرِکِت) سَتَّا (پرِتِشَرِت) نِیَرِہِ اَسْمِیلِہ،  
آماَدِر کوئو جَنَّے (آجَز) کونو سُوَپَارِیش کارِی کی اَھے،  
یارا آماَدِر کِرِ پَکَشَ (آللّاہِ تَّارِ تاَیَالا) کیچُو سُوَپَارِیش  
کرَبَنے، اَथَّرَا (اَمِن کی ہَبَنے)، آماَدِر پُنَرَای  
(دُنیاَي) فِرِیَوے دَیَوَا ہَبَنے، یاَتِ اَمِرَا (سَمِخَانے  
گِیَوے) اَگِے یا کرَتَمَ تارا چَایِتِه بِلَّمِ دَهَنَرِ کیچُو  
کرَبَنے آسَتَهِ پَارِی، (مُلَّت) ارہا نِیَجَرَا نِیَجَدَر  
کِرِتِ سَادَنِ کرَبَنے ہَرِہ ارہا (آللّاہِ تَّارِ تاَیَالا) یا کیچُو تارا  
مِیَخَیِ آرَوَوَپ کرَبَنے، تاَوِ تادِر کاَھِ خَکَمَکَر  
ہَارِیَوے گَھَے۔

هُلَّ يَنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَاتِي  
تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسْوَهُ مِنْ قَبْلِ قَدْ  
جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ  
شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدْ فَنَعْمَلَ غَيْرَ  
الَّذِي كَنَا نَعْمَلُ قَلْ خَسِرَوْا أَنْفُسَهُمْ  
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۹۴﴾

۹۴۔ اَبَشَّی اَتِ اَمِاَدِرِ رَبِّنَا اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
فِي سِتَّةِ آيَاتِمَّرَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تَفَ

إِنْ رَبُّكُمْ اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
فِي سِتَّةِ آيَاتِمَّرَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تَفَ

তিনি দিনের ওপর রাতের পর্দা বিছিয়ে দেন, <sup>وَيُغْشِي الْلَّيلَ النَّهَارَ يَطْلُبِهِ حَثِيشًا</sup>  
দ্রুতগতিতে তা একে অন্যকে অনুসরণ করে, সুরঞ্জ,  
চাঁদ ও তারাসমূহকে তাঁর বিধানের অধীন করে  
রাখা হয়েছে; জেনে রেখো, সৃষ্টি (যেহেতু) তাঁর,  
(সুতরাং তার ওপর) সার্বভৌম ক্ষমতাও একমাত্র  
তাঁর; সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত  
বরকতময়।

৫৫. তোমরা বিনয়ের সাথে ও চুপিসারে তোমাদের <sup>أَدْعُوكُمْ تَضَرَّعًا وَخَفِيَّةً إِنَّهُ</sup>  
রবকে ডাকো; অবশ্যই তিনি সীমালংঘনকারীদের  
পছন্দ করেন না। <sup>لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ</sup> <sup>④</sup>

৫৬. (আল্লাহর) যমীনে (একবার) তার শান্তি স্থাপনের  
পর তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তোমরা ভয় ও  
আশা নিয়ে একমাত্র তাঁকেই ডাকো; অবশ্যই আল্লাহর  
রহমত নেক লোকদের অতি কাছে রয়েছে।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ <sup>⑤</sup>

৫৭. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি বাতাসকে (বৃষ্টি ও)  
রহমতের সুসংবাদবাহী হিসেবে (জনপদে) পাঠান;  
শেষ পর্যন্ত যখন সে বাতাস (পানির) ভারী মেঘমালা  
বহন করে (চলতে থাকে), তখন আমি তাকে একটি  
মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দেই, অতগর (সে)  
মেঘ থেকে আমি পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে  
(যমীন থেকে) আমি সব ধরনের ফলমূল বের করে  
আনি; এভাবেই আমি মৃতকে (জীবন থেকে) বের  
করে আনবো, আশা করা যায়, তোমরা (এ থেকে)  
কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَهُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ بِشَرَاءٍ بَيْنَ  
يَدِي رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا  
ثَقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مِّيتٍ فَأَنْزَلَنَا بِهِ الْمَاءَ  
فَآخَرَ جَنَابَهُ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِتِ كَلِّ لَكَ  
نُخْرُجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ <sup>⑥</sup>

৫৮. উৎকৃষ্ট যমীন তার মালিকের আদেশে তার  
(উৎকৃষ্ট) ফসলই উৎপন্ন করে, আর যে যমীন বিনষ্ট  
হয়ে গেছে তা কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন  
করে না; এভাবেই আমি আমার নির্দর্শনসমূহ স্পষ্ট  
করে বর্ণনা করি- এমন এক জাতির জন্যে, যারা  
(এসব নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ  
وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَلًا كَلِّ لَكَ  
نَصَرِفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ <sup>⑦</sup>

৫৯. আমি নৃহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম,  
অতপর সে তাদের বললো, হে আমার জাতি,  
তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব (করুল) করো,  
তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাঝুদ নেই;  
আমি আসলেই তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের  
আয়াবের আশংকা করছি।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُ  
أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَالَكُّمْ مِنِ إِلَهٍ غَيْرَهُ إِنِّي  
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَّابَ يَوْمَ عَظِيمٍ <sup>⑧</sup>

৬০. তার জাতির নেতারা বললো (হে নৃহ), আমরা  
নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি তুমি এক সুস্পষ্ট বিভাসিতে  
(নিমজ্জিত) রয়েছো।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِبَّكَ فِيٰ فَلَلِ  
مِبْيَنٍ <sup>⑨</sup>

قَالَ يَقُولُ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ وَلَكِنِي  
رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>⑤</sup>

61. সে বললো, হে আমার জাতি, আমার সাথে কোনোরকম বিভ্রান্তি নেই, আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে (পাঠানো) একজন রসূল।

أَبْلَغُكُمْ رَسُولِ رَبِّيٍّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ  
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ<sup>⑥</sup>

62. (আমার কাজ হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌছে দেবো এবং তোমাদের শুভ কামনা করবো, (কেননা আখেরাত সম্পর্কে) আমি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এমন কিছু কথা জানি যা তোমরা জানো না।

أَوْعَجَبَتْهُ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى  
رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيَنْذِرَكُمْ وَلَتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ  
تَرْحِمُونَ<sup>⑦</sup>

63. তোমরা কি (এতে) আশ্চর্যবিত হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের মালিকের বাণী এসেছে, যাতে করে সে তোমাদের (আয়ার সম্পর্কে) সর্তক করে দিতে পারে এবং তোমরাও (সময় থাকতে) সাবধান হবে। আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

فَكَذِبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي  
الْفَلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَلَّ بُوَا بِإِيْتَنَا  
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَبَّيْنِ<sup>⑧</sup>

64. অতপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (মজুদ) ছিলো, তাদের সবাইকে (বিপর্যয় থেকে) উদ্ধার করলাম, আর যারা আমার আযাবসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের আমি (পানিতে) ডুরিয়ে দিলাম; এরা ছিলো (আসলেই গোঢ়া ও) অঙ্গ জাতি।

وَإِلَى عَادَ أَخَاهُمْ هُوَدًا قَالَ يَقُولُ أَعْبُدُ وَا  
اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ<sup>⑨</sup>

65. (আমি) আ'ন্দ জাতির কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই এক ভাই হৃদকে, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসস্ত (স্বীকার) করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করো না?

قَالَ الْمَلَائِكَةُ لَنَا كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ إِنَّا لَرَبِّكَ  
فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظَنَّكَ مِنَ الْكُلِّ بَيْنَ<sup>⑩</sup>

66. তার জাতির সরদারুরা, যারা কুফরী করেছে, তারা বললো, আমরা তো নিশ্চিত দেখছি তুমি নির্বুদ্ধিতার মাঝে আছো, অবশ্যই আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন।

قَالَ يَقُولُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٍ وَلَكِنِي  
رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>⑪</sup>

67. সে বললো, হে আমার জাতি, আমার সাথে কোনোরকম নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি (হচ্ছি) সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে (পাঠানো) একজন রসূল।

أَبْلَغُكُمْ رَسُولِ رَبِّيٍّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ  
أَمِينٌ<sup>⑫</sup>

68. (আমার দায়িত্ব হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌছে দেবো, আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত শুভাকাঞ্চীও বটে!

أَوْعَجَبَتْهُ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ  
عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيَنْذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ  
جَعَلَكُمْ خَلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ

69. তোমরা কি বিশ্বিত হচ্ছো, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের জন্যে (সুস্পষ্ট) বাণী এসেছে; যাতে করে (এ দিয়ে) সে তোমাদের (আয়াবের) ভয় দেখাতে পারে। ঘৰণ করো; যখন আল্লাহ তায়ালা নৃহের পর তোমাদেরকে এই যমীনে খলীফা বানিয়েছেন

এবং অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে তিনি তোমাদের বেশী ক্ষমতা দান করেছেন, অতএব (হে আমার জাতি), তোমরা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহগুলো স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَطَةً فَإِذَا كُرِّوا إِلَيْهِ لَعِلْمَكُمْ تَفْلِحُونَ ১০

৭০. তারা (হৃদকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যেই এসেছো যে, আমরা কেবল এক আল্লাহর এবাদাত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের এবাদাত করেছে তাদের বাদ দিয়ে দেবো! (হাঁ, এটাই যদি হয়), তাহলে নিয়ে এসো আমাদের কাছে সে (আয়াবের) বিষয়টি, যার ব্যাপারে ভূমি আমাদের (এতো) ভয় দেখাচ্ছে, যদি তুমি সত্যবাদী হও!

৭১. সে বললো, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আয়াব ও ক্রেতু তো নির্ধারিত হয়েই আছে; তোমরা কি আমার সাথে সে (মিথ্যা মারুদের) নামগুলোর ব্যাপারে বিতর্কে লিঙ্গ হতে চাও, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (এমনি এমনিই) রেখে দিয়েছো, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো রকম সনদ নাহিল করেননি; (অতএব) তোমরা (তোমাদের পরিণতির) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো।

قَالَ قَنْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رِّبِّكُمْ رِّجْسٌ  
وَغَضَبٌ أَتَجَادُلُونَنِي فِي آسِمَاءٍ  
سَمِيتُمُوهَا أَنْتُرِ وَأَبَاوَكُرْ مَانَزَّلَ اللَّهُ  
بَهَا مِنْ سُلْطَنٍ فَانْتَظِرُو وَإِنِّي مَعَكُمْ  
مِّنَ الْمُنْتَظَرِينَ ④

৭২. অতপর আমি তাকে এবং তার সাথে যেসব (ঈমানদার) ব্যক্তিরা ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আয়াব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করেছে আমি তাদের নির্মূল করে দিলাম, (আসলে) ওরা ঈমানদারই ছিলো না।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنِّي  
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَلَّ بُوا بِأَيْتِنَا وَمَا  
كَانُوا مُؤْمِنِينَ ৫

৭৩. সামুদ জাতির কাছে (এসেছিলো) তাদেরই (এক) ভাই সালেহ, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দশন এসেছে, এটা হচ্ছে আল্লাহর উল্লিখ, এটা তোমাদের জন্যে নির্দশন, একে তোমরা ছেড়ে দাও যেন তা আল্লাহ তায়ালার যমীনে (বিচরণ করে) থেতে পারে, তোমরা তাকে কোনো খারাপ মতলবে স্পর্শ করো না, তাহলে (আল্লাহর) কঠোর আয়াব এসে তোমাদের পাকড়াও করবে।

وَإِلَى ثَمَودَ أَخَاهُمْ صِلْحَامَ قَالَ يَقُولُ  
أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرَهُ قَنْ  
جَاءَتَكُمْ بِيَنْتَهِيَ مِنْ رِبِّكُمْ هُنِّي نَاقَةُ اللَّهِ  
لَكُمْ أَيَّةٌ فَلَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ  
وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا خَلَقَنِي عَلَى ابْ  
الْيَمِيرِ ১০

৭৪. স্মরণ করো, যখন তিনি আদ জাতির পর তোমাদের (দুনিয়ায়) খলীফা বানিয়েছিলেন এবং যমীনে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, তোমরা

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خَلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ  
عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخَلَّ وَنَ

এর সমতল ভূমি থেকে (মাটি নিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছে,  
আর পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরী  
করতে পারছে, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার (এ  
জ্ঞান ও প্রকৌশল সংক্রান্ত) নেয়ামতগুলোকে স্মরণ  
করো এবং যদীনে তোমরা বিপর্যয় ঘটিয়ো না।

مِنْ سَمْوَلَهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ  
بَيْوَتًا فَادْكُرُوا لِأَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْشُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ <sup>(১৪)</sup>

৭৫. তার জাতির সেসব নেতৃস্থানীয় লোক, যারা  
নিজেদের গৌরবের বড়াই করতো— অপেক্ষাকৃত দুর্বল  
শ্রেণীর লোকদের— যারা তাদের মধ্য থেকে দ্রুমান  
এনেছে— বললো, তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ  
তার মালিকের পাঠানো একজন রসূল; তারা বললো  
(হঁ), তাঁর সাথে যে বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তা  
বিশ্বাস করি।

قَالَ الْمَلَائِكَةُ إِنَّا سَتَكْبِرُوا مِنْ قَوْمٍ  
لِّلَّذِينَ أَسْتَطْعَفُوا لِمَنْ أَمَّنَ مِنْهُمْ  
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مَرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا  
إِنَّا بِمَا أَرْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ <sup>(১৫)</sup>

৭৬. অতপর (সে) অহংকারী লোকেরা বললো,  
তোমরা যা কিছুতে বিশ্বাস করো আমরা অবশ্যই তা  
অঙ্গীকার করি।

قَالَ الْذِينَ إِنَّا سَتَكْبِرُوا إِنَّا بِاللَّذِي  
أَمْتَنِرْ بِهِ كُفَّارُونَ <sup>(১৬)</sup>

৭৭. অতপর, তারা উষ্ণীটিকে মেরে ফেললো এবং  
(এর দ্বারা) তারা তাদের মালিকের নির্দেশের স্পষ্ট  
বিরোধিতা করলো এবং তারা বললো, হে সালেহ  
(আমরা উষ্ণীটিকে মেরে ফেলেছি), যদি তুমি  
(সত্যিই) রসূল হয়ে থাকো তাহলে সে (আয়াবের)  
বিষয়টা নিয়ে এসো, যার ওয়াদা তুমি আমাদের  
দিচ্ছো।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ  
وَقَالُوا يُصلِحُ أَئْتَنَا بِمَا تَعِنُّ نَا إِنْ كُنْتَ  
مِنَ الْمُرْسَلِينَ <sup>(১৭)</sup>

৭৮. অতপর এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প তাদের থাস  
করে ফেললো, ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ খুবড়ে  
পড়ে থাকলো।

فَأَخَلَّتِهِمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
جَهِيْمَ <sup>(১৮)</sup>

৭৯. তারপর সে (নবী) তাদের কাছ থেকে সরে  
গেলো এবং বললো, হে আমার জাতি, আমি  
তোমাদের কাছে আমার মালিকের (সতক) বাণী  
পৌছে দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের জন্যে কল্যাণ  
কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদের  
পচন্দ করো না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُ لَقَدْ أَبْلَغْتَكُمْ  
رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتَ لَكُمْ وَلِكِنْ  
تُحِبُّونَ النَّصِحَّيْنَ <sup>(১৯)</sup>

৮০. (আমি) লৃতকেও (পাঠিয়েছিলাম), যখন সে তার  
জাতিকে বলেছিলো, তোমরা এমন এক অশ্লীলতার  
কাজ নিয়ে এসেছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের  
আর কেউ (কখনো) করেনি।

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ  
مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ <sup>(২০)</sup>

৮১. তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে  
পুরুষদের কাছে আসো, তোমরা হচ্ছো বরং এক  
সীমালংঘনকারী জাতি।

إِنَّكُمْ لَتَأْتِيُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُولَتِ  
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَسْرُوفُونَ <sup>(২১)</sup>

৮২. তার জাতির (তখন) এ কথা বলা  
ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিলো না যে,

وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا <sup>(২২)</sup>

আর্জু হেমি ক্রিত্কৃ নহেন আনস  
 (কেননা) এরা হচ্ছে কিছু পাক পবিত্র মানুষ!  
 يَطْهَرُونَ ﴿৩﴾

৮৩. অতপর (আয়ার এসে গেলে) আমি তাকে এবং  
 তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রীকে  
 ছাড়া- সে (আয়াবে কবলিত) পেছনের লোকদের  
 মধ্যে শামিল থেকে গেলো ।

فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَأَهْلَهُمْ إِلَّا امْرَأَةً كَانَتْ  
 مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿৩﴾

৮৪. আমি তাদের ওপর প্রচন্ড (আয়াবের) বৃষ্টি  
 বর্ষণ করলাম; অতপর তুম (ভালো করে) দেখো,  
 অপরাধীদের পরিণাম কী ভয়াবহ!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿৪﴾

৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে (আমি  
 পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই ভাই শোয়াবকে; সে তাদের  
 বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ'হ  
 তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর  
 কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের কাছে তোমাদের  
 মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দর্শন এসে গেছে,  
 অতপর তোমরা (সে মোতাবেক) ঠিক ঠিক মতো  
 পরিমাপ ও ওয়ন করো, মানুষদের (দেয়ার সময়)  
 কথনো (কম দিয়ে তাদের) ক্ষতিগ্রস্ত করো না, আল্লাহ'হ  
 তায়ালার এ যমীনে তার (শাস্তি ও) সংক্ষর স্থাপিত  
 হওয়ার পর তাতে (পুনরায়) বিপর্যয় সৃষ্টি করো না;  
 তোমরা যদি (আল্লাহ'হ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো  
 তাহলে এটাই তোমাদের জন্যে ভালো ।

وَإِلَيْ مَنِ يَنْ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَقُولُ  
 اعْبُدُ وَاللهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ غَيْرُهُ  
 قَدْ جَاءَتِكُمْ بَيْنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا  
 الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
 أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْنَ  
 اصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ ﴿৫﴾

৮৬. তোমরা প্রতিটি রাস্তায় এজন্যে বসে থেকো না  
 যে, তোমরা লোকদের ধর্মক দেবে এবং যারা আল্লাহ'হ  
 ওপর ঈমান এনেছে তাদের তোমরা আল্লাহ'হ তায়ালার  
 পথ থেকে বিরত রাখবে, আর (সব সময়ই) বক্রতা  
 (ও দোষক্রটি) খুঁজতে থাকবে; স্মরণ করো, যখন  
 তোমরা সংখ্যায় ছিলে নিতান্ত কম, অতপর (আল্লাহ'হ)  
 তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন এবং তোমরা  
 চেয়ে দেখো, কেমন হয়েছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের  
 পরিণাম!

وَلَا تَقْعُدُ وَا بِكُلِّ مِرَادٍ تُوْعَدُونَ  
 وَتَصْدِيقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَمْنَ بِهِ  
 وَتَبْغُونَهَا عِوْجَاءً وَأَذْكُرُوا إِذْ كَنْتُمْ  
 قَلِيلًا فَكَثُرَ كُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿৬﴾

৮৭. আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার  
 ওপর কোনো একটি জনগোষ্ঠী যদি ঈমান আনে,  
 আর একটি দল যদি তার ওপর আদৌ ঈমান  
 না আনে, তারপরও তোমরা ধৈর্য ধারণ করো,  
 যতোক্ষণ না আল্লাহ'হ তায়ালা নিজেই আমাদের মাঝে  
 একটা ফয়সালা করে দেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম  
 ফয়সালাকারী ।

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةً مِنْكُمْ أَمْنَوْا بِالِّذِي  
 أَرْسَلْتُ بِهِ وَطَائِفَةً لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا  
 حَتَّىٰ يَحْكِمَ اللهُ بِيَنَّا وَهُوَ خَيْرُ  
 الْحَكِيمِينَ ﴿৭﴾

৮৮. তার সম্পদায়ের কিছু নেতৃত্বানীয় লোক- যারা অহঙ্কার করছিলো- বললো, হে শোয়ায়ব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমাদের অবশ্যই আমাদের জাতিতে ফিরে আসাতে হবে; সে বললো, যদি আমরা (তোমাদের দ্বীনকে) পছন্দ নাও করি তাহলেও (কি তা মানতে হবে) ?

৮৯. সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের (একবার) মুক্তি দেয়ার পর যদি আমরা আবার তোমাদের জীবনাদর্শে ফিরে আসি, তাহলে আমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঝিথ্য আরোপ করবো; আমাদের পক্ষে এটা কখনো সম্ভব নয় যে, আমরা সেখানে ফিরে যাবো, (হাঁ) আমাদের রব আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের ব্যাপারে অন্য কিছু চান (তাহলে সেটা ভিরু); অবশ্যই আমাদের মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত; আমরা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করিঃ; (এবং আমরা বলি,) হে আমাদের রব, আমাদের এবং আমাদের জাতির মাঝে তুমি সঠিক ফয়সালা করে দাও, কারণ তুমই হচ্ছে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী ।

৯০. তার জাতির নেতৃত্বানীয় লোক- যারা কুফরী করেছে, তারা (অন্য মানুষদের) বললো, তোমরা যদি শোয়ায়বের অনুসরণ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিহস্ত হবে ।

৯১. অতপর একটা প্রচণ্ড ভূক্ষপন এসে তাদের (এমনভাবে) আঘাত করলো, অতপর দেখতে দেখতে তারা সবাই তাদের নিজ নিজ ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো ।

৯২. যারা শোয়ায়বকে অমান্য করলো, তারা যেমন (-ভাবে ধ্রুং হয়ে গেলো দেখে মনে হয়েছে) সেখানে কোনোদিন কেউ বসবাসই করেনি, (বস্তুত) যারা শোয়ায়বকে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিহস্ত ।

৯৩. এরপর শোয়ায়ব তাদের কাছ থেকে সরে গেলো, (যাবার সময়) বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার মালিকের বাণীসমূহ পৌছে দিয়েছিলাম, আমি (আন্তরিকভাবেই) তোমাদের কল্যাণও কামনা করেছিলাম । আমি কিভাবে এমন সব মানুষের জন্যে (আজ) আফসোস করবো যারা (স্বয়ং আল্লাহকেই) অস্বীকার করে ।

৯৪. আমি কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি- অথচ সেই জনপদের মানুষদের অভাব ও কষ্ট দিয়ে পাকড়াও (করে পরীক্ষা) করিনি, এমনটি কখনো হয়নি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (আল্লাহ তায়ালার কাছে) বিনয়াবন্ত হবে ।

قَالَ الْمَلَّا إِلَّذِينَ اسْتَكَبُرُوا مِنْ قَوْمٍ  
لَنُخْرِجَنَّكُمْ يَشَعِيبُ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا  
مَعَكُمْ مِنْ قَرِيَّتِنَا أَوْ لَتَعْوَدُنَّ فِي مَلَّتِنَا  
قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ⑥

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَفَّارًا إِنْ عُذْنَافِ  
مُلْتَكِرٌ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا  
يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودْ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ  
اللَّهُ رَبُّنَا وَسَعَ رَبِّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا  
عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ  
قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَتَحِينَ ⑦

وَقَالَ الْمَلَّا إِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ لَئِنْ  
اتَّبَعْتُمْ شَعِيبًا إِنْ كُمْ إِذَا لَخْسِرُونَ ⑧

فَأَخْلَقَنِي الرَّجْفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
جِئْمِينَ ⑨

الَّذِينَ كَلَّبُوا شَعِيبًا كَانُوا لَمْ يَغْنُوا فِيهَا  
الَّذِينَ كَلَّبُوا شَعِيبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِيرُونَ ⑩

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُ لَقَدْ أَبْلَغْتَكُمْ  
رَسْلَتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ  
أَسِى عَلَى قَوْمٍ كَفِرِينَ ⑪

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرَيَّةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا  
أَخْلَقَنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسِاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَمْ  
يَسْرَعُونَ ⑫

৯৫. অতপর আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের জায়গাকে  
সচল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি, এমনকি যখন  
তারা (আমার নেয়ামতের) প্রাচুর্য লাভ করলো, তখন  
তারা (আমাকে ভুলে গেলো এবং) বললো, সচলতা  
ও অসচলতা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও  
এসেছে, অতপর আমি তাদের এমন আকস্মিকভাবে  
পাকড়াও করলাম, তারা টেরও পেলো না।

ثُمَّ بَلْ لَنَا مَكَانٌ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ  
عَفَوًا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَاءَنَا الْفَرَاءُ  
وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ  
لَا يَشْرُونَ ﴿١٠﴾

৯৬. (অথচ) যদি জনপদের মানুষগুলো (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-যামীনের যাবতীয় বরকতের দ্যুরার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা (আমার নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্থ করলো, অতপর তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যে আমি তাদের (ভাষণভাবে) পাকড়াও করলাম।

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾

৯৭. লোকালয়ের মানুষগুলো কি এতেই নির্ভয় হয়ে গেছে (তারা মনে করে নিয়েছে, নিবুম) রাতে তাদের ওপর আমার আযাব আসবে না, যখন তারা (গভীর) ঘুমে (বিভোর) থাকবে!

أَفَامِنَ أَهْلُ الْقَرْيَ أَنْ يَأْتِيهِمْ بَاسْنَا  
بَيَّاتًا وَهُرَّ نَائِمُونَ ﴿١٢﴾

৯৮. অথবা জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার আযাব তাদের ওপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না— যখন তারা খেল-তামাশায় মন্ত থাকবে!

أَوَآمِنَ أَهْلُ الْقَرْيَ أَنْ يَأْتِيهِمْ بَاسْنَا  
ضَحَّى وَهُرَّ يَلْعَبُونَ ﴿١٣﴾

৯৯. কিংবা তারা কি আল্লাহ তায়ালার কৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে, আসলে আল্লাহ তায়ালার কৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া অন্য কেউই নিষিদ্ধ থাকতে পারে না।

الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴿١٤﴾

১০০. (আগের) লোকদের চলে যাওয়ার পর (সেখানে) যারা পরে দুনিয়ার উন্নতিকারী হয়েছে, এ বিষয়টি কি তাদের কখনো হেদায়াতের পথ দেখায় না যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করতে পারি এবং (এমনভাবে) তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারি, যাতে করে তারা শুনতেই পাবে না।

الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴿১৫﴾

১০১. এই যে জনপদসমূহ— যাদের কিছু কিছু কাহিনি আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে অবশ্যই রসূলরা এসেছিলো, কিন্তু তারা যে বিষয়টি এর আগে অঙ্গীকার করেছিলো, তার ওপর (এবারও) ঈমান আনলো না; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।

كَنِّ لَكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكُفَّارِينَ ﴿১৬﴾

১০২. আমি এদের বেশীসংখ্যক মানুষকেই (আমার সাথে সম্পাদিত) প্রতিক্রিতির পালনকারী হিসেবে পাইনি, বরং এদের অধিকাংশকেই আমি অপরাধী (হিসেবে) পেয়েছি।

وَمَا وَجَنَّ نَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْلٍ وَإِنْ  
وَجَنَّ نَا أَكْثَرُهُمْ لَفَسْقِيَنَ ﴿১৭﴾

১০৩. অতপর আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট নির্দেশনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, (কিন্তু) তারা সে (নির্দেশন)গুলোর সাথে যুলুম করেছে, (আজ) তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন ছিলো!

لَمْ يُرْ بَعْدَنَا مِنْ بَعْدِهِ مُوسَىٰ بِإِيْتَنَـ  
إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةِ فَظَالِمِـ  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِـ  
وَقَالَ مُوسَىٰ يَفْرَعُونَ إِنِّـ  
رَبِّ الْعَـ

১০৪. মূসা বললো, হে ফেরাউন, অবশ্যই আমি সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল।

وَقَـ  
وَقَـ  
رَبِّ الْعَـ

১০৫. সত্য কথা হচ্ছে, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছুই বলবো না, হাঁ, আমি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছি, অতএব তুমি বনী ইসরাইলদের (মুক্তি দিয়ে) আমার সাথে যেতে দাও!

حَقِيقٌ أَنَّ لَا أَقُولُ عَلَى اللَّـهِ إِلَـا الْحَقَّ  
قَـ  
مَعِيَ بَنِي إِسْرَـ

১০৬. ফেরাউন বললো, তুমি যদি (সত্যিই তেমন) কোনো নির্দেশ নিয়ে এসে থাকো এবং তুমি যদি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে তা (সামনে) নিয়ে এসো!

قَـ  
كُـ  
قَـ

১০৭. অতপর সে তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে নিষ্কেপ করলো, সাথে সাথেই তা একটি দৃশ্যমান অজগরে পরিণত হয়ে গেলো-

فَـ  
فَـ

১০৮. এবং সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, সাথে সাথে তা (উৎসাহী) দর্শকদের জন্যে চমকাতে লাগলো।

وَنَزَعَ يَـ  
وَنَزَعَ يَـ

১০৯. (এসব দেখে) ফেরাউনের জাতির প্রধান ব্যক্তিরা বললো, এ তো (দেখছি) একজন সুদক্ষ যাদুকর!

قَـ  
لَسْـ

১১০. (আসলে এর মাধ্যমে) এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, (এ পরিস্থিতিতে) তোমরা (আমাকে) কি পরামর্শ দেবে?

يَـ  
يَـ  
فَـ

১১১. তারা ফেরাউনকে বললো, আপাতত তাকে এবং তার ভাইকে (এখানে) থাকতে দাও এবং (এ সুযোগে) তোমরা শহরে-বন্দরে (সরকারী) সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও,

قَـ  
حِـ

১১২. যেন তারা দেশের সকল দক্ষ যাদুকরদের (অবিলম্বে) তোমার কাছে নিয়ে আসে।

يَـ

১১৩. যাদুকররা যখন ফেরাউনের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা যদি (মূসার মোকাবেলায়) বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্যে নিশ্চিত পুরক্ষারের ব্যবস্থা থাকবে তো!

وَجَـ  
لَـ

১১৪. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই) এবং তোমরাই হবে (দরবারের) ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম।

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمَرْبَيْنِ ﴿٢﴾

১১৫. তারা বললো, হে মূসা, (যাদুর বাণ) তুমি আগে নিক্ষেপ করবে- না আমরা নিক্ষেপকারী হবো!

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ  
نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿٣﴾

১১৬. সে বললো, তোমরাই (বরং) আগে নিক্ষেপ করো, অতপর তারা (তাদের বাণ) নিক্ষেপ করে মানুষদের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করে ফেললো, (নানাভাবে) তারা তাদের ভীত-আতঙ্কিত করে তুললো, তারা (সেদিন সত্যিই) বড়ো যাদু (মন্ত্র) নিয়ে হাধির হয়েছিলো।

قَالَ الْقَوْاء فَلَمَّا أَلْقَوَا سَحْرَهُمْ أَعْيَنَ  
النَّاسِ وَأَسْتَرْهُمْ وَجَاءُوْ بِسَحْرٍ  
عَظِيمٍ ﴿٤﴾

১১৭. আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, (তাকে বললাম এবার) তুমি (যামীনে) তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ করো, (নিষ্পত্ত হবার সাথে সাথেই) তা তাদের অলীক বানোয়াটগুলোকে গ্রাস করে ফেললো।

وَأَوْهِنَّا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِي عَصَابَكَ  
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٥﴾

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, আর তারা যা কিছু বানিয়ে এনেছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

১১৯. সেখানে তারা সবাই পরাভূত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে (ফিরে) গেলো।

فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَفِيرِينَ ﴿٧﴾

১২০. (সত্যের সামনে) তাদের (মন্ত্রককে) অবনত করে দেয়া হলো।

وَأَلْقَى السَّحْرَةُ سِحْلِيْنَ ﴿٨﴾

১২১. (সমস্বরে) তারা বলে উঠলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,

قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿٩﴾

১২২. (তিনি) মূসা ও হাজনের রব।

رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ﴿١٠﴾

১২৩. (ঘটনার এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তন দেখে) ফেরাউন বললো, (একি!) আমি তোমাদের কোনো রকম অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আসলে) এটা ছিলো তোমাদের নিশ্চিত ঘড়্যন্ত! (এ) নগরে (বেসেই) তোমরা তা পাকিয়েছো, যাতে করে তার অধিবাসীদের তোমরা এখান থেকে বের করে দিতে পারো, অচিরেই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمْنِتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذْنَ  
لَكُمْ إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرُومَةٌ فِي  
الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ  
تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের একদিকের হাতগুলো ও অন্যদিকের পাণ্ডলো কেটে ফেলবো, এরপর আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে শুলে ঢাবো।

لَا قَطْعَنَّ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ  
ثُمَّ لَا صِلْبِنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢﴾

১২৫. তারা বললো, আমরা অবশ্যই আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবো (আমরা তোমার এ শাস্তির পরোয়া করি না)।

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٣﴾

১২৬. তুমি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই কি প্রতিশোধ নিছো যে, আমরা আমাদের মালিকের নির্দেশনসমূহ,

وَمَا تَنْقِمُ مِنَا إِلَّا أَنْ أَمْنَا بِأَيْتِ رَبِّنَا

যা তাঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে—  
তার ওপর ঈমান এনেছি; (আমরা আল্লাহ তায়ালার  
কাছে প্রার্থনা করি,) হে আমাদের রব, তুমি আমাদের  
ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং (তোমার) অনুগত  
বান্দা হিসেবে তুমি আমাদের মৃত্যু দিয়ো।

لَمَّا جَاءَتْنَا بِهِ مِنْ أَيْةٍ لِتَسْحِرَنَا<sup>۱</sup>  
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ<sup>۲</sup>

১২৭. ফেরাউনের জাতির সরদাররা তাকে বললো,  
তুমি কি মূসা ও তার দলবলকে এ যমীনে বিপর্যয়  
সৃষ্টি করার জন্যে এমনিই ছেড়ে দিয়ে রাখবে এবং  
তারা তোমাকে ও তোমার দেবতাদের (এভাবে) বর্জন  
করেই চলবে? সে বললো (না, তা কখনো হবে না),  
আমি (চিকরেই) তাদের ছেলেদের হত্যা করবো এবং  
তাদের মেয়েদের আমি জীবিত রাখবো, অবশ্যই আমি  
তাদের ওপর (বিগুল ক্ষমতায়) ক্ষমতাবান।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ<sup>۱</sup>  
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ<sup>۲</sup>  
وَيَدْرَكُوا مِنْهُ<sup>۳</sup> وَالْمَتَّكُ<sup>۴</sup> قَالَ سَنُقْتَلُ<sup>۵</sup>  
أَبْنَاءُهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا<sup>۶</sup>  
فَوْقَمْهُ<sup>۷</sup> قَهْرُونَ<sup>۸</sup>

১২৮. মূসা তার জাতিকে বললো, (তোমরা) আল্লাহর  
কাছেই সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ করো (মনে  
রেখো), অবশ্যই (এ) যমীন আল্লাহ তায়ালার, তিনি  
নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তাকেই এ যমীনের  
উত্তরাধিকার বানান; চূড়ান্ত সাফল্য হচ্ছে তাকওয়া  
অবলম্বনকারীদের।

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ<sup>۱</sup>  
وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَى يُورِثُهَا مَنْ<sup>۲</sup>  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ<sup>۳</sup> وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ<sup>۴</sup>

১২৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি আমাদের কাছে  
(নবী হয়ে) আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি,  
আর (এখন) তুমি আমাদের কাছে আসার পরও (কি  
আমরা নির্যাতিত হবো?) মূসা বললো (হাঁ), খুব  
তাড়াতাড়িই সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের শক্তকে  
ধ্বংস করে দেবেন এবং (এ) দুনিয়ায় তিনি তোমাদের  
(তাদের) স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতপর তিনি দেখবেন  
তোমরা কিভাবে কাজকর্ম করো!

قَالُوا إِذْ يُنَذِّرُنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا<sup>۱</sup>  
وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا<sup>۲</sup> قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ<sup>۳</sup>  
أَنْ يَهْلِكَ عَنْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ<sup>۴</sup>  
الْأَرْضِ فَيُنَظِّرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ<sup>۵</sup>

১৩০. ক্রমাগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি  
ফেরাউনের লোকজনদের (দুর্ভিক্ষ ও ফসলের) স্বল্পতা  
দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছিলাম, আশা (ছিলো) তারা  
(কিছুটা হলেও) সতর্ক হবে।

وَلَقَدْ أَخْلَنَا أَلْ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ<sup>۱</sup>  
وَنَقْصٍ مِنَ الثُّمُرِ<sup>۲</sup> لَعَلَمُهُ يَنْ كِرُونَ<sup>۳</sup>

১৩১. যখন তাদের ওপর ভালো সময় আসতো  
তখন তারা বলতো, এ তো আমাদের নিজেদের  
(সৌভাগ্যের কারণেই এসেছে), আবার যখন দুঃসময়  
তাদের পেয়ে বসতো, তখন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভার  
তারা মূসা এবং তার সংগী-সাথীদের ওপর আরোপ  
করতো; (আসলে) তাদের দুর্ভাগ্যের যাবতীয় বিষয়  
তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে, কিন্তু তাদের  
অধিকার্থ লোকই (এ সম্পর্কে) অবহিত নয়।

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هِنَّ<sup>۱</sup>  
وَإِنْ تُصْبِهِمْ سَيِّئَةً يَطِيرُوا بِمُوْسِي<sup>۲</sup>  
وَمِنْ مَعِهِ أَلَا أَنْمَا طَعْرَهُمْ عِنْ دِلْلَهِ<sup>۳</sup>  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ<sup>۴</sup>

১৩২. তারা (মূসাকে) বললো, আমাদের ওপর যাদুর  
প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তুমি যতো নির্দেশনাই নিয়ে  
আসো না কেন, আমরা (কিন্তু) কখনো তোমার ওপর  
ঈমান আনবো না।

وَقَالُوا مَهِمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيْةٍ لِتَسْحِرَنَا<sup>۱</sup>  
بِهَا<sup>۲</sup> فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ<sup>۳</sup>

১৩৩. অতপর (এ ধৃষ্টতার জন্যে) আমি তাদের ওপর ঝড়-তুফান (দিলাম), পংগপাল (পাঠালাম), উকুন (ছড়ালাম), ব্যাঙ (ছেড়ে দিলাম) ও রক্ত (-পাতজনিত বিপর্যয়) পাঠালাম, এর সবকয়টিই (এসেছিলো আমার কতিপয়) সুম্পষ্ট নির্দশন (হিসেবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা অহংকার বড়াই করতেই থাকলো, আসলেই তারা ছিলো অপরাধী জাতি।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ  
وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادَعَ وَالدَّمَ أَيْتَ  
مَفْصِلَتْ تَفَاسِنَكُبْرَوْ وَكَانُوا قَوْمًا  
مَجْرِيْمِينَ

১৩৪. তাদের ওপর যখন কোনো বিপর্যয় আসতো, তখন তারা বলতো হে মুসা! তোমার কাছে দেয়া তোমার মালিকের ওয়াদা অনুযায়ী তুমি আমাদের জন্যে তোমার মালিকের কাছে দোয়া করো, যদি (এবারের মতো) আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দাও, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার ওপর দৈমান আনবো এবং অবশ্যই আমরা বনী ইসরাইলদের তোমার সাথে যেতে দেবো।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوِسِي  
إِدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاهَدَ عَنْنَا  
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ  
وَلَنْرِسْلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

১৩৫. অতপর যখন তাদের ওপর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে- যে সময়টুকু সে জন্যে নির্ধারিত ছিলো- সে বালা-মসিবত আমি অপসারণ করে নিতাম, তখন সাথে সাথেই তারা ওয়াদা ভংগ করে ফেলতো।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى آجَلٍ هُمْ  
بِلِغْوَةٍ إِذَا هُمْ يَنْكِثُونَ

১৩৬. অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (ওয়াদা ভংগের) প্রতিশোধ নিলাম, তাদের আমি সাগরে ডুবিয়ে দিলাম, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং তারা ছিলো এসব (নির্দশন) থেকে উদাসীন।

فَأَنْتَقْمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ  
بِأَنْهُمْ كَذَّلِكُ بُوَا بِأَيْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا  
غَفِلِيْنَ

১৩৭. এবার আমি তাদেরকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দিলাম- যাদের (এতোদিন) দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, (তাদের আমি) এ রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম (-সহ সব কয়টি) প্রান্তের অধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাতে আমি আমার প্রভূত কল্যাণ ছড়িয়ে দিয়েছি। (এভাবেই) বনী ইসরাইলের ওপর প্রদত্ত তোমার মালিকের (প্রতিশ্রূতির) সেই কল্যাণবাণী সত্ত্বে পরিণত হলো, কেননা তারা দৈর্ঘ্য ধারণ করেছিলো; ফেরাউন ও তার জাতির যাবতীয় শিল্পকর্ম ও উচ্চ প্রাসাদ-যা তারা নির্মাণ করেছিলো, আমি সব কিছুই ধৰ্মস করে দিলাম।

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يَنْ كَانُوا  
يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارَبَهَا  
الَّتِي بِرَكَنَا فِيهَا وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ  
الْحَسْنِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا  
وَدَمْرَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ  
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

১৩৮. (ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি বনী ইসরাইলদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছি, অতপর (সমুদ্রের ওপারে) তারা এমন একটি জাতির কাছে এসে পৌছলো, যারা (সব সময়) তাদের মৃত্যুদের ওপর পূজার অর্ধ দেয়ার জন্যে বসে থাকতো, (এদের দেখে বনী ইসরাইলের) লোকেরা বললো, হে মুসা, তুমি আমাদের জন্যেও একটি দেবতা বানিয়ে দাও, যেমন দেবতা রয়েছে এদের; (এ কথা শুনে) সে তাদের বললো, নিসন্দেহে তোমার হচ্ছে এক মূর্খ জাতি।

وَجَوَزْنَا بَيْنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ  
عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى آصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا  
يَمْوِسِي اجْعَلْ لَنَا الَّهًا كَمَا لَهُمْ الْهَمَّةُ  
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

১৩৯. এ লোকেরা যেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা  
(একদিন) ধর্ষণ করে দেয়া হবে এবং এরা যা করছে  
তাও সম্পূর্ণ বাতিল (সাব্যস্ত) হবে।

إِنَّ هُوَ لَاءٌ مَتْبُرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِئٌ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿১৩৯﴾

১৪০. সে বললো, আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ<sup>عز وجل</sup>  
তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য মারুদ তালাশ করবো-  
অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টিকূলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান  
করেছেন।

قَالَ أَخْيَرُ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَّا وَهُوَ فَضْلُكُمْ  
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿১৪০﴾

১৪১. (শ্বরণ করো) যখন আমি তোমাদেরকে  
ফেরাউনের লোকজনদের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলাম,  
তারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিতো, তারা  
তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করতো, আর  
তোমাদের মেয়েদের তারা জীবিত ছেড়ে দিতো; এতে  
তোমাদের জন্যে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে এক  
মহাপরীক্ষা নিহিত ছিলো।

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ أَلِ فَرْعَوْنَ  
يَسُومُونَكُمْ سوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ  
أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْيِونَ نِسَاءَكُمْ وَفَيْ  
ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿১৪১﴾

১৪২. আমি মূসাকে (আমার কাছে ডাকার জন্যে)  
তিরিশটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (পরে)  
আরো দশ মিলিয়ে তা পূর্ণ করেছি, এভাবেই তাঁর  
জন্যে তাঁর মালিকের নির্ধারিত সময় চালিশ রাতের  
মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে, (যাত্রার থাকালে) মূসা তার  
ভাই হারুনকে বললো, (আমার অবর্তমানে) আমার  
জাতির মাঝে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের  
সংশোধন করবে, কখনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের  
কথামতো চলবে না।

وَعَدْنَا مُوسَى تَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَاتْمِنَّاهَا  
بِعَشْرِ فَتَرَ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً  
وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَرُونَ أَخْلُفْنِي  
فِي قَوْمِيْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبَعْ سَبِيلَ  
الْمَفْسِدِ يَنْ ﴿১৪২﴾

১৪৩. যখন মূসা আমার সাক্ষাতের জন্যে (নির্ধারিত  
স্থানে) এসে পৌছলো এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা  
বললেন, তখন সে বললো, হে আমার রব, (তোমাকে)  
আমায় দেখিয়ে দাও, আমি (স্বচক্ষে) তোমার দিকে  
তাকাই; তিনি বললেন (না), তুমি কখনো আমাকে  
দেখতে পাবে না, তুমি বরং (অন্তিমদূরের) পাহাড়টির  
দিকে তাকিয়ে দেখো, যদি (আমার নূর দেখার পর)  
পাহাড়টি স্বস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে,  
তাহলে তুমি অবশ্যই (সেখানে) আমায় দেখতে পাবে,  
অতপর যখন তার রব পাহাড়ের ওপর (স্থায়) জ্যোতি  
নিষ্কেপ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে  
দিলো, (সাথে সাথেই) মূসা বেশে হয়ে গেলো,  
(পরে) যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো (তখন) সে  
বললো, মহাপবিত্রতা তোমার (হে আল্লাহ), আমি  
তোমার কাছে তাওবা করছি, আর তোমার ওপর ঈমান  
আনয়নকারীদের মধ্যে আমিই (হতে চাই) প্রথম।

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَ رَبِّهِ  
قَالَ رَبِّيْ أَرِنِي آنْظِرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ  
لَنْ تَرِنِي وَلَكِنِي انْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ  
اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوَّ تَرِنِي ۚ فَلَمَّا  
تَجَلَّى رَبِّهِ لِلْجَبَلِ جَعَلَ دَكَّاهُ  
مُوسَى صَعْقاً ۖ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ  
تَبَتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿১৪৩﴾

১৪৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, আমি মানুষের  
মাঝ থেকে তোমাকে আমার নবুওত ও আমার সাথে  
বাক্যালাপের মর্যাদা দিয়ে বাছাই করে নিয়েছি, অতএব  
আমি তোমাকে (হেদয়াতের) যা কিছু (বাণী) দিয়েছি  
তা (নিষ্ঠার সাথে) গ্রহণ করো এবং (এ জন্যে তুমি  
আমার) কৃতজ্ঞ বানাহদের দলে শামিল হয়ে যাও।

قَالَ يَمْوَسِي إِنِّي أَصْطَفِيْتُكَ عَلَى  
النَّاسِ بِرِسْلَتِيْ وَبِكَلَامِيْ فَخُلِّ مَا  
أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّكِيرِينَ ﴿১৪৪﴾

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  
উপদেশমালা ও সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে  
দিলাম, অতএব এটা (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরো এবং  
তোমার জাতির লোকদের বলো, তারা যেন (এই)  
ভালো ভালো কথাগুলো গ্রহণ করে; অচিরেই আমি  
তোমাদের (ধৰ্সন্থাণ্ড) পাপীদের আস্তানা দেখাবো।

سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَسَقِيْنَ (১৪২)

১৪৬. অচিরেই আমি সেসব মানুষের দৃষ্টি আমার নির্দশন  
থেকে (ভিন্ন দিকে) ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে  
অন্যায়ভাবে বাহাদুরী করে বেড়ায়; (আসলে) এ লোকেরা  
যদি (অতীত ধৰ্মসাবশেষের) সব কয়টি চিহ্নও দেখতে  
পায়, তবু তারা তার ওপর ঈমান আনবে না, যদি তারা  
সঠিক পথ দেখতেও পায়, তবু তারা (পথকে) পথ বলে  
গ্রহণ করবে না, যদি এর কোথাও কোনো বাঁকা পথ তারা  
দেখতে পায়, তাহলে তাকেই তারা (অনুসরণযোগ্য)  
পথ হিসেবে গ্রহণ করবে; এটা এ কারণে, তারা আমার  
আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তারা এ  
(আ্যাব) থেকেও উদাসীন ছিলো।

১৪৭. যারা আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সামনা  
সামনি হওয়ার বিষয়কে অঙ্গীকার করেছে, তাদের  
সব কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে; আর তারা (এ  
দুনিয়ায়) যা কিছু করবে তাদের এ ছাড়া আর কি  
প্রতিফল দেয়া হবে?

১৪৮. মূসার জাতির লোকেরা তার (তুর পর্বতে  
গমনের) পর নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি  
গো-বাচ্চুর বানিয়ে নিলো, (তা ছিলো জীবনবিহীন)  
একটি দেহমাত্র- যার আওয়ায় ছিলো শুধু (গরুর)  
হাত্তা রব; এ লোকেরা কি দেখতে পায় না, সে  
(দেহ)-টি তাদের সাথে কোনো কথা বলে না, না  
সেটি তাদের কোনো পথের দিশা দেয়, (কিন্তু এ  
সত্ত্বেও) তারা সেটিকে (মারুদ বলে) গ্রহণ করলো,  
তারা ছিলো (আসলেই) যালেম।

১৪৯. অতপর যখন তারা অনুশৰ্ণ হলো এবং এটা  
দেখতে পেলো যে, তারা পথভৰ্ত হয়ে গেছে, তখন  
তারা বললো, আমাদের রব যদি আমাদের ওপর দয়া  
না করেন এবং (গো-বাচ্চুরকে মারুদ বানানোর জন্যে)  
যদি তিনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা  
নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

১৫০. মূসা যখন ত্রুদ্ধ ও শুরু হয়ে নিজের লোকজনের  
কাছে ফিরে এলো, তখন সে (এসব কথা শুনে) বললো,  
আমার (তুর পর্বতে যাওয়ার) পর তোমরা কি জয়ন্য  
কাজই না করেছো! তোমরা কি তোমাদের মালিকের  
আদেশ আসার আগেই (সে ব্যাপারে) তাড়াহৃত  
(শুরু) করলে! (রাগে ও ক্ষেত্রে) সে ফলকগুলো  
(একদিকে) রেখে দিলো এবং তার ভাইর মাথা  
(-র চুল) ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলো;

سَاصِرِفْ عَنِ اِيْتَى النِّينِ يَتَكَبَّرُونَ فِي  
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانْ يَرَوْا كُلَّ اِيَّةٍ  
لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَانْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ  
لَا يَتَخَلُّو هُوَ سَبِيلٌ وَانْ يَرَوْا سَبِيلَ  
الْغَيِّيْتَخَلُّو هُوَ سَبِيلٌ دَلْكَ بِاَنْهُمْ  
كُلَّ بُوَا بِاِيْتَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفَلِيْنَ (১৪৩)

وَالَّنِينَ كُلَّ بُوَا بِاِيْتَنَا وَلَقَاءُ الْاَخْرَةِ  
حَبَطَتْ اَعْمَالْهُمْ هَلْ يَجْزُونَ اَلَا  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (১৪৪)

وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ  
حُلِيمِهِ عَجَلًا جَسَلَ اللَّهُ خَوَارَ الْمَرِيرَوَا  
اَنَّهُ لَا يَكِلُّهُمْ وَلَا يَهْمِيْرُهُمْ سَبِيلًا  
إِتَّخَذُوا وَكَانُوا ظَلَمِيْنَ (১৪৫)

وَلَمَّا سُقِطَ فِي اِيْدِيْهِمْ وَرَأَوَا اَنْهُمْ  
قُلَّ ضُلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرِحْمَنَا رَبَّنَا  
وَيَغْفِرْ لَنَا لَنْكُونَ مِنَ الْخَسِيرِيْنَ (১৪৬)

وَلَمَّا رَاجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضَبَانَ  
اَسْفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمْنِي مِنْ  
بَعْدِي اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَيْ  
الْاَلْوَاحَ وَآخَلَ بِرَأْسِ اَخِيهِ يَجْرِيْ اَلِيْهِ (১৪৭)

(তার) সে (ভাই) বললো, হে আমার মায়ের ছেলে (আমার সহোদর ভাই), এ জাতির লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলো, তারা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলছিলো, তুমি (আজ) আমার সাথে এমন কোনো আচরণ করো না যা শক্তিদের আনন্দিত করবে, আর তুমি আমাকে কখনো যালেম সম্প্রদায়ের অস্তর্ভুক্ত করো না।

قَالَ أَبْنَاءُ مِنْ أَنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي  
وَكَادُوا يَقْتُلُونِي ۝ فَلَا تُشْمِتْ بِي  
الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ  
الظَّالِمِينَ ④٥

১৫১. মূসা বললো, হে আমার রব, আমাকে ও আমার ভাইকে তুমি মাফ করে দাও এবং তুমি আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করে নাও, তুমি সবচাইতে বড়ো দয়াবান।

قَالَ رَبِّيْ أَغْفِرْ لِيْ وَلَا خِيْرَ وَأَدْخِلْنَا فِيْ  
رَحْمَتِكَ ۝ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ④٦

১৫২. অবশ্যই যেসব লোক গরুর বাঢ়ুরকে মারুদ বানিয়েছে, অচিরেই তাদের ওপর তাদের মালিকের পক্ষ থেকে গ্যব আসবে, আর দুনিয়ার জীবনেও (তাদের জন্যে থাকবে) অপমান এবং লাঞ্ছনা; (আল্লাহ তায়ালার নামে) যিন্থ্যা রটনাকারীদের আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجَلَ سَيِّنَ الْمَرْءِ  
غَضَبَ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝  
وَكُلُّ لِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ④٧

১৫৩. যেসব লোক অন্যায় কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং (যথাযথ) ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই এ (যথার্থ) তাওবার পর তোমার রব (তাদের ওপর) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হবেন)।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ  
بَعْدِهَا وَأَمْنُوا ۝ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا  
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ④٨

১৫৪. পরে যখন মূসার ক্রোধ (কিছুটা) প্রশংসিত হলো, তখন সে (তাওরাতের) ফলকগুলো তুলে নিলো, তার পাতায় ছিলো হেদায়াত ও রহমত (সংস্কৃত কথা)- এমন সব লোকের জন্যে যারা তাদের মালিককে ভয় করে।

وَكَمَا سَكَّتَ عَنْ مُوسَى الغَضْبُ أَخَّرَ  
الْأَلْوَاحَ ۝ وَفِي نُسْخَتِهَا هُلْيٰ وَرَحْمَةٌ  
لِلَّذِينَ هُرِّبُوا بِرَبِّهِمْ ④٩

১৫৫. মূসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সন্তুর জন লোককে আমার নির্ধারিত সময়ে সমবেত হবার জন্যে বাছাই করে নিলো, যখন প্রচন্ড ভূক্ষেপ এসে তাদের পাকড়াও করলো (তখন) মূসা বললো, হে আমার রব, তুমি চাইলে তাদের সবাইকে ও আমাকে আগেই ধ্বংস করে দিতে পারতে; আমাদের মধ্যকার নির্বোধ মানুষার যে আচরণ করেছে, (তার জন্যে) তুমি কি আমাদের ধ্বংস করে দেবে! অথচ সে ব্যাপারটা তোমার একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না; এ (পরীক্ষা) দিয়ে যাকে চাও তাকে তুমি বিপৎসামী করো, যাকে চাও তাকে সঠিক পথে দেখাও! তুমই আমাদের অভিভাবক, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, কেননা তুমই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমার আধাৰ।

وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا  
لِمِيقَاتِنَاءِ فَلَمَّا أَخَّرَ ثُمَّ الرَّجْفَةَ قَالَ  
رَبِّيْ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ  
وَأَيَّاً ۝ أَتَهْلَكْنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ  
مَنَّا ۝ أَنْ هِيَ الْأَفْتَنْتَكَ ۝ تُضْلِلُ بَهَا  
مِنْ تَشَاءُ وَتَهْلِي مِنْ تَشَاءُ ۝ أَنْتَ  
وَلَيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ۝ وَأَرْحَمْنَا ۝ وَأَنْتَ خَيْرٌ  
الْغَفِيرِ ④١٠

১৫৬. এই দুনিয়ায় তুমি আমাদের জন্যে কল্যাণ লিখে দাও, (কল্যাণ লিখে দাও) পরকালেও অবশ্যই আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), আমার শাস্তি আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেই, আর আমার দয়া তো (সৃষ্টির) সবকয়টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে; আমি অচিরেই এমন লোকদের জন্যে তা লিখে দেবো, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যারা যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে।

وَأَكْتَبْ لَنَا فِي هَذِهِ الْأَنْيَ حَسَنَةً وَ فِي  
الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَزَّ أَبِي  
أَصِيبْ بِهِ مِنْ أَشَاءَ وَ رَحِمَيْ رَسَعَتْ كُلَّ  
شَيْ فَسَأَكْتَبْهَا لِلَّهِ يَنْ يَتَقُونَ وَ يُؤْتَوْنَ  
الرِّزْكُوَةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِإِيمَنِنَا يُؤْمِنُونَ

১৫৭. যারা এই বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের অনুসরণ করে চলে— যা তারা তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইন্জীলেও লিখিত দেখতে পাছে, যে (নবী) তাদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যে তাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিসকে হালাল ও নাপাক জিনিসসমূহকে তাদের ওপর হারাম ঘোষণা করে, তাদের ঘাড় থেকে (মানুষের গোলামীর) যে বোৰা ছিলো তা সে নামিয়ে রাখে এবং (মানুষের চাপানো) যেসব বন্ধন তাদের (গলার) ওপর (বুলানো) ছিলো তা সে ফেলে দেয়; অতপর যারা তার ওপর ঈমান আনে, যারা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে, (সর্বোপরি) তার সাথে (কোরআনের) যে আলো নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأَمِيِ  
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
الْتُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَحِلُّ  
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِّ  
وَ يَضْعُعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَلُ الَّتِي  
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ  
وَ عَزَّزُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي  
أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

১৫৮. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, হে মানুষ, অবশ্যই আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালার রসূল (হিসেবে এসেছি), আকাশমালা ও পৃথিবীর যাবতীয় সার্বভৌমত্বের একচ্ছ মালিকানা তাঁর, তিনি ছাড়া আর কোনো মারুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপর তোমরা ঈমান আনো, যে (রসূল নিজেও) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

قُلْ يَا يَاهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ  
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَيْهِ لَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَحِيِّ  
وَ يَمْيِتُ فَأَمْنِيَّوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِ  
الْأَمِيِّ إِلَيْهِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمَتِهِ  
وَ اتَّبِعُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ও আছে, যারা (অন্যদের) সত্যের পথ দেখায় এবং তা দিয়ে ইনসাফ করে।

وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أَمْمَةٌ يَهْدِونَ بِالْحَقِّ  
وَبِهِ يَعْلَمُ لُونَ

১৬০. আমি তাদের বারোটি গোত্রে ভাগ করে তাদের স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছি, মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইলো, তখন আমি মূসাকে ওহী পাঠিয়ে বললাম,

وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَتِي عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَّا  
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذَا سَتَسْقِيَ قَوْمَهُ

তুমি তোমার হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো, অতপর তা থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা বের হলো; প্রত্যেকটি মানুষ তাদের (নিজেদের) পানি পান করার স্থান চিনে নিলো; আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম, তাদের কাছে 'মান' ও 'সালওয়া' (নামক উৎকৃষ্ট খাবার) পাঠালাম; (তাদের আমি বললাম,) তোমাদের আমি যেসব পবিত্র জিনিস দান করেছি তা তোমরা খাও; (আমার কৃতজ্ঞতা আদায় না করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, বরং তারা যুলুম করেছে তাদের নিজেদের ওপর।

أَنْ أُفْرِبَ بِعَصَابَ الْحَجَرِ فَانْبَجَسْتَ  
مِنْهُ أَثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا قَلْ عَلَمَ كُلَّ  
أَنَّاسٍ مُشْرِبِهِمْ وَظَلَلَنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ  
وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمِنَّ وَالسَّلْوَى كُلُّ  
مِنْ طَيِّبَتْ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا  
وَلِكِنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

১৬১. যখন তাদের বলা হয়েছিলো, তোমরা এই জনপদে বসবাস করো এবং সেখান থেকে যা কিছু চাও তোমরা আহার করো, তোমরা বলো (হে আল্লাহ), আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর (যখন সেই) জনপদের দ্বারপথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে, (তখন) সাজাবন্ত অবস্থায় প্রবেশ করবে, আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো; আমি অচিরেই (এসব) উভয় লোকদের অতিরিক্ত দান করবো।

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكِنُوا هَنَّةَ الْقَرْيَةَ  
وَكُلُّوْا مِنْهَا حَيْثُ شَتَّرْ وَقُلُوْا حَطَّةَ  
وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجَّلَ اْنْفَرَلَكْرَ  
خَطِيئَتَكُمْ سَنَرِيْلَ الْمُحَسِّنِيْنَ ﴿٤١﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিলো, তারা তাদের যা (করতে) বলা হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে ভিন্ন কথা বললো, অতপর আমিও তাদের এ যুলুমের শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর আসমান থেকে আয়ার পাঠালাম।

فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ  
الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا  
مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٤٢﴾

১৬৩. তাদের কাছ থেকে সেই জনপদ সম্পর্কে জিজেস করো, যা ছিলো সাগরের পাড়ে। যখন সেখানকার মানুষরা শনিবারে (আল্লাহ তায়ালার) সীমালংঘন করতো, যখন শনিবারে (সাগরের) মাছগুলো তাদের কাছে উঁচু হয়ে পানির উপরিভাগে (ভেসে) আসতো এবং শনিবার ছাড়া অন্য কোনোদিন আসতো না, এভাবেই আমি তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের পরীক্ষা নিষ্ঠিলাম।

وَسَلَّمُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ  
حَاضِرَةً الْبَحْرِ مَاذَ يَعْدُونَ فِي السَّبِّ  
إذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمًا سَبِّهِمْ شَرِّعًا  
وَيَوْمًا لَا يَسِّيْتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كُلُّ لَكَ  
نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ ﴿٤٣﴾

১৬৪. যখন তাদের একদল লোক এও বলছিলো যে, তোমরা এমন একটি দলকে কেন উপদেশ দিতে যাচ্ছো, যাদের আল্লাহ তায়ালা ধ্রংস করতে চান, অথবা (গুনাহের জন্যে) যাদের তিনি কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, তারা বললো, এটা হচ্ছে তোমাদের মালিকের দরবারে (নিজেদের পক্ষে) একটা ওয়ার পেশ করা, আশা ছিলো তারা সাবধান হবে।

وَإِذْ قَالَتْ أَمْمَةٌ مِنْهُمْ لِرَبِّهِمْ تَعْظِيْلَنَّ قَوْمًا  
لِلَّهِ مَهْلِكَهُمْ أَوْ مَعِنِيْلَهُمْ عَلَى آبَاءِ شَدِيدَ  
قَالُوا مَعْنِيَّةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقَوَّنَ ﴿٤٤﴾

১৬৫. অতপর যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হচ্ছিলো তা তারা ভুলে গেলো, তখন আমি (সে দল থেকে) এমন লোকদের উদ্ধার করলাম, যারা নিজেরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতো,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرَوْا بِهِ أَنْجَيْنَا  
الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ

আর যারা যুলুম করেছে তাদের কঠিন শাস্তি দিয়ে  
আমি পাকড়াও করলাম, কেননা তারা নিজেরা গুরুত্ব  
করছিলো ।

وَآخْلَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْدًا بِئْيِسٍ  
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٥﴾

১৬৬. তাদেরকে যেসব (ঘৃণিত) কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিলো, যখন তারা তা (ধৃষ্টতার সাথে) করে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাদের বললাম, তোমরা সবাই লাঞ্ছিত বান্দ হয়ে যাও ।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نَهَا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ  
كُوْنُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿١٦﴾

১৬৭. (শ্বরণ করো,) যখন তোমার রব (ইহুদীদের উদ্দেশ্যে) ঘোষণা দিলেন, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত এ জাতির ওপর এমন লোকদের (শক্তিধর করে) পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের নিকট ধরনের শাস্তি দিতে থাকবে; অবশ্যই তোমার রব (যেমনি) সতৰ শাস্তি দান করেন, (তেমনি) তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ।

وَإِذْ تَأْذِنَ رَبَّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمٍ  
الْقِيَمَةَ مِنْ يَسُومَهُمْ سَوَاءَ الْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ  
لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧﴾

১৬৮. আমি তাদের দলে দলে বিভক্ত করে যামৈনে ছাড়িয়ে দিয়েছি, তাদের মধ্যে কিছু (ছিলো) নেককার মানুষ, আবার কিছু (ছিলো) এর চাইতে ভিন্ন (ধরনের), ভালো-মন্দ (উভয়) অবস্থার (সম্মুখীন) করে আমি তাদের পরীক্ষা নিয়েছি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (হেদায়াতের পথে) প্রত্যাবর্তন করবে ।

وَقَطْعُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَّا مِنْهُمْ  
الصَّاحِنُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ؛ وَبَلَوْنَهُمْ  
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَمُهُمْ بِرِجْعَوْنَ ﴿١٨﴾

১৬৯. অপর তাদের (অযোগ্য) উত্তরসুরিরা এ যামৈনে উত্তরাধিকারী হলো, তারা (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হলো, তারা এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ও করে নিছিলো, (মূর্খের মতো) বলতে থাকলো যে, আমাদের অবশ্যই (শেষ বিচারের দিন) মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু (অর্জিত সম্পদের) অনুরূপ সম্পদ যদি তাদের কাছে এসে পড়ে, তারা সাথে সাথেই তা হস্তগত করে নেয়; তাদের কাছ থেকে (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবের এ প্রতিশ্রূতি কি নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! সেখানে যা আছে তা তারা অধ্যয়নও করেছে; আর পরকালীন ঘরবাড়ি! (হাঁ) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম (নিবাস), তোমরা কি অনুধাবন করো না ?

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا  
الْكِتَبَ يَا خَلْفُونَ عَرَضَ هُنَّا الْأَدَنِي  
وَيَقُولُونَ سَيْغَرَ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ  
عَرَضٌ مِثْلُهِ يَا خَلْفُوهُمْ أَلَرْيُؤْخُلَ  
عَلَيْهِمْ مِيشَاقُ الْكِتَبِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى  
اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّهُ أَرَادَ  
الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلّٰلِّيْنَ يَنْتَقُونَ أَفَلَا  
تَعْقِلُونَ ﴿١٩﴾

১৭০. অপরদিকে যারা (আল্লাহর) কিতাবকে (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে (তাদের জানা উচিত), আমি কখনো সংশোধনকারীদের বিনিময় নষ্ট করি না ।

وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَبِ وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿٢٠﴾

১৭১. আমি যখন তাদের (মাথার) ওপর পাহাড়কে উঁচু করে রেখেছিলাম, (মনে হচ্ছিলো) তা যেন একটি ছায়া, তারা তো ধরেই নিয়েছিলো, তা বুঝি (এখনি) তাদের ওপর পড়ে যাবে (আমি তাদের বললাম,), আমি তোমাদের যে কিতাব দিয়েছি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা শ্বরণ করো, আশা করা যায় তোমরা (আয়ার থেকে) বেঁচে থাকতে পারবে ।

وَإِذْ نَتَقَبَّلُ الْجَبَلَ فَوَقَمْرَ كَانَهُ ظَلَةً  
وَظَنَّوْا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خَلْ وَمَا أَتَيْنَاهُ  
بِقُوَّةٍ وَإِذْ كَرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ ﴿٢١﴾

১৭২. (স্মরণ করো,) যখন তোমাদের রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠাদেশ থেকে তাদের (পরবর্তী) সন্তান-সন্ততিদের বের করে এনেছেন এবং তাদের নিজেদের ওপর নিজেদের সাক্ষী বানিয়ে (এ মর্যে আনুগত্যের) স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম, (এর উদ্দেশ্য ছিলো) যেন কেয়ামতের দিন তোমরা একথা বলতে না পারো, আমরা এবিষয়ে বে-খবর ছিলাম।

وَإِذَا أَخَذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ  
ظُهُورِهِمْ ذَرِيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ  
أَنفُسِهِمْ هُوَ الَّذِي قَالُوا بَلِّي  
شَهِدْنَا هُنَّا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا  
عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٩﴾

১৭৩. কিংবা (একথাও যেন না) বলো যে, (আল্লাহর সাথে) শেরেক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আগে করেছে— আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। বাতিলপন্থীরা যা করেছে সে জন্যে কি (আজ) তুমি আমাদের ধৰ্ম করবে?

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ أَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ  
وَكُنَا ذَرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتَهْلِكُنَا بِمَا  
فَعَلَ الْمُبْطَلُونَ ﴿١٠﴾

১৭৪. এভাবেই আমি (অতীতের) দৃষ্টান্তসমূহ খোলাখুলি বর্ণনা করি, আশা করা যায়, এরা (সোজা পথে) ফিরে আসবে।

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾

১৭৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের কাছে (এমন) একজন মানুষের কাহিনী (পড়ে) শোনাও, যার কাছে আমি আমার আয়াতসমূহ পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে তা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে, শয়তানও তার পিছু নেয় এবং সে পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ أَيْتَنَا  
فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ  
الْغَوَّيْنَ ﴿١٢﴾

১৭৬. (অথচ) আমি চাইলে তাকে এ (আয়াতসমূহ) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তু সে তো (উর্ধ্মরূপী আসমানের বদলে) নিম্নরূপী যতীনের প্রতিই আসঙ্গ হয়ে পড়লো এবং তার (পার্থিব) কামনা-বাসনার অনুসরণ করলো, তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের উদাহরণের মতো, যদি তুমি তাকে দৌড়াতে থাকো সে (জিহ্বা বের করে) হাঁপাতে থাকে, আবার তোমরা তাকে ছেড়ে দিলেও সে (জিহ্বা ঝুলিয়ে) হাঁপাতে থাকে; এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করেছে, এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, আশা করা যায় তারা চিন্তা-গবেষণা করবে।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَقَ  
إِلَيْهِ الْأَرْضَ وَاتَّبَعَهُو نَحْنُ فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ  
الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ  
تَتَرَكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ  
كَلَّ بُوْأِ بِأَيْتَنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ  
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

১৭৭. তাদের উদাহরণ কতো নিকৃষ্ট! যে সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নির্দর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে আসছে!

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَنَّ بُوْأِ بِأَيْتَنَا  
وَأَنفُسِهِمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٤﴾

১৭৮. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ দেখান সে (সঠিক) পথ পাবে, আবার যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারা হবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত।

مِنْ يَهِيدِ اللَّهِ فَهُوَ الْمَهْتَدِيُّ وَمَنْ  
يُفْلِلُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿١٥﴾

১৭৯. বহু সংখ্যক মানুষ ও জিন (আছে, যাদের) আমি জাহানামের জন্যে পয়সা করেছি, তাদের কাছে যদিও (বুঝার মতো) দিল আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের কাছে (দেখার মতো) চোখ থাকলেও তারা তা দিয়ে (সত্য) দেখে না, আবার তাদের কাছে (শোনার মতো) কান আছে, কিন্তু তারা সে কান দিয়ে (সত্য কথা) শোনে না; (আসলে) এরা হচ্ছে জন্ম-জানোয়ারের মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তাদের চাইতেও এরা বেশী পথভ্রষ্ট; এসব লোকেরাই হচ্ছে উদাসীন।

১৮০. আল্লাহ তায়ালার জন্যেই সুন্দর নামসমূহ (নির্বিদিত), অতএব তোমরা সে সব ভালো নামেই তাঁকে ডাকো এবং সেসব লোকের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামসমূহে বিকৃতি ঘটায়; যা কিছু তারা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছে, অচিরেই তার যথাযথ ফল তাদের দেয়া হবে।

১৮১. আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মাঝে এমন একটি দল আছে, যারা (মানুষকে) সঠিক পথের দিকে ডাকে এবং (সেমতে) নিজেরা ইনসাফ কায়েম করে।

১৮২. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি আন্তে আন্তে তাদের এমন দিক থেকে (ধৰ্মসের দিকে) নিয়ে যাবো যে, তারা কিছুই জানবে না।

১৮৩. আমি তাদের (বিদ্রোহের) জন্যে অবকাশ দিয়ে রাখবো, (এ ব্যাপারে) আমার কৌশল (কিন্তু) অত্যন্ত ময়বুত।

১৮৪. তারা কি কখনো চিন্তা করে দেখে না! তাদের সাথী (মোহাম্মদ)-এর সাথে কোনো জিনের আছর নেই; সে তো হচ্ছে (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১৮৫. তারা কি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের (বিষয়টির) দিকে কখনো তাকিয়ে দেখে না এবং তাকিয়ে দেখে না- আল্লাহ তায়ালা এখানে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন (তার প্রতি, এটা কি দেখে না যে, এখানে) তাদের (অবস্থানের) মেয়াদ হয়তো নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, অতপর আর কোন কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে?

১৮৬. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথহারা করে দেন তাকে পথে আনার আর কেউই নেই; তিনি তো তাদের (সবাইকে) তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভাস্তের মতো ঘূরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেন।

১৮৭. তারা তোমার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে জিজেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে; তুমি (তাদের) বলো,

وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ  
وَالْإِنْسَنِ نَطَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْهُونَ بِهَا  
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ  
أَذْانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ  
بَلْ هُمْ أَفَلَّ مَا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ⑭

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا  
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ  
سَيَحْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑯

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاِيْتَنَا سَنَسْتَلِ رِجْهُورٍ  
وَمِنْ خَلْقَنَا اُمَّةٌ يَهْلِكُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ  
يُعِدُّ لَوْنَ ⑯

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاِيْتَنَا سَنَسْتَلِ رِجْهُورٍ  
وَأَمْلَى لَهُمْ تِلْكَ إِنْ كَيْدِي مَتِينٍ ⑯

أَوْلَئِرِيَتَكْرَوْ رَسْتَ مَابِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ  
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ  
عَسِيَ أَنْ يَكُونَ قِدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ  
إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مَبِينٌ ⑯

أَوْلَئِرِيَنْتَرُوْ فِي مَلْكُوتِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ  
عَسِيَ أَنْ يَكُونَ قِدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ  
فَبِأَيِّ حَلِّ يُثْبَعُ بِعْلَةً بِؤْمنَوْ ⑯

مِنْ يَضْلِيلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَنَ رِهْمَ  
فِي طَفِيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ⑯

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِهَا قُلْ

এর জ্ঞান তো (রয়েছে) আমার মালিকের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমণ্ডলী ও যমীনের জন্যে সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা; এটি তোমাদের কাছে আসবে একান্ত আকশ্মিকভাবেই। তারা (এ প্রশ্নটি এমনভাবে) জিজেস করে যে, মনে হয় তুমি বুঝি সে সম্পর্কে সব কিছু জানো; (তাদের) বলো, কেয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটি) জানে না।

أَنَّمَا عِلْمَهُمَا عَنْ رَبِّيٍّ لَا يُجَلِّيهَا لَوْقَتِهَا  
إِلَّا هُوَ تَقْلِيْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً بَيْسَلُونَكَ كَانَكَ  
حَفِيْعٌ عَنْهَا قُلْ أَنَّمَا عِلْمَهُمَا عَنْ اللَّهِ وَلِكِنْ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ④

১৮৮. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো আমার নিজের ভালো-মন্দের মালিকও নই, তবে আল্লাহ তায়ালা যা চান তা আলাদা; যদি আমি অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমি (তা দিয়ে) অনেক ফায়দাই তো হাসিল করে নিতে পারতাম এবং কোনো অকল্যাণ্ড আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না, আমি (জাহানমের) সতর্ককারী ও (জাহানতের) সুসংবাদবাহী ছাড়া আর কিছুই নই— সে জাতির জন্যে যারা (আমার ওপর) ঈমান আনে।

قُلْ لَا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا  
مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ  
لَا سْتَكْثِرُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنَى  
السَّوْءُ إِنَّمَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبِشِيرٌ لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ④

১৮৯. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে পয়দা করেছেন এবং তার থেকে তিনি তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে, অতপর যখন (পুরুষ) সাথীটি (তার) মহিলা সাথীটিকে (দেহিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে) দেকে দিলো, তখন মহিলা সাথীটি এক লম্বু গর্ভ ধারণ করলো এবং সে এ নিয়েই চলাফেরা করলো; পরে যখন সে (গর্ভের কারণে) ভারী হয়ে এলো, তখন তারা উভয়েই তাদের মালিককে ডেকে বললো, (হে আল্লাহ) যদি তুমি আমাদের সুস্থ ও পূর্ণাংগ সন্তান দান করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে শামিল হবো।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَّاحِدَةٍ  
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا  
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَقْلَتْ دَعَوَا اللَّهَ  
رَبِّهِمَا لَعِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنْكُونَ  
مِنَ الشَّكِّرِينَ ④

১৯০. অতপর যখন তিনি তাদের উভয়কে একটি (নিখুঁত ও) ভালো সন্তান দান করলেন, তখন যা কিছু তাদের দেয়া হয়েছে তারা তাতে অন্যদের শরীক বানিয়ে নিলো, আল্লাহ তায়ালা কিন্তু তাদের এ শেরেক থেকে অনেক পবিত্র।

فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَاهُ شَرْكَاءَ فِي  
أَتَهُمَا فَتَعَلَّمَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ④

১৯১. এরা কি (আল্লাহ তায়ালার) সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করা হয়!

أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ  
يَخْلُقُونَ ④

১৯২. তারা তাদের কোনোরকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তারা তো (আসলে) নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفَسُهُمْ  
يَنْصَرُونَ ④

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ  
دِيْكَهُمْ أَدَعْتُمُوهُمْ إِلَيْنَا ۝ أَنْتُمْ  
سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعْتُمُوهُمْ إِلَيْنَا ۝  
থাকো - উভয়টাই তোমাদের জন্যে সমান কথা ।

صَامِتُونَ ۝

198. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো, তারা তো তোমাদের মতোই কতিপয় বান্দা, তোমরা তাদের ডেকেই দেখো না, তোমরা সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়ো ।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادَ  
أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيُسْتَجِيبُوا لَكُمْ  
إِنْ كَنْتُمْ صَلِّيْقِيْنَ ۝

195. তাদের কি কোনো পা আছে যার (ওপর ভর) দিয়ে তারা চলতে পারে, অথবা তাদের কি কোনো (ক্ষমতাধর) হাত আছে যা দিয়ে তারা সব কিছু ধরতে পারে, কিংবা আছে কি তাদের কোনো চোখ - যা দিয়ে তারা (সব কিছু) দেখতে পারে, কিংবা আছে কি - তাদের কোনো কান যা দিয়ে তারা শুনতে পারে! তুমি বলো, তোমরা ডাকে তোমাদের শরীকদের, এরপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত করো এবং আমাকে কোনো অবকাশও দিয়ো না ।

الْهُمَّ أَرْجِلِيْمِشُونَ بِهَا ۝ أَمْ لَهُمْ أَيْدِيْ  
يَبْطِشُونَ بِهَا ۝ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَ يَبْصِرُونَ  
بِهَا ۝ أَمْ لَهُمْ أَذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا  
قُلِ ادْعُوا شَرِكَاءَ كُمْثُرِكِيْدِ وَنَ فَلَ  
تَنْظِرُونَ ۝

196. (তুমি বলো,) নিচয়ই আমার অভিভাবক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি কিতাব নাখিল করেছেন, তিনি সবসময়ই ভালো লোকদের অভিভাবকত্ব করেন ।

إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ  
وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّلِحِيْنَ ۝

197. তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তারা তো নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না ।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ  
لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ  
يَنْصُرُونَ ۝

198. তোমরা যদি তাদের হেদয়াতের পথে আসার আহ্বান জানাও, তবে তারা শুনতেই পাবে না; (কথা বলার সময়) তুমি দেখছো যে, তারা তোমার দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু এরা আসলে (সত্যকে) দেখতেই পায় না ।

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا  
وَتَرِهْمَرِ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ  
لَا يَبْصِرُونَ ۝

199. (হে মোহাম্মদ, এদের সাথে) তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো ।

الْجَمِيلِيْنَ ۝

200. কখনো যদি শয়তানের কুম্ভণা তোমাকে প্রৱোচিত করে, (সাথে সাথেই) আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন ।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْغٍ  
فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ۝ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ۝

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَهُمْ طَعْفٌ مِّنْ  
يَدِيْكَ خَلَوْهُ شَيْئًا تَأْتِيْكُمْ مِّنْ  
(سাথে সাথেই) آتِيْসচেতন হয়, তৎক্ষণাতঃ তাদের  
চোখও খুলে যায়।

الشَّيْطَنِ تَدْكُرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ④

২০২. তাদের (কাফের) ভাই-বন্ধুরা তাদের বিদ্রোহের  
পথেই টেনে নিতে চায়, অতপর তারা (এ চেষ্টায়)  
কোনো গ্রন্থি করে না।

وَأَخْوَانَهُمْ يَمْلِدُونَهُمْ فِي الْغَيْثِ ثُمَّ  
لَا يَقْصُرُونَ ④

২০৩. (আবার) যখন তুমি তাদের কাছে কোনো  
আয়াত নিয়ে না আসো, তখন তারা বলে, ভালো  
হতো যদি তুমি নিজেই তেমন কিছু বেছে না নিতে!  
তুমি বলো, আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার  
মালিকের কাছ থেকে আমার কাছে নাযিল হয়,  
আর এ (কোরআন) হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ  
থেকে নাযিল করা (দুরদ্বিসম্পন্ন) কতিপয় নির্দেশন ও  
দলিল, যারা স্মৃতি এনেছে (এ কিতাব) তাদের জন্যে  
হেদায়াত ও রহমত।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا  
اجْتَبَيْتَهَا قُلْ أَنَّمَا أَتَيْتُكُمْ مَا يُوْحَى  
إِلَيْكُمْ رَبِّيْكُمْ هُنَّا بَصَارِئُ مِنْ رَبِّكُمْ  
وَهُنَّا وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ④

২০৪. যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন  
(মনোযোগের সাথে) তা শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো,  
আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ  
وَأَنْصِتوا عَلَيْكُمْ تَرْحِمَةً ④

২০৫. (হে নবী,) শ্রবণ করো তোমার মালিককে-  
মনে মনে, সকাল-সন্ধিয় সবিনয়ে সশ্রাক চিন্তে ও  
অনুচ্ছ স্বরের কথাবার্তা দিয়ে। কখনো গাফেলদের  
দলে শামিল হয়ো না।

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً  
وَدُونَ الْجَهَرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُرْبَةِ  
وَالْأَصَابِلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ④

২০৬. নিসদেহে যারা তোমার মালিকের একান্ত  
সান্নিধ্যে আছে, তারা কখনো অহংকার করে তার  
এবাদাত থেকে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তাসবীহ  
করে এবং তাঁর জন্যেই সাজাদা করে।

إِنَّ الَّذِينَ عَنِ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  
سَاجِدًا وَهُنَّ مُسْكِنُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ④

আয়াত ৭৫  
রূক্মু ১০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়াল নামে-

সূরা আল আনফাল  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. (হে মোহাম্মদ,) লোকেরা তোমার কাছে (যুদ্ধলক্ষ  
ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত) অতিরিক্ত (মাল-সামান) সম্পর্কে  
জানতে চাচ্ছে; তুমি বলো, (এ) অতিরিক্ত সম্পদ  
আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের জন্যে, অতএব  
তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (এ  
আলোকে) নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলো সংশোধন  
করে নাও, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের  
আনুগত্য করো, যদি তোমরা সত্যিকার (অর্থে)  
মোমেন হও!

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ  
لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا  
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
إِنْ كَثُرَ مُؤْمِنُينَ ④

২. আসলে মোমেন তো হচ্ছে সেসব লোক, (যাদের) আল্লাহ তায়ালাকে যখন ঘৰণ করানো হয় (তখন) তাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের দ্রৈমান বৃক্ষ পায়, উপরস্থি তারা তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ  
وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيهِ عَلَيْهِمْ آيَاتُ  
رَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ③

৩. যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يَنْفَعُونَ ④

৪. এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যিকার মোমেন, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে (বিপুল) মর্যাদা, ক্ষমা ও সমানজনক জীবিকা (-র ব্যবস্থা) রয়েছে।

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَهُمْ درجت  
عِنْ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقَ كَرِيمٍ ⑤

৫. যেভাবে (বদর যুদ্ধের দিনে) তোমার রব তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে এনেছেন, অথচ (তখনও) মোমেনদের একদল লোক (এ কাজটি) অপছন্দ করতো।

كَمَا أَخْرَجَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ  
وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ⑥

৬. সত্য (তোমার কাছে) স্পষ্ট হওয়ার পরও এরা (যুদ্ধের ব্যাপারে) তোমার সাথে বিতর্কে লিঙ্গ হচ্ছে, তারা যেন দেখতে পাচ্ছিলো যে, ধীরে ধীরে তাদের যুত্যুর দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاتِبَهُ  
يَسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظَرُونَ ⑦

৭. যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিক্রিতি দিচ্ছিলেন যে— দুটি দলের মধ্যে একটি দল তোমাদের (করায়ত) হবে, (অবশ্য) তোমরা চাঞ্চিলে (নিরন্তর ও) দূর্বল দলটিই তোমাদের (করায়ত) হোক, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর ‘কথা’ দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাঞ্চিলেন এবং (এর দ্বারা) তিনি কাফেরদের শেকড় কেটে দিতে চেয়েছিলেন,

وَإِذَا يَعْلَمُ كُرْمَ اللَّهِ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا  
لَكُرْمٌ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوَكَةِ  
تَكُونُ لَكُرْمٌ وَبِرِيلْ دِينَ اللَّهِ أَنْ يَحِقَّ الْحَقُّ  
بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكُفَّارِ ⑧

৮. (এর উদ্দেশ্য ছিলো) সত্যকে যেন সত্য বানানো যায় এবং বাতিলকে বাতিল করে দেয়া যায়, যদিও পাপিষ্ঠরা (একে) পছন্দ করেনি।

لِيُحَقِّ الْحَقُّ وَيُبَطِّلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ  
الْمُجْرِمُونَ ⑨

৯. (শুরণ করো,) যখন তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে ফরিয়াদ পেশ করছিলে, অতপর তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করে বলেছিলেন, হাঁ, আমি (এ যুদ্ধে) তোমাদের পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো।

إِذَا تَسْتَغْفِيْتُمْ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُرْمٌ  
أَنِّي مِمْدُلْ كُرْمٌ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلِئَةِ  
مَرْدِفِينَ ⑩

১০. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) শুভ সংবাদ দেয়া ও তা দিয়ে তোমাদের মনকে প্রশান্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে এটা বলেননি, (নতুনা আসল) সাহায্য তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই আসে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজাবান।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلَتَظْهَرَنَّ بِهِ  
قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑪

১১. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা ও স্বত্তির জন্যে তোমাদের তদ্দায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিলেন, তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নায়িল করেছেন, যেন এ (পানি) দ্বারা তিনি তোমাদের পাক-সাফ করতে পারেন, তোমাদের মন থেকে যেন শয়তানের অপবিত্রতা দূর করতে পারেন, তোমাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করতে পারেন, (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের কদম মযরুত করতে পারেন।

إِذْ يَغْشِيُّكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيَنْزِلُ  
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ  
وَيُنَهِّيَّ هَبَّ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَنِ وَلَيَرْبِطَ  
فِي قُلُوبِكُمْ وَيُثِيبَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

১২. (স্মরণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের কাছে (এই মর্মে) ওহী পাঠালেন যে, আমি তোমাদের সাথেই আছি, তোমরা মোমেনদের সাহস দাও; অচিরেই আমি কাফেরদের মনে দারূণ এক ভীতির সঞ্চার করে দেবো, অতপর তোমরা (তাদের) ঘাড়ের ওপর আঘাত হানো এবং তাদের (হাড়ের) প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো।

إِذْ يُوحِيُّ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ  
فَشَبَّهُوا إِلَيْنَا الَّذِينَ أَمْنَوْا سَالِقِيٍ فِي قُلُوبِ  
الَّذِينَ يَنْكَفِرُونَ الرُّعَبَ فَاضْرِبُوهَا فَوْقَ  
الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهَا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

১৩. এটা এ কারণে যে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করেছে, আর যারাই (ভাবে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে (তাদের জন্ম উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আয়াব প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ  
يَشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيلٌ  
الْعَقَابِ ۝

১৪. (হে কাফেররা,) এ হচ্ছে তোমাদের (যথার্থ পাওনা), অতপর তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো, কাফেরদের জন্যে দোয়খের আয়াব তো রয়েছেই।

ذَلِكُمْ فَدْنٌ وَقُوَّةٌ وَأَنَّ لِلْكُفَّارِيْنَ عَذَابَ  
النَّارِ ۝

১৫. হে মানুষ- যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফের বাহিনীর মুখোযুদ্ধি মোকাবেলা করবে, তখন কখনো তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ يُنْهَى  
كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوْلِهِمْ الْأَدْبَارَ ۝

১৬. (জেনে রেখো,) এ (যুদ্ধের) দিন যে ব্যক্তি তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার গঘব অর্জন করবে, যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কিংবা (নিজ) বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্য ছাড়া (যদি কেউ এমনটি করে তাহলে), তার আশ্রয়স্থল হবে জাহানাম; আর জাহানাম সত্যিই নিকৃষ্ট জায়গা।

وَمَنْ يُوْلِهِمْ يُوْمَئِنْ دِبْرَةً لَا مَتْحَرِّفًا  
لِقَتَالٍ أَوْ مَتْحِيزًا إِلَى فَعَةٍ فَقَلَ بَاءَ بَعْضَ  
مِنَ الْهِ وَمَا وَهِ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

১৭. (এ যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে) তাদের তোমরা কেউই হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই তাদের হত্যা করেছেন, তুমি যখন (তাদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ করছিলে, (মূলত) তুমি (এটা) নিক্ষেপ করোনি বরং করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, যেন তিনি নিজের থেকে মোমেনদের উভয় পুরক্ষার দান করে (তাদের বিজয়) দিতে পারেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ  
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى  
وَلَيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۝  
اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ۝

১৮. এটা হচ্ছে তোমাদের (ব্যাপারে আমার কোশল), অবশ্যই  
আল্লাহ তায়ালা কফিরদের ঘড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।

ذِكْرٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنٌ كَيْدِ الْكُفَّارِينَ ⑥

১৯. (হে কাফিরো,) তোমরা একটা সিদ্ধান্ত চেয়েছিলে, হাঁ, সে সিদ্ধান্ত (-কর মুহূর্তটি) তোমাদের সামনে এসে গেছে, যদি এখনও তোমরা (যুদ্ধ থেকে) বিরত থাকতে চাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, তোমরা যদি (আবার যুদ্ধের জন্যে) ফিরে আসো, তাহলে আমরাও ফিরে আসবো, আর তোমাদের বাহিনী সংখ্যায় যতো বেশীই হোক না কেন তা তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সাথেই রয়েছেন।

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَلْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ  
تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعْلُ  
وَلَنْ تَغْنِيَ عَنْكُمْ فَتَكْمِرُ شَيْئًا وَلَوْ  
كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ⑥

২০. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, কখনো তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, তোমরা তো (সব কিছুই) শুনতে পাচ্ছো।

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ⑥

২১. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (মুখে) বলে, হাঁ, আমরা (নবীর কথা) শুনলাম, কিন্তু তারা (কার্যত) কিছুই শোনে না।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ  
لَا يَسْمَعُونَ ⑥

২২. আল্লাহ তায়ালার কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই বধির ও মৃক (মানুষগুলো), যারা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) কিছু বুঝে না।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عَنَّ الْأَصْمَرِ الْبَكَرِ  
الَّذِينَ لَا يَعْقُلُونَ ⑥

২৩. আল্লাহ তায়ালা যদি জানতেন, এদের ভেতর কোনো ভালো (গুণ) আছে, তাহলে তিনি তাদের (হোদায়াতের কথা) শোনাতেন; (অবশ্য) তিনি তাদের শোনালেও তারা উত্পেক্ষাই করতো।

وَكَوْلَاهُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سِعْهُمْ  
وَلَوْ أَسْعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مَعْرُضُونَ ⑥

২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও- যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন, যা তোমাদের (সত্যিকার অর্থে) জীবন দান করবে, জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার হস্তের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করেন; (এটাও জেনে রেখো) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا اسْتَجِيبُوا لَهُ  
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّي كُمْ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ  
وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑥

২৫. তোমরা (আল্লাহদ্বারাহিতার) সেই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার শাস্তি- যারা তোমাদের মধ্যে যালেম শুধু তাদের জন্যেই নিদৃষ্ট থাকবে না, আরো জেনে রাখো আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।

وَاتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيلٌ  
الْعِقَابِ ⑥

২৬. অরণ করো, যখন তোমরা (সংখ্যায়) ছিলে কম, যদীনে তোমাদের অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হতো,

وَادْكِرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ ⑥

تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفُوكُمُ النَّاسُ فَأَوْيِكُمْ  
 (অন্য) মানুষরা তোমাদের ওপর এসে চড়াও হবে, কখন  
 অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (একটি ভূভ্যে  
 এনে) অশুয় দিলেন, তাঁর সাহায্য দিয়ে তিনি তোমাদের  
 শক্তিশালী করলেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রেয়েক  
 দান করলেন, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহর  
 নেয়ামতের) শোকর আদায় করবে।

২৭. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা  
 ও (তাঁর) রসূলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো  
 না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতেরও খেয়ানত  
 করো না।

২৮. জেনে রেখো, তোমাদের মাল-সম্পদ ও  
 সন্তান-সন্ততি হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) পরীক্ষামাত্র,  
 (আর যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্যে  
 অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে।

২৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি আল্লাহকে  
 ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে (ন্যায়  
 অন্যায়ের মাঝে) পার্থক্য নির্ণয়কারী (মাপকাটি) দান  
 করবেন, তিনি তোমাদের গুণহসমূহ মিটিয়ে দেবেন,  
 তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা  
 অনেক বড়ো দানের অধিকারী।

৩০. (শ্বরণ করো,) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে  
 ঘড়্যন্ত করছিলো যে, তারা তোমাকে বন্দী করবে  
 অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (আপন  
 ভূমি থেকে) নির্বাসিত করে দেবে; তারা তোমার  
 বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত করছিলো, আল্লাহ তায়ালাও (তোমাকে  
 উদ্বারের) কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন; আর আল্লাহ  
 তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট কৌশলী।

৩১. যখন তাদের সামনে আমার কোনো আয়াত পড়ে  
 শোনানো হতো, তখন তারা বলতো, (হাঁ) আমরা  
 একথা (আগেও) শুনেছি, আমরা চাইলে এ ধরনের  
 কথা তো আমরাও বলতে পারি, এগুলো তো আগের  
 লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।

৩২. তারা যখন বলেছিলো, হে আল্লাহ তায়ালা,  
 এই কিতাব যদি তোমার কাছ থেকে পাঠানো সত্য  
 (কিতাব) হয়, তাহলে (একে অমান্য করার কারণে)  
 তুমি আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ  
 করো, কিংবা তুমি আমাদের ওপর কোনো কঠিন  
 শাস্তি পাঠিয়ে দাও।

৩৩. হে নবী, আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি  
 তাদের কোনো আয়াত দেবেন, অথচ তুমি (সশরীরে)  
 তাদের মধ্যে (বর্তমান) রয়েছো; আর আল্লাহ তায়ালা  
 এমনও নন যে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন, অথচ  
 তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ  
 وَتَخُونُوا أَمْنِتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑤

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَآوَلَادُكُمْ فِتْنَةٌ  
 وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑥

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَقْوُا اللَّهُ يَجْعَلُ  
 لَكُمْ فَرْقَانًا وَيَكْفِرُ عَنْكُمْ سِيَاتُكُمْ  
 وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑦

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ  
 أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكِرُونَ  
 وَيَمْكِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيرِينَ ⑧

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا قَالُوا قَدْ  
 سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ  
 هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِيَّنَ ⑨

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ  
 مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ  
 السَّمَاءِ أَوْ أَئْتَنَا بِعَذَابٍ أَلَيْمِ ⑩

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِنِّ بِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ  
 وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعِنْ بِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⑪

৩৪. কেনই বা আল্লাহ তায়ালা তাদের আয়াব দেবেন  
না— যখন তারা (আল্লাহর বান্দাদের) মাসজিদুল  
হারামে আসার পথ থেকে নিবৃত্ত করে, অথচ তারা তো  
এর অভিভাবকও নয়; এ ঘরের (আসল) অভিভাবক  
হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, কিন্তু  
তাদের অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটা) জানে না ।

وَمَا لَهُمْ أَلَا يَعْلَمُ بِهِمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصْلُوونَ  
عَنِ الْمَسْجِنِ الْكَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلَىٰ إِيمَانَهُ  
أَنْ أَوْلَيَاً إِلَّا الْمُتَقْوُنَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ ④৪

৩৫. এ ঘরের পাশে তাদের নামায কিছু শিস দেয়া ও  
তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না; (আল্লাহ  
তায়ালা বলছেন,) এখন তোমরা তোমাদের কুফরী  
কার্যকলাপের জন্যে শাস্তি ভোগ করো ।

وَمَا كَانَ مَلَاتُهُمْ عِنْ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَافَأَةٌ  
وَتَصْلِيَةٌ فَلَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفُرونَ ④৫

৩৬. যারা কুফরী করেছে এবং যারা নিজেদের  
ধন-সম্পদ (এ পথেই) ব্যয় করেছে, (এর দ্বারা)  
মানুষদের তারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে  
রাখবে; এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরো ব্যয় করতে  
থাকবে, অতপর একদিন সে (ব্যয় করা)-টাই তাদের  
জন্যে মনস্তাপের কারণ হবে, অতপর (দুনিয়ার  
জীবনেও) তারা গরাবৃত হবে, আর যারা কুফরী  
করেছে আখেরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে  
একত্রিত করা হবে ।

৩৭. আল্লাহ তায়ালা যেন (এর দ্বারা) ভালোকে খারাপ  
থেকে পৃথক করে দিতে পারেন এবং খারাপগুলোর  
একটাকে আরেকটার ওপর রেখে সবগুলো এক  
জায়গায় স্তুপীকৃত করবেন, অতপর তাকে জাহান্নামে  
নিষ্কেপ করবেন; (মূলত) এ লোকগুলো সেদিন  
(ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

৩৮. (হে মোহাম্মদ), যারা কুফরী করেছে তাদের তুমি  
বলো, তারা যদি এ থেকে ফিরে আসে, তাহলে তাদের  
অতীতের সব কিছুই ক্ষমা করে দেয়া হবে, তবে  
যদি তারা (খারাপ কাজের দিকেই) ফিরে যায়, তাহলে  
তাদের (সামনে) আগের (ধৰ্মস্পাঞ্চদের) পরিণামের  
দৃষ্টান্ত তো আছেই!

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ  
الْخَبِيثَ بَعْدَهُ مَلِيْعَةً بَعْضَهُ مَلِيْعَةً فَيَرْكِمَهُ جَمِيعًا  
فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أَوْلَئِكَ هُمُ الْحَسِرُونَ ⑥

৩৯. (হে ঈমানদার লোকেরা), তোমরা কাফেরদের  
বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (কুফরীর)  
ফেতনা বাকী থাকবে এবং দ্বিন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ  
তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে, (হাঁ,) তারা যদি  
(কুফুর থেকে) নিবৃত্ত হয়, তাহলে নিসদেহে আল্লাহ  
তায়ালাই তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী ।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ  
الَّذِينَ كَلَّهُ اللَّهُ فَإِنْ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
بِمَا يَعْلَمُ بَصِيرٌ ⑦

৪০. যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়  
তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছে  
তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক; কতো  
উত্তম সাহায্যকারী!

وَإِنْ تَوَلُّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰ  
نَعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرِ ⑧

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنْ  
لِهِ خَمْسَةٌ وَالرَّسُولُ وَلِذِي الْقِرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ  
إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْ  
عَنْ نَا يَوْمَ الْفَرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىِ الْجَمِيعِ  
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>(৪)</sup>

৪১. (হে মোমেনরা,) তোমরা জেনে রেখো, যুদ্ধে তোমরা যে সব জিনিস গণিমত (হিসেবে) হাসিল করেছো, তার এক পঞ্চাংশ আল্লাহই তায়ালার জন্যে, রসূলের জন্যে, (তাঁর) স্বজনদের জন্যে, এতীমদের জন্যে, মেসকীনদের জন্যে ও পথচারী মোসাফেরদের জন্যে। তোমরা যদি আল্লাহতে বিশ্বাস করো এবং (বিশ্বাস করো বিজয় সম্পর্কিত) সে বিষয়টির প্রতি, যা আমি হক ও বাতিলের চূড়ান্ত মীমাংসার দিন-একে অপরের মুখোমুখি হবার দিন আমার বান্দার ওপর নাফিল করেছিলাম; (তাহলে জেনে রেখো,) আল্লাহই তায়ালাই হচ্ছেন সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

৪২. (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা যখন উপত্যকার নিকট প্রান্তে ছিলে, (তখন) তারা ছিলো দূর প্রান্তে, আর কাফেলা ছিলো তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে; যদি তোমরা আগেই তাদের সাথে কোনো (চুক্রির) সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তাহলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তোমরা অবশ্যই মতবিরোধ করতে, কিন্তু আল্লাহই তায়ালা তাই ঘটাতে চেয়েছিলেন যা ঘটানো তাঁর মনযুর ছিলো, (তিনি চাইলেন) যে দলটি ধ্রংস হবে সেটি যেন সত্য (মিথ্যা) স্পষ্ট হওয়ার পরই ধ্রংস হয়, আবার যে দলটি বেঁচে থাকবে সেটিও যেন সত্যাসত্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে; নিশ্চয়ই আল্লাহই তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৪৩. (স্বরণ করো,) যখন আল্লাহই তায়ালা তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন, (তখন) যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন; তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে, কিন্তু আল্লাহই তায়ালা (এটা না করে তোমাদের) নিরাপদ করে দিয়েছেন; তিনি মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

৪৪. (স্বরণ করো,) যখন তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) তাদের সামনাসামনি হলে, তখন আল্লাহই তায়ালা তোমাদের চোখে তাদের সংখ্যাকে কম (করে) দেখালেন এবং তাদের চোখেও তিনি তোমাদের (সংখ্যা) দেখালেন কম, যেন আল্লাহই তায়ালা তাই ঘটিয়ে দেখান যা কিছু তিনি ঘটাতে চান; (মূলত) আল্লাহই তায়ালার দিকেই সব কিছু প্রতার্তিত হবে।

৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমরা সামনাসামনি হও,

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامَكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ  
أَرِكُمْ كَثِيرًا لِفَشَلَتْمُ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي  
الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَلِيلٍ  
الصَّدْرٌ<sup>(৫)</sup>

وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامَكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ  
أَعْيَنْكُمْ قَلِيلًا وَيُقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ  
لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَيْ  
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ<sup>(৬)</sup>

তখন ময়দানে অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ ^ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَكُمْ فَأَثْبِتُوا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ<sup>১</sup>

৪৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরম্পরার বাগড়া-বিবাদ করোনা, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দৈর্ঘ্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

৪৭. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ো না, ^ যারা অহংকার ও লোকদের (নিজেদের শান-শওকত) দেখানোর জন্যে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সাধারণ মানুষদের যারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (মূলত) তাদের সমুদয় কার্যকলাপই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন।

৪৮. যখন শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের সামনে খুব চাকচিক্যময় করে পেশ করেছিলো এবং সে তাদের বলেছিলো, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পাশে আছি, অতপর যখন উভয় দল সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন সে কেটে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই, আমি এমন কিছু দেখতে পাইছি যা তোমরা দেখতে পাও না, আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি, (কেননা) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন কঠোর শাস্তিদাতা।

৪৯. মোনাফেক ও তাদের দলবল- যাদের দিলে ^ (গোমরাহীর) ব্যাধি রয়েছে, যখন তারা বললো, তাদের দ্বীনই তাদের প্রতারিত করে রেখেছে; (অসলে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৫০. তুমি যদি (সত্তিই) সেই অবস্থাটা দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের রূহ বের করে নিয়ে যাচ্ছিলো, ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে যাচ্ছিলো (এবং বলছিলো), তোমরা আগনের আয়াব উপভোগ করো।

৫১. (অসলে) এটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের উভয় হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছিলে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর বান্দার ওপর ঝুলুম করেন না,

৫২. (এরা হচ্ছে) ফেরাউনের আপনজন ও তাদের  
পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই; তারা আল্লাহ তায়ালার  
আয়াতকে অঙ্গীকার করেছে, ফলে তাদের গুনাহের  
দরুণ আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন;  
নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী, কঠোর  
শাস্তিদানকারী।

كَلَّا أَبِ الْفَرْعَوْنِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
كَفَرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ فَأَخْلَقَهُمُ اللَّهُ بْنُ نُوْبِيْمَ  
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑥

৫৩. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো  
জাতিকে কোনো নেয়ামত দান করেন, তিনি ততোক্ষণ  
পর্যন্ত (তাদের জন্যে) তাঁর সে নেয়ামত বদলে দেন  
না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার  
পরিবর্তন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু)  
শোনেন, (সব কিছু) জানেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغِيْرًا نِعَمَةً  
أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغِيْرُوا مَا  
بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ⑦

৫৪. (এরা হচ্ছে) ফেরাউন, তার স্বজন ও তাদের  
আগের লোকদের মতো; যারা তাদের মালিকের  
আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অতপর আমি  
তাদের (কুফরীর) অপরাধের জন্যে তাদের ধ্বংস  
করে দিয়েছি এবং ফেরাউনের স্বজনদের আমি ডুবিয়ে  
দিয়েছি, (মূলত) তারা সবাই ছিলো যালেম।

كَدَّأَبِ الْفَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَلَّبُوا بِأَيْتَ رَبِّهِمْ  
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بْنُ نُوبِيْمَ وَأَغْرَقْنَا أَلَّ  
فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظَلَمِيْنَ ⑧

৫৫. নিশ্চয়ই (আল্লাহর) যমানে (বিচরণশীল) জীবের  
মধ্যে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হচ্ছে তারা, যারা  
(আল্লাহ তায়ালাকে) অব্যৌকার করে অতপর তারা  
(তাঁর ওপর) সৈমান আনে না।

إِنَّ شَرَ الدَّوَابَ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ  
كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑨

৫৬. (তারাও নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম,) যাদের সাথে  
তুমি সন্ধিচূক্ষি স্বাক্ষর করেছো, অতপর তারা প্রতিবারই  
সে চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং তারা (কাউকেই) পরোয়া  
করেনি।

أَلَّذِينَ عَمِلُتْ مِنْهُمْ مَا يَنْقُضُونَ  
عَمَلَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقْوَنَ ⑩

৫৭. অতএব এ লোকদের যখনি তুমি ধরতে পারো,  
তাহলে তাদের মূল বাহিনী থেকে বিছিন্ন করে  
(এমনভাবে) শাস্তি দেবে, যাতে তাদের পরবর্তী  
বাহিনী (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ করে।

فَامَا تَشْفَنْمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِمْ مَنْ  
خَلَفَهُمْ لَعْلَمَ يَذْكُرُونَ ⑪

৫৮. যদি কখনো কোনো জাতির কাছ থেকে তোমার  
বিশ্বাসবাদকর্তার আশংকা হয়, তাহলে (তাদের সাথে  
সম্পাদিত) চুক্তি তুমি একইভাবে তাদের (মুখের) ওপর  
ছুঁড়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খোয়ানতকারীদের  
পছন্দ করেন না।

وَإِمَّا تَحَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِلْ  
إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِنِينَ ⑫

৫৯. কাফেররা যেন কখনো এ ধারণা না করে যে, ওরা  
(তোমাদের পেছনে ফেলে নিজেরা) এগিয়ে গেছে;  
(মনে রেখো), তারা কখনো (তোমাদের) অক্ষম করে  
দিতে পারবে না।

وَلَا يَحْسِبُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا  
إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ ⑬

৬০. তাদের (সাথে ঘোকাবেলার) জন্যে  
তোমরা যথাসাধ্য শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম ও

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوْمٍ  
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوْمٍ ⑭

ঘোড়া প্রস্তুত রাখিবে এবং দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশ্মন ও তোমাদের দুশ্মনদের ভীত-সন্তুষ্ট করে দেবে (এ ছাড়াও কিছু লোক আছে) যাদের পরিচয় তোমরা জানো না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের চেনেন; আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَلَىٰ اللَّهِ  
وَعَدَ وَكَمْ وَأَخَرِينَ مِنْ دُونِهِ لَا  
تَعْلَمُونَهُ إِلَهٌ يَعْلَمُهُ وَمَا تَنْفَقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَظْلِمُونَ<sup>(৩)</sup>

৬১. (হে নবী) তারা যদি সঞ্চির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে যাবে এবং সব সময়ই আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) দেখেন।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلِّمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>(৪)</sup>

৬২. আর যদি কখনো তারা (সঞ্চির আড়ালে) তোমাকে ধোকা দিতে চায়, তাহলে (জেনে রেখে) তোমার জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; তিনি তাঁর (সরাসরি) সাহায্য ও মোমেনদের দ্বারা তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন,

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْلُعُوكَ فَإِنْ  
حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّلَ لَكَ بِنَصْرِ  
وَبِالْمُؤْمِنِينَ<sup>(৫)</sup>

৬৩. আল্লাহ তায়ালা তাদের অস্তরসমূহের মাঝে পারস্পরিক (ভালোবাসা ও) সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন; অথচ তুমি যদি দুনিয়ার সবকিছু ব্যয় করতে, তবু তুমি এদের অস্তরের মাঝে ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই এদের মাঝে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন; অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কৃশঙ্গী।

وَالْأَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ<sup>(৬)</sup>

৬৪. হে নবী, তোমার জন্যে এবং মোমেনদের মাঝে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسِبَكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>(৭)</sup>

৬৫. হে নবী, তুমি মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে উদ্ধৃত করো, (মনে রেখো) তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোকও যদি ধৈর্যশীল হতে পারে তাহলে তারা দুশ’ লোকের ওপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি একশ’ হয় তাহলে তারা কাফেরদের এক হাজার লোকের ওপর জয় লাভ করবে, কেননা তারা হচ্ছে এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حِرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ  
الْقَتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ  
صَبْرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ  
مِنْكُمْ مَائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقِهُونَ<sup>(৮)</sup>

৬৬. (এ নিচয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা) জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে; (অতপর) তোমাদের মধ্যে যদি একশ’ ধৈর্যশীল মানুষ থাকে

أَلَئِنْ خَفَقَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنْ فِيكُمْ  
ضُعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةً صَابِرَةً

তাহলে তারা দুশ্য'র ওপর বিজয়ী হবে, আবার যদি <sup>يَغْلِبُوا مَأْتَيْنِ</sup> وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ  
থাকে তোমাদের এক হাজার ধৈর্যশীল ব্যক্তি, তাহলে <sup>أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ</sup> بِإِذْنِ اللَّهِ وَالله  
তারা আল্লাহ' তায়ালার হৃকুমে বিজয়ী হবে দু'হাজার <sup>أَلْفَ</sup> লোকের ওপর; (জেনে রেখো,) আল্লাহ' তায়ালা  
ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

<sup>وَمَعَ الصَّابِرِينَ</sup> ④

৬৭. কোনো নবী'র পক্ষেই এটা শোভা পায় না যে, তার কাছে বন্দীরা থাকবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে যামীনে  
(আল্লাহ'র দুশ্মনদের) রক্ষণাত্মক ঘটাবে; (আসলে) তোমরা তো দুনিয়া'র (সামান্য) স্বার্থটুকুই চাও, আর  
আল্লাহ' তায়ালা চান (তোমাদের) আখেরাত; আল্লাহ' তায়ালা ইচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرِي  
حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرْيَدُونَ  
عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ  
وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ④

৬৮. যদি (এ ব্যাপারে) আল্লাহ' তায়ালার কাছ থেকে  
পূর্বের কোনো (ফরমান) লেখা না থাকতো, তাহলে  
(বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তোমরা) যা  
কিছু নিয়েছো, তার জন্যে একটা বড়ো ধরনের আয়া'ব  
তোমাদের পাকড়াও করতো।

لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لِمَسْكُورٍ فِي  
أَخْلَقٍ تَرَ عَنْ أَبٍ عَظِيمٍ ④

৬৯. অতপর যা কিছু তোমরা গন্তব্য হিসেবে লাভ  
করেছো, (নিসংকোচে) তোমরা তা খাও, (তা) হালাল  
ও পবিত্র, তোমরা আল্লাহ' তায়ালাকে ভয় করো;  
আল্লাহ' তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَّا طَيْباً ۖ وَاتَّقُوا  
اللهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④

৭০. হে নবী, তোমার হাতে যেসব বন্দী রয়েছে যে,  
তাদের তুমি বলো, আল্লাহ' তায়ালা যদি জানতে পান  
যে, তোমাদের দিলে ভালো কিছু (গ্রহণের যোগ্যতা  
আছে), তাহলে তিনি তোমাদের (ঈমানের) এমন এক  
কল্যাণ দান করবেন— তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ  
হিসেবে) নেয়া হয়েছে যা তার চাইতে অনেক ভালো  
এবং তিনি তোমাদের (গুনাহসমূহ) মাফ করে দেবেন;  
আল্লাহ' তায়ালা ক্ষমাশীল দয়াবান।

يَا يَاهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَيْنِ يَكْرِمِنَ  
الْأَسْرِيٰ «إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ  
خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخْلَى مِنْكُمْ  
وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④

৭১. আর তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা  
করতে চায় (তাহলে তুমি ডেবো না), এরা তো এর আগে  
করেছে এবং অতপর (এর শান্তি হিসেবে) তিনি  
তোমাদের হাতে বন্দি প্রেফতার করিয়েছেন; আল্লাহ'  
তায়ালাই হচ্ছেন ঝন্অবান, কুশলী।

وَإِنْ يَرِيْدُوا خِيَانَتَكَ فَقَلْ خَانُوا اللَّهِ مِنْ  
قَبْلَ فَامْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيهِ حَكِيمٌ ④

৭২. নিসদেহে যারা ঈমান এনেছে (এবং ঈমানের  
জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে  
আল্লাহ'র পথে জেহাদ করেছে এবং যারা  
(মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে সাহায্য করেছে,  
তারা সবাই পরম্পরের বন্ধু; (অপরদিকে) যারা ঈমান  
এনেছে অথচ এখনো হিজরত করেনি, যতোক্ষণ  
পর্যন্ত তারা হিজরত না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত  
তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই,

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَهَا جَرَوا وَجْهُمْ وَبِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْرَوا وَ  
نَصَرُوا أَوْلَئِكَ بِعَصْمَهِمْ أَوْلَيَاءَ بَعْضٌ  
وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَلَرِيْهَا جَرَوا مَالَكَمِنَ  
وَلَا يَتَهِمُ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جَرَوا ۚ

(তবে কথনো) যদি তারা (একান্ত) দীনের খাতিরে <sup>وَإِنْ أَسْتَنْصِرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ</sup> তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়, তাহলে তাদের <sup>النَّصْرُ لَا إِلَهَ إِلَّا قُوَّةٌ</sup> সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, (তবে তা) যেন এমন কোনো সম্পদায়ের বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে; (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

৭৩. যারা কুরুরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু, তোমরা যদি (একে অপরকে সাহায্য করার) সে কাজটি না করো, তাহলে আল্লাহর যদীনে ফেন্টনা-ফাসাদ ও বড়ো ধরনের বিপর্যয় (সৃষ্টি) হবে।

<sup>وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِظَمِهِمْ أَوْ لِيَاءَ بَعْضِ</sup>  
<sup>إِلَّا تَفْعُلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ</sup>  
<sup>وَفَسَادٌ كَبِيرٌ</sup>

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, (ঈমানের জন্যেই) হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে এবং (তাদের) সাহায্য করেছে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মোমেন; এদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) ক্ষমা ও উন্নত জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে।

<sup>وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي</sup>  
<sup>سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْلَوْا وَنَصَرُوا</sup>  
<sup>أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ</sup>  
<sup>وَرِزْقٌ كَرِيمٌ</sup>

৭৫. যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; যারা আজ্ঞায়তার বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তারাও একে অন্যের বেশী হকদার, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপারে সম্যক ওয়াকেফহাল।

<sup>وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا</sup>  
<sup>وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ</sup>  
<sup>وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ</sup>  
<sup>فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ</sup>

<sup>عَلِيهِ</sup>

আয়াত ১১২  
রুকু ১৬

(এই সূরায় বিশমিল্লাহ পড়া নিয়েখ)

সূরা আত্ত তাওবা  
মদীনায় অবস্থীর্ণ

১. (হে মুসলমানরা,) মোশরেকদের সাথে তোমরা যে <sup>بِرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ</sup> (সন্দি) চুক্তি সম্পাদন করেছিলে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের (আজ তা থেকে) <sup>عَمَلَ تِمَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ</sup> অব্যাহতি (দেয়া হলো)।

<sup>فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ</sup>  
<sup>وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مَعِزِّيَ اللَّهُ وَأَنَّ</sup>  
<sup>اللَّهُ مَخِزِّي الْكُفَّارِ</sup>

২. অতপর (হে মোশরেকরা), তোমরা (আরো) চার মাস পর্যন্ত (এ পবিত্র) ভূখণে চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের অপমানিত করবেন।

৩. মহান হজ্জের (এ) দিনে দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ঘোষণা (এই যে), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোশরেকদের (সাথে সম্পাদিত চুক্তির বাধ্যবাধকতা) থেকে মুক্ত এবং (মুক্ত) তাঁর রসূলও; (হে মোশরেকরা,) যদি তোমরা (খন্দে) তাওবা করো তাহলে তা হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না; (হে নবী,) যারা কুফরী করেছে তাদের তুমি কঠোর আয়াবের সুসংবাদ দাও,

৪. তবে মোশরেকদের মাঝে সেসব লোকের কথা আলাদা, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো, অতপর তারা (সে চুক্তি রক্ষায়) এতোটুকুও ক্রটি করেনি— না তারা কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করেছে, তাদের চুক্তি তাদের (নিদ্র্ষ্ট) মেয়াদ (শেষ হওয়া) পর্যন্ত তোমরা মেনে চলবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

৫. অতপর যখন (এ) নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মোশরেকদের তোমরা যেখানে পাবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং তাদের (ধরার) জন্যে তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাকবে, তবে এরপরও তারা যদি তাওবা করে (ধীনের পথে ফিরে আসে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, বড়ো দয়াময়।

৬. মোশরেকদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে, যাতে করে (তোমার আশ্রয়ে থেকে) সে আল্লাহ তায়ালার বাণী শুনতে পায়, অতপর তুমি তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌছে দেবে; (এটা) এ জন্যেই যে, এরা (আসলেই) এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা (সত্যের) কিছুই জানে না।

৭. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে মোশরেকদের (এ) চুক্তি কিভাবে (বহাল) থাকবে? তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের পাশে (বসে) তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে (তাদের কথা আলাদা), যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে (সম্পাদিত এ) চুক্তির ওপর বহাল থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের সাথে (সম্পাদিত চুক্তিতে) বহাল থেকো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

وَإِذَا مِنْ أَنْشَأْنَا نَاسًا  
يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بِرِّئُهُ مِنْ  
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتَرِ  
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوْلِيْتُمْ فَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ غَيْرُ مَعِزِّيْلِ اللَّهِ وَبَشِّرُ النِّبِيْنَ  
كَفَرُوا بِعَدَابِ أَيْمَرِ ③

إِلَّا أَنَّلِّنَ يَنْعَلِيْهِ عَمَلَ تَرِمِيْنَ الْمُشْرِكِينَ  
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا  
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتَّمُوا إِلَيْهِمْ عَمَلَهُمْ إِلَى  
مُلْتَهِمِيْنَ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَقِيْنَ ④

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا  
الْمُشْرِكِينَ حِيْثُ وَجَلَ تَوْهِمُهُ وَخَلَ وَهُنَّ  
وَاحْصَرُوهُمْ وَأَقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ  
فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوْا الزَّكُوْ  
فَخَلُوْلُهُمْ سَبِيلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤

وَإِنْ أَحَدٌ مِنِ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ  
فَأَجْرِهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَاتُ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ  
مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ⑥

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَمَلٌ عِنْدَ  
اللَّهِ وَعِنْ رَسُولِهِ إِلَّا أَنَّلِّنَ يَنْعَلِيْهِ  
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا  
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ  
الْمُتَقِيْنَ ⑦

৮. কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে?) এরা যদি কখনো তোমাদের ওপর জয়লাভ করে, তাহলে তারা (যেমনি) আঞ্চীয়তার তোয়াক্ত করবে না, (তেমনি) চুক্তির মর্যাদাও তারা দেবে না; তারা (শুধু) মুখ দিয়েই তোমাদের খুশী রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অস্তরগুলো সেসব কথা মেনে নেয় না, (মূলত) এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে ফাসেক,

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُوا  
فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً بِيْرَضْوَنَكُمْ  
بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابِي قَلُوبِهِمْ وَأَكْثَرُهُمْ  
فِسْقُونَ ⑦

৯. এরা আঞ্চাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং (মানুষকে) তার পথ থেকে দূরে রেখেছে; নিচ্যাই এটা খুব জঘন্য কাজ, যা তারা করছিলো ।

إِشْتَرَوْا بِأَيْتِ اللَّهِ تَمَّا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنِ  
سَبِيلِهِ أَنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑧

১০. দ্বিমানদার লোকের ব্যাপারে এরা (যেমন) আঞ্চীয়তার ধার ধারে না, (তেমনি) কোনো অংশিকারের মর্যাদাও এরা রক্ষা করে না; (মূলত) এরা হচ্ছে সীমালংঘনকারী ।

لَا يَرْقِبُونَ فِيْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً  
وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدِلُونَ

১১. যদি তারা তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই; আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যা) বুবাতে পারে ।

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوْا  
الزَّكُوَةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنَفِصُلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑩

১২. তারা যদি তাদের প্রতিশ্রূতি দেয়ার পরও তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্যুপ করে, তাহলে তোমরা কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ঘোষণা) করো, কেননা তাদের জন্যে (তখন) আর কোনো চুক্তিই (বহাল) নেই, আশা করা যায় তারা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবে ।

وَإِنْ نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْلِ هِرْ  
وَطَعْنُوا فِيْ دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ  
الْكُفَّارِ أَنْهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَمُ  
يَنْتَهُونَ ⑪

১৩. তোমরা কি এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা (বার বার) নিজেদের অংগীকার ভঙ্গ করেছে! যারা রসূলকে (তাঁর দেশ থেকে) বের করার সংকল্প করেছে এবং তারাই প্রথম (তোমাদের ওপর হামলা) শুরু করেছে; তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ যদি তোমরা মোমেন হও তাহলে তোমাদের উচিত আঞ্চাহ তায়ালাকেই বেশী ভয় করা ।

أَلَا تَقْاتِلُونَ قَوْمًا نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ  
بِاَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُرْبَلِهِ وَكِرْمَأَوْلَ  
مَرَّةٌ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ  
تَخْشُوا إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑫

১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আঞ্চাহ তায়ালা তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন, তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তিনি মোমেন সম্প্রদায়ের অস্তরগুলোকেও নিরাময় করে দেবেন,

قَاتِلُوهُمْ يَعْلِمُ اللَّهُ بِأَيْنِ يَكُونُ  
وَيُخْرِزُهُمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ  
صِدْرَوْقَوْمَ مُؤْمِنِينَ ⑬

১৫. তিনি (এর দ্বারা) তাদের দলের ক্ষেত্র বিদ্যুরিত করে দেবেন; আঞ্চাহ তায়ালা যাকে চাইবেন তার

وَيَئِلِهِبِ غَيْظَ قَلْوَبِهِمْ وَيَتَوَبُ اللَّهُ

প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন; আল্লাহ তায়ালা সুবিজ্ঞ  
কুশলী।

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيِّمٌ حَكِيرٌ ⑩

১৬. তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদের (এমনই) ছেড়ে দেয়া হবে! অথচ (এখনো) আল্লাহ তায়ালা পরখ করে নেননি যে, তোমাদের মাঝে কারা (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনদের ছাড়া অন্য কাউকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি, (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّٰهُ  
الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخَلَّ وَإِنَّ  
مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ  
وَلَيَجِدُوا وَاللّٰهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑯

১৭. মোশেরেকদের জন্যে এটা মানায় না যে, তারা আল্লাহ তায়ালার মাসজিদ আবাদ করবে, তারা তো নিজেরাই নিজেদের ওপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে; মূলত এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বরবাদ হয়ে গেছে এবং চিরকাল এরা দোষখের আঙ্গনেই কাটাবে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمِرُوا مَسْجِدَ  
اللّٰهِ شَهِيدِينَ فِي أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ  
أُولَئِكَ حَبَطْتُ أَعْمَالَهُمْ وَفِي النَّارِ  
هُمْ خَلِدونَ ⑭

১৮. আল্লাহ তায়ালার (ঘর) মাসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যারা কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় এরা হেদায়াতথাণ্ড মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

إِنَّمَا يَعْمِرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مِنْ أَمْنَ بِالْهِ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى  
الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشِ أَلَا اللّٰهُ تَفْعَسِي  
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ⑯

১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘর আবাদ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সম্পর্যায়ের মনে করো— যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে, পরকালের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করেছে; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না,

أَجْعَلْتِمْ سَقَايَةَ الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ كَمَنْ أَمْنَ بِالْهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ  
وَجَهَنَّمَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْهُ  
اللّٰهُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ ⑯

২০. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, (তাঁর জন্যেই) হিজরত করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার চাইতে বড়ে এবং এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম হবে।

أَلَّنِ يَنَّ أَمْنَوْا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي  
سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لَا عَظَمَ  
دَرَجَةً عَنْهُ اللّٰهُ وَأُولَئِكَ هُمْ  
الْفَائِزُونَ ⑯

২১. তাদের রব তাদের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে দয়া, সন্তুষ্টি ও এমন এক (সুরম্য) জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামতের সামগ্ৰীসমূহ মজুদ রয়েছে,

يَبْشِرُهُمْ بِهِ رِحْمَةً مِنْهُ وَرَضْوَانٍ  
وَجَنَّتٌ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مَقِيرٌ ⑯

২২. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, অবশ্যই আল্লাহ খল্দ বিন ফিমা� আব্দুল্লাহ ইন্ন ল্লাহ উন্ন অজ (সংরক্ষিত) রয়েছে।

عَظِيمٌ  
১

২৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা কখনো ঈমানের ওপর কুফরাকে (প্রাধান্য দিতে) বেশী ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্যে যারা এদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা (সুস্পষ্ট) যালেম।

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
১

২৪. (হে নবী) তুমি বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার পরিজন, তোমাদের বংশ-গোত্র এবং তোমাদের ধন-সম্পদ যা তোমরা আর্জন করেছো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য- যা লোকসান হয়ে যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়ীঘরসমূহ, যা তোমরা পছন্দ করো- যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চাইতে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ তায়ালার (পক্ষ থেকে তাঁর আয়াবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা কখনো পাপী সম্প্রদায়কে হেদয়াত করেন না।

لَا يَهِيءِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ  
১

২৫. আল্লাহ তায়ালা তো বহু জায়গায়ই তোমাদের সাহায্য করেছেন, (বিশেষ করে) হোনায়নের দিনে, (সেদিন) যখন তোমাদের সংখ্যাধিক তোমাদের উৎসুক্ল করে দিয়েছিলো, অথচ সংখ্যার (এ) বিপুলতা তোমাদের (তখন) কোনোই কাজে আসেনি, যদীন তার বিশালতা সত্ত্বেও (সেদিন) তোমাদের ওপর সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো, অতপর তোমরা ময়দান ছেড়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েও গেলে।

رَحْبَتْ نَمَرْ وَلِيَتَرْ مِنْ بِرِّيْن  
১

২৬. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল ও মোমেনদের ওপর তাঁর প্রশান্তি নায়িল করলেন, (ময়দানে) তিনি এমন এক লক্ষকর (বাহিনী) পাঠালেন, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং (তাদের দিয়ে) তিনি কাফেরদের শাস্তি দিলেন, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, এবং এই হচ্ছে তাদের (যথাযথ) পাওনা।

الْكُفَّارِيْنَ  
১

২৭. এর পরও আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে তাওবা করার তাওফীক দেন, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
১

২৮. হে দ্বিমানদারো! মোশেরেকরা হচ্ছে (চিন্তা ও আদর্শের দিক থেকে) নাপাক, অতএব (এ নাপাকী নিয়ে) তারা যেন এ বছরের পর আর কখনো পবিত্র মাসজিদের কাছে না আসে, (তাদের না আসার কারণে) তোমরা যদি (আশু) দারিদ্রের আশংকা করো তাহলে (জেনে রেখো), অচিরেই আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও কুশলী।

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ  
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ  
عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ  
يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ  
عَلَيْهِ حَكْمٌ ④১

২৯. যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম (বলে স্বীকার) করে না, (সর্বোপরি) যারা সত্য দীনকে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদান্ত হয়ে স্বেচ্ছায় (আনুগত্যের কর হিসেবে) জিয়া দিতে শুরু করে।

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا  
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَمَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ  
مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا  
الْجِزِيرَةَ عَنْ يَلٍ وَهُمْ صَفَرُونَ ④২

৩০. ইহুদীরা বলে ওয়ায়র আল্লাহর পুত্র, (আবার) খৃষ্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র; (আসলে) এ সবই হচ্ছে তাদের মুখের কথা, তাদের আগে যারা কুফরী করেছে, (এসব কথার মাধ্যমে) এরা তাদেরই অনুকরণ করছে মাত্র; আল্লাহ তায়ালা এদের ধ্রংস করুন, (তাকিয়ে দেখো) এদের কিভাবে (আজ দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে!

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزٌ أَبْنَ اللَّهِ وَقَالَتِ  
النَّصَّارَى الْمَسِيحُ أَبْنُ اللَّهِ ذَلِكَ  
قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قَتَلُهُمُ اللَّهُ  
أَنَّى يُؤْفَكُونَ ④৩

৩১. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পঙ্গিত, তাদের পীর-দরবেশদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং (মাবুদ বানিয়ে রেখেছে) মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও, অথচ এক ইলাহ ছাড়া এদের অন্য কারোই বন্দেগী করতে আদেশ দেয়া হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; তারা যাদের তাঁর সাথে শরীক করে, তিনি এসব থেকে অনেক পবিত্র।

أَتَخَذُوا وَأَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا  
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرِيمَ وَمَنْ  
أَمْرَوْا إِلَّا يَعْبُدُونَ وَإِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ سَبَّحَنَهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ ④৪

৩২. এরা তাদের মুখের ফুর্তকার দিয়ে আল্লাহর (দীনের) নূর নিতিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ নূরকে পূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফেরদের কাছে এটা খুবই অপ্রতিকর মনে হয়।

يَرِيدُونَ أَنْ يَطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ  
وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرَةُ  
الْكُفَّارُ ④৫

৩৩. তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি (তোমাদের কাছে) সুস্পষ্ট হেদায়াত ও সঠিক জীবনবিধান সহকারে তাঁর

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ  
هُوَ الَّذِي ۝

রসূলকে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এ (বিধান)-কে (দুনিয়ার) সব কয়টি বিধানের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, মোশরেকরা (এ বিজয়কে) যতো খারাপই মনে করুক না কেন!

৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, অবশ্যই (আহলে কিতাবদের মাঝে) এমন বহু পন্ডিত ও ফকির-দরবেশ আছে, যারা অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ ভোগ করে, এরা (আল্লাহর বাসাদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (এদের মাঝে) যারা সোনা-রূপা পুঁজীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেন না, তুমি তাদের কঠিন পীড়াদায়ক আয়াবের সুসংবাদ দাও।

৩৫. যেদিন (পুঁজীভূত) সোনা-রূপা জাহানামের আগুনে উত্পন্ন করা হবে, অতপর তা দিয়ে (যারা এগুলো জমা করে রেখেছিলো) তাদের কপালে, তাদের পাৰ্শ্বে ও তাদের পিঠে চিহ্ন (ঁকে) দেয়া হবে (এবং তাদের বলা হবে), এ হচ্ছে তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, অতএব যা কিছু সৌন্দর্য তোমরা জমা করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ করো।

৩৬. আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তায়ালার বিধানে মাসের সংখ্যা বারোটি, (এটা) রয়েছে আল্লাহ তায়ালার কিতাবে, এ (বারোটি)-র মধ্যে চারটি হচ্ছে (যুদ্ধ-বিঘ্নের জন্যে) নিষিদ্ধ মাস; এটা (আল্লাহর প্রণীত) নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব তার ভেতরে (হানাহানি করে) তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম করো না, তোমরা এক সাথে মিলিত হয়ে মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করবে, যেমনিভাবে তারাও এক সাথে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে; জেনে রেখো, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাথে রয়েছেন।

৩৭. নিষিদ্ধ মাসকে হীন স্বার্থে মূলতবি করা কিংবা তা আগ পাছ করা তো কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি (করার শামিল), এর ফলে কাফেরদের গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়, এ লোকেরা এক বছর কোনো মাসকে (প্রয়োজনে) হালাল করে নেয়, আবার (পরবর্তী) বছরে কোনো মাসকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়, যেন এভাবে আল্লাহ তায়ালা যে মাসগুলো হারাম করেছেন তার সংখ্যাও পূরণ হয়ে যায়, আবার আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তাও (মাঝে মাঝে) হালাল করে নেয়া যায়;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْأَحَادِيرِ وَالرَّهَبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفَعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ④৪

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
فَتَكُوْيِ بِهَا جِبَاهِهِمْ وَجِنُوبِهِمْ  
وَظَهُورِهِمْ هَلْ أَمَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ  
فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ④৫

إِنَّ عَلَيَّةَ الشَّهْرُ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشْرَ  
شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حِرَمٌ ذَلِكَ الِّيْنَ  
الْقَيْمِرُهُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافِرَةً كَمَا  
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافِرَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
مَعَ الْمُتَقِيْنَ ④৬

إِنَّمَا النَّسِيْعَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضْلِلُ  
بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحَلِّلُونَهُ عَامًا  
وَيَحِرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عَنْهُ  
حِرَمَ اللَّهِ فَيُحِلُّلُوا مَا حِرَمَ اللَّهُ

(বস্তুত) তাদের অন্যায় কাজগুলোকে (এভাবেই) তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে; আর আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফেরে সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেন না।

رَبِّنَا لَهُ مَرْسُوٰطٌ أَعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهِيِّئُ  
لِلنَّاسِ إِلَّا قَرْبًا

৩৮. হে ঈমানদাররা, এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আধেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবনকে নিয়েই বেশী সন্তুষ্ট? (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদণ্ডে) দুনিয়ার মালসামান নিতাষ্টই কর।

يَا إِيمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ  
لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَابَ اللَّهُ  
إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيَتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
مِنِ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>৩৭</sup>  
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা তিনি বদল করে দেবেন, তোমরা তাঁর কোনোই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

إِلَّا تَنْفِرُوا يَعْلَمُ بَكُورَ عَنِ ابْنِيَاهُ  
وَيُسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَ كُمْرٍ وَلَا تَضُرُوهُ  
شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>৩৮</sup>

৪০. (হে মোমেনরা,) তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করো তাহলে (আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে সাহায্য করবেন) আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাঁকে তার ভিট্টে-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো- (বিশেষ করে) যখন সে ছিলো মাত্র দু'জনের মধ্যে একজন, (তাও আবার) তারা দু'জন ছিলো (অন্ধকার এক) গুহার মধ্যে, সে (নবী) যখন তার সাথীকে বলছিলো, কোনো দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথেই আছেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর তাঁর প্রশাস্তি নাযিল (করে তাঁকে সাহায্য) করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁকে শক্তি যোগালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি এবং যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অমান্য করেছে, তিনি তাদের (যাবতীয়) বক্তব্য নীচু করে দিলেন, (পরিশেষে) আল্লাহ তায়ালার কথাই ওপরে (থাকে); আল্লাহ তায়ালা পরাত্মশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي  
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ  
اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ  
وَأَيْنَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ  
هِيَ الْعَلِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>৩৯</sup>

৪১. তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো- কম হোক কিংবা বেশী (রণস্তুরে) হোক এবং জেহাদ করো আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের জান দিয়ে মাল দিয়ে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, (কতো ভালো হতো) যদি তোমরা বুঝতে পারতে!

إِنْفِرُوا خَفَافًا وَثَقَالًا وَجَاهِدُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ذِلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>৪০</sup>

৪২. (হে নবী, এতে) যদি আশু কোনো লাভ থাকতো, হতো যদি (তাদের এ) সফর সহজ সুগম,

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا

তাহলে তারা অবশ্যই (এ অভিযানে) তোমার অনুসরণ  
করতো, কিন্তু তাদের জন্যে এ (যাত্রাপথ) অনেক  
দীর্ঘ (ও দুর্গম) ঠেকেছে; তারা অচিরেই আল্লাহর  
নামে কসম করে বলবে, আমরা যদি সক্ষম হতাম  
তাহলে অবশ্যই তোমার সাথে (অভিযানে) বের  
হতাম, (মিথ্যা অজুহাত পেশ করে) তারা নিজেরাই  
নিজেদের ধৰ্মস করছে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা  
আসলেই মিথ্যাবাদী।

৪৩. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ  
করুন, (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী আর  
কারা মিথ্যাবাদী- এ বিষয়টা তোমার কাছে স্পষ্ট  
হওয়ার আগে তুমি কেন তাদের (যুদ্ধে যাওয়া থেকে)  
অব্যাহতি দিলে?

৪৪. যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান  
এনেছে, তারা নিজেদের মাল ও জীবন দিয়ে (আল্লাহর  
পথে) জেহাদে অবর্তীর্ণ না হওয়ার জন্যে তোমার কাছ  
থেকে অব্যাহতি চাইতে আসবে না; আল্লাহ তায়ালা  
(অবশ্যই) সেসব লোককে জানেন যারা তাকওয়া  
অবলম্বন করে।

৪৫. (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অব্যাহতি  
চাইতে তো আসবে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা  
ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের মন  
সংশয়যুক্ত, আর তারা নিজেরাও সংশয়ে দোদুল্যমান  
থাকে।

৪৬. যদি এরা (তোমার সাথে) বের হতেই চাইতো,  
তাহলে তারা সে জন্যে প্রস্তুতি নিতো, কিন্তু ওদের  
(এ) যাত্রাটা আল্লাহ তায়ালার মনোপূর্ত হয়নি; তাই  
তিনি তাদের (এ থেকে) বিরত রাখলেন, (তাদের  
যেন) বলে দেয়া হলো, যারা পেছনে বসে আছে  
তোমরাও তাদের সাথে বসে থাকো।

৪৭. ওরা তোমাদের মাঝে বের হলে তা তোমাদের  
মধ্যে বিভাস্তি শুধু বাড়িয়ে দিতো এবং তোমাদের  
সমাজে নানা রকম অশাস্তি সৃষ্টির জন্যে  
(এদিক-সেদিক) ছুটাছুটি করতো, (তা ছাড়ি)  
তোমাদের মধ্যেও তো তাদের কথা আগ্রহের সাথে  
ও আপনুও খল্ক বিগুণ কর ফত্তেনা  
ও ফিক্র সমুন লহর ও এ সুরে উল্লেখ কর  
ও ক্ষেত্রে পার্শ্বে অবস্থান কর এবং তাদের  
সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

৪৮. এরা এর আগেও (তোমাদের মাঝে) বিশ্বাখলা  
সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তোমার পরিকল্পনাগুলো  
পালটে দেয়ার চক্রান্ত করেছিলো, শেষ পর্যন্ত ন্যায়  
(ও ইনসাফ তাদের কাছে) এসে হায়ির হলো এবং  
আল্লাহ তায়ালার ফয়সালাই (চড়াস্তভাবে) বিজয়ী  
হলো, যদিও তারা (এ বিজয়কে) পছন্দ করে না!

لَاتَّبِعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْمِ الشَّقَةِ  
وَسِيَّحَلْفُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرْجَانَ  
مَعَكُمْ يَمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
إِنَّهُمْ لَكِنْ بُونَ ④৪

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذْنَتَ لَهُمْ حَتَّىٰ  
يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَقُوا وَتَعْلَمَ  
الْكُنْ بَيْنَ ④৫

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيهِ بِالْمُتَقِينَ ④৬

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ  
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَرْدَدُونَ ④৭

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عَدُوا لَهُ عَنَّهُ  
وَلَكِنْ كَرَّةَ اللَّهِ أَنْبَعَاهُمْ فَشَبَّهُمْ  
وَقِيلَ افْعُلُوا مَعَ الْقَعْدِينَ ④৮

لَوْ خَرَجُوا فِي كُرْمَ مَازَادِوكِرِ الْأَخْبَالِ  
وَلَا أَوْضَعُوا خَلَكَمْ بِيَغْوِنَكَمْ الْفِتْنَةَ  
وَفِي كُرْمَ سَمْعَونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهِ  
بِالظَّلَمِينَ ④৯

لَقِنِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلٍ وَقَلْبُوا  
لَكَ الْأَمْوَالِ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ  
اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ④১০

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

৪৯. তাদের ভেতর এমন কিছু মানুষও আছে, যারা বলে, (হে নবী, যুদ্ধে যাওয়া থেকে তুমি) আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে তুমি (কোনো লোভের) মসিবতে ফেলো না; জেনে রেখো, এরা তো (আগে থেকেই নানা) মসিবতে পড়ে আছে; আর জাহানাম তো কাফেরদের (বড়ো মসিবতের মতোই) ঘিরে রেখেছে।

৫০. তোমাকে যদি কখনো কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে (এতে) তাদের দুঃখ হয়, আবার তোমার কোনো বিপদ ঘটলে তারা বলে, (হাঁ, আমরা জানতাম, তাই) আমরা আগেই আমাদের পথ অবলম্বন করে নিয়েছিলাম, অতপর তারা উৎফুল্ল চিত্তে তোমার কাছ থেকে সরে পড়ে।

৫১. তুমি বলো, (আসলে কল্যাণ অকল্যাণ) কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না— হবে শুধু তাই যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র বন্ধু, আর যারা মোমেন তাদের তো শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করা উচিত।

৫২. আমাদের ব্যাপারে তোমরা কি (বিজয় ও শাহাদাত এ) দুটো কল্যাণের যে কোনো একটির অপেক্ষা করছো? কিন্তু তোমাদের জন্যে আমরা যা কিছুর প্রতীক্ষা করছি তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা নিজে থেকে তোমাদের আবাব দেবেন, কিংবা আমাদের হাত দিয়ে (তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন), হাঁ, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

৫৩. (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের লোকদের) বলো, ধন-সম্পদ আঁগাই সহকারে খরচ করো কিংবা অনিচ্ছায় খরচ করো, কোনো অবস্থায়ই তা তোমাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না; তোমরা অবশ্যই একটি নাফরমান জাতি।

৫৪. তাদের এ অর্থ-সম্পদ কবুল না হওয়াকে এ ছাড়া আর কোনো কিছুই বাধা দেয়ানি যে, তারা (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অমান্য করেছে, তারা নামাযের জন্যে আসে ঠিকই, কিন্তু তারা থাকে একান্ত অলস, আর তারা অর্থ ব্যয় করে ঠিকই, কিন্তু তা করে (একান্ত) অনিচ্ছার সাথে।

৫৫. সুতরাং (হে নবী), ওদের মাল-সম্পদ ও

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئْلَنْ لِي وَلَا تَفْتَنِي  
أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَنَّمَ  
لَمْ يُحِيطَ بِالْكُفَّارِ  
১৪)

إِنْ تُصْبِكَ حَسَنَةً تَسُؤْهُ وَإِنْ تُصْبِكَ  
مُصِبَّةً يَقُولُوا قَدْ أَخْلَنَا أَمْرَنَا مِنْ  
قَبْلٍ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرَحُونَ  
১৫)

قُلْ لَنِي يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا  
هُوَمُوْلَسْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلْ  
الْمُؤْمِنُونَ  
১৬)

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْرَى  
الْحَسَنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أَنْ  
يَصِيبَكُمْ اللَّهُ بَعْدَ أَبِ مِنْ عِنْدِهِ  
بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعْكُمْ  
مُتَرَبِّصُونَ  
১৭)

قُلْ أَنْفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنِي يَتَقَبَّلُ  
مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كَنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِيَنَ  
১৮)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتْهُمْ أَلَا  
أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ  
الصَّلَاةَ أَلَا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَنْفِقُونَ  
إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ  
১৯)

فَلَا تُعَجِّبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  
২০)

আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের এ দুনিয়ার জীবনে আয়াব দিতে চান; আর যখন তাদের জান বের হয়ে যাবে তখন তারা কাফের অবস্থায়ই থাকবে।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعْلَمُ بِهِمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ  
الَّذِيَا وَتَزَفَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفَّارُونَ ④

৫৬. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে বলে, নিসন্দেহে এরা তোমাদের দলের লোক (আসলে); এরা কখনোই তোমাদের লোক নয়, এরা হচ্ছে সত্যি একটি ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি।

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُنْكِرٌ وَمَا هُمْ مِنْكُرٌ وَلَكِنْهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ⑤

৫৭. তারা যদি এতোটুকু আশ্রয়স্থল (কোথাও) পেয়ে যায় কিংবা পায় (যদি মাথা লুকোবার) কোনো গিরিশুহা- অথবা চুকে পালাবার কোনো জায়গা, তাহলে অবশ্যই তারা সেদিকে দ্রুত পালিয়ে যাবে, মনে হবে তারা রশি ছিঁড়ে পালাচ্ছে।

لَوْ يَجِدُونَ ملْجَأً أَوْ مَغْرِبٍ أَوْ مَدْخَلًا  
لَوْلَا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ⑥

৫৮. এদের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা অনুদানের (ভাগ-বট্টনের) ব্যাপারে তোমার ওপর দোষারোপ করে, (কিন্তু) সে অংশ থেকে যদি তাদের কিছু দেয়া হয় তাহলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আবার যদি তা থেকে তাদের কিছু দেয়া না হয় তাহলে তারা বিক্ষুঁক হয়ে ওঠে।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ  
أَعْطُوا مِنْهَا رَضْوًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوهُمْ مِنْهَا  
إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ⑦

৫৯. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল তাদের যা দিয়েছেন যদি তারা এর ওপর সন্তুষ্ট হতো তারা (যদি) বলতো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে যথেষ্ট, অটিরেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্ত ভাস্তার থেকে আমাদের দান করবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের দান করবেন, অবশ্যই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে আছি।

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَيْمُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَقَالُوا حَسِبَنَا اللَّهُ سَيِّئَتِينَا اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ⑧

৬০. ‘সাদাকা’ (যাকাত) হচ্ছে ফকীর- মেসকীনদের জন্যে, এর (ব্যবস্থাপনার) ওপর নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অস্তকরণ (ধীনের প্রতি) অনুরাগী (করা প্রয়োজন) তাদের জন্যে, গোলামী থেকে আযাদ করার মধ্যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের (ঋণমুক্তির) মধ্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে ও মোসাফেরদের জন্যে (এ সাদাকার অর্থ ব্যয় করা হবে); এটা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ফরয়; আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ, কুশলী।

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْعِيلَيْنِ عَلَيْهِمَا وَالْمُؤْلَفَةِ قَلْوَبُهُمْ وَ  
فِي الرِّقَابِ وَالْغُرِيمَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيَضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلَيْهِ حَكِيمٌ ⑨

৬১. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়;

وَيَقُولُونَ هُوَذِنَ قَلْ أَذْنَ خَيْرٌ لَكُمْ  
 يَوْمَ بَالِهِ وَيَوْمُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ  
 لِلَّهِ يَنْ أَمْنَا مُنْكَرًا وَالَّذِينَ يَوْذَنَ  
 رَسُولُ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَبْعَدُ

৬২. এরা তোমাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করে, (অর্থ) এরা যদি মোমেন হতো তাহলে (এরা বুবতো যে,) তাদের খুশী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অধিকারই হচ্ছে খুশী।

৬৩. এরা কি একথা জানে না, যদি কোনো ব্যক্তি  
আল্পাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিদ্রোহ করে-  
তার জন্যে রয়েছে জাহানামের আগুন, সেখানে সে  
চিরকাল থাকবে; আর তা (হবে তার জন্যে) চরম  
লাঙ্ঘন।

୬୪. ମୋନାଫେକରା ଆଶ୍ରକା କରେ, ତୋମାଦେର ଓପର  
ଏମନ କୋଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଥିଲ ହୟେ ପଡ଼େ କିନା, ଯା  
ସେବ କିଛୁ ଫାସ କରେ ଦେବେ ଯା ତାଦେର ମନେର  
ଭେତରେ (ଲୁକିଯେ) ଆଛେ; (ହେ ନବୀ), ତୁମି ବଲୋ, (ହଁ  
ତୋମରା) ବିଦ୍ଵତ୍ କରେ ନାଓ, ଅବଶ୍ୟାଇ ଆଜ୍ଞାହ ତାଯାଲା  
(ଏମନ) ସବ କିଛୁ ଫାସ କରେ ଦେବେନ, ଯାର ତୋମରା  
ଆଶ୍ରକା କରଛୋ ।

৬৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো তারা অবশ্যই  
বলবে (না), আমরা তো এমনি অর্থহীন কথাবার্তা ও  
হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র, তুমি বলো, তোমরা  
কি আঙ্গুষ্ঠ তায়ালা, তার আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলের  
সাথেই বিদ্যুপ করছিলে?

৬৬. (হে কাফেররা,) তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা  
করো না, (একবার) তোমাদের ঈমান আনার পর  
তোমরা (পুনরায়) কাফের হয়ে গিয়েছিলে; আমি  
যদি তোমাদের একদলকে (ঈমানের কারণে) ক্ষমা  
করে দিতে পারি, তাহলে আরেক দলকে (কুফীর  
জন্যে) কঠোর শাস্তি ও দিতে পারি, কারণ এরা ছিলো  
জনসন্মত আপনাদী।

৬৭. মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, এরা একে  
অপরের লোক। তারা (উভয়েই মানুষদের) অসৎ  
কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজ থেকে বিরত রাখে  
এবং (আলাত ক্ষয়ালুর পথে থেকে করার ব্যাপারে)

يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ يُرْضُوكُمْ وَلَهُ  
وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا  
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

الْمَرْيَلُومُ أَنَّهُ مِنْ يَحَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَإِنْ لَهُ نَارٌ جَهَنَّمُ خَالِدٌ فِيهَا ذَلِكَ  
الْخَيْرُ الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾

يَحْكُمُ الْمُنْفَقِونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ  
سُورَةٌ تُنَبِّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ  
إِسْتَهِزُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا  
أَنْتُمْ تَرَوُونَ

وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ أَنَّمَا كُنَّا  
نَخْوَضٌ وَنَلْعَبٌ قُلْ أَبَا اللَّهِ وَأَيْتَهُ  
وَرَسُولَهُ كَنْتَهُ تَسْتَهْنُونَ

لَا تَعْتَنِ رُوا قَدْ كَفَرَ تَمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  
أَنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبَ  
طَائِفَةً بِإِنْهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٦٦

**الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفَقَتُ بَعْضُهُمْ مِنْ  
بَعْضٍ مِنْ يَا مِنْ بَالْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ**

عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْلِ يَهْرِ  
এ উভয়েই নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে; তারা (যেমনি  
এ দুনিয়ায়) আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে, তিনিও  
(তেমনি আখেরাতে) তাদের ভুলে যাবেন; নিসন্দেহে  
মোনাফেকরা সবাই পাপিষ্ঠ।

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْهِمْ إِنَّ الْمُنْفَقِيْنَ هُمْ  
الْفَسِّقُوْنَ ⑥

৬৮. আল্লাহ তায়ালা মোনাফেক পুরুষ, মোনাফেক  
নারী এবং কাফেরদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের  
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে তারা চিরকাল (জীবন্তে)  
থাকবে; এ (আগুনই) হবে তাদের জন্যে যথেষ্ট,  
তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার গ্যব (নাযিল হোক),  
ওদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী আয়াব।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا أَشَدَّ مِنْكُمْ  
আগে এখানে (প্রতিশ্রুতি) ছিলো, তারা শক্তিতে ছিলো  
তোমাদের চাইতে প্রবল, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি  
তাদের তোমাদের চাইতে ছিলো বেশী; দুনিয়ার যে  
ভোগ-বিলাস তাদের ভাগে ছিলো তা তারা ভোগ করে  
গেছে, অতপর তোমাদের ভাগে যা ছিলো তোমরাও  
তা ভোগ করছো, যেমনি করে তোমাদের আগের  
লোকেরা তাদের যে পরিমাণ ভোগ করার ছিলো  
তা শেষ করে গেছে, তারা যেমন অনর্থক কাজ  
করতো, তোমরাও তেমনি অর্থহীন কাজ করছো; এরা  
হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়া-আখেরাতে যাদের কর্মফল  
বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর এরাই হচ্ছে নিরাকৃণভাবে  
ক্ষতিহস্ত।

وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُوْنَ ⑥

৭০. এদের কাছে কি আগের লোকদের খবর  
পৌছেনি? নৃহের জাতির, আদ জাতির, সামুদ জাতির  
(কীর্তিকলাপ?) ইবরাহীম, মাদইয়ানবাসী (নবী) ও  
সে বিদ্রংস জনবসতির কথা? এদের কাছে তাদের  
রসূলরা (আল্লাহ তায়ালার) সুস্পষ্ট আয়াত নিয়ে  
এসেছিলো, (নবী না পাঠিয়ে কাউকে আয়ার দেয়ার)  
অবিচার তো আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কখনো  
করতে পারেন না, বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের  
ওপর ঝুলুম করেছে।

الرَّيَاتِ هُمْ نَبَآ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ  
নুঃ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ ابْرَهِيمَ  
وَأَصْحَابِ مَلَيْنِ بِلَيْلَةِ الْمُؤْتَفِكَةِ أَتَتْهُمْ  
رَسْلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ  
لِيَظْلِمَهُمْ وَلِكَيْنَ كَانُوْا أَنفَسَهُمْ  
يَظْلِمُوْنَ ④

৭১. (অপরদিকে) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা  
একে অপরের বন্ধু। এরা (মানুষদের) ন্যায় কাজের  
আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।  
তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে,  
মন্ত্র ও বিচার প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ  
بعض م يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيَقِيْمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكُوْنَ

(সব কাজে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ; যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অচিরেই দয়া করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, কুশলী।

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سِيرِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑤

৭২. (এ ধরনের) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের আল্লাহ তায়ালা এমন এক সুরম্য জাহানের প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন, যার তলদেশ নিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, জাহানে তাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে; (সেদিনের) সবচাইতে বড়ো (নেয়ামত) হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি; এটাই হবে সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

وَعَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٌ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلٌ يَنْ  
فِيهَا وَمَسِكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتٍ عَلَى  
وَرْضَوَانٍ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ⑥

৭৩. হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো— ওদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করো, এদের আবাসস্থল হবে জাহানাম; (জাহানাম) কতোই না নিকৃষ্ট স্থান!

يَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ جَاهِلُ الْكُفَّارِ وَالْمُنْقِقِينَ  
وَأَغْلَظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ  
الْمَصِيرُ ⑦

৭৪. এরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, (কুফরী শব্দ) এরা বলেনি; (হাঁ) কুফরী শব্দ এরা অবশ্যই বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা কুফরী করেছে, এরা এমন এক কাজের সংকল্প করেছিলো যা তারা কখনো করতে পারেন, (এরপরও) তাদের প্রতিশোধ নেয়ার এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের ধনশালী করে দিয়েছিলেন, (এখনও) যদি এরা তাওবা করে, তাহলে এটা তাদের জন্যেই ভালো হবে, আর যদি তারা (সত্ত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের কঠিন আয়াব দেবেন এবং (উপরন্তু এ) যদীমৈন তাদের কোনো বন্ধু কিংবা সাহায্যকারী থাকবে না।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَنَ قَالُوا  
كَلِمَةَ الْكُفَّرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ  
وَهُمْ أَبِيَّا لَمَرِينَ الْأَنْوَاءِ وَمَانَقَمُوا إِلَيْهِ  
أَغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ  
يَتُوبُوا يَكَ خَيْرُ الْمُرْءَ وَإِنْ يَتُوْلُوا  
يَعْنِي بِهِمُ اللَّهُ عَزَّ أَبَا أَلِيَّا فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ  
وَلَا نَصِيرٌ ⑧

৭৫. ওদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলো, যদি তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের সম্পদ দান করেন তাহলে আমরা অবশ্যই (আল্লাহর পথে) দান করবো এবং অবশ্যই আমরা নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

وَمِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَنَا مِنْ  
فَضْلِهِ لَنَصَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ  
الصَّالِحِينَ ⑨

৭৬. অতপর যখন তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন তারা (তার সাথে) কার্পণ্য করলো

فَلَمَّا أَتَيْهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلُوا بِهِ  
❖ ২১৭ ❖ www.alquranacademylondon.org

এবং (আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া ওয়াদা থেকে) তারা  
ফিরে এলো।

وَتَوَلُوا وَهُنَّ مُعْرِضُونَ ④

৭৭. অতপর তিনি তাদের অন্তরে মোনাফেকী বদ্ধমূল  
করে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে  
সাক্ষাত করবে, এটা এ কারণে, এরা আল্লাহ তায়ালার  
কাছে যে ওয়াদা করেছিলো তা ভঙ্গ করেছে এবং এরা  
মিথ্যা বলেছে।

فَاعْقَبْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ  
يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهُ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا  
كَانُوا يَكْنِي بُونَ ⑨

৭৮. এরা কি একথা জানতো না, তাদের সব গোপন  
কথা ও সব সলাপরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা  
জানেন এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গায়ব সম্পর্কে  
বিশেষভাবে অবহিত,

الْمَرْيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ  
وَنَجُو هُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَمُ الْغَيْوَبِ ⑩

৭৯. যারা সেসব ঈমানদার ব্যক্তিদের দোষারোপ  
করে, যারা আন্তরিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে (আল্লাহ  
তায়ালার পথে) দান করে এবং যারা (দান করার  
মতো) নিজেদের পরিশৰ্ম (-লক্ষ সামান্য কিছু সম্পদ)  
ছাড়া কিছুই পায় না, তাদের সাথেও এ লোকেরা  
হাসি-ঠাট্টা করে; (মূলত) এদের স্বয়ং আল্লাহ  
তায়ালাও বিদ্যুপ করতে থাকেন, (পরকালে) তাদের  
জন্যে রয়েছে কঠিন আয়াব।

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوَّعِينَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا  
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ  
مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ⑪

৮০. (হে নবী,) এদের জন্যে তুমি (আল্লাহ তায়ালার  
কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো (দুটোই  
সমান); তুমি যদি সতর বারও তাদের জন্যে (আল্লাহর  
কাছে) ক্ষমা চাও, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের  
ক্ষমা করবেন না; কেননা, এরা (জেনে-বুরো) আল্লাহ  
তায়ালা ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে; (আসলে)  
আল্লাহ তায়ালা কখনো না-ফরমান লোকদের হেদয়াত  
করেন না।

إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ  
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ  
لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَاللَّهُ لَا يَهِيءُ إِلَيْهِمِ الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ⑫

৮১. যাদের পেছনে ফেলে রাখা হলো, তারা (যুদ্ধে না  
গিয়ে) আল্লাহর রসূলের (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে নিজেদের  
ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশী হয়ে গেলো,  
তারা তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ  
করাটাকে পছন্দ করলো না, তারা বললো, (এ ভীষণ)  
গরমে তোমরা অভিযানে যেও না; (হে নবী,) তুমি  
(তাদের) বলো, জাহানামের আগুন তো এর চাইতেও  
বেশী গরম; (কতো ভাল হতো) তারা যদি বুবাতে  
পারতো!

فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ  
رَسُولِ اللَّهِ وَكَرُهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرَقَلْ نَارَ جَهَنَّمِ  
أَشَدُّ حَرَقًا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ⑬

৮২. অতএব (এ দুনিয়ায়) তাদের কম হাসা উচিত,  
(অন্যথায় কেয়ামতের দিন) তাদের বেশী কাঁদতে  
হবে, তারা যা কিছুই অর্জন করেছে তাই হবে তাদের  
সেদিনের যথার্থ বিনিময়।

فَلَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيَبْكِيُوا كَثِيرًا  
জَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑭

৮৩. (এ অভিযানের পর) আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাকে তাদের কোনো একটি দলের কাছে ফেরত নিয়ে আসেন অতপর তারা যদি তোমার কাছে (পুনরায় কোনো যুদ্ধে যাবার) অনুমতি চায়, (তাহলে) তুমি বলো (না-) কখনো তোমরা আমার সাথে (আর কোনো অভিযানে) বের হবে না এবং তোমরা আর আমার সাথে কখনো শক্তির সাথেও লড়বে না; কেননা তোমরা প্রথম বার (যুদ্ধের বদলে) পেছনে বসে থাকা পছন্দ করেছিলে, (আজ যাও), যারা পেছনে থেকে গেছে তাদের সাথে তোমরাও (পেছনে) বসে থাকো।

৮৪. ওদের মধ্যে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তুমি কখনো ওদের কারো (জনায়ার) নামায পড়ো না, কখনো তুমি তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ো না; কেননা এ ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, এরা না-ফরমান অবস্থায় মরেছে।

৮৫. ওদের ধন-সম্পদ ওদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে কখনো বিমুক্ত করতে না পারে; মূলত আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু দিয়ে তাদের দুনিয়ায় (নানা ধরনের) শাস্তি দিতে চান এবং এমন এক অবস্থায় তাদের প্রাণ (বায়ু) বের হবে, যখন তারা (পুরোপুরিই) কাফের থাকবে।

৮৬. যখনি (এমন ধরনের) কোনো সূরা নাফিল হয়, (যেখানে বলা হয়) তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো এবং তাঁর রসূলের সাথে (কাফেরদের বিরুদ্ধে) জেহাদ করো, তখনি তাদের বিভক্ষণী ব্যক্তিরা তোমার কাছে এসে (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে) অব্যাহতি চায় এবং তারা বলে (হে নবী), আমাদের ছেড়ে দাও, যারা ঘরে বসে আছে আমরাও তাদের সাথে থাকি।

৮৭. তারা (মূলত) ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করে নিয়েছে, তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।

৮৮. কিন্তু (আল্লাহর) রসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে (আল্লাহর পথে) জেহাদ করেছে; এদের জন্যেই যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে, আর এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম।

فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ فَإِذَا  
فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ  
لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا  
مَعِيَ عَلَىٰ وَإِنْ كُمْ رَضِيَتْمِ بِالْقَعْدَةِ  
أَوَّلَ مَرَّةً فَاقْعُلْ وَامْعِنَ الْخَلْفَيْنَ ⑧৩

وَلَا تُصِلِّ مَلِيْعَةً إِلَيْهِ مِنْهُمْ مَا تَأْبَدَّ  
وَلَا تَقْرِبْ مَلِيْعَةً إِنْهُمْ كَفَرُوا بِاَسْلَمَ  
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فِسْقُونَ ⑧৪

وَلَا تَعِجِّبْكَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ إِنَّهُمْ  
يُرِيدُنَّ اللَّهَ أَنْ يَعِزِّزَ بِهِمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا  
وَتَزَهَّقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كُفَّارُونَ ⑧৫

وَإِذَا أُنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ أَمْنَوْا بِإِيمَانِهِ  
وَجَاهُهُونَ وَمَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا  
الْطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكْنَ مَعَ  
الْقَعْدَيْنَ ⑧৬

رَضُوا بِآيَاتِكُنْوَا مَعَ الْخَوَافِ وَطَبَعَ  
عَلَى قَلْوَاهِمِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ⑧৭

لَكِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مَعَهُ  
جَهَدُهُونَ وَبِآمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
وَأَوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَتُ وَأَوْلَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑧৮

৮৯. আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে এমন এক (সুরম্য) জান্মাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার পাদদেশে বর্ণাধারা প্রবাহমান, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; (প্রস্তুত) এ হচ্ছে সর্বোত্তম সাফল্য।

أَعْلَمُ اللَّهُمَّ جِنْتٌ تَجْرِيٌ مِّنْ تَحْتِهَا<sup>۱۱</sup>  
الآنِهِرُ خَلِيلٌ يَنْ فِيهَا، ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ<sup>۱۲</sup>

৯০. ওয়রকামী কিছু সংখ্যক আরব বেদুইনও (তোমার কাছে) এসে হায়ির হয়েছে, যেন তাদেরও এ যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, এভাবে সে লোকগুলোও ঘরে বসে থাকলো, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো; এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, অচিরেই তারা মর্মান্তিক আয়াবে নিমজ্জিত হবে।

وَجَاءَ الْمَعِنِّ رُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ  
لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَلَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
سَيِّصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ<sup>۱۳</sup>

৯১. যারা দুর্বল (যুদ্ধে শরীক না হওয়ায়), তাদের উপর (দোষের) কিছু নেই, (দোষ নেই তাদেরও-) যারা অসুস্থ কিংবা যারা (যুদ্ধের) খরচ করার মতো কোনো সংহল পায়নি, (অবশ্য) এরা যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠাবান হয় (তা ভিন্ন কথা), সৎকর্মশীল মানুষদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো সুযোগ নেই; আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু,

لَيْسَ عَلَى الْضَّعَافِ وَلَا عَلَى الْمَرْضِي  
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ  
حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ<sup>۱۴</sup>

৯২. (তাদেরও কোনো দোষ নেই) যারা (যুদ্ধ শুরুর প্রাকালে) তোমার কাছে যখন (যাত্রার) বাহন সরবরাহ করার জন্যে এসেছিলো, তখন তুমি (তাদের) বলেছিলে, তোমাদের জন্যে আমি এমন কিছু পাছি না, যার ওপর আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি, (অতপর) তারা ফিরে গেলো তখনও তাদের চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিলো, (যুদ্ধের) খরচ যোগাড় করতে না পারায় তারা (ভীষণভাবে) দুঃখিত হলো।

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحِلَّمُهُ  
قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِمُّكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا  
وَاعِنْهُمْ تَفَيِّضُ مِنَ الدُّمَعِ حَزَنًا أَلَا  
يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ<sup>۱۵</sup>

৯৩. মূলত অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা পেছনে পড়ে থাকলো তাদের সাথে (ঘরে বসে) থাকাই তারা পছন্দ করলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, (মূলত) তারা কিছুই জানে না।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ  
وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِآنِ يَكُونُوا مَعَ  
الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ<sup>۱۶</sup>

يَعْتَدِ رُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
 قُلْ لَا تَعْتَدِ رَوَانَ نَؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ  
 نَبَّأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسِيرَى اللَّهُ  
 عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ شَرِّ تَرْدُونَ إِلَى عَلِيِّ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ

⑧

৯৪. (যুদ্ধের পর) তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে; তখন তারা তোমাদের কাছে ওয়ার পেশ করবে, তুমি (তাদের) বলো, (আজ) তোমরা কোনো রকম ওয়ার-আপত্তি পেশ করো না, আমরা আর কখনো তোমাদের বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ তায়ালা (ইতিমধ্যেই) তোমাদের (অস্তরের) সব কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন, অতপর তোমাদের সেই মহান স্তুতির কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে, যিনি (যেমন) জানেন তোমাদের গোপন করে রাখা সব কিছু, (তেমনি) জানেন প্রকাশ্য বিষয়সমূহ, অতপর তিনি (সে আলোকে) তোমাদের বলে দেবেন (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা কি কাজ করছিলে।

৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালার নামে কসম করে তোমাদের বলবে, তোমরা যেন তাদের ব্যাপারটা উপেক্ষা করো; (হাঁ) তোমরা ওদের উপেক্ষাই করো; কেননা ওরা হচ্ছে (চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে) নাপাক, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহানাম, (দুনিয়ার) তারা যা কিছু করে এসেছে এটাই হচ্ছে তার (যথার্থ) বিনিময়।

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ  
 إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ  
 أَنْهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَهْرَ جَهَنْمَ جَزَاءٌ  
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

⑨

৯৬. এরা তোমাদের কাছে (এ জন্যেই) কসম করে যেন তোমরা (পুনরায়) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা যদি (শতবারও) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও, আল্লাহ তায়ালা কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ  
 تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ  
 الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ

⑩

৯৭. বেদুইন (আরব) লোকগুলো কুফুর ও মোনাফেকীর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর (থক্তির), আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর (দীনের) সীমারেখা (সম্পর্ক যে বিধানসমূহ) নাখিল করেছেন, সে জান লাভ না করার ক্ষমতাই মনে হয় এদের (মধ্যে) প্রবল; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কুশলী।

الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَاجْدَارُ  
 آلَّا يَعْلَمُوا حَدْ وَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى  
 رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ حَكِيمٌ

⑪

৯৮. বেদুইন (আরব)-দের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা (আল্লাহ তায়ালার পথে) কোনো ব্যয় করলে (তাকে) জরিমান (মনে করে) এবং কালের বিবর্তনে তোমাদের কাছে (কোনো বিপদ-মিসিবত) আসুক- তারা এ অপেক্ষায় থাকে; (আসলে) কালের মন্দক্র তো তাদের ওপর (ছেয়েই আছে; বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخَلُّ مَا يُنِفِّقُ  
 مَغْرِمًا وَيَتَرْبِصُ بِكُمْ إِلَّا وَأَئِنَّ عَلَيْهِمْ  
 دَائِرَةً السُّوءِ وَاللَّهُ سَيِّعُ عَلِيهِمْ

⑫

৯৯. বেদুইন (আরব)-দের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, (এরা আল্লাহর পথে) যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَيَتَخَلُّ مَا يُنِفِّقُ قُرْبَتِ عنَ اللَّهِ

ও রসূলের দেয়া (পাওয়ার একটা অবলম্বন হিসেবেই) <sup>وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قَرْبَةٌ لَّهُمْ</sup>  
 গ্রহণ করে; হাঁ, আসলেই তা হচ্ছে তাদের জন্যে  
 (আল্লাহর) নেকট্যালাভের উপায়; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা  
 তাদের স্থীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন; অবশ্যই আল্লাহ  
 তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

<sup>سَيِّدِ خَلْقِهِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ</sup>  
 (রহিম)

১১

১০০. মোহাজের ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম  
 (দিকে ঈমান এনেছে) এবং পরে যারা একান্ত নিষ্ঠার  
 সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের  
 ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট  
 হয়েছে, তিনি তাদের জন্যে এমন এক (সুরম্য)  
 জাল্লাত তৈরী করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে  
 ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে;  
 আর তাই (হবে সেদিনের) সর্বোত্তম সাফল্য।

<sup>وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ</sup>  
<sup>وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ</sup>  
<sup>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْلَمُ لَهُمْ</sup>  
<sup>جَنَّتَ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلُ</sup>  
<sup>فِيهَا أَبَدٌ إِذْلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ</sup>

১০১. বেদুইন (আরব)-দের যারা তোমার আশেপাশে  
 (বাস করে), তাদের মধ্যে কিছু কিছু মোনাফেক  
 আছে; আবার (কিছু মোনাফেক) আছে মদীনাবাসীদের  
 মধ্যও, এরা সবাই (কিস্তি) মোনাফেকীতে সিদ্ধহস্ত।  
 তুমি এদের জানো না; আমি (কিস্তি) এদের জানি,  
 অচিরেই আমি এদের (অপমান ও পরাজয় দ্বারা) দুবার শাস্তি দেবো, অতপর (ধীরে ধীরে) এদের  
 সবাইকে বড়ো আয়াবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

<sup>وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفَقُونَ</sup>  
<sup>وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَاتِلُوْا عَلَى النِّفَاقِ</sup>  
<sup>لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعْلَمُ بِهِمْ</sup>  
<sup>مَرَّتِينْ نَسْرِيرُهُمْ إِلَى عَنَّابٍ عَظِيمٍ</sup>

১০২. আরো কিছু লোক আছে, যারা (অকপটে)  
 নিজেদের গুনাহসমূহের কথা স্বীকার করেছে,  
 (শ্যাতানের প্রোচনায়) তারা তাদের নেক কাজকে  
 গুনাহের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে; আশা করা যায়  
 আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ক্ষমাপ্রবণ হবেন,  
 অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

<sup>وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذِنْبِهِمْ خَلَطُوا</sup>  
<sup>عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سِيئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ</sup>  
<sup>يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ</sup>

১০৩. তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে (যাকাত ও)  
 সাদকা গ্রহণ করো, এটা তাদের পাক-সাফ করে  
 দেবে, তুমিও তাদের তা দিয়ে পরিশোধিত করে দেবে,  
 তুমি তাদের জন্যে দোয়া করবে; অবশ্যই তোমার  
 দোয়া তাদের জন্যে (হবে পরম) সান্ত্বনা; আল্লাহ  
 তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।

<sup>خُلُّ مِنْ آمَوَالِهِمْ صَلَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ</sup>  
<sup>وَتَزْكِيَّهُمْ بِمَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَ</sup>  
<sup>سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ</sup>

১০৪. তারা কি (এ কথাটা) জানে না যে, আল্লাহ  
 তায়ালা (কতো মহান)! তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা  
 করুল করেন এবং তিনি (যাকাত ও) সাদকা গ্রহণ  
 করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওবা গ্রহণকারী ও  
 পরম দয়ালু।

<sup>أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ</sup>  
<sup>عَنِ عِبَادِهِ وَيَأْخُلُ الصَّلَقَةَ وَأَنَّ اللَّهَ</sup>  
<sup>هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ</sup>

১০৫. (হে নবী) তুমি বলো, তোমরা (ভালো) কাজ  
 করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও মোমেনরা  
 তোমাদের (ভবিষ্যত) কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবেন;

<sup>وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ</sup>  
<sup>عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ</sup>

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

অতপৰ (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবাইকে এমন এক সন্তান  
দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি দেখা-আদেখা, জানা-অজানা  
সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত, অতপৰ তিনি তোমাদের  
বলে দেবেন তেমরা (দৈনিকার জীবনে) যা কিছু করছিলে-

وَسْتَرِدونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. আরো কিছু লোক রয়েছে, যাদের ব্যাপারে  
(এখনো) আল্লাহ তায়ালার সিন্ধান্তের আশা করা  
হচ্ছে, তিনি তাদের হয় শাস্তি দেবেন, না হয় তিনি  
তাদের ওপর দয়া পরবর্শ হবেন; (বস্তুত) আল্লাহ  
তায়ালা হচ্ছেন সুবিজ্ঞ, কৃশ্লী।

وأخرون مرجون لامر الله أما يعن بهم  
واما يتوب عليهم والله عليهم حكيم

১০৭. (মোনাফেকদের-) যারা মাসজিদে ‘য়েরার’  
বানিয়েছে, (তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ  
তায়ালার) কুফরী করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য  
সৃষ্টি করা, (সর্বোপরি) আগে যেসব লোক আল্লাহ  
তায়ালা ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের  
জন্যে গোপন ঘাঁটি (সরবরাহ) করা; এরা অবশ্যই  
কসম খেয়ে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য  
কোনো উদ্দেশ্যে (এটা) করিন; আল্লাহ তায়ালা  
(নিজে) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অবশ্যই এরা মিথ্যাবাদী।

وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا  
 وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ  
 قَبْلٍ وَلَيَحْلِفُنَّ أَنَّ أَرْدَنَا إِلَّا الْحَسْنِي  
 وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّهُمْ لَكُنُّ بُوْنَ

১০৮. (এবাদাতের উদ্দেশ্যে কথনো) তুমি সেখানে  
দাঁড়াবে না—যে মাসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার  
ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে মসজিদের অধিকার বেশী—  
যে, তুমি সেখানেই দাঁড়াবে, সেখানে এমন কিছু মানুষ  
আছে, যারা (ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে) নিজেরা সব  
সময় পাক-পবিত্র হওয়া পছন্দ করে; আর আল্লাহ  
তায়ালা তো পাক-সাফ লোকদেরই ভালোবাসেন।

لَا تَقْرِئْ فِيهِ أَبْنَاءَ لَمْسَجِلَ أُسْسَ إِلَى  
الْتَّقْوَى مِنْ أَوْلَى يَوْمَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ  
فِيهِ رَجَالٌ يَحْبُّونَ أَنْ يَتَهَرَّبُوا  
وَاللَّهُ يَحْبُّ الْمُطَهَّرِينَ

୧୦୯. ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର (ଘରେର) ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରେଛେ ଆଲ୍ଲାହର ଭୟ ଓ ତାର ସମ୍ମାନିତିର ଉତ୍ସମ- ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ସମ, ନା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର (ଘରେର) ଭିତ୍ତି ଦାଁଡ଼ କରିଯେଛେ ପତନୋନ୍ୟ ଏକଟି ଗର୍ତ୍ତେର କିଳାରାୟ ଏବଂ ସା ତାକେଶେ (ଅଚିରେଇ) ଜାହାନାମେର ଆଶ୍ରମ ଗିଯେ ପଡ଼ିବେ; ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଳା ଯାଲେମ ସମ୍ପଦାଯକେ ହେଦ୍ୟାତ ଦେନ ନା ।

أَفْمَنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ  
وَرِضْوَانِ خَيْرِ الْأَمْمَٰنْ مِنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى  
شَفَاعَ جُرْفٍ هَارِ فَانْهَا رَبِّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ  
وَاللَّهُ لَا يَهِنُّ الْقَوْمُ الظَّلَّمِينَ ٥٦

১১০. যে পর্যন্ত না ওদের অন্তরসমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে  
যাবে- ততোদিন পর্যন্ত ওরা যা বানিয়েছে তা সব  
সময়ই তাদের অন্তরে (একটি কাঁটা হয়ে) আটকে  
থাকবে: আলাই তায়ালা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাম্য।

لَا يَرَأُلْ بَنِيَّاْنَهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِبَّةً  
 فِي قُلُوبِهِمْ لَا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ  
 وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ ١٥٥

১১১. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কাছ  
থেকে তাদের জান ও তাদের মাল খরিদ করে  
নিয়েছেন, যেন (এর বিনিময়ে) তাদের জন্যে জাল্লাত  
নির্দিষ্ট থাকে। এরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতপর  
(এ যুদ্ধে কখনো দুশ্মনদের) তারা হত্যা করে,  
(কখনো আবার দুশ্মনদের হাতে) তারা নিহত হয়।

তার সাথে (এই) খাঁটি ওয়াদাটি করা হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে, আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করতে পারে? অতএব (হে মোমেনরা), তোমরা তাঁর সাথে যে কেনাবেচার চুক্তি (সম্পত্তি) করলে তার জন্যে সুসংবাদ প্রহণ করো, (কেননা) এটি হচ্ছে (এক) মহাসাফল্য।

وَعَدَ عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرِيهِ وَالْإِنْجِيلِ  
وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  
فَاسْتَبِشْرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَأْيَعْتَرُ  
بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤⁵

১১২. যারা (আল্লাহর দরবারে) তাওরা করে, (নিষ্ঠার সাথে তাঁর) এবাদাত করে, (তাঁর) প্রশংসা করে, (তাঁর জন্যে) রোষ্য রাখে, (তাঁর জন্যে) রূকু-সাজ্ঞা করে, (যারা অন্যদের) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, (সর্বোপরি যারা) আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত হালাল-হারামের) সীমা রক্ষা করে; (হে নবী,) তুমি (এ ধরনের সব) মোমেনদের (জন্মাত্রে) সুসংবাদ দাও।

أَتَائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيلُونَ السَّائِحُونَ  
الرَّكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَالنَّاهِيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحَدِودِ  
اللَّهِ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ④

১১৩. নবী ও (তাঁর ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে এটা মানায় না যে, তারা মোশরেকদের জন্যে কখনো মাগফেরাতের দোয়া করবে, এমনকি যদি তারা তাদের ঘনিষ্ঠ আঘাতও হয়, (বিশেষ করে) যখন এটা পরিকার হয়ে গেছে যে, তারা (আসলেই) জাহানামের অধিবাসী!

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ  
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِ  
قَرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ  
أَصْحَابُ الْجَنَاحِيمِ ⑤

১১৪. ইবরাহীমের স্তীয় পিতার জন্যে মাগফেরাতের ব্যাপারটি একটি ওয়াদার প্রতিপালন করা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, যে (ওয়াদা) সে তার পিতার কাছে (আগেই) করে রেখেছিলো, এ (ব্যতিক্রম)-টা ছিলো শুধু তাঁর একার জন্যেই, কিন্তু যখন এ কথা তাঁর সামনে পরিকার হয়ে গেলো যে, সে সত্যি সত্যিই আল্লাহর দুশ্মন, তখন সে তার (পিতার) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো; অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো একজন কোমল হৃদয় ও সহানুভূতিশীল মানুষ।

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارًا إِبْرِهِيمَ لَأَبِيهِ إِلَّا عَنْ  
مَوْعِلَةٍ وَعَلَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ  
عَلَّوْلَهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَأَوَّلَ  
حَلِيمٌ ⑥

১১৫. আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, কোনো জাতিকে একবার হোয়াত দানের পর পুনরায় তিনি তাদের গোমরাহ করে দেবেন, যতোক্ষণ না তাদের সুস্পষ্টভাবে (এ কথাটা) জনিয়ে দেয়া হয়, (কোন জিনিস থেকে) তাদের সাবধান হতে হবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اذْهَلْنَاهُ  
حَتَّى يَبْيَسْ لَهُمْ مَا يَتَقَوَّنَ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِ ⑦

১১৬. নিসদেহে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই; তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের জন্যে কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
يَحِيِّ وَيَمِيتُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑧

১১৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর ওপর অনগ্রহ করেছেন, অনগ্রহ করেছেন মোহাজেরদের ওপর,

لَقَنَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ⑨

আনসারদের ওপর, যারা একান্ত কঠিন সময়ে তার অনুসরণ করেছে তাদের (সবার) ওপর, এমনকি যখন তাদের একটি (ছাট) দলের চিন্তা (একটু) বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা এদের সবার ওপর দয়া করলেন; অবশ্যই তিনি তাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল,

وَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ أَتَبْعَدُوا فِي سَاعَةٍ  
الْعَسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرْبِغُ قُلُوبُ  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ تُرْمَى تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ  
بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾

১১৮. সে তিনি ব্যক্তির ওপরও (আল্লাহ তায়ালা দয়া করলেন), যাদের (ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত মূলতবি করে রাখা হয়েছিলো (তাদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে গৌছিলো যে,) যদীন তার বিশালতা সত্ত্বেও তাদের ওপর সংকুচিত হয়ে গেলো, (এমনকি) তাদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছেই দুর্বিষ্ণব হয়ে পড়লো, তারা (এ কথা) উপলক্ষ করলো, (আসলেই) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে; অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অনুগ্রহ করলেন যেন তারা (তাওবা করে) পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَقَى التَّلِثَةُ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى  
إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ  
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُونَا أَنَّ  
لَامْلَجَأًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ تُرْمَى تَابَ  
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ  
الرَّحِيمُ ﴿٥٦﴾

১১৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (সর্বদা) সত্যবাদীদের সাথে থেকো।

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا  
مَعَ الصِّدِّيقِينَ ﴿٥٧﴾

১২০. মদীনার (মূল) অধিবাসী ও তাদের আশেপাশের বেদুইন (আরব)-দের জন্যে এটা সংগত ছিলো না যে, তারা আল্লাহ তায়ালার রসূলের (সহগামী না হয়ে) পেছনে থেকে যাবে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে বেশী প্রিয় মনে করবে; (আসলে) এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের যে ত্রুটি, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া- (তা তাদের নেক আমলের মধ্যেই শামিল হবে, তাছাড়া) এমন কোনো স্থানে তারা যাবে, যেখানে যাওয়ায় তাদের ওপর কাফেরদের ক্ষেত্র আসবে এবং (মোকাবেলার সময়) শক্রদের কাছ থেকে তারা কিছু (সম্পদ) লাভ করবে, (মূলত) এর প্রতিটি কাজের বদলে তাদের জন্যে নেক আমল লেখা হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নেক লোকদের কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمِلَّةِ وَمَنْ حَوَّلَهُمْ  
مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ  
اللَّهِ وَلَا يَرْغِبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نُفُسِهِ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّاً وَلَا نَصْبَ  
وَلَا مُخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ  
مَوْطَئًا يَغْيِطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَلَّ  
نِيلًا أَلَا كُتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

১২১. (একইভাবে) তারা (আল্লাহর পথে) যা খরচ করে (তা পরিমাণে) কম হোক কিংবা বেশী- (তা ও বিনষ্ট হয় না) এবং যদি তারা (আল্লাহর উদ্দেশে) কোনো মাঝ ঘাট প্রান্তের অতিক্রম করে, তা ও তাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করা হবে, যাতে করে তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু করে এসেছে, (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালা তার চাইতে উত্তম পুরক্ষার তাদের দিতে পারেন।

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً  
وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا أَلَا كُتُبَ لَهُمْ  
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً  
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ  
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنِرِّدُ قَوْمَهُمْ  
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْلِرُونَ

১২২. মোমেনদের কথনো (কোনো অভিযানে) সবার একত্রে বের হওয়া ঠিক নয়; (তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো, যাতে করে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতো, অতপর যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা (আয়াবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।

يَا يَهُآ الَّذِينَ أَمْنَوْا قَاتِلُوا الَّذِينَ يُنْهَا  
يُلْوِنُكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيمْكُمْ  
غُلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِيْنَ

১২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের (সীমান্তের) কাছাকাছি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, (এমনভাবে করো-) যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা (দেখতে) পায়; জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোতাকী লোকদের সাথে রয়েছেন।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فِيهَا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ  
أَيْكُمْ زَادَتْهُ هُنَّا إِيمَانًا فَإِنَّمَا الَّذِينَ  
أَمْنَوْا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

১২৪. যখন কোনো (নতুন) সূরা নাখিল হয় তখন এদের কিছু লোক (বিদ্রূপের ভাষায়) জিজেস করে, এ (সূরা) তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করলো! (তোমরা বলো, হাঁ) যারা (সত্যি আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, এ সূরা (অবশ্যই) তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ  
فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوْ  
وَهُمْ كُفَّارُونَ

১২৫. যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এ (সূরা তাদের আগের) নাপাকীর সাথে আরো (কিছু নতুন) নাপাকী (যুক্ত করে) দিয়েছে এবং তারা (এ) কাফের অবস্থায় মারা যাবে।

أَوَلَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ  
مِّنْهُ أَوْ مَرْتَبَيْنِ ثُمَّ لَا يَتَوَبُونَ وَلَا هُمْ  
يُنْكِرُونَ

১২৬. তারা কি দেখতে পায় না, প্রতিবছর তাদের কিভাবে (বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে) একবার কিংবা দুবার বিপর্যস্ত করা হচ্ছে, এরপরও তারা তাওবা করে না এবং (এ থেকে) তারা কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً نَّظَرَ بَعْضُهُمْ  
إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرْكِمُ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ  
أَنْصَرُوهُمْ صَرْفَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ بِأَنَّهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَقْهِمُونَ

১২৭. যখনি কোনো (নতুন) সূরা নাখিল হয় তখন তারা পরম্পর ঢোক চাওয়া-চাওয়ি করে (ইশারায় একে অপরকে জিজেস করে); 'কেউ কি তোমাদের দেখতে পাচ্ছে?' অতপর তারা (হোয়াত থেকে) ফিরে যায়; আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে এভাবেই (সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা হচ্ছে এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা কিছু অনুধাবন করে না।

لَقَنْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ  
عَلَيْهِ مَا عَنْتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

১২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে, তোমাদের কোনোরকম কষ্ট ভোগ তার ওপর দৃঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকারী, ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে মেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।

১২৯. এরা যদি (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মারুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের (একচ্ছত্র) অধিপতি।

فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَهُوَ بِالْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿১০﴾

আয়াত ১০৯  
রুক্ম ১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা ইউনুস  
মক্কায় অবস্থীর্ণ

১. আলিফ লা-ম রা। এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ত ঘষ্টের আয়াত।

২. মানুষের জন্যে এটা কি (আসলেই) একটা আশ্চর্যের বিষয় ছিলো যে, আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেন সে মানুষকে (তা দিয়ে জাহানাম সম্পর্কে) সাবধান করে দিতে পারে, (আবার) যারা (এ ওহীর ওপর) ঈমান আনে তাদের (এ মর্মে) সুসংবাদ দিতে পারে যে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে উঁচু মর্যাদা রয়েছে, কাফেররা (আশ্চর্যাভিত্ত হয়ে) বললো, নিসন্দেহে এ ব্যক্তি হচ্ছে সুম্পষ্ট যাদুকর!

৩. (হে মানুষ,) নিসন্দেহে তোমাদের রব আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হলেন, তিনি (তাঁর) কাজ (স্বত্ত্বে) নিয়ন্ত্রণ করেন; কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া (কারো) সুপারিশকারী হতে পারে না; এই হচ্ছেন তোমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; তোমরা কি (এটা) অনুধাবন করবে না?

أَكَانَ لِلنَّاسَ عَجَبًا أَنْ أَوْهِنَا إِلَى رَجْلٍ مَنْهَرَ أَنَّ أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْ مِلْقٌ عِنْ دِيْنِهِمْ قَالَ الْكُفَّارُ إِنَّ هَذِهِ السِّحْرُ مِبْيَنٌ ﴿১০﴾

إِنْ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَدِ بِرِ الْأَمْرِ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَأَتَنَّ كُرُونَ ﴿১০﴾

৪. (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবার ফিরে যাবার জায়গা হবে একমাত্র তাঁর কাছে; আল্লাহ তায়ালার (সকল) প্রতিশ্রূতি সত্য, অবশ্যই তিনি এ সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন, (কেয়ামতের দিন) তিনিই আবার তার (জীবনের) পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন, যাতে করে যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে- ইনসাফের সাথে তিনি তাদের (কাজের) বিনিময় দান করতে পারেন, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানীয় ও কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা (পরকালের এ শাস্তি) অঙ্গীকার করছিলো।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَنَ اللَّهِ حَقَّاً أَنَّهُ يَبْدِئُ وَالْخَلْقُ تُمْرِيْعَيْنَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حِمِيرٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفِرُونَ ﴿১০﴾

৫. (মহান আল্লাহ তায়ালা-) যিনি সূর্যকে তেজোদীপ্ত বানিয়েছেন এবং চাঁদকে (বানিয়েছেন) জ্যোতির্ময়, অতপর তিনি তার কিছু মনয়ল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে (এ নিয়ম দ্বারা) তোমরা বছরের গণনা

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَلَّ رَاهَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ

এবং দিন-তারিখের হিসাবটা জানতে পারো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু পয়দা করেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক করেননি; যারা (সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) জানে তাদের জন্যে তিনি নির্দর্শনগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করেন।

السَّنِينَ وَالْحَسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ  
إِلَّا بِالْحَقِّ إِنْفَصِلْ الْأَيْتِ لِقَوْ  
يَعْلَمُونَ ②

৬. অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে পয়দা করেছেন- তার (প্রতিটি জিনিসের) মাঝে এমন জাতির জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে চেনার) নির্দর্শন রয়েছে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ وَمَا  
خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُ  
لِقَوْ ③ يَتَقَوَّنَ ④

৭. অবশ্যই যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং এখনকার সবকিছু নিয়েই পরিত্পন্ত, (সর্বোপরি) যারা আমার নির্দর্শনসমূহ থেকে গাফেল থাকে-

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا  
بِأَحْيَوْهُ اللَّهُ نِيَّا وَاطْمَأْنَوْا بِهَا وَالَّذِينَ  
هُمْ عَنِ اِيْتَنَا غَفَلُونَ ⑤

৮. তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ঠিকানা হবে (জাহানামের) আগুন; (এটা তাদের সে কাজের বিনিময়)- যা তারা অর্জন করেছে।

أُولَئِكَ مَا وَهْمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ⑥

৯. (অপরদিকে) যারা অবশ্যই (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের মালিক তাদের (এ) ঈমানের কারণেই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন; তাদের তলদেশ দিয়ে (অসংখ্য) নেয়ামতে (পরিপূর্ণ) জাহানে (সুপেয়) বার্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
يَهُدِّيْهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ  
تَّحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ⑦

১০. (এ সময়) সেখানে তাদের (একটি মাত্র) ধননিই থাকবে, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি মহান, তুমি পবিত্র! সেখানে তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’ (এবং) তাদের শেষ ডাক হবে (আলহামদু লিল্লাহ), যাবতীয় তারীফ সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

دُعَوْيَهُمْ فِيهَا سَبْحَنَكَ اللَّهُمْ  
وَتَحِيَّتَهُمْ فِيهَا سَلَّمٌ وَآخِرُ دُعَوْيَهُمْ  
أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ⑧

১১. আল্লাহ তায়ালা যদি মানুষের জন্যে তাদের অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতেন, যেভাবে মানুষ নিজেদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, তাহলে তাদের অবকাশ (দেয়ার সুযোগ করবেই) শেষ করে দেয়া হতো (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের তিল দিয়ে রেখেছেন); অতপর যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদের না-ফরমানীর মাঝে ছেড়ে দেই- তারা উত্ত্বান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়।

وَلَوْ يَعْجِلْ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرِّ  
أَسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ  
أَجَلَهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا  
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ⑨

১২. মানুষকে যখন কোনো দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে বসে, শয়ে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আমাকে ডাকে, অতপর আমি যখন তার দুঃখ-কষ্ট তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই,

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانُ الضَّرَّ دَعَانَا لِجَنَبَهُ  
أَوْ قَاعِلًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّه

তখন সে এমনি (বেপরোয়া হয়ে) চলতে শুরু করে, তাকে যে এক সময় দুঃখ-কষ্ট শৰ্প করেছিলো, তা দূর করার জন্যে (মনে হয়) আমাকে সে কথনে ডাকেইনি; এভাবেই যারা সীমালংঘন করে তাদের জন্যে তাদের কাজকর্মকে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

مَرْ كَانَ لِرَيْدِ عَنَا إِلَى ضُرِّ مَسْهِ  
كَذِلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ④

১৩. তোমাদের আগে অনেক মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্রংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুলুম করেছিলো, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনসহ তাদের রসূলরা এসেছিলো, (কিন্তু) তারা (তাদের ওপর) স্ট্রাইন আনলো না; এভাবেই আমি না-ফরমান জাতিদের (তাদের যুলুমের) প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا  
ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذِلِكَ نَجَزِي  
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑤

১৪. অতপর আমি যমীনে (তাদের জায়গায়) ১৪ তোমাদের খলীফা বানিয়েছি, যেন আমি দেখতে পাই তোমরা কি ধরনের আচরণ করো।

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ  
بَعْدِ هِمْ لِنَنْظَرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ⑥

১৫. (হে নবী,) যখন আমার সুস্পষ্ট আয়তসমূহ তাদের পড়ে শোনানো হয়, তখন যারা (মৃত্যুর পর) তাদের সাথে আমার সাথে দেখা সাক্ষাতের আশা করে না, তারা (ওদ্বিত্তের সাথে) বলে, এছাড়া অন্য কোনো কোরআন নিয়ে এসো, কিংবা একে বদলে দাও; তুমি (এদের) বলো, আমার নিজের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে, আমি একে বদলে দেবো; আমি তো তাই অনুসৃণ করি যা আমার ওপর ওহী আসে, আমি যদি আমার মালিকের কোনো রকম না-ফরমানী করি, তাহলে আমি একটি মহা দিবসের (কঠিন) শাস্তির ভয় করি।

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيَّاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ  
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَئْتِ بِقُرْآنٍ  
غَيْرِ هَذِهِ أَوْ بَدِيلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِ  
أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِيِّ إِنْ  
أَتَبْعِي إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ  
إِنْ عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمَ عَظِيمٍ ⑦

১৬. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা না চাইলে আমি তোমাদের ওপর এ (কোরআন)পাঠই করতাম না, আমি এ (গৃহ) সম্পর্কেও তোমাদের কোনো কিছু জানাতাম না, আমি তো এর আগে তোমাদের মাঝে অনেক বয়স কাটিয়েছি, (কিন্তু এমন কোনো কথা আমি তোমাদের বলিনি?) তোমরা কি বুঝতে পারছো না?

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا  
أَدْرِكُمْ بِهِ ۗ فَقُلْ لَبِثْتُ فِي كِرْمَ عَمَّا  
مِنْ قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑧

১৭. অতপর (বলো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়তসমূহকে অঙ্গীকার করে; (এ ধরনের) না-ফরমান লোকেরা কখনোই সফলকাম হয় না।

فَمِنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنْ بَا وَ  
كَلْبٌ بِأَيْتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ⑨

১৮. এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোনো রকম ক্ষতি করতে পারে না, (আবার) তা তাদের কোনো রকম উপকারণ করতে পারে না। তারা বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের সুপারিশকারী; তুমি (মোশেরেকদের) বলো, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضْرِبُهُ  
وَلَا يَنْفَعُهُ وَيَقُولُونَ هُوَ لَأَ  
شَفَاعَةٌ نَّا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبَئُونَ اللَّهَ

এমন কোনো কিছুর খবর দিতে চাও, যা তিনি আসমন্সমূহের মাঝে অবস্থিত নন এবং যমীনের মাঝেও নন; তিনি পাক পবিত্র এবং মহান, তারা (তাঁর সাথে) যে শেরেক করে তিনি তার চাহিতে অনেক পবিত্র।

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
سَبَحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٣﴾

১৯. মানুষবা ছিলো এক জাতি (-ভুক্ত), অতপর তারা (নিজেদের মাঝে) মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে; তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (তাদের মৃত্যু) পরবর্তী (শাস্তির) ঘোষণা না থাকলে কবেই সে বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যেতো, যে বিষয় নিয়ে তারা মতবিরোধ করে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا مَرْجَعٌ وَاحِدٌ  
فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ  
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤﴾

২০. তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো নির্দশন অবর্তীর হয় না কেন? তুমি বলো, গায়ব (সংক্রান্ত জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার সে গায়বী ফয়সালার জন্যে) তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِّنْ  
رَبِّهِ فَقُلْ أَنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَإِنْ تَظَرِّفُوا  
إِنَّمَا مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿٥﴾

২১. মানুষকে দুঃখ-মসিবত শ্পর্শ করার পর যখন আমি তাদের করণার স্বাদ ভোগ করাই, তখন সাথে সাথেই আমার (রহমতের) নির্দশনসমূহের সাথে তাদের চালাকি দেখা দেয়। (হে নবী) তুমি বলো, কৌশলে আল্লাহ তায়ালা সবার চাহিতে বেশী তৎপর; অবশ্যই আমার পাঠানো (ফেরেশতা)-রা তোমাদের যাবতীয় কৌশলের কথা লিখে রাখে।

وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ شَرٍّ  
مَسْتَهِمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي أَيَّاتِنَا قُلْ اللَّهُ  
أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رَسُلَنَا يَكْتَبُونَ مَا  
تَمَكَّرُونَ ﴿٦﴾

২২. তিনিই মহান (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের জলে-স্তলে ভ্রমণ করান; এমনকি তোমরা যখন নৌকায় থাকো এবং এ (নৌকা)-গুলো যখন তাদের নিয়ে অনুকূল আবহাওয়ায় চলতে থাকে, তখন (নৌকার) আরোহীরা এতে আনন্দিত হয়, (হাঁচাঁৎ) এগুলো ঝড়বাহী বাতাসের কবলে পড়ে এবং সবদিক থেকে তাদের ওপর ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা মনে করে, (এবার সত্যিই) এ (বাতাস ও ঢেউ) দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, তখন তারা একান্ত নির্ণিতান্বয় বান্দা হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে- (হে আল্লাহ), যদি তুমি আমাদের এ (মহাদুর্যোগ) থেকে বাঁচিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

هُوَ الَّذِي يَسِيرُ كُرْمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
هَتَّى إِذَا كَنْتُمْ فِي الْفَلْكِ وَجَرِيَّ  
بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا  
رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ وَظَنَوْا أَنَّهُمْ أَحْيَطُ بِهِمْ «دَعُوا  
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ هُلِئَّنَ آنْجِيَتَهَا  
مِنْ هُنَّ لَتَكُونُنَّ مِنَ الشَّكِّرِينَ ﴿٧﴾

২৩. অতপর যখন তিনি তাদের (বিপর্যয় থেকে) বাঁচিয়ে দেন, তখন তারা সাথে সাথেই অন্যায়ভাবে যমীনে না-ফরমানী শুরু করে দেয়; হে মানুষ (শুনে রাখো), তোমাদের এ নাফরমানী তোমাদের নিজেদের ওপরই (পতিত হবে, মূলত এগুলো হচ্ছে) দুনিয়ার (অস্থায়ী) সহায় সম্পদ,

فَلَمَّا آتَنَجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ أَيْمَانًا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكَمْ  
عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَمْتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
◆ ২৩০ ◆ www.alquranacademylondon.org

অতপর আমার কাছেই হচ্ছে তোমাদের ফেরার জায়গা, (সেদিন) আমি তোমাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তোমরা কি করতে।

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنَبْئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑩

২৪. এ পার্থিব জীবনের উদাহরণ (হচ্ছে), যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ণ করলাম, তা দ্বারা অতপর যমীনের গাছপালা ঘন সম্মিলিত হয়ে উদ্গত হলো, যা থেকে মানুষ ও জন্ম-জানোয়াররা (তাদের) আহার সংগ্রহ করলো; এরপর যখন যমীন তার সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করলো এবং (আপন সৌন্দর্যে) সে শোভিত হয়ে উঠলো, তখন তার মালিক মনে করলো, তারা বৃক্ষ এর (ফসল ভোগ করার) ওপর (এখন সম্পূর্ণ) ক্ষমতাবান, (এ সময় হঠাতে করে) রাতে কিংবা দিনে আমার (আয়াবের) ফয়সালা তাদের ওপর আপত্তি হলো, অতপর আমি তাদের এমনভাবে নির্মূল করে দিলাম যেন গতকাল (পর্যন্ত এখানে) তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না; এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ সেসব জাতির জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءً أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَقْنَا الْأَرْضَ زُخْرَفًا وَازْيَنْتُمْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدْ رَوْنَ عَلَيْهَا أَتَيْنَا أَمْرَنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَا حَصِيلًا كَانَ لَمْ رَغَنَ بِالْأَمْسِ كَلَّ لِكَ نُفَصِّلُ الْأِيَّتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑩

২৫. (হে মানুষ) আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের) শাস্তির নিবাসের দিকে ডাকছেন; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন।

وَالله يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي من يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ⑩

২৬. যারা ভালো কাজ করেছে, কল্যাণ তো (থাকবে) তাদের জন্যে এবং (থাকবে আরো) বেশী; সেদিন তাদের চেহারা কোনো কালিমা ও হীনতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে না; তারাই (হবে) জাহানের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন।

لَلَّهُ يَعْلَمُ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وَزِيادةً وَلَا يَرْهقُ وَجْهَهُمْ قَتْرَنًا وَلَا ذَلَّةً أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ⑩

২৭. (অপরদিকে) যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দের প্রতিফল মন্দের মতোই হবে, অপমান তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে; সেদিন আল্লাহ (-র আয়াব) থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউই থাকবে না, (তাদের চেহারা এমনি কালো হবে) যেন রাতের অক্ষকার ছিঁড়ে (তার) একটি টুকরো তাদের মুখের ওপর ছেয়ে দেয়া হয়েছে, এরাই (হচ্ছে) জাহানামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السُّيُّورَ جَزَاءٌ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَتَرْهِقُهُمْ ذَلَّةً مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانُوا أَغْشِيَتْ وَجْهَهُمْ قَطْعًا مِنَ الْيَلِ مُظْلَمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ⑩

২৮. (শ্বরণ করো,) যেদিন আমি তাদের সবাইকে আমার সামনে একত্রিত করবো, অতপর যারা আমার সাথে শরীক করেছে— আমি তাদের বলবো, তোমরা এবং যাদের তোমরা শরীক করেছো— স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো, এরপর আমি তাদের পরম্পরাকে আলাদা করে দেবো এবং যাদের তারা শরীক করেছিলো— তারা বলবে, না, তোমরা কখনোই আমার উপাসনা করতে না।

وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لَلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانُوكُمْ أَنْتُمْ وَشَرَكَاؤُكُمْ فَزَيْلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شَرَكَاؤُهُمْ مَا كَنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ⑩

فَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ⑤

২৯. (আজ) আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে যথেষ্ট, আমরা তোমাদের উপাসনার ব্যাপারে (আসলেই) গাফেল ছিলাম।

৩০. এভাবেই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে করে এসেছে, (পুরোপুরিই) জানতে পারবে এবং সবাইকে তাদের আসল মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) তারা যেসব মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা উত্তোলন করতো, (নিমিষেই) তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, কে তোমাদের আসমান ও যুৰীন থেকে জীবিকা সরবরাহ করেন, অথবা কে (তোমাদের) শোনা ও দেখা নিয়ন্ত্রণ করেন? কে জীবিতকে মৃত থেকে, আবার মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন! কে (আছে এমন), যিনি (এসব কিছুর) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন; তারা বলবে, (হ্যাঁ, অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা, তুমি বলো, তাহলে (সত্য অঙ্গীকার করার পরিণামকে কি) তোমরা ভয় করো না?

৩২. এই তোমাদের আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের আসল রব, সত্য আসার পর (তাকে না মানা) গোমরাহী ছাড়া আর কি? (তারপরও এই সত্য থেকে) তোমাদের কোথায় কোথায় ফেরানো হচ্ছে

৩৩. যারা নাফরমানী করেছে তাদের ওপর তোমার মালিকের কথা এভাবেই সত্য বলে প্রাণিত হলো, (আসলেই) এরা কখনো ঈমান আনবে না।

৩৪. তুমি বলো, তোমাদের (বানানো) এসব শরীকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে প্রথম বার (গুলো) বানাতে পেরেছে- অতপর (মৃত্যুর পর) তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে! তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্ব প্রদান করেন, অতপর (দ্বিতীয়বার) তিনিই তাতে জীবন দান করবেন, (এ সত্ত্বেও) তোমাদের (সত্য থেকে) কোন্ দিকে বিচ্ছুত করা হচ্ছে!

৩৫. (তুমি) বলো, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কে আছে যে (মানুষকে) সঠিক পথ দেখাতে পারে, (তুমি) বলো, (হ্যাঁ) আল্লাহ তায়ালাই (তাদের) সঠিক পথ দেখাতে পারেন; যিনি সঠিক পথ দেখান তিনি অনুসরণের বেশী যোগ্য, না সে ব্যক্তি (বেশী যোগ্য)- যে নিজে কোনো পথের সন্ধান পায় না- যতোক্ষণ না তাকে পথের সন্ধান দেয়া হয়, তোমাদের এ কি হলো, কেমন ধরনের ফয়সালা করো তোমরা?

هَنَالِكَ تَبْلُوَا كُلَّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ  
وَرَدُوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَضَلَّ  
عِنْهُمْ مَا كَانُوا يَغْتَرِبُونَ ⑥

قُلْ مِنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
أَمْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ  
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ  
الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُلْدِي الْأَمْرَ  
فَسَيِّقُولُونَ اللّٰهُ فَقْلَ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ ⑦

فَذُلِّكُمْ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ  
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلْلُ هُنَّ فَانِي تُصْرِفُونَ ⑧

كَنْ لَكَ حَقَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ عَلَى الِّلْيَنَ  
فَسَقُوا أَنْهِرَ لَأِيُّونَ ⑨

قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَائِكُمْ مِنْ يَبْلُوَا  
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيَّدُهُ قُلْ اللّٰهُ يَبْلُوَا  
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيَّدُهُ فَانِي تُؤْفِكُونَ ⑩

قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَائِكُمْ مِنْ يَهْدِي إِلَى  
الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ  
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَ أَمَنْ  
لَا يَهْدِي إِلَّا أَنَّ يَهْدِي فَمَالِكُمْ  
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ⑪

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۖ إِنَّ الظَّنَّ  
أَنْوَمَانَেِ الرَّأْيِ ۗ لَا يَعْلَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ  
الْحُقْقَاءِ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ  
أَعْلَمُ ۗ تَعَالَىٰ تَعَالَىٰ ۗ أَعْلَمُ ۗ  
بِمَا يَفْعَلُونَ ④

৩৭. তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজেদের আন্দায় অনুমানের অনুসরণ করে, আর সত্যের মোকাবেলায় আন্দায় অনুমান অবশ্যই কোনো কাজে আসে না; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ওদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণাংশ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَفْتَرِي مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيَّنَ  
يَدِيهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَارِيَبَ فِيهِ  
مِنْ رِبِّ الْعَالَمِينَ ④

৩৮. তারা কি একথা বলে যে, এ ব্যক্তি (মোহাম্মদ) এ (গ্রন্থ)-টি রচনা করে নিয়েছে; (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের দাবীতে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও এমনি ধরনের কিছু সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যাদের যাদের তোমরা ডাকতে চাও ডেকে (তাদেরও সাহায্য) নাও।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ قُلْ فَاتَّوْا بِسُورَةٍ  
مُّشَكِّلَةٍ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ إِنْ كَنْتُمْ مُّنْقِيَنَ ④

৩৯. (আসল কথা হচ্ছে), যে বিষয়টিই তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে আয়ত করতে পারলো না, কিংবা (মানবীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে) যার ব্যাখ্যা এখনো তাদের পর্যন্ত পৌছায়নি- তারা তাই অঙ্গীকার করে বসলো; ঠিক এভাবে তাদের পূর্ববর্তী মানুষরাও অঙ্গীকার করেছিলো, দেখো, (এ অঙ্গীকারকারী) যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে।

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَرِيْحِيَطُوا بِعِلْمِهِ  
وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۖ كَلَّكَ كَلَّبَ  
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظَرُ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الظَّلَمِيْنَ ④

৪০. তাদের মধ্যে কিছু লোক এর ওপর ঈমান আনবে, আবার কিছু আছে যারা এতে ঈমান আনবে না; তোমার মালিক (কিন্তু এ) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালো করেই জানেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ  
بِهِ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمَفْسِلِ يَنْ ④

৪১. তারা যদি (এরপরও) তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করতে থাকে, তাহলে তুমি (তাদের) বলে দাও (দেখো), আমার কাজকর্ম আমার জন্যে, আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্যে, আমি যা কিছু করছি তার জন্যে তোমরা দায়িত্বমুক্ত, আবার তোমরা যা করো তার জন্যেও আমি দায়িত্বমুক্ত।

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ  
عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بِرِيَّوْنَ مِمَا أَعْمَلُ وَأَنَا  
بِرِيَّعِ مِمَا تَعْمَلُونَ ④

৪২. (হে নবী,) এদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তোমার দিকে কান পেতে রাখে। (কিন্তু) তুম কি বধিরকে (আল্লাহর কালাম) শোনাবে? যদিও তারা (এর) কিছুই বুঝতে পারে না!

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتِمْعُونَ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ  
تُسْمِعُ الصَّمَرَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ④

৪৩. (আবার) ওদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে; (কিন্তু) তুম কি অঙ্গকে পথ দেখাবে? যদিও তারা (এর) কিছুই দেখতে পায় না!

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظَرُ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تَهْدِي  
الْعَمَيْ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِّرُونَ ④

৪৪. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর কোনো **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ**  
রকম যুগ্ম করেন না, (বরং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে)  
**النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ** <sup>(৪৪)</sup>

৪৫. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (সেদিন) তাদের (মনে হবে) যেন তারা সেখানে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে দিনের মাত্র একটি ক্ষণই কাটিয়ে এসেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা আল্লাহর সামান-সামানি হওয়াকে অঙ্গীকার করেছিলো, (আসলে) তারা কখনোই হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিলো না।

৪৬. আমি ওদের কাছে যে (বিষয়ের) ওয়াদা করেছি, তার কিছু অংশ যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা (এর আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, (এ উভয় অবস্থায়) তাদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর এরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতো তার ওপর আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হবেন।

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই রসূল আছে, অতপর যখন তাদের কাছে তাদের রসূল এসে যায়, তখন তাদের মাঝে (যাবতীয় কাজ) ইনসাফের সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়, তাদের ওপর কখনো যুগ্ম করা হয় না।

৪৮. এরা বলে (হে মুসলমানরা), তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো, কবে তোমাদের এই **وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَنْتُمْ صَلِيقِينَ** <sup>(৪৮)</sup> আয়াবের ওয়াদা ফলবে?

৪৯. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যা চান তা ব্যতিরেকে আমি তো আমার নিজস্ব ভালো-মন্দের ক্ষমতাও রাখি না। প্রত্যেক জাতির (ধর্মসের) জন্যে একটি দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা আছে; তাদের সে ক্ষণটি যখন আসবে তখন তারা এক মুহূর্তকাল সময় পেছনে থাকতে পারবে না- না (এক মুহূর্ত সময়) তারা এগিয়ে আসতে পারবে।

৫০. তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছে, যদি তোমাদের ওপর (আল্লাহর) আয়াব- রাতে কিংবা দিনের বেলায় এসে পতিত হয়, তাহলে (এরপর) আর কোন বিষয় নিয়ে না-ফরমান লোকেরা তাড়াহড়ো করতে চাইবে? **قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَسْكُرُ عَلَى أَبْهَ بَيَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاً ذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ** <sup>(৫০)</sup>

৫১. অতপর যখন (সত্যিই) একদিন এ বিষয়টি ঘটবে তখন কি তোমরা এটা বিশ্বাস করবে! (তখন) বলা হবে (হাঁ), এখন (তো আয়াব এসেই গেলো,) আর এ জন্যেই তো তোমরা তাড়াহড়ো করছিলে!

৫২. অতপর যালেমদের বলা হবে, এবার তোমরা চিরস্থায়ী (জাহান্নামের) আয়াবের স্বাদ ভোগ করো, (দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু অর্জন করেছো, তোমাদের কি তার বিনিময় দেয়া হবে না! **ثُمَّ قِيلَ لِلَّهِ يَنْ ظَلَمُوا ذُوقًا عَنْ أَبَ الْخَلِيلِ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كَنْتُمْ تَكْسِبُونَ** <sup>(৫২)</sup>

**وَإِمَّا ثُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْلَمْ هُنْ  
أَوْ نَتَوَفَّ فِينَكَ فَالْيَنَا مَرْجِعُهُمْ ثُرِ الله  
شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعُولُونَ** <sup>(৪৫)</sup>

৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে জানতে চায়, (আযাব সম্পর্কিত) সে কথাটি আসলেই কি ঠিক? বলো, হাঁ, আমার মালিকের শপথ, এটা আমোৰ সত্য; (শাস্তি প্রয়োগে) তোমরা কোনোদিনই তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।

৫৪. যদি এমন প্রতিটি মানুষ যে যুলুম করেছে তার কাছে দুনিয়ায় যা (সম্পদ) আছে তা জমা হয় সে তার সবকিছুই মুক্তিপণ হিসেবে ব্যয় করতে চাইবে, যখন এ (যালেম) মানুষরা (জাহান্নামের) আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে অনুত্তাপ করবে (তখন), সম্পূর্ণ ইন্সাফের সাথেই তাদের বিচার সম্পন্ন হবে এবং তাদের ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করা হবে না।

৫৫. মনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৫৭. হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত (বিশিষ্ট একটি কিতাব) এসেছে, (এটা হচ্ছে) মানুষের অস্তরে যেসব ব্যাধি রয়েছে তার নিরাময় এবং মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

৫৮. (হে নবী) তুমি বলো, (এটা) আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহেই (নাযিল) হয়েছে, অতএব মানুষের উচিত এ জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা, (কারণ) তারা যা কিছু (জান ও সম্পদ) জমা করছে, এটা তার চাইতে অনেক উত্তম।

৫৯. তুমি বলো, তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে রেয়েক নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে অতপর কিছু অংশকে তোমরা হারাম আর কিছু অংশকে হালাল করে নিয়েছো; বলো, (এসব ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের কোনো অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো!

৬০. যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে ধারণা কি (এই যে, এটা কখনো আসবে না); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো অনুগ্রহশীল (তিনি তাদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করে না।

৬১. (হে নবী,) তুমি যে কাজের ভেতরেই থাকো না কেন এবং কোরআন থেকে যা কিছু তেলাওয়াত

وَيَسْتَبْدِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي  
إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا آنَتْمُ بِمَعْجِزِيَنَ  
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي  
الْأَرْضِ لَافْتَنَتْ بِهِ وَأَسْرَرَ الْنَّدَاءَ  
لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقَضَى بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ<sup>(১)</sup>

أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَلِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ<sup>(২)</sup>  
هُوَ يَحْيِي وَيَمْيِيتُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ<sup>(৩)</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ عَذَابٍ  
رَبِّكُمْ وَشَفَاعَ لِمَنِ فِي الصَّدْرَةِ وَهُنَّ  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ<sup>(৪)</sup>

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذِلِّ  
فَلَيَفْرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمِعُونَ<sup>(৫)</sup>

قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ  
فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًَا قُلْ اللَّهُ  
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ كَمْ فِي اللَّهِ تَفَرَّوْنَ<sup>(৬)</sup>

وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُরْفَضْلٍ عَلَى  
النَّاسِ وَلِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ<sup>(৭)</sup>

وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتَلَوَّ مِنْهُ مِنْ<sup>(৮)</sup>

করো না কেন (তা আমি জানি,) তোমরা যে কোনো কাজ করো, কোনো কাজে তোমরা যথন প্রবৃত্ত হও, আমিই তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকি, তোমার মালিকের (দৃষ্টি) থেকে একটি অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না— আসমানে ও নয় যমীনে নয়— এর চাইতে ছোটো কিংবা এর চাইতে বড়ো কোনো কিছুই নেই যা একটি সুস্পষ্ট থাষ্টে লিপিবদ্ধ নেই।

৬২. জেনে রেখো, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহর তায়ালার বন্ধুদের জন্যে (কোনো) ভয় নেই, (সেদিন) তারা চিন্তিত ও হবে না ।

৬৩. (তারাই আল্লাহর বন্ধু—) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (তাঁকে) ভয় করেছে ।

৬৪. তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে (যেমন) সুসংবাদ রয়েছে, (তেমনি রয়েছে) পরকালের জীবনেও; আল্লাহর তায়ালার কথার কোনো রদবদল হয় না; আর এটাই হচ্ছে সে (দিনের) মহাসাফল্য ।

৬৫. (হে নবী,) তোমাকে তাদের কথা যেন কোনো দুঃখ না দেয়। অবশ্যই মান-ইয়াত সবই আল্লাহর তায়ালার জন্যে, তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন ।

৬৬. জেনে রেখো, যা কিছু আসমানে আছে, যা কিছু আছে যমীনে, সব অবশ্যই আল্লাহর জন্যে, যারা আল্লাহর তায়ালা ছাড়া (কল্পিত) শরীকদের ডাকে তারা তো (কিছু আন্দায) অনুমানেরই অনুসরণ করে মাত্র! তারা (আসলে) মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই নয় ।

৬৭. তিনিই (মহান আল্লাহ), যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো, আর দিনকে (বানিয়েছেন) আলোকোজ্বল, অবশ্যই এতে শোনার মতো জাতির জন্যে অনেক নির্দশন রয়েছে ।

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন, (অথচ) তিনি মহাপবিত্র; তিনি অভাবমুক্ত; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর; তোমাদের কাছে এ (দাবীর) পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণও নেই; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন সব কথা বলো, যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না ।

قُرْآنٌ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ أَكْثَرٌ  
عَلَيْكُمْ شَهُودٌ إِذْ تَفْيِضُونَ فِيهِ وَمَا  
يَعْزِبُ عَنْ رِبِّكَ مِنْ مُشْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي  
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرَ مِنْ  
ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ ﴿৫﴾

آلَّا إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿৬﴾

أَلَّا يَئِمُّوا وَكَانُوا يَتَقَوَّنَ ﴿৭﴾  
لَهُمُ الْبَشْرِيٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  
الْآخِرَةِ لَا تَبْيَنُ يَلِ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ذَلِكَ  
هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿৮﴾

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِهِ  
جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿৯﴾

أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ وَمَا يَتَبَعُ الَّذِينَ يَلِ عَوْنَ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ شَرِكَاءٌ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ  
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿১০﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَّا لِتَسْكُنُوا  
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي  
لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿১১﴾

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سَبِّحْنَاهُ  
هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ بِهِنَا  
أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿১২﴾

৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা আল্লাহর তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনোই সফলকাম হবে না ।

قُلْ إِنَّ الَّذِيْ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ  
مَتَّعَ فِي الدِّنِ اتَّمَّ ابْنَاهُمْ مِّنْ يَقْهَمِ  
الْعَذَابَ الشَّيْدَ بِمَا كَانُوا يَكْفَرُوْنَ ⑥

৭০. (এ হচ্ছে) পার্থিব (জীবনের) মাল সামানা, এরপর আমার কাছেই তাদের ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি তাদের কুফরী করার জন্যে কঠোর আয়াবের স্বাদ গ্রহণ করাবো ।

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ مَّا إِذْ قَالَ  
لِقَوْمِهِ يَقُولُ مَنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ  
مَّقَامِيْ وَتَذَكِّرِيْ بِأَيْتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ  
تَوَكِّلْ فَاجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشَرِكَاءَكُمْ  
لَمْ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ  
اقْضُوا إِلَيْهِمْ وَلَا تُنْظِرُوْنَ ⑦

৭১. (হে নবী,) ওদের কাছে তুমি নুহের কথা বলো, যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, যদি তোমাদের কাছে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ (প্রদান) খুব দুঃসহ মনে হয়, (তবে শুনে রাখো), আমি শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করি, অতপর তোমরা যাদের আমার সাথে শরীক বানাচ্ছো, তাদের একত্রিত করে (আমার বিরুদ্ধে তোমাদের) পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নাও, যেন সে পরিকল্পনা (-এর কোনো বিষয় তোমাদের দৃষ্টির) আড়ালে না থাকে, অতপর আমার সাথে (তোমাদের যা করার) তা করে ফেলো এবং আমাকে কোনো অবকাশও তোমরা দিয়ো না ।

فَإِنْ تَوَلَّتُمْ فَمَا سَالْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ  
أَجْرِيَ إِلَّا لِلَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ  
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑧

৭২. (হাঁ,) যদি তোমরা (আমার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো), আমি তো তোমাদের কাছ থেকে (এ জন্যে) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি; আমার পারিশ্রমিক- তো আল্লাহর তায়ালার কাছেই, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন তাঁর অনুগত বানাদের দলভুক্ত হয়ে যাই ।

فَإِنْ تَوَلَّتُمْ فَمَا سَالْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ  
أَجْرِيَ إِلَّا لِلَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ  
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑨

৭৩. অতপর লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তখন আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহী) ছিলো, তাদের (তুফান থেকে) উদ্ধার করলাম, আমি তাদের (পূর্ববর্তী লোকদের) প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছি, যারা আমার নির্দর্শনসমূহ অঙ্গীকার করেছে, তাদের আমি (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি, অতপর (হে নবী), তুমি (চেয়ে) দেখো, তাদের কী ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে- যাদের (আল্লাহর আয়াবের) ভয় দেখানো হয়েছিলো ।

فَكَلَّ بُوْهَ فَنْجِينَهِ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكِ  
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ  
كَلَّ بُوْهَا بِأَيْتَنَا فَأَنْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُنْذِرِيْنَ ⑩

৭৪. আমি তার পর অনেক রসূলকে তাদের (নিজ নিজ) জাতির কাছে পাঠিয়েছি, তারা সুস্পষ্ট প্রামাণসমূহ নিয়ে তাদের কাছে এসেছে, কিন্তু এমনটি হয়নি যে, (আগের) লোকেরা ইতিপূর্বে যা অঙ্গীকার করেছিলো তার ওপর এরা ঈমান আনবে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই ।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ  
فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا  
بِمَا كَلَّ بُوْهَا مِنْ قَبْلِهِ كَلَّ لِكَ  
نَطَبُعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعَتَلِيْنَ ⑪

৭৫. তাদের পরে আমি আমার সুস্পষ্ট নির্দর্শনসমূহ নিয়ে মূসা ও হারুনকে ফেরাউন এবং তার

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ ⑫

পারিষদবর্গের কাছে পাঠালাম, কিন্তু তারা সবাই অহংকার করলো, (আসলে) তারা ছিলো বড়েই না-ফরমান জাতি।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةِ بَأْيَتَنَا فَاسْتَكْبَرُوا  
وَكَانُوا قَوْمًا مَجْرِيَّهُنَّا

৭৬. আমার পক্ষ থেকে সত্য যখন তাদের কাছে এলো, তখন ওরা বললো, নিশ্চয়ই এ হচ্ছে সুস্পষ্ট যাদু!

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ  
هَذَا هُنَّا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ

৭৭. মূসা বললো, তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এসব (বাজে) কথা বলছো, যখন তা তোমাদের কাছে (প্রমাণসহ) এসে গেছে! (তোমার কি মনে হয় যে), এটা আসলেই যাদু? আর যাদুকররা তো কখনোই সফলকাম হয় না।

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ  
أَسْحَرْ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ

৭৮. তারা বললো, তোমরা কি এ উদ্দেশেই আমাদের কাছে এসেছো যে, যা কিছুর ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তা থেকে তোমরা আমাদের বিচ্ছত করে দেবে এবং (এ) ভূখণ্ডে তোমাদের দু' (ভাই)-য়ের প্রতিপত্তি (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে? (কিন্তু); আমরা তো তোমাদের দু'জনের ওপর কখনো ঈমান আনবো না।

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ  
أَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكُبْرَىٰ فِي  
الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

৭৯. (এবার) ফেরাউন (নিজের দলবলকে) বললো, তোমরা আমার কাছে (রাজ্যের) সব সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে এসো।

وَقَالَ فِرْعَوْنَ أَتُوتُنِي بِكُلِّ سِحْرٍ عَلَيْهِ

৮০. অতপর যাদুকররা যখন এলো, তখন মূসা তাদের বললো, তোমাদের যা নিষ্কেপ করার তা তোমরা নিষ্কেপ করো।

فَلَمَّا جَاءَ السَّاحِرُونَ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ  
الْقَوْمَ مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ

৮১. তারা যখন (তাদের যাদুর বাণ) নিষ্কেপ করলো, তখন মূসা বললো, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (তো আসলেই) যাদু; (দেখবে) আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা ব্যর্থ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা কখনো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকর্ম শুধরে দেন না।

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جَئْتُمْ بِهِ  
السَّاحِرُونَ أَنَّ اللَّهَ سَيَبْطَلُهُ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِلِينَ

৮২. আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদি ও না-ফরমান মানুষরা একে খুবই অঙ্গীতিকর মনে করে।

وَيَعْلَمُ اللَّهُ أَلْقَى الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهُ الْمُجْرِمُونَ

৮৩. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের লোকেরা-তাদের বিপদে ফেলবে এই ভয়ে মূসার ওপর তার জাতির কতিপয় কিশোর (যুবক) ছাড়া অন্য কোনো লোক ঈমান আনেনি, (অবশ্যই) ফেরাউন ছিলো যামিনের ওপর একজন অহংকারী (বাদশাহ) এবং নিসদেহে সে ছিলো সীমালংঘনকারীদের একজন।

فَمَا أَمْنَ لِمُوسَىٰ الْأَذْرِيَّةِ مِنْ قَوْمِهِ  
عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةِ أَنَّ  
يَفْتَنُهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ  
وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

৮৪. মূসা বললো, হে আমার জাতি, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করো, যদি (সত্য) সত্য) তোমরা মুসলমান হও।

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُولُ أَنَّ كَنْتُمْ أَمْنِتُمْ بِاللهِ  
فَعَلَيْهِ تَوَكِّلُوا إِنَّ كَنْتُمْ مُسْلِمِينَ

৮৫. অতপর তারা বললো (হাঁ), আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছি, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের যালেম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকারে পরিগত করো না।

فَقَالُوا إِلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑥

৮৬. তোমার একান্ত রহমত দ্বারা তুমি আমাদের কাফের সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দাও।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفَرِيْنَ ⑦

৮৭. আমি মূসা ও তার ভাই (হারুন)-এর কাছে (এই মর্মে) ওহি পাঠ্টালাম যে, তোমরা তোমাদের জাতির (লোকদের) জন্যে মিসরেই ঘরবাড়ি বানাও এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলা (-মুখী করে) বানাও, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং ঈমানদারদের (জাগ্ঞাতের) সুসংবাদ দাও।

وَأَوْهَيْنَا إِلَى مُوسَى وَآخِيْهِ أَنْ تَبْوَأْ لِقَوْمَكَمَا يَمْصِرُ بَيْوَتًا وَاجْعَلُوهَا بَيْوَتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑧

৮৮. মূসা বললো, হে আমাদের রব, নিসদেহে তুমি ফেরাউন ও তার (মন্ত্রী) পরিষদকে দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য (-মণ্ডিত উপকরণ) এবং ধন-সম্পদ দান করে রেখেছো, হে আমাদের রব (এটা কি এ জন্যে,) তারা (এ দিয়ে মানুষদের) তোমার পথ থেকে গোমরাহ করে দেবে? হে আমাদের রব, তাদের (সমুদয়) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দাও, তাদের অন্তরসমূহকে (আরো) শক্ত করে দাও, (আসলে) একটা কঠিন আয়ার না দেখলে তারা ঈমান আনবে না।

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضْلِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدِلْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَيُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑨

৮৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হাঁ) তোমাদের উভয়ের দোয়াই কবুল করা হয়েছে, অতএব তোমরা (দ্বীনের ওপর) সুড় থাকো, তোমরা দু'জন কখনো সেসব লোকের অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না।

قَالَ قَلْ أَجِيبَتْ دُعَوْتُكَمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعِنَ سَبِيلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ⑩

৯০. অতপর, আমি বনী ইসরাইলদের সাগর পার করিয়ে দিলাম, এরপর ফেরাউন এবং তার সৈন্য-সামন্ত বিদ্যেগরায়ণতা ও সীমালংঘন করতে করতে তাদের পিছু নিলো; এমনকি যখন সাগরের অঠে ঢেউ তাকে ডুবিয়ে দিতে লাগলো, (তখন) সে বললো, আমি বিশ্বাস করি, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মারুদ নেই, যার ওপর বনী ইসরাইলের লোকেরা ঈমান এনেছে- আমিও (তাঁর) অনুগতদের একজন।

وَجَزَّنَا بَنَيْ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعُمْ فِرْعَوْنَ وَجْنُودَهُ بِغَيْرِهِ وَعَلَوْا هَتَّىٰ إِذَا آدَرَكَهُ الْفَرْقُ قَالَ أَمْنَتْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمْنَتْ بِهِ بَنَوَا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑪

৯১. (আমি বললাম,) হাঁ এখন তুমি (ঈমান আনছো)? অথচ (একটু) আগেই তুমি না-ফরমানী করছিলে এবং (যমীনে) তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম।

إِلَئِنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ⑫

৯২. আজ আমি অবশ্যই তোমাকে- তোমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখবো, যাতে করে তুমি- (তোমার এ দেহ) পরবর্তী (প্রজন্মের লোকদের) জন্যে একটা নির্দেশন হয়ে থাকতে পারো; অবশ্য অধিকাংশ মানুষই আমার নির্দেশনসমূহ থেকে উদাসীন।

فَالْيَوْمَ نَنْحِيْكَ بِيَنْ نَكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ أَيَّةً وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ أَيْتَنَا لَغْفِلُونَ ⑬

৯৩. (এরপর) আমি বনী ইসরাইলের লোকদের উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করালাম এবং তাদের জন্যে উত্তম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করলাম, অতপর তারা নানা মতবিরোধ শুরু করে দিলো, এমনকি (জীবনের সঠিক) জ্ঞান তাদের কাছে এসে পৌছার পরও (তারা মতবিরোধ থেকে ফিরে এলো না); অবশ্যই তোমার রব কেয়ামতের দিন তাদের সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন- যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো ।

وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّصِلِقٍ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِّبِّيبِتِ فَمَا اخْتَلَفُوا  
هَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنْ رَبَّكَ يَقْضِي  
بَيْنَهُمْ يَوْمًا الْقِيَمَةُ فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
يَخْتَلِفُونَ ④০

৯৪. (হে নবী, তুমি তাদের বলো) আমি তোমার ওপর যে কিতাব নাখিল করেছি, তাতে যদি তোমার (মনে) কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে সেসব লোকের কাছে জিজেস করো, যারা তোমার আগে (তাদের ওপর নাখিল করা) কিতাব পড়ছে, তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে সত্য এসেছে, তাই তুমি কখনো সন্দেহবাদীদের (দলে) শামিল হয়ো না,

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَئُونَ الْكِتَبَ مِنْ  
قَبْلِكَ هُنَّ لَقَلْ جَاءُكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ  
فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ④১

৯৫. আর তুমি তাদের দলেও শামিল হয়ো না যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (নতুনা) তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَلَا تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَنَبُوا بِأَيْتٍ  
اللَّهُ فَتَكُونَ مِنَ الْخَسِيرِينَ ④২

৯৬. (হে নবী,) অবশ্যই তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের কথা (সত্য) প্রমাণিত হয়ে গেছে, তারা কখনো দ্বিমান আনবে না ।

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ  
لَا يُؤْمِنُونَ ④৩

৯৭. তাদের কাছে (আল্লাহর) প্রত্যেকটি নির্দশন এসে পৌছেলো (তারা দ্বিমান আনবে) না, যতোক্ষণ না তারা কঠিন আয়াব দেখতে পাবে ।

وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ أَيَّةٍ هَتَّى يَرُوا  
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ④৪

৯৮. ইউনুস (নবীর) জাতি ব্যতীত অন্য (কোনো) জনপদ এমন ছিলো না, যে তারা (আয়াব দেখে) দ্বিমান এনেছে এবং তার দ্বিমান তার কোনো উপকার করতে পেরেছে; তারা যখন দ্বিমান আনলো, তখন আমি তাদের কাছ থেকে তাদের এ পার্থিব জীবনের অপমানকর আয়াব সরিয়ে নিলাম এবং তাদের আমি এক (বিশেষ) সময় পর্যন্ত জীবনের উপকরণ দান করলাম ।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمْنَتْ فَنَفَعَهَا  
إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونَسَ لَمَّا أَمْنَوْا  
كَشْفَنَا عَنْهُمْ عَلَّابَ الْحَرَزِيِّ فِي الْحَيَاةِ  
الْدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ④৫

৯৯. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে যমীনে যতো (জীব) আছে তারা সবাই দ্বিমান আনতো; (কিন্তু) তুমি কি মানুষদের জোর জবরদস্তি করবে যেন তারা সবাই মোমেন হয়ে যায়!

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ  
كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ  
هَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ④৬

১০০. কোনো মানুষেরই এ সাধ্য নেই, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে সে দ্বিমান আনবে; যারা (এটা) বুঝতে পারে না, তিনি তাদের ওপর (কুফুর ও শেরেকের) কল্প লাগিয়ে দেন ।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِأَذْنِ اللَّهِ  
وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ④৭

١٠١. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা দেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে কি কি জিনিস রয়েছে; কিন্তু যে জাতি ঈমানই আনে না তাদের জন্যে (আল্লাহর এসব) নির্দর্শন ও (পরকালের) সাবধানবাণী কোনোই উপকারে আসে না ।

قُلِ انْظُرُوا مَا ذَيْفَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ  
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾

১০২. তারা কি সে ধরনের কোনো দিনের অপেক্ষা করছে, যে ধরনের (অপমানকর) দিন তাদের আগের লোকদের ওপর এসেছিলো; (হাঁ) তুমি বলো, তোমরা (সেদিনের) অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো ।

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامَ اللَّهِينَ  
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي  
مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٣﴾

১০৩. অতপর (আয়ার এলে) আমি আমার রসূলদের এবং যারা ঈমান আনে (তাদের সে আয়ার থেকে) বাঁচিয়ে দেই, আমার ওপর কর্তব্য যে, আমি মোমেনদের উদ্ধার করি ।

ثُمَّرَنَجِي رَسُلَنَا وَاللَّذِينَ أَمْنَوْا  
كَلِّ لَكَ هَقَّا عَلَيْنَا نَجْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾

১০৪. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষরা, তোমরা যদি আমার দ্বীনে কোনো সন্দেহ করো (তাহলে শুনে রাখো), আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যাদের তোমরা এবাদাত করো, আমি তাদের এবাদাত করি না, আমি তো বরং আল্লাহ তায়ালারই এবাদাত করি, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন মোমেনদেরই অন্তর্ভুক্ত হই ।

قُلْ يَا يَاهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ  
دِيْنِي فَلَا عَبْدُ اللَّهِ يَنْتَهِيْ  
إِلَهٌ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ  
وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾

১০৫. (আমাকে আরো বলা হয়েছে,) তুমি (আল্লাহর) দ্বীনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কখনো তুমি মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না ।

وَأَنْ أَقْرُرْ وَجْهَكَ لِلَّهِ يَنْ حَنِيفًا وَلَا  
تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

১০৬. তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো কল্যাণ (যেমন) করতে পারে না, (তেমনি) তোমার কোনো অকল্যাণও করতে পারে না। যদি তুমি অন্যথা করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে ।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا  
يُضِرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ  
الظَّلَمِيْنَ ﴿٧﴾

১০৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউই নেই তা দূর্বৃত্ত করার, (আবার) তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ চান তাহলে তাঁর সে কল্যাণ রদ করারও কেউ নেই; তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান তাকেই তা প্রদান করেন; তিনি বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ।

وَأَنْ يَسْسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشَفَ لَهُ  
إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَرْدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٍ  
لَفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ  
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

১০৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সত্য (ধীন) এসেছে; অতএব যে ব্যক্তি হৃদয়াতের পথ অবলম্বন করবে

قُلْ يَا يَاهَا النَّاسُ قُلْ جَاءَكُمْ  
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى  
فَمَنْ اهْتَدَى ﴿٩﴾

সে তো তার নিজের ভালোর জন্যেই হেদায়াতের পথে চলবে, আর যে গোমরাহ থেকে যাবে সে তো গোমরাহীর ওপর চলার কারণেই গোমরাহ হয়ে যাবে, আমি কিন্তু তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।

১০৯. (হে নবী,) তোমার ওপর যে হেদায়াত নাখিল করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্য ধারণ করো, যে পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা (হেদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে) কোনো ফয়সালা না করেন, (কেননা) তিনিই হচ্ছেন উন্নত ফয়সালাকারী।

فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَنَّهُ  
يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿৩﴾

وَاتَّبِعْ مَا يَوحِي إِلَيْكَ وَاصْبِرْ هَتَّى  
يَحْكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿৪﴾



আয়াত ১২৩

রংকু ১০

সূরা হৃদ

মকায় অবতীর্ণ

১. আলিফ-লাম-রা। এ (কোরআন হচ্ছে এমন এক) কিতাব, যার আয়াতসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, অতপর (এর বর্ণনাসমূহও) বিশদভাবে বলে দেয়া হয়েছে, (এ কিতাব এসেছে) প্রজাময় সর্বজ্ঞ সন্তার কাছ থেকে।

الرَّقْ تَكْبِيْرُ أَحْكَمَتْ أَيْتَهُ تَرْفِصِلَتْ  
مِنْ لَدْنَ حَكِيمٌ حَمِيرٌ ﴿৫﴾

২. (এর বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলামী করবে না, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে তাঁর কাছ থেকে (আয়াবের) ভয় প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদদানকারী।

أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي لِكُمْ مِنْهُ  
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿৬﴾

৩. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তোমরা যেন তোমাদের মালিকের (দরবারে গুনাহখাতার জন্যে) ক্ষমা চাইতে পারো, অতপর তাঁর কাছে তাওবা করতে পারো, তিনি তোমাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত উন্নত (জীবন) সামগ্রী দান করবেন এবং তিনি প্রতিটি মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার মর্যাদা অনুযায়ী (পাওনা আদায় করে) দেবেন; আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের ওপর একটি কঠিন দিনের আয়াবের ভয় করছি।

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ تُمْرِثُوا إِلَيْهِ  
يَمْتَعَكُمْ مَتَّعًا حَسَنًا إِلَى آجَلٍ مُسْمَى  
وَيُؤْتِيْ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ  
تَوَلُّوْا فَإِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ  
يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿৭﴾

৪. (এ জীবনের শেষে) আল্লাহ তায়ালার কাছেই হচ্ছে তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা, তিনি সর্ব-বিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿৮﴾

৫. সাবধান, এরা নিজেদের অন্তরসমূহকে ঢেকে রাখে, যেন আল্লাহর কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে পারে; জেনে রেখো, যখন তারা কোনো কাপড় দিয়ে (নিজেদের) ঢেকে দেয়, তখন তিনি অবশ্যই জানেন তারা (তার ভেতরে) কোন বিষয় লুকিয়ে রাখছে, আর কোন বিষয় তারা প্রকাশ করছে, অবশ্যই তিনি মনের ভেতরের সব কথা জানেন।

أَلَا إِنَّمَا يَشْنَوْنَ صَلَوَاتِهِ لِيَسْتَخْفِوْ  
مِنْهُ أَلَا هِيَنَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ  
يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ  
عَلَيْهِ بِئْلَاتِ الصَّدْرِ ﴿৯﴾

৬. যমীনের ওপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, যার রেয়েক (পৌছানোর দায়িত্ব) আল্লাহর ওপর নয়, তিনি (যেমন) তার আবাস সম্পর্কে অবহিত, (তেমনি তার মৃত্যুর পর) তাকে যেখানে সোপার্দ করা হবে তাও (তিনি জানেন); এসব (বিবরণ) একটি সুম্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) আছে।

وَمَا مِنْ دَّابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ  
رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَمَسْتَوَدَعَهَا  
كُلُّ فِي كِتْبٍ مِّبْيَنٍ ④

৭. আর তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি ছয় দিনের মধ্যে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, (সে সময়) তাঁর ‘আরশ’ ছিলো পানির ওপর, (এটা এ জন্যে), যেন তিনি এটা যাচাই করে নিতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে কাজে কর্মে উত্তম; (হে নবী,) যদি তুমি (এদের) বলো, মৃত্যুর পর তোমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে, তাহলে যেসব মানুষ কুফুরী অবলম্বন করেছে তারা সাথে সাথেই বলবে, এ তো সুম্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ  
لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحَسْنُ عَمَلاً وَلَئِنْ  
قُلْتَ إِنْكُمْ مَعْبُوثُونَ فَمِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ  
لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا  
سِحْرٌ مِّبْيَنٌ ④

৮. আমি যদি নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের জন্যে কোনো উন্নত থেকে আঘাত সরিয়ে রাখি, তাহলে (তামাশাছলেই) ওরা বলবে, কোন্ জিনিস এখন একে আটকে রেখেছে; সাবধান! যেদিন এ (আঘাত) তাদের কাছে আসবে, সেদিন একে তাদের কাছ থেকে সরাবার কেউই থাকবে না, যে (আঘাত) নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রূপ করছিলো, তা তাদের পরিবেষ্টন করেই ফেলবে।

وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أَمَةٍ  
مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ  
يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَهَاقَ  
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑥

৯. আমি যদি মানুষকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই এবং পরে যদি তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَ رَحْمَةِ نَّحْرٍ  
نَّزَّعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لِيَئُوسَ كَفُورٍ ⑦

১০. (আবার) কোনো দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পৰ্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের স্বাদ ভোগ করাই, তখন সে অবশ্যই বলতে শুরু করবে (হ্যাঁ, এবার) আমার সব বিপদ-মিসিবত কেটে গেছে, (আসলে) সে (যেমন অঙ্গতে) উৎকুল্পন (হয়, তেমনি সহজে) অহংকারীও (হয়ে যায়),

وَلَئِنْ آذَقْنَاهُ نَعِيَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْدِفِهِ  
لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ  
لَفِرْ حَفْخُورٌ ⑧

১১. কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, (তাদের কথা আলাদা) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরক্ষার রয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ  
أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑨

১২. (হে নবী, কাফেররা মনে করে,) তোমার কাছে যা কিছু ওহী নায়িল হয় সম্ভবত তার কিয়দংশ তুমি ছেড়ে দাও এবং এ কারণে তোমার মনোক্ষণ হবে- যখন তারা বলে বসবে,

فَلَعْلَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ  
وَضَائِقٌ بِهِ مَدْرُكٌ أَنْ يَقُولُوا

لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَذِبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ  
كَেন, কিংবা তার সাথে (নবুওতের স্বাক্ষী হয়ে) কোনো  
ফেরেশতা এলো না কেন? আসলে তুমি হচ্ছে (আয়াবের) ই  
ভয় প্রদর্শনকারী (একজন রসূল মাত্র); যাবতীয় কাজকর্মের  
কর্মবিধায়ক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

৫৫  
وَكَيْلٌ

۱۳. অথবা এরা কি বলে, (মোহাম্মদ নামের) সে  
(ব্যক্তি) তা নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে  
নবী,) তুমি বলো, তোমরা (যদি তাই মনে করো)  
তাহলে (তোমরাও রচনা করে) নিয়ে এসো এর  
অনুরূপ দশটি সূরা এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য  
যাদের তোমরা সাহায্যের জন্যে ডাকতে পারো তাদের  
ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

صَلِّ قَيْمَنَ ۝

۱۴. আর যদি তারা তোমাদের (কথায়) সাড়া না  
দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এটা আল্লাহর জ্ঞান (ও  
কুদরত) দ্বারাই নাযিল করা হয়েছে, তিনি ব্যতীত  
আর কোনো মারুদ নেই, (বলো) তোমরা কি (তার  
প্রতি) আত্মসমর্পণকারী নও?

فَالْمَرْيِسْتَجِيبُوا لِكُمْ فَاعْلَمُوا أَنِّي  
أُنْزَلَ بِعِلْمٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهُلْ  
أَنْتُرْ مُسِلِّمُونَ ۝

۱۵. যদি কোনো ব্যক্তি এ পার্থিব জীবন ও তার  
প্রাচুর্য ভোগ করতে চায়, তাহলে আমি তাদের  
সবাইকে তাদের কর্মসমূহ এখানেই আদায় করে দেই  
এবং সেখানে তাদের (পাওনা মোটেই) কম করা  
হবে না।

مِنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا  
نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا  
لَا يَبْخَسُونَ ۝

۱۶. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে  
পরকালে (জাহান্নামের) আগুন ছাড়া আর কিছুই  
থাকবে না, যা কিছু তারা বানিয়েছে সেখানে তা সব  
বাতিল হয়ে যাবে, যা কিছু তারা করে এসেছে তাও  
হবে নিরর্থক।

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطَّ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۱۷. অতপর যে ব্যক্তি তার মালিকের পক্ষ থেকে  
নাযিল করা সুস্পষ্ট (কোরআনের) প্রমাণের ওপর  
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা সে নিজেও তেলাওয়াত  
করে, (যার ওপর স্বয়ং) তাঁর পক্ষ থেকে সে  
(মোহাম্মদ) সাক্ষী (হিসেবে মজুদ) রয়েছে, (আরো  
রয়েছে) তার পূর্ববর্তী মুসার কিতাব, (যা ছিলো)  
পথপ্রদর্শক ও রহমত; এরা এর ওপর ঈমান আনে;  
(মানব) দলের মধ্যে অতপর যে একে অঙ্গীকার  
করবে তার প্রতিশ্রূত স্থান হচ্ছে (জাহান্নামের)  
আগুন, সুতরাং তুমি সে ব্যাপারে কোনো রকম  
সন্দিক্ষ হয়ো না, এ সত্য হচ্ছে তোমার মালিকের পক্ষ  
থেকে (নাযিল করা), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান  
আনে না।

أَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رِبِّهِ وَيَتَلَوُ  
شَاهِدٌ مِنْهُ وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَبَ مُوسَى  
إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ  
وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ  
مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَأْكُفْ فِي مَرِيَةٍ مِنْهُ ۖ إِنَّهُ  
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يُؤْمِنُونَ ۝

১৮. আল্লাহ তায়ালার ওপর যে মিথ্যা আরোপ করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এ লোকদের যখন কেয়ামতের দিন তাদের মালিকের সামনে হাফির করা হবে এবং তাদের (বিপক্ষীয়) সাক্ষীরা যখন বলবে (হে আমাদের রব), এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করেছিলো, জেনে রেখো, যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত,

وَمِنْ أَظْلَمُ مِنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  
أُولَئِكَ يَعْرِضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ  
الاَشْهَادُ هُؤْلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ  
آلَ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾

১৯. যারা (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং (তাঁর পথে) সেখানে দোষক্রটি খুঁজে বেড়ায় - তারা হচ্ছে সেসব লোক যারা শেষ বিচারের দিনকে অঙ্গীকার করে।

الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَبْغُونَهَا عَوْجَاهَا وَهُنَّ بِالْآخِرَةِ هُرْ  
كُفَّارُونَ ﴿٣٧﴾

২০. এরা যামীনের বুকে (আল্লাহ তায়ালাকে) কখনো ব্যর্থ করে দিতে পারেনি, না আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের (সেখানে) কোনো অভিভাবক ছিলো। এদের জন্যে আ্যাব দিগ্ন করে দেয়া হবে; এরা কখনো (দ্বীন-ইমানের কথা) শুনতে সক্ষম হতো না, না এরা (সত্য দ্বীন) দেখতে পেতো!

أُولَئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِزِينَ فِي  
الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
أُولَيَاءِ مِنْ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ  
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا  
يَبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾

২১. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা নিজেদের দারুণ ক্ষতি সাধন করলো, (দুনিয়ায়) যতো মিথ্যা তারা রচনা করেছিলো, (আখেরাতে) তা সবাই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَفِلَ  
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٩﴾

২২. অবশ্যই আখেরাতে এরা হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ।

لَا جَرَأْ أَنْهُرُ فِي الْآخِرَةِ هُرْ الْآخِرُونَ ﴿٤٠﴾

২৩. (পক্ষান্তরে) যারা (আল্লাহর ওপর) দীমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, (উপরন্তু) যারা নিজেদের মালিকের প্রতি সদা বিনয়াবন্ত থেকেছে, তারাই হচ্ছে জালাতের বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَ  
وَأَخْبَتوْا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ هُرْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٤١﴾

২৪. (জাহানামী আর জাহানাতী এ) দুটো দলের উদাহরণ হচ্ছে - যেমন (একদল) অক্ষ ও বধির, (আরেক দল) চক্ষুঘান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন; এ দুটো দল কি সমান? তোমরা কি (খেনো) শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى  
وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هُلْ يَسْتَوِيْنِ مَثَلًا  
أَفَلَأَتَلَّ كَرْوَنَ ﴿٤٢﴾

২৫. আমি অবশ্যই নৃহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি, (সে তাদের বললো), আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সর্তরকারী,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي  
لَكَمْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿٤٣﴾

২৬. (আমার দাওয়াত হচ্ছে,) যেন তোমার আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত না করো, আমি তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আয়াবের ভয় করছি।

أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ أَنِّي أَخَافُ  
عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الْيَسِيرِ ⑥

২৭. অতপর তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা— যারা কুফরী করছিলো, বললো, আমরা তোমার মধ্যে এর বাইরে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে, তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ, আমরা এও দেখতে পাচ্ছি না, আমাদের মধ্যেকার কিছু নিমিস্তরের লোক ছাড়া কেউ তোমার অনুসরণ করছে এবং তারাও তা করছে (মনে হয়) শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়ে, (আসলে) আমরা আমাদের ওপর তোমাদের তো (আলাদা) কোনো মর্যাদাই দেখতে পাচ্ছি না, বরং আমরা মনে করি তোমরা মিথ্যাবাদী।

فَقَالَ الْمَلَائِكَةِ يَنْ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  
مَانَرِبَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرِبَكَ  
اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُلَنَا بَادِيَ  
الرَّأْيِ وَمَانَرِبِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ  
بَلْ نَظَنْكُمْ كُلِّ بَيْنَ ⑦

২৮. সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের (পাঠানো) একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর (নবুওতের) বিশেষ রহমত দিয়ে (ধন্য করে) থাকেন, যা তোমাদের দৃষ্টির বাইরে রাখা হয়েছে, তাহলে সে (বিষয়টার) ব্যাপারে আমি কি তোমাদের বাধ্য করতে পারি, এবং তোমরা তাকে অপছন্দ করতে থাকবে।

قَالَ يَقُولُ أَرَءَيْتُمْ أَنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ  
مِنْ رَبِّي وَأَتَسْنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ  
فَعَيْتَ عَلَيْكُمْ أَنْلِزِ مَكْوَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا  
كَرِهُونَ ⑧

২৯. হে আমার জাতি, আমি তো এ জন্যে তোমাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ-সম্পদ চাই না, আমার বিনিময় তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে এবং যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, (গরীব হওয়ার কারণে) তাদের তাড়িয়ে দেয়ার (মানুষ) আমি নই; তারা অবশ্যই তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাত করবে, বরং আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমরা হচ্ছে এক (নিরেট) অজ্ঞ সম্পদায়।

وَيَقُولُ لَا أَسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ  
إِلَّا لِلَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ أَمْنَوْا  
إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَلَكُنِي أَرِيكُمْ قَوْمًا  
تَجْهَلُونَ ⑨

৩০. হে আমার জাতি, আমি যদি (তোমাদের কথায়) তাদের তাড়িয়ে দেই, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (-র শাস্তি) থেকে আমাকে কে বাঁচাবে; তোমরা কি অনুধাবন করতে পাচ্ছে না?

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرِنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ  
طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَلَّ كَرْوَنَ ⑩

৩১. আমি তোমাদের (কখনো) একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, না আমি গায়ব জানি, না আমি একজন ফেরেশতা, না আমি সেসব লোকের ব্যাপারে— যাদের তোমাদের দৃষ্টি হেয় করে দেখে— এটা বলতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না; তাদের মনে কি আছে তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন (এমন কিছু করলে) সত্য সত্যই আমি যালেমদের দলে শামিল হয়ে যাবো।

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا  
أَعْلَمُ الرَّغِيبَ وَلَا أَقُولُ أَنِّي مَلِكٌ  
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَدَّرِي أَعْيُنْكُمْ  
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خِيرًا أَلَمْ أَعْلَمْ بِمَا فِي  
أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الظَّلَمَيْنَ ⑪

৩২. লোকেরা বললো, হে নৃহ (এ বিষয়টা নিয়ে) তুমি আমাদের সাথে বাকবিতন্ত করছো এবং আমাদের সাথে বিতন্ত তুমি একটু বেশীই করেছো, (এখন) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে (আয়াবের) সে জিনিসটাই আমাদের জন্যে নিয়ে এসো, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছো ।

৩৩. সে বললো, তা তো আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের কাছে আনবেন যদি তিনি চান, আর তোমরা কখনো তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবে না ।

৩৪. (আসলে) তোমাদের জন্যে আমার (এ) শুভ কামনা কোনো কাজেই আসবে না, যদি আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের গোমরাহ করে দিতে চান; তাহলে আমি তোমাদের ভালো কামনা করলে (তাতেও কিছু হবে না, কারণ) তিনিই হচ্ছেন তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে;

৩৫. (হে নবী,) এরা কি বলছে, এ (গুষ্ঠ)-টা সে (ব্যক্তি নিজেই) রচনা করে নিয়েছে? তুমি বলো, যদি আমি তা রচনা করে থাকি তাহলে আমার অপরাধ (-এর দায়িত্ব) আমার ওপর, (তবে মিথ্যা বলে) যে অপরাধ তোমরা করছো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত ।

৩৬. নৃহের ওপর (এই মর্মে) ওহী পাঠানো হলো যে, তোমার জাতির লোকদের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউই (নতুন করে) ঈমান আনবে না, সুতরাং এরা যা কিছু করছে (হে নবী), তুমি তার জন্যে দুঃখ করো না,

৩৭. তুমি আমারই তত্ত্ববধানে (থেকে) আমারই ওহী (-এর নির্দেশ) অনুযায়ী একটি নৌকা বানাও এবং যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কিছু বলো না, নিশ্চয়ই তারা (মহাপ্লাবনে) নিমজ্জিত (হবে) ।

৩৮. (আল্লাহর নির্দেশে) সে নৌকা বানাতে থাকলো এবং যখনই তার জাতির নেতৃসন্নিয় লোকেরা তাঁর পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো, তখন তারা (নৌকা দেখে) তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতো; সে বললো, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো (তাহলে মনে রেখো), যেভাবে (আজ) তোমরা আমাদের নিয়ে হাসছো (একদিন) আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসবো;

৩৯. অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর (এমন) আয়াব আসবে যা তাকে (দুনিয়াতে) অপমানিত করবে এবং (পরকালে) স্থায়ী আয়াব কার ওপর আসবে ।

قَالُوا يَنْوَحُ قَنْ جَلَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ  
جَلَالَنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعِنْ نَا إِنْ كُنْتَ مِنْ  
الصَّلِيقِينَ ④

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا  
أَنْتُ بِمَعْجِزِيْنَ ④

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيْهِ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ  
لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيْكُمْ  
هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ④

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْهِ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتَ  
فَعَلَى إِجْرَاهِيْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا  
تُجْرِيْمُونَ ④

وَأَوْحَى إِلَى نُوحَ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ  
قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَنْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَغِسْ بِهِ  
كَانُوا يَغْلِبُونَ ④

وَاصْنَعْ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا  
تُخَاطِبِنِيْ فِي الَّذِيْنَ يَنْظَمُوا إِنْهُمْ  
مُفْرِقُونَ ④

وَيَصْنَعُ الْفَلَكَ تَوْكِلْتَهُ وَكَلِمَاتَهُ عَلَيْهِ  
مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرْرَوْا مِنْهُ قَالَ إِنْ  
تَسْخِرْرُوا مِنْنَا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنْكُمْ كَمَا  
تَسْخِرْرُونَ ④

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابَ  
يَخْزِيْهِ وَيَحْلِلُ عَلَيْهِ عَذَابَ مَقِيرِ ④

৪০. অবশ্যে (তাদের কাছে আয়ার সম্পর্কিত) আমার আদেশ এসে পৌছলো এবং চুলা (থেকে পানি) উঠলে ওঠলো, আমি (নহকে) বললাম, (সম্ভাব্য) প্রত্যেক জীবের (পুরুষ-স্ত্রীর) এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও, (সাথে) তোমার পরিবার-পরিজনদেরও (ওঠাও), তাকে বাদ দিয়ে যার ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত (যোগ্যত) হয়েছে এবং (তাদেরও ওঠিয়ে নাও) যারা ঈমান এনেছে; তার সাথে (আল্লাহর ওপর তখন) খুব কমসংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিলো।

৪১. সে (তাঁর সাথীদের) বললো, তোমার এতে উঠে পড়ো, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি (নির্ধারিত হবে); নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪২. অতপর সে (নৌকা) পাহাড়সম বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে তাদের বয়ে নিয়ে চলতে থাকলো। নহ তার ছেলেকে (নৌকায় আরোহণ করার জন্যে) ডাকলো- সে (আগে থেকেই) দূরবর্তী এক জায়গায় (দাঁড়িয়ে) ছিলো- হে আমার ছেলে, আমাদের সাথে (নৌকায়) ওঠো, (এই কঠিন দিনে) তুমি কাফেরদের দলভুক্ত হয়ো না।

৪৩. সে বললো, (পানি বেশী হলে) আমি কোনো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবো (এবং) তা-ই আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে; নহ বললো, (কিন্তু) আজ তো কেউই আল্লাহর (গবেষণের) হকুম থেকে (কাউকে) বাঁচাতে পারবে না, তবে যার ওপর তিনি দয়া করবেন তার কথা আলাদা, (এ সময়) হঠাৎ করে একটা (বিশাল) ঢেউ তাদের উভয়কে বিছিন্ন করে দিলো, (মুহূর্তের মধ্যেই) সে নিমজ্জিত লোকদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

৪৪. (অতপর) বলা হলো, হে যমীন, তুমি (এবার) তোমার পানি গিলে নাও, হে আসমান, তুমিও (পানি বর্ষণ থেকে) ক্ষান্ত হও, এক সময় পানি (-র প্রচ্ছতা) প্রশ্রমিত হলো এবং (আল্লাহর) কাজে সম্পন্ন হলো, (নূহের) নৌকা জুনী (পাহাড়)-এর ওপর গিয়ে স্থির হলো, (আল্লাহর ঘোষণা) ধ্বনিত হলো, (আজ) যালেম সম্পদায়ের লোকেরা (নিশেষিত হয়ে) বহুদূর চলে গেছে।

৪৫. নহ (ছেলেকে ডুবতে দেখে) তাঁর মালিককে ডেকে বললো, হে আমার রব, আমার ছেলে তো আমারই পরিবারের অস্তর্ভুক্ত এবং (তাদের উকারের ব্যাপারে) তোমার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর তুমই হচ্ছে সর্বোচ্চ বিচারক।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْورُ  
قُلْنَا أَهِمْلٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ  
وَأَهْلَكَ الْأَمَّ مِنْ سَبْقٍ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ  
أَمَّ وَمَا أَمَّ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ<sup>৪০</sup>

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِنَا<sup>٤١</sup>  
وَمَرْسِهَا إِنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>٤٢</sup>

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَانِبَالِ<sup>٤٣</sup>  
وَنَادَى نُوحٌ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ<sup>٤٤</sup>  
يَبْنِي ارْكَبَ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ<sup>٤٥</sup>  
الْكُفَّارِينَ<sup>٤٦</sup>

قَالَ سَأِوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمِنِي مِنَ<sup>٤٧</sup>  
الْمَاءِ<sup>٤٨</sup> قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ<sup>٤٩</sup>  
اللَّهِ<sup>٥٠</sup> إِلَّا مِنْ رَحْمَةِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ<sup>٥١</sup>  
فَكَانَ مِنَ الْمُغَرِّقِينَ<sup>٥٢</sup>

وَقَيْلٌ يَأْرُضُ أَبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأُ<sup>٥٣</sup>  
أَقْلِعِي وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقَضِيَ الْأَمْرُ<sup>٥٤</sup>  
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقَيْلٌ بُعْدًا<sup>٥٥</sup>  
لِلْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ<sup>٥٦</sup>

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنْ أَبْنَيَ<sup>٥٧</sup>  
مِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ<sup>٥٨</sup>  
أَحَكَرُ الْحَكَمِيْنَ<sup>٥٩</sup>

৪৬. আল্লাহ বললেন, হে নৃহ, কোনো অবস্থায়ই সে তোমার পরিবারের অস্তর্ভুক্ত নয়, সে এক অস্তর্কর্মপরায়ণ ব্যক্তি, অতএব তোমার যে বিষয়ের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমার কাছে তুমি কিছু চেয়ে না; আমি তোমাকে উপর্যুক্ত দিচ্ছি, তুমি যেন জাহেলদের দলে শামিল না হও।

৪৭. সে বললো, হে আমার রব, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই তোমার কাছে পানাহ চাই; তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং আমার ওপর দয়া না করো, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

৪৮. তাকে বলা হলো, হে নৃহ (বন্যার পানি নেমে গেছে), এবার তুমি (নৌকা থেকে) নেমে পড়ো, তোমার ওপর, তোমার সাথে যারা আছে তাদের ওপর আমার দেয়া সালাম ও বরকতের সাথে এবং (অন্য) সম্পদায়সমূহ! (হাঁ) আমি (আবার) তাদের জীবনের (যাবতীয়) উপকরণ প্রদান করবো, এরপর (নাফরমানী করলে) আমার কাছ থেকে মর্মান্তিক শাস্তি ও তাদের ভোগ করতে হবে।

৪৯. (হে নবী,) এগুলো হচ্ছে অজানা অদৃশ্য গায়বের কিছু খবর, যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, এর আগে না তুমি এগুলো জানতে, না তোমার জাতি এগুলো জানতো; অতএব, তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করো, অবশ্যই (ভালো) পরিণাম সব সময় আল্লাহভীরূ লোকদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকে)।

৫০. আ'দ জাতির কাছে এসেছিলো তাদেরই ভাই হুদ; সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মারুদ নেই; আসলে তোমরা তো (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) মিথ্যা রচনাকারী ছাড়া আর কিছুই নও।

৫১. হে (আমার) জাতি, (আল্লাহর দিকে ডেকে) আমি তার ওপর তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না; আমার (যাবতীয়) পাওনা তো তাঁর কাছেই, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তোমরা কি বুঝতে পারো না?

৫২. হে (আমার) জাতি, তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে গুনাহকাতা মাফ চাও, অতপর তোমরা তাঁর কাছে তাওয়া করো, তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন এবং তোমাদের (আরো) শক্তি যুগিয়ে তোমাদের (বর্তমান) শক্তি আরো বাড়িয়ে দেবেন, অতএব তোমরা অপরাধী হয়ে (তাঁর এবাদাত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

قَالَ يَنْوُحٌ أَنِّي لَيْسَ مِنْ أَهْلَكَ إِنَّهُ  
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئِلِي مَا لَيْسَ  
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُّكَ أَنْ تَكُونَ  
مِنَ الْجَاهِلِينَ <sup>(৪৬)</sup>

قَالَ رَبِّي إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئِلَكَ  
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَغْفِرِي  
وَتَرْحِمِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِيرِينَ <sup>(৪৭)</sup>

قِيلَ يَنْوُحٌ اهْبِطْ بِسَلِّيْ مِنَا وَبِرَكْتِ  
عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْرِيْ مِنْ مَعْكَ وَأَمْرِ  
سَنْتِعْهُمْ ثُمَّ يَمْسِهُمْ مِنَّا عَذَابَ  
الْيَمِيرِ <sup>(৪৮)</sup>

تَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ  
مَا كُنْتَ تَعْلَمَهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ  
هَلْ أَفَاصِبُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقْيِنِ <sup>(৪৯)</sup>

وَإِلَى عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُولُ  
أَعْبُدُ وَإِلَهِيْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ إِنَّ  
أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ <sup>(৫০)</sup>

يَقُولُ لَا أَسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ  
إِلَّا عَلَى النِّلِّيْ فَطَرَنِيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ <sup>(৫১)</sup>

وَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تَوبُوا إِلَيْ  
يَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَأْأَ وَيَزِدْكُمْ  
قَوْةً إِلَى قُوتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ <sup>(৫২)</sup>

৫৩. তারা বললো, হে হৃদ, তুমি তো আমাদের কাছে  
(ধরা-ছায়ার মতো) কোনো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ  
নিয়ে আসোনি, শুধু তোমার (মুখের) কথায় আমরা  
(কিন্তু) আমাদের দেবতাদের ছেড়ে দেয়ার (লোক)  
নই, (এমনটিও মনে করো না,) আমরা তোমার  
ওপর দীমান এনে ফেলবো!

৫৪. আমরা তো (বরং) বলি, আমাদের কোনো  
দেবতা অশুভ কিছু দ্বারা তোমাকে আবিষ্ট করে  
ফেলেছে; (এ উন্ন্যটি কথা শুনে) সে বললো, আমি  
আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেকো,  
তোমরা যে (আল্লাহর সাথে) শেরেক করছো, আমি  
তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত,

৫৫. (যাও,) তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বিরুদ্ধে  
যতো রকম ঘড়্যন্ত্র (করতে চাও) করো, অতপর  
আমাকে কোনো রকম (প্রস্তুতির) অবকাশও দিয়ো  
না।

৫৬. আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা  
করি, (যিনি) আমার রব, তোমাদেরও রব; বিচরণশীল  
এমন কোনো প্রাণী নেই যার নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতের  
মুঠোয় নেই; অবশ্যই আমার রব সঠিক পথের ওপর  
রয়েছেন।

৫৭. (এ সত্ত্বেও) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও  
তাহলে (জেনে রেখো), আমি যে (বাণী) তোমাদের  
কাছে পৌছে দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলাম, তা  
আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি; (তোমরা  
তা না মানলে অচিরেই) আমার রব অন্য কোনো  
জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা  
তাঁর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; অবশ্যই  
আমার রব প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর একক রক্ষক।

৫৮. অতপর যখন আমার (আয়াবের) হৃকুমটি এলো,  
তখন আমি হৃদকে এবং তার সাথে যতো দীমানদার  
ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আয়াব থেকে)  
বাঁচিয়ে দিয়েছি, (সত্যি সত্যিই) আমি তাদের এক  
কঠিন আয়াব থেকে রক্ষা করেছি।

৫৯. এ হচ্ছে আদ জাতি (ও তাদের ঘটনা), তারা  
তাদের মালিকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো,  
তারা তাঁর (পাঠানো) রসূলদের নাফরমানী করেছিলো,  
(সর্বোপরি) তারা প্রত্যেক উদ্দত স্বৈরাচারীর নির্দেশ  
মেনে নিয়েছিলো।

৬০. (পরিশেষে) এ দুনিয়ায় (আল্লাহর) অভিশাপ তাদের পিছু  
নিলো, ক্যেমতের দিনও (এ অভিশাপ তাদের পিছু নেবে);

قَالُوا يَهُودٌ مَا جَعْلَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ  
بِتَارِكِيَّ الْمَهِنَّا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ  
لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ④

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَبَكَ بَعْضُ الْمَهِنَّا  
بِسُوءٍ قَالَ أَنِّي أَشَهُدُ اللَّهَ وَأَشَهُدُ وَ  
أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ⑧

مِنْ دُونِهِ فَكِيدُ وَنِي جَمِيعًا تُمَرِّ لَا  
تُنْظَرُونَ ④

أَنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ  
مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخْذُنَ بِنَاصِيَتِهَا  
إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑥

فَانْ تَوَلُوا فَقَنْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ  
إِلَيْكُمْ وَيُسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَ كُمْ  
وَلَا تَضْرُونَهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ حَفِيظٌ ④

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرَنَا نَجِিনَا هُودًا وَالْأَنْبِينَ  
أَمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَنَجِينَهُمْ مِنْ  
عَذَابِ غَلِيظٍ ④

وَتَلَكَ عَادٌ قَرْحَادٌ قَرْحَادٌ وَبَايِتٌ رَبِّهِمْ  
وَعَصَوْا رَسُلَّهَ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ  
عَنِيهِنَّ ④

ভালো করে শুনে রেখো, আদ (জাতি) তাদের  
মালিককে অস্মীকার করেছিলো; এও জেনে রেখো,  
ধৰ্মসই ছিলো হুদের জাতি আ'দের (একমাত্র)  
পরিণতি ।

الْأَلَّا إِنْ عَادُوا كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمٌ هُوَدٌ ⑥

৬১. আমি সামুদ্রের কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই  
(এক) ভাই সালেহকে । সে (তাদের) বললো, হে  
(আমার) জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো,  
তিনি ছাড় তোমাদের আর কোনো মারুদ নেই, তিনি  
তোমাদের যমান থেকেই পয়দা করেছেন, তাতেই  
তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন, অতপর তোমরা  
তাঁর কাছেই গুনাহের জন্যে ক্ষমা পার্থর্না করো এবং  
(তাওরা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো, অবশ্যই  
আমার রব (প্রত্যেকের) একান্ত নিকটবর্তী এবং তিনি  
(প্রত্যেকেরই) ডাকের জবাব দেন ।

وَإِلَى نَمَوْذَأَخَاهُمْ صَلَحًا مَّقَالَ يَقُولُ أَعْبُدُ وَاللهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمِرُكُمْ فَيَهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْ قَرِيبٌ مَّجِيبٌ ⑤

৬২. তারা বললো, হে সালেহ, এর আগে তুমি এমন  
(একজন মানুষ) ছিলে, (যার) ব্যাপারে আমাদের  
মাঝে (নানা) আশা করা হতো, (আর এখন) কি  
তুমি আমাদের সেসব মারুদের এবাদাত থেকে  
বিরত রাখতে চাও - যাদের এবাদাত আমাদের  
পিতা-মাতারা (যুগ যুগ থেকে) করে আসছে,  
(আসলে) আমাদের তুমি যে (দ্বিনের) দিকে ডাকছো,  
সে ব্যাপারে আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি, (এ  
ব্যাপারে) আমরা খুব দ্বিধার্থ্য ও বটে !

قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذِهِ أَتَنْهَمْنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُنَا أَبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرْيِبٌ ④

৬৩. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি একটুও  
চিন্তা করোনি? যদি আমি আমার মালিকের পক্ষ থেকে  
একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং  
তিনি যদি আমাকে তাঁর (নবুওতের) অনুগ্রহ দিয়ে  
(ধন্য) করেন- আর যদি আমি তার বিরোধিতা করি  
তাহলে কে এমন আছে, যে আল্লাহর মোকাবেলায়  
আমাকে সাহায্য করবে? (আসলে) তোমরা আমার  
ক্ষতি ছাড় আর কিছুই তো বাড়াচ্ছো না?

قَالَ يَقُولُمْ أَرَءَيْتَمِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَأَتَسْبِئُ مِنْهُ رَحْمَةً فَمِنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتَهُ تَفَآءِلُ تَزِيدُ وَنَفِيْ غَيْرَ تَحْسِيرٍ ⑤

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়, এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে  
আল্লাহ তায়ালার (পাঠানো) উটরী, (এটা আল্লাহ  
তায়ালার) নির্দেশন । অতপর একে তোমরা ছেড়ে দাও, সে  
আল্লাহর যমানে চরে থেতে থাক, তোমরা তাকে  
কোনো রকম কষ্ট দেয়ার নিয়তে ছাঁয়ো না, (তেমনটি  
করলে) অতিসত্ত্ব (বড়ো ধরনের) আঘাত তোমাদের  
পাকড়াও করবে ।

وَيَقُولُمْ هِنِّي نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ أَيَّةً فَنَرْوَهَا تَأْكِلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوءٍ فَيَا خَلَّ كُرْعَلَّ أَبْ قَرِيبٌ ⑥

৬৫. অতপর তারা সেটিকে বধ করে ফেললো,  
তারপর সে বললো (যাও), তোমরা তোমাদের নিজ  
নিজ ঘরে তিনি দিন জীবন উপভোগ করে নাও;  
(আঘাতের ব্যাপারে আল্লাহর) এই ওয়াদী কথনো  
মিথ্যা হবার নয় ।

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَعَوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْلَ غَيْرِ مَكْلُونٍ وَبِ ⑦

৬৬. এর পর (যখন আমার আঘাতের) নির্দেশ  
এলো (এবং তা তাদের পাকড়াও করলো), তখন  
ফَلَمَّا جَاءَ أَمْرَنَا نَاجِيَنَا صَلَحًا وَالَّذِينَ

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

আমি সালেহকে এবং তার সাথে আরো যারা ইমান  
এনেছিলো তাদের সবাইকে আমার রহমত দিয়ে সে  
দিনের অপমান (-কর আযাব) থেকে বাঁচিয়ে দিলাম;  
(হে নবী,) অবশ্যই তোমার রব প্রবল শক্তিমান,  
পরাক্রমশালী।

أَمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مَسْنَانِ وَمِنْ خَزْنِي  
يَوْمَئِنْ أَنْ رَبَّكَ هُوَ الْقَوْىُ الْعَزِيزُ ⑥

৬৭. অতপর যারা যুলুম করেছে, এক মহানাদ তাদের আঘাত করলো, ফলে তারা তাদের ঘরসমূহেই মুখ খুবড়ে পড়ে রইলো,

فَاصْبُرُوا فِي دِيَارِهِمْ جَهَنَّمَ ۝

৬৮. (মনে হলো) যেন তারা কোনোদিন সেখানে  
বসবাসই করেনি, শুনে রাখো, সামুদ্র জাতি তাদের  
মালিককে অঙ্গীকার করেছিলো; আরো জেনে রেখো,  
সামুদ্র জাতির জন্যে এই ধূঃসই (নির্বারিত) ছিলো!!

كَانَ لِرَبِّهِ يَغْنِو فِيهَا أَلَا إِنَّ رَبَّهُمْ وَدًا  
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَلَا بَعْدَ أَلِّيَّ شَمْوَدَ

৬৯. (একবার) আমার পাঠ্যানো কতিপয় ফেরেশতা  
একটি সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তারা  
(তাকে) বললো, (তোমার ওপর) শান্তি (বর্ষিত হোক);  
সে (জবাবে) বললো, (তোমাদের ওপরও) শান্তি  
(বর্ষিত হোক), অতপর সে (তাদের মেহমানদারীর  
জন্যে) একটি ভুনা গো-বৎস নিয়ে আসতে একটুও  
বিলম্ব করলো না।

وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولًا اِبْرَهِيمَ بِالْبَشْرِيَّ  
قَالُوا سَلِّمًا قَالَ سَلِّمَ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ  
بِعِجْلٍ حَنِينَ ⑤

৭০. সে যখন দেখলো, তাদের হাত (খাবারের) দিকে যাচ্ছে না, তখন তাদের (এ বিষয়টি) তার (কাছে) খারাপ লাগলো এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে একটা (প্রচন্ড) ভয়ের সৃষ্টি হলো; তারা (ইবরাহীমকে) বললো, (আমাদের ব্যাপারে) তুমি কোনো রকম ভয় করো না, আমরা (আসলে) প্রেরিত হয়েছি লত্তের জাতির প্রতি:

فَلَمَّا رَأَى يَهُرَّبْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُ  
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخْفُ  
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُّوطًا

৭১. তার স্ত্রী- (সেখানে) দাঁড়িয়ে ছিলো, (এদের কথাবার্তা শুনে) সে হেঁসে উঠলো, অতপর আমি তাঁকে (তার ছেলে) ইসহাক ও ইসহাক পরবর্তী ইয়াকবের (জনোর) সস্বাদ দিলাম।

وَامْرَأَتِهِ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرَنَهَا  
بِاسْحَقَ «وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبَ

৭২. সে বললো, এ কি (আশ্র্য)! আমি সত্তান জন্ম দেবো! আমি তো বৃক্ষ (হয়ে গেছি), আর এই (যে) আমার স্বামী! (সেও তো) বৃক্ষ হয়ে গেছে; (এ সময় সন্তান হলে) এটা (সতিই হবে) একটা আশ্র্যজনক বাপার।

قالَتْ يُوَيْلَتِي إِلَّا وَإِنَّا عَجُوزٌ وَهُنَّا  
بَغْلَى شَيْخًا أَنْ هُنَّ الشَّعْرَانِ عَجِيبٌ

৭৩. তারা বললো, তুমি কি আল্লাহর কোনো  
কাজে বিশ্বয় বোধ করছো, (নবীর) পরিবার-পরিজন  
(হিসেবে) তোমাদের ওপর আল্লাহর (বিশেষ) রহমত  
ও তার অনুভূত রয়েছে; অবশ্যই তিনি প্রাচুর প্রশংসা ও  
বিপুল সম্মানের মালিক।

قَالُوا تَعْجِبُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرْ كَتَهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيلٌ مَجِيلٌ

৭৪. অতপর যখন ইবরাহীমের (মন থেকে) ভীতি  
দূরীভূত হয়ে গেলো এবং (ইতিমধ্যে) তার কাছে  
(সন্তানের ব্যাপারেও) সুসংবাদ পৌছে গেলো, তখন  
সে লৃতের সম্প্রদায়ের (কাছে আঘাত না পাঠানোর)  
ব্যাপারে আমার সাথে যুক্তি তর্ক করলো;

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ ابْرَهِيمَ الرَّوْعَ وَجَاءَتْهُ  
الْبُشْرِيَّ يُجَادِلُهُ فِي قَوْلُوطٍ ٩٦

৭৫. অবশ্যই ইবরাহীম ছিলো (একান্ত) সহনশীল, কোমল হৃদয় (আল্লাহর প্রতি) নিবেদিত।

৭৬. (আমি বললাগ) হে ইবরাহীম, এ (যুক্তিরক) থেকে তুমি বিরত থাকো, কেননা (এদের ব্যাপারে) তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত এসে গেছে, এদের ওপর এমন এক ভয়ানক শাস্তি আসবে, যা রোধ করা সম্ভব হবে না।

إِنَّ إِبْرِهِيمَ رَبِّهِمْ لَحَلِيمٌ أَوَّلَةً مُنِيبٌ ④

يَا إِبْرِهِيمَ اعْرِضْ عَنْ هَذِهِ أَنْهَ قَدْ جَاءَ  
أَمْرَ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيْهِمْ عَنَّ أَبَّ غَيْرِ  
مَرْدُودٍ ⑤

৭৭. আমার পাঠানো ফেরেশতারা যখন লুতের কাছে এলো, তখন সে (কিছুটা) বিষণ্ণ হলো, তাদের কারণে তার মনও খারাপ হয়ে গেলো এবং সে বললো, আজকের দিনটি (দেখছি) সত্যিই বড়ো (কঠিন) বিপদের (দিন)।

وَلَمَّا جَاءَتْ رَسْلَنَا مُولَّوْ طَاسِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ  
بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالَ هَذِهِ يَوْمٌ عَصِيبٌ ⑥

৭৮. (এই অপরিচিত লোকদের দেখে) তার জাতির লোকেরা তার কাছে দৌড়ে আসতে লাগলো; আর তারা তো আগে থেকেই পাপকর্ম করে আসছিলো; (তাদের কুমতলব বুবতে পেরে) লুত বললো, হে আমার সম্পন্দায়, এ হচ্ছে আমার (জাতির) মেয়েরা, (বিধিবদ্ধ দৈহিক সম্পর্কের জন্যে) এরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে বেশী পবিত্র, সুতরাং (তোমরা) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে তোমরা অপমানিত করো না; তোমাদের মধ্যে (এগুলো শোনার মতো) একজন ভালো মানুষও কি (অবশিষ্ট) নেই?

وَجَاءَهُ قَوْمَهُ يَهْرُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِ  
كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُولُ  
هُوَ لَأَءَ بَنَاتِيْ هِيَ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَلَا تُخْرِزُونَ فِي ضَيْفِيْ إِلَيْسَ مِنْكُمْ  
رَجُلٌ رَشِيدٌ ⑦

৭৯. তারা বললো, তুমি ভালো করেই জানো, তোমার (জাতির) মেয়েদের আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই, তুমি ঠিকই জানো, আমরা কি চাই!

قَالُوا لَقَلْ عَلِمَتْ مَا لَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ  
حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ⑧

৮০. সে বললো, (কতো ভালো হতো) যদি তোমাদের ওপর আমার কোনো ক্ষমতা চলতো, কিংবা যদি (আজ) আমি কোনো শক্তিশালী স্তম্ভের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম!

قَالَ لَوْ أَنِّيْ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أُوْيَ إِلَيْ  
رُكْنٍ شَلِيلٍ ⑨

৮১. তারা বললো, হে লুত (তুমি ডেবো না), আমরা হচ্ছি তোমার মালিকের (পাঠানো) ফেরেশতা, (আমাদের কথা দূরে থাক) এরা কথনো তোমার কাছেও পৌছতে পারবে না, তুমি রাতের কোনো এক প্রহরে তোমার পরিবার-পরিজনসহ বেরিয়ে পড়ো, (তবে) তোমাদের কোনো ব্যক্তিই যেন (যাবার সময়) পেছনে ফিরে না তাকায়, -তোমার স্ত্রী ব্যতীত; (কেননা) যা কিছু (আয়াবের তাড়ব) তাদের (ওপর) ঘটবে, তা তার (ওপর)-ও ঘটবে; তাদের (আয়াবের) ক্ষণ নির্ধারিত হয়েছে সকাল বেলা; আর সকাল কি খুব কাছে নয়?

قَالُوا يَلْوَطًا إِنَّا رَسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُو  
إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِنَ الْيَلِ  
وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ  
إِنَّهُ مُصِيبَهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنْ مَوْعِدَهُمْ  
الصَّبَحُ إِلَيْسَ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ⑩

৮২. অতপর যখন আমার (আয়াবের নির্ধারিত) হৃকুম এলো, তখন আমি সেই জনপদগুলো উল্টে দিলাম এবং তার ওপর ক্রমাগত পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَّهَا سَافِلَاهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِحْلٍ هُنْ مُنْضُودٌ ۝

৮৩. এগুলো (অপরাধী ব্যক্তিদের নাম-ধারসহ) তোমার মালিকের কাছে চিহ্নিত ছিলো, আর (গয়বেরে) সে স্থানটি তো যালেমদের কাছ থেকে দূরেও নয়!

مَسُومَةً عَنْ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلَّمِينَ بَعِيلٌ ۝

৮৪. মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে (পাঠানো হয়েছিলো) তাদেরই ভাই শোয়ায়বকে; সে (তাদের) বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মারুদ নেই; (আর সে মারুদেরই নির্দেশ হচ্ছে,) তোমরা মাপ ও ওয়নে কখনো কম করো না, আমি তো (অর্থনৈতিকভাবে) তোমাদের ভালো অবস্থায়ই দেখতে পাছি, (তারপরও এমনটি করলে) আমি (কিন্তু) তোমাদের জন্যে এক সর্বাঙ্গীন দিনের আয়াবের আশংকা করছি।

وَإِلَيْ مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْهُ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْ أَبَابِ يَوْمٍ مَحِيطٍ ۝

৮৫. হে আমার জাতি, তোমরা মাপ ও ওয়নের কাজটি ইনসাফের সাথে সম্পন্ন করবে, লোকদের জিনিসপত্র (কম দিয়ে) তাদের ক্ষতি করো না, আর (আল্লাহর) যমীনে (কখনো) বিশ্বংখলা সৃষ্টি করো না।

وَيَقُولُوا أَوْفُوا الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُنَّ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِلِينَ ۝

৮৬. যদি তোমরা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনে থাকো, তাহলে (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত যে সম্পদ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট থাকবে, তাই তোমাদের জন্যে উত্তম। আমি (কিন্তু) তোমাদের ওপর পাহারাদার নই।

بَتَقْيَتِ اللَّهِ خَيْرُ لِكُرَانِ كُنْتُرْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

৮৭. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমরা আমাদের দেবতাদের এবাদাত ছেড়ে দেবো, (এমন সব দেবতাদের)- যাদের এবাদাত আমাদের পিতৃপুরুষরা করতো, অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা করতে চাই তাই করতে পারবো? (আমরা জানি) অবশ্যই তুমি একজন ধৈর্যশীল নেককার মানুষ!

قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعِيدُ أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوْا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِينُ ۝

৮৮. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমার কি কখনো ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের পাঠানো একটি সুস্পষ্ট দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, অতপর তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে উত্তম রেয়েকের ব্যবস্থা করেন; (তাহলে কি আমি তোমাদের তাঁর পথে ডাকবো না?) আমি (কখনো) এটা চাই না, যে (কথা) থেকে আমি তোমাদের বারণ করি, নিজে (তার বিরুদ্ধে চলে) তোমাদের বিরোধিতা করবো; আমি আমার সাধ্যমতো (তোমাদের) সংশোধনই কামনা

قَالَ يَقُولُ أَرَءَيْتَمِنْ كُنْتُ مَلِي بَيْنَهُ مِنْ رَبِّي وَرِزْقِنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهِيْكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا إِصْلَاحًا مَا أَسْتَطَعْتُ ۝

করবো; আমার পক্ষে তত্ত্বাত্কৃতি কাজ আঞ্চাম দেয়া  
সম্ভব যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা চাইবেন; আমি তাঁর  
ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ধাবিত হই।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِلْتُ  
وَالَّذِي أَنِيبُ ﴿৩﴾

৮৯. হে আমার জাতি, আমার বিরুদ্ধে (তোমাদের) জেদ (এবং শক্তি) যেন তোমাদের জন্যে এমন এক (আয়াবজনিত) বিষয়ের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় যে, তোমাদের ওপরও সে ধরনের কিছু আপত্তি হবে, যেমনটি নৃহ কিংবা হৃদ অথবা সালেহের জাতির ওপর আপত্তি হয়েছিলো; আর লৃতের সম্পদায়ের (আয়াবের স্থানটি তো) তোমাদের থেকে খুব বেশী দূরেও নয়।

وَيَقُولُ لَا يَجِرْ مَنْكُمْ شَقَاقِيْ أَنْ  
يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمًا نُوحٌ أَوْ  
قَوْمًا هُودٍ أَوْ قَوْمًا صَلِيجٍ وَمَا قَوْمًا لُوطًا  
مِنْكُمْ بِعَيْنٍ ﴿৩৫﴾

৯০. তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে (নিজেদের গুনাহের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতপর (তাওবা করে) তাঁর দিকেই ফিরে এসো; অবশ্যই আমার রব পরম দয়ালু, মেহময়।

وَاسْتغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنْ  
رَبِّيْ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿৩৬﴾

৯১. তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তুমি যা বলো তার অধিকাংশই আমাদের বুঝে আসে না, (আসলে) আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমাদের মাঝে খুবই দুর্বল, (আমাদের মাঝে) তোমার (আপন) গোত্রের লোকজন না থাকলে আমরা অবশ্যই তোমাকে পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা) করতাম, তুমি তো আমাদের ওপর খুব শক্তিশালীও নও (যে, তুমি কোনো প্রতিশোধ নিতে পারবে)।

قَالُوا يَسْعِيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ  
وَإِنَّا لَنَرِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطَكَ  
لَرْ جَهَنَّمَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿৩৭﴾

৯২. সে বললো, হে আমার জাতি, তোমাদের কাছে আমার গোত্রীয় ভাই-বন্ধু কি আল্লাহ তায়ালার চাইতে বেশী প্রভাবশালী (যে, তোমরা ওদের দোহাই দিছো)? তাঁকে কি তোমরা তোমাদের পেছনে ফেলে রাখলে? তোমরা যা কিছু করছো, আমার মালিকের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা তা অবশ্যই পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।

قَالَ يَقُولُ أَرَهْطِيْ أَعْزَ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ  
وَاتَّخِلْ تَمْوَهَ وَرَاءَ كُمْ ظَهِيرَيَا إِنْ رَبِّيْ  
بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿৩৮﴾

৯৩. হে আমার সম্পদায়, তোমরা তোমাদের জায়গায় যা কিছু করতে চাও করে যাও; আমিও (আমার জায়গায় যা করার) করে যাবো; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার ওপর এমন আয়াব আসবে যা তাকে অপমানিত করে ছাড়বে, আর কে মিথ্যাবাদী (তাও তখন জানা যাবে); অতএব তোমরা (সেদিনের) প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করবো।

وَيَقُولُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ  
سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ  
يُخْرِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقَبُوا  
إِنِّي مَعْكُمْ رَقِيبٌ ﴿৩৯﴾

৯৪. (পরিশেষে) যখন আমার (আয়াবের) সিদ্ধান্ত এলো, তখন আমি শোয়ায়বকে এবং তাঁর সাথে যারা স্বীকৃত আনেছিলো তাদের আমার নিজস্ব রহমত দ্বারা (প্রলয়ংকরী আয়াব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرَنَا نَجَيْنَا شَعِيبًا  
وَالَّذِيْنَ أَمْنَوْا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنِّا  
↓

وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصِّحَّةَ  
أَثْمَانَهُمْ وَلَمْ يَرْجِعُوهُمْ فَإِنَّمَا  
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُنُاحِيَّةً<sup>١٤٨</sup>

১৫. (অবস্থা এমন হলো) যেন সেখানে কথনে তারা  
কোনো কিছুই অর্জন করেনি, শুনে রাখো, এ ধর্সই  
ছিলো মাদইয়ান (বাসী)-এর চূড়ান্ত পরিণাম, (ঠিক)  
যেমন পরিণাম হয়েছিলো সামুদ্রে!  
كَانَ لَهُ يَغْنِو فِيهَا أَلَا بَعْدَ الْمَلَيْنِ  
كَمَا بَعَلَتْ ثَمُودَ<sup>١٤٩</sup>

১৬. আমি মূসাকে তার জাতির কাছে আমার  
নির্দর্শনসমূহ ও (নবওত্তর) সুস্পষ্ট দলীলসহ  
পাঠিয়েছিলাম,  
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِاِيْتِنَا وَسُلْطَنِي  
مُبَيِّنِ<sup>١٥٠</sup>

১৭. (পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের  
কাছে, এরা ফেরাউনের কথা মেনে চলতো, (অথচ)  
ফেরাউনের তো কোনো কাজ ও আদেশই সঠিক  
ছিলো না।  
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ  
وَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ<sup>١٥١</sup>

১৮. কেয়ামতের দিন সে তার (ধর্মপ্রাণ) জাতির  
আগে আগে থাকবে, অতপর সে তাদের (জাহানামের)  
আগুন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবে; কতো নিকৃষ্ট  
সে জায়গা, যেখানে তারা গিয়ে পৌছুবে!  
يَقْلُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ  
وَبَئْسَ الْوِرْدُ الْمُوْرُودُ<sup>١٥٢</sup>

১৯. এখানে (আল্লাহর) অভিশাপ তাদের পেছনে  
লাগিয়ে দেয়া হলো, (আবার) কেয়ামতের দিনও  
(তারা কঠিন আযাবে নিমজ্জিত হবে); কতো নিকৃষ্ট  
(এ) পুরক্ষার, যা সেদিন (তাদের) দেয়া হবে।  
وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ  
بِئْسَ الرِّفْنُ الْمُرْفُودُ<sup>١٥٣</sup>

১০০. (হে নবী,) এ হচ্ছে (ধর্মপ্রাণ) কতিপয়  
জনপদের কাহিনী, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি,  
এদের (ধর্মসাবশেষের) কিছু (এখনো) বিদ্যমান  
আছে, (আবার কিছু) বিলীনও (হয়ে গেছে)।  
ذَلِكَ مِنْ آنَبَاءِ الْقُرْآنِ نَقَصَهُ عَلَيْكَ  
مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيلٌ<sup>١٥٤</sup>

১০১. (এ আয়ার পাঠিয়ে) আমি তাদের ওপর যুলুম  
করিনি, যুলুম তো বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর  
করেছে, যখন তাদের ওপর তোমার মালিকের আযাব  
নায়িল হয়েছে, তখন তাদের সেসব দেবতা তাদের  
কোনো কাজেই আসেনি, যাদের তারা আল্লাহর বদলে  
ডাকতো, বরং তারা (সেদিন) এদের ধর্ম ছাড়া অন্য  
কিছুই বৃদ্ধি করতে পারেনি।  
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَيَـ  
أَغْنَتْ عَنْهُمُ الْهِمَمُ الَّتِي يَـلِـ عَوْنَـ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْـلَـ لِـمَا جَاءَ أَمْرَ رَبِّـ  
وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَـتِـيــ<sup>١٥٥</sup>

১০২. (হে নবী,) তোমার রব যখন কোনো জনপদকে  
তাদের অধিবাসীদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করেন,  
তখন তাঁর পাকড়াও এমনিই হয়; অবশ্যই তাঁর  
পাকড়াও অত্যন্ত কষ্টদায়ক, অত্যন্ত কঠোর।  
وَكَلِـ لِـكَ أَخْـلُـ رَبِّـ إِذَا أَخْـلَـ الْقُرْـ  
وَهـيـ ظـالـمـةـ إـنـ أـخـلـ أـلـيـمـ شـلـ يـلـ<sup>١٥٦</sup>

১০৩. এ (কাহিনীগুলো)-র মাঝে তার জন্যে নির্দর্শন  
(মজুদ) রয়েছে, যে ব্যক্তি পরকালের আযাবকে ভয় করে,  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لِـآيَـ لِـمـ خـافـ عـلـ أـبـ الـأـخـرـةـ

সেদিন (হচ্ছে) সব মানুষদের একত্রিত করার দিন, (উপরন্তু) সেটা সবাইকে হায়ির করার দিনও বটে।

ذَلِكَ يَوْمٌ مُّجْمَعٌ لِّلَّهِ النَّاسُ وَذَلِكَ  
يَوْمٌ شَهُودٌ

১০৪. আমি সে (দিন)-টি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মূলতবি করে রেখেছি;

وَمَا نُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجْلٍ مَعْدُودٍ

১০৫. সেদিন (যখন) আসবে (তখন) কেউ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কথা বলবে না, অতপর (মামুয়ারা দুঁদলে বিভক্ত হয়ে যাবে), তাদের মধ্যে কিছু থাকবে হতভাগ্য গুনাহগার আর কিছু (থাকবে) তাগ্যবান।

يَوْمٌ يَأْتِ لَا تَكَلَّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ  
فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ

১০৬. অতপর যারা গুনাহ করেছে, তারা থাকবে (জাহানামের) আগুনে, সেখানে তাদের জন্যে থাকবে (আয়াবের ভয়াবহ) চীৎকার ও (যন্ত্রণার ভয়াল) আর্তনাদ,

فَآمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا  
زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

১০৭. তারা সেখানে থাকবে চিরকাল— যতোক্ষণ পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে হ্যাঁ, তাদের কথা আলাদা যাদের ব্যাপারে তোমার রব ভিন্ন কিছু চান; তোমার রব যখন যা চান তার বাস্তবায়নে তিনি একক ক্ষমতাবান।

خَلِدُونَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ  
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ  
فَعَالِ لِمَا يَرِيدُ

১০৮. (অপরদিকে) যাদের নেক পথে পরিচালিত করা হয়েছে (সেদিন) তারা থাকবে জালাতে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, তবে তার কথা আলাদা যা তোমার রব ইচ্ছা করেন; আর এ (জালাত) হবে এক নিরবচ্ছিন্ন পুরুষার, যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না।

وَآمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدُونَ  
فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا  
مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَحْلُوذٍ

১০৯. সুতরাং (হে নবী), যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালা) ছাড়া এসব কিছুর গোলামী করে, তাদের (শাস্তির) ব্যাপারে তুমি কথনে সন্দিপ্ত হয়ে না; (আসলে) ওদের বাপ দাদারা আগে যাদের বন্দেগী করতো, এরাও তাদের বন্দেগী করে; আমি এদের (অপরাধের) পাওনা পুরোপুরি আদায় করে দেবো, তাতে বিনুমাত্রও কম করা হবে না।

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هُوَ لَاءِ مَا  
يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبْوَاهُمْ مِّنْ قَبْلِ  
وَإِنَّا لَمُوْهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ

১১০. (হে নবী), আমি মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতেও নানা রকম মতবিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিলো; (আসলে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে এ (বিদ্রোহী)-দের ব্যাপারে যদি আগে থেকেই (পরকালের বিচার সংক্রান্ত) ঘোষণা না থাকতো, তাহলে কবেই এদের ব্যাপারে (গঘবের) সিদ্ধান্ত এসে যেতো; নিসদেহে এরা এ (ঘষ্টের) ব্যাপারে বিভাস্তিকর এক সন্দেহে নিমজ্জিত আছে।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ  
فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ  
لَقْضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ  
مَرِيبٌ

১১১. অবশ্যই তোমার রব এদের কাজকর্মের পুরোপুরি বিনিময় আদায় করে দেবেন; এরা যা কিছু করছে তিনি অবশ্যই তার সব জানেন।

وَإِنْ كَلَّا لَهَا لَيْوَفِينَهُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ  
إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَبِيرٌ

১১২. অতএব (হে নবী), তোমাকে যেমনি করে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তাতেই দৃঢ় থাকো, তোমার সাথে আরো যে ব্যক্তি (কুফরী থেকে) ফিরে এসেছে সেও (যেন তোমার সাথে সত্যের ওপর দৃঢ় থাকে), তোমরা কখনো সীমালংঘন করো না; এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার সব কিছু দেখছেন।

১১৩. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কখনো তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে না যারা যুলুম করেছে, (যুলুম করলে) জাহানামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে, (আর তেমন অবস্থায়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, এরপর তোমাদের কোনো রকম সাহায্যও করা হবে না।

১১৪. (হে নবী), নামায প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুপ্রাতভাগে ও রাতের একভাগে; অবশ্যই মানুষের ভালো কাজসমূহ তাদের মন্দ কাজসমূহকে দূর করে দেয়; এটা হচ্ছে (বিশেষ) উপদেশ তাদের জন্যে, যারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে।

১১৫. তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করো, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা নেককারদের পাওনা কখনো বিনষ্ট করেন না।

১১৬. এমনটি কেন হয়নি যে, যেসব উম্মতের লোকেরা তোমাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, (তাদের) অবশিষ্ট লোকেরা (অন্য মানুষদেরকে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করতো, তাদের মধ্যে আমি যাদের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম এদের সংখ্যা ছিলো নিতান্ত কম, আর যালেমরা যে (বৈষয়িক) প্রাচুর্য ছিলো তার পেছনেই পড়ে থেকেছে, তারা ছিলো (আসলেই) অপরাধী।

১১৭. এটা কখনো তোমার মালিকের কাজ নয় যে, তিনি কোনো জনপদকে অন্যায়ভাবে ধৰ্ম করে দেবেন— অর্থাৎ সে জনপদের অধিবাসীরা সংশোধনে নিয়োজিত থাকে।

১১৮. (হে নবী,) তোমার মালিক চাইলে মানুষদের তিনি একই উন্নত বানিয়ে দিতে পারতেন (কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেন না), আর এভাবে তারা সব সময় নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে,

১১৯. তবে তোমার রব যার ওপর দয়া করেন তার কথা আলাদা; তাদের তো আল্লাহ তায়ালা এ জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, (আর এটা লংঘিত হলে) তাদের ব্যাপারে তোমার মালিকের ওয়াদাই সত্য (হবে, আর তা হচ্ছে); অবশ্যই আমি জাহানামকে জিন্ন ও মানুষ দিয়ে পূর্ণ করবো।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ  
وَلَا تَطْغِوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑤

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمْسِكُ  
النَّارُ وَمَا لِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءِ  
ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ⑥

وَأَقِيرِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَلَفَّا مِنْ  
الْأَيْلَلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْحِدُنَ السَّيِّئَاتِ  
ذَلِكَ ذُكْرٌ لِلَّذِينَ ⑦

وَاصِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ⑧

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقَرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ  
أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَا عَنِ الْفَسَادِ  
الْأَرْضَ إِلَّا قَلِيلًا مِمْنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ  
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرْفَوْا فِيهِ  
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ⑨

وَمَا كَانَ رَبَّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرْيَ بِظُلْمٍ  
وَآهَلُهَا مُصْلِحُونَ ⑩

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً  
وَاحِدَةً وَلَا يَزَّلُونَ مُخْتَلِفِينَ ⑪

الْأَمْنَ رَحْمَ رَبِّكَ وَلِنَّ لَكَ خَلْقَهُمْ  
وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِامْئَنَ جَهَنَّمِ  
الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ⑫

وَكُلَّ نَقْصٍ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِيَاءِ الرَّسُولِ مَا  
نَثَبَتْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ  
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ⑤

১২০. (হে নবী,) আগের নবীদের কাহিনীগুলো আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, যেন আমি এর দ্বারা তোমার মনকে দৃঢ়তা দান করতে পারি, এ সত্যের মাঝে যে শিক্ষা তা তোমার কাছে এসে গেছে; (তা ছাড়া রয়েছে) ঈমানদারদের জন্যে কিছু শিক্ষণীয় উপদেশ এবং সাবধানবাণীও।

وَقُلْ لِلَّهِ يَنِّي لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا مَا  
مَكَانَتْكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ⑥

১২১. যারা ঈমান আনে না, তুমি তাদের বলো, তোমরা তোমাদের জাহানামের যা করার করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো,

وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ⑦

১২২. তোমরা অপেক্ষা করো (জাহানামের), অবশ্যই আমরা অপেক্ষা করছি (জান্নাতের)।

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْآيَةِ  
يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ ⑧

১২৩. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গায়বের বিষয় আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) এবং এর সব কয়টি বিষয় তাঁর দিকেই ধাবিত হবে, অতএব তুমি তাঁরই এবাদাত করো এবং একান্তভাবে তাঁর ওপরই ভরসা করো; (হে মানুষ, তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে তোমার রব মোটেই বে-খবর নন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—  
سُورَةِ ইউসুফ  
মকায় অবতীর্ণ

আয়াত ১১১  
রুকু ১২

الرَّتِيلَكَ آيَتُ الْكِتَبِ الْمِبِينِ ⑨

১. আলিফ লা-ম রা। এগুলো (হচ্ছে একটি) সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قِرْءَانًا عَرَبِيًّا لِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑩

২. নিসন্দেহে আমি একে আরবী কোরআন (হিসেবে) নথিল করেছি, আশা করা যায়, তোমরা (তা) অনুধাবন করতে পারবে।

نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصْصِ بِهَا  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۖ وَإِنْ  
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَكِنَّ الْغَفَّلِينَ ⑪

৩. (হে নবী,) আমি তোমাকে এ কোরআনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি, আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে এই কোরআন পাঠিয়েছি, যদিও তার আগ পর্যন্ত তুমি (এ সম্পর্কে) ছিলে সম্পূর্ণ বেখবর লোকদেরই একজন।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا بَتِ إِنِّي  
رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ  
وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِيلِينَ ⑫

৪. (এটা সে সময়ের কথা,) যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি এগারোটি তারা, চাঁদ ও সূরঞ্জ, আমি এদের আমার প্রতি সাজদাবন্ত অবস্থায় দেখেছি।

قَالَ يَمْنَى لَا تَقْصُصْ رِيَالَكَ عَلَيْكَ  
إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالَّكَ كَيْدًا إِنَّ  
الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى مَبِينِ ⑬

৫. (এ কথা শুনে তার পিতা বললো,) হে আমার মেহের পুত্র, তুমি তোমার স্বপ্ন (কিন্তু) তোমার ভাইদের কাছে বলো না, (বললে) তারা অতপর তোমার বিরুদ্ধে যত্যন্ত্র আঁটতে শুরু করবে; (কেননা) নিসন্দেহে শয়তান মানুষের খোলাখুলি দুশ্মন।

৬. এমনি করেই তোমার রব তোমাকে (নবুওতের জন্যে) মনোনীত করবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তাঁর নেয়ামত তোমার ওপর ও ইয়াকুবের সন্তানদের ওপর তেমনিভাবেই পূর্ণ করে দেবেন, যেমনিভাবে এর আগেও তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর তা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন; অবশ্যই তোমার রব সর্বজ্ঞ কুশলী।

وَكَنَّ لَكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ  
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتَمِّنُ عِمَّةَ عَلَيْكَ  
وَقَدْ أَلَّ يَعْقُوبَ كَمَا آتَمَهَا عَلَىٰ أَبُو يَكَ  
مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ  
عَلَيْهِ حَكِيمٌ ⑥

৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের (এ কাহিনীর) মাঝে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাদের জন্যে প্রচুর নির্দশন রয়েছে।

لَقَنْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخْوَتِهِ أَيْتٌ  
لِّلْسَائِلِينَ ⑦

৮. (এ কাহিনীটি শুরু হয়েছিলো ইউসুফের ভাইদের দিয়ে,) যখন তারা বললো, আমাদের পিতার কাছে নিসন্দেহে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চাইতে বেশী প্রিয়, (যদিও) দলে আমরাই হচ্ছি ভারী; নিসন্দেহে আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভাসিতে আছেন,

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَآخِرَةً أَحَبَ إِلَيْهِ  
أَبِيهِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عَصَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي  
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑧

৯. (শয়তান তাদের পরামর্শ দিলো,) ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা তাকে কোনো (অজানা) ভূখণ্ডে নিষেপ করে এসো, (এরপর দেখবে) তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের দিকেই নিবিট হবে, এরপর তোমরা সবাই ভালো মানুষ হয়ে যেয়ো।

أَقْتَلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْ  
لُكُمْ وَجْهَ أَبِيهِكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ  
قَوْمًا صَلِحِينَ ⑨

১০. (এ সময়) তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, না, ইউসুফকে তোমরা হত্যা করো না, তোমরা যদি সত্যি সত্যিই কিছু একটা করতে চাও তাহলে তাকে কোনো গভীর কুপে ফেলে দিয়ে এসো, (আসা যাওয়ার পথে) কোনো যাত্রাদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتَلُوا يُوسُفَ  
وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجِبَّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ  
السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِيْنَ ⑩

১১. (এক পর্যায়ে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, এ কি হলো তোমার, তুমি কি ইউসুফের ব্যাপারে (আমাদের ওপর) ভরসা করতে পারছো না, আমরা অবশ্যই সবাই তার শুভাকাংখ্য!

قَالُوا يَا بَانَا مَالِكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ  
وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ⑪

১২. আগামীকাল তাকে তুমি আমাদের সাথে (জংগলে) যেতে দিয়ো, সে (আমাদের সাথে) ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে, আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَلَّا بِرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ  
لَحْفِظُونَ ⑫

১৩. সে বললো, এটা অবশ্যই আমাকে দুশ্চিন্তা দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, (তদুপরি) আমি ভয় করছি (এমন তো হবে না), কোনো বাধ তাকে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার ব্যাপারে অমনোযোগী থাকবে!

قَالَ أَنِّي لَيَحْرُمُنِي أَنْ تَلْهُبُوا بِهِ  
وَأَخَافُ أَنْ يَا كَلْهُ الْنِّئْبُ وَأَنْتَمْ عَنْهُ  
غَفِلُونَ ⑬

১৪. তারা বললো, আমরা একটি ভারী দল (-বন্ধ শক্তি) হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমরা সত্যিই (অথর্ব) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো!

১৫. অতপর (অনেক বলে কয়ে) যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং তারা তাকে এক অঙ্ক কৃপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সবাই একমত হলো, তখন আমি তাকে ওহি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম, (একদিন) তুমি অবশ্যই এসব কথা এদের (সবাইকে) বলে দেবে, এরা তো (কেউই এ ঘটনার পরিণাম) জানে না।

১৬. (ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে) রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এলো;

১৭. (অনুযোগের স্বরে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমরা (জংগলে দৌড়ের) প্রতিযোগিতা দিচ্ছিলাম, আমরা ইউসুফকে আমাদের মাল সামানার পাশে ছেড়ে গিয়েছিলাম, অতপর একটা নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, কিন্তু তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাসই করবে না, যতো সত্যবাদীই আমরা হই না কেন!

১৮. তারা তার জামার ওপর মিথ্যা রক্ত (মেথে) নিয়ে এসেছিলো; (তাদের কথা শুনে) সে বললো, (আসল ঘটনা তো এটা নয়) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটা (খারাপ) কথা বানিয়ে দিয়েছে, (এ অবস্থায়) উত্তম দৈর্ঘ্য ধারণই (আমার করণীয়); তোমরা যে মনগঢ়া কথা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সাহায্যস্থল।

১৯. (ইতিমধ্যে) একটি (বাণিজ্যিক) কাফেলা (কুয়ার পাশে) এলো, তারপর তারা একজন পানি সংগ্রাহককে (সেখানে) পাঠালো, সে যখন তার বালতি (কুয়ায়) নিক্ষেপ করলো, অতপর সে (যখন) বালতি টান দিলো; তখন সে বললো, ওহে, সুখবর, এ তো (দেখছি) একটি বালক; (কাফেলার লোকেরা বাণিজ্যিক পণ্য মনে করে) একে লুকিয়ে নিলো; আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন যা কিছু এরা তখন করছিলো।

২০. তারা তাকে স্বল্প মূল্যে নির্দিষ্ট কয়েক দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো, (সহজে পাওয়ার কারণে) এ ব্যাপারে তারা বেশী (মূল্যের) প্রত্যাশীও ছিলো না।

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে (তাকে ঘরে এনে) তার স্ত্রীকে বললো,

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الَّذِي بُنَحْتَ وَنَحْنُ عَصْبَةٌ  
إِنَّا إِذَا لَخَسْرَوْنَا

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي  
غَيْبَتِ الْجِبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتَنْبَئُنَّهُ  
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

وَجَاءُوْ أَبَا هِرْيَشَاءِ يَبْكُوْنَ

قَالُوا آيَابَانَا إِنَّا دَهْبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرْكَنَا  
يُوسْفَ عَنَّ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الَّذِي بُنَحْتَ وَمَا  
أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صِلْقِينَ

وَجَاءُوْ عَلِيْ قَمِيْصِهِ بِدَّ كَنِيْبَ قَالَ بَلْ  
سَوْلَتْ لَكُمْ أَنْفَسْكِرْ أَمْرًا فَصَبَرْ جَمِيلَ  
وَاللهُ الْمُسْتَعَنُ عَلِيْ مَاتَصْفُونَ

وَجَاءَتْ سِيَارَةً فَأَرْسَلُوا وَأَرْدَهُ  
فَأَدَلَّ دَلَوَهَا قَالَ يَبْشِرِي هَذَا غَلَمَرُ  
وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيْمٌ بِمَا  
يَعْمَلُونَ

وَشَرَوْهُ بِشَمِيْ بَخْسِيْ دَرَاهِيرَ مَعْلُودَةً  
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِلِيْنَ

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ

সম্পর্কজনকভাবে এর প্রতিপালন করো, সম্ভবত (বড়ো হয়ে) সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা তাকে আমরা নিজেদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি; এভাবেই আমি (মিসরের) যমীনে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠা দান করলাম, যাতে করে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা (-সহ অন্যান্য বিষয়-আশয়) সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি; আল্লাহ তায়ালা (সব সময়ই) তার কর্মের (বাস্তবায়নের) ওপর ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।

أَكْرِمَيْ ۝ مَثُوِّيْه عَسِى آن يَنْفَعُنَا ۝ وَ نَتَخَلَّهُ وَلَدَّا ۝ وَكَلَّ لَكَ مَكْنَا لِيُوسْفَ ۝ فِي الْأَرْضِ ۝ وَلَنْعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ۝ الْأَحَادِيثِ ۝ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۝ وَلَكِنْ ۝ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝  
وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ أَتَيْنَاهُ حَكْمًا وَعِلْمًا ۝ وَكَلَّ لَكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

২২. অতপর সে যখন পূর্ণ ঘোবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে নানারকম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম এবং আমি এভাবেই নেককার লোকদের পুরুষার দিয়ে থাকি।

وَرَأَوْدَتْهُ الْتِي هُوَ فِي بَيْتِهِ عَنْ نَفْسِهِ ۝ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحَسَّ مَثَوَّا ۝ إِنَّهُ لَا يَفْلُحُ الظَّلِمُونَ ۝

২৩. (একদিন এমন হলো যে,) সে যে মহিলার ঘরে থাকতো সে তাকে তার প্রতি (অসৎ উদ্দেশে) আকৃষ্ট করতে চাইলো এবং (এ উদ্দেশে) সে তার ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে (তাকে) বললো, এসো— (এ অশ্লীল প্রস্তাৱ শুনে) সে বললো, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, অবশ্যই তিনি আমার রব, তিনিই আমার উৎকৃষ্ট আশ্রয়; আল্লাহ তায়ালা (অকৃতজ্ঞ) যালেমদের কথনো সাফল্য দেন না।

وَلَقَدْ فَمْتَ بِهِ وَهَمَرَ بِهَا لَوْلَآ أَنْ ۝ رَآ بِرْهَانَ رَبِّهِ ۝ كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ ۝ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ۝ الْمُخْلَصِينَ ۝

২৪. সে মহিলা তার প্রতি (অসৎ কাজের) এরাদা করলো এবং সেও তার প্রতি এরাদা (প্রায়) করেই ফেলেছিলো, যদি না সে তার মালিকের নির্দেশ প্রত্যক্ষ না করতো, এভাবেই (আমি ইউসুফকে নেতৃত্বকার উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত রাখলাম) যেন আমি তার থেকে অন্যায় ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাজ দূরে সরিয়ে রাখতে পারি; অবশ্যই সে ছিলো আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন।

وَاسْتَبَقاَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ ۝ دُبِّرٍ وَالْفَيَا سِيلَهَا لَذَّا الْبَابِ ۝ قَالَتْ ۝ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ ۝ يَسْجُنَ أَوْ عَنَابَ الْيَمِّ ۝

২৫. অতপর তারা উভয়েই (সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশে) দরজার দিকে দৌড়ে গেলো, মহিলা পেছন দিক থেকে তার জামা (টেনে) ছিঁড়ে ফেললো, এমতাবস্থায় তারা (উভয়েই) তার স্বামীকে দরজার পাশে (দেখতে) পেলো, তখন মহিলাটি (ইউসুফকে অভিযুক্ত করে) বললো, কি শাস্তি হওয়া উচিত সে ব্যক্তির, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে? এ ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে যে— তাকে হয় জেনে পাঠাতে হবে নতুবা অন্য কোনো কঠিন শাস্তি (দিতে হবে)।

قَالَ هِيَ رَأَوْدَتِنِي عَنْ نَفْسِي ۝ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۝

২৬. সে বললো, সে (মহিলা)-ই আমাকে অশ্লীল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলো, (এ সময়) সে মহিলার আপনজনদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী বললো (তদন্ত করে দেখা যাক),

যদি তার জামার সম্মুখভাগ ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুবতে হবে, অভিযোগের ব্যাপারে) সে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে হচ্ছে মিথ্যাবাদীদের একজন,

أَنْ كَانَ قَمِيصه قَلِّ مِنْ قَبْلِ فَصَلَقَتْ  
وَهُوَ مِنَ الْكُلِّ بَيْنَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ

(৩)

২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে (বুবতে হবে), সে (মহিলাই) মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে হচ্ছে সত্যবাদীদের একজন।

وَإِنْ كَانَ قَمِيصه قَلِّ مِنْ دُبْرٍ فَكَلَّ بَثْ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ

(৪)

২৮. অতপর সে (গৃহস্বামী) যখন দেখলো, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (আসল ঘটনা বুবতে পেরে নিজের স্ত্রীকে) বললো, কোনো সন্দেহ নেই, এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনার অংশ, সত্যিই তোমাদের (মতো নারীদের) ছলনা বড়ো জঘন্য!

فَلَمَّا رَأَ قَمِيصه قَلِّ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ  
كَيْنِ كَيْنَ أَنْ كَيْلَ كَعَظِيمٍ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ

(৫)

২৯. (হে) ইউসুফ, তুমি (এ নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করা) ছেঁড়ে দাও এবং (হে নারী,) তুমি তোমার অপরাধের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, অবশ্যই তুমি অপরাধীদের একজন।

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذِهِ وَاسْتَغْفِرْ  
لِنَّكَ هُنَّكُنْتِ مِنَ الْخَطَّئِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ

(৬)

৩০. (বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে) শহরের (অভিজাত) নারীরা বলতে লাগলো, আর্যীয়ের স্ত্রী তার (যুবক) গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তাকে (তার গোলামের) প্রেম উন্নত করে দিয়েছে, আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি সে সুস্পষ্ট গোমরাহাতে নিমজ্জিত হয়েছে।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ  
تَرَاوِدَ فَتِّيَّا عَنْ نَفْسِهِ قَلَ شَغْفَهَا حَبَّا  
إِنَّا لَتَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ

(৭)

৩১. সে (মহিলা) যখন ওদের (কানাকানি ও) চক্রান্তের কথা শুনলো, তখন সে ওদের (নিজের ঘরে) ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্যে একটি মাহফিলের আয়োজন করলো, (রীতি অনুযায়ী) সে তাদের প্রত্যেক মহিলাকে এক একটি ছুরি দিলো, অতপর (যখন তারা খাবার গ্রহণ করার জন্যে ছুরির ব্যবহার শুরু করলো তখন) সে (ইউসুফকে) বললো, (এবার) তুমি এদের সামনে বেরিয়ে এসো, যখন মহিলারা তাকে দেখলো তখন তারা তার (রূপ ঘোবনের) মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে গেলো (এবং ছুরি দিয়ে খাবার গ্রহণের পরিবর্তে) নিজেদের হাত তারা কেটে ফেললো, তারা বললো, আল্লাহর কসম, এ কি অদ্ভুত (সুষ্ঠি!) এ তো কোনো মানুষ নয়; এ তো হচ্ছে এক স্থানিত ফেরেশতা!

فَلَمَّا سَيَعَثُ بِهَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ إِلَيْهِنَّ  
وَأَعْتَدَتِ لَهُنَّ مَتَّكَأً وَاتَّتِ كُلَّ وَاحِدَةٍ  
مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرَجْ عَلَيْهِنَّ  
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْلِيْهِنَّ  
وَقَلَّنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَلَّ أَبَشَّرَأَ إِنْ هَلَّ  
إِلَّا مَلَكُ كَرِيْبِرَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ  
وَهُوَ مِنَ الْمُنَاهَّدِينَ

(৮)

৩২. (বিজয়নীর ভঙ্গিতে) সে (মহিলা) বললো, (এবার দেখলে; তো?) এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্তসনা করছিলে, (হ্যাঁ) আমি তার কাছ থেকে অসৎ কিছু কামনা করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে; (তবে) আমি তাকে যা করতে আদেশ করি সে যদি তা না করে

قَالَتْ فَذِلْكُنَّ الَّذِي لَمْ تَنْتَنِي فِيهِ  
وَلَقَدْ رَأَوْدَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصِمُ  
وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرَرَ

(৯)

তাহলে অবশ্যই সে কারাগারে নিষ্কিপ্ত হবে এবং  
অপমানিতদের মাঝে গণ্য হবে।

لِيَسْجُنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّفَرِينَ ④

৩৩. সে বললো, হে আমার রব, এরা আমাকে  
যে (পাপের) দিকে আহ্বান করছে তার চাইতে  
কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়, যদি তুমি  
আমাকে এদের ছলনা থেকে রক্ষা না করো তাহলে  
হয়তো আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবো এবং  
(এক সময় হয়তো) আমিও জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত  
হয়ে পড়বো!

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَا يَدْعُونِي  
إِلَيْهِ وَلَا تَصْرِفْ عَنِي كَيْلَهُنْ أَصْبَحَ  
إِلَيْهِنَّ وَأَكِنَّ مِنَ الْجَهَلِينَ ④

৩৪. অতপর তাঁর রব তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন, তাঁর  
কাছ থেকে তিনি মহিলাদের চক্রান্ত সরিয়ে নিলেন,  
নিষ্কয়ই তিনি (মানুষের ডাক) শোনেন এবং (তাদের  
যত্নে) তিনি জানেন।

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْلَهُنْ  
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④

৩৫. লোকদের কাছে অতপর এটাই (তখনকার  
মতো) সঠিক (সিদ্ধান্ত) মনে হলো যে, তাকে নিষ্কিপ্ত  
কিছু সময়ের জন্যে কারাগারে নিষেক করতে হবে,  
অথবা ইতিমধ্যেই তারা (তার সচরিত্রতার) যাবতীয়  
নির্দেশন দেখে নিয়েছে।

ثُمَّ بَدَأَ الْهَمْرُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْأَيْتِ  
لِيَسْجُنَهُنَّهُ حَتَّىٰ حِينَ ④

৩৬. (একই সময়) তার সাথে আরো দু'জন যুবকও  
(সে) কারাগারে প্রবেশ করলো, (একদিন) ওদের  
একজন (ইউসুফকে) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি,  
আমি আংগুর নিংড়ে (তার) রস বের করছি, অপর  
জন বললো, আমি দেখেছি আমি আমার মাথার ওপর  
রুটি বহন করছি, (কিছু) পাখী তা থেকে (খুঁটে খুঁটে)  
থাচ্ছে, (উভয়ই ইউসুফকে বললো); তুম আমাদের  
এর ব্যাখ্যা বলে দাও, আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি  
(আসলেই) ভালো মানুষদের একজন।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَبَيَّنَ ۖ قَالَ أَحَدُهُمْ  
إِنِّي أَرَيْنِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ  
إِنِّي أَرَيْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا  
تَأْكِلُ الطَّيْرَ مِنْهُ ۖ نَبَيَّنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّ  
نَّرِبَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ④

৩৭. সে বললো (এ বেলা) তোমাদের যে খাবার  
দেয়া হবে তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই  
আমি তোমাদের উভয়কে এর ব্যাখ্যা বলে দেবো,  
(আসলে) এ হচ্ছে সে জ্ঞানেরই অংশবিশেষ,  
যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; আমি  
ইতিমধ্যেই তাদের জাতিকে বর্জন করেছি যারা  
আল্লাহর ওপর ঈশ্বান আনে না, (উপরত্ব) তারা  
আখেরাতেও বিশ্বাস করে না।

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تَرْزَقُنَّهُ إِلَّا  
نَبَاتَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا  
ذَلِكُمَا مِمَّا عَلِمْنَيْ رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ  
مَلَةً قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ  
هُمْ كُفَّارُونَ ④

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক  
ও ইয়াকুবের মিল্লাতের অনুসরণ করিঃ (ইবরাহীমের  
অনুসূরী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে,  
আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবো;  
(তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) আমাদের ওপর এবং  
সমস্ত মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেরই  
একটা অংশ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ অনুগ্রহের)  
কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

وَأَنْبَعْتُ مَلَةً أَبَاءِي أَبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ  
مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَقَىٰ  
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ④

يَصَاحِبِي السَّجْنَيْ أَرْبَابَ مُتَفَرِّقُونَ  
مَاتَغْبُلُونَ مِنْ دُونِهِ الْأَشْمَاءُ  
سَمِيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبْأَكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ  
بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ  
أَمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي يَنْ  
قِيمُ وَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ  
خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

৪০. তাকে ছেড়ে তোমরা যাদের এবাদাত করছো, তা তো কতিপয় নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা (এমনি এমনিই) রেখে দিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে কোনো দলীল প্রমাণ নায়িল করেননি, (মূলত) আইন জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার; আর তিনিই আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো গোলামী করবে না; এটাই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান, কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এটা) জানে না।

৪১. হে আমার জেলের সাথীরা (তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে), তোমাদের একজন সে তার মালিককে শরাব পান করাবে, আর অপরজন, যার মাথা থেকে পাথী (খুঁটে খুঁটে) ঝুঁটি খাচ্ছিলো, সে অচিরেই শূলবিন্দ হবে (এই হচ্ছে সে বিষয়টির ব্যাখ্যা), যা তোমরা উভয়ে জানতে চাচ্ছিলো, (ইতিমধ্যেই কিন্তু) তার ফয়সালাও হয়ে গেছে!

৪২. তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে সে মনে করেছে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে, তাকে (উদ্দেশ্য করে) সে বললো, (মুক্তি পাওয়ার পর তুমি) তোমার মালিকের কাছে আমার কথা বলো, কিন্তু (সে মুক্তি পাওয়ার পর) শয়তান তাকে তার মালিকের কাছে (ইউসুফের কথাটা বলতে) ভুলিয়ে দিলো, ফলে কয়েক বছর সময় ধরে সে কারাগারেই পড়ে থাকলো।

৪৩. (একদিন) বাদশাহ (তার পারিষদদের) বললো, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, সাতটি পাতলা গাড়ী সাতটি মোটা গাড়ীকে খেয়ে ফেলছে, (দেখলাম) সাতটি সবুজ (ফসলের) শীষ, আর শেষের সাতটি (দেখলাম) শুকনো, হে (আমার দরবার) প্রধানরা, তোমরা আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যদি তোমরা (কেউ এ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানো!

৪৪. তারা বললো (হে রাজন), এ তো হচ্ছে কতিপয় অর্থহীন স্বপ্ন, আমরা তো (এ ধরনের) অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না।

৪৫. যে দু'জনের একজন (কারাগার থেকে) মুক্তি পেয়েছিলো, দীর্ঘ দিন পর (ইউসুফের কথা) তার মনে হলো, সে (দরবারী লোকদের কথাবার্তা শুনে) বললো, আমি এঙ্গুণি তোমাদের এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দাও।

৪৬. (কারাগারে গিয়ে সে বললো,) হে ইউসুফ, হে সতর্বাদী, 'সাতটি পাতলা গাড়ী সাতটি মোটা গাড়ীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সুবৃজ শ্যামল ফসলের শীষ অপর সাতটি শুকনো শীষ'-এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা তুমি আমাদের বলে দাও, আমি আশাকরি (এ ব্যাখ্যা নিয়ে) মানুষদের কাছে ফিরে যাবো, হয় তো (এর ফলে) তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে তোমার মর্যাদা সম্পর্কেও) জানতে পারবে।

৪৭. সে বললো (এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে), তোমরা ক্রমাগত সাত বছর ফসল ফলাতে থাকবে, অতপর ফসল তোলার সময় আসলে তোমরা যে পরিমাণ ফসল তুলতে চাও তার মধ্য থেকে কিছু অংশ তোমরা খাবারের জন্যে রাখবে, তা বাদ দিয়ে বাকি অংশ (যাতে করে বিনষ্ট না হয় সে জন্যে) শীবসমেত রেখে দেবে।

৪৮. এরপর আসবে সাতটি কঠিন (খারার) বছর, যা এর আগের কয় বছরের (গোটা সপ্তাহেই) খেয়ে ফেলবে, যা তোমরা আগেই এ কয় বছরের জন্যে জমা করে থাকবে, তার সামান্য পরিমাণ ছাড়া, যা তোমরা (বাজের জন্যে) রেখে দেবে।

৪৯. অতপর একটি বছর এমন আসবে, যখন মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে, তাতে তারা (প্রচুর) আংশের রসও বের করবে।

৫০. (একথা শুনে) বাদশাহ (আগ্রহের সাথে) বললো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, যখন (শাহী) দৃত তার কাছে (এ খবর নিয়ে কারাগারে) এলো, তখন সে বললো (আমার বিরুদ্ধে আনন্দ অভিযোগ আগে তদন্ত হোক), তুমি বরং তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজেস করো, সে নারীদের (সঠিক) ঘটনাটা কি ছিলো? যারা (প্রকাশ্য মজলিসে) নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিলো (আমি জানি), আমার রব তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৫১. বাদশাহ সে নারীদের (দরবারে তলব করে তাদের) জিজেস করলো, (বলো তো, সেদিন) তোমাদের কী হয়েছিলো, যেদিন তোমরা ইউসুফের কাছ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে; তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা মহান! আমরা তো তার ওপর কোনো পাপ কিংবা এ ধরনের কোনো অভিযোগই দেখতে পাইনি; (একথা শুনে) আয়ীয়ের স্ত্রী বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হয়েই গেছে, (আসলে) আমিই তার কাছে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো সত্যবাদীদের একজন।

৫২. (রাস্তীয়) তদন্তের খবর শুনে ইউসুফ বললো,) এটি (আমি) এ জন্যেই (করতে বলেছিলাম), যেন বাদশাহ জেনে নিতে পারে, আমি (আয়ীয়ের) অবর্তমানে কখনো (তার আমানতের) খেয়ালনত করিনি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা খেয়ালনতকারীদের সঠিক পথ দেখান না।

يُوسُفُ أَيْمَانَ الصِّدِيقِ أَفْتَنَاهُ سَبْعَ بَقْرَتِ سِيَانَ  
يَا كَلِمَنَ سَبْعَ عَجَانَ وَسَبْعَ سَنْبَلَتْ خَضْرٌ وَآخَرَ  
يَبِسْتَ لَعْلَى أَرْجَعَ إِلَى النَّاسِ لَعْمَهُ يَعْلَمُونَ

قَالَ تَزْدَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا  
حَصَلَ تَرَفَّلَ رُوْهَ فِي سُنْبَلَهِ إِلَّا قَلِيلًا  
مِمَّا تَأْكِلُونَ

ثُرَيَّاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شَلَادِ يَاكِلُونَ  
مَا قَلَ مَتَمَّ لَهُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

يُمْرِيَّاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فَيُهْيِي  
يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

وَقَالَ الْمَلْكُ أَئْتُنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ  
الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأْلُهُ  
مَا بَأْلُ النِّسَوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَ  
إِنْ رَبِّي بِكَيْدِهِنَ عَلَيْهِمْ

قَالَ مَا خَطَبْكَ إِذَا رَأَوْدَتْنَ يُوسُفَ عَنْ  
نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ  
مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأُتُ الْعَزِيزِ الْعَنْ  
حَصْصَ الْحَقِّ إِنَّا رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ  
وَإِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِيقِينَ

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ  
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ



وَمَا أَبْرَى نَفْسٍ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ  
بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④۴۵

۵۴. بادشاہ بوللے، تاکے آماں کا ہے نیوے  
اوے، آمی تاکے اکاؤنڈا بے آستاخلصہ  
نیدھ کرے را خوبے، ات پر بادشاہ یخن تاک سا خوے  
کथا بوللے، (تھن) سے بوللے، تومی آجاں ساتھی  
آماں دے کا ہے اک جن سماں ویشنت بختی!

وَقَالَ الْمَلِكُ أَئْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ  
لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلِمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ  
لَلَّيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ④۴۶

۵۵. سے بوللے، (یہی آماں کے بخششی ملنے کررو  
تاہلے) راجے کے (بیش خل خدا) - بادشاہ کے وپر  
آماں کے دایی تکشیل باناو، اب شاید آمی اک جن  
بیشش رکھک و ابیجی و بٹے ।

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي  
حَفِظٌ عَلَيْمٌ ④۴۷

۵۶. ابادیہ آمی ایڈسون کے (میسرے) بُخندے  
کشمکش دان کرلماں، یعنی دے شے کے یہی  
سے کھانے سے بس بساں کرتے پارے، آمی یا کے چاہی  
تاک کا ہے آماں رہنم پوچھ دیئی، آمی کختنے  
نککار لوک دے پاونا بینٹ کری نا ।

وَكَنْ لَكَ مَكَنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ  
يَتَبَوَّأْ مِنْهَا حِيَثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا  
مِنْ نَشَاءِ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ④۴۸

۵۷. یارا (آلاہار وپر) دیمان آنے اب و تاکے  
بڑی کرے، تا دے کے جنے اخیر اتے کے پاونا رہیے،  
یا انکے عتمد ।

وَلَا حِلْ لِآخِرَةٍ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا  
يَتَقَوَّنَ ④۴۹

۵۸. ایڈسون کے (دیکھنے کے رسم دے کے جنے  
میسرے) الوے اب و (اک دین) تارا تاک سامنے و  
ہایر ہلوے، سے تا دے کے چن تے پارلے، (کیسٹ)  
تارا تاک جنے اچنہ ای خکے گلے ।

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَخَلُوا عَلَيْهِ  
فَعَرَفُهُمْ وَهُرَّ لَهُ مُنْكِرُونَ ④۵۰

۵۹. یخن سے تا دے رسم دے کے بھٹکا (سمنڈن)  
کرے دیلوے، تکھن سے (تا دے) بوللے، (پرے رواں  
تومارا) تومارے پیتار کا ہے خکے تومارے  
(بیمادری) تا ایتکے نیوے آماں کا ہے آس بے،  
تومارا کی دے ختے پاچھے نا، آمی (ماٹا) ہی سبے  
مے پے رسم دے دیئی، آمی اک جن عتمد اتی دی پرایان  
بختی و بٹے ।

وَلَمَّا جَهَزْ هُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَئْتُونِي  
بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ إِلَّا تَرَوْنَ أَنِّي  
أُوفِيَ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ ④۵۱

۶۰. یہی (آگامی بار) تومارا تاکے نیوے آماں  
کا ہے نا آسے، تاہلے آماں کا ہے کیسٹ تومارے  
جنے (آر) کوئے رسم دھا کرے نا، (سے ابھٹا) یا  
تومارا آماں کا ہے ویہوے نا ।

فَإِنَّ لَمْ تَأْتِنِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي  
وَلَا تَقْرَبُونِ ④۵۲

61. তারা বললো, এ বিষয়ে আমরা তার পিতাকে অনুরোধ (করে সম্মত) করবো, আমরা অবশ্যই (তাকে আনার চেষ্টা) করবো ।

قَالُوا سَرَّا وَدْ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعْلُونَ ⑥

62. সে তার (রসদ) কর্মচারীদের বললো, এ লোকদের মূলধন তাদের মালপত্রের ভেতর রেখে দাও, যাতে করে ওরা তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে গেলে তা চিনে নিতে পারে, সম্ভবত (এ কারণেই) তারা (আবার) ফিরে আসবে ।

وَقَالَ لِفَتِينِهِ أَجْعَلُوهَا بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرُفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ⑦

63. যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেলো, তখন তারা বললো, হে আমাদের পিতা, আমাদের (ভবিষ্যতের) রসদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে যেতে দাও, যাতে করে আমরা (তার ভাগসহ) ঘোন করে রসদ আনতে পারি, অবশ্যই আমরা তার হেফায়ত করবো ।

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنْعَ مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ⑧

64. সে বললো, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সেভাবেই ভরসা করবো, যেভাবে ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর ভরসা করেছিলাম; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (মানুষের) উত্তম রক্ষক এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ।

قَالَ هَلْ أَمْنَكُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنَتْكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ حَفَظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ⑨

65. অতপর তারা যখন মালপত্র খুললো তখন তারা (যা দিয়ে রসদ খরিদ করেছিলো— দেখতে) পেলো, সে মূলধন তাদের (পুরোপুরি) ফেরত দেয়া হয়েছে; (এটা দেখে) তারা বললো, হে আমাদের পিতা, (এর চাইতে বেশী মহানুভবতা) আমরা আর কি চাইতে পারি; (দেখে) এই হচ্ছে আমাদের মূলধন যা আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে; (এবার আমরা যাই এবং) আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে রসদ নিয়ে আসি, আমরা আমাদের ভাইয়েরও হেফায়ত করবো এবং (ভাইয়ের কারণে) আমরা অতিরিক্ত একটি উট (বোঝাই) রসদও আনতে পারবো; এবারের রসদ তো পরিমাণে কম ।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رَدَتِ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هُنَّا بِضَاعَتْنَا رَدَتِ إِلَيْنَا وَنَمِيرَ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ⑩

66. সে বললো, আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না— যতোক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে (আমাকে) অংগীকার দেবে যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে (ফিরিয়ে) আনবে, তবে যদি তোমরা নিজেরাই (সমস্যায়) পরিবেষ্টিত হয়ে যাও, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা, অতপর যখন তারা তার কাছে তাদের অংগীকার নিয়ে হায়ির হলো, তখন সে বললো, আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর কর্মবিধায়ক ।

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مَوْتَقَأً مِنَ اللَّهِ لَتَاتَنِي بِـ إِلَّا أَنْ يَحَا بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْتَقَمِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكَيْلٌ ⑪

৬৭. সে বললো, হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরজা দিয়ে (নগরে) প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (তাহলে তোমাদের সংখ্যা কারো মনে হিংসা সৃষ্টি করবে না, আসলে) আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোনো কাজেই আসবো না; বিধান (জারি করার কাজ) শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট); আমি (সর্বদা) তাঁর ওপরই নির্ভর করি, যারা ভরসা করে তারা যেন আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَلْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ  
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتْفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَى  
عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا  
لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَعَلَيْهِ فَلِيَتَوَكَّلِ  
الْمَتَوَكِّلُونَ ④

৬৮. অতপর তারা (সেখানে) ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছিলো; (যদিও) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে এটা কোনোই কাজে আসেনি, তবে (হ্যাঁ,) এটা ছিলো ইয়াকুবের মনের একটি ধারণা, যা সে পূর্ণ করে নিয়েছিলো, অবশ্যই সে ছিলো অত্যন্ত জনী ব্যক্তি, কেননা তাকে জ্ঞান আমিই শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حِيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ  
مَا كَانَ يَغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ  
إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا  
وَأَنَّهُ لَنْ وَعَلِمْ لِمَا عَلِمْنِي وَلِكَيْ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑥

৬৯. যখন তারা ইউসুফের কাছে হায়ির হলো, তখন সে তার (নিজ) ভাইকে তার পাশে (বসার) জায়গা দিলো এবং (একান্তে) তাকে বললো, আমি হচ্ছি তোমার ভাই (ইউসুফ), এরা (তোমার আমার সাথে) যা করছিলো তার জন্যে তুমি কোনো কষ্ট নিয়ে না।

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَخَاهُ  
قَالَ إِنِّي أَنَا أَخْوَكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑦

৭০. অতপর সে যখন তাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে দিলো, তখন তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে সে একটি (রাজকীয়) পানপাত্র রেখে দিলো, (এরপর যখন তারা রসদ নিয়ে রওনা দিলো, তখন) একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বললো, হে কাফেলার যাত্রীদল (শাহী পানপাত্র ছুরি হয়ে গেছে), আর নিসন্দেহে তোমারাই হচ্ছে সে চোর!

فَلَمَّا جَهَزْهُرِ بِجَهَازِهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي  
رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مَؤْذِنَ آيَتَهَا الْعِيرَ  
إِنْكِرْ لَسْرِقُونَ ⑧

৭১. ওরা তাদের দিকে (একটু) এগিয়ে এলো এবং জিজেস করলো, বলো তো! কি জিনিস যা তোমরা হারিয়েছো?

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِيْ وَنَ ⑨

৭২. তারা বললো, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, যে ব্যক্তি তা (খুঁজে) আনবে, (তার জন্যে) উট বোঝাই (রসদের ব্যবস্থা) থাকবে এবং আমিই তার যামিন থাকবো।

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلَكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ  
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ⑩

৭৩. তারা বললো, আল্লাহর শপথ, তোমরা ভালো করেই (একথা) জানো, আমরা (এ) দেশে কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি, (উপরত্ব) আমরা চোরও নই!

قَالُوا تَاهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا جِئْنَا لِنَفْسِ  
فِي الْأَرْضِ وَمَا كَنَا سَرْقِينَ ⑪

৭৪. লোকেরা বললো, যদি (তল্লাশি নেয়ার পর) তোমরা মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও তাহলে (যে চুরি করেছে) তার শাস্তি কি হবে?

قَالُوا فَمَا جَرَأْتُمْ إِنْ كَنْتُمْ كُلُّ بَيْنَ

৭৫. তারা বললো, তার শাস্তি! (হাঁ) যার মাল-সামানার ভেতরে সে (পানপাত্র)-টি পাওয়া যাবে, সে নিজেই হবে তার শাস্তি; আমরা তো (আমাদের শরীয়তে) যালেমদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

قَالُوا جَرَأْتُمْ مِنْ وَجْهِ رَحْلِهِ فَمَا جَرَأْتُمْ  
كُلُّ لَكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ④

৭৬. তারপর সে তার (নিজ) ভাইয়ের মালপত্রের (তল্লাশির) আগে ওদের মালপত্র দিয়েই (তল্লাশি) করতে শুরু করলো, অতপর তার ভাইয়ের মালপত্রের ভেতর থেকে সে (পানপাত্র)-টি বের করে আনলো; এভাবেই ইউসুফের জন্যে আমি (তার ভাইকে কাছে রাখার) একটা কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম; নতুবা (মিসরের) রাজার আইন অনুযায়ী সে তাঁর ভাইকে (চাইলেই) রেখে দিতে পারতো না, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন সেটা ভিন্ন কথা; আমি যাকেই চাই তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই; প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপরেই অধিকতর জ্ঞানী সত্তা রয়েছেন।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ  
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كُلُّ لَكَ كُلُّ نَ  
لِيُوسْفَ مَا كَانَ لِيَأْخُلَّ أَخَاهُ فِي دِيْنِ  
الْمَلْكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَا نَرَفَعُ دَرَجَتَ  
مِنْ نَشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ⑤

৭৭. তারা বললো, যদি সে চুরি করেই থাকে (তাহলে এতে আশ্র্যাবিত হবার কিছুই নেই), এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিলো, (নিজের সম্পর্কে এই জঘন্য কথা শুনেও) ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন করে রাখলো, কখনো তাদের কাছে তা প্রকাশ করলো না, (মনে মনে এটুকুই) সে বললো, তোমাদের অবস্থা তো আরো নিকৃষ্ট, তোমরা (আমাদের সম্পর্কে) যা বলছো সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

قَالُوا إِنْ يَسِيقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخَاهُ  
مِنْ قَبْلٍ فَإِسْرَارُهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ  
وَلَمْ يَبْيِنْ هَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرْكَانَا  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْفُونَ ⑥

৭৮. তারা বললো, হে আযীয়, এ ব্যক্তির পিতা (বেঁচে) আছে, সে অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর জায়গায় তুমি আমাদের একজনকে রেখে দাও, আমরা তোমাকে একজন মহানুভব ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি।

قَالُوا يَا يَهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا  
كَبِيرًا فَخُنْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ  
مِنَ الْمُحَسِّنِينَ ⑦

৭৯. সে বললো, আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই, যার কাছে আমরা আমাদের (হারানো) মাল পেয়েছি, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রেখে দেবো কি করে? এমনটি করলে আমরা তো যালেমদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো!

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَنَّ  
مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَظَلَمْوْنَ ⑧

৮০. অতপর তারা যখন তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে পড়লো, তখন তারা একাকী বসে নিজেদের

فَلَمَّا أَسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجْيَا قَالَ

مধ্যে سَلَّا پَارَامَرْشَ کَرَاتِ لَالَّا گَلَوَ، تَادِيرَ مَدْيَهَ يَهَ  
بَدْلَوَ- سَے بَلَلَوَ، (آچَّا) تَوَمَّارَا کِی اِتَّا جَانَوَ نَا،  
تَوَمَّادِرَ (بَدْلَ) پِیٰ تَوَمَّادِرَ کَاهَ خَطَکَے آَلَّا هَرَ  
نَامَهَ اَنْجَکَارَ نِیَوَھَلَوَ، تَاهَ چَادَّا اَرَ آَنَگَهَ  
اِیٰسُوفَرَ فَبَیَانَوَ تَوَمَّارَا (کَتَّوَ) بَدْلَ اَنْجَیَهَ  
کَرَهَلَوَ! اَمِیٰ تَوَهَ کَوَنَوَ اَبَسْتَھَایَ (اَدَّ) دَهَشَ خَطَکَے  
نَدْلَوَ نَا، يَتَوَکَّشَنَهَ نَا اَمَّا رَپِیٰ تَوَمَّارَا کَرَهَلَوَ  
آَمَّا رَجَنَیَ (کَوَنَوَ) سِنَدَّا نَا کَرَهَلَوَ، آَلَّا هَرَ  
تَاهَلَّا اَتَیَ حَصَنَ سَرَوَتَمَ فَیَسَالَکَارَیِ!

كَبِيرَ هَرَ الَّرَّ تَعْلَمَوا أَنَّ أَباَكَرَ قَلَّا أَخَلَّ  
عَلَيَّكَمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلَ مَا  
فَرَّ طَنَرَ فِي يُوسُفَ، فَلَنَّ أَبْرَحَ الْأَرْضَ  
حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِيٌّ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي  
وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ ④٥

۸۱. (سے تَادِيرَ بَلَلَوَ،) تَوَمَّارَا (بَرَادَ) تَوَمَّادِرَ  
پِیٰ تَادِيرَ کَاهَهَ فِی رِيَهَ یَوَادَ اَوْ اَرَبَّ بَلَلَوَ، هَے اَمَّا رَدِيرَ  
پِیٰ تَوَمَّارَا چَلَلَ (بَادَشَاهَرَ پَانَپَادَ) چَرِیٰ  
کَرَهَلَوَ، اَمَّا رَهَ تَوَهَ (تَوَمَّارَا کَاهَهَ) سَتُّوْکُوْہِ بَلَلَوَ  
یَا اَمَّا رَهَ جَانَتَهَ پَرَهَلَوَ، اَمَّا رَهَ تَوَهَ گَایَبَهَرَ  
(خَبَرَ) سَرَرَکَشَ کَرَتِ پَارِی نَا।

إِرْجِعُو إِلَىٰ أَبِيكَرْ فَقُولُوا يَا بَانَا إِنَّ  
ابْنَاكَ سَرَقَ، وَمَا شَهَدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا  
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفَظِينَ ⑤

۸۲. (بَیَشَاسَ نَا هَلَلَ) یَهَ جَنَپَدِ اَمَّا رَهَ اَبَسْتَھَانَ  
کَرَهَلَوَ تَادِيرَ کَاهَهَ (نَا هَلَلَ) تُوْمِی جِیْجِسَ کَرَوَ  
اَرَبَّ سے کَافِلَالَکَوَوَ (جِیْجِسَ کَرَوَ)، یَادِرَ سَاطَهَ  
اَمَّا رَهَ (اَکَتَرَ) اَسِئَّ؛ اَمَّا رَهَ اَسَلَلَهَ اَسَلَلَهَ سَاتَ کَثَهَ  
بَلَلَچِیٰ!

وَسَأَلَ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ  
الَّتِي أَقْبَلَنَا فِيهَا، وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ⑥

۸۳. (کَثَاعَلَوَ شَوَنَ) سے بَلَلَوَ، (آسَلَلَ) تَوَمَّادِرَ  
مَنَ تَوَمَّادِرَ (سُوَبِدَارَ) جَنَیَ اَکَتَوَ  
کَثَهَ بَانِیَهَ نِیَوَھَلَوَ (تَاهَ تَوَمَّارَا اَسَبَ بَلَلَچِیٰ)،  
اَتَپَارَ عُوتَمَ رَدَیَهَی (آمَّا رَهَ اَکَمَادَ پَادَهَهَ);  
آَلَّا هَرَ تَاهَلَّا هَلَلَتَهَ وَدَنَرَ سَبَاهَیکَ اَکَتَرَهَ  
آَمَّا رَهَ کَاهَهَ اَنَّهَ ہَایِرَ کَرَهَلَوَ؛ تِینِ اَبَشَیَهَ  
سَرَجَنَ، کُوشَلَیِ!

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا  
فَصَبَرْ جَمِيلَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَاتِيَنَّ بِهِمْ  
جَمِيعًا إِنَّهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ⑦

۸۴. سے وَدِرَ کَاهَ خَطَکَے مُعَذَّبَیِ نِیَوَھَلَوَ اَوْ بَلَلَوَ  
(نِیَجَے نِیَجَے) بَلَلَوَ، هَایِ اِیٰسُوفَ! (اِتِیَمَدِی)  
شَوَکَرَهَ کَارَنَهَ تَارَ چَوَخَوَ سَادَهَ هَلَلَهَ گَلَهَ، سے  
نِیَجَے وَ دَارَنَگَتَهَ بَلَلَچِیٰ!

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِیٰ عَلَیٰ يُوسَفَ  
وَأَبِیَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ⑧

۸۵. (پِیٰ تَادِيرَ اَبَسْتَھَانَ) تَارَ بَلَلَوَ، آَلَّا هَرَ  
کَسَمَ، تُوْمِی تَوَهَ شَوَنَ اِیٰسُوفَرَ کَاهَهَ مَنَهَ  
کَرَهَلَوَ، يَتَوَکَّشَنَهَ پَرَهَتَهَ تَارَ چَسَّاَیَ تُوْمِی مُمَرْعَهَ  
هَلَلَهَ پَدَبَهَ، کَیْبَا (تَارَ چَسَّاَیَ) تُوْمِی ۶۷۸۳ هَلَلَهَ  
یَارَهَ!

قَالُوا تَاهَلَلَ تَفَتَّوَا تَنَّكَرَ يُوسَفَ حَتَّىٰ  
تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْمُلْكِيَّنَ ⑨

۸۶. سے بَلَلَوَ، اَمِیٰ تَوَهَ اَمَّا رَهَ یَسْرَانَ، اَمَّا رَهَ  
دُنْشِیَّتَهَ سَبَ آَلَّا هَرَ تَاهَلَّا رَهَ کَاهَهَ نِیَوَھَلَوَ،

قَالَ إِنَّا أَشْكَوْا بَشَیٰ وَحَزَنَیٰ إِلَى اللَّهِ ۹۱

আমি আল্লাহর কাছ থেকে যতোটুকু জানি, তোমরা তা  
জানো না।

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

৮৭. হে আমার ছেলেরা, তোমরা (মিসরে) যাও এবং  
ইউসুফ ও তার ভাইকে (আরেকবার) তালাশ করো,  
তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে  
না; আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে তো শুধু কাফের  
সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিরাশ হতে পারে।

يَبْنَىٰ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ  
وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ  
لَا يَأْيَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ  
الْكَفِرُونَ ﴿٣﴾

৮৮. তারা যখন (পুনরায়) তার কাছে হায়ির হলো,  
তখন তারা বললো, হে আয়ীয়, দুর্ভিক্ষ আমাদের  
পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করে দিয়েছে, (এবার)  
আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি, (এটা নিয়ে  
আপনি) আমাদের রসদ দান করার ব্যবস্থা করুন,  
এটা আমাদের দান করুন; যারা দান খয়রাত করে  
আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের পুরস্কৃত করেন।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا يَارِبِّ الْعَزِيزِ  
مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجَعْنَا بِضَاعَةً مُّزْجَةً  
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ  
اللَّهَ يَحِّزِّي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٤﴾

৮৯. (ভাইদের এ আকৃতি শুনে) সে বললো, তোমরা  
কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি  
আচরণ করেছিলে, কতো মূর্খ ছিলে তোমরা তখন!

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ  
إِذْ أَنْتُمْ جَهْلُونَ ﴿٥﴾

৯০. তারা বলে ঘৃঢ়লো, তুমই কি ইউসুফ! সে  
বললো, হাঁ, অমিই ইউসুফ, আর এ হচ্ছে আমার ভাই,  
আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনেক মেহেরবানী  
করেছেন (সত্যি কথা হচ্ছে), যে কোনো ব্যক্তিই  
তাকওয়া ও ধৈর্যের আচরণ করে (সে যেন জেনে  
রাখে), আল্লাহ তায়ালা কখনোই নেককার মানুষের  
পাওনা বিনষ্ট করেন না।

قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا  
يُوسُفُ وَهُنَّ أَخْيَرُ قَلْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا  
إِنَّهُ مَنْ يَتَقَوَّلْ وَيَصِيرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَآيُضَعُ  
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦﴾

৯১. ওরা বললো, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা  
অবশ্যই (আজ) তোমাকে আমাদের ওপর থাধান্য  
দিয়েছেন, আমরা (আসলেই) অপরাধী!

قَالُوا تَاهِلَّ لَقَدْ أَثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ  
كُنَّا لَخَطَئِينَ ﴿٧﴾

৯২. (ভাইদের কথা শুনে) সে বললো, আজ তোমাদের  
ওপর (আমার) কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ  
তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন, (কেননা) তিনি  
সব দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু!

قَالَ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ  
لَكُمْ وَهُوَ أَحَمَّ الرَّحِيمِينَ ﴿٨﴾

৯৩. তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং  
একে আমার পিতার মুখ্যভূলের ওপর রেখো, (এতে)  
তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, অতপর তোমরা  
তোমাদের সমগ্র পরিবার পরিজনদের নিয়ে আমার  
কাছে চলে এসো।

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِيْ هَلْ فَالْقَوْهُ عَلَى وَجْهِ  
أَبِيِّ يَاهِتْ بَصِيرًا وَأَتُونِيْ بِأَهْلِكُمْ  
أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

৯৪. (এদিকে) এ কাফেলা যখন (মিসর থেকে) বেরিয়ে পড়লো, তখন তাদের পিতা (আপনজনদের) বলতে লাগলো, তোমরা যদি (সত্যিই) আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো তাহলে (আমি তোমাদের বলবো,) আমি আসলেই ইউসুফের গন্ধ পাছি।

৯৫. তারা বললো, আল্লাহর কসম, তুমি তো (দেখছি এখনো) তোমার (সে) পুরনো বিভিন্নভিত্তেই পড়ে রয়েছো।

وَلَمَّا فَصَلَّتِ الْعِصْرَ قَالَ أَبُوهُسْنَاءِ  
لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفِنْ وِنَ<sup>১১</sup>

قَالُوا تَاهَ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ  
الْقَلِيلِ<sup>১২</sup>

৯৬. অতপর সত্যিই যখন (ইউসুফের খবর নিয়ে) সুসংবাদাদাতা তার কাছে উপস্থিত হলো এবং (ইউসুফের) জামাটি তার মুখমণ্ডলের ওপর রাখলো, তখন সাথে সাথেই তার দেখার শক্তি ফিরে এলো, (উৎফুল্প হয়ে) সে বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে (এমন সব) কিছু জানি যা তোমরা জানো না।

৯৭. তারা বললো, হে আমাদের পিতা, তুমি (আল্লাহর কাছে) আমাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, সত্যিই আমরা বড়ো গুনাহগার!

فَلَمَّا آتَنَا جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَدْهَ عَلَى وَجْهِهِ  
فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ الْمَرْأَلْ لَكُمْ<sup>১৩</sup>  
أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ<sup>১৪</sup>

خَطَّئِينَ<sup>১৫</sup>

৯৮. সে বললো, অচিরেই আমি তোমাদের জন্যে আমার মালিকের কাছে দোয়া করবো, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ  
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ<sup>১৬</sup>

৯৯. অতপর যখন তারা (সবাই) ইউসুফের কাছে চলে এলো, তখন সে তার পিতামাতাকে নিজের পাশে স্থান দিলো এবং (তাদের স্বাগত জানিয়ে) সে বললো, তোমরা সবাই আল্লাহর নামে নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করো।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَبُو يَهْ  
وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ<sup>১৭</sup>

১০০. সে তার পিতামাতাকে (সম্মানের) উচ্চাসনে বসালো এবং ওরা সবাই (দরবারের নিয়ম অনুযায়ী) তার প্রতি (সম্মানের) সাজ্দা করলো, সে বললো, হে আমার পিতা, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, (আজ) আমার রব যা সত্যে পরিণত করেছেন; তিনি আমাকে জেল থেকে বের করে আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তোমাদের মরুভূমি থেকে (রাজদরবারে এনে) তোমাদের ওপরও মেহেরবানী করেছেন, (এমনকি) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যেকার সম্পর্ক খারাপ করার পরও (তিনি দয়া করেছেন); অবশ্যই আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা (অত্যন্ত) নিপুণতার সাথেই আঞ্চাম দেন; নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

وَرَفَعَ أَبَوْيَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرَوَ لَهُ سُجَّلًا  
وَقَالَ يَا بَنِي هَلْ أَتَأْوِيلُ رِءْيَاتِي مِنْ قَبْلِ  
قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحَسَّ بِي  
إِذَا خَرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنْ  
الْبَدْلِ وَمِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بِيَنِي  
وَبَيْنِ أَخْوَتِي إِنْ رَبِّي لَطِيفٌ لَمَّا يَشَاءُ  
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ<sup>১৮</sup>

رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلِمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطَّرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ تَذَكَّرَتْ وَلَيْ فِي الْأَنْيَا وَالْأَخْرَةِ تَوَفَّى مُسْلِمًا وَالْحَقِّيْنِ بِالصِّلَّيْنِ ⑥

১০১. হে (আমার) রব, তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো, তুমি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছো, হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমই আমার একমাত্র অভিভাবক, একজন অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমার মৃত্যু দিয়ো এবং (পরকালে) তুমি আমাকে নেককার মানুষদের দলে শামিল করো।

১০২. (হে নবী, ইউসুফের) এ (কাহিনী) হচ্ছে গায়বের ঘটনাসমূহের একটি, এটা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমেই জানিয়েছি, তারা (যখন ইউসুফের বিরঞ্চে) তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছিলো এবং তারা যখন তার বিরঞ্চে ঘড়্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তুমি সেখানে হায়ির ছিলে না!

১০৩. (এ সত্ত্বেও) অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে যতোই তুমি চাও না কেন, তারা কখনো দ্বিমান আনার মতো নয়।

১০৪. তুমি তো (এ) কাজের জন্যে তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো না! এ (কোরআন) সৃষ্টিকূলের জন্যে একটি নসীহত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

১০৫. আকাশমণ্ডলী ও যমীনে (আল্লাহর কুদরতের) কতো (বিপুল) পরিমাণ নির্দশন রয়েছে, যার ওপর দিয়ে তারা অতিবাহন করে, অথচ তারা তার প্রতি উদাসীন।

১০৬. তাদের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তায়ালার ওপর দ্বিমান আনে (সাথে সাথে) আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের শরীকতা করে।

১০৭. তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে গেছে, (হঠাতে করে একদিন) তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার (সর্বগামী) আয়াবের শাস্তি কিংবা আকস্মিক কেয়ামত আপত্তি হবে এবং তারা (তা) টেরও পারবে না!

১০৮. (হে নবী,) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করিঃ আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাংশ সচেতনতার সাথেই (এ পথে তাদের) আহ্বান জানাই; আল্লাহ তায়ালা মহান, পবিত্র এবং আমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

১০৯. তোমার আগে বিভিন্ন জনপদে যতো নবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই (তোমার মতো) মানুষই ছিলো, আমি তাদের ওপর ওহী নাযিল করতাম;

এরা কি আমার যমীন পরিভ্রমণ করেনি, (করলে অবশ্যই) তারা দেখতে পেতো, এদের পূর্বেকার লোকদের কি (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো; (সত্য কথা হচ্ছে,) আখেরাতের ঠিকানা তাদের জন্যেই কল্যাণময় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে; তোমরা কি কিছুই অনুধাবন করবে না?

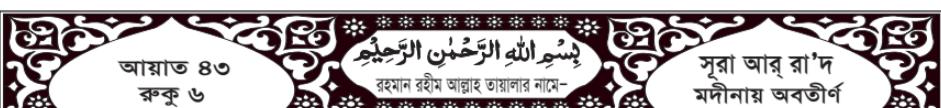
اللَّذِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا  
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَئِنْ أَرُوا لَاخِرَةً خَيْرٌ  
لِلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑤৫

১১০. এমনকি নবীরাও (তাদের মিথ্যা সাব্যস্ত করায় মাঝে মাঝে) নিরাশ হয়ে যেতো, তারা মনে করতো, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে) মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন (হঠাৎ করেই) তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হায়ির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলম তাকেই শুধু নাজাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আয়াব কথনোই রোধ করা যাবে না।

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْئَسَ الرَّسُولُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ  
قُلْ كُنْ بِوَا جَاءَهُمْ نَصْرًا فَنَجِيَ مِنْ  
نَّشَاءٍ وَلَا يَرِدُ بِأَسْنَاعِ الْقَوْمِ  
الْمُجْرِمِينَ ⑤৫

১১১. অবশ্যই তাদের কাহিনীতে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে; (কোরআনের) এসব কথা কোনো মনগড়া গল্প নয়, বরং এ হচ্ছে তারই স্পষ্ট সমর্থন যে আসমানী কিতাব তাদের কাছে আগে থেকেই মজুদ রয়েছে, (তাতে রয়েছে) প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞানিত ব্যাখ্যা, (সর্বোপরি রয়েছে) ঈমানদার মানুষদের জন্যে হেদয়াত ও রহমত।

لَقَلْ كَانَ فِي قَصَمِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَبَابِ  
مَا كَانَ حِلٌّ يَثَا يَفْتَرِي وَلَكِنْ تَصِيلِيقَ  
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ  
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يَوْمَ مِنْوَنَ ⑤৬



১. আলিফ-লা-ম-মী-ম-রা। এগুলো হচ্ছে (আল্লাহর) কিতাবের আয়াত এবং যা কিছু তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর নায়িল করা হয়েছে তা (সবই) সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এর ওপর দীমান আনে না।

الْمَرْتَبَاتُ لَكَ أَيُّ الْكِتَبِ وَالَّذِي  
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنْ أَكْثَرُ  
النَّاسِ لَا يَؤْمِنُونَ ⑤৭

২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা- যিনি আসমানসমূহকে কোনোরকম স্তুত ছাড়াই উঁচু করে রেখেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো, অতপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং তিনি সুরুজ ও চাঁদকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; সব কিছুই (এখানে) একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে; তিনিই সব কাজের পরিকল্পনা করেন, তিনি (তাঁর কুন্দরতের) সব নির্দেশন খুলে খুলে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা তোমাদের মালিকের সাথে দেখা করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে ঘেনে নিতে পারো।

اللَّهُ أَنْتَ رَفِيعُ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ  
تَرَوْنَهَا شَرَّأَسْتَوْيَيْ فِي الْعَرْشِ وَسَخَرَ  
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجْلِ  
مَسْمِيٍّ يَدِنِيرِ الْأَمْرِ يَفْصِلُ الْأَيْتِ  
لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقَنُونَ ⑤৮

৩. তিনিই (তোমাদের জন্য) এ যমীন বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড় ও নদী বানিয়ে দিয়েছেন; (সেখানে) রয়েছে রং বেরংয়ের সব ফল ফুল— তাতে তিনি (সবকিছু) বানিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিনকে রাত (-এর পোশাক) দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; অবশ্যই এসব কিছুর মাঝে তাদের জন্যে প্রচুর নির্দর্শন রয়েছে যারা (এ সম্পর্কে) চিন্তা করে।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا  
رَوَاسِيَ وَأَنْهَرًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمْرِ  
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الْيَلَى  
النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ①

৪. যমীনের রয়েছে বিভিন্ন অংশ, কোথাও আংগুরের বাগান, (কোথাও) শস্যক্ষেত্র, কোথাও খেজুর, তার (কিছু হয়তো) এক শির বিশিষ্ট (একটার সাথে আরেকটা জড়ানো), আবার (কোনোটি) একাধিক শির বিশিষ্ট, (অর্থ এর সব কয়টি উৎপাদনে) একই পানি সঞ্চালন করা হয়। আমি স্বাদে (গন্ধে) এক ফলকে আরেক ফলের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি, (আসলে) এসব কিছুর মধ্যে সে সম্পদায়ের জন্যে বহু নির্দর্শন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعَةً مَتْجُورَةً وَجِنْتَ مِنْ  
أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخْيَلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ  
صِنْوَانٍ يَسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ تَ وَنَفَقَ  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَا يَلِيقُهُمْ يَعْقِلُونَ ②

৫. (হে নবী,) যদি (কোনো কথার ওপর) তোমার আশ্চর্যিত হতেই হয়, তাহলে আশৰ্দ্য (হবার মতো বিষয়) হচ্ছে তাদের সে কথা (যখন তারা বলে), একবার মাটিতে পরিণত হবার পরও কি আমরা আবার নতুন জীবন লাভ করবো? এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা তাদের মালিককে অঙ্গীকার করে, এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের গলদেশে (কেয়ামতের দিন) লৌহ শৃঙ্খল থাকবে, এরাই হচ্ছে জাহান্মার অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

وَإِنْ تَعْجِبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا  
تُرْبَأَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ هُوَ أَوْلَئِكَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ الْأَغْلَلُ  
فِي آعْنَاقِهِمْ وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَلِّونَ ③

৬. এরা তোমার কাছে (হেদায়াতের) কল্যাণের আগে (আয়াবের) অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়, অর্থ এদের আগে (আয়াবের) বহু দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে; এতে সন্দেহ নেই, তোমার রব মানুষের ওপর তাদের (বহুবিধি) যুলুম সন্ত্রোষ (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, অবশ্যই তোমার রব শাস্তিদানের বেলায়ও কঠোর।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ  
وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلُتُ وَإِنَّ  
رَبَّكَ لَذِنْ وَمَغْفِرَةً لِلنَّاسِ فَلِظُلْمِهِمْ  
وَإِنْ رَبَّكَ لَشِينَ يَلِلْعِقَابِ ④

৭. যারা (তোমার নবুওত) অঙ্গীকার করে তারা বলে, কতো ভালো হতো— তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (দৃশ্যমান) নির্দর্শন নায়িল হবে, (তুমি বলো) তুমি তো হচ্ছে (আয়াবের) একজন সতর্ককারী (রসূলমাত্র)! আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই একজন পথপ্রদর্শক আছে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ  
أَيْةً مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا آتَيْتَ مِنْ رِزْقِهِ  
قَوْمٌ هَادٍ ⑤

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

৮. প্রতিটি নারী (তার গর্ভে) যা কিছু বহন করে এবং (তার) জরায়ু (সন্তানের) যা কিছু বাড়ায় কমায়, তার সবই আল্লাহ তায়ালা জানেন; তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুরই একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغْيِضُ  
الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَادُ دُوَّابٌ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِيقَاتِ رَبِّهِ (৫)

৯. তিনি দেখা অদেখা দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুই জানেন, তিনি মহান, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ (৫)

১০. তোমাদের মাঝে কোনো লোক আস্তে কথা বলুক কিংবা জোরে বলুক, কেউ রাতে (কোথায়ও) আত্মগোপন করে থাকুক কিংবা দিনে (আলোয়) বিচরণ করুক, এগুলো সবই তাঁর কাছে সমান।

سُوءٌ مِنْكُمْ مِنْ أَسْرِ الْقَوْلِ وَمِنْ جَهَرِ  
بِهِ وَمِنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالْبَيْلِ وَسَارِبٍ

بِالنَّهَارِ (৫)

১১. (মানুষ যে অবস্থায়ই থাক না কেন,) তার জন্যে আগে পেছনে একের পর এক (আসা ফেরেশতার) দল নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে হেফায়ত করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে; আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির জন্যে কোনো দুর্ঘস্থয়ের ইচ্ছা করেন তখন তা রাদ করার কেউই থাকে না- না তিনি ব্যতীত ওদের আর কোনো অভিভাবক থাকে!

لَهُ مَعْقِبَتِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ  
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ  
مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا  
أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَمَرْدَلَهُ وَمَا لَهُ  
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاللهُ (৫)

১২. তিনিই তোমাদের বিদ্যুতের (চমক) দেখান, এই (চমক মানুষের মনে নানা) ভয় ও আশার (সংঘর করে) এবং তিনিই (পানি) সঞ্চয়নী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعاً  
وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (৫)

১৩. (মেঘের নিষ্পাণ) গর্জন (যেমন) তাঁর সপ্তশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, তেমনি (সপ্তাণ) ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি (আকাশ থেকে) বজ্রাপাত করান, অতপর যার ওপর চান তার ওপরই তিনি তা পাঠান, অথচ এ (না-ফরমান) ব্যক্তিরাই আল্লাহ তায়ালার (অস্তিত্বের) প্রশংস বিতর্কে লিপ্ত হয়, তিনি তাঁর কৌশলে (ও মাহাত্ম্যে) অনেক বড়ো;

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ  
خِيفَتِهِ وَيُرِسِّلُ الصَّوَاعِقَ فِي صِيبَ  
بِهَا مِنْ يِشَاءِ وَهُمْ يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ  
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (৫)

১৪. (তাই) তাঁকে ডাকাই হচ্ছে সঠিক (কাজ); যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে, তারা (তাদের ডাকে) কখনোই সাড়া দেবে না, (এদের উদাহরণ হচ্ছে) যেমন একজন মানুষ, (পিপাসায় কাতর হয়ে) নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে এ আশায়, পানি (তার মুখে) এসে পৌছাবে, অথচ তা (কোনো অবস্থায়ই) তার কাছে পৌছুবার নয়, কাফেরদের দোয়া নিষ্পত্তি (কসরত ছাড়া আর কিছুই নয়)।

لَهُ دُعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَلْعَنُونَ مِنْ دُونِهِ  
لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بَشِّيٌّ لَا كَبَاسِطٌ كَفِيهِ  
إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ نَاهٌ وَمَا هُوَ بِالْفَغِيْهِ وَمَا  
دُعَاءُ الْكُفَّارِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (৫)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَّمَهُ بِالْغَدِيرِ وَالْأَصَالِ  
(তাদের মালিককে সাজদা করে) ।

১৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আসমানসমূহ ও যমীনের  
রব কে? তুমি (তাদের) বলো, একমাত্র আল্লাহ  
তায়ালা, তুমি (আরো) বলো, তোমরা কেন তাঁকে  
বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের অভিভাবকরপে গ্রহণ  
করো, যারা নিজেদের কোনো লাভ লোকসান করতে  
সক্ষম নয়; তুমি (এদের) জিজেস করো, কখনো অক্ষ  
ও চক্ষুশান ব্যক্তি কি সমান হয়, কিংবা অঙ্ককার ও  
আলো কি কখনো সমান হয়? অথবা এরা আল্লাহর  
সাথে এমন কিছুকে শরীক করে নিয়েছে যে, তারা  
আল্লাহর সৃষ্টির মতো (কিছু) বানিয়ে দিয়েছে, যার  
কারণে সৃষ্টির (ব্যাপার)টি তাদের কাছে সন্দেহের  
বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে; তুমি তাদের বলো,  
যাবতীয় সৃষ্টির স্মষ্টি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি  
একক, মহাপ্রাত্মকশালী!

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ  
اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخْلُنَّ تُرْمِنْ دُونَهِ أَوْلِيَاءَ  
لَا يَمْلُكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًا  
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ  
أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلْمَةُ وَالنُّورُ  
جَعَلُوا اللَّهَ شَرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ  
الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  
وَهُوَ أَوَّلُ الْقَهَّارِ ⑯

১৭. তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলেন, এরপর  
(নদী নলা ও তার) উপত্যকাসমূহ তাদের নিজ নিজ  
পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হলো, অতপর এ প্লাবন  
(আবর্জনার) ফেনা বহন করে (ওপরে) নিয়ে এলো;  
(আবার) যারা অলংকার ও যন্ত্রপাতি বানানোর জন্যে  
(ধাতুকে) আগুনে উত্পন্ন করে, (তখনে) কিন্তু তাতে  
এক ধরনের আবর্জনা ফেনা (হয়ে) ওপরে ওঠে  
আসে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের  
উদাহরণ দিয়ে থাকেন, অতপর (আবর্জনার) ফেনা  
এমনিই বিফলে চলে যায় এবং (পানি-) যা মানুষের  
উপকারে আসে তা যমীনেই থেকে যায়; এভাবেই  
আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের জন্যে সুন্দর) দৃষ্টান্তসমূহ  
পেশ করেন।

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةَ  
بِقَدَرِ رَهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيَّاً  
وَمِمَّا يُوَقِّدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ  
حَلِيلَةً أَوْ مَتَاعَ زَبَلَ مِثْلَهُ كَذَلِكَ  
يَفْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ هُوَ أَمَّا الرَّبُّ  
فَيَقِيلُ هَبْ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ  
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَفْرِبُ اللَّهُ  
الْأَمْثَالَ ⑯

১৮. যারা তাদের মালিকের আহ্বানে সাড়া দেয়  
তাদের জন্যে মহা কল্যাণ রয়েছে; আর যারা তাঁর  
জন্যে সাড়া দেয় না (কেয়ামতের দিন তাদের এমন  
অবস্থা হবে) যে, তাদের পৃথিবীতে যা কিছু (সম্পদ)  
আছে তা সব যদি তাদের নিজেদের (অধিকারে)  
থাকতো, তার সাথে যদি থাকতো আরো সম্পরিমাণ  
(ধন সম্পদ), তাহলে (আয়ার থেকে বাঁচার জন্যে)  
তারা তাও মুক্তিপূর্ণ হিসেবে আদায় করে দিতো;  
এরাই হবে সেসব (হতভাগ্য) মানুষ যাদের হিসাব  
হবে (খুবই) কঠিন, জাহানামই হবে ওদের নিবাস;  
কতো নিকৃষ্ট সে নিবাস!

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنِيٌّ  
وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا  
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَنَ وَابِهِ  
أُولَئِكَ لَهُمْ سوءُ الْحِسَابِ وَمَا وَنِيمَ  
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑯

১৯. সে ব্যক্তি কি জানে যে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার ওপর নাবিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য, সে কি করে এমন ব্যক্তির মতো হবে যে (এসব কিছু দেখেও) অঙ্গ (হয়ে থাকে); আসলে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,

أَفَمِنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  
الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَنَّّ كُرْأُولُوا  
الْأَلْبَابِ ১৯

২০. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা আল্লাহর সাথে (আনুগত্যের) চুক্তি মেনে চলে এবং কখনো প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করে না,

الَّذِينَ يَوْفَوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ  
الْمِيثَاقَ ২০

২১. আল্লাহ তায়ালা যেসব সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে, যারা (কেয়ামতের) কঠোর হিসাবকে ভয় করে;

وَالَّذِينَ يَصِلُّونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ آنَّ  
يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ  
الْحِسَابِ ২১

২২. যারা তাদের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে (বিপদ মিসিবতে) দৈর্ঘ্য ধারণ করে, যথারীতি নামায কায়েম করে, আমি তাদের যে রেয়েক দিয়েছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে- গোপনে কিংবা প্রকাশে, যারা (নিজেদের) ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজগুলোকে) দূরীভূত করে, তাদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
سِرَّاً وَعَلَانِيَةً وَيَلِرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ  
السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَقْبَى الدَّارِ ২২

২৩. (সে শুভ পরিণাম হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা নিজেরা (যেমনি) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও (প্রবেশ করবে), জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের (অভ্যর্থনা জানানোর) জন্যে ফেরেশতারাও তাদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করবে,

جَنَّتْ عَلَيْنِ يَلِرَءُونَهَا وَمِنْ صَلَاحِ مِنْ  
أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذَرِبِتِهِمْ وَالْمَلِئَةِ  
يَلِرَءُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَأْبِ ২৩

২৪. (ফেরেশতারা বলবে,) তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে দৈর্ঘ্য ধারণ করেছো (এটা তারই বিনিময়), আখেরাতের ঘরটি কতো উৎকৃষ্ট!

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَى  
الدَّارِ ২৪

২৫. (অপরদিকে) যারা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রূতিতে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যেসব সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা অক্ষুণ্ণ রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, (আল্লাহর) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, এরাই হচ্ছে সেসব লোক- যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) অভিশাপ এবং তাদের জন্যেই রয়েছে (আখেরাতে) নিকৃষ্ট আবাস।

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ  
مِيشَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ آنَّ  
يُوصَلَ وَيَفْسُلُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ  
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ২৫

২৬. আল্লাহ তায়ালা যার জীবনে পকরণে প্রশংসিতা দিতে চান- তাই করেন, আবার যাকে তিনি চান (তার রেয়েক) সংকীর্ণ করে দেন; আর এরা বৈষম্যিক জীবনের ধন সম্পদের ব্যাপারেই বেশী উল্লিখিত হয়, অথচ আখেরাতের তুলনায় এ পার্থিব জীবন (কিছু ক্ষণস্থায়ী) জিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৭. (হে নবী,) যারা (তোমার নবুওতকে) অঙ্গীকার করে তারা বলে, তার মালিকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো (অলোকিক) নির্দর্শন পাঠানো হলো না কেন; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহ করেন এবং তাঁর কাছে পৌছার পথ তিনি তাকেই দেখান যে তাঁর অভিমুখী হয়,

২৮. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর যেকেরে প্রশান্ত হয়, জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যেকেরই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে;

২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যেই রয়েছে সুখবর ও শুভ পরিণাম।

৩০. আমি তোমাকে এভাবেই একটি জাতির কাছে (নবী করে) পাঠিয়েছি, এর আগে অনেক কয়টি জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে, (তাদের কাছেও নবী পাঠিয়েছি) যাতে করে তুমি তাদের কাছে সে (কিতাব) পড়ে শোনাতে পারো, যা আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি, (এ সন্ত্রেও) তারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে; তুমি বলো, তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মাঝুদ নেই, আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি, তাঁর দিকেই (আমার) প্রত্যাবর্তন।

৩১. যদি পাহাড়সমূহকে কোরআন দিয়ে গতিশীল করে দেয়া হতো, কিংবা যমীন বিদীর্ঘ করে দেয়া হতো, অথবা তার মাধ্যমে যদি মরা মানুষকে দিয়ে কথা বলানো যেতো (তবুও এ মানুষগুলো ঈমান আনতো না), তবে (আসমান যমীনের) সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই (হাতে); অতপর ঈমানদাররা কি (একথা জেনে) নিরাশ হয়ে পড়লো যে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে সমগ্র মানব সন্তানকেই হেদয়াত দিতে পারতেন। যারা কুফুরের পথ অবলম্বন করেছে তাদের কোনো না কোনো বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, কিংবা তাদের আশপাশে তা আপত্তি হতে থাকবে,

اللَّهُ يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْرِئُ  
وَرَحْوًا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ  
الَّذِي نَيَّا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ  
أَيْةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمِّئُ قَلُوبُهُمْ بِنِكَرِ  
اللَّهِ أَلَا بِنِكَرِ اللَّهِ تَطَمِّئُ الْقُلُوبُ  
لَهُمْ وَحْسَنُ مَا بِهِ

كَنْ لَكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ  
قَبْلِهَا أَمْرٌ لَّتَلِوْا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا  
إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ  
هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَإِلَيْهِ مَتَابٌ

وَلَوْ أَنْ قَرَأْنَا سُورَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ  
قَطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلَمَرَبِّهِ الْمَوْتَىٰ  
بَلْ سَهِّلَ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا، أَفَلَمْ يَأْيَسِ الَّذِينَ  
آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُمْ النَّاسَ  
جَمِيعًا، وَلَا يَرَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبَهُمْ  
بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحْلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ

যে পর্যন্ত না (তাদের জন্য) আল্লাহ তায়ালার চূড়ান্ত (আয়াবের) ওয়াদা সমাগত হয়; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করেন না।

الْبِيَعَادُ ⑥

৩২. (হে নবী,) তোমার আগেও নবী রসূলদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, অতপর আমি তাদের অবকাশ দিয়েছি যারা কুফরী করেছে, এরপর আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি; কতো কঠোর ছিলো আমার আয়াব!

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ⑦

৩৩. যিনি প্রত্যেকটি মানুষের ওপর তাঁর দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত রাখেন যে- সে মানুষটি কি পরিমাণ অর্জন করেছে (তিনি কি করে অন্যদের মতো হবেন)? ওরা তো আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছে; (হে নবী) তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, তোমরা বলো তো ওদের নাম, অথবা তোমরা কি তাঁকে এমন (শরীকদের সম্পর্কে) খবর দিতে চাচ্ছে, এ যদীনে যাকে তিনি জানেনই না অথবা এটা কি তাদের কোনো মুখের কথা মাত্র? (আসল কথা হচ্ছে,) যারা কুফরী করেছে তাদের চোখে তাদের এ প্রতারণাকে শোভন করে দেয়া হয়েছে, তাদের (আল্লাহ তায়ালার) পথ (পাওয়া) থেকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে পথের দিশা দেখানোর (আসলেই) কেউ নেই।

৩৪. এদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে অনেক শাস্তি রয়েছে, অবশ্য আখেরাতে যে আয়াব রয়েছে তা আরো বেশী কঠোর, (মূলত) আল্লাহ (-এর ক্রোধ) থেকে তাদের বঁচাবার কেউই নেই।

৩৫. আল্লাহভীরও লোকদের সাথে যে জাহাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে (যেমন একটি বাগান), তার নীচে দিয়ে বার্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; তার ফলফলারি এবং তার (বাগানের গাছসমূহের) ছায়াসমূহও চিরস্থায়ী; এসবই হচ্ছে তাদের পরিণাম, যারা (দুনিয়ায়) তাকওয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে, (অপরাদিকে) কাফেরদের পরিণাম হচ্ছে (জাহানামের) আগুন।

৩৬. (হে নবী,) যাদের আমি (ইতিপূর্বে) কিতাব দান করেছিলাম তারা তোমার ওপর যা কিছু নায়িল করা হয়েছে তাতে বেশী আনন্দ অনুভব করে, এ দলে কিছু লোক এমনও আছে যারা এর কিছু অংশ অঙ্গীকার করে; তুম বলো, আমাকে তো আল্লাহর এবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, (আমি আদিষ্ট হয়েছি) যেন আমি তাঁর সাথে কোনো রকম শরীক না করি; আমি তোমাদেরকে তাঁর দিকেই আহবান করছি, তাঁর দিকেই (সবার) প্রত্যাবর্তন (হবে)।

مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدْنَا مُتَقْوِينَ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ أَكْلُهَا دَائِرٌ وَظَلَّمَا  
تَلْكَ عُقُوبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَعَقْبَى  
الْكُفَّارِ النَّارُ ⑧

وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِهَا  
أُنْزَلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَنْكِرُ  
بَعْضَهُ مَقْلِ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ آعِنَّ اللَّهَ وَلَا  
أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَأْبِ ⑨

৩৭. (হে নবী,) আমি এভাবেই এই (কোরআনকে) আরবী (ভাষায়) বিধান (বানিয়ে তোমার ওপর) নায়িল করেছি (যেন তুমি সহজেই তা বুঝতে পারো); তোমার কাছে (আল্লাহর) যে জ্ঞান এসেছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর সামনে তোমার কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না— না থাকবে (তোমাকে) বাঁচাবার মতো কেউ!

وَكَلِّ لَكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ  
أَتَبْعَثَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ  
الْعِلْمِ «مَالِكٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
وَاقٌِ» ৫

৩৮. (হে নবী,) তোমার আগেও আমি (অনেক) রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমি স্তুরী এবং সন্তান সন্ততিও বানিয়েছিলাম; কোনো রসূলের কাজ এটা নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া একটি আয়াত সে পেশ করবে; (মূলত) প্রতিটি যুগের জন্যেই রয়েছে এক একটি কিতাব।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ  
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْواجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
لِكُلِّ أَجِلٍ كِتَابٌ ৬

৩৯. আর (সেসব কিছুর মাঝে থেকে) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চান তা বাতিল করে দেন এবং যা কিছু ইচ্ছা করেন তা বহাল রাখেন, মূল ঘষ্ট তো তাঁর কাছেই আছে।

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ৭ وَعِنْدَهُ  
الْكِتَبِ ৭

৪০. (হে নবী,) যে (আয়াবের) ওয়াদা আমি এদের সাথে করি তার কিছু অংশ যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা (তার আগেই) যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই, তাহলে (উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, কেননা) তোমার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে (আমার কথা) পৌছে দেয়া, আর আমার কাজ হচ্ছে (সবার কাছ থেকে তার) হিসাব নেয়া।

وَإِنْ مَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْلَمْ هُنْ  
أَوْنَتَوْفَيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا  
الْحِسَابُ ৮

৪১. এরা কি দেখতে পায় না যে, আমি যমীনকে তার চার দিক থেকে (আস্তে আস্তে) সংকুচিত করে আনছি; আল্লাহ তায়ালাই আদেশ জারি করেন, তাঁর সে আদেশ উল্টে দেয়ার কেউই নেই, তিনি হিসাব এহণে খুবই তৎপর।

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتَى الْأَرْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ  
أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَامْعِقَبَ لِحُكْمِهِ  
وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ৯

৪২. যারা এদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে তারা (নানাভাবে) প্রতারণা করেছে, কিন্তু যাবতীয় কলা-কৌশল আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তিনিই জানেন প্রতিটি ব্যক্তি (কখন) কি অর্জন করে। অচিরেই কাফেররা জানতে পারবে আখেরাতের (সুখ) নিবাস কাদের জন্যে (তৈরী করে রাখা হয়েছে)।

وَقَلْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَلَّهُ الْمَكْرُ  
جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ  
وَسَيَعْلَمُ الْكَفَرُ لِمَنْ عَقَبَ إِلَّا دِرِ ১০

৪৩. (হে নবী,) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে, (তারা) বলে, তুমি নবী নও, তুমি ওদের বলে দাও, আমার এবং তোমাদের মাঝে (নবুওতের সাক্ষ্যের ব্যাপারে) আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, (যথেষ্ট) যার কাছে (পূর্ববর্তী) কিতাবের জ্ঞান আছে (তার সাক্ষ্যও)।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مَرْسَلًا قَلْ  
كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ  
عِنْهُ عِلْمٌ الْكِتَبِ ১১

১. আলিফ, লা-ম, রা। (এ কোরআন) এমন এক গ্রন্থ, (যা) আমি তোমার ওপর নাখিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর দ্বারা) মানুষদের তাদের মালিকের আদেশক্রমে (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে বের করে আনতে পারো, তাঁর পথে— যিনি মহাপরাক্রমশালী, যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য!

২. সে মহান আল্লাহর (পথে), যাঁর জন্যে আকাশমণ্ডলী ও যমনী যা আছে সব কিছু (নিবেদিত), যারা (আল্লাহকে) অধীকার করে তাদের জন্যে (রয়েছে) কঠিন শাস্তি।

৩. (এ শাস্তি তাদের জন্যে) যারা পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, (সর্বোপরি) এ (পথ)-কে (নিজেদের খেয়াল খুশীমতো) বাঁকা করতে চায়, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

৪. আমি কোনো নবীই এমন পাঠাইনি, যে তাঁর জাতির (মাতৃ)-ভাষায় (আমার বাণী তাদের কাছে পৌছায়নি), যাতে করে সে তাদের কাছে (আমার আয়াত) স্পষ্ট করে দিতে পারে; অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাকুশলী।

৫. অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নির্দেশনসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি, (তাকে নির্দেশ দিয়েছি), তুমি তোমার জাতিকে (জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোতে নিয়ে এসো এবং তুমি তাদের আল্লাহর (অনুগ্রহের বিশেষ) দিনগুলোর কথা শ্বরণ করাও; যারা একান্ত দৈর্ঘ্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, নিসন্দেহে তাদের জন্যে এর মাঝে অনেক নির্দেশন রয়েছে।

৬. মূসা যখন তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কথা শ্বরণ করো, (বিশেষ করে) যখন তিনি তোমাদের ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিলেন, যারা তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতো, তোমাদের ছেলেদের হত্যা করতো, তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো;

الرَّٰتِ كَتَبَ لَكُمْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ  
النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ  
رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْكَبِيرِ ①

اَللّٰهُ اَللّٰهُ لَهُ مَا فِي السّمَاوٰتِ وَمَا فِي  
الاَرْضِ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْكُفَّارِ ۖ مِنْ عَذَابٍ  
شَدِيدٍ ②

الَّذِينَ يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى  
الْآخِرَةِ وَيَصِّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَغْوِنُهَا  
عَوْجًا اُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيْدٍ ③

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمَهُ  
لِيَبْيَنَ لَهُمْ فَيُفْضِلُ اللّٰهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي  
مِنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ ④

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِإِيمَانِنَا أَنَّ أَخْرَجَ  
قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَ هُنَّ  
بِأَيْمَانِ اللّٰهِ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ  
صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑤

وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ  
إِذَا نَجَّحُكُمْ مِنْ أَلِّ فِرْعَوْنِ يَسْمُونَكُمْ سَوْءَ  
الْعَذَابِ وَيَلْبِسُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِوْنَ

তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে  
এতে বড়ো ধরনের একটি পরীক্ষা নিহিত ছিলো।

نَسَاءٌ كُمْبَرٌ وَفِي ذَلِكِمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥

৭. (স্বরণ করো,) যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন,  
যদি তোমরা (আমার অনুগ্রহের) শোকর আদায় করো  
তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে (এ অনুগ্রহ) আরো  
বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা (একে) অঙ্গীকার করো  
(তাহলে জেনে রেখো), আমার আযাব বড়োই কঠিন!

وَإِذْ تَأْدَنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ  
لَا زِينَ نَكْرُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَنِ الْأَبْيَانِ  
لَشِيلٌ ⑦

৮. মুসা (তার জাতিকে) বলেছিলো, তোমরা এবং  
পৃথিবীর অন্য সব মানুষ একত্রেও যদি (আল্লাহ  
তায়ালাকে) অঙ্গীকার করো (তাতে আল্লাহর কিছুই  
ক্ষতি হবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা যাবতীয়  
অভাব অভিযোগ থেকে মুক্ত, প্রশংসার দাবীদার।

وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفِرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑧

৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের আগেকার লোকদের  
সংবাদ এসে পৌছায়নি- নূহ, আদ, সামুদ সম্প্রদায় ও  
তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের; যাদের (বিবরণ) আল্লাহ  
তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না; (এদের সবার  
কাছেই) তাদের নবীরা (যখন) আমার আয়তসমূহ  
নিয়ে এসেছিলো, (তখন) তারা তাদের নিজেদের হাত  
তাদেরই মুখের ভেতর বসিয়ে দিতো এবং বলতো,  
যা (কিছু পয়গাম) নিয়ে তুমি আমাদের কাছে প্রেরিত  
হয়েছো, তা আমরা অঙ্গীকার করি, (তা ছাড়া) যে  
(ধীনের) দিকে তুমি আমাদের ডাকছো সে বিষয়েও  
আমরা সন্দেহে নিমজ্জিত আছি।

الْمَرْيَاتِكُمْ نَبُؤُ إِلَيْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ  
نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالْأَنْذِينَ مِنْ بَعْدِ هَمِيرٍ  
لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رَسُولُهُ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُوا إِلَيْنَا يَهْرِفُونَ أَفَوَاهُمْ  
وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسَلْنَا مِنْ بَيْهِ وَإِنَّا  
لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَلَعَّبَنَا إِلَيْهِ مُرْبِيبٌ ⑨

১০. তাদের রসূলরা (তাদের) বললো, তোমাদের কি  
আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রয়েছে- যিনি  
আসমানসমূহ ও যামীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের  
ডাকছেন, যেন তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ  
করে দিতে পারেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত  
তোমাদের অবকাশ (দিয়ে সংশোধনের সুযোগ) দিতে  
পারেন; (একথার ওপর) তারা বললো, তোমরা তো  
হচ্ছো আমাদের মতোই (কতিপয়) মানুষ; আমাদের  
বাপ-দাদারা যাদের এবাদাত করতো, তোমরা কি তা  
থেকে আমাদের বিরত রাখতে চাও? তাহলে (যাও  
তোমাদের দাবীর পক্ষে) আমাদের কাছে কোনো  
সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এসো।

قَالَتْ رَسُولُهُ أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ يَدِ عَوْكَمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ  
ذُنُوبِكُمْ وَبِوَحْرَكْرَإِلْ أَجَلٌ مُسْمَىٰ  
قَالُوا إِنَّا أَنْتَمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرْبَلُونَ  
أَنْ تَصْلِيْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُنَا فَاتَّوْنَا  
بِسُلطَنِيْنِ مَبِيِّنِ ⑩

১১. নবীরা তাদের বললো (হাঁ), আমরা তোমাদের  
মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছু নই, কিন্তু  
আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান  
(নবুওতের দায়িত্ব দিয়ে) তার ওপর তিনি অনুগ্রহ  
করেন; আর আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতিরেকে

قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُ إِنَّ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ  
مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيْكُمْ

بِسْلَطْنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلْ  
الْمُؤْمِنُونَ ⑤

দলীল উপস্থাপনের কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই; আর ঈমানদারদের তো আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

১২. আমরাই বা কেন আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করবো না? তিনিই আমাদের (আলোর) পথসমূহ দেখিয়ে দিয়েছেন; (এ আলোর পথে চলতে গিয়ে) তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছো তাতে অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো; যারা ভরসা করে তাদের সবাইকে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।

১৩. কাফেররা তাদের রসূলদের বললো, আমাদের (ধর্মীয়) গোত্রে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাদের অবশ্যই আমাদের দেশ থেকে বহিকার করে দেবো; অতপর তাদের রব তাদের কাছে (এই বলে) ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই যালেমদের বিনাশ করে দেবো,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُولِهِ لَنُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضَنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مَلَنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ⑬

১৪. আর তাদের (বিনাশ করে দেয়ার) পর তাদের জায়গায় আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো; এ (পুরষ্কার) তার জন্যে যে ব্যক্তি আমার সামনে (জবাবদিহিতার জন্যে) দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (আমার) শান্তিকেও ভয় করে।

وَلَنْسِكِنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِيَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيلِ ⑯

১৫. ওরা (তো নিজেরাই একটা চূড়ান্ত) ফয়সালা চাইলো— (আর সে ফয়সালা মোতাবেক) প্রত্যেক দুরাচার ও দ্বেরাচারী ব্যক্তিই ধ্বন্স হয়ে গেছে।

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَيْرَانِيْ ⑭

১৬. তার পেছনেই রয়েছে জাহানাম, (স্থখানে) তাকে গলিত পুঁজ (জাতীয়) পানি পান করানো হবে,

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَلِيْ ⑮

১৭. সে অতি কষ্টে তা গলধকরণ করতে চাইবে, কিন্তু গলধকরণ করা তার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব হবে না, (উপরন্তু) চারদিক থেকেই তার ওপর মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে কোনোমতেই মরবে না; বরং তার পেছনে থাকবে (আরো) কঠোর আ্যাব।

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْيِغُهُ وَيَاتِيهُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَنَّابٌ خَلِيْ ⑯

১৮. যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের (ভালো) কাজের (বিনিময়ের) উদাহরণ ছাই ভঙ্গে (স্তুপের) মতো, বাড়ের দিন প্রচণ্ড বাতাস এসে যা উড়িয়ে নিয়ে যায়; এভাবে (সে ভালো কাজের দ্বারা) যা কিছু এরা অর্জন করে তা দ্বারা তারা কিছুই উপরে নামিয়ে আসে না; আর সেটাই হচ্ছে মারাঞ্চক করতে সক্ষম হয় না; আর সেটাই হচ্ছে মারাঞ্চক গোমরাহী।

مَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرِمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسْبُوا إِلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَلْلُ الْبَعِيْ ⑰

১৯. (হে মানুষ,) তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে (এ যমীন থেকে) তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে নতুন (কোনো) সৃষ্টিকে (এখানে) নিয়ে আসতে পারেন,

الْمَرْتَأَةِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاءُ يُلْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ  
جَدِيلٍ

২০. আর এটা বিপুল ক্ষমতাবান আল্লাহর জন্যে মোটেই কঠিন কিছু নয়।

وَمَا ذِلِّكَ عَلَى اللَّهِ بَعْزِيزٌ ④

২১. (মহাবিচারের দিন) তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, অতপর যারা অহংকার করতো, দূর্বলরা তাদের বলবে, (দুনিয়ায়) আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম, (আজ কি) তোমরা আল্লাহর আয়াব থেকে সামান্য কিছুও আমাদের জন্যে কম করতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের (আজ মুক্তির) কোনো পথ দেখিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তোমাদের (তা) দেখিয়ে দিতাম, (মূলত) আজ আমরা ধৈর্য ধরি কিংবা ধৈর্যহারা হই, উভয়টাই আমাদের জন্যে সমান, (আল্লাহর আয়াব থেকে আজ) আমাদের কোনোই নিষ্কৃতি নেই।

وَبِرَزَوا لِهِ جَيِّعاً فَقَالَ الْعَسْفُوا لِلنَّبِيِّ  
إِسْتَكْبَرُوا إِنَّا كَانَ لَكُمْ تَبَعًا فَهُمْ أَنْتُمْ  
مَغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ  
قَالُوا لَوْ هَلْ نَبَأَ اللَّهُ لَهُمْ يَنْكِرُونَ سَوَاءً  
عَلَيْنَا أَجَرٌ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ  
مَحِيمِينَ ⑤

২২. যখন বিচার ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান (জাহানামীদের) বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে (যে) ওয়াদা করেছেন তা (ছিলো) সত্য ওয়াদা, আমি ও তোমাদের সাথে (একটি) ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদার বরখেলাপ করেছি; (আসলে) তোমাদের ওপর আমার তো কোনো আধিপত্য ছিলো না, আমি তো শুধু এটুকুই করেছি, তোমাদের (আমার দিকে) ডেকেছি, অতপর আমার ডাকে তোমরা সাড়া দিয়েছো, তাই (আজ) আমার প্রতি তোমরা দোষারোপ করো না, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদেরই দোষারোপ করো; (আজ) আমি (যেমন) তোমাদের উদ্ধারে (কোনো রকম) সাহায্য করতে পারবো না, (তেমনি) তোমরাও আমার উদ্ধারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না; তোমরা যে আমাকে আগে (আল্লাহর) শরীক বানিয়েছিলে, আমি তাও আজ অঙ্গীকার করছি (আল্লাহর ঘোষণা): অবশ্যই যালেমদের জন্যে রয়েছে কঠিন আয়াব।

وَقَالَ الشَّيْطَنُ لِمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ  
وَعَلَى كُمْ رَوَعَ الدِّرْحَقَ وَوَعَلَّتْ تُكَبِّرُ  
فَأَخْلَفَتْكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ  
سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي  
فَلَا تَلْمُوْنِي وَلَمُوْا أَنْفَسَكُمْ مَا أَنْ  
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۖ إِنِّي  
كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ  
الظَّلَمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑥

২৩. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে (রং বে-রংয়ের) ঝর্ণাধারা, স্থখনে তারা তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে অনস্তুকাল অবস্থান করবে; স্থখনে 'সালাম সালাম' বলে তাদের অভিবাদন করা হবে।

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
جَنَّتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ  
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتْهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ⑦

২৪. তুমি কি লক্ষ্য করোনি, আল্লাহ তায়ালা ‘কালেমায়ে তাইয়েবা’র কি (সুন্দর) উপমা পেশ করেছেন (এবং সেটি হচ্ছে- এ কালেমা) যেন একটি উৎকৃষ্ট (জাতের) গাছ, যার মূল (যমীনে) সুদৃঢ়, যার শাখা প্রশাখা আসমানে (বিস্তৃত),

الْمَرْتَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً  
كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا تَابِتٌ وَفَرَعَهَا فِي  
السَّيَاءِ  
৩৪

২৫. প্রত্যেক সময়ই তা তার মালিকের আদেশে ফল দান করে; আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্যে (এভাবেই) উপমা পেশ করেন, আশা করা যায় তারা (তার থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

تُؤْتِي إِكْلِهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا  
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعِلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ  
৩৫

২৬. (আবার) খারাপ কালেমার তুলনা একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষের (মতো), যাকে (যমীনের) উপরিভাগ থেকেই মূলোৎপাটন করে ফেলা হয়েছে, এর কোনো রকম স্থায়িত্বও নেই।

وَمَثُلُّ كَلِمَةً خَبِيْثَةً كَشَجَرَةً خَبِيْثَةً  
اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ  
قرَار١

২৭. আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের তাঁর শাশ্তি কালেমা দ্বারা ময়বৃত্ত রাখেন, দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালীন জীবনে। আল্লাহ তায়ালা যালেমদের পথভঙ্গ করে দেন, তিনি (যখন) যা চান- তাই করেন।

يَشِّئِتُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِالْقَوْلِ  
الثَّابِتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّلِيمِينَ ثُلُّ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا  
يَشَاءُ  
৩৬

২৮. (হে নবী,) তুমি কি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করোনি যারা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতকে অধীক্ষাকার করার মাধ্যমে (তা) বদলে দিয়েছে, পরিণামে তারা নিজেদের জাতিকে ধ্রংসের (এক চরম) স্তরে নামিয়ে এনেছে।

الْمَرْتَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
كُفَّارًا وَأَهْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوَادِ  
৩৭

২৯. (পরিণামে) তারা জাহানামে প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান!

جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ  
৩৮

৩০. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে তাঁর কিছু সমকক্ষ উৎস্থান করে নিয়েছে, যাতে করে তারা (মানুষদের) তাঁর পথ থেকে বিভাস্ত করতে পারে; (হে নবী,) তুমি বলো, (কিছুদিনের জন্যে এগুলো) তোমরা ভোগ করে নাও, অতপর (জাহানামের) আগন্তের দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

وَجَعَلُوْلَاهُ أَنَّهَا إِلَيْهِمْ لِيُضْلِلُوْا عَنْ سَبِيلِهِ  
قُلْ تَمَتَّعُوْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ  
৩৯

৩১. (হে নবী,) আমার যে সব বান্দা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বলো, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রেয়েক দিয়েছি তা থেকে যেন তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে, গোপনে কিংবা

قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ أَمْنَوْا يُقْيِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُنِفِّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا  
৪০

প্রকাশ্যে- (ক্যেয়ামতের) সে দিনটি আসার আগে, <sup>وَلَعْلَيْهِ مِنْ قَبْلِ آنِ يَاتِيَ يَوْمَ الْأَبِيعَ</sup> যেদিন (মুক্তির জন্যে) কোনো রকম (সম্পদের) বেচাকেনা চলবে না- না (এ জন্যে কারো) কোনো রকমের বন্ধুত্ব (সেদিন কাজে লাগবে)।

<sup>فِيهِ وَلَا خَلْلٌ</sup> ④

৩২. (তিনিই) মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তা দিয়ে আবার যমীন থেকে তোমাদের জীবিকার জন্যে নানা প্রকারের ফলমূল উৎপাদন করেছেন, তিনি যাবতীয় জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যেন তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী তা সমুদ্রে বিচরণ করে বেড়ায় এবং তিনি নদীনালাকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ  
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخْرَةً لَكُمْ  
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخْرَةً لَكُمْ  
الآنَهَرَ ④

৩৩. তিনি চন্দ্র সূর্যকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এর উভয়টা (একই নিয়মের অধীনে) চলে <sup>وَسَخْرَةً لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ</sup> আসছে, আবার তোমাদের জন্যে রাতদিনকেও তিনি <sup>وَسَخْرَةً لَكُمْ الْيَلَ وَالنَّهَارَ</sup> তোমাদের অধীন করেছেন।

وَاتَّكِمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالَتِهِ وَإِنْ تَعْمَلْ  
نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا إِنَّ الْإِنْسَانَ  
لَظَلُومٌ كَفَارٌ ④

৩৪. তোমরা তাঁর কাছ থেকে যা কিছু চেয়েছো তার সবই তিনি (তোমাদের সামনে) এনে হায়ির করেছেন এবং তোমরা যদি (সত্য সত্যই) আল্লাহর সব নেয়ামত গণনা করতে চাও, তাহলে কখনোই তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না; মানুষ (আসলেই) অতিমাত্রায় সীমালঘংকারী অকৃতজ্ঞ বটে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ رَبِّيْ أَجْعَلْ هَذَا  
الْبَلَدَ أَمْنًا وَاجْبَنِيْ وَبَنِيْ أَنْ نَعْبُدَ  
الْاَصْنَامَ ④

৩৫. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম (আল্লাহর কাছে) দোয়া করলো, হে আমার রব, এ (মক্কা) শহরকে তুমি (শান্তি ও) নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিদের মুর্তিপূজা থেকে দূরে রেখো।

رَبِّيْ أَنْهِنَ أَضَلَلَنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ  
فَمِنْ تَبَعْنِيْ فَإِنَّهُ مِنِيْ وَمِنْ عَصَانِيْ  
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ④

৩৬. হে আমার রব, নিসন্দেহে এ (মুর্তি)-গুলো মানুষদের অনেককেই গোমরাহ করেছে, অতপর যে আমার আনুগত্য করবে সে আমার দলভুক্ত হবে, <sup>رَبِّيْ أَنْهِنَ أَضَلَلَنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ</sup> আর যে ব্যক্তি আমার না-ফরমানী করবে (তার দায়িত্ব তোমার ওপর), নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِيْ بِوَادٍ  
غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحَرَرِ  
رَبَّنَا لِيُقِيمِو الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئَنَ  
مِنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ ④

৩৭. হে আমাদের রব, আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে একটি অনুর্বর উপত্যকায় এনে আবাদ করলাম, যাতে করে- হে আমাদের রব, এরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তুমি (তোমার দয়ায়) কিছু মানুষের অস্তরকে এদের প্রতি অনুরাগী করে দাও,

তুমি ফলমূল দিয়ে তাদের রেয়েকের ব্যবস্থা করো, আশা  
করা যায় ওরা তোমার (নেয়ামতের) শোকর আদায় করবে।

وَأَرْزِقْهُم مِّنَ الشَّمْرِ لَعَلَمُر يَشْكُرُونَ

৩৮. হে আমাদের রব, আমরা যা কিছু গোপন করি  
এবং যা কিছু প্রকাশ করি, নিশ্চয়ই তুমি তা জানো;  
আসমানসমূহে কিংবা যমীনের (যেখানে যা কিছু ঘটে  
এর) কোনোটাই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ  
وَمَا يَخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فِي السَّمَاءِ

৩৯. সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি  
আমাকে আমার বৃন্দ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাক  
(-তুল্য নেক পুত্র পৌত্র) দান করেছেন; অবশ্যই  
আমার রব (বান্দাদের) দোয়া শোনেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ  
إِسْعَيْلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَيِّعُ  
الدَّعَاءِ

৪০. হে আমার রব, তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী  
বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও (নামাযী বান্দা  
বানাও), হে আমাদের রব, আমার দোয়া তুমি কবুল  
করো।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِنْ  
ذِرِّيَّتِي طَبِّبْ رَبَّنَا وَتَقْبِلْ دَعَاءَ

৪১. হে আমাদের রব, যেদিন (চূড়ান্ত) হিসাব কিতাব  
হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে  
এবং সকল ঈমানদার মানুষদের ক্ষমা করে দিয়ো।

رَبَّنَا أَغْفِرْ لِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ  
يَقُومُ الْحِسَابُ

৪২. (হে নবী,) তুমি কখনো মনে করো না, এ  
যালেমরা যা কিছু করছে তা থেকে আল্লাহ তায়ালা  
গাফেল রয়েছেন; (আসলে) তিনি তাদের এমন একটি  
দিন আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখছেন যেদিন  
(তাদের) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে,

وَلَا تَحْسِبْنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ  
الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يَوْمَ حِرْهَرِ لِيَوْمِ تَشَخَّصُ  
فِيهِ الْأَبْصَارُ

৪৩. (সেদিন) তারা আকাশের দিকে চেয়ে ভীত সন্তুষ্ট  
অবস্থায় (দৌড়াতে) থাকবে, (নিদৃষ্ট দিকের বাইরে  
অন্য কোনো দিকে) তাদের দৃষ্টিই ফিরবে না, (ভয়ে)  
তাদের অন্তর বিকল হয়ে যাবে।

مُهْطِعِينَ مَقْنِعِينَ رَءُوسُهُمْ لَا يَرْتَدِدُ إِلَيْهِمْ  
طَرْفُهُمْ وَأَفْئِلَّ تَهْرِهَوَاءَ

৪৪. (হে নবী,) তুমি মানুষদের এক (ভয়াবহ)  
দিনের আয়াব (আসা) থেকে সাবধান করে দাও  
(এমন দিন এলে) এ যালেম লোকেরা বলবে, হে  
আমাদের রব, আমাদের তুমি কিছুটা সময়ের জন্যে  
অবকাশ দাও; আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো  
এবং আমরা রসূলদের অনুসরণ করবো (জবাবে বলা  
হবে); তোমরা কি সেসব লোক - যারা ইতিপূর্বে শপথ  
করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে যে, তোমাদের  
(এ জীবনের) কোনোই ক্ষয় নেই!

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الرَّعَابُ  
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَيْ  
أَجَلِ قَرِيبٍ «نَّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعْ  
الرَّسُلَ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتِمْ مِنْ  
قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ

৪৫. অথচ তোমরা তাদের (পরিয়ত্ক) বাসভূমিতেই  
বাস করতে, যারা (তোমাদের আগে) নিজেদের ওপর  
নিজেরা যুলুম করেছিলো এবং (এ কারণে) আমি  
তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করেছিলাম তাও  
তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিলো, তোমাদের জন্যে আমি  
তাদের দ্রষ্টান্তও (বারাবার) উপস্থাপন করেছিলাম,

৪৬. এরা (নানা) চক্রান্তের পশ্চাৎ অবলম্বন করেছে,  
আল্লাহর কাছে তাদের সেসব চক্রান্ত লিপিবদ্ধ আছে;  
যদিও তাদের সে চক্রান্ত (দেখে মনে হচ্ছিলো তা  
বুঝি) পাহাড়সমূহকে টলিয়ে দিতে পারবে!

৪৭. (হে নবী,) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে  
তাঁর নবীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে করো  
না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাপ্রাক্রমশালী ও  
প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

৪৮. যেদিন এ পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবী দ্বারা পরিবর্তিত  
হয়ে যাবে, (একইভাবে) আসমানসমূহও (বদলে  
যাবে) এবং সব মানুষ (হিসাবের জন্যে) এক  
মহাক্ষমতাধর আল্লাহ তায়ালার সামনে গিয়ে হাথির  
হবে।

৪৯. সেদিন তুমি অপরাধীদের সবাইকে শৃংখলিত  
অবস্থায় (তাঁর সামনে) দেখতে পাবে,  
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يُوَمِّلُ مَقْرَنِينَ فِي الْأَمْفَادِ ⑯

৫০. ওদের পোশাক হবে আলকাতরার (মতো ঘন  
কালো), আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করে  
রাখবে,  
سَرَابِيلَهُمْ مِنْ قِطَرَانٍ وَتَغْشَى وِجْهَهُمْ  
النَّارُ ⑰

৫১. (এটা এ কারণে যে,) আল্লাহ তায়ালা যেন প্রতিটি  
ব্যক্তিকেই তার কর্মের প্রতিফল দিতে পারেন; অবশ্যই  
আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।  
لِيَحْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ  
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑯

৫২. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে এক (মহান)  
বাণী, যাতে করে এ দিয়ে (আয়াবের ব্যাপারে) তাদের  
সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে এও)  
জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র মারুদু, (সর্বোপরি)  
বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও যাতে করে (এর দ্বারা)  
উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।  
هُدًى أَبَلَغَ لِلنَّاسِ وَلِيَنذِرَ رَوَابِهِ وَلِيَعْلَمُوا  
أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَنْذِرَ أُولَئِكَ  
الْأَلْبَابِ ⑯

رُبَّمَا يَوْدِيَ اللَّهُ يَنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا  
মুসলিমীন ④

২. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্ত্রীকার করেছে (মহা বিচারের দিন) তারা চাইবে, যদি (সত্যি সত্যিই) তারা মুসলমান হয়ে যেতো!

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمْتَعُوا وَيَلْهِمُ الْآمَلْ  
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ⑤

৩. (হে নবী,) তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা খাওয়া দাওয়া করুক, ভোগ উপভোগ করতে থাকুক,(মিথ্যা) আশা তাদের মোহাজ্জন করে রাখুক, অচিরেই তারা (তাদের পরিগাম) জানতে পারবে।

وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ  
مَعْلُومٌ ⑥

৪. যে কেনো জনপদকেই আমি ধ্রংস করি না কেন- তার (ধ্রংসের) জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময় (আগে থেকেই) লিপিবদ্ধ থাকে।

مَا تَسِيقُ مِنْ أَمَةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑦

৫. কোনো জাতি তার (ধ্রংসের) কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারে না, (তেমনি) তারা তা বিলাসিতও করতে পারে না।

وَقَالُوا يَا يَهُى إِنَّمَا نُرِلَ عَلَيْهِ الِّذِي كَرَ  
إِنَّكَ لَمَجِنُونٌ ⑧

৬. তারা বলে, ওহে- যার ওপর কোরআন নাযিল করা হয়েছে-তুমি অবশ্যই একজন উন্নাদ ব্যক্তি।

لَوْ مَا تَأْتَيْنَا بِالْمَلِئَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
الصَّلَقِينَ ⑨

৭. তুমি সত্যবাদী (নবী) হলে আমাদের সামনে (তোমার নবৃত্যতের সাক্ষী দেয়ার জন্যে) ফেরেশতাদের নিয়ে আসো না কেন!

مَأْنَزِلُ الْمَلِئَةِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا  
إِذَا مَنْظَرِيَنَ ⑩

৮. (হে নবী, তুমি বলো,) আমি ফেরেশতাদের (কখনো) কোনো সঠিক (কারণ) ছাড়া নাযিল করি না, (একবার যদি আয়াবের) ফেরেশতারা এসেই যায়, তবে তো আর তাদের কোনো অবকাশই দেয়া হবে না।

إِنَّا نَحْنُ نَرِلَنَا إِنَّمَا نُرِلَ عَلَيْهِ  
لَحْفَظُونَ ⑪

৯. তোমার আগেও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মাঝে আমি রসূল পাঠিয়েছিলাম।

وَلَقَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْءٍ  
الْأَوَّلِيَنَ ⑫

১০. তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যার সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ  
يَسْتَهِزُونَ ⑬

১১. তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যার সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি।

كُنْ لَكَ نَسْلِكَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ⑭

১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে (ঠাট্টা বিদ্রূপের) সে (প্রবণতা)-কে সঞ্চার করে দেই,

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَنْ خَلَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِيَنَ ⑮

১৪. আমি যদি এদের ওপর আসমানের দরজাও খুলে দেই, এবং তারা যদি তাতে চড়তেও শুরু করে (তারপরও এরা ঈমান আনবে না),

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ  
فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ৩৫

১৫. বরং (তখনও) এরা বলবে, আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা আমরা হচ্ছি যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

لَقَالُوا إِنَّمَا سَكَرٌتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ  
قَوْمٌ مَسْكُورُونَ ৩৬

১৬. আমি আকাশে গম্ভীর তৈরী করে রেখেছি, অতপর তাকে দর্শকদের জন্যে (তারকারাজি দ্বারা) সজ্জিত করে রেখেছি,

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بَرْجًا وَزَينَاهَا  
لِلنَّظَرِينَ ৩৭

১৭. তাকে আমি প্রতিটি অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফায়ত করে রেখেছি,

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ رَجِيمٍ ৩৮

১৮. অবশ্য যদি কেউ চুরি করে (ফেরেশতাদের) কোনো কথা শুনতে চায় তাহলে সাথে সাথেই একটি প্রদীপ্ত উল্কা তার পেছনে ধাওয়া করে।

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ  
مِبْيَنٌ ৩৯

১৯. আমি যমীনকে বিস্তৃত করে (বিছিয়ে) দিয়েছি, ওতে আমি পর্বতমালাকে (পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছি, (যেন যমীন নড়াচড়া করতে না পারে) এবং তাতে প্রতিটি জিনিস আমি সুপরিমিতভাবে উৎপাদন করেছি।

وَالْأَرْضَ مَلَدَنَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيٌّ  
وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ৪০

২০. ওতে আমি তোমাদের সবার জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, তোমরা (কিন্তু) তার (কারোই) রেঘেকদাতা নও।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُرَ  
لَهُ بِرْزِقٌ ৪১

২১. কোনো জিনিস এমন নেই যার ভাস্তর আমার হাতে নেই এবং সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণ ছাড়া আমি কখনো তা পাঠাই না।

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَرَازٌ  
وَمَانِزِلَةٌ لَهُ إِلَّا بِقَدِيرٍ مَعْلُومٌ ৪২

২২. আমিই বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অতপর আমিই তোমাদের তা পান করাই, তোমরা নিজেরা তো তার কোনো ভাস্তর জমা করে রাখোনি।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَآسَقْنَا كُوَافَّهُ وَمَا آنْتُمْ لَهُ بِخَرِزِينَ ৪৩

২৩. অবশ্যই আমি (তোমাদের) জীবন দান করি, আমিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাই, (সর্বশেষে) আমিই হচ্ছি (সব কিছুর) উত্তরাধিকার।

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمْيِتُ وَنَحْنُ  
الْوَرثُونَ ৪৪

২৪. তোমাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের (যেমন) আমি জানি, তেমনি জানি তোমাদের পরবর্তীদেরও।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْلِ مِنْ  
عَلِيْلِنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ৪৫

২৫. নিসন্দেহে তোমার রব একদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন; নিসন্দেহে তিনি প্রবল প্রজাময়, সর্বজ্ঞ।

وَإِنْ رَبَّكَ هُوَ يَحْشِرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ৪৬

২৬. অবশ্যই আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা শুকনো <sup>^</sup> চলালি<sup>^</sup> মিন <sup>^</sup> خلقنَا لِلْإِنْسَانَ مِنْ صَلَصالٍ مِّنْ  
ঠন্ঠনে মাটি থেকে পয়দা করেছি,  
<sup>^</sup> حَمَّا مَسْتُونٍ <sup>^</sup> ④
২৭. আর জিন! তাকে আমি আগেই আগনের উত্পন্ন  
শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি। <sup>^</sup> وَاجْهَنَّ خَلْقَهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمَوَاتِ
২৮. (স্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের  
বলেছিলাম, আমি (অচিরেই) ছাঁচে ঢালা ঠন্ঠনে  
শুকনো মাটি থেকে মানুষ পয়দা করতে যাচ্ছি। <sup>^</sup> وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ  
بَشَرًا مِّنْ صَلَصالٍ مِّنْ حَمَّا مَسْتُونٍ <sup>^</sup> ⑤
২৯. অতপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি সুস্থাম করে  
নেবো এবং আমার রাহ থেকে (কিছু) তাতে ফুঁকে  
দেবো, তখন তোমরা তার সামনে সাজাদাবন্ত হয়ে  
যাবে, <sup>^</sup> فَإِذَا سُوِيتْهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  
فَقَعُوا لَهُ سِجْلِينَ <sup>^</sup> ⑥
৩০. অতপর (আল্লাহর আদেশে) ফেরেশতারা সবাই  
সাজাদা করলো, <sup>^</sup> فَسَجَّلَ الْمَلَائِكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ <sup>^</sup> ⑦
৩১. একমাত্র ইবলীস ছাড়া- সে সাজাদাকারীদের  
দলভুক্ত হতে অঙ্গীকার করলো। <sup>^</sup> إِلَّا إِبْلِيسَ بْنَ آبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ  
السِّجْلِينَ <sup>^</sup> ⑧
৩২. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমার কি হলো, তুমি  
যে সাজাদাকারীদের দলে শামিল হলে না! <sup>^</sup> قَالَ يَাবِيلِيْسُ مَالِكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ  
السِّجْلِينَ <sup>^</sup> ⑨
৩৩. সে বললো (হে আল্লাহ), আমি কখনো এমন <sup>^</sup> قَالَ لَمَّا كَنَّ لِأَسْجَدَ لِبَشَرٍ خَلْقَتَهُ مِنْ  
মানুষের জন্যে সাজাদা করতে পারি না- যাকে তুমি  
ছাঁচে ঢালা শুকনো ঠন্ঠনে মাটি থেকে বানিয়েছো। <sup>^</sup> صَلَصالٍ مِّنْ حَمَّا مَسْتُونٍ <sup>^</sup> ⑩
৩৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাহলে তুমি (এক্ষুণি)  
এখান থেকে বেরিয়ে যাও, কেননা তুমি অভিশপ্ত,  
<sup>^</sup> قَالَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ <sup>^</sup> ⑪
৩৫. অবশ্য তোমার ওপর অভিশাপ হিসাব নিকাশের  
দিন পর্যন্ত। <sup>^</sup> وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ <sup>^</sup> ⑫
৩৬. সে বললো হে রব, অতপর তুমি আমাকে  
সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন পুনরায় <sup>^</sup> قَالَ رَبِّ فَإِنَّظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ <sup>^</sup> ⑬
- জীবিত করা হবে।
৩৭. তিনি বললেন (হাঁ যাও), যাদের অবকাশ দেয়া  
হয়েছে নিসদেহে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত,  
<sup>^</sup> قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ <sup>^</sup> ⑭
৩৮. (এ অবকাশ) একটি সুনির্দিষ্ট সময় আসার দিন  
পর্যন্ত। <sup>^</sup> إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ <sup>^</sup> ⑮
৩৯. সে বললো, হে আমার রব, তুমি যেভাবে (আজ)  
আমাকে পথভ্রষ্ট করলে, আমিও মানুষদের জন্যে <sup>^</sup> قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتِنِي لَأَزِينَ لَهُمْ  
পৃথিবীতে তাদের (গুনাহের কাজসমূহকে) শোভন  
করে তুলবো এবং তাদের সবাইকে আমি পথভ্রষ্ট  
করে ছাড়বো, <sup>^</sup> فِي الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ <sup>^</sup> ⑯

৪০. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার খাঁটি বান্দা  
তাদের কথা আলাদা। الْأَبِيَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ⑧০
৪১. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (আমার সেসব খাঁটি  
বান্দাদের) আমার কাছ পর্যন্ত (পৌছানোর) এটাই  
হচ্ছে সহজ সরল পথ। قَالَ هَنَّ أَصْرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ⑧১
৪২. (হাঁ, এই) গোমরাহ মানুষদের মধ্যে যারা তোমার  
অনুসরণ করবে তারা ছাড়া অন্যরা অবশ্যই আমার  
(খাঁটি) বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য  
চলবে না। إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا  
مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِينَ ⑧২
৪৩. অবশ্যই জাহানাম হবে তাদের সবার প্রতিশ্রূত  
স্থান, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ هُمْ أَجْمَعِينَ ⑧৩
৪৪. তাতে থাকবে সাতটি (বিশালকায়) দরজা; لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ  
এগুলোর প্রতিটি দরজার জন্যে (নির্দল্লিষ্ট) থাকবে এক  
একটা নির্দিষ্ট অংশ। جِزْءٌ مَقْسُومٌ ⑧৪
৪৫. (অপরাদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে  
তারা অবশ্যই (সেদিন) জান্মাত ও (তার) বর্ণাধারায়  
অবস্থান করবে; إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ ⑧৫
৪৬. (তাদের বলা হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার  
সাথে সেখানে প্রবেশ করো। أَدْخِلُوهَا بِسْلِيٍّ أَمْنِيَّ ⑧৬
৪৭. তাদের অস্তরের ঈর্ষা বিদ্যে আমি দূর করে  
দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরম্পরের  
মুখোমুখি সেখানে অবস্থান করবে। وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُلْوَاهِ مِنْ غَلٍ إِخْوَانًا  
عَلَى سُرِّ مَتْقَبِلِينَ ⑧৭
৪৮. সেখানে তাদের কোনোরকম অবসাদ স্পর্শ করবে  
না, আর তাদের সেখান থেকে কোনো দিন বেরও  
করে দেয়া হবে না। لَا يَسْهِبُ فِيهَا نَصْبٌ وَمَا هُرِّمَ مِنْهَا بِخَرْجِينَ ⑧৮
৪৯. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের বলে দাও, نَبِيٌّ عِبَادِيٌّ أَنِّي أَنَا الْفَغُورُ الرَّحِيمُ ⑧৯  
আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,
৫০. (তাদের এও বলে দাও) নিসদেহে আমার  
আয়াব ও অত্যন্ত কর্তৃৱ। وَأَنَّ عَلَىٰ بَيِّنَهُ وَالْعَنَابُ الْأَلِيمُ ⑩০
৫১. (হে নবী,) তুমি তাদের ইবরাহীমের মেহমানের  
কাহিনীর কিছু শোনাও। وَنَبِئْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ أَبْرَهِيمَ ⑩১
৫২. যখন তারা তার কাছে হাথির হয়ে বললো, إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمًا قَالَ إِنَّا  
مِنْكُمْ وَجْلُونَ ⑩২  
(তোমার ওপর) ‘সালাম’, যখন সে (তাদের ভাব  
দেখে) বললো, আমরা অবশ্যই তোমাদের ব্যাপারে  
শংকিত।
৫৩. ওরা বললো, না, তুমি আশংকা করো না, আমরা  
তোমাকে এক জ্ঞানবান সন্তানের শুভ সংবাদ দিচ্ছি। قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نَبْشِرُكَ بِغُلْمَارٍ عَلِيِّيرٍ ⑩৩
৫৪. সে বললো, তোমরা আমার (এমন অবস্থার)  
ওপর (সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছো— (যখন) বার্ধক্য  
আমাকে স্পর্শ করে ফেলেছে, (বলো) তোমরা আমাকে  
কিসের সুসংবাদ দেবে? قَالَ أَبْشِرْتُمْنِي عَلَىٰ أَنْ مَسْنِي الْكَبَرُ  
فَمِنْ تَبْشِرُونَ ⑩৪

৫৫. তারা বললো, হাঁ, আমরা তোমাকে সঠিক সুসংবাদই দিছি, অতপর তুমি হতাশাইস্তদের দলভুক্ত হয়ে না।

قالُوا بَشِّرْنَاكِ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنْ  
الْقَنْطِيْنِ ④

৫৬. সে বললো, পথভর্ট ও গোমরাহ ব্যক্তি ছাড়া <sup>مَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا</sup> (আল্লাহর রহমত থেকে) কে নিরাশ হতে পারে? <sup>فَالَّذِينَ</sup>

فَالَّذِينَ ④

৫৭. হে ফেরেশতারা, বলো (এ সুসংবাদ দেয়া ছাড়া) তোমাদের (সামনে) আর কি (অভিযান) রয়েছে? <sup>قَالَ فَمَا خَطَّبْكُمْ أَيْمَانَ الْمَرْسَلِونَ ④</sup>

৫৮. তারা বললো (হাঁ), আমাদের এক নাফরমান জাতির বিরুদ্ধে (অভিযানে) পাঠানো হয়েছে। <sup>قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْ قَوْمٍ مَّجْرِيْمِينَ ④</sup>

৫৯. তবে লৃতের আপনজনরা বাদে; আমরা অবশ্যই (আযাবের সময়) তাদের সবাইকে উদ্ধার করবো। <sup>إِلَّا لَوْطٌ إِنَّا لَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ④</sup>

৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয় (আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেন), আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি যে, (আযাবের সময়) সে পশ্চাদ্বর্তী দলভুক্ত হয়ে থাকবে।

৬১. যখন ফেরেশতারা লৃতের পরিবার পরিজনদের কাছে এসে হায়ির হলো, <sup>فَلَمَّا جَاءَ إَلَّا لَوْطٌ الْمَرْسَلِونَ ④</sup>

৬২. (তখন) সে বললো, তোমরা তো (দেখছি) অপরিচিত লোক। <sup>قَالَ إِنْكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ④</sup>

৬৩. তারা বললো (না আসলে তা নয়), আমরা তো বরং তাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টাই নিয়ে এসেছি, যার ব্যাপারে তারা ছিলো সন্দিক্ষণ। <sup>قَالُوا بَلْ جِئْنَاكِ بِمَا كَانُوا فِيهِ  
بِمَتْرُونَ ④</sup>

৬৪. আমরা (তোমার কাছে) সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা (হচ্ছি) সত্যবাদী। <sup>وَأَتَيْنَاكِ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصِدِّقُونَ ④</sup>

৬৫. সুত্রাং তুমি রাতের কিছু অংশ থাকতে তোমার লোকজনসহ (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো এবং তুমি নিজে তাদের পেছনে পেছনে চলতে থেকো, (সাবধান!) তোমাদের মধ্যে একজনও যেন পেছনে ফিরে না তাকায়, (ঠিক) যেদিকে (যাওয়ার জন্যে) তোমাদের আদেশ করা হবে, সেদিকেই চলতে থাকবে। <sup>فَأَسِرْ بِآهْلَكَ بِقْطَعٍ مِّنَ الْيَلِ وَاتْبِعْ  
أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ  
وَامْضُوا حِيْثُ تُؤْمِرُونَ ④</sup>

৬৬. (ইতিমধ্যে) আমি তার কাছে এ ফয়সালা পাঠিয়ে দিয়েছি যে, এ জনপদের মানুষগুলোকে ভোর হতেই মূলোৎপাটিত করে দেয়া হবে। <sup>وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ آنَ دَابِرَ هُوَ لَأَ  
مَقْطُوعَ مَصْبِحَيْنِ ④</sup>

৬৭. (ইতিমধ্যে) নগরের অধিবাসীরা উল্লিখিত হয়ে (লৃতের কাছে এসে) হায়ির হলো। <sup>وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ④</sup>

৬৮. (এদের আসতে দেখে) সে বললো (হে আমার দেশবাসী), এরা হচ্ছে আমার মেহমান, (এদের সাথে অশালীন আচরণ করে) তোমরা আমাকে অপমান করো না। <sup>قَالَ إِنَّ هُوَ لَأَضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ④</sup>

৬৯. তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং  
আমাকে (এদের সামনে) হেয় করো না।

وَاتْقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْرُونَ

قَالُوا أَوْلَمْ نَهَكَ عَنِ الْعِلْمِينَ ১৩

৭০. তারা বললো, আমরা কি তোমাকে সৃষ্টিকুলের  
(মেহমানদারী করা) থেকে নিষেধ করিনি?

قَالَ هُوَ لَاءِ بَنْتِ إِنْ كَنْتُمْ فَعَلِيَّنِ ১৪

৭১. (এদের উত্তি শুনে) সে বললো, (একান্তই)  
যদি তোমরা কিছু (কামনা বাসনা চরিতার্থ) করতে  
চাও, তবে এখানে আমার (জাতির) মেয়েরা রয়েছে  
(এদের বিয়ে করে তোমরা নিজেদের প্রয়োজন  
মেটাতে পারো);

৭২. (হে নবী,) তোমার জীবনের শপথ (সেদিন) এরা  
নিদারূণ নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো।

لَعْنُكَ إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَلُونَ ১৫

৭৩. অতপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এক মহানাদ  
(এসে) তাদের ওপর আঘাত হানলো,

فَأَخْلَقْتُهُمُ الصِّحَّةَ مُشْرِقِينَ ১৬

৭৪. তারপর আমি তাদের নগরগুলো উল্টি দিলাম  
এবং ওদের ওপর পাকানো মাটির পাথরের বৃষ্টি  
বর্ষণ করলাম;

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَاقِلَاهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ  
حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ ১৭

৭৫. অবশ্যই এ (ঘটনা)-র মাঝে পর্যবেক্ষণসম্পন্ন  
মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) বহু নির্দর্শন রয়েছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ১৮

৭৬. (আঘাতের নির্দর্শন হিসেবে) তা (আজো) প্রধান  
সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে (আছে)।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مَقِيمٍ ১৯

৭৭. অবশ্যই এর মাঝে দ্বিমানদারদের জন্যে  
(আল্লাহর) নির্দর্শন (মজুদ) রয়েছে;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ২০

৭৮. (লুতের জাতির মতো) 'আইকা'র অধিবাসীরাও  
ছিলো যালেম।

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَلَمِيْنَ ২১

৭৯. আমি তাদের কাছ থেকেও (না-ফরমানীর)  
প্রতিশেধ নিলাম, (আজ এ) উভয় জনপদই  
(আঘাতের চিহ্ন বহন করে) প্রকাশ্য রাস্তার পাশে  
দাঁড়িয়ে আছে;

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهَا لَبَامَةٌ مَبِينٌ ২২

৮০. 'হেজর'বাসীরাও (তাদের) নবীদের অস্তীকার  
করেছিলো,

وَأَقْلَلَ كَلَّبَ أَصْحَابَ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِيْنَ ২৩

৮১. আমি তাদের দিয়েছিলাম আমার নির্দর্শনসমূহ,  
অতপর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

وَأَتَيْنَاهُمْ أَيْتَنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ২৪

৮২. তারা পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের জন্যে ঘর  
বানাতো (এ আশায় যে,) তারা (সেখানে) নিশ্চিতে  
জীবন কাটাতে পারবে।

وَكَانُوا بِنَحْتِنَ مِنَ الْجِبَالِ بِيَوْتًا أَمْنِيْنَ ২৫

৮৩. অতপর (না-ফরমানীর জন্যে এক) প্রত্যুষে  
তাদের ওপর মহানাদ এসে আঘাত হানলো,

فَأَخْلَقْتُهُمُ الصِّحَّةَ مُصْبِحِيْنَ ২৬

৮৪. অতপর তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু কামাই  
করেছে, (আল্লাহর গ্যবের সামনে) তা কোনোই  
কাজে আসেনি।

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ২৭

৮৫. আকাশমালা, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝখানে  
যা কিছু আছে তার কোনোটাই আমি অথবা পয়দা  
করিনি; অবশ্যই একদিন কেয়ামত আসবে, অতএব  
হে নবী, তুমি সৌজন্যমূলক আচরণের সাথে (ওদের)  
ক্ষমা করো।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ  
فَاصْفَحْ الصَّفَحَ الْجَبِيلَ ④

৮৬. নিশ্চয়ই তোমার রব মহাস্তো মহাজানী।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ⑤

৮৭. অবশ্যই আমি তোমাকে সাত আয়াত (বিশিষ্ট  
সূরা) দিয়েছি, যা (নামাযের ভেতরে ও বাইরে) বার  
বার পাঠিত হয়- আরো দিয়েছি (জীবনের বিধান  
হিসেবে) মহা (গ্রন্থ) আল কোরআন।

وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي  
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ⑥

৮৮. আমি এদের কিছু লোককে ভোগ বিলাসের যে  
উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার  
দুচোখ তুলে তাকাবে না, তাদের (অবস্থার) ওপর  
তুমি কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে না, (তাদের বদলে)  
তুমি সর্বদা ঈমানদারদের দিকেই ঝুঁকে থেকো।

لَا تَمْدُنْ عَيْنِيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ  
أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ  
وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ⑦

৮৯. (হে নবী) তুমি বলো, নিসন্দেহে আমি হচ্ছি  
(জাহানামের) সুষ্পষ্ট সতর্ককারী,

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّبِيُّ الرَّبِيعِيُّ ⑧

৯০. যারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত তাদের ওপরও  
আমি এভাবে (কিতাব) নাখিল করেছিলাম,

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ⑨

৯১. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা কোরআনকে  
টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো।

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِصِيًّا ⑩

৯২. (হে নবী,) তোমার মালিকের শপথ, আমি ওদের  
অবশ্যই প্রশ়ি করবো,

فَوَرِبَكَ لَنْسِئْنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ⑪

৯৩. (প্রশ়ি করবো) সেসব বিষয়ে যা কিছু (আচরণ)  
তারা (কোরআনের সাথে) করেছে।

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑫

৯৪. অতএব তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি  
তা খোলাখুলি বলে দাও, যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক  
করে তুমি তাদের উপেক্ষা করো।

فَاصْلَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ  
الْمُشْرِكِيْنَ ⑬

৯৫. (এ) বিদ্রপকারী ব্যক্তিদের মোকাবেলায় আমি  
তোমার জন্যে যথেষ্ট,

إِنَّا كَفِيْنَكَ الْمُسْتَهْزِيْءِيْنَ ⑭

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মারুদ বানিয়ে  
নিয়েছে তারা অচিরেই (তাদের পরিণাম) জানতে  
পারবে।

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى  
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ⑮

৯৭. (হে নবী,) আমি ভালো করেই জানি, ওরা যা  
কিছু বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়,

وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَلْرُكَ بِمَا  
يَقُولُونَ ⑯

৯৮. অতপর তুমি তোমার মালিকের প্রশ়ংসা দ্বারা  
তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তুমি নিজেও  
সাজদাকারীদের দলে শামিল হয়ে যাও,

فَسَبِّحْ بِحَمِّ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ⑰

৯৯. (হে নবী,) যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে (মৃত্যুর) নিশ্চিত ঘটনাটি না আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার মালিকের এবাদাত করতে থাকো।

وَاعْبِدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَاتِيَكَ الْيَقِينُ ⑥

৬

আয়াত ১২৮  
রংকু ১৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আন নাহল  
মকায় অবতীর্ণ

১. আল্লাহ তায়ালার (আয়াবের) আদেশ এসে গেছে! আতপর (হে কাফেররা), এর জন্যে তোমরা তাড়াহত্তে করো না; তিনি মহিমাভিত, এরা তাঁর সাথে যে (ভাবে) শরীক করে, তিনি তার থেকে অনেক উর্ধ্বে।

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ سَبَكَنَهُ  
وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑤

২. তিনি ওহী দিয়ে তাঁর আদেশবলে তাঁর যে বান্দার ওপর চান ফেরেশতাদের পাঠান, তোমরা যেন (মানুষদের) এই মর্মে সতর্ক করতে পারো যে, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।

يَنْزُلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْرِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ  
إِلَّا أَنَاٰ فَاتَّقُونَ ⑥

৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাবিধি তৈরী করেছেন; তারা যাদের (তাঁর সাথে) শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক উর্ধ্বে।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْلَىٰ  
عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑦

৪. তিনি (ক্ষুদ্র) শুক্রকণা থেকে মানুষ তৈরী করেছেন- (আচর্যের ব্যাপার!) সে (মানুষটিই এখন সৃষ্টির পর তার স্বষ্টির সাথেই) প্রকাশ্য বিতর্ককারী বনে গেলো!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ  
مِّبْنٍ ⑧

৫. তিনি চতুর্পদ জন্ম পয়দা করেছেন, তোমাদের জন্যে ওতে শীত বন্দের উপকরণ (সহ আরো) অনেক ধরনের উপকার রয়েছে, তাদের কিছু তো তোমরা আহারও করে থাকো,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَءٌ  
وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكِلُونَ ⑨

৬. তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে ওদের ঘরে ফিরিয়ে আনো এবং প্রভাতে যখন ওদের (চারণভূমিতে) নিয়ে যাও, তখন এর মাঝে তোমাদের জন্যে (নয়নাভিরাম) সৌন্দর্য (উপকরণ) থাকে,

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ  
وَحِينَ تَسْرِحُونَ ⑩

৭. তোমাদের (পণ্যসামগ্ৰী) বোাও তারা (এমন দূর দূরান্তের জনপদ ও) শহরে নিয়ে যায়, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতিরেকে তোমরা (কোনোদিনই) পৌছুতে পারতে না; অবশ্যই তোমাদের রব তোমাদের ওপর মেঘপরায়ণ, পরম দয়ালু,

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلْ لَمْ تَكُونُوا  
بِلْغَيْهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ  
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑪

৮. ঘোড়া, খচর ও গাঢ়া (তিনিই সৃষ্টি করেছেন), যাতে তোমরা আরোহণ করো, (তাতে) শোভা (বৰ্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে; তিনি আরো এমন (অনেক ধরনের জন্ম) পয়দা করেছেন, যার (পরিমাণ ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা (এখনো) অনেক কিছু জানো না।

وَالْخَيْلَ وَالْبَغَالَ وَالْحِمَيرَ لَتَرَكَبُوهَا  
وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑫

৯. আল্লাহ তায়ালার ওপরই (রয়েছে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে যেখানে) তার মধ্যে কিছু বাঁকা পথও রয়েছে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করে দিতেন।

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاءَرْ ④  
وَلَوْ شَاءَ لَهُنَّ بِكْرٌ أَجْمَعِينَ ④

১০. তিনিই আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন, তার কিছু হচ্ছে পান করার, আর কিছু (এমন যে,) তা দ্বারা গাছপালা (জন্মে) যাতে তোমরা (জন্ম জানোয়ারদের) লালন পালন করো।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ  
مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ ④

১১. তা দিয়ে তিনি তোমাদের জন্যে শস্য ও উৎপাদন করেন— যায়তুল, খেজুর ও আংগুর (-সহ) সব ধরনের ফল (উৎপাদন করেন), অবশ্যই এর মাঝে চিটাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নির্দশন রয়েছে।

يَنْبِتُ لَكُمْ بِالرِّزْعَ وَالرِّيَّতِونَ  
وَالنَّخْيَلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الشَّمْرِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوِيًّا يَتَفَكَّرُونَ ④

১২. তিনি তোমাদের জন্যে রাত, দিন ও চাঁদ সুরঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন; নক্ষত্রাজিও তাঁর আদেশে নিয়ন্ত্রণাধীন (রয়েছে), অবশ্যই এর মাঝে তাদের জন্যে (প্রচুর) নির্দশন রয়েছে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন,

وَسَخَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ  
وَالقَمَرَ وَالنَّجْوَمُ مَسْخُرُتْ بِأَمْرِهِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوِيًّا يَعْقِلُونَ ④

১৩. রং বে-রংয়ের আরো অনেক বস্তুও পৃথিবীর বুকে তিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন; অবশ্যই এর মাঝে সেসব জাতির জন্যে নির্দশন রয়েছে যারা (এসব থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا ذَرَ الْكُرْبَلَى فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا  
أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوِيًّا  
يَدِكُرُونَ ④

১৪. তিনিই আল্লাহ তায়ালা— যিনি সমুদ্রকে (তোমাদের) অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে তোমরা (মাঝে মাঝে মণিমুক্তা) গহনাও আহরণ করো, যা তোমরা পরিধান করো, তোমরা দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে জলযানগুলো তার বুক চিরে এগিয়ে চলে, যেন তোমরা এর মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ সঞ্চাল করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা তাঁর (নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ  
لَهُمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً  
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ  
وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ④

১৫. তিনিই যমীনের মধ্যে পাহাড়সমূহ বসিয়ে রেখেছেন, যাতে করে যমীন তোমাদের নিয়ে (এদিক সেদিক) ঢলে না পড়ে, তিনি নদী ও পথঘাট বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (নিজেদের) গন্তব্যস্থলে পৌছুতে পারো,

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُرْ  
وَأَنْهَرًا وَسَبَلًا لِعَلَكُمْ تَهْتَلُونَ ④

১৬. (তিনি তোমাদের জন্যে) বিভিন্ন চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, (তা ছাড়া) নক্ষত্রের (অবস্থান) দ্বারা ও তারা পথের দিক্ষা পায়।

وَعَلِمْتَ وَبِالنَّجْمِ هُنْ يَهْتَلِونَ ④

১৭. যিনি (এতো কিছু) সৃষ্টি করেন তিনি কি (করে) তার মতো (হবেন) যে কিছু সৃষ্টিই করতে পারে না; তোমরা কি কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

أَفَمِنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَنْ كَرُونَ ④

وَإِنْ تَعْلَمُ وَأَنْعَمَ اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ  
গণনা করতে চাও, তাহলে কখনো তা গণনা (করে  
শেষ) করতে পারবে না; নিচয়ই আল্লাহ তায়ালা  
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

الله لغفور رحيم ﴿٣﴾

১৯. তোমরা যা কিছু গোপন রাখো, আর যা কিছু  
প্রকাশ করো, আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرِونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

২০. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এরা যাদের ডাকে,  
তারা তো কিছুই পয়দা করতে পারে না, বরং তাদেরই  
সৃষ্টি করা হয়;

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا  
يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُنَّ يَخْلُقُونَ ﴿٥﴾

২১. সেগুলো তো হচ্ছে (কতিপয়) মৃত (বস্তু), জীবিত  
কিছু নয়, তারা চৈতন্য রাখে না যে, তাদের কখন  
আবার উঠিয়ে আনা হবে।

آمَوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ  
أَبَانَ يَبْعَثُونَ ﴿٦﴾

২২. (হে মানুষ,) তোমাদের মাঝুদ একজন অতপর  
যারা পরকালের ওপর দীমান আনে না তাদের  
অন্তরসমূহ (এমনিই সত্য) অঙ্গীকারকারী হয়ে পড়ে  
এবং এরা নিজেরাও হয় (দারুণ) অহংকারী।

الْكَمْرُ الَّذِي وَاحْدَى فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌ وَهُنَّ  
مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٧﴾

২৩. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা জানেন, এরা যা কিছু  
গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে, তিনি কখনো  
অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرِونَ وَمَا  
يَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٨﴾

২৪. যখন এদের জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের রব কি  
ধরনের জিনিস নায়িল করলেন, তখন তারা বলে, তা  
হচ্ছে আগের কালের উপকথা।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ  
قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٩﴾

২৫. ফলে শেষ বিচারের দিন এরা নিজেদের (পাপের) ভার  
পূর্ণমাত্রায় বহন করবে, (এরা সেদিন) তাদের (পাপের)  
বোঝাও (বহন করবে) যাদের এরা জ্ঞান (-ভিত্তিক  
কোনো প্রমাণ) ছাড়া গোমরাহ করে দিয়েছিলো; (সেদিন)  
ওরা যা বহন করবে তা কতো নিকৃষ্ট!

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمةِ  
وَمَنْ أَوْزَارَ اللَّذِينَ يُضْلُلُونَهُمْ بِغَيْرِ  
عُلَيْهِ أَلَا سَاءَ مَا يَرِزُونَ ﴿١٠﴾

২৬. এর আগেও (অনেক) মানুষ (দীনের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত  
করেছিলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের (পরিকল্পনার  
সমগ্র) ইমারত- তার ভিত্তিমূল থেকে নির্মূল করে  
দিয়েছিলেন, তার পর তাদের (এ চক্রান্তরূপী) ইমারতের  
ছাদ তাদের ওপরই ধসে পড়লো এবং তাদের ওপর  
এমন (বহু) দিক থেকেই আয়ার এসে আপত্তি হলো,  
যা তারা কল্পনাও করতে পারেন।

قَلْ مَكَرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّى اللَّهُ  
بِنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ  
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ  
مِنْ حِيثِ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

২৭. অতপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ওদের  
(আরো বেশী) লাঞ্ছিত করবেন, তিনি (তাদের)  
জিজ্ঞেস করবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক  
যাদের ব্যাপারে তোমরা (মানুষদের সাথে) বাকবিতভা

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَخْرِيْهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ  
شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كَنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ  
২

করতে? যাদের (সঠিক) জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলবে, অবশ্যই যাবতীয় অপমান লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ (আজ) কাফেরদের ওপরই (আপত্তি হবে),

قَالَ اللَّهُ يَنِّي أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْجَزِيَّ  
إِلَيْهِمْ وَالسُّوءَ عَلَى الْكُفَّارِ بِينَ ٩٣

২৮. এরা হচ্ছে তারা— ফেরেশতারা (এমন অবস্থায়) যাদের মৃত্যু ঘটায় যখন তারা নিজেদের ওপর যুলুম করতে থাকে, অতপর তারা আঘসমর্পণ করে (বলে), আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করতাম না; (ফেরেশতারা বলবে) হাঁ, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন।

الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي  
أَنفُسُهُمْ فَالْقُوَا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ  
مِنْ سُوءٍ بَلْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كَنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ٩٣

২৯. সুত্রাং (আজ) জাহানামের দরজাসমূহ দিয়ে তোমরা (আগুনে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে, অহংকারীদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট!

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمْ خَلِيلِيْنَ فِيهَا  
فَلَبِئِسَ مَثَوَيِ الْمُتَكَبِّرِيْنَ ٩٤

৩০. (অপরদিকে) আল্লাহভীর ব্যক্তিদের বলা হবে, তোমাদের রব (তোমাদের জন্যে) কি নায়িল করেছেন; তারা বলবে, (হাঁ, তা তো এক) মহাকল্যাণ; যারা নেক কাজ করে তাদের জন্যে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে, আর পরকালের ঘর তো হচ্ছে (আরো) উৎকৃষ্ট কল্যাণ; মোতাবকীদের (এ) আবাস কতো সুন্দর!

وَقَيْلَ لِلَّهِ يَنِّي أَتَقْوَا مَا دَأَبْنَاهُ رَبِّكُمْ  
قَالُوا خَيْرًا لِلَّهِ يَنِّي أَحْسَنَوْا فِي هَذِهِ  
الْأَنْيَا حَسَنَةً وَلَدَأْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ  
وَلَنَعِرَ دَارُ الْمُتَقِّيِّنَ ٩٥

৩১. চিরস্থায়ী এক জান্মাত— যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা যা কিছুই কামনা করবে তাই তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে; এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মোতাবকীদের প্রতিফল দান করেন,

جَنْتَ عَلَنْ يَلْخَلُونَهَا تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
كَلِّ لَكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَقِّيِّنَ ٩٦

৩২. এরা হচ্ছে তারা, ফেরেশতারা যাদের পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু ঘটাবে, তারা (তাদের) বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, (দুনিয়ায়) তোমরা যে আমল করতে তারই কারণে আজ তোমরা জান্মাতে প্রবেশ করো।

الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ  
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ  
بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٧

৩৩. ওরা কি (শুধু এ জন্যেই) অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা নায়িল হবে, কিংবা তোমার মালিকের পক্ষ থেকে কোনো (আয়াবের) হুকুম আসবে; এদের আগে যারা এসেছিলো তারা ঠিক এমনটিই করেছে; (এদের ওপর আয়াব পাঠিয়ে) আল্লাহ তায়ালা কোনো যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

هُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ  
يَاتِيَ أَمْرَ رَبِّكَ كَلِّ لَكَ فَعَلَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا  
أَنفُسُهُمْ يَظْلَمُونَ ٩٨

৩৪. অতপর তাদের ওপর তাদের (মন্দ) কাজের শান্তি আপত্তি হলো, (এক সময়) তাই তাদের

فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ  
❖ ৩০১ ❖

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

পরিবেষ্টন করে নিলো, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বেড়াতো ।

٥٨ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَءُونَ

৩৫. মোশেরেকে বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর এবাদাত করতাম না- না আমরা, না আমাদের বাগ দাদারা (অন্য কারো এবাদাত করতো), আমরা তাঁর (অনুমতি) ছাড়া কোনো জিনিস হারামও করতাম না; (আসলে) একই ধরনের কাজ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছে, রসূলদের ওপর (আল্লাহর) সুস্পষ্ট বাণী পৌছে দেয়া ছাড়া কোনো দায়িত কি আছে?

وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْرَكْتُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَاعِبَدَ نَاهِي مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا  
أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ لَكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُمْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَبْلَغُ الْمُبْتَدِئِينَ ۝

৩৬. আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে (সে রসূল বলতে পারে যে,) তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং তাঁর বিবোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করো। সে জাতির মধ্যে থেকে অতপর আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে হেদ্যায়ত দান করেন, আর কতকে লোকের ওপর গোমরাহী চেপে বসে গেলো; অতএব তোমরা (আল্লাহর) যামানে পরিভ্রমণ করো, তারপর দেখো, যারা (রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কি (ত্যাবহ) পরিগাম হয়েছিলো!

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ  
اعْبُلُوا إِلَهَكُمْ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۝  
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّ  
عَلَيْهِ الظُّلْلَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

৩৭. (হে নবী,) তুমি এদের হেদয়াতের ওপর যতোই তোমার আগ্রহ দেখাওনা কেন (এরা কখনো হেদয়াত পাবে না), কেননা আল্লাহ তায়ালা যাকে (বিদ্রোহের জন্যে) গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না, আর এমন লোকদের জন্যে কোনো সাহায্যকারীও নেই!

إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُنْدِرٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي  
مَن يُضْلِلُ وَمَا لَهُم مِّنْ نَصْرَيْنِ

৩৮. এরা আল্লাহ তায়ালার নামে কঠিন শপথ করে বলে, যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে (দ্বিতীয় বার) কখনো উঠিয়ে আনবেন না, (হে নবী, তুমি বলো), হাঁ, (অবশ্যই এটা) তাঁর সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তো) জানে না,

وَقَسِّمُوا بِاللَّهِ جَهَنَّمَ أَيْمَانَهُ لَا يَبْعَثُ  
اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ بَلِى وَعْدَهُ عَلَيْهِ حَقًا  
وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩৯. (এটা এ জন্যে যে,) যে বিষয়ে এরা মতবিরোধ করতো, (কেয়ামতের দিন) তাদের তিনি যেন তা স্পষ্ট করে দিতে পারেন এবং যারা (আজ) অস্বীকার করে তারাও যেন (এ কথাটা) জেনে নিতে পারে যে, তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।

لِيَبْيَنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كُلَّ بَيْنِ

৪০. আমি যখনই কোনো কিছু (ঘটাতে) চাই, তখন  
সে বিষয়ে আমার বলা কেবল এটুকুই হয়- ‘হও’  
অতপর তা (সংযুক্তি) হয়ে যায়।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ  
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٥﴾

৪১. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে (ইমান আনার কারণে) তাদের ওপর যুলুম হওয়ার পর- আমি অবশ্যই তাদের এ পৃথিবীতে উত্তম আশ্রয় দেবো;

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا لَنْ يَوْئِنُوهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۝

আর আখেরাতের পুরকার- তা তো (এর থেকে) অনেক  
বড়ো। (কতো ভালো হতো) তারা যদি (এটা) জানতো! ⑥

**وَلَأَجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**

৪২. (আখেরাতের পুরকার তাদের জন্যে) যারা  
(বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা তাদের মালিকের  
ওপর ভরসা করে।

**الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ**

৪৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগেও (এ) মানুষদের  
মধ্য থেকেই (কিছু ব্যক্তিকে) রসূল বানিয়ে প্রেরণ  
করেছি- যাদের ওপর আমি ওহী পাঠিয়েছি, যদি  
তোমরা না জানো তাহলে কিতাবধারীদের (সে কথা)  
জিজ্ঞেস করো,

**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي  
إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ إِنْ كُنْتُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ** ⑦

৪৪. (এ সব নবীকে) আমি সুম্পষ্ট দলীল প্রমাণ  
ও কিতাব সহকারে পাঠিয়েছি, (একইভাবে আজ)  
তোমার কাছেও কিতাব নাফিল করেছি, যাতে করে যা  
কিছু মানুষদের জন্যে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে,  
তুমি তা তাদের সুম্পষ্টভাবে বোঝাতে পারো, আশা  
করা যায় তারা চিন্তা ভাবনা করবে।

**بِالْبَيِّنِتِ وَالْزَّبِيرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
الَّذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ** ⑧

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিবরণে)  
চক্রান্ত করে, তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে  
যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দেবেন না,  
কিংবা এমন কোনো দিক থেকে তাদের ওপর আয়াব  
এসে আপত্তি হবে না, যা তারা কখনো চিন্তাও  
করতে পারে না!

**أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السُّيُّونَ أَنْ  
يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهِمْ  
الْعَذَابُ مِنْ حِيْثُ لَا يَشْعُرُونَ** ⑨

৪৬. কিংবা তাদের তিনি (এমন সময়) পাকড়াও  
করবেন, যখন তারা (স্বাভাবিকভাবে) চলাকেরা করতে  
থাকবে। এরা কখনোই তাঁকে অক্ষম করে দিতে  
পারবে না,

**أَوْ يَأْخُلَ هُرِيًّا تَقْلِيْبِهِمْ فَمَا هُرِيَّ  
بِمَعْجِزَيْنِ** ⑩

৪৭. অথবা তিনি তাদের (কিছু দূর) চলার (অবকাশ)  
দেবেন, অতপর পাকড়াও করবেন, অবশ্যই তোমার  
রব একান্ত মেহশীল, পরম দয়ালু।

**أَوْ يَأْخُلَ هُرِيًّا عَلَى تَخْوِفٍ فَإِنْ رَبِكَ  
لَرْءَوْفَ رَحِيمَ** ⑪

৪৮. এরা কি আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন  
তার প্রতি লক্ষ্য করে না, তার ছায়াও তো আল্লাহর  
সামনে সাজাবন্ত অবস্থায় (কখনো) ডান দিক  
থেকে (কখনো) বাঁ দিক থেকে ঢেলে পড়ে, এরা সবাই  
তাঁর সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

**أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ  
يَتَفَيَّؤُ ظَلَلَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ  
سَجَدَ اللَّهُ وَهُمْ دُخَرُونَ** ⑫

৪৯. যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং এ যমীনে যা  
কিছু বিচরণশীল আছে, আছে যতো ফেরেশতাকুল,  
তারা সবাই আল্লাহকে সাজান করে যাচ্ছে, এদের  
কেউই (আল্লাহর সামনে) অহংকার করে না।

**وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلِكَةَ وَهُنْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ** ⑬

৫০. (উপরন্তু) তারা ভয় করে তাদের রবকে- যিনি  
(রয়েছেন) তাদের (অনেক) ওপরে, তাদের যা আদেশ  
করা হয় তা তারা (বিনোদভাবে) পালন করে।

**يَخَافُونَ رَبِّهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمِرُونَ** ⑭

৫১. আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমরা দু'জন মারুদ্<sup>م</sup> ইত্বে প্রথমে আল্লাহ এবং তুম দু'জন মারুদ্<sup>م</sup> একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো ।

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَلُّ وَإِلَهُنِّي أَنْتَنِي  
إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّا مِيْ فَارَهَبُونِ<sup>④</sup>

৫২. আকাশমণ্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর জন্যে, জীবনবিধানকে একান্ত তাঁর অনুগত করে দেয়াই কর্তব্য; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে ।

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ  
الَّذِينَ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْقُونَ<sup>④</sup>

৫৩. যা কিছু নেয়ামত তোমাদের কাছে আছে তা তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এসেছে, অতপর তোমাদের যদি কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন (তা দূর করার জন্যে) তাঁকেই তোমরা বিনোদভাবে ডাকো,

وَمَا بَكَرٌ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تَسْمَى إِذَا  
مَسَكُرُ الْفَرَّالَيْهِ تَجْئِرُونَ<sup>④</sup>

৫৪. অতপর তিনি যখন তা দূরীভূত করে দেন, তখন তোমাদেরই এক দল লোক তাদের মালিকের সাথে অন্যদের শরীক বানিয়ে নেয়-

شَرِّ إِذَا كَشَفَ الْضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ  
مِنْكُمْ بِرِبِّهِمْ يُشْرِكُونَ<sup>④</sup>

৫৫. যাতে করে আমি তাদের যা (নেয়ামত) দান করেছি তারা তা অধীকার করে নিতে পারে; অতপর (কিছুদিনের জন্যে জীবনটা) তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে ।

لِيَكْفِرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا قَسْوَفَ  
تَعْلَمُونَ<sup>④</sup>

৫৬. আমি ওদের যা কিছু রেয়েক দান করেছি তার একাংশকে ওরা এমন লোকদের জন্যে নির্ধারণ করে নেয়; যারা জানেও না (রেয়েকের উৎসমূল কোথায়?) আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা (তাঁর সম্পর্কে) যে মিথ্যা অপবাদ দিতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে!

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ تَالَّهُ لَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كَنْتُمْ  
تَفْتَرُونَ<sup>④</sup>

৫৭. এ (মোশেরেক) ব্যক্তিরা কন্যা সন্তানদের আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করে, (অথচ) তিনি এসব থেকে অনেক পবিত্র, ওরা নিজেদের জন্যে তাই কামনা করে যা তারা পছন্দ করে ।

وَيَجْعَلُونَ اللَّهَ الْبَنِتَ سَبَحْنَهُ وَلَهُمْ  
مَا يَشْتَهُونَ<sup>④</sup>

৫৮. যখন এদের কাউকে কন্যা (জন্ম) হওয়ার সুখবর দেয়া হয়, তখন (দুঃখে ব্যথায়) তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ঝিঞ্চ হয়,

وَإِذَا بُشِّرَ أَهْلٌ هُرِبَّا لِأَنَّهُ ظَلَّ وَجْهَهُ  
مَسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ<sup>④</sup>

৫৯. যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো তার মনের কষ্টের কারণে সে (তার) জাতির লোকদের কাছ থেকে আঘাগোপন করে থাকতে চায় (ভাবতে থাকে); সে কি এ (এ সন্তান)-কে অপমানের সাথে রাখবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখো, (কন্যাদের নিয়ে) ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট!

يَتَوَارِى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ  
بِهِ أَيْمِسِكَهُ عَلَى هُوَنِ آمِيلِ سَدِّي  
الْتَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ<sup>④</sup>

৬০. যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে এ ধরনের নিকৃষ্ট পরিণামই (অপেক্ষা করছে), আর আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নিদৃষ্ট (রয়েছে) যাবতীয় ভালো পরিণাম, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثُلُ  
السَّوْءَ وَلِلَّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْكَبِيرُ ﴿٦٠﴾

৬১. আল্লাহ তায়ালা মানুষদের তাদের নাফরমানীর জন্যে যদি (সাথে সাথেই) পাকড়াও করতেন, তাহলে এ (যামীনের) বুকে কোনো (বিচরণশীল) জীবকেই তিনি ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদের এক বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতপর যখন (অবকাশের) সে সময় তাদের সামনে এসে হাফির হয়, তখন তারা (যেমন) মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারে না, (তেমনি) তাকে তারা (একটুখানি) এগিয়েও ৩০ লাইস্টার্খার্স সাড়ে ও লাইস্টেল মোন ৩০

وَلَوْ يَوْئِدُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ

عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلِكِنْ يَوْخَرُهُمْ إِلَى  
أَجَلٍ مَسْمَىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

৬২. এরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সে বিষয়টি প্রস্তাব করে- তা তারা (নিজেদের জন্যেও) পছন্দ করে না, তাদের জিহ্বা তাদের জন্যে মিথ্যা কথা বলে যে, (পরকালে নাকি) তাদের জন্যেই সব কল্পণ রয়েছে; (অর্থচ) তাদের জন্যে সেখানে থাকবে (শুধু জাহানামের) আগুন এবং অবশ্যই তারা (সেখানে) নিষ্কিপ্ত হবে।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ  
السَّنَّةَ هُنَّ الْكَذَّابُ أَنَّ لَهُمُ الْحَسْنَىٰ  
لَا جَرَأَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ৩০

৬৩. (হে নবী,) আল্লাহর শপথ, তোমার আগেও আমি জাতিসমূহের কাছে নবী পাঠিয়েছিলাম, অতপর শয়তান তাদের (খারাপ) কাজসমূহ তাদের জন্যে শোভনীয় করে দিয়েছিলো, সে (শয়তান) আজো তাদের বন্ধু, তাদের (সবার) জন্যেই রয়েছে কঠোর আয়াব।

تَاهِلِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ أَمَّيِّرِ مِنْ قَبْلَكَ  
فَزِينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ لِيَمْرُ  
الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ৩০

৬৪. (হে নবী,) আমি তোমার ওপর (এ) কিতাব এ জন্যেই নাফিল করেছি যেন তুমি তাদের সামনে সে বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করতে পারো, যে বিষয় তারা মতবিরোধ করেছে, বস্তুত (এ কিতাব হচ্ছে) ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত ও আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহস্বরূপ।

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ  
لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ «وَهَدَى  
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ৩০

৬৫. আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (একবার) মুর্দা হয়ে যাওয়ার পর সে পানি দিয়ে তিনি যমীনকে জীবিত করে তোলেন; অবশ্যই এতে (আল্লাহর কুদরতের) বহু নির্দর্শন রয়েছে সে জাতির জন্যে, যারা (আল্লাহর কথা) শোনে।

وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ  
الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِ  
لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ৩০

৬৬. অবশ্যই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্ম জানোয়ারের মাঝে (পচুর) শিক্ষার বিষয় রয়েছে, তাদের উদরষ্টিৎ (দুর্গন্ধময়) গোবর ও (নাপাক) রক্তের মধ্যবর্তি স্থান থেকে নিস্তৃত খাঁটি দুধ আমিই তোমাদের পান করাই, পানকারীদের জন্যে (এটি) হচ্ছে বিশুদ্ধ ও সুস্থাদু।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيَّ  
مَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرِثٍ وَدَمٍ لَبِنًا  
خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِّبِينَ ৩০

৬৭. খেজুর এবং আংগুর ফলের মধ্যেও (শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে), তা থেকে তোমরা নেশাকর (হারাম) জিনিস যেমন বের করে আনছো, তেমনি (তা থেকে হালাল এবং) উত্তম রেয়েকও তোমরা লাভ করছো, নিসন্দেহে এতে জানবান জাতির জন্যে (আল্লাহর) অনেক নির্দর্শন আছে।

৬৮. তোমার রব মৌমাছিকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, পাহাড়ের (গায়ে) গাছে (-র ডালে) এবং (অন্য কিছুর ওপর) তোমরা যা কিছু বানাও তার ওপর নিজেদের থাকার ঘর নির্মাণ করো,

وَمِنْ شَمَرْتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ  
تَتَخَلُّ وَنَمْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمٍ يَعِقْلُونَ ⑦  
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذْ  
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَا  
يَعْشُونَ ⑧

৬৯. তারপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে (রস আহরণ করে তা) থেতে থাকো, অতপর তোমার মালিকের (নির্ধারিত) পথ ধরে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে (সেদিকে) এগিয়ে চলো; (এভাবে) তার পেট থেকে রং বেরঙের পানীয় (দ্রব্য) বের হয়, যার মধ্যে মানুষদের নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে; (অবশ্য) এতেও নির্দর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা (আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র নিয়ে) চিন্তা করে।

شَمَرْ كُلِّيٌّ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِ فَاسْلُكِيٌّ  
سُبْلَ رَبِّكَ دُلْلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطْوَنِهَا  
شَرَابٌ مُخْتَلَفٌ الْوَانُهُ فِيهِ شَفَاءٌ  
لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ⑨

৭০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন। তোমাদের কোনো কোনো ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম স্তর পর্যন্ত পৌছে যাবে, কোনো বিষয় জানার পর সে এমন হয়ে যাবে যে, যেন সে কিছুই জানে না, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ, (তিনিই) সর্বশক্তিমান।

وَالله خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ ثُمَّ وَمِنْكُمْ  
مِنْ يَرِدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ  
بَعْلَ عَلِيِّ شَيْئًا إِنَّ الله عَلِيمٌ قَلِيرٌ ⑩

৭১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে কারো ওপর রেয়েকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছেন, যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা (আবার) তাদের অবৈনষ্ট দাস দাসীদের নিজেদের সামগ্রী থেকে কিছুই দিতে চায় না, (তাদের আশংকা হচ্ছে,) এ সম্পদে তারা উভয়েই সমান হয়ে যাবে; তবে কি এরা আল্লাহর নেয়ামত অঙ্গীকার করছে?

وَالله فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ  
فَمَا الَّذِينَ فَضَلُوا بِرِادِي رِزْقَهُمْ عَلَى  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ  
أَفَبَنِعَةُ الله يَجْحَلُونَ ⑪

৭২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড় বানিয়েছেন এবং তোমাদের এ যুগল থেকে তিনি তোমাদের পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রেয়েক দান করেছেন; তারপরও কি এরা বাতিলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর আল্লাহর নেয়ামতকে অবিশ্বাস করবে?

وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَهُنَّ وَهَفَنَّ  
وَرِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبِاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ  
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَ الله هُمْ يَكْفُرُونَ ⑫

৭৩. এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন <sup>وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ</sup> (মারুদদের) গোলামী করবে, যাদের আকাশমণ্ডলী ও <sup>لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا</sup> যামীনের (কোথাও) থেকে রেয়েক সরবরাহ করার কোনো ক্ষমতাই নেই।

<sup>وَلَا يَسْتِطِيعُونَ</sup> ৭৩

৭৪. সুতরাং (হে মানুষ,) তোমরা আল্লাহ তায়ালার <sup>فَلَا تَصْرِيبُوا إِلَيْهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ</sup> কোনো সদ্শ দাঁড় করিয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।

<sup>وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ</sup> ৭৪

৭৫. আল্লাহ তায়ালা (অপরের) অধিকারভুক্ত <sup>فَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْرِيرُ</sup> একটি দাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, যে (নিজে থেকে) কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না- আরেক (উদাহরণ এমন) ব্যক্তি, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উভয় রেয়েক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করছে; (তোমরা কি মনে করো) এরা উভয়েই সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু এদের অধিকাংশ মানুষই কিছু জানে না।

৭৬. আল্লাহ তায়ালা আরো দু'জন মানুষের উদাহরণ দিচ্ছেন, তাদের একজন হচ্ছে মূক- সে কোনো কিছুই নিজে থেকে করতে (বা বলতে) পারে না, সে (সব সময়) নিজের মনিবের ওপর বোঝা হয়ে থাকে, যেখানেই তাকে সে পাঠাক না কেন, সে ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না; এ (অক্ষম) ব্যক্তিটি কি সমান হতে পারে সে ব্যক্তির, যে (নিজে মূক তো নয়ই বরং) সে অন্য মানুষদেরও ন্যায় কাজের আদেশ দিতে সক্ষম, (সর্বোপরি) যে ব্যক্তি সহজ সরল পথের ওপর আছে!

<sup>وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا جُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجْهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ أَكْحَلَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ</sup> ৭৬

৭৭. আসমানসমূহ ও যামীনের যাবতীয় গায়ব (সংক্রান্ত জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহর জন্যেই (নির্দিষ্ট রয়েছে), কেয়ামতের ব্যাপারটি তো (তাঁর কাছে) চোখের পলকের চাইতে (বেশী দূরের) কিছু নয়, বরং তা তার চাইতেও নিকটবর্তী; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সর্ববিষয়ের ওপর শক্তিমান।

৭৮. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মায়ের পেট থেকে (এমন অবস্থায়) বের করে এনেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না, অতপর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অস্তকরণ দিয়েছেন, আশা করা যায় তোমরা শোকের আদায় করবে।

<sup>وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْوَنِ أُمَّهِتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَةَ لَا عَلَّمْتُمْ تَشْكِرُونَ</sup> ৭৮

৭৯. এরা কি পার্থীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না? আকাশের শূন্যগর্ভে সে (সহজে) বিচরণ করে চলছে,

<sup>الْأَمْرِ رَوَاهُ إِلَيْ الطَّيْرِ مَسْخِرٍ فِي جَوَ السَّمَاءِ</sup>

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কে আছে যিনি এদের  
(শূন্যের মাঝে) স্থির করে রাখেন, অবশ্যই এ (ব্যব  
স্থাপনার) মাঝে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক  
নির্দর্শন রয়েছে।

৮০. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে তোমাদের  
ঘরগুলোকে (শাস্তির) নীড় বানিয়েছেন, তিনিই  
তোমাদের জন্যে গৃহপালিত পশুর চামড়া দিয়ে (তাঁবুর  
হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করেছেন, যেন ভ্রমণের  
দিনে তোমরা তা সহজভাবে (বহন) করে নিতে  
পারো, আবার কোথাও অবস্থান নেয়ার সময়ও (তা  
ব্যবহার করতে পারো), ওদের পশম, ওদের লোম,  
ওদের কেশ থেকে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের  
জন্যে তোমাদের অনেক ব্যবহার (উপযোগী) সামগ্ৰী  
বানাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।

৮১. আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা  
থেকে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করে  
দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের জন্যে পাহাড়ের  
মাঝে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি (আরো)  
ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্যে পরিধেয় বন্দের,  
যা তোমাদের (প্রচন্ড) তাপ থেকে রক্ষা করে,  
তিনি ব্যবস্থা করেছেন (এমন) পরিধেয়সমূহের  
যা তোমাদেরকে তোমাদের সমস্যা সংকট থেকে  
বাঁচিয়ে রাখে; এভাবেই তিনি তোমাদের ওপর  
তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেন, আশা করা যায়  
তোমরা তাঁর অনুগত (বান্দা) হতে পারবে।

৮২. যদি তারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়,  
তবে (তুমি জেনে রেখো, তাদের কাছে) সুস্পষ্ট করে  
(আল্লাহর কথা) পৌছে দেয়াই হচ্ছে তোমার দায়িত্ব।

৮৩. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ভালো  
করেই চেনে, অতপর তারা তা অঙ্গীকার করে,  
(আসলে) ওদের অধিকাংশই (মানুষ)-ই হচ্ছে  
অকৃতজ্ঞ।

৮৪. (স্মরণ করো,) যেদিন আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের  
মধ্য থেকে এক একজন সাক্ষী উঠিয়ে আনবো,  
অতপর তাদের কোনো (কৈফিয়ত দেয়ার) অনুমতি  
দেয়া হবে না—যারা কুফৰী করেছে না তাদের (সেদিন  
এ) সুযোগ দেয়া হবে।

৮৫. যখন যালেমরা আঘাত দেখতে পাবে (তখন  
কিন্তু কোনো কিছুতেই) তাদের ওপর থেকে সে  
আঘাত লঘু করা হবে না, না তাদের কোনো অবকাশ  
দেয়া হবে।

৮৬. মোশেরক ব্যক্তিরা তাদের যেসব শরীকদের  
(আল্লাহর সাথে) অংশীদার বানিয়েছিলো,  
(সেদিন) যখন তারা দেখবে, তখন বলবে,

مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنْ فِي ذٰلِكَ لَا يَرِي  
لِقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ ④

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بَيْوَتِكُمْ سَكَنًا  
وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا  
تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنَكُمْ وَيَوْمًا  
إِقَامَتُكُمْ ۝ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا  
وَآشْعَارِهَا آتَانًا ۝ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ⑤

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّا خَلَقَ ظِلَّلًا وَجَعَلَ  
لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ  
سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ  
بَاسِكُمْ ۝ كَذِلِكَ يَتَمَرَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ⑥

فَإِنْ تَوَلُوا ۝ فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ⑦

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنَكِّرُونَهَا  
وَأَكْثَرُهُمُ الْكُفَّارُونَ ⑧

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ۝  
لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ  
يُسْتَعْتَبُونَ ⑨

وَإِذَا رَأَاهُنَّ ۝ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا  
يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ ⑩

وَإِذَا رَأَاهُنَّ ۝ أَشْرَكُوا شَرْكًا ۝ هُمْ قَالُوا  
فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ ⑪

হে আমাদের রব, এরাই তো আমাদের সেসব  
শরীক লোক- যাদের আমরা তোমার বদলে  
ডাকতাম, অতপর সে ব্যক্তিরা উল্টো তাদের ওপরই  
অভিযোগ নিক্ষেপ করে বলবে, না, তোমরাই হচ্ছে  
মিথ্যাবাদী,

رَبَّنَا هُوَ لَاءِ شَرِكَاتُنَا الَّذِينَ كُنَّا  
نَلْعَوْا مِنْ دُونَكَ فَالْقَوَا إِلَيْهِمْ  
الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُنْ بُونَ ۝

৮৭. এ (মোশরেক) ব্যক্তিরা যখন আল্লাহর কাছে  
আত্মসমর্পণ করবে, (তখন) যা কিছু তারা উদ্ভাবন  
করতো তা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِنْ ۝ الْسَّلَمَ وَضَلَّ  
عِنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

৮৮. যারা নিজেরা কুফরী করেছে এবং (অন্য)  
মানুষদেরও) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমি  
(সেদিন) তাদের আবাবের ওপর আবাব বৃদ্ধি করবো,  
এটা হচ্ছে তাদের (সেই) অশান্তি ও ফাসাদের শান্তি,  
যা তারা করে এসেছে।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا  
يُفْسِلُونَ ۝

৮৯. (সেদিনের কথাও স্মরণ করো,) যেদিন আমি  
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে  
তাদের ওপর একজন সাক্ষী উথিত করবো এবং  
এদের সবার ওপর আমি তোমাকে সাক্ষীরপে  
নিয়ে আসবো; আমি তোমার ওপর কিতাব নাখিল  
করেছি, যা হচ্ছে সব কিছুর ব্যাখ্যা, (আল্লাহর)  
হৈদায়াত ও মুসলমানদের জন্যে (তা হচ্ছে জান্নাতের)  
সুসংবাদস্বরূপ।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ  
مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجَئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ  
هُؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تَبْيَانًا  
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ  
لِلْمُسْلِمِينَ ۝

৯০. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ  
ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি  
অশুলতা, অসৎ কাজকর্ম ও সীমালংঘনজনিত সব  
কাজ থেকে নিষেধ করেন, তিনি তোমাদের উপদেশ  
দেন (এগুলো মেনে চলার), আশা করা যায় তোমরা  
এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ  
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۝ يَعِظُكُمْ  
لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

৯১. যখন তোমরা আল্লাহর নামে কোনো অংগীকার  
করো, তখন তা পূর্ণ করো এবং এ (শপথ)  
পাকাপোক করে নেয়ার পর তা ভঙ্গ করো না,  
কেননা (এ শপথের জন্যে) তোমরা আল্লাহকে  
অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা  
জানেন তোমরা কি করো।

وَأَوْفُوا بِعِهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا  
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْنَ تَوْكِيدِهَا وَقَنْ  
جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۝ إِنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

৯২. (শপথ ভাংতে গিয়ে) তোমরা কখনো সেই  
নারীর মতো হয়ো না, যে অনেক পরিশ্রম করে  
নিজের (জন্যে কিছু) সুতা কাটলো, কিন্তু পরে  
তা (নিজেই) টুক্রো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا  
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ آنَّكُمْ ۝

তোমরা তো তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে শপথগুলো ধোকা প্রবর্ধনার উদ্দেশে ব্যবহার করো, যাতে করে (তোমাদের) এক দল আরেক দল থেকে অগ্রামী হয়ে যেতে পারে; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন মাত্র; (তা ছাড়া) তোমরা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করছো, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তা (সবার সামনে) প্রকাশ করে দেবেন।

৯৩. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে এক জাতি বানিয়ে দিতে পারতেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিভাস্ত করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন; (দুনিয়ায়) তোমরা কি করতে সে সম্পর্কে অবশ্যই (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রশ়ি করা হবে।

৯৪. তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে পরস্পরকে প্রবর্ধনা করার উদ্দেশে গ্রহণ করো না, (নতুবা সত্যের ওপর মানুষের) পা একবার স্থির হওয়ার পর পুনরায় পিছলে পড়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের বাধা দেয়ার কারণে (এ দুনিয়াও) তোমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর (আখেরাতেও) তোমাদের জন্যে থাকবে কঠোর আ্যাব।

৯৫. তোমরা আল্লাহর (নামে করা) অংগীকারকে (দুনিয়ার) সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না; আল্লাহর কাছে যে পুরক্ষার আছে তোমাদের জন্যে তা অনেক উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

৯৬. যা কিছু (সম্পদ) তোমাদের কাছে আছে তা (একদিন) নিশেষ হয়ে যাবে, (অপরদিকে) আল্লাহর কাছে (এর) যা (বিনিময়) আছে তা (হামেশাই) বাকী থাকবে; (সে আশায়) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের (সেসব) কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরক্ষার দেবেন।

৯৭. পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে- এমতাবস্থায় যে, সে হবে একজন যথার্থ মোমেন, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি দুনিয়ার বুকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং আখেরাতের জীবনেও আমি তাদের (দুনিয়ার জীবনের) কার্যক্রমের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করবো।

تَخْلُّونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بِينَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أَنْمَاءٍ  
يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَيَبْيَسْنَ لَكُمْ يوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
وَلَكُنْ يُضْلَلُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْلِكُ مِنْ يَشَاءُ وَلَتَسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

وَلَا تَتَخَلُّ وَأَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بِينَكُمْ  
فَتَرِزِّلَ قَدْمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتُذْلَقُوا  
السُّوءُ بِمَا صَنَّدَتْ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَلَكُرْ عَلَّا أَبْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

وَلَا تَشْتَرِوْ بِعِهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا  
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ  
وَلَنْجِزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرٌ هُنْ  
بِإِحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

مِنْ عِمَلِ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْجِزِيْنَهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً  
وَلَنْجِزِيْنَهُمْ أَجْرٌ هُنْ بِإِحْسَنٍ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

১৮. তোমরা যখন কোরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান (-এর ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও ।

فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ  
الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ ﴿১৬﴾

১৯. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই ।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿১৭﴾

১০০. তার সব আধিপত্য তো তাদের ওপর- যারা তাকে বন্ধ (ও অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করেছে, (উপরস্থি) যারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে ।

إِنَّمَا سُلْطَنَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ  
وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿১৮﴾

১০১. (হে নবী,) আমি যখন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার জায়গায় আরেক আয়াত নায়িল করি- (অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন যা কিছু তিনি নায়িল করেন- তখন তারা বলে, তুমি তো এগুলো নিজ থেকে বানিয়ে নিচ্ছো; কিন্তু তাদের অধিকার্ষ মানুষই (বিষয়টি) জানে না ।

وَإِذَا بَدَّ لَنَا أَيَّةً مَكَانَ أَيَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ  
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿১৯﴾

১০২. তুমি তাদের বলো, হাঁ এ (কোরআন)-কে জিবরাইল তোমার মালিকের কাছ থেকে ঠিকভাবেই নায়িল করেছে, যাতে করে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে তাদের তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, (সর্বোপরি) এটা যেন হয় অনুগত বানাদের পথনির্দেশ ও (জাল্লাতের) সুসংবাদবাহী ।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُلُوبِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ  
لِيُثِيتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُنَّ مِنَ الْمُبْشِرِيْ  
لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿২০﴾

১০৩. (হে নবী,) আমি ভালো করেই জানি (এরা কি বলে), এরা বলে, এ (কোরআন) তো একজন মানুষ (এসে) এ ব্যক্তিকে পড়িয়ে দিয়ে যায়; (অথচ) যে ব্যক্তিটির দিকে এরা ইঁগিত করে তার ভাষা আরবী নয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা ।

وَلَقَنْ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُ  
بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُ وَنَ إِلَيْهِ  
أَعْجَمٌ وَهُلْ إِلَسَانٌ عَرَبِيٌّ مِبْيَنٌ ﴿২১﴾

১০৪. (আসল কথা হচ্ছে,) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না, আর তাদের জন্যেই রয়েছে মর্মান্তিক আয়াব ।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ  
لَا يَهِيْمِ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿২২﴾

১০৫. নিজের পক্ষ থেকে কথা বানানো (কোনো নবীর কাজ নয়, বরং এটা) হচ্ছে তাদের কাজ, যারা আল্লাহর আয়াতের ওপর ঈমান আনে না, (আসলে) এরাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী ।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ  
لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَأَوْلَئِكَ هُمْ  
الْكَذِبُونَ ﴿২৩﴾

১০৬. যে ব্যক্তি একবার তার ঈমান আনার পর কুফরী করে-

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ

যাকে (কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে) বাধ্য করা হয়,  
অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপরই সন্তুষ্ট থাকে তার  
ব্যাপার আলাদা, কিন্তু যে (তার) অন্তরকে কুফরীর  
জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাদের ওপর আল্লাহর  
পক্ষ থেকে গবর রায়েছে এবং তাদের জন্যেই রয়েছে  
মর্মসুদ শাস্তি ।

غَضْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَبْعَدُ

وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْئِنٌ بِالْإِيمَانِ

◎ غَضْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَبْعَدُ

১০৭. এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে  
আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা  
কখনো কাফের সম্পদায়কে হেদায়াত দান করেন  
না ।

الْكُفَّارُ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَمِنُّ بِالْقَوْمَ

১০৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অন্তরে, কানে  
ও চেঁচের ওপর আল্লাহ তায়ালা সিল এঁটে দিয়েছেন,  
(আসলে) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা (আল্লাহর  
আ্যাব সম্পর্কে) সম্পূর্ণ বেখবর ।

الْغَفَّالُونَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

وَسَعَاهُمْ رَأْبَصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ

১০৯. অবশ্যই ওরা আখেরাতে (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত  
হবে ।

لَا جَرَامَ أَنْهَمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ

১১০. (অপরদিকে) যারা (ঈমানের পথে) নির্যাতিত  
হওয়ার পর হিজরত করে, অতপর (আল্লাহর পথে)  
জেহাদ করে এবং (বিপদে) ধৈর্য ধারণ করে (হে  
নবী), অবশ্যই তোমার রব এরপর তাদের প্রতি  
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হবেন) ।

مِنْ بَعْدِ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ

مَا فَتَنَّا أُمُّرُّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

يُغَفِّلُ هَا لَغْفَورٌ رَّحِيمٌ

১১১. (স্বরণ করো,) যেদিন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই  
আঞ্চলিক সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করতে (এগিয়ে)  
আসবে, (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই (কানাকড়ি  
হিসাব করে) তার কৃতকর্মের প্রতিফল আদায় করে  
দেয়া হবে এবং তাদের (কারো) ওপর কোনো রকম  
অবিচার করা হবে না ।

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ

نَفْسِهَا وَتَوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ

১১২. আল্লাহ তায়ালা এমন একটি জনপদের উদাহরণ  
(তোমাদের সামনে) উপস্থাপন করছেন, যা ছিলো  
নিরাপদ ও নিশ্চিত, (সেখানে) সর্বদিক থেকেই  
তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ রেয়েক আসতো, অতপর  
তারা আল্লাহর নেয়ামত অঙ্গীকার করলো, তারা  
আল্লাহর সাথে যে আচরণ করতো তার শাস্তি হিসেবে  
আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক  
পরিয়ে শাস্তি দিলেন ।

يَصْنَعُونَ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ أَمْنَةً

مَطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِّنْ كُلِّ

مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُرِ اللَّهَ فَآذَاقَهَا

اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا

১১৩. অবশ্যই তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে  
একজন রসূল এসেছিলো, অতপর তারা তাকে অঙ্গীকার  
ও লَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

করলো, (পরিশেষে আল্লাহর) আয়াৰ তাদের পাকড়াও  
করলো এমন অবস্থায় যখন তারা ছিলো যালেম!

فَأَخْلَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلَمُونَ ﴿١﴾

১১৪. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যা কিছু হালাল  
পবিত্র রেয়েক দিয়েছেন তোমরা তা খাও, তোমরা  
আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জাপন করো, ۚ  
যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই গোলামী করো।

تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

১১৫. তিনি তো তোমাদের ওপর (শুধু) মৃত (জস্ত),  
রক্ত এবং শুয়োরের গোশতই হারাম করেছেন, (আরো  
হারাম করেছেন) এমন জানোয়ার যার ওপর (যবাই  
করার সময়) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নাম  
নেয়া হয়েছে, কিন্তু যদি কাউকে (এর কোনো একটার  
জন্যে) বাধ্য করা হয়- সে যদি বিদ্রোহী কিংবা  
সীমালংঘনকারী না হয়, তাহলে (সে যেন জেনে  
রাখে), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

رَحِيمٌ ﴿٣﴾

১১৬. তোমাদের জিহ্বা (আল্লাহ তায়ালার ওপর)  
মিথ্যা আরোপ করে বলে- কখনো একথা বলো না  
যে, এটা হালাল ও এটা হারাম (জেনে রেখো),  
অবশ্যই যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে,  
তারা কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُ الْسِّنَتُكُمْ  
الْكَذِبَ هُنَّا حَلَلٌ وَهُنَّا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ اللَّهِ يَفْتَرُونَ  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٤﴾

১১৭. (এটা ছিলো পার্থিব জীবনের) সামান্য কিছু  
সামগ্ৰী (মাত্ৰ, পৰকালে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর  
আয়াৰ।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿৫﴾

১১৮. (হে নবী,) ইহুদীদের ওপর আমি সেসব কিছু  
হারাম করেছি যা ইতিপূর্বে আমি তোমার কাছে  
বর্ণনা করেছি, (এগুলো হারাম করে) আমি তাদের  
ওপর কোনো অবিচার করিনি, বৰং (আমার আদেশ  
না মেনে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার  
করেছে।

وَفِي الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا مَا قَصَدْنَا  
عَلَيْكَمْ مِنْ قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُمْ  
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿৬﴾

১১৯. অতপর তোমার রব (তাদের ওপর দয়া  
করেছেন) যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহের কাজ  
করলো, অতপর (অন্যায় বৃথতে পেরে) তাওবা  
করলো এবং (সে অনুযায়ী) নিজেদের সংশোধনও  
করে নিলো (হে নবী,) তোমার রব অবশ্যই এরপর  
তাদের জন্যে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ  
بِجَمَائِلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ  
رَحِيمٌ ﴿৭﴾

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলো একটি উম্মত (-এর  
সমর্ম্মাদাবান ব্যক্তি, সে ছিলো) আল্লাহর একান্ত

إِنَّ ابْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ

অনুগত ও একনিষ্ঠ (বান্দা), সে কখনো মোশরেকদের  
অস্তর্ভুক্ত ছিলো না,  
**حَنِيفًا وَلَرِيَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** ٣٥

১২১. সে (ছিলো) আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের  
প্রতি কৃতজ্ঞ, তিনি তাঁকে (নবুওতের জন্য) বাছাই  
করেছেন এবং তাঁকে তিনি সরল পথে পরিচালিত  
করেছেন।  
**شَاكِرًا لِأَنْعُمَّةِ إِجْتَبَيْهِ وَهَدَيْهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** ৩৫

১২২. আমি তাকে দুনিয়াতেও (থেচুর) কল্যাণ দান  
করেছি, আর পরকালেও সে নিসন্দেহে নেক মানুষদের  
অস্তর্ভুক্ত (হবে);  
**وَاتَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ** ৩৬

১২৩. অতপর (হে নবী,) আমি তোমার ওপর ওহী  
পাঠালাম, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত  
অনুসরণ করো; আর সে কখনো মোশরেকদের  
দলভুক্ত ছিলো না।  
**ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** ৩৭

১২৪. শনিবার (পালন করা) তো কেবল তাদের  
জন্যেই (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছিলো, যারা এ  
(বিষয়টি) নিয়ে (অথবা) মতবিবোধ করেছে; অবশ্যই  
তোমার রব কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে সব  
বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যেসব বিষয়ে সেখানে  
তারা মতবিবোধ করতো।  
**إِنَّمَا جَعَلَ السَّبِيلَ إِلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنْ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمًا الْقِيمَةَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ** ৩৮

১২৫. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের পথে  
(মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সন্দুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো,  
(তর্কের সময়) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিক্রম  
করো যা উৎকৃষ্ট; তোমার রব (এটা) ভালো করেই  
জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে,  
(আবার) যে ব্যক্তি (হেদোয়াতের) পথে রয়েছে তিনি  
তার সম্পর্কেও সরিশেষ অবহিত আছেন।  
**أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَ لَهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ فَلَّ عَنِ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَلِبِينَ** ৩৯

১২৬. যদি তোমাদের কখনো কারো ওপর কঠোরতা  
আরোপ করতেই হয় তাহলে ঠিক ততোটুকু কঠোরতাই  
অবলম্বন করো যতোটুকু তোমাদের সাথে করা  
হয়েছে; অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে  
ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম।  
**وَإِنْ عَاقَبْتَمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَرَبْتُمْ لَهُ خَيْرَ لِلصَّابِرِينَ** ৪০

১২৭. (হে নবী,) তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার  
ধৈর্যধারণ আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হবে  
না, এদের (আচরণের) ওপর তুমি দুঃখ করো না এবং  
এরা যেসব ঘড়্যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোকুণ্ড  
হয়ো না।  
**وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْ كَ إِلَّا بِاسْهَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يِمْكُرُونَ** ৪১

১২৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে  
রয়েছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তারা  
সৎকর্মশীল।  
**إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ** ৪২

১. মহিমারিত (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তাঁর (এক) বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন, যার পারিপার্শ্বিতাকে আমি (আগেই) বরকতপূর্ণ করে রেখেছিলাম, (উদ্দেশ্য ছিলো) আমি যেন তাকে আমার (দৃশ্য অদৃশ্য) কিছু নির্দশন দেখাতে পারি; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বস্রষ্টা।

২. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, আমি এ (কিতাব)-কে বনী ইসরাইলের হেদয়াতের উপকরণ বানিয়েছি, (আমি তাদের আদেশ দিয়েছি), আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা (নিজেদের) কর্মবিধায়করণে গ্রহণ করো না।

৩. (তোমরা হচ্ছে সেসব লোকের) বংশধর, যাদের আমি নৃহর সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো (আমার) কৃতজ্ঞ বান্দা।

৪. আমি বনী ইসরাইলদের প্রতি (তাদের) কিতাবের মধ্যে (এ কথার) ঘোষণা দিয়েছিলাম, অবশ্যই তোমরা দু'বার (আমার) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (মানুষের ওপর তখন) তোমরা বড়ে বেশী বাড়াবাঢ়ি করবে।

৫. অতপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন এসে হায়ির হলো, তখন আমি তোমাদের ওপর আমার এমন কিছু বান্দাকে পাঠিয়েছিলাম, যারা ছিলো বীরত্বের অধিকারী, অতপর তারা (তোমাদের) ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছুই তছনছ করে দিয়ে গেলো; আর (এভাবেই) আমার (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়ে থাকে।

৬. অতপর আমি তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) দ্বিতীয় বার তোমাদের (সুদিন) ফিরিয়ে দিলাম এবং ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদের আমি সাহায্য করলাম, (সর্বোপরি জনপদে) আমি তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।

৭. যদি তোমরা কোনো ভালো কাজ করে থাকো তা করেছো তোমাদের নিজেদের জন্যে। তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ করে থাকো, তার দায়িত্বও একান্তভাবে তার নিজের ওপর; অতপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় হায়ির হলো (তখন আমি আরেক দলকে তোমাদের মোকাবেলার জন্যে পাঠিয়েছিলাম), যেন তারা তোমাদের মুখ্যমন্ত্র কালিমাচ্ছন্ন করে দিতে পারে,

سَبَحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى  
الَّذِي بَرَكَنَا حَوْلَهُ لَنُرِيهِ مِنْ أَيْتَنَا إِنَّهُ  
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ<sup>(১)</sup>

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى  
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَا تَتَخَلُّ وَأَمِنْ  
دُونِي وَكِيلًا<sup>(২)</sup>

ذُرِيَّةٌ مِنْ حَمْلَنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا<sup>(৩)</sup>  
شَكُورًا<sup>(৪)</sup>

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ  
لَتُفَسِّنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّاتِينَ وَلَتَعْلَمُ  
عُلُوًّا كَبِيرًا<sup>(৫)</sup>

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولِئِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ<sup>(৬)</sup>  
عِبَادًا لَّنَا أُولَئِنَّ بَاسِ شَدِّيْنَ فَجَاسُوا  
خِلَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً<sup>(৭)</sup>

ثُرَدَدَنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَنْكُمْ  
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا<sup>(৮)</sup>

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ<sup>(৯)</sup>  
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْلَمَ  
الْآخِرَةَ لِيَسْوَءُهُمْ وَجْهُوكُمْ<sup>(১০)</sup>

যেমন করে প্রথমবার এ (আক্রমণকারী) ব্যক্তিরা  
মাসজিদে (আকস্মায়) প্রবেশ করছে (আবারও) যেনো  
তারা মাসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং যে যে  
জিনিসের ওপর তারা অধিকার জমাতে পারে তা ধৰ্ষণ  
করে দিতে পারে।

وَلَيْلٌ خُلُوا الْمَسْجِنَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ  
مَرَّةٍ وَلَيُتَبَرُّوا مَا عَلَوْا تَتَبَرِّأُ<sup>১</sup>

৮. সম্ভবত এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন, আর তোমরা যদি (বিদ্রোহের দিকে) ফিরে যাও তাহলে আমিও (আমার শাস্তির) পুনরাবৃত্তি ঘটাবো, আর আমি তো কাফেরদের জন্যে জাহানামকে (তাদের) কারাগারে পরিণত করেই রেখেছি।

৯. অবশ্যই এ কোরআন এমন এক পথের নির্দেশনা দেয় যা ময়বুত এবং যেসব দ্বিমানদার মানুষ নেক আমল করে, এ (কিতাব) তাদের (এ) সুস্থিত দেয় যে, তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) এক মহাপুরুষকার রয়েছে।

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّتَّيْ هِيَ  
آقَوْمٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصِّلْحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا<sup>২</sup>

১০. (অপরদিকে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে (জাহানামের) কঠিন আশাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
أَعْتَلَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا<sup>৩</sup>

১১. মানুষ (যেভাবে নিজের জন্যে না বুঝে) অকল্যাণ কামনা করে, (তেমনি সে) তার (নিজের) জন্যে (বুঝে সুবো) কিছু কল্যাণও কামনা করে, (আসলে) মানুষ (কান্থিত বস্তুর জন্যে এমনই) তাড়াহড়ো করে।

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً بِالْخَيْرِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا<sup>৪</sup>

১২. আমি রাত ও দিনকে (আমার কুদরতের) দুটো নির্দশন বানিয়ে রেখেছি, অতপর রাতের নির্দশন আমি বিলীন করে দেই এবং দিনের নির্দশনকে আমি আলোকময় করি, যাতে করে তোমরা তোমাদের মালিকের দেয়া রেখেক সংগ্রহ করতে পারো, (সর্বোপরি) তোমরা (এর মাধ্যমে) বছরের গণনা ও (এর) হিসাবও জানতে পারো; (এর) সব কয়টি বিষয়ই আমি (এখানে) খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।

وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالنَّهَارَ أَيْتَيْنِ فِيهِنَا أَيْةً  
الْيَلِ وَجَعَلْنَا أَيْةً النَّهَارَ مُبْصِرَةً لِتَبَغْفِي  
فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ وَلِتَعْلَمُوا عَنِ الدِّسْنِينَ  
وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَنَهُ تَفْصِيلًا<sup>৫</sup>

১৩. প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিপিকে আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি; কেয়ামতের দিন তার জন্যে (তার আমলনামার) একটি হস্ত আমি বের করে দেবো, সে তা (তার সামনে) খোলা অবস্থায় (দেখতে পাবে)।

وَكُلُّ إِنْسَانٍ الْرَّمْنَه طَائِرَه فِي عَنْقِهِ  
وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَه كِتَابًا يَلْقَمُ  
مَنْشُورًا<sup>৬</sup>

১৪. (তাকে বলা হবে) পড়ো, (এ হচ্ছে) তোমার আমলনামা; আজ নিজের হিসাবের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট;

إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ  
عَلَيْكَ حَسِيبًا<sup>৭</sup>

মَنْ أَهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ  
নিজের (ভালোর) জন্যে যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে  
তার গোমরাহীর দায়িত্ব থাকবে একান্তই তার ওপর; (কেয়ামতের দিন) একজন আরেকজনের (গুনাহের)  
ভার বইবে না; আমি কথনেই (কোনো জাতিকে)  
আয়ার দেই না, যতোক্ষণ না আমি (সেখানে আয়ার  
থেকে সতর্ককারী) কোনো রসূল না পাঠাই।  
১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫. ১৫.

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضْلَلُ عَلَيْهِمَا وَلَا تَزَرُّ  
وَأَزْرَةً وَزَرَّ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ  
হত্তি نَبَعَثَ رَسُولًا ⑮

১৬. আমি যখন কোনো জনপদকে ধৰ্স করতে  
চাই তখন তার বিভিন্নালী লোকদের (ভালো কাজের)  
আদেশ করি, কিন্তু (ভালো কাজের বদলে) সেখানে  
তারা গুনাহের কাজ করতে শুরু করে, অতপর  
সেখানে আমার আয়াবের ফয়সালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়,  
পরিশেষে আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধৰ্স করে দেই।  
১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬. ১৬.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمْ رَنَّا  
مُتَرَفِّيَّهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقٌ عَلَيْهَا  
الْقُولُ فَلَمْ رَنْهَا تَلْمِيزًا ⑯

১৭. নুহের পর (এই একই কারণে) কতো  
মানবগোষ্ঠীকে আমি ধৰ্স করে দিয়েছি; (হে নবী,)  
তোমার রব তাঁর বান্দাদের গুনাহের খবর রাখা ও তা  
পর্যবেক্ষণ করার জন্যে (একাই) যথেষ্ট।  
১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭. ১৭.

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقَرْوَنِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَمْ  
بِرَبِّكَ بِلِنْوُبِ عِبَادَهُ خَبِيرًا بَصِيرًا ⑯

১৮. কোনো ব্যক্তি দ্রুত (দুনিয়ার সুখ সংজোগ) পেতে  
চাইলে আমি তাকে এখানে তার জন্যে যতটুকু  
দিতে চাই তা সত্ত্ব দিয়ে দেই, (কিন্তু) তার জন্যে  
অতপর জাহানামহ নির্ধারণ করে রাখি, যেখানে সে  
নিন্দিত, অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ  
করবে।  
১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮. ১৮.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا  
مَا نَشَاءُ لِمَنْ نَرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ  
يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَذْمُورًا ⑯

১৯. (অপরদিকে) যারা আখেরাত (ও তার সাফল্য)  
কামনা করে এবং তা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর ওপর  
ঈমান রেখে চেষ্টা সাধনা করে, (মূলত) তারাই হচ্ছে  
এমন লোক যাদের প্রচেষ্টা (আল্লাহর দরবারে) স্বীকৃত  
হয়।  
১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯. ১৯.

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ  
مَشْكُورًا ⑯

২০. (হে নবী,) আমি এদের এবং ওদের সবাইকেই  
তোমার মালিকের দান থেকে সাহায্য করে যাচ্ছি এবং  
তোমার মালিকের দান (কারো জন্যেই) বন্ধ নয়।  
২০. ২০. ২০. ২০. ২০. ২০. ২০. ২০. ২০. ২০. ২০.

كُلَّا نِيلٍ هُوَ لَاءٌ وَهُوَ لَاءٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ  
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ⑯

২১. (হে নবী,) তুমি দেখো, কিভাবে আমি (পার্থিব  
সম্পদে) তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব  
দান করি; অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে আখেরাত  
অনেক বড়ো, তার ফয়লাতও বহুলাঞ্শে বেশী।  
২১. ২১. ২১. ২১. ২১. ২১. ২১. ২১. ২১. ২১. ২১. ২১.

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَلَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ⑯

২২. (হে মানুষ,) আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে  
মারুদ বানিয়ো না, নতুবা (পরকালে) তোমরা নিন্দিত  
ও নিসহায় হয়ে পড়বে।  
২২. ২২. ২২. ২২. ২২. ২২. ২২. ২২. ২২. ২২. ২২.

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًا أَخَرَ فَتَقْتَلُ  
مَذْمُومًا مَذْمُورًا ⑯

২৩. তোমার রব আদেশ করছেন, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো এবাদাত করো না এবং তোমরা (তোমাদের) পিতামাতার সাথে সন্দেহবহুর করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবন্দশ্যায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (সাথে) 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং কখনো তাদের ধর্মক দিয়ো না, তাদের সাথে সমানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো।

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا أَنْتُمْ  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ  
عِنْكُمُ الْكِبْرُ أَهْلَهُمَا فَلَا تَقْلِ  
لَهُمَا أُفِّي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا

২৪. অনুকম্পায় তুমি ওদের প্রতি বিনয়াবন্ত থেকো, তুমি বলো, হে (আমার) রব, ওদের ওপর (ঠিক সেভাবেই) তুমি দয়া করো, যেমনি করে শৈশবে ওরা আমাকে (দয়া করে) লালন পালন করেছে।

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الَّذِي مِنَ الرَّحْمَةِ  
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

২৫. তোমাদের রব তোমাদের অন্তরসমূহের ভেতরে যা আছে তা ভালো করেই জানেন; তোমরা (সত্যিই) যদি ভালো মানুষ হয়ে যাও তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন, কেননা), যারা তাওবা করে তিনি তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেন।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ  
تَكُونُوا مُلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ أَبْيَانَ  
غَفُورًا

২৬. আঢ়ীয় স্বজনকে তাদের পাওনা আদায় করে দেবে, অভিবর্গন্ত এবং মোসাফেরদেরও (তাদের হক আদায় করতে ভুলবে না), কখনো অপব্যয় করো না।

وَأَبِتِ ذَا الْقُرْبَىْ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ  
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْلِرْ تَبْلِرَ

২৭. অবশ্যই অপব্যয়কারীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই; আর শয়তান হচ্ছে তার মালিকের বড়োই অকৃতজ্ঞ!

إِنَّ الْمُبَدِّلِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ  
وَكَانَ الشَّيْطَيْنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

২৮. যদি তোমাকে কখনো এদের বিমুখ করতে হয় (এই কারণে যে, দেয়ার মতো সম্পদ তোমার কাছে নেই) তবে তুমি তোমার মালিকের কাছ থেকে অনুগ্রহ কামনা করছো, যা পাওয়ার তুমি আশাও রাখো— তাহলে একান্ত ন্যূনতাবে তাদের সাথে কথা বলো।

وَإِمَّا تُعْرِضُنَ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنِ  
رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِيسُورًا

২৯. কখনো নিজের (ব্যয়ের) হাতকে নিজের গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যাতে কার্পণ্য প্রকাশ পায়), আবার তা সম্পূর্ণ খুলেও রেখো না, অন্যথায় (বেশী খরচ করার কারণে) তুমি নিষিদ্ধ নিষ্প হয়ে যাবে।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىْ عُنْقَكَ  
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُنَ مَلْوَمًا  
مَحْسُورًا

৩০. তোমার রব যার জন্যে চান তার রেয়েক বাড়িয়ে দেন, আবার (যাকে চান তাকে) কম করে দেন, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের (প্রয়োজন সম্পর্কে) ভালোভাবেই জানেন এবং (তাদের অবস্থাও) তিনি দেখেন।

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَيَقِنُ رُبِّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادَةِ خَبِيرًا بَصِيرًا

৩১. তোমরা তোমাদের সন্তানদের কথনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না; আমি (যেমন) তাদের রেয়েক দান করি, তোমাদেরও কেবল আমিই রেয়েক দান করি; (রেয়েকের ভয়ে) তাদের হত্যা করা অবশ্যই একটি মারাত্মক গুনাহ।

وَلَا تَقْتِلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ  
نَحْنُ نَرْزَقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْهُمْ كَانَ  
خَطَأً كَبِيرًا ①

৩২. তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না, নিসন্দেহে এটি হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّنْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَسَاءَ سَبِيلًا ②

৩৩. কোনো জীবনকে তোমরা হত্যা করো না, যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, তবে (আইন ও) বিধিসম্মতভাবে (হত্যার বিচারে) হত্যার কথা আলাদা; যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে (এ) অধিকার দিয়েছি যে, (সে রক্তের বিনিয়য় দাবী করতে পারে), তবে সে যেন হত্যার (প্রতিশেধ নেয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাঢ়ি না করে; কেননা (হত্যার মামলায়) মযলুম ব্যক্তিকেই সাহায্য করা হবে।

وَلَا تَقْتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ ۝ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا  
لَوْلَيْهِ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ  
إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ③

৩৪. তোমরা এতীমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে এমন কোনো পস্থা বাদে যা উত্তম- যতোক্ষণ পর্যন্ত সে (এতীম) তার বয়োপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় এবং তোমরা (এদের দেয়া) প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা (কেয়ামতের দিন) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْتِي  
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْهَادَهُ ۝ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ ۝ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ④

৩৫. পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর (ওয়ন করার জিনিস হলে) দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে; (লেনদেনের ব্যাপারে) এটা হচ্ছে উত্তম পস্থা এবং পরিগামে (-র দিক থেকে) এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوكُمْ  
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَوْلِيًّا ⑤

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, (অথবা) তার পেছনে পড়ো না; কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অস্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۝ إِنَّ  
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُولًا ⑥

৩৭. (আল্লাহর) যদীনে তোমরা দষ্টভরে চলো না, কেননা (যতোই অহংকার করো না কেন), তুমি কথনো এ যদীন বিদীর্ণ করে (এর নীচে যেতে) পারবে না, আর উচ্চতায় তুমি কথনো পর্বত সমানও হতে পারবে না।

وَلَا تَمْشِ في الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ  
الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ⑦

৩৮. (হে নবী,) এগুলো সবই (খারাপ কাজ,) এর মন্দ দিকগুলো তোমার মালিকের কাছে একাত্ত ঘৃণিত।

كُلُّ ذِلِّكَ كَانَ سَيِّئَهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ⑧

৩৯. তোমার রব ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যে প্রভো  
দান করেছেন এ (সব) হচ্ছে তারই অন্তর্ভুক্ত; তুমি  
আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মারুদ বানাবে না,  
অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও বধিত হয়ে জাহানামে  
নিষ্কিপ্ত হবে।

ذَلِكَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ  
وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ فَتَلْقَى فِي  
جَهَنَّمَ مِلْوًا مِنْ حَوْرًا

৪০. (এটা কেমন কথা,) তোমাদের রব কি  
তোমাদের জন্যে পুত্র সত্তান নির্ধারিত করেছেন,  
আর ফেরেশতাদের নিজের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করে  
নিয়েছেন; তোমরা সত্যিই (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে)  
বড়ো জগন্য কথা বলে বেড়াচ্ছে!

أَفَاصْفِكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتْخَلَّ  
مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا لَّا إِنْكَارٌ لَّتَقُولُونَ قَوْلًا  
عَظِيمًا

৪১. আমি এ কোরআনে (কথাগুলোকে) সবিস্তার  
বর্ণনা করেছি, যাতে করে তারা এর থেকে কিছু শিক্ষা  
গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু এ (বিষয়)-টি (মনে হয়)  
তাদের (ঈমানের প্রতি) বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই  
বাঢ়ালো না।

وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِيَنْكِرُوا  
وَمَا يَرِيدُونَ إِلَّا نُفُورًا

৪২. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি আল্লাহর সাথে আরো  
মারুদ থাকতো যেভাবে এ (মোশারেক) লোকেরা বলে,  
তাহলে অবশ্যই তারা (এতোদিনে) আরশের মালিকের  
কাছে পৌঁছার একটা পথ বের করে নিতো।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ أَمْهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا  
لَا بَتَغْفِلُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا

৪৩. (মূলত) এরা তাঁর সম্পর্কে যা (অবাস্তর  
কথাবাত্তি) বলে, তিনি তার চাইতে অনেক পবিত্র,  
অনেক মহিমাভিত্তি।

سَبَحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَوَا كَبِيرًا

৪৪. সাত আসমান, যমীন এবং এ (দু'য়ের) মাঝখানে  
যা কিছু আছে তা সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা  
ঘোষণা করছে; (সৃষ্টিলোকে) কোনো একটি জিনিসও  
এমন নেই যা তাঁর নামে তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু  
তাদের তাসবীহ তোমরা অনুধাবন করতে পারো না;  
অবশ্যই তিনি একান্ত সহনশীল, ক্ষমাপ্রায়ণ।

تَسْبِحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ  
وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِحُ  
بِحَمْلِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقِهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ  
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

৪৫. (হে নবী,) যখন তুমি কোরআন পাঠ করো তখন  
তোমার ও যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস করে না  
তাদের মাঝে আমি একটি পর্দা ঢেঁটে দেই।

وَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَ أَيْمَانِكَ وَبَيْنِ  
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا

৪৬. আমি তাদের অন্তরের ওপর (এক ধরনের) আবরণ দিয়ে রেখেছি, ওদের কানে (এনে) দিয়েছি  
বধিতাতা, যাতে করে ওরা তা উপলক্ষ করতে না  
পারে, (তাই তুমি দেখবে); যখন তুমি কোরআনে  
তোমার একক মালিককে শ্বরণ করতে থাকো, তখন  
তারা ঘৃণাভরে (তোমার কাছ থেকে) সরে পড়ে।

وَجَعَلْنَا عَلَى قَلْوَبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْقِهُوهُ وَ  
فِي أَذْنِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ  
فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْلَاهُ أَدْبَارِهِمْ  
نُفُورًا

৪৭. আমি ভালো করেই জানি যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে- তখন (আসলে) ওরা কান পেতে (কি) শোনে (আমি এও জানি) যখন এ যালেমরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে বলে, তোমরা তো একজন যাদুঘষ্ট লোকেরই অনুসরণ করে চলেছো ।

৪৮. (হে নবী,) তুমি দেখো, এরা তোমার ব্যাপারে কি ধরনের উপমা তৈরী করেছে, (মূলত এসব কারণেই) এরা গোমরাহ হয়ে গেছে, অতপর এরা আর সঠিক পথের সঙ্কান পাবে না ।

৪৯. এ (মূর্খ) লোকেরা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) হাড়তে পরিণত হয়ে পঁচে গেলেও কি নতুন সৃষ্টিরপে পুনরায় উঠিত হবো?

৫০. তুমি বলো, (মৃত্যুর পর) তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহায় (পরিণত) হও (সর্বাবস্থায়ই তোমরা পুনরঘৃত হবে),

৫১. কিংবা এমন কিছু সৃষ্টি, তোমাদের ধারণায় যা খুবই কঠিন, (তা-ও পুনরঘৃত হবে, তখন) তারা বলবে, কে আমাদের পুনরায় জীবিত করবে; তুমি বলো (হাঁ), তিনিই করবেন যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতপর (তুমি দেখবে) তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে, (তাহলে) কবে হবে (এ সব কিছু); তুমি বলো, সম্ভবত সেদিন খুব শীত্রই (সংঘটিত) হবে ।

৫২. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ডাক দেবেন এবং তোমরা সবাই তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, (তখন) তোমরা ভাববে, সামান্য কিছু সময়ই তোমরা (কবরে) কাটিয়ে এসেছো!

৫৩. (হে নবী,) আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন সব কথা বলে যা আসলেই উত্তম; (কেননা) শয়তান (খারাপ কথা দ্বারা) তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উক্ষণি দেয়; আর শয়তান তো মানুষের (এমনিই) প্রকাশ্য দুশ্মন ।

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন; তিনি চাইলে তোমাদের ওপর দয়া করবেন, (হে নবী) তিনি চাইলে তোমাদের শান্তি দেবেন, (হে নবী); আমি তো তোমাকে তাদের ওপর অভিভাবক করে পাঠাইনি ।

৫৫. তোমার রব ভালো করেই জানেন যা আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে রয়েছে;

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِيْعُونَ بِهِ إِذَا يَسْتَعِيْعُونَ  
إِلَيْكَ وَإِذْ هُنَّ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّلِيمُونَ  
إِنْ تَبْيَعُونَ إِلَارْجَلًا مَسْحُورًا

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلْوًا  
فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَيْلًا

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عَظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا  
لَمَّا بَعُثْتُمُونَ حَلَقًا جَلِيلًا

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَلِيلًا

أَوْ حَلَقًا مَا يَكْبِرُ فِي صَدْرِكُمْ فَسِيقُوْلُونَ  
مِنْ يَعِيْدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً  
فَسِينَغْضُونَ إِلَيْكَ رَءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَّى  
هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا

يُوْمَ يَلْعَبُوكُمْ فَتَسْتَجِيْبُونَ بِحَمْلٍ  
وَتَظْنُونَ إِنْ لَيْشَمْ إِلَّا قَلِيلًا

وَقُلْ لِعَبَادِيْ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ  
كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلُوْنًا مَبِينًا

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَا يَرِحْمَمْ أَوْ إِنْ  
يَشَا يَعِنْ بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْمِمْ وَكِيلًا

وَلَقَنْ فَصَلَنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَ  
আমি একেকজন নবীকে একেকজনের ওপর (স্বতন্ত্র  
কিছু) মর্যাদা দান করেছি, (এমনিভাবেই আমি) দাউদকে  
যাবুর কিতাব দান (করে মর্যাদাবান) করেছি।

أَتَيْنَا دَاؤَدَ زَبُورًا

৫৬. (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা আল্লাহকে বাদ  
দিয়ে যাদের (মাবুদ) মনে করে ডাকো, তাদের ডেকে  
দেখো, তারা তোমাদের কাছ থেকে কষ্ট দূর করার  
কোনো ক্ষমতাই রাখে না— না ক্ষমতা রাখে (তাকে)  
বদলে দেয়ার।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا  
يَبْلِكُونَ كَشْفَ الْفَرِّعَانَ كُمْرًا وَلَا تَحْوِيلًا

৫৭. ওরা যাদের ডাকে তারা তো নিজেরাই তাদের  
মালিকের কাছে (পৌছার) ওসীলা তালশ করতে  
থাকে, (তারা দেখতে চায়) তাদের মধ্যে কে (আল্লাহ  
তায়ালার) নিকটতর হতে পারে এবং তারা তাঁরই  
দয়া প্রত্যাশা করে, তারা তাঁর আযাবকে ভয় করে;  
নিসন্দেহে তোমার মালিকের আযাব ভীতিপ্রদ।

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَيْ  
رِبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْمَرَ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ  
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَنِ ابْنَاءِ إِنْ عَذَّابَ  
رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

৫৮. এমন কোনো একটি জনপদ নেই যা আমি  
কেয়ামতের দিন আসার আগেই ধ্রংস করে দেবো না,  
কিংবা তাদের আমি কঠোর আযাব দেবো না, এসব  
কথা তো আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مَهْلِكُوهَا قَبْلَ  
يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعْنَى بُوْهَا عَلَى أَبَاهَا شَدِيدًا  
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَبِ مَسْطُورًا

৫৯. আমাকে (তাদের কথামতো আযাবের)  
নির্দর্শনসমূহ পাঠানো থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো  
কিছুই নিবৃত্ত করতে পারেন যে, তাদের আগের  
লোকেরা এই বিষয়কে অঙ্গীকার করেছিলো; আমি  
সামুদ জাতিকে দৃশ্যমান নির্দর্শন (হিসেবে) একটি  
উচ্চী পাঠিয়েছিলাম, অতপর তারা সেটির সাথে যুলুম  
করেছে; (আসলে) আমি (তাদের) ভয় দেখানোর  
জন্যেই নির্দর্শনসমূহ পাঠাই।

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرِسِّلَ بِاللَّايِتِ إِلَّا  
كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلَوْنَ وَأَتَيْنَا ثَمَودَ  
النَّاقَةَ مُبَصِّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرِسِّلُ  
بِاللَّايِتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

৬০. (হে নবী,) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম,  
তোমার রব (তাঁর জ্ঞান দিয়ে) সব মানুষদের  
পরিবেষ্টন করে আছেন; যে স্থপ্ত আমি তোমাকে  
দেখিয়েছিলাম তাকে আমি (আসলে) মানুষদের জন্যে  
পরীক্ষার (বিষয়) বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং কোরআনে  
(বর্ণিত) অভিশপ্ত গাছটিকেও আমি পরীক্ষার কারণ  
বানিয়েছি, (ভাবেই) আমি তাদের ভয় দেখাই,  
(যুলত) আমার ভয় দেখানোটা তাদের গোমরাইকেই  
কেবল বাড়িয়ে দিয়েছে!

وَإِذْ قَلَنَا لَكَ أَنَّ رَبَّكَ أَهَاطَ بِالنَّاسِ  
وَمَا جَعَلْنَا الرِّءَبَ يَا التِّيْارِيْنَكَ إِلَّا  
فَتَنَّ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي  
الْقَرَنِ وَنَخْوِفُهُمْ لِمَا يَرِيْدُ هُنَّ إِلَّا  
طَغْيَانًا كَبِيرًا

৬১. (শ্মরণ করো,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম,  
তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই  
সাজদা করলো, ইবলীস ছাড়া; সে বললো, আমি কি  
তাকে সাজদা করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি  
করেছো।

وَإِذْ قَلَنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُونًا لَادَمَ فَسَجَدَ وَإِلَّا  
إِبْلِيسَ قَالَ إِسْجُونْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

৬২. সে বললো, তুমি দেখো তো! এই কি সে ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার ওপর মর্যাদা দান করলে! যদি তুমি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও, তাহলে আমি অবশ্যই তার (গোটা) বংশধরদের আমার নিজের আয়তে নিয়ে আসবো, তবে একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া (যারা বেঁচে থাকতে পারবে)।

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَىٰ  
لَعِنْ أَخْرَتِنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَاحْتَنَكَ  
ذُرِيتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ④৩

৬৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন যাও, (দূর হও এখান থেকে) যারা তোমার আনুগত্য করবে, তোমাদের সবার শাস্তি হচ্ছে জাহানাম, আর (জাহানামের) শাস্তি (হবে) পুরোপুরি।

قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ  
جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ④৪

৬৪. এদের মধ্যে যাকে পারো তুমি তোমার আওয়ায দিয়ে গোমরাহ করে দাও, তোমার যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর গিয়ে চড়াও হও, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে তুমি তাদের সাথী হয়ে যাও এবং (যতো পারো) তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে থাকো; আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা তো প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

وَاسْتَفِرْ زَ مِنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ  
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلَكَ وَرَجْلَكَ  
وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوَادِ وَعَنْ هُمْ  
وَمَا يَعْلَمُ هُمْ الشَّيْطَنُ إِلَّا غَرْوَرًا ④৫

৬৫. নিসন্দেহে যারা আমার (খাস) বান্দা তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না; (হে নবী,) তোমার রব (অবশ্যই তাদের) কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ  
وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ④৬

৬৬. (হে মানুষ,) তোমাদের রব তো হচ্ছেন তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে করে তোমরা (জলে স্থলে তাঁর প্রদত্ত) রেয়েক তালশ করতে পারো; অবশ্যই তিনি তোমাদের ওপর পরম দয়ালু।

رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ  
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ④৭

৬৭. আর (উভাল) সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ মসিবত আপত্তি হয় তখন একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (ইতিপূর্বে) তোমরা যাদের ডাকতে তারা সবাই (একে একে) হারিয়ে যায়; অতপর তিনি যখন তোমাদের স্থলে (এনে বিপদ থেকে) উদ্ধার করেন, তখনই তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও; (আসলেই) মানুষ (নেহায়াত) অকৃতজ্ঞ।

وَإِذَا مَسَكَمُ الْفَرِّيفِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ  
تَلَعَّونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّسْكُمْ إِلَى الْبَحْرِ  
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ④৮

৬৮. তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি তোমাদের স্থলে এনে (এর কোথাও) তোমাদের গেড়ে দেবেন না, অথবা তোমাদের ওপর (মরণমুখী) কোনো ধূলিবড় নায়িল করবেন না, (এমন অবস্থা আসলে) তখন তোমরা তোমাদের (উদ্ধারের) জন্যে কোনো অভিভাবকও পাবে না,

أَفَآمْنَتْمَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَحْرِ  
أَوْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَ  
لَكُمْ وَكِيلًا ④৯

৬৯. অথবা তোমরা এ ব্যাপারেও কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি পুনরায় তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের (সেই) অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তিনি অতপর তোমাদের ওপর প্রচন্ড বাঢ় পাঠাবেন না এবং তোমাদের (উভাল) সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন না! (আর এমন অবস্থা দেখা দিলে) তোমাদের জন্যে (সেদিন) আমার মোকাবেলায় তোমরা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

۱۱۳۴۷ أَمْتَرْ أَنْ يَعِيْدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى  
فَيَرِسَلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ  
فَيُغَرِّقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ لَشْرَ لَا تَجِدُونَ  
لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا

⑥

৭০. আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্তলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং পবিত্র জিনিস দিয়ে আমি তাদের রেঘেক দান করেছি, আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

۱۱۳۴۸ وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنِي آدَمَ وَحَمِلْنَاهُمْ بِالْبَرِ  
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبِينَ وَفَضَلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقَنَا تَفْضِيلًا

৭

৭১. যেদিন আমি প্রত্যেক জাতিকে তাদের নেতাদের সাথে ডাকবো, সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে, তারা (খুশী হয়ে তা) গড়তে শুরু করবে, তাদের ওপর সেদিন বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

۱۱۳۴۹ يَوْمَ نَذِعُوا كُلَّ أَنْاسٍ بِاِمْهُرٍ فَمِنْ  
أُوتَيَ كِتَبَهُ بِيمِيْنِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ  
كِتَبَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا

৭২. যে ব্যক্তি (জেনে বুঝো) এখানে (সত্য থেকে) অন্ধ হয়ে থেকেছে, পরকালেও সে (আল্লাহর নেয়ামত থেকে) অন্ধ থেকে যাবে এবং সে হবে অধিক পরিমাণে পথহারা!

۱۱۳۵۰ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
أَعْمَى وَأَفَلَ سَبِيلًا

৭৩. (হে নবী,) আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, তার (প্রচার ও প্রতিষ্ঠা) থেকে তোমার পদস্থলন ঘটাবার ব্যাপারে এরা কোনো প্রকার চেষ্টা থেকেই ৯৫ ও খুবিল থাকেনি, যাতে করে তুমি (ওহীর বদলে) আমার সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথা বানাতে শুরু করো, (তেমন কিছু করলে) অবশ্যই এরা তোমাকে বন্ধু বানিয়ে নিতো।

۱۱۳۵۱ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ  
وَإِذَا لَاتَّخَذْنَوكَ خَلِيلًا

৭৪. যদি আমি তোমাকে (আমার পথে) অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের দিকে সামান্য কিছুটা (হলেও) ঝুকে পড়তে।

۱۱۳۵۲ وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَنِيْكَ لَقَدْ كِنَّتْ تَرْكَنْ  
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا

৭৫. (আর এমনটি যদি হতো) তাহলে জীবনে ও মৃত্যু পরবর্তীকালে আমি তোমাকে দিগ্নগ (শান্তি) আস্থাদন করাতাম, অতপর তুমি আমার বিরচন্দে কোনোই সাহায্যকারী পেতে না।

۱۱۳۵۳ إِذَا لَأَذْقَنْتَكَ ضُعْفَ الْحَيَاةِ وَضُعْفَ  
الْمَيَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُنَّكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

৭৬. (হে নবী,) এরা এ ব্যাপারেও কোনো চেষ্টার জ্ঞান করেনি যে, তোমাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে (বাইরে কোথাও ফেলে) দেবে,

۱۱۳۵۴ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُوكَ مِنَ الْأَرْضِ  
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

যদি তেমনটি হতো তাহলে তোমার পরে তারা নিজেরাও  
(সেখানে) সামান্য কিছুক্ষণ মাত্রই টিকে থাকতে পারতো!

وَإِذَا لَمْ يَبْثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ⑥

سَنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولِنَا  
وَلَا تَجِدُ لِسْتِنَا تَحْوِيلًا ⑦

৭৭. তোমার আগে আমি যতো নবী রসূল পাঠ্যেছিলাম তাদের ব্যাপারে (এই) ছিলো আমার নিয়ম, আর তুমি আমার নিয়মের কথমে রান্বদল (দেখতে) পাবে না।

أَقِيرِ الصَّلَاةَ لِنَلْوِيْكَ الشَّمْسَ إِلَى غَسْقَةِ  
الْيَلِ وَقِرَآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قِرَآنَ الْفَجْرِ  
كَانَ مَشْهُودًا ⑧

৭৮. (হে নবী,) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং ফজরের নামায (ও তার কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি) যত্নবান হবে; অবশ্য ফজরের নামায (ও কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে ফেরেশতাদের) হাজিরা দেয়ার সময়।

وَمِنَ الْيَلِ فَتَهْجِلْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسِيَّ  
أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ⑨

৮০. তুমি বলো, হে আমার রব (যেখানেই নিয়ে যাও), তুমি আমাকে সত্যের সাথে নিয়ে যেও এবং (যেখন থেকেই বের করো) সত্যের সাথেই বের করো এবং তোমার কাছ থেকে আমার জন্যে একটি সাহায্যকারী (রাষ্ট্র) শক্তি প্রদান করো।

وَقُلْ رَبِّيْ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقِيْ وَ  
آخِرِ جَنِيْ مُخْرَجَ صِدْقِيْ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ  
لَذْنِكَ سُلْطَنًا نَصِيرًا ⑩

৮১. তুমি বলো, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অবশ্যই মিথ্যাকে বিলুপ্ত হতে হবে।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ  
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ⑪

৮২. আমি কোরআনে যা কিছু নায়িল করি তা হচ্ছে দ্বিমানদারদের জন্যে (রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু (এ সত্ত্বেও) তা যালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

وَنَزَّلْ مِنَ الْقَرآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ « وَلَا يَزِيدُ الظَّلَمِينَ إِلَّا  
خَسَارًا ⑫

৮৩. যখন আমি মানুষদের ওপর অনুগ্রহ করি তখন (কৃতভ্রতার বদলে তারা আমার দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং (নিজেকে) দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, আবার যখন কষ্ট মসিবত তাকে স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে।

وَإِذَا آتَيْنَا عَلَىِ الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ  
وَنَابِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ  
بِئْوَسًا ⑬

৮৪. (হে নবী,) তুমি বলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ প্রকৃতির ওপর কাজ করে যাচ্ছে; অতপর তোমাদের রব ভালো করেই জানেন কে উত্তম পথের ওপর রয়েছে।

قُلْ كُلَّ مَنْ يَعْلَمُ عَلَىِ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّ كُمْ أَعْلَمُ  
بِمَنْ هُوَ أَهْلُ مِنْ سَيِّلًا ⑭

৮৫. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে 'রহ' সম্পর্কে জানতে চায়, তুমি বলো, রহ হচ্ছে আমার মালিকের আদেশ সম্পর্কিত একটি বিষয়, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের যা কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা নিতান্ত কম।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٍّ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ④

৮৬. আমি তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, যদি আমি চাইতাম তা অবশ্যই তোমার ওপর থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, আর (সে অবস্থায়) তুমি আমার মোকাবেলায় কোনোই সাহায্যকারী পেতে না,

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنْلَهْ فَبِنَ بِالنِّي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ⑤

৮৭. তোমার মালিকের দয়ার কথা আলাদা, অবশ্যই তোমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ অনেক বড়ো।

الْأَرْحَمَةُ مِنْ رَبِّكَ ۖ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ⑥

৮৮. তুমি বলো, যদি সব মানুষ ও জীব (এ উদ্দেশ্যে) একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ (কিছু) বানিয়ে আনবে, তাতেও তারা এর মতো কিছু (তৈরী করে) আনতে পারবে না, (এ ব্যাপারে) তারা একে অপরের সাহায্যকারী হলেও নয়।

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ⑦

৮৯. আমি এ কোরআনের মধ্যে মানুষদের (বুঝানোর) জন্যে সব ধরনের উপমা দ্বারা (হেদোয়াতের বাণী) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অমান্য না করে ক্ষান্ত হলো না।

وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَآبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَىٰ كُفُورًا ⑧

৯০. এরা বলে, কখনোই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে এ যৌন থেকে প্রস্তুবণ (ধারা) প্রবাহিত না করবে,

وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ⑨

৯১. কিংবা তোমার জন্যে খেজুরের অথবা আংগুরের একটি বাগান (তৈরী) হবে এবং তাতে তুমি অসংখ্য নালা বাইয়ে দেবে,

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنْبَيٍ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَرُ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ⑩

৯২. অথবা যেমন করে তুমি (ক্ষেয়ামত দিবসে এসব ঘটবে বলে) মনে করো— সে অনুযায়ী (এখনি) আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলে দেবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও ও (তাঁর) ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে,

أَوْ تَسْقَطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ⑪

৯৩. কিংবা তোমার কোনো স্বর্ণ নির্মিত ঘর থাকবে, অথবা

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذِرْفٍ أَوْ

তুমি আসমানে আরোহণ করবে; কিন্তু আমরা তোমার (আকাশে) চড়ার ঘটনাও বিশ্বাস করবো না, যতোক্ষণ না তুমি (সেখান থেকে) আমাদের জন্যে একটি কিতাব নিয়ে আসবে— যা আমরা পড়তে পারবো। (হে নবী,) তুমি (এদের শুধু এটুকু) বলো, মহান পবিত্র আমার রব, আমি তো কেবল (তাঁর পক্ষ থেকে আসা) একজন মানুষ রসূল বৈ কিছুই নই।

تَرْقِيٌ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقْيَةٍ  
حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ  
سَبَحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا  
رسوًّا لَّا ④

৯৪. যখনই মানুষদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) হেদয়াত এসেছে তখন তাদের ঈমান আনা থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই বিরত রাখেনি যে, তারা বলতো, আল্লাহ তায়ালা কি (আমাদেরই মতো) একজন মানুষকে নবী করে পাঠালেন!

وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ  
الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَاتَلُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا  
رسوًّا لَّا ⑤

৯৫. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি যমীনে ফেরেশতারা নিষিদ্ধভাবে ঘূরে বেড়াতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্যে আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাকেই নবী করে পাঠাতাম।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَكَةٌ يَمْشُونَ  
مُطْمَئِنِينَ لَنْزَلَنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ  
مَلَكًا رَّسُوًّا لَّا ⑥

৯৬. তুমি বলো, আমার এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জানেন, তিনি (তাদের সব কর্মকাণ্ডও) দেখেন।

قُلْ كَفِي بِإِلَهٍ شَهِيدٍ أَبْيَنِي وَبَيْنَكُمْ  
إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادَةِ خَيْرٍ أَبْصِيرًا ⑦

৯৭. যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদয়াত দান করেন সে-ই হেদয়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাদের (হেদয়াত দানের) জন্যে (হে নবী,) তুমি তাঁকে ছাড়া আর অন্য কাউকেই সাহায্যকরী পাবে না; সব (গোমরাহ) লোকদের আমি কেয়ামতের দিন মুখের ওপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করবো, এরা তখন হবে অঙ্গ, বোবা ও বধির; এদের সবার ঠিকানা হবে জাহানাম; যতোবার তা স্থিমিত হয়ে আসবে ততোবার আমি তাকে তাদের জন্যে (প্রজ্ঞালিত করে) আরো বাড়িয়ে দেবো।

وَمَنْ يَهِدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمَهْتَدِ وَمَنْ يُفْلِلْ  
فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِهِ  
وَنَحْشُرُهُمْ يوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ  
عُمِّيًّا وَبَكْيًّا وَصَيَّا مَأْوَاهِهِمْ جَهَنَّمُ كُلَّا  
خَبَثٌ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ⑧

৯৮. এ হচ্ছে তাদের (যথার্থ) শাস্তি, কেননা তারা আমার আয়াতসমূহকে অধীকার করতো, তারা আরো বলতো, (মৃত্যুর পর) যখন আমরা অস্থিতে পরিগত হয়ে যাবো এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা নতুন সৃষ্টিক্রপে উঠিত হবো?

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَتِنَا  
وَقَاتَلُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاقًا إِنَّا  
لَمَعْوَنَّوْنَ خَلْقًا جَدِيلًا ⑨

৯৯. এ (মূর্খ) লোকেরা কি কখনো ভেবে দেখেনি, আল্লাহ তায়ালা— যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা

أَوْلَمْ يَرِدُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ ⑩

করেছেন, তিনি এ বিষয়ের ওপরও ক্ষমতা রাখেন যে, তিনি তাদেরই মতো (মানুষ আবারও) সৃষ্টি করতে পারেন, (দ্বিতীয় বার) তাদের (পয়দা করার) জন্যে একটি ক্ষণ তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন— যাতে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ নেই; তথাপি এ যালেম লোকেরা (সেদিনকে) অঙ্গীকার করেই যাচ্ছে।

وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ  
لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبٌ فِيهِ فَابْيَ الظَّلِيمُونَ إِلَّا  
كَفُورًا ﴿১১﴾

১০০. (হে নবী,) বলো, আমার মালিকের দয়ার ভাস্তার যদি তোমাদের করায়তে থাকতো, তবে তা খরচ হয়ে যাবে এ ভয়ে তোমার তা আঁকড়ে রাখতে চাইতে, (আসলে) মানুষ এমনই কৃপণ,

قُلْ لَوْ أَنْتَمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ  
رَبِّي إِذَا لَامْسَكْتُمْ خَشِيَّةَ الْإِنْفَاقِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿১১﴾

১০১. আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, (হে নবী), তুমি স্বয়ং বনী ইসরাইলদের কাছেই (কথাটা) জিজ্ঞেস করো, যখন সে তাদের কাছে (নবী হয়ে) এসেছিলো, তখন ফেরাউন তাকে বলেছিলো, হে মূসা, আমি মনে করি তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ أَيْتٍ بَيْنَتِ  
فَسْئَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ  
لَهُ فِرْعَوْنُ أَتِيْ لَأَظْنَكَ يَمْوَسِي  
مَسْكُورًا ﴿১২﴾

১০২. (এর জবাবে) মূসা বলেছিলো, তুমি একথা ভালো করেই জানো যে, (নবুওতের প্রমাণ সম্বলিত) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন (এ) নিদর্শন আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক ছাড়া অন্য কেউই নাযিল করেননি, হে ফেরাউন, আমি তো মনে করি তুমি সত্যিই একজন ধৰ্মস্থাপ্ত মানুষ।

قَالَ لَقْنَ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هُوَ لَاءِ  
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي  
لَأَظْنَكَ يَفْرَعُونَ مَشْبُورًا ﴿১৩﴾

১০৩. অতপর ফেরাউন তাদের (এ) যমীন থেকে উৎখাত করে দিতে চাইলো, কিন্তু আমি তাকে এবং যারা তাঁর সংগী-সাথী ছিলো তাদের সবাইকে (সমুদ্রে) ডুবিয়ে দিলাম।

فَأَرَادَ آنَ يَسْتَفْرِهِ مِنَ الْأَرْضِ  
فَأَغْرَقْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿১৪﴾

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাইলদের বললাম, তোমরা (এবার) এ যমীনে বসবাস করতে থাকো, যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি (-র সময়) আসবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে সংকুচিত করে (সামনে) নিয়ে আসবো।

وَقَلَنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ  
اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ  
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿১৫﴾

১০৫. এ (কোরআন)-কে আমি সত্য (বাণী) সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্য নিয়েই তা নাযিল হয়েছে; আমি তো তোমাকে কেবল (জাহানের) সুসংবাদাদাতা ও (জাহানামের) সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

وَبَاخْقَ أَنْزَلْنَهُ وَبَاخْقَ نَزَلَ  
وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبْشِرًا وَنَذِيرًا ﴿১৬﴾

১০৬. আমি কোরআনকে (ভাগে ভাগে) বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে তুমি ও থেমে থেমে তা মানুষদের সামনে পড়তে পারো, আর (এ কারণেই) আমি তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।

وَقَرَأْنَا فَرَقَنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ  
مُكْثٍ وَنَزَلْنَهُ تَنْزِيلًا ﴿১৭﴾

٤٠٧. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা এ (কোরআন)-কে মানো কিংবা না মানো (তা একান্তই তোমাদের ব্যাপার) তবে যাদের এর আগে (আসমানী কিতাবের) জ্ঞান দেয়া হয়েছে (তাদের অবস্থা হচ্ছে), যখনি তাদের সামনে এটি পড়া হয় তখন তারা অবনত মন্তকে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।

قُلْ أَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يَتَلَى عَلَيْهِمْ  
يَخْرُونَ لِلَّادِقَانِ سُجْدًا ۝

১০৮. তারা বলে, আমাদের রব পবিত্র, অবশ্যই আমাদের মালিকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হবে।

وَيَقُولُونَ سَبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَدَ  
رَبِّنَا لَمْ يَعْفُوْ ۝

১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ওপর ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, (মূলত) এ (কোরআন) তাদের নিষ্ঠা ও বিনয়ই শুধু বৃদ্ধি করে।

سَاجِدًا  
خَشْوَعًا ۝

১১০. তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকো কিংবা রহমানকে ডাকো; তোমরা যে নামেই তাঁকে ডাকো, তাঁর সবকটি নামই উত্তম, (হে নবী), তুমি চীৎকার করে তোমার নামায পড়ো না, আবার তা অতিশয় ক্ষীণভাবেও নয়, বরং এ দুঃমের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।

وَابْتَغْ بَيْنَ ذِلْكَ سَبِيلًا ۝

১১১. তুমি বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি কখনো কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কখনোই কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই, না তিনি কখনো দুর্দশাপ্রাপ্ত হন, তাঁর কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন হয় না, তুমি তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো— পরমতম মাহাত্ম্য।

تَكْبِيرًا ۝

وَقُلْ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخَلَّ وَلَّا  
وَسِرِيكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
وَلَسِرِيكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذِّلِّ وَكَبِيرٌ  
أَكْحِلِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبَ  
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَاجًا ۝

আয়াত ১১০  
রংকু ১২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল কাহাফ  
মকায় অবতীর্ণ

১. সকল তারীফ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি তাঁর (একজন বিশেষ) বান্দার ওপর (এ) গ্রান্ত নায়িল করেছেন এবং এর কোথাও তিনি কোনোরকম বক্রতা রাখেননি;

২. (একে তিনি) প্রতিষ্ঠিত করেছেন (সহজ সরল পথের ওপর), যাতে করে তাঁর পক্ষ থেকে সে (নবী তাদের জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে এবং যারা দৈমানদার, যারা নেক কাজ করে, তাদের সে (এ মর্মে) সুসংবাদ দিতে পারে (যে), তাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) উত্তম পুরক্ষার রয়েছে,

قِيمًا لِيَنِ رَبَّاسًا شَيْئًا مِنْ لِدْنِهِ  
وَبَيْسِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصِّحَّةِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

৩. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে

৪. এবং সে সেসব লোকদেরও ভয় দেখাবে যারা  
বলে, আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৫. (অথচ) তাদের কাছে এর কোনো জ্ঞান (-সম্মত  
দলীল) নেই, তাদের বাপ দাদাদের কাছেও ছিলো না;  
এটা বড়ো কঠিন কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের  
হচ্ছে; (আসলে) তারা (জগন্য) মিথ্যা ছাড়া কিছুই  
বলে না।

৬. (হে নবী,) তারা যদি এ কথার ওপর স্ট্রাইন না  
আনে তাহলে মনে হয় দৃঢ়খে-কষ্টে এদের পেছনে  
পড়ে তুমি নিজেকেই বিনাশ করে দেবে।

৭. যা কিছু যমীনের বুকে আছে আমি তাকে অবশ্যই  
তার জন্যে শোভা বর্ধনকারী (করে) বানিয়েছি, যাতে  
করে তাদের আমি পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের  
মধ্যে কাজকর্মের দিক থেকে কে বেশী উত্তম।

৮. (আজ) যা কিছু এর ওপর আছে, (একদিন তাকে)  
আমি উত্তিদশ্ন্য মাটিতে পরিণত করে দেবো।

৯. (হে নবী,) তুমি কি মনে করো, গুহা ও (পাহাড়ের)  
উপত্যকার অধিবাসীরা আমার নির্দর্শনসমূহের মধ্যে  
একটি বিশ্বায়কর নির্দর্শন ছিলো?

১০. (ঘটনাটি ছিলো এই যে,) কতিপয় যুবক যখন  
গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা (এই বলে) দোয়া  
করলো, হে আমাদের রব, তুমি একান্ত তোমার  
কাছ থেকে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করো, আমাদের  
কাজকর্ম সহজ করে দাও, তুমি আমাদের সঠিক পথ  
দেখাও।

১১. অতপর আমি গুহার ভেতরে তাদের কানে বহু  
বছর ধরে (ঘুমের) পর্দা দিয়ে রাখলাম।

১২. তারপর আমি তাদের (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম,  
যাতে করে আমি জেনে নিতে পারি, দু'দলের মধ্যে  
কোনু দলটি ঠিক করে বলতে পারে, তারা কতোদিন  
সেখানে অবস্থান করেছিলো।

১৩. (হে নবী,) আমিই তোমার কাছে তাদের  
বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি; অবশ্যই তারা ছিলো

۱۳۰ مَا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدٌ

وَيَنْدِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَلَ اللَّهُ وَلَدًا

مَالِهِمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِبَائِهِمْ كَبْرٌ  
كَلْمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ  
إِلَّا كَنْبَابًا

فَلَعْلَكَ بَاخْعَثْ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ  
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ إِلَّا كَلِيلٌ أَسَفًا

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا  
لِنَبْلُوهُمْ أَيْمَرْ أَحْسَنْ عَمَلاً

وَإِنَّا لَجَعِلْنَاهُ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جَرَزاً

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ  
وَالرَّقِيمِ «كَانُوا مِنْ أَيْتَنَا عَجَبًا»

أَذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا  
رَبُّنَا أَتَنَا مِنْ لِلْكَهْفِ رَحْمَةً وَهِيَعِ لَنَا  
مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

فَضَرَبَنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ  
عَلَدًا

ثُمَّ بَعْثَنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيِّ الْحِزْبِينَ أَحْصَى  
لِهَا لَبِثْوَا أَمَدًا

কতিপয় যুবক, যারা তাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছিলো, আমি তাদের হেদায়াতের পথে এগিয়েও দিয়েছিলাম।

১৪. আমি তাদের মনে দৃঢ়তা দান করেছি, যখন তারা (আল্লাহর পথে) দাঁড়িয়ে গেলো এবং ঘোষণা করলো, আমাদের রব তো হচ্ছেন তিনি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনেরও রব, আমরা কখনো তাঁকে বাদ দিয়ে আর কাউকে ডাকবো না, যদি (আমরা) এমন কথা বলি তাহলে (তা হবে) দ্বীন বিরোধী কাজ।

فِتْيَةٌ أَمْنَوْا بِرِبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هَلْ مَّا  
وَرَبَّطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا  
رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
لَنْ نَلْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَّا لَقَنْ قُلَّنَا إِذَا  
شَطَطاً

(৫)

১৫. এরা হচ্ছে আমাদের জাতির (লোক, যারা) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অসংখ্য মারুদ গ্রহণ করেছে; (তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে) তারা এদের কাছে স্পষ্ট দললীল নিয়ে আসে না কেন? তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে!

১৬. (অতপর যুবকরা পরম্পরাকে বললো,) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের যারা মারুদ বানায় তাদের কাছ থেকে তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়েই গেলে, তখন তোমরা একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও, (সেখানে) তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের (ছায়া)-কে বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের বিষয়গুলো তোমাদের জন্যে সহজ করে দেবেন।

وَإِذَا عَزَّلْتُمْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ  
فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكْمَرْبِكْرَ  
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَمْهِيْعِ لَكْمَرِمْ أَمْرِكَرْ  
مِرْفَقَاً

(৫)

১৭. (হে নবী,) তুমি (যদি সে গুহা দেখতে, তাহলে) দেখতে পেতে, সূর্য (তার) উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পাশ দিয়ে হেলে যাচ্ছে, (আবার) যখন তা অস্ত যায় তখন তা গুহার বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং তারা তার (মধ্যবর্তী) এক প্রশস্ত চতুরে অবস্থান করছে, (সূর্যের প্রথরতা কখনো তাদের কঠের কারণ হয় না); আসলে এ সবই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার (কুন্দরতের) নির্দশন, (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দান করেন সে-ই একমাত্র হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর (যাকে) তিনি গোমরাহ করেন সে কখনো কোনো পথ প্রদর্শনকারী ও অভিভাবক পাবে না।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَ تَرَوْمَعَ  
كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتِ  
تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَاءِ وَهُمْ فِي فَجَوَاهِ  
مِنْهُ دَلْكَ مِنْ أَيْتَ اللَّهُ مَنْ يَهْلِ اللَّهُ  
فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ  
وَلِيَا مَرِشدًا

(৫)

১৮. (হে নবী, দেখলো) তুমি তাদের মনে করবে, তারা বুঝি জেগেই রয়েছে, অথচ তারা ঘুমন্ত, আমি তাদের (কখনো) ডানে (কখনো) বামে পরিবর্তন করে দিতাম, তাদের কুকুরটি (গুহার) সামনে তার হাত দুটি প্রসারিত করে (পাহারারত) ছিলো, তুমি যদি তাদের দিকে (সত্যি) উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে তুমি

وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رَقْدٌ وَنَقْلِبُهُمْ  
ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَاءِ وَكَلِبُهُمْ  
بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيْمِ لَوِا طَلَعَتِ

অবশ্যই তাদের কাছ থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে  
যেতে এবং (এ আজব দৃশ্য) দেখে তুমি নিসন্দেহে  
ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যেতে।

عَلَيْهِمْ لَوْلِيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِيْتَ  
مِنْهُمْ رِعَايَةً

১৯. এ ভাবেই তাদের আমি (ঘুম থেকে) উঠিয়ে  
দিলাম, যেন তারা (তাদের অবস্থান সম্পর্কে)  
নিজেরা পরম্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে; (এ সময়)  
তাদের এক ব্যক্তি বললো (বলো তো), তোমরা  
(এ গুহায়) কতোকাল অবস্থান করেছো; তারা  
বললো, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ  
আমরা (এখানে) অবস্থান করেছি; অতপর তারা  
বললো, তোমাদের রব ভালো জানেন, তোমরা (এ  
গুহায়) কতো কাল অবস্থান করেছো; এখন (এই  
বিতর্ক রেখে বরং) তোমরা তোমাদের একজনকে  
তোমাদের এ মুদ্রাসহ শহরে পাঠাও, সে (বাজারে)  
গিয়ে দেখুক উত্তম খাবার কোনটি, অতপর সেখান  
থেকে কিছু খাবার তোমাদের কাছে নিয়ে আসুক,  
সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং সে যেন  
কোনো অবস্থায় কাউকে তোমাদের ব্যাপারে কিছু  
না জানায়।

وَكَلِّ لَكَ بِعْثَنَمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ  
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَلَبِشَتِيرٌ قَالُوا لَبِثَنَتَا  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا قَالُوا رَبِّكَمْ أَعْلَمُ  
بِمَا لَبِثَتِيرٌ فَابْعَثُوا أَحَدًا كَمْ بُورَقَكْرُ  
هَذِهِ إِلَى الْمِنْيَةِ فَلِيَنْظُرْ أَيْمَا أَزْكِي  
طَعَامًا فَلِيَاتِكْمُ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلِيَتَلَطِّفْ  
وَلَا يَشْعِرُنَّ بِكَمْ أَحَدًا

২০. তারা হচ্ছে (এমন) লোক যদি তাদের কাছে  
তোমাদের (কথা) তারা প্রকাশ করে দেয়, তাহলে  
তারা তোমাদের প্রস্তরাঘাত (করে হত্যা) করবে  
কিংবা তোমাদের (জোর করে) তাদের (আগের) দ্বানে  
ফিরিয়ে নেবে, (আর) তেমনটি হলে কখনোই তোমরা  
মুক্তি পাবে না।

أَنْهُمْ إِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُو كَمْ أَوْ  
يُعِينُ وَكُرْفِيْ مِلْتَهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا  
أَبَدَّا

২১. আর এভাবেই আমি (একদিন) তাদের ব্যাপার  
(শহরবাসীদের) জানিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা  
(এ কথাটি) জানতে পারে, (মৃতকে জীবন দেয়ার  
ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা (আসলেই)  
সত্য এবং কেয়ামতের ব্যাপারেও কোনো রকম  
সন্দেহ নেই, যখন তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে  
বিতর্ক করে যাচ্ছিলো, (তখন) কিছু লোক বললো,  
(তাদের সম্মানে) তাদের ওপর একটি (স্মৃতি-)  
সৌধ নির্মাণ করে দাও; (আসলে) তোমাদের  
রবই তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক খবর রাখেন;  
(অপর দিকে) যেসব মানুষ তাদের কাজের ওপর  
বেশী প্রতাবশালী ছিলো তারা বললো (স্মৃতিসৌধ  
বানানোর বদলে চলো)- আমরা তাদের ওপর  
একটি মাসজিদ নির্মাণ করি।

وَكَلِّ لَكَ آعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنْ  
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارِيبٌ فِيهَا  
إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرٌ هُنْ فَقَالُوا  
أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بَنِيَانًا رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ  
قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا إِلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخَلَّ  
عَلَيْهِمْ مَسِّجِلًا

سِيَقُولُونَ تَلْثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبَهُمْ  
 وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبَهُمْ (جما)  
 بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَتِنَانِهِمْ  
 كَلْبَهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِلْمِهِمْ  
 مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَمَارِفِيهِمْ  
 إِلَّا مِرْأَةً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفِتْ فِيهِمْ  
 مِنْهُمْ أَحَدٌ<sup>৩৪</sup>

৩  
রুক্কু

২২. কিছু লোক বলে, (গুহার অধিবাসীরা ছিলো) তিনি জন, ওদের মধ্যে চতুর্থটি (ছিলো) ওদের (পাহারাদার) কুরু, (আবার) কিছু লোক বলে, (তারা ছিলো) পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি (ছিলো) ওদের কুরু, (আসলে) আজানা অদেখা বিষয়সমূহের প্রতি এরা (খামাখা) অনুমান নিষ্কেপ করেই (এ সব কিছু) বলে, তাদের কেউ বলে (ওরা ছিলো) সাত জন এবং অষ্টমটি ছিলো তাদের কুরু; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো (হ্যাঁ), আমার রব ভালো করেই জানেন ওদের (আসল) সংখ্যা কতো ছিলো, তাদের সংখ্যা খুব কম লোকই বলতে পারে। তুমি এদের ব্যাপারে সাধারণ আলোচনার বাইরে বেশী বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে (খামাখা অন্য) মানুষদের কাছেও মতামত জানতে চেয়ো না।

وَلَا تَقُولَنَ لِشَاءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ  
 غَلَّ<sup>৩৫</sup>

২৩. (হে নবী,) কখনো কোনো কাজের ব্যাপারে এ কথা বলো না, (এ কাজটি) আমি আগামীকাল করবো,

الْآَنِ يَشَاءُ اللَّهُ وَإِذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا  
 نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْبِطَ بَيْنَ رَبِّيْ  
 لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَّا رَشَّ<sup>৩৬</sup>

২৪. বরৎ (বলো,) আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তাহলেই আমি আগামীকাল এ কাজটা করতে পারবো), যদি কখনো (কিছু) ভুলে যাও তাহলে তোমার রবকে স্মরণ করো এবং বলো, সম্ভবত আমার রব এর চাইতে নিকটতর কোনো কল্যাণ দিয়ে আমাকে পথ দেখাবেন।

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ تَلْثَ مِائَةَ سِنِينَ  
 وَأَزَادُوا تِسْعًا<sup>৩৭</sup>

২৫. (সৌর গণনায়) তারা তাদের (এ) গুহায় কাটিয়েছে মোট তিনশ বছর, আর (চল্ল বছরের গণনায়) তারা (এর সাথে) আরো নয় (বছর) যোগ করেছে।

قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبٌ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْعِ  
 مَالِهِمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلَيْ<sup>৩৮</sup> وَلَا يُشْرِكُ  
 فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ<sup>৩৯</sup>

২৬. (হে নবী,) তুমি বলো, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক করে বলতে পারেন, ওরা (গুহায়) কতো বছর কাটিয়েছে, আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয়) গায়ব বিষয়ের জ্ঞান তো একমাত্র তাঁর (জন্যেই নির্দিষ্ট); কতো সুন্দর দ্রষ্ট তিনি, কতো সুন্দর শ্রোতা তিনি! তিনি ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনোই অভিভাবক নেই, তিনি নিজের কর্তৃত ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে কখনো শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ  
 لَامْبَدَلْ لِكَلِمَتِهِ<sup>৪০</sup> وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ  
 مُلْتَحَّ<sup>৪১</sup>

২৭. (হে নবী,) তোমার ওপর তোমার মালিকের যে কিতাব নায়িল করা হয়েছে তা তুমি তেলাওয়াত করো; তাঁর (কিতাবে বর্ণিত) কথাবার্তা রদবদল করার কেউই নেই, তিনি ছাড়া তুমি আর কখনো কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।

২৮. (হে নবী,) তুমি নিজেকে (সদা) সেসব মানুষদের সাথে রেখে চলবে, যারা সকাল সন্ধিয়ায় তাদের রবকে ডাকে, তারা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তুমি কখনো তাদের কাছ থেকে তোমার (মেহের) দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে না (এমন যেন না হয় যে,) তুমি শুধু এ পার্থিব জগতের সৌন্দর্যই কামনা করো, কখনো এমন কোনো ব্যক্তির কথামতো চলো না, যার অস্তুরণকে আমি আমার স্বরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির গোলামী করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) সীমানা লংঘন।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَلْعَونَ  
رَبِّهِمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ  
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ  
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعِعْ مَنْ  
أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَّهُ  
وَكَانَ أَمْرَةً فِرَطاً

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, এ সত্য (দীন) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকেই এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে (এর ওপর) ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে (তা) অঙ্গীকার করুক, আমি এ (অঙ্গীকারকারী) যালেমদের জন্যে এমন এক আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার পরিধি তাদের পুরোপুরিই পরিবেষ্টন করে রাখবে; যখন তারা (পানির জন্যে) ফরিয়াদ করতে থাকবে, তখন এমন এক গলিত ধাতুর মতো পানীয় তাদের দেয়া হবে, যা তাদের সমগ্র মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, কী ভীষণ (হবে সে) পানীয়; আর কী নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি!

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رِبِّكَ مَقْدِفٌ فَمِنْ شَاءَ  
فَلِيُؤْمِنْ وَمِنْ شَاءَ فَلِيَكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا  
لِلظَّلَمِيْنَ نَارًاً أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادِقُهَا  
وَإِنْ يَسْتَغْفِيْثُوا يَغْاثُوا بِمَاءِ كَالْمَهْلِ  
يَشْوِي الْوَجْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ  
وَسَاءَتْ مَرْتَفَقًا

৩০. আর যারাই (আল্লাহ তায়ালার) ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে (তাদের কোনো আশংকা নেই কেননা), আমি কখনো তাদের বিনিময় বিনষ্ট করি না যারা নেক কাজ করে,

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

৩১. এদের জন্যে রয়েছে এক স্থায়ী জান্মাত, তাদের পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তাদের সেখানে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের পোশাক, (উপরস্তু) তারা সমাসীন হবে (এক) সুসজ্জিত আসনে, কতো সুন্দর (তাদের এ) বিনিময়; কতো চমৎকার (তাদের) আশ্রয়ের স্থানটি!

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَلَيْنِ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرَ  
مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا خَضْرًا مِنْ  
سَنْدَلٍ سَ وَإِسْتَبْرَقٍ مَتَكَبِّئِينَ فِيهَا عَيْ  
الْأَرَائِكَ بِنِعْمَ الشَّوَّابُ وَحَسَنَتْ  
مَرْتَفَقًا

৩২. (হে নবী,) তাদের জন্যে তুমি দু'জন লোকের উদাহরণ পেশ করো,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجَالَيْنِ

جَعَلْنَا لِأَحَدٍ هِمَا جَنَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَ  
كَرِهِتِلَامْ إِবْرَهِيمْ (বাগান)-কে আমি  
খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছিলাম, আবার  
এ দুর্যোগ মধ্যবর্তী স্থানকে (পরিণত) করেছিলাম  
একটি সুফলা শস্যক্ষেত্রে।

كُلْتَا الْجَنَتَيْنِ أَتَتْ أَكْلَهَا وَلَرَّتَظَلَمْ مِنْهُ  
شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلْلَهِمَا نَهَرًا<sup>۳۳</sup>

৩৩. উভয় বাগানই (এক পর্যায়ে) যথেষ্ট ফল দান করলো, (ফলদানে) বাগান দুটো কোনোরকম ত্রুটি করেনি, উভয় বাগানে আমি পানির বর্ণাধারাও প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

وَكَانَ لَهُ تَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ  
يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزَّ  
نَفْرًا<sup>۳۴</sup>

৩৪. (সেখানে) তার জন্যে ফল (উৎপাদিত) হলো, অতপর (একদিন) সে তার সাথীকে বললো, দেখো, আমি ধন-সম্পদের দিক থেকে তোমার চাইতে (যেমন) বড়ো, (তেমনি) জনবলেও আমি তোমার চাইতে শেষী শক্তিশালী।

وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا  
أَظْنَ أَنْ تَبِيَّنَ هُنَّ أَبْدَلُ<sup>۳۵</sup>

৩৫. নিজের (শক্তি সামর্থের) ব্যাপারে বাড়াবাঢ়ি করতে করতে সে (এক সময়) নিজের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলো এবং বললো, আমি ভাবতেই পাছি না, এ বাগান (-এর সৌন্দর্য কোনো দিন) নিশেষ হয়ে যাবে!

وَمَا أَظَنَ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَدَدْتَ  
إِلَى رَبِّي لَاجِدَنْ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا<sup>۳۶</sup>

৩৬. আমি (এও) মনে করি না যে, একদিন কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (কেয়ামতের পর) আমাকে যদি আমার মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তাহলে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু আমি (সেখানে) পাবো।

قَالَ لَهُ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرَتْ  
بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ تُمَرِّنْ نُطْفَةً  
تُنْسِي سَوْلَكَ رَجْلًا<sup>۳۷</sup>

৩৭. (তার) সে (গরীব) সাথীটি- যে তার সাথে কথা বলছিলো, বললো, (এ পার্থির সম্পদ দেখে) তুমি কি সত্যিই সে মহান সন্তাকে অঙ্গীকার করছো, যিনি তোমাকে মাটি থেকে অতপর শুক্রকণা থেকে পয়দা করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে (একটি) মানুষের আকৃতিতে পূর্ণাংশ করেছেন;

لِكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي<sup>۳۸</sup>  
أَحَدًا<sup>۳۹</sup>

৩৮. কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি,) সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমার রব এবং আমার রব-এর সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।

وَلَوْلَا أَذْدَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ  
اللَّهُ «لَا قَوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ» إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقْلَ  
مِنْكَ مَالًا وَلَكَ<sup>۴۰</sup>

৩৯. তুমি যখন তোমার (ফলবর্তী) বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন (একথা) বললে না যে, আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছেন তা কতো সুন্দর! আল্লাহ তায়ালা ব্যতিরেকে কারোই (কিছুই ঘটানোর) শক্তি নেই, যদিও তুমি আমাকে ধনে জনে তোমার চাইতে কম দেখলে (কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালার ওপর দ্রীমান রাখি)।

فَعَسْسِي رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ  
বাগানের চাইতে (আখেরাতে) উৎকৃষ্ট (বাগান) দান  
করবেন এবং (অক্রতজ্ঞতার জন্যে) তার ওপর  
আসমান থেকে এমন কোনো বিপর্যয় নাখিল করবেন,  
ফলে তা (উদ্ভিদ-) শূন্য (বিরান) ভূমিতে পরিণত  
হয়ে যাবে।

جَنْتَكَ وَيُرِسَلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ  
السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا<sup>৪৩</sup>

أو يُصْبِحَ مَأْوَهَا غَورًا فَلَن تَسْتَطِعَ لَهُ  
হয়ে যাবে, (তেমন কিছু হলে) তুমি কখনো তা  
(আবার) খুঁজে আনতে পারবে না।

طَلَبًا<sup>৪৪</sup>

42. (অতপর তাই ঘটলো,) তার (বাগানের) ফলফলারিকে বিপর্যয় দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো, তখন সে ব্যক্তি সেই ব্যয়ের ওপর- যা সে বাগানের (শোভাবর্ধনের) পেছনে করেছিলো, হাতের ওপর হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো, (অপরদিকে) তার বাগান মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো এবং সে বলতে লাগলো, কতো ভালো হতো যদি আমি আমার মালিকের সাথে অন্য কাউকে শরীক না করতাম!

وَأَحِيطَ بِشَمْرٍ فَاصْبَحَ يُقْلِبُ كَفِيْدَهُ عَلَى  
مَا آنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عِرْوَشَهَا  
وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي  
أَحَدًا<sup>৪৫</sup>

43. কোনো দলই (আজ) তাকে আল্লাহর (এ) প্রতিশোধের (মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্যে) (অবশিষ্ট) রইলো না- না সে নিজে কোনো রকম প্রতিশোধ নিতে পারলো!

وَلَرَّكَنِي لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا<sup>৪৬</sup>

44. ওখনে তো রক্ষা করার যাবতীয় এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনিই একমাত্র সত্য, পুরক্ষারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই উত্তম।

هَنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرُ ثَوَابٍ  
وَخَيْرُ عَقَابٍ<sup>৪৭</sup>

45. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ পেশ করো, (এ জীবনটা হচ্ছে) পানির মতো, আমি তা আকাশ থেকে বর্ষণ করি, যার কারণে যামনের উদ্ভিদ ঘন (সুশোভিত) হয়ে ওঠে, অতপর এক সময় তা ভূষিতে পরিণত হয়ে যায়, বাতাস তা উড়িয়ে নেয়ে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর প্রচন্ড ক্ষমতাবান।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءً  
أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ  
الْأَرْضِ فَاصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا<sup>৪৮</sup>

46. (আসলে) ধন সম্পদ ও সন্তান সত্ত্বি হচ্ছে (তোমাদের) পার্থিব জীবনের কতিপয় (অস্থায়ী) সৌন্দর্য মাত্র, চিরস্থায়ী বিষয় হচ্ছে (মানুষের) নেক কাজসমূহ, তোমার মালিকের কাছে পুরক্ষার পাওয়ার জন্যে (তা) অনেক ভালো, আর কোনো (কল্যাণময়) কিছু কামনা হিসেবেও তা হচ্ছে উত্তম।

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَالْبِقِيَّةُ الصَّلَاحُتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا<sup>৪৯</sup>

৪৭. যেদিন আমি পাহাড়সমূহকে চলমান করে (সরিয়ে) দেবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে, (তা) একটি শূন্য প্রান্তর, (সেদিন) আমি তাদের (মানবকুল)-কে এক জায়গায় জড়ে করবো, তাদের কোনো একজনকেও (সেদিন) আমি বাদ দেবো না।

وَيَوْمٌ نَسِيرُ الْجَبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ  
بَارِزَةً وَحَشْرَنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ  
أَحَدًا ⑥

৪৮. তাদের (সবাই)-কে তোমার মালিকের সামনে সারিবদ্ধভাবে এনে হায়ির করা হবে; (অতপর আমি বলবো, আজ) তোমরা সবাই আমার কাছে এসে গেছো- (ঠিক) যেমনি করে আমি তোমাদের প্রথম বার পয়দা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা (অনেকেই) মনে করতে, আমি তোমাদের (আমার কাছে হায়ির করার) জন্যে কোনো সময় (-সূচীই) নির্ধারণ করে রাখিনি!

وَعَرِضْوَا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَنْ جِئْتَمُونَ  
كَمَا حَلَقْنَكُمْ أَوْلَ مَرَّةً بَلْ زَعْمَتْ  
أَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ⑦

৪৯. (অতপর তাদের সামনে) আমলনামা রাখা হবে, (তখন) নাফরমান ব্যক্তিদের তুমি দেখবে, সে আমলনামায় যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তারা (খুবই) আতঙ্কস্থ থাকবে, তারা বলতে থাকবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এ (আবার) কেমন বই! এ তো (দেখছি আমাদের) ছোটো এবং বড়ো প্রত্যেক বিষয়েই হিসাব রেখেছে, জীবনভর তারা যা কিছু করেছে তার প্রতিটি বস্তুই তারা (সে গ্রন্থে) মজুদ দেখতে পাবে, তোমার মালিক কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুমও করবেন না।

وَوْضَعَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ  
مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَهَا  
مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا  
كَبِيرَةً إِلَّا أَخْصَصَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا  
حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ⑧

৫০. (ঘরণ করো), যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা সবাই আদমকে সাজদা করো, তখন তারা সবাই সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস ছাড়া; সে ছিলো (আসলে) জিনদেরই একজন, সে তার মালিকের আদেশের নাফরমানী করলো; (এরপরও) তোমরা কি তাকে এবং তার বংশধরদের আমার বদলে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? অথচ সে তোমাদের (প্রকাশ্য) দুশ্মন; (চেয়ে দেখো,) যালেমদের কি নিকৃষ্ট বিনিময় (দেয়া হয়েছে)।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُنْ وَلَا إِدَمْ  
فَسَجْنُ وَالْأَلْبِلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ  
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخِلُّ وَنَهِيَ  
وَذِرِيتَهُ أَوْلِيَاءِ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ  
عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدْلًا ⑨

৫১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদের কাউকে ডাকিনি, এমনকি স্বয়ং তাদের নিজেদের বানানোর সময়ও (তো আমি তাদের ডাকিনি), অন্যদের যারা গোমরাহ করে আমি তাদের বস্তু হিসেবে গ্রহণ করি না।

مَا أَشَهَدْ تَهْرِيْخَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ سَوْمَا كُنْتُ مَتَّخِلَّ  
الْمُضْلِلِينَ عَضْلًا ⑩

৫২. সেদিন তিনি বলবেন, তোমরা তাদের ডাকো যাদের তোমরা (দুনিয়ায় আমার শরীক) মনে করতে, অতপর ওরা তাদের ডাকবে (কিন্তু) তারা তাদের (ডাকে) কোনোই সাড়া দেবে না, আমি এদের উভয়ের মাঝখানে এক (মরণ) ফাঁদ খেবে দেবো।

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِ الَّذِينَ  
زَعَمُتُمْ فَلَعْنَوْهُرْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ  
وَجَعَلُنَا بِيَنْهُمْ مُوْبِقًا

৫৩. নাফরমান লোকেরা যখন (জাহানামের) আগুন দেখতে পাবে তখন তারা বুঝে যাবে, তারা (এক্ষুণি) সেখানে গিয়ে পতিত হচ্ছে, (আর সেখানে পতিত হলে) ওরা তা থেকে কখনোই মুক্তির পথ পাবে না ।

৫৪. অবশ্যই আমি মানুষের জন্যে এই কোরআনে সব ধরনের উপরা (ও উদাহরণ) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষরা অধিকাংশ বিষয় নিয়েই (অথবা) তর্ক করে ।

وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ  
مِّوْا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصِرًا

৫৫. হেদয়াত যখন মানুষের সামনে এসে গেলো তখন ঈমান আনা ও (গুনাহের জন্যে) তাদের মালিকের কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে তাদের কোন জিনিস বিরত রাখছে, তারা (কি) তাদের কাছে পূর্ববর্তী মানুষদের অবস্থা এসে পৌছানোর অপেক্ষা করছে কিংবা তাদের সামনে আয়ার এসে হায়ির হবার অপেক্ষা করছে?

وَمَانَمَنَعَ النَّاسَ أَنْ يَؤْمِنُوا إِذْ جَاءُهُمْ  
الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبِّهِمْ إِلَّا أَنْ  
تَأْتِيهِمْ سَنَةُ الْأَوْلَيْنَ أَوْ يَأْتِيهِمْ  
الْعَذَابُ قَبْلًا

৫৬. আমি তো রসূলদের (মানুষদের জন্যে জাহানাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহানামের) সতর্ককারী করেই পাঠাই, কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা (অথবা) ঝগড়া শুরু করে, যাতে তারা এ দিয়ে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, (মূলত) তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যেসব বিষয় দিয়ে তাদের (জাহানাম থেকে) সতর্ক করা হয়েছিলো তাকে একটি বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করে নিয়েছে।

وَمَا نَرْسَلُ الْمَرْسَلِينَ إِلَّا مُبْشِرِينَ  
وَمُنذِنِّينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
بِالْبَاطِلِ لِيُلْحِضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَلُّوا  
أَيْتَى وَمَا أَنِّي رَوَاهُزُوا

৫৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যাকে তার মালিকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিছে, যা কিছু (গুনাহ) তার হাত দুটো অর্জন করেছে সে (তাও) ভুলে যায়; আমি অবশ্যই তাদের অন্তরের ওপর (জাহেলিয়াতের) আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি, তাই তারা (সত্য দ্বীন) বুবাতে পারছে না, তাদের কানেও কঠিন বস্তু ঢেলে দিয়েছি (তারা সত্য কথা শুনতে পায় না, অতএব হে নবী); তুমি ওদের যতোই হেদয়াতের পথে ডাকো না কেন, তারা কখনো হেদয়াত পাবে না ।

وَمِنْ أَظْلَمِ مِنْ ذِكْرِ بَأْيَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ  
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمْتَ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا  
عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْقِهُوا وَفِي  
أَذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ تَلْعَمْ إِلَى الْهُدَى  
فَلَئِنْ يَمْتَنِ وَإِذَا آبَدَ

৫৮. (হে নবী,) তোমার রব বড়েই ক্ষমাশীল, দয়াবান; **وَرَبُّكَ الْفَقُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ**  
 তিনি যদি তাদের সবাইকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে  
 শাস্তি দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি (সহজে) শাস্তি  
 ত্বরান্বিত করতে পারতেন; বরং (এর পরিবর্তে) তাদের  
 জন্যে (শাস্তির) একটি প্রতিশ্রুত ক্ষণ (নির্ধারিত)  
 আছে, যা থেকে ওদের কারোই পরিত্রাণ নেই!  
**يُؤَاخِذُ هُنَّ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمْ**  
**الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنِيجِدُوا**  
**مِنْ دُونِهِ مَوْلَأًا** ②)

৫৯. এ জনপদ (ও তার অধিবাসীরা) যখন (আল্লাহ  
 তায়ালার) সীমা লংঘন করেছিলো তখন আমি তাদের  
 নির্মূল করে দিয়েছি, তাদের ধ্বংসের জন্যে আমি  
 একটি দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট করে রেখেছি।  
**وَتَلَكَ الْقَرِي أَهْلَكْنَاهُ لَمَّا ظَلَمُوا**  
**وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكَهُمْ مَوْعِدًا** ③)

৬০. (হে নবী, তুমি এদের মূসার ঘটনা শোনাও,)  
 যখন মূসা তার খাদেমকে বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত  
 আমি দুটো সাগরের মিলনস্থলে না পৌছবো, ততোক্ষণ  
 পর্যন্ত আমি (আমার পরিকল্পনা থেকে) ফিরে আসবো  
 না, কিংবা (প্রয়োজনে) আরো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি  
 চলা অব্যাহত রাখবো!

**وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْسِهِ لَا أَبْرُخَ حَتَّى أَبْلُغَ**  
**مَجَمَّعَ الْبَحَرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا** ④)

৬১. যখন তারা উভয়ে (সেই প্রত্যাশিত) দুটো  
 সাগরের সংগমস্থলে এসে পৌছলো, তখন তারা  
 উভয়েই তাদের (খাবাবের জন্যে রাখা) মাছটির কথা  
 ভুলে গেলো, অতপর মাছটি সুড়ংয়ের পথ করে  
 সাগরে চলে গেলো।

**فَلَمَّا بَلَغَا مَجَمَّعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَّا حُوتَهُمَا**  
**فَاتَّخَلَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَّابًا** ⑤)

৬২. যখন তারা দুঁজন আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলো  
 তখন সে তার খাদেমকে বললো, (এবার) আমাদের  
 নাশতা নিয়ে এসো, আমরা এ সফরে সত্যিই ভারী  
 ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি।

**فَلَمَّا جَاءَوْزًا قَالَ لِفَتْسِهِ أَتَنَا غَلَاءً نَّا**  
**لَقَلْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا** ⑥)

৬৩. সে বললো, তুমি কি দেখোনি, আমরা  
 যখন শিলাখন্ডের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন  
 মাছের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, (আসলে)  
 শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমি তার  
 কথাটা ঝরণ রাখবো, আর সে (মাছটি)ও কি  
 আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে নিজের পথ ধরে সাগরের  
 দিকে নেমে গেলো।

**قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ**  
**فَإِنِّي نَسِيَتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسِنِيَ إِلَّا**  
**الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَلَ سَبِيلَهُ فِي**  
**الْبَحْرِ عَجَبًا** ⑦)

৬৪. সে বললো (আরো), এই তো হচ্ছে সে (জায়গা),  
 যার আমরা সন্ধান করছিলাম, অতপর তারা নিজেদের  
 পথের চিহ্ন ধরে ফিরে চললো।

**قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ طَ فَارْتَدَ اَنْ**  
**أَشَارِهِمَا قَصَصًا** ⑧)

৬৫. এরপর তারা (সেখানে) আমার বান্দাদের  
 মাঝ থেকে একজন (পুরুষবান) বান্দাকে পেলো,

**فَوَجَدَ أَعْبَدًا مِنْ عِبَادِنَا**

যাকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছি, (উপরস্থি) ^  
তাকে আমি আমার কাছ থেকে (বিশেষ) জ্ঞানও ^  
শিখিয়েছি। ^  
أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلِمْنَاهُ مِنْ  
لَدْنَانَ عَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৬৬. মুসা তাকে বললো, আমি কি তোমার অনুসরণ  
করতে পারি, যাতে করে (আল্লাহ তায়ালার কাছ  
থেকে) যে জ্ঞান তোমাকে শেখানো হয়েছে তার কিছু  
অংশ তুমি আমাকে শেখাতে পারো।

৬৭. সে বললো (হাঁ পারো), তবে আমার সাথে থেকে  
(তো) তুমি কখনো দৈর্ঘ্য ধারণ করতে পারবে না।

৬৮. (অবশ্য,) যে বিষয়টি তুমি (জ্ঞান দিয়ে) আয়ত  
করতে পারোনি তার ওপর তুমি দৈর্ঘ্য ধরবেই বা কি করে? ^  
وَكَيْفَ تَصِيرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِظِّ بِهِ خَبْرًا ﴿٤٧﴾

৬৯. সে বললো, আল্লাহ তায়ালা যদি চান তাহলে তুমি  
আমাকে বৈরূশীল (হিসেবেই) পাবে, আমি তোমার  
কোনো আদেশেরই বরখেলাফ করবো না।

৭০. সে বললো, (আচ্ছা) যদি তুমি আমাকে অনুসরণ  
করোই তাহলে কোনো বিষয় নিয়ে আমাকে কিছু  
জিজ্ঞেস করবে না, যতোক্ষণ না সে কথা আমি  
তোমাকে বলে দেবো!

৭১. অতপর তারা দুঃজন পথ চলতে শুরু করলো।  
(নদীর পাড়ে এসে) উভয়েই একটি নৌকায় আরোহণ  
করলো, (নৌকায় উঠেই) সে তাতে ছিঁড়ি করে  
দিলো; সে বললো, তুমি কি এ জন্যে তাতে ছিঁড়ি  
করে দিলে যেন এর আরোহীদের তুমি ডুবিয়ে দিতে  
পারো, তুমি তো সত্যিই এক গুরুতর (অন্যায়) কাজ  
করেছো!

৭২. (মুসার কথা শুনে) সে বললো, আমি কি  
তোমাকে একথা বলিন যে, আমার সাথে থেকে তুমি  
কখনো দৈর্ঘ্য ধারণ করতে পারবে না।

৭৩. সে বললো, আমি যে (কথা) ভুলে গেছি সে  
ব্যাপারে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না এবং (এ  
ব্যাপারে) আমার ওপর বেশী কঠোরতাও আরোপ  
করো না।

৭৪. আবার তারা উভয়ে পথ চলতে শুরু করলো,  
(কিছু দূর গিয়ে) তারা উভয়ে এক (কিশোর) বালককে  
পেলো, (সাথে সাথে) সে তাকে হত্যা করে ফেললো,  
(এটা দেখে) সে বললো, তুমি তো কোনোরকম  
হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ জীবনকে বিনাশ  
করলে! তুমি (সত্যিই) একটা গুরুতর অন্যায় কাজ  
করে ফেলেছো!

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ  
تَعْلَمَ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ﴿٤٨﴾

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٤٩﴾

قَالَ سَتَجْلِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا  
أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٥٠﴾

قَالَ فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ  
شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْلِيَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٥١﴾

فَانْطَلَقَا هَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي السُّفِينَةِ  
خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا  
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٥٢﴾

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا  
تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا ﴿٥٣﴾

فَانْطَلَقَا هَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ  
قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَكْرًا ﴿٥٤﴾

فَانْطَلَقَا هَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ  
قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَكْرًا ﴿٥٥﴾

৭৫. সে বললো, আমি কি তোমাকে (একথা) বলিন যে, তুমি আমার সাথে (থেকে) কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না।

فَالْأَرْأَقُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ  
مَعِي صَبَرًا ⑨৫

৭৬. সে বললো, যদি এরপর একটি কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে তুমি আর আমাকে তোমার সাথে রেখো না, (অবশ্য এখন তো) তুমি আমার পক্ষ থেকে ওয়র পেশ করার (প্রান্ত)-সীমায় পৌছে গেছো।

قَالَ إِنْ سَالَتْكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْلَهَا فَلَدَّ  
تُصْبِحَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدْنِي  
عُلَّرًا ⑨৬

৭৭. তারা দু'জন আবার পথ চলতে শুরু করলো। (কিছুদুর এগিয়ে) তারা জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছলো, (সেখানে পৌছে) তারা (সেখানকার) অধিবাসীদের কাছে কিছু খাবার চাইলো, কিন্তু তারা তাদের উভয়ের মেহমানদারী করতে অসীকার করলো, অতপর সেখানে তারা একটি পতনোন্নুখ প্রাচীর (দেখতে) পেলো, সে প্রাচীরটাকে সোজা করে দিলো, মূসা বললো, তুমি চাইলে তো এ কাজের ওপর কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে!

فَانْطَلَقا وَقَتَ حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ  
اسْتَطَعُهَا أَهْلَهَا فَابْوَا أَنْ يُضِيفُوهُمَا  
فَوَجَدَا فِيهَا جَدَارًا يَرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ  
فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخْذِلَتْ عَلَيْهِ  
أَجِرًا ⑨৭

৭৮. সে বললো (বেশ), এখানেই তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ (হয়ে গেলো, কিন্তু তার আগে) যেসব ব্যাপারে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারোনি-তার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে বলে দিতে চাই।

قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ  
سَانِيْكَ بِتَأْوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ  
صَبَرًا ⑨৮

৭৯. (প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে,) নৌকা সম্পর্কিত, (মূলত) তা ছিলো কয়েকজন গরীব মানুষের (মালিকানাধীন), তারা (এটা দিয়ে) সমন্বয় (জীবিকা অবসরেণের) কাজ করতো, কিন্তু আমি (নৌকাটিতে ছিদ্র করে) তা ক্রিয়ুক্ত করে দিতে চাইলাম, (কারণ) তাদের পেছনেই ছিলো (এমন) এক বাদশাহ, যে (ক্রিতিবিহীন) যে নৌকাই পেতো, তা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিতো।

أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينِ يَعْمَلُونَ  
فِي الْبَحْرِ فَارَدَتْ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ  
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ  
غَصْبًا ⑨৯

৮০. (আর সে) কিশোরটি (-র ঘটনা হচ্ছে) তার পিতামাতা উভয়েই ছিলো মোমেন, আমি আশংকা করলাম, (বড়ো হয়ে) সে এদের দু'জনকেই (আল্লাহর) নাফরমানী ও কুফুর দ্বারা প্রত্বার্থিত করে দেবে,

وَأَمَا الْغُلْمَرُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِيْ  
فَخَشِيَّنَا أَنْ يَرْهَقْهُمَا طَغْيَانًا وَكَفَرًا ⑩০

৮১. আমি চাইলাম তাদের রব তার বদলে তাদের (এমন) একটি সত্তান দান করবেন, যে দ্বিন্দারী ও রক্তের সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে তার চাইতে বেশী ভালো (প্রমাণিত) হবে।

فَأَرَدْنَا أَنْ يَبْلِلَهُمَا رَبِّهِمَا خَيْرًا مِنْهُ  
زُكْوَةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ⑩১

৮২. (সর্বশেষ ছিলো ওই) প্রাচীরটি (-র ঘটনা!) আসলে) তা ছিলো শহরের দুটি এতীম বালকের, এর নীচেই তাদের জন্যে (রক্ষিত) ছিলো (গুগু) ধনভাস্তার, ওদের পিতা ছিলো নেককার ব্যক্তি,

وَأَمَا الْجِلْدُ أَرْفَكَانَ لِغْلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ  
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ⑩২

(এ কারণেই) তোমার রব চাইলেন ওরা বয়োপ্রাণ্ড হোক এবং তাদের (সে ভান্ডার থেকে তারা) সম্পদ বের করে আনুক (এ প্রাচীরটাকে আমি তাদের বড়ো হওয়া পর্যন্ত দাঢ় করিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম), এ ছিলো (মূলত) তোমার মালিকের অনুগ্রহ (দ্বারা সম্পাদিত করিয়ে কাজ), এর কোনোটাই আমি আমার নিজে থেকে করিনি; আর এ হচ্ছে সেসব কাজের ব্যাখ্যা, যে ব্যাপারে তুমি (আমার সাথে থেকে) দৈর্ঘ্য ধারণ করতে পারছিলে না!

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبَلِّغَا أَشْهُدُهُمَا  
وَيَسْتَخِرُ جَاهَنَّمَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ  
وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرٍ<sup>۱</sup> بِذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَا  
لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا<sup>۲</sup>

৮৩. (হে নবী,) এরা তোমাকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলো, (হ্যাঁ) আমি (আল্লাহর কিটাবে যা আছে) তা থেকে (সে) বিবরণ তোমাদের (পড়ে) শোনাচ্ছি।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ<sup>۱</sup> قُلْ  
سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا<sup>۲</sup>

৮৪. (আল্লাহ তায়ালা বলছেন,) আমি যমীনের বুকে তাকে ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং আমি তাকে (এর জন্যে) সব উপকরণও দান করেছিলাম,

إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ  
شَيْءٍ سَبَبًا<sup>۱</sup><sup>۲</sup>

৮৫. অতপর সে আরেক অভিযানের পেছনে বের়ংলো।

فَاتَّبَعَ سَبَبًا<sup>۱</sup><sup>۲</sup>

৮৬. (চলতে চলতে) এমনিভাবে সে সুর্যের অন্তগমনের জায়গায় গিয়ে পৌছলো, সেখানে গিয়ে সে সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবতে দেখলো, তার পাশে সে একটি জাতিকেও (বাস করতে) দেখলো, আমি বললাম, হে যুলকারনায়ন, (এরা তোমার অধীনস্থ, তারা খারাপ কাজ করলে), তুমি (তাদের) শাস্তি দিতে পারো অথবা (ভালো কাজ করলে) তাদের সাথে তুমি সদয় ভাব ও গ্রহণ করতে পারো।

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَلَّ هَا  
تَغْرِبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا  
قَوْمًا هَقَلْنَا يَدَ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تَعَلَّبَ  
وَإِمَّا أَنْ تَتَخَلَّ فِيهِ رَحْسَنًا<sup>۱</sup><sup>۲</sup>

৮৭. সে বললো (হ্যাঁ), এদের মাঝে যে যুলুম করবে তাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো, অতপর তাকে (যখন) তার মালিকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে (তখন) তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبَهُ ثُمَّ  
يُرَدَ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبَهُ عَلَى أَبَّا نُكَرًا<sup>۱</sup><sup>۲</sup>

৮৮. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি (আল্লাহর ওপর) ভূমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তার জন্যে (আখেরাতে) থাকবে উত্তম পুরুষার, আর আমিও তার সাথে আমার কাজকর্ম সম্পাদনের সময় একান্ত সহজ (ও ন্যৰ) ব্যবহার করবো;

وَأَمَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ  
الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا<sup>۱</sup><sup>۲</sup>  
يُسْرًا<sup>۳</sup>

৮৯. অতপর সে আরেক অভিযানের পেছনে বের়ংলো।

ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا<sup>۱</sup><sup>۲</sup>

৯০. এমনকি (চলতে চলতে) সে সূর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌছলো, তখন সে সূর্যকে এমন এক জাতির ওপর (দিয়ে) উদয় হতে দেখলো; যাদের জন্যে তার (উত্তাপ) থেকে (রক্ষার) কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করে রাখিনি।

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَلَّ هَا  
تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا  
سُترًا<sup>۱</sup><sup>۲</sup><sup>۳</sup>

৯১. (যুলকারনায়নের ঘটনা) এরকমই (ছিলো); তার কাছে যা ছিলো আমার কাছে সে সম্পর্কিত সব খবর (মজুদ) আছে।

كَنْ لِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَنِ يَهُ خُبْرًا ④

৯২. অতপর সে আরেক (অভিযানে) পথে বের়লো।

لَمْ أَتَيْعَ سَبَبًا

৯৩. এমনকি (চলতে চলতে) সে দুটো প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে পৌছলো, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে (পৌছে) সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকদের পেলো, যারা (যুলকারনায়নের) কোনো কথাই (তেমন) বুঝতে পারছিলো বলে মনে হলো না।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّلَيْنِ وَجَلَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكُادُونَ يَفْهَمُونَ قَوْلًا ⑤

৯৪. তারা (বিভিন্নভাবে তাকে) বললো, হে যুলকারনায়ন, নিসন্দেহে ইয়াজুজ মা'জুজ হচ্ছে যদীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী (দুটো দল, তাদের থেকে বাঁচার জন্যে) আমরা কি তোমাকে (এ শর্তে) কিছু 'কর' দেবো যে, তুমি আমাদের এবং তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবো।

قَالُوا يَدِا الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَهُمْ سَدًا ⑥

৯৫. সে বললো (করের প্রয়োজন হবে না, কেননা), আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই (আমার জন্যে) উত্তম (হ্যাঁ, শারীরিক) শক্তি দ্বারা তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারো, আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে এক মযবুত প্রাচীর বানিয়ে দেবো।

قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعْيُنُوْنِيْ بِقُوَّةِ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ⑦

৯৬. তোমরা আমার কাছে লোহার পাতগুলো নিয়ে এসো (অতপর তা দিয়ে প্রাচীর তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেলো); যখন মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটি (দুটো পর্বতের) সমান হয়ে গেলো, তখন সে (তাদের) লক্ষ্য করে বললো, তোমরা (হাঁপরে) দম দিতে থাকো; অতপর যখন তা আগুনকে উত্পন্ন করলো, (তখন) সে বললো, (খখন) তোমরা আমার কাছে (কিছু) গলানো তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর ওপর ঢেলে দেবো।

أَتُوْنِي زِبْرَ الْحَلِيلِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّلَفَيْنِ قَالَ انْفُخْوَا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتُوْنِي أَفْرَغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ⑧

৯৭. অতপর (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দলের) লোকেরা তার ওপর (আর) উঠতে সক্ষম হলো না- না তারা তা ভেদ করে (বাইরে) আসতে পারলো!

فِيمَا أَسْطَاعُوْ آنَ يَظْهِرُوْ وَمَا أَسْتَطَاعُوْ لَهُ نَقْبَا ⑨

৯৮. (যুলকারনায়ন বললো,) এগুলো আমার মালিকের অনুগ্রহ, কিন্তু যখন আমার মালিকের ওয়াদা (-মতো কেয়ামত) আসবে, তখন তিনি তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে একাকার করে দেবেন, আর আমার মালিকের ওয়াদা হচ্ছে সত্য ওয়াদা;

قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّيْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدَ رَبِّيِّ جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدَ رَبِّيِّ حَقًّا ⑩

৯৯. (কেয়ামতের আগে আবার) আমি তাদের দলে দলে ছেড়ে দেবো, তারা (সমুদ্রের) ঢেউয়ের আকারে একদল আরেক দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে,

وَتَرَكَنَا بِعَضَهُمْ يَوْمَئِنْ بِيَوْمِ حُجَّ فِي بَعْضٍ

যখন শিংগায় ফুর্কার দেয়া হবে তখন তাদের  
সবাইকে আমি একত্রিত করবো,

وَنَفْخَ فِي الصُّورِ فَجَعَنَهُمْ جَمِيعاً

১০০. (সেদিন) আমি জাহানামকে (তার)  
অবিশ্বাসীদের জন্যে (সামনে) এনে হায়ির করবো,

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِنَ لِلْكُفَّارِ عَرَضاً

১০১. যাদের চোখের মধ্যে আমার আরণ থেকে  
আবরণ পড়ে ছিলো, তারা (হেদায়াতের কথা) শুনতেই  
পেতো না।

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غُطَاءٍ عَنْ  
دِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمِعاً

১০২. কাফেররা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে,  
তারা আমার বদলে আমারই (কতিপয়) গোলামকে  
অভিভাবক বানিয়ে নেবে, (আর আমি এ ব্যাপারে  
তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদই করবো না) আমি  
তো জাহানামকে কাফেরদের মেহমানদারীর জন্যে  
সাজিয়েই রেখেছি।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَلَّ وَ  
عِبَادَى مِنْ دُونِي أُولَيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا  
جَهَنَّمَ لِلْكُفَّارِ نَزَّلَ

১০৩. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কি তোমাদের  
এমন লোকদের কথা বলবো, যারা আমলের দিক  
থেকে আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত;

قُلْ هَلْ نَبْيَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

১০৪. (এরা হচ্ছে) সেসব লোক যাদের সমুদয়  
প্রচেষ্টাই এ দুনিয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তারা  
মনে মনে ভাবছে, তারা (বুঝি) ভালো কাজই করে  
যাচ্ছে।

الَّذِينَ يَنْهَا فَلَلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صَنْعًا

১০৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের  
মালিকের আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করে এবং  
(অঙ্গীকার করে) তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়টিও,  
ফলে ওদের সব কর্মই নিষ্কল হয়ে যায়, তাই ক্রয়ামতের  
দিন আমি তাদের (নাজাতের) জন্যে ওয়ারেন কোনো  
মানদণ্ডই স্থাপন করবো না।

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ  
وَلَقَائِهِ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَأُنْقِيرَ لَهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَمةِ وَزَنًا

১০৬. এটাই জাহানাম! (এটাই) তাদের (যথার্থ)  
পাওনা, কেননা তারা (স্বয়ং স্মৃষ্টাকেই) অঙ্গীকার  
করেছে, (উপরন্তু) তারা আমার আয়াতসমূহ ও  
(তার বাহক) রসূলদের বিদ্রূপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ  
করেছে।

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا  
وَاتَّخَذُوا أَيْتِيَ وَرَسِّلِيْ هَرَوْا

১০৭. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর)  
ঈরান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে,  
তাদের মেহমানদারীর জন্যে ‘জাহানুল ফেরদাউস’  
(সাজানো) রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلْحَ  
كَانَتْ لَهُمْ جِنْتُ الْفِرْدَوْسِ نَزَّلَ

১০৮. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, তারা সেখান থেকে (অন্য  
কোথাও যাওয়ার জন্যে) জায়গা বদল করতে চাইবে না।

خَلِيلِيْنَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا

১০৯. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার মালিকের  
(প্রশ়ংসার) কথাগুলো (লিপিবদ্ধ করা)-এর জন্যে যদি  
সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে আমার মালিকের কথা  
(লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে,  
এমনকি যদি আমি তার মতো (আরো) সমুদ্রকে  
(লেখার কালি বানিয়ে) সাহায্য করার জন্যে নিয়ে  
আসি (তবুও)।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلْمِتِ رَبِّي  
لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلْمِتُ  
رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا

১১০. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের <sup>أَنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيْيَ</sup> কে একজন মানুষ, তবে আমার ওপর ওই নায়িল হয়, (আর সে ওইর মূল কথা হচ্ছে), তোমাদের <sup>أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ</sup> মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তোমাদের মাঝে যদি কেউ তার মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন <sup>بِرْ جَوَاهِرَةِ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا</sup> (সব সময়) ভালো কাজ করে, সে যেন কখনো তাঁর <sup>وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَهَدًا</sup> মালিকের এবাদাতে অন্য কাউকে শরীক না করে।



১. কা-ফ হা-ইয়া আঙ্গন ছোয়া-দ।

কৃমিচ

২. (হে নবী, এ হচ্ছে) তোমার মালিকের অনুগ্রহের (কথাগুলোকে) স্মরণ (করা), যা তিনি তাঁর এক অনুগ্রত বান্দা যাকারিয়ার ওপর (প্রেরণ) করেছিলেন-

ذِكْرِ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (ؑ)

৩. যখন সে একান্ত নীরবে তাঁর মালিককে ডাকছিলো।

إِذْ نَادَ رَبَّهُ نَدَاءَ خَفِيًّا

৪. সে বলেছিলো, হে আমার রব, আমার হাড় সত্য সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে (তুমি আমার দেয়া করুল করো), হে আমার রব, আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি!

قَالَ رَبِّي إِنِّي وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِي  
وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ  
بِلَّعَائِكَ رَبِّي شَقِيقًا

৫. আমার পর আমি আমার পেছনে পড়ে থাকা আমার ভাই বন্ধুদের (ধৈনের ব্যাপারে) আশংকা করছি, (এদিকে) আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা হয়ে গেছে, একান্ত তোমার কাছ থেকে তুমি আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো,

وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِي  
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ  
لِنْكَ وَلِيًّا

৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে- উত্তরাধিকত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের, হে (আমার) রব, তুম তাকে একজন সন্তোষভাজন ব্যক্তি বানাও।

يَرْثِنِي وَيَرِثُ مِنْ أَلِ يَعْقُوبَ  
وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

৭. (আল্লাহ তায়ালা বললেন,) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি ছেলে (হওয়া)-র সুখবর দিচ্ছি, তাঁর নাম (হবে) ইয়াহাইয়া, এর আগে এ নামে আমি কোনো মানুষের নামকরণ করিনি।

يَزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِيْنِ اسْمِهِ  
يَحِيَيِّ لَمَرْجِعَ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِيَا

৮. সে বললো, হে আমার রব, আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা এবং আমি নিজেও (খেন) বার্ধক্যের শেষ সীমানায় এসে উপনীত হয়ে গেছি।

قَالَ رَبِّي أَنِّي يَكُونُ لِي غَلَمَرٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي  
عَاقِرًا وَقَلَّ بَلْغُتُ مِنْ الْكِبَرِ عَيْتِيَا

৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), এটা এভাবেই (হবে), তোমার রব বলছেন, এটা আমার জন্যে নিতান্ত সহজ কাজ,

قَالَ كَذِلِّكَ قَالَ رَبِّكَ هُوَ فِي هَيْنِ

وَقَلْ خَلْقُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا  
(তখন) তুমিও তো কিছুই ছিলে না!

١٠. সে বললো, হে আমার রব, আমাকে (এ জন্যে  
কিছু) একটা নির্দশন (বলে) দাও; তিনি বললেন  
(হঁয়া), তোমার নির্দশন হচ্ছে, (সুস্থ থেকেও) তুমি  
ক্রমাগত তিনি রাত মানুষদের সাথে কোনোরকম  
কথবার্তা বলবে না।

١١. অতপর সে কামরা থেকে বেরিয়ে তার জাতির  
লোকদের কাছে এলো এবং ইশারা ইংগিতে তাদের  
বুঝিয়ে দিলো, তারা যেন সকাল সক্ষ্যা (আল্লাহ  
তায়ালার) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً، قَالَ أَيْتَكَ أَلَا  
تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا  
⑤

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحْرَابِ  
فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً  
وَعَشِيًّا ⑥

١٢. (এরপর ইয়াহইয়ার জন্ম হলো, সে যখন বড়ে  
হলো, তখন আমি তাকে বললাম,) হে ইয়াহইয়া,  
তুমি (আমার) কিতাবকে শুক্ত করে ধারণ করো;  
(আসলে) আমি তাকে ছেলেবেলায়ই বিচার বুদ্ধি দান  
করেছিলাম,

يَبْحِي خُنِ الْكِتَبِ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَهُ  
الْحُكْمَ صِبَّيًا ⑦

١٣. সে একান্ত আমার কাছ থেকেই হৃদয়ের কোমলতা  
ও পবিত্রতা লাভ করলো; সে ছিলো (আসলেই)  
একজন পরহেয়েগার ব্যক্তি,

وَحَنَانًا مِنْ لُدْنَا وَزَكُوًّا وَكَانَ  
تَقِيًّا ⑧

١٤. (তদুপরি) সে ছিলো পিতা মাতার একান্ত  
অনুগত- কখনো সে অবাধ্য নাফরমান ছিলো  
না।

وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا  
عَصِيًّا ⑨

١٥. তার ওপর শান্তি (বর্ষিত হয়েছিলো), যেদিন  
তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে, (শান্তি বর্ষিত হবে সেদিন)-  
যেদিন সে মৃত্যু বরণ করবে এবং যেদিন পুনরায় সে  
জীবিত হয়ে পুনরঞ্চিত হবে।

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ ولَدٍ وَيَوْمَ يَمْوتُ  
وَيَوْمَ يَعْثُ حَيَا ⑩

١٦. (হে নবী,) এ কিতাবে তুমি মারইয়ামের কিছু  
কথা শ্বরণ করো। (বিশেষ করে সে সময়ের কথা)-  
যখন সে তার পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে  
আলাদা হয়ে পূর্ব দিকের একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয়  
নিয়েছিলো।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مَرِيمَ مَاذَا انتَبَلَتْ  
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِقِيًّا ⑪

١٧. অতপর লোকদের কাছ থেকে (নিজেকে আড়াল  
করার জন্যে) সে পর্দা করলো। আমি তার কাছে  
আমার ঝুহ (জিবরাইল)-কে পাঠালাম, সে পূর্ণ  
মানুষের আকৃতিতে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করলো।

فَاتَّخَلَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ثُمَّ فَأَرْسَلَنَا  
إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ⑫

١٨. সে বললো (হে আগত ব্যক্তি), তুমি যদি (আল্লাহ  
তায়ালাকে) ভয় করো, তাহলে আমি তোমা (-র  
অনিষ্ট) থেকে দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-এর কাছে  
আশ্রয় চাই।

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ  
كُنْتَ تَقِيًّا ⑬

١٩. সে বললো, আমি তোমার মালিকের ৩<sup>তম</sup> রং  
পাঠানো দৃত (আমি এসেছি),

যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দিয়ে যেতে পারি।

لَاهَبْ لَكَ غُلْمَانَ كَيْمَانَ  
قالَتْ أَنِي يَكُونُ لِي غُلْمَانٌ وَلَمْ

20. সে বললো (এ কি বলছো তুমি)! আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমাকে (তো আজ পর্যন্ত) কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি, আর না আমি কখনো অসতী ছিলাম!

يَمْسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّاً

21. সে বললো (হ্যাঁ), এভাবেই (হবে), তোমার রব বলছেন, তা আমার জন্যে খুবই সহজ কাজ এবং আমি তাকে মানুষদের জন্যে (কুদরতের) একটি নির্দশন ও আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ (-সন্দৃশ একটি মানুষ) বানাতে চাই, (মূলত) এটা ছিলো (আমার পক্ষ থেকে) এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

قَالَ كَلِيلٌ لَكَ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَيْهِ هُنَيْنٌ  
وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا  
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا

22. অতপর সে তাকে (গর্তে) ধারণ করলো এবং তাকে সহ সে দূরে (কোনো) এক জায়গায় ঢেলে গেলো।

فَحَمَلَتْهُ فَأَنْتَبَلَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا

23. তারপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে নিয়ে এলো। সে বললো, হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং আমি যদি (মানুষদের স্মৃতি থেকে) সম্পূর্ণ বিস্তৃত হয়ে যেতাম!

فَاجَأَهَا الْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ  
قَالَتْ يَلِيَتِنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ  
نَسِيًّا مَنْسِيًّا

24. তখন একজন (ফেরেশতা) তাকে তার নীচের দিক থেকে আঁকান করে বললো (হে মারইয়াম), তুমি কোনো রকম দুঃখ করো না, তোমার রব (পিগাসা নিবারণের জন্যে) তোমার (পায়ের) নীচে একটি (পানির) ঝার্ণা বানিয়ে দিয়েছেন,

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتَهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ

جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا

25. তুমি এ খেজুর গাছের কান্ডকে তোমার দিকে নাড়া দাও, (দেখবে) তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে,

وَهِزِّي إِلَيْكَ بِجُذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطِ  
عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا

26. অতপর (এ গাছের) খেজুর তুমি খাও, (এ ঝর্ণার) পানীয় পান করো এবং (সন্তানের দিকে তাকিয়ে) চোখ জুড়াও, যখনি তুমি মানুষদের কাউকে দেখবে তাহলে বলবে, আমি রহমান আল্লাহ তায়ালার নামে রোজার মান্নত করেছি (এবং এ কারণে) আমি আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না।

فَكُلْيٌ وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَاءَ فَامَّا  
تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي  
نَلَدْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلْرَ الْيَوْمَ  
إِنْسِيًّا

27. অতপর সে তাকে (নবজাতককে) কোলে বহন করে তার জাতির কাছে (ফিরে) এলো; লোকেরা (তার কোলে সন্তান দেখে) বললো, হে মারইয়াম, তুমি তো সত্যিই এক অদ্ভুত কান্ড নিয়ে এসেছো।

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلْهُ قَالُوا يَبْرِيرُ  
لَقَنْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

28. হে হারনের বোন (একি করলে তুমি)? তোমার পিতা তো কোনো অসৎ ব্যক্তি ছিলো না, তোমার মাতাও তো (চারিত্রিক দিক থেকে) কোনো খারাপ (মহিলা) ছিলো না!

يَاخْتَ هَرَوْنَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرًا سَوْءً  
وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيَّا

২৯. সে তার (কোলের শিশুটির) দিকে ইশারা করলো  
(এবং বললো তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে  
একেই জিজ্ঞেস করো); তারা বললো, আমরা তার  
সাথে কিভাবে কথা বলবো, যে (এখনো) দোলনার  
শিশু!

**فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَاتُلُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ  
كَانَ فِي الْمَهِلِ صَبِيًّا** ⑤

৩০. (এ কথা শুনেই) সে (শিশুটি) বলে ওঠলো  
(হ্যাঁ), আমি হচ্ছি আল্লাহর তায়ালার বান্দা। তিনি  
আমাকে কিভাব দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি নবী  
বানিয়েছেন,

**قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ شَاءَ تَنِي أَكْتَبَ  
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا** ⑥

৩১. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে  
(তাঁর) অনুগ্রহভাজন করবেন, তিনি আমাকে নির্দেশ  
দিয়েছেন, যতোদিন আমি বেঁচে থাকি ততোদিন  
যেন আমি নামায প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত প্রদান  
করি।

**وَجَعَلَنِي مُبَرِّكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ  
وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُورَةِ مَا دُمْتُ  
حَيَا** ⑦

৩২. (তদুপরি) আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগ্রত  
থাকি, (আল্লাহর শোকর) তিনি আমাকে না-ফরমান  
বানাননি।

**وَبِرَا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا  
شَقِيًّا** ⑧

৩৩. আমার ওপর (আল্লাহর তায়ালার বিশেষ)  
প্রশান্তি- যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, প্রশান্তি  
(থাকবে) সেদিন, যেদিন আমি (আবার) মৃত্যুবরণ  
করবো এবং (মৃত্যুর পরে) যেদিন জীবিত অবস্থায়  
পুনরুত্থিত হবো।

**وَالسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمِ وِلْدَتِي وَيَوْمِ الْمَوْتِ  
وَيَوْمًا أَبْعَثُ حَيَا** ⑨

৩৪. এ হচ্ছে মারইয়াম পুত্র দ্বিতীয়া, আর (এ হচ্ছে  
তাঁর) আসল ঘটনা, যা নিয়ে তারা অযথাই সন্দেহ  
করে।

**ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ قَوْلُ الْحَقِّ  
الَّذِي فِيهِ يَمْرُونَ** ⑩

৩৫. (তারা বলে, সে আল্লাহর তায়ালার সন্তান, কিন্তু)  
সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর তায়ালার কাজ নয়, তিনি  
(এ থেকে) অনেক পবিত্র; তিনি যখন কোনো কিছু  
করতে চান তখন শুধু বলেন ‘হও’ এবং সাথে সাথেই  
তা ‘হয়ে যাও’;

**مَا كَانَ اللَّهُ أَنْ يَتَخَذَ مِنْ وَلَدٍ لَا سَبَّحَنَهُ  
إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ** ⑪

৩৬. অবশ্যই আল্লাহর তায়ালা আমার রব এবং  
তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা সবাই তাঁরই  
গোলামী করো; আর এটাই হচ্ছে সরল পথ।

**وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هُنَّ  
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا** ⑫

৩৭. এরপর (তাদের) দলগুলো নিজেদের মাঝে  
(মারইয়াম পুত্রকে নিয়ে) নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করলো,  
অতপর (যারা আল্লাহর তায়ালার ঘোষণা) অঙ্গীকার  
করলো তাদের জন্যে রয়েছে (কেয়ামতের) কঠিন  
দিনের দুর্ভোগ।

**فَاخْتَلَفَ الْأَحَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ  
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُشْهِدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ** ⑬

৩৮. যেদিন এরা আমার সামনে এসে হাথির হবে, সেদিন  
তারা ভালো করেই শুনবে এবং ভালো করেই দেখতে পাবে,

**أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمًا يَأْتُونَ**

لِكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤﴾  
 لِكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤﴾  
 كিন্তু আজ এ যালেমরা (না শোনা ও না দেখার ভাব  
 করে) সুস্পষ্ট গোমরাহাতে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

৩৯. (হে নবী,) সেই আক্ষেপের দিনটি সম্পর্কে তুমি  
 এদের সাবধান করে দাও, যেদিন (বিচারের ছূঢ়ান্ত)  
 সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। (এখন তো) এরা এ ব্যাপারে  
 গাফলতে (ভুবে) রয়েছে, ওরা (আল্লাহর ওপরও)  
 দৈবান আনছে না।  
 وَأَنِّي رَهْرَهْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ  
 وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾

৪০. নিসন্দেহে (এ) পৃথিবীর মালিক আমি এবং তাঁর  
 ওপর যা কিছু রয়েছে সেসবেরও, আর তারা সবাই  
 আমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।  
 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا  
 وَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٦﴾

৪১. (হে নবী, এ) কিতাবে তুমি ইবরাহীম (-এর  
 ঘটনা)-কে স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো এক  
 সত্যবাদী নবী।  
 وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ هُوَ إِنَّهُ كَانَ  
 مِنْ يَقَّانِيَّةً ﴿٧﴾

৪২. যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা,  
 তুমি কেন এমন একটা জিনিসের পূজা করো, যে  
 দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, না সে তোমার কথা শোনো,  
 কোনো কাজে আসে।  
 أَذْقَالَ لَأَبِيهِ يَابَتْ لِرَتَعْبِلْ مَا  
 لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ  
 شَيْئًا ﴿٨﴾

৪৩. হে আমার পিতা, আমার কাছে (আল্লাহ তায়ালার  
 সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) যে জ্ঞান এসেছে তা তোমার  
 কাছে আসেনি, অতএব তুমি আমার কথা শোনো,  
 আমি তোমাকে সোজা পথ দেখাবো।  
 يَابَتْ أَنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعُلَمَاءِ  
 مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْرِلَكْ صِرَاطًا  
 سُوِّيَّا ﴿٩﴾

৪৪. হে আমার পিতা (আল্লাহর সে জ্ঞানের মূল কথা  
 হচ্ছে), তুমি শয়তানের গোলামী করো না; কেননা  
 শয়তান হচ্ছে রহমান আল্লাহ তায়ালার না-ফরমান।  
 يَابَتْ لَا تَعْبِنِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ  
 كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا ﴿١٠﴾

৪৫. হে আমার পিতা, আমার ভয় হচ্ছে, (সে  
 না-ফরমান শয়তানের গোলামী করলে পরম দয়ালু)  
 রহমান-এর কোনো আয়ার তোমাকে স্পর্শ করবে,  
 (ফলে জাহানামে) তুমি শয়তানেরই সাথী হয়ে যাবে।  
 يَابَتْ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسِكَ عَذَابَ  
 مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ﴿١١﴾

৪৬. সে বললো, হে ইবরাহীম, তুমি কি (আসলেই)  
 আমার দেব দেবীগুলো থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছো,  
 যদি তুমি এসব কিছু থেকে ফিরে না আসো তাহলে  
 অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো,  
 (বেঁচে থাকতে চাইলে) তুমি চিরতরে আমার কাছ  
 থেকে আলাদা হয়ে যাও।  
 قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنِ الْمَهْتِيِّ يَابِرِهِيمَ  
 لَئِنْ لَرَتَنَتِهِ لَأَرْجِمِنَكَ وَاهْجَرْنِي  
 مَلِيَّا ﴿١٢﴾

৪৭. সে বললো (আচ্ছা), তোমার প্রতি আমার  
 সালাম, (আমি তোমার কাছ থেকে আলাদা  
 হয়ে যাচ্ছি; কিন্তু) আমি আমার মালিকের কাছে  
 তোমার জন্যে মাগফেরাত কামনা করবো;

অবশ্যই তিনি আমার প্রতি অতিশয় মেহেরবান।

إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيْظٍ  
④

৪৮. আমি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ভাকো তাদের সবার কাছ থেকেও (আলাদা হয়ে যাচ্ছি), আমি তো আমার মালিককেই ভাকতে থাকবো, আশা (করি) আমার মালিককে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হবো না।

وَاعْتَزِلْ كُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَادْعُوا رَبِّيْ عَسْيَ أَلَا أَكُونَ بِنَعَاءً  
رَبِّيْ شَقِيْاً  
⑤

৪৯. অতপর যখন সে সত্যই তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং (পৃথক হয়ে গেলো তাদের থেকেও) যাদের ওরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ভাকতো, তখন আমি তাকে ইসহাক ও (ইসহাক পুত্র) ইয়াকুব দান করলাম; এদের সবাইকেই আমি নবী বানিয়েছি।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَهَبَنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَا  
جَعَلْنَا نَبِيًّا  
⑥

৫০. আমি তাদের জন্যে আমার (আরও) অনেক অনুগ্রহ দান করেছি এবং তাদের আমি সুউচ্চ নাম যশ দান করেছি।

وَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ  
لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيْاً  
⑦

৫১. (হে নবী,) তুমি (এ) কিতাবে মুসার (ঘটনা) অ্যরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো একনিষ্ঠ (বান্দা), সে ছিলো রসূল-নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ  
مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا  
⑧

৫২. আমি তাকে 'তূর' (পাহাড়ের) দান দিক থেকে ডাক দিলাম এবং গোপন তথ্য (-সমৃদ্ধ কথা) বলার জন্যে আমি তাকে আমার নিকটবর্তী করলাম।

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ  
وَقَرْبَنِهِ نَجِيَّا  
⑨

৫৩. আমি আমার নিজ অনুগ্রহে তাঁর ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাঁকে (তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে) দান করলাম।

وَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ  
نَبِيًّا  
⑩

৫৪. (হে নবী,) এ কিতাবে তুমি ইসমাইলের (কথাও) অ্যরণ করো, নিশ্চয়ই সে ছিলো যথার্থ প্রতিশ্রূতি পালনকারী, আর সে ছিলো রসূল (ও) নবী,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ  
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا  
⑪

৫৫. সে তার পরিবার পরিজনদের নামায (প্রতিষ্ঠা করা) ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিতো, (উপরন্তু) সে ছিলো তার মালিকের কাছে একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوْنِ  
وَكَانَ عَنَّ رَبِّهِ مَرْضِيًّا  
⑫

৫৬. (হে নবী,) তুমি এ কিতাবে ইদরীসের (কথাও) অ্যরণ করো, সেও ছিলো একজন সত্যবাদী নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ  
صِدِّيقًا نَبِيًّا  
⑬

৫৭. আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছিলাম।

وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلَيْاً  
⑭

৫৮. এরা হচ্ছে সেসব নবী (রসূল), যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন, (এরা সবাই ছিলো) আল্লাক অল্লাকَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ

আদমের বংশোদ্ভূত, যাদের তিনি (মহাপ্লাবনের সময়) নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছেন এরা তাদেরই বংশের লোক, (এদের কিছু লোক) ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশোদ্ভূত, (উপরস্থি) যাদের তিনি হেদয়াতের আলো দান করেছিলেন এবং যাদের তিনি মনোনীত করেছিলেন (এরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত); যখনি এদের সামনে রহমান আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তেলোওয়াত করা হতো তখন এরা রহমান (আল্লাহ তায়ালা)কে সাজাদা করার জন্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় যমীনে ঝুঁটিয়ে পড়তো।

النَّبِيُّ مِنْ ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَأَسْرَاءِيلَ وَمِنْ هَلْ يَنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تَقْلِي عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَنِ خَرْوَأَسْجَدَ وَ

সাজাদা  
বৰ্কিয়া<sup>(১)</sup>

৫৯. তাদের পর (তাদের অপদার্থ) বংশধররা এলো, তারা নামায বরবাদ করে দিলো এবং (নানা) পাশবিক লালসার অনুসরণ করলো, অচিরেই তারা (তাদের এ) গোমরাহীর (পরিণাম ফলের) সম্মুখীন হবে,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلْوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّباً

৬০. কিন্তু যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে (তাদের কথা আলাদা), তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, (সেদিন) তাদের ওপর কোনোরকম যুলুম করা হবে না।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَنْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

<sup>(২)</sup>

৬১. স্থায়ী জান্নাত এমন এক বস্তু যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাছে গায়ব করে রেখে দিয়েছেন; অবশ্যই তাঁর ওয়াদা পূরণ হয়েই থাকবে।

جَنَّتُ عَلَىٰنِ الَّتِي وَعَنِ الرَّحْمَنِ عِبَادَةٌ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْلَهُ مَاتِيًا

<sup>(৩)</sup>

৬২. সেখানে তারা কোনো অথবীন কথা শুনতে পাবে না, (চারদিকে থাকবে) শুধু শান্তি (আর শান্তি); সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্যে (নিত্য নতুন) রেয়েকের ব্যবস্থা থাকবে।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَماً وَلَهُمْ رِزْقٌ هُنَّ فِيهَا مُبْكِرٌ وَعَشِيًّا

<sup>(৪)</sup>

৬৩. এ হচ্ছে জান্নাত, আমার বান্দাদের মাঝে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমি শুধু তাদেরই এর অধিকারী বানাবো।

تَلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

<sup>(৫)</sup>

৬৪. (ফেরেশতারা বললো, হে নবী,) আমরা কখনো তোমার মালিকের আদেশ ছাড়া (যমীনে) অবতরণ করি না, আমাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এর মধ্যবর্তী স্থানে, তা সবই তো তাঁর জন্যে, (মূলত) তোমার মালিক (কখনো কাউকে) ভুলে থাকেন না,

وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

<sup>(৬)</sup>

৬৫. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং (তিনি রব) এদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে (তারও), অতএব তোমরা একমাত্র তাঁরই গোলামী করো, তাঁর গোলামীর ওপরই কায়েম থাকো, তুমি কি তাঁর সম (-গুণসম্পন্ন এমন) কোনো নাম জানো (যার, তুমি গোলামী করবে!)।

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

<sup>(৭)</sup>

৬৬. (কিছু মূর্খ) মানুষ বলে, (একবার) আমার মৃত্যু  
হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় (মাটির ভেতরে থেকে)  
পনরুণ্ঠিত হবো?

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتْ لَسْوَفَ  
آخر حيًا

৬৭. (এ নির্বোধ) মানুষটি কি চিন্তা করে না যে, এর আগে তো আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি; অথচ সে তখন কিছই ছিলো না।

أَوْلَادِيْدُكُرُّ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ  
وَلَمْ يَكُ شَيْئاً ⑥٩

৬৮. অতপর তোমার মালিকের শপথ, আমি  
অবশ্যই এদের একত্রিত করবো, (একত্রিত করবো)  
শয়তানদেরও, অতপর এদের (সবাইকে) হাঁটু গাড়া  
অবস্থায় জাহানামের চারপাশে এনে জড়ে করবো।

**فَوْرَبَكَ لَنْحَشِرْنَهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ  
لَنْحَضْنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمْ جُثِيَا**

৬৯. তারপর আমি অবশ্যই এদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে দয়ায়ীর আল্লাহ তায়ালার প্রতি যারা সবচাইতে বেশী বিদ্রোহী (ছিলো), তাদের (খুঁজে খুঁজে) বার করে আনবো।

ثُمَّ لَنْزِعُنَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُ  
عَلَى الْحُمْرِ، عَتِيَا

৭০. ওদের মধ্যে যারা (জাহানামে) নিষ্কিঞ্চ হবার অধিকতর যোগ, আমি তাদেরকে সবার চাইতে বেশী জানি।

١٥) نَحْنُ أَعْلَمُ بِالذِّينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صَلِيَّا

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি হবে না, যাকে (জাহানার্ম)-এর ওপর দিয়ে পার হতে হবে না, এটা হচ্ছে তোমার মালিকের অমোগ সিদ্ধান্ত।

وَإِنْ كَمْرًا لَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ  
حَتَّا مَقْضًا

৭২. (এ সময়) আমি শুধু উসব মানুষদেরই পার  
করিয়ে নেবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে,  
যালেমদের আমি নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে  
দেবো।

ثُمَّ نَجِيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ  
الظَّلَمِينَ فِيهَا جَهِيَّةً ⑤

৭৩. তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ  
তেলোওয়াত করা হয়েছে, তখন যারা কুফরী করেছে  
তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলে, (বলো তো)  
আমাদের উভয় দলের মাঝে কোনু দলটি মর্যাদায়  
শ্রেষ্ঠতর ও কোনু দলের মাহফিল বেশী শান্দার!

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَعْدَى  
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَبَ نَدِيًّا

৭৪. (অথচ) ওদের পূর্বে কতো (শান্দার মাহফিলের অধিকারী) মানবগোষ্ঠীকে আমি নির্মল করে দিয়েছি, যারা সহায় সম্পদে এ (এদের চাইতে) অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলো।

وَكُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ  
أَثَانًا وَرَءَيَا ④٨

৭৫. (হে নবী, এদের) বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহৈতে  
(নিমজ্জিত) থাকে, তাকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা  
অনেক ঢিল দিতে থাকেন- যতোক্ষণ না তারা সে  
(বিষয়)-টি (স্বচক্ষে) প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের  
সতর্ক করা হচ্ছে- হয় তা (আল্লাহ তায়ালার) শাস্তি,  
নতুবা হবে কেয়ামত, তারা অচিরেই একথা জানতে  
পারবে, কোন্ ব্যক্তি মর্যাদায় নিকৃষ্ট ছিলো এবং কার  
জন্মগতি ছিলো দর্শন!

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْفَلَّةِ فَلَيَمِدْ دَلَهُ  
الرَّحْمَنُ مَدَاهُ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا  
يَوْعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابَ وَإِنَّمَا السَّاعَةَ  
فَسَيَعْلَمُونَ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَعَفُ

৭৬. (এর বিপরীত) যারা হেদয়াতের পথে চলে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদয়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন; (হে নবী,) তোমার মালিকের কাছে তো স্থায়ী জিনিস হিসেবে (মানুষের) নেক আমলই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষকার- পাবার দিক থেকে যেমন (তা ভালো, তেমনি) প্রতিদান হিসেবেও (তা) উত্তম।

وَيَرِيدُ اللَّهُ أَنَّ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ وَمَنْ يَنْهَا  
وَالْبَقِيرُ الصَّلَحُ خَيْرٌ عِنْ رَبِّكَ  
تَوَابًا وَخَيْرٌ مَرْدًا<sup>১৫</sup>

৭৭. তুমি সে ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করেছো কি-  
যে আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করে এবং বলে,  
(একদিন) আমাকে অবশ্যই (আমার) মাল ও সত্তান  
দিয়ে দেয়া হবে।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاِيْتِنَا وَقَالَ  
لَا وَتَيْنَ مَالًا وَوَلَّا<sup>১৬</sup>

৭৮. সে কি গায়বের কোনো খবর পেয়েছে? না  
দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (এ ব্যাপারে) সে  
কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে!

أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَلَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ  
عَهْدًا<sup>১৭</sup>

৭৯. না কখনো নয়, যা কিছু সে বলে আমি তা লিখে  
রাখবো এবং সে হিসেবেই (কেয়ামতের দিন) আমি  
তার শান্তি বাঢ়াতে থাকবো,

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمْلَهُ مِنْ  
الْعَذَابِ مَلَّا<sup>১৮</sup>

৮০. সে (তার শক্তি সম্পর্কে) যা কিছু বলছে  
(একদিন) আমই হবো তার অধিকারী, আর সে  
একাকী (অবস্থায়ই) আমার কাছে (ফিরে) আসবে।

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَاتِينَا فَرَدًا<sup>১৯</sup>

৮১. এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের  
মাঝুদ বানায়, যেন এরা তাদের জন্যে সাহায্যকারী  
হতে পারে,

وَاتَّخُنَّ وَمِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْهَمَ لِيَكُونُوا  
لَهُمْ عِزًا<sup>২০</sup>

৮২. কখনো না; (কেয়ামতের দিন) এরা (বরং)  
তাদের এবাদাতের কথা অঙ্গীকার করবে, এরা  
(সেদিন) তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে।

كَلَّا سَيَكْفَرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ  
عَلَيْهِمْ ضَلَالًا<sup>২১</sup>

৮৩. (হে নবী,) তুমি কি লক্ষ্য করোনি, আমি  
(কিভাবে) কাফেরদের ওপর শয়তানদের ছেড়ে দিয়ে  
রেখেছি, তারা (আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে) তাদের  
ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে,

أَلْمَرْتَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَنَ عَلَى  
الْكُفَّارِ تَوْزِعُهُمْ أَزَّا<sup>২২</sup>

৮৪. তুমি এদের (আয়াবের) ব্যাপারে কোনো রকম  
তাড়াতড়ো করো না; আমি তো এদের (ধৰ্মসের)  
দিনটিই গণনা করে যাচ্ছি,

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا نَعْلَمْ لَهُمْ عِلْمًا<sup>২৩</sup>

৮৫. সেদিন আমি তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দাদের  
সম্মানিত মেহমান হিসেবে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার  
কাছে একত্রিত করবো,

يَوْمَ نَحْشِرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا<sup>২৪</sup>

৮৬. আর না-ফরমানদের জাহানামের দিকে তৃষ্ণার্ত  
(উটের ন্যায়) তাড়িয়ে নিয়ে যাবো,

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا<sup>২৫</sup>

৮৭. (সেদিন) কোনো মানুষই (আল্লাহ তায়ালার  
দরবারে) সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা রাখবে না,  
তবে যদি কেউ দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاةَ إِلَّا مِنْ اتَّخَلَ عِنْ  
لَهُمْ<sup>২৬</sup>

থেকে (কোনো) প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করে থাকে (তবে তা ভিন্ন কথা)।

الرَّحْمَنِ عَهْدٌ أَمْ

৮৮. (এ মুর্দ্দ) লোকেরা বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন;

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا ۝

৮৯. এটি অত্যন্ত কঠিন একটি কথা, তোমরা যা (বানিয়ে) নিয়ে এসেছো,

لَقَنْ جِئْتَمْ شَيْئاً إِدَّا ۝

৯০. (এটা এতো কঠিন কথা যে,) এর কারণে তَكَادُ السَّمْوَتْ يَتَفَطَّرُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ  
আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হবে, যদীন বিদীর্ণ  
হয়ে যাবে এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে  
আর্দ্ধ ও তَخْرُّجِ الْجِبَالُ هَلَّا ۝

৯১. (এর কারণ হচ্ছে,) এরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে সন্তানের কথা বলেছে,

أَنْ دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝

৯২. (অর্থ) সন্তান গ্রহণ করা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে কোনো অবস্থায়ই শোভনীয় নয়।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَخْلَى وَلَدًا ۝  
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا  
أَتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝

৯৩. আসমানসমূহ ও যদীনে যা কিছু আছে, তাদের মাঝে কিছুই এমন নেই যা (ক্ষেয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে তাঁর অনুগত হিসেবে উপস্থিত হবে না;

لَقَنْ أَحْصِمْهُ وَعَلَ هِمْ عَلَ ۝

৯৪. তিনি (তাঁর সৃষ্টির) সব কিছু (কড়ায় গভীর) গুনে

তার পূর্ণাংশ হিসাব রেখে দিয়েছেন;

وَكَلِمَهُ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرَدًا ۝

৯৫. ক্ষেয়ামতের দিন এদের সবাই নিসংগ একাকী

অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।

৯৬. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে

এবং নেক কাজ করে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা অঢ়িরেই তাদের পরম্পরের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنِ وَدًا ۝

৯৭. আমি তো (এ কোরআন)-কে তোমার ভাষায়

সহজ (করে নাযিল) করেছি, যাতে করে তুমি এর

দ্বারা - যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তাদের

(জান্নাতের) সুসংবাদ দিতে পারো এবং (দীনের

ব্যাপারে) যে জাতি (খামাখা) ঝগড়া করে, তাদেরও

তুমি (এ দিয়ে) সাবধান করে দিতে পারো।

فَانِّي يَسِّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ

الْمُتَقِّيِّينَ وَتَنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّا ۝

৯৮. তাদের আগেও আমি বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্রংস

করে দিয়েছি, তাদের একজনেরও কোনোরকম অস্তিত্ব

কি তুমি এখন অনুভব করো, না শুনতে পাও এদের

(চলার) কোনো ক্ষীণতম শব্দও?

وَكَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحْسِنَ

مِنْهُمْ مِنْ أَهَلِيْ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا ۝

আয়াত ১৩৫

রংকু ৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বহুমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা ত্বা-হা

মকায় অবতীর্ণ

১. ত্বা-হা,

ط ۱

২. (হে নবী,) আমি কোরআন এ জন্যে নাযিল করিনি  
যে, তুমি (এর দ্বারা) কষ্ট পাবে,

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَقِي ۝

৩. বরং এ (কোরআন) তো হচ্ছে (কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার) একটি (উপায় ও) নবীহত মাত্র- সে ব্যক্তির জন্যে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে,

إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشِيُ  
تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ  
عَلَىٰ ③

৪. (এ কিতাব) তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি যমীন ও সমুচ্চ আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন;

تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ  
عَلَىٰ ④

৫. দয়াময় আল্লাহ তায়ালা মহান আরশে সমাসীন হলেন।

الْرَّحْمَنُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ⑤

৬. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে এবং যমীনের অনন্ত গভীরে, তা (সবই) তাঁর জন্যে।

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا  
بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْثَّرَىٰ ⑥

৭. (হে মানুষ,) তুমি যদি জোরে কথা বলো ৷ ৷ ৷  
তা (যেমন) তিনি শুনতে পান, (তেমনি) গোপন কর্তৃ কথা- (বরং) তার চাইতেও গোপন যা- তাও তিনি জানেন।

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ  
وَاللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِلْأَسْمَاءِ الْحَسَنَىٰ ⑦

৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মারুদ নেই, যাবতীয় উভয় নাম তাঁর জন্যেই।

وَهُلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ⑧

৯. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌছেছে?  
১০. (বিশেষ করে সে ঘটনা-) যখন সে কিছু আগুন দেখতে পেলো, অতপর সে তার পরিবারের লোকজনদের বললো, তোমরা (এখানে অপেক্ষায়) থাকো, হাঁ আমি (কিছু) আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত তা থেকে কিছু আগুনের টুকরো আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা আগুনের পাশে আমি (পথঘাট সংক্রান্ত) কোনো নির্দেশ না পেয়ে যাবো!

১১. অতপর সে যখন সেস্থানে পৌছলো তখন তাকে ডাক দিয়ে বলা হলো, হে মূসা;

فَلَمَّا آتَهَا نُودِيَ يَمْوُسِي ⑨

১২. নিশ্চয়ই আমি, আমিই হচ্ছি তোমার বৰ, তুমি তোমার জুতো দুটো খুলো ফেলো, অবশ্যই তুমি পরিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় আছো;

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنِّي  
بِالْوَادِ الْمَقْدَسِ طُوىٰ ⑩

১৩. আমি তোমাকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছি, যা কিছু তোমাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে তা মনোযোগের সাথে শোনো।

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يَوْحِي ⑪

১৪. আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মারুদ নেই, অতএব তুমি শুধু আমারই এবাদাত করো এবং আমার খরণের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠা করো।

إِنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي  
وَأَقِرِّ الصِّلْوَةَ لِذِئْبُرِي ⑫

১৫. কেয়ামত অবশ্যই আসবে, (একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) আমি তা গোপন করে রাখতে চাই, যাতে করে প্রত্যেককে (সেদিন) নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।

إِنَّ السَّاعَةَ أَتَيَةً أَكَادُ أَخْفِيَهَا لِتُتَجْزِي  
كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ⑬

১৬. যে ব্যক্তি এ দিবসটিকে বিশ্বাস করে না এবং যে নিজ প্রত্বনির অনুসরণ করে, (লক্ষ্য রাখবে) সে যেন তোমাকেও (বিশ্বাস করা) থেকে কখনো বাধা দিতে না পারে, (এমনটি করলে) তুমি নিজেই ধৰ্ম হয়ে যাবে,

**فَلَا يَصُلْ نَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا**  
**وَاتَّبَعَ هَوَّهُ فَتَرَدَى** ১৬

১৭. হে মূসা (বলো তো), তোমার ডান হাতে ওটা কি?

**وَمَا تَلَكَ بِيَسِينَكَ يَمْوَسِي** ১৭

১৮. সে বললো, এটি হচ্ছে আমার লাঠি, আমি এর ওপর ভর দিই, (আবার কখনো) তা দিয়ে আমি আমার মেধের জন্যে (গাছের) পাতা পাড়ি, তা ছাড়াও এর মধ্যে আমার জন্যে আরো অনেক কাজ আছে।

**قَالَ هِيَ عَصَمِيٌّ أَتَوَكُّعُ عَلَيْهَا وَأَهْشِ**  
**بِهَا عَلَى غَنَمِيٍّ وَلَيْ فِيهَا مَارِبُ أُخْرِيٌّ** ১৮

১৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, তুমি একে (মাটিতে) নিষ্কেপ করো।

**قَالَ أَلْقِهَا يَمْوَسِي** ১৯

২০. অতপর সে তা (মাটিতে) নিষ্কেপ করলো, সাথে সাথেই তা সাপ হয়ে (এদিক ওদিক) ছুটাছুটি করতে লাগলো।

**فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ تَسْعِي** ২০

২১. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে মূসা), তুমি একে ধরো, ভয় পেয়ো না। আমি এখনই তাকে তার আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে আনবো।

**سِيرَتَهَا الْأَوَّلِ** ২১

২২. (হে মূসা, এবার) তুমি তোমার হাতটি তোমার বগলের সাথে লাগিয়ে রাখো, অতপর (দেখবে) কোনো রকম (অসুখজনিত) দোষক্রটি ছাড়াই তা নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে, এ হচ্ছে (আমার) পরবর্তী নির্দশন।

**وَاضْسِرْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحَكَ تَخْرُجْ**  
**بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ أَيْةً أُخْرِيٌّ** ২২

২৩. (উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে) যেন আমি তোমাকে আমার বড়ো বড়ো কিছু নির্দশন দেখাতে পারি।

**لِنْرِيَكَ مِنْ أَيْتَنَا الْكَبْرِيٌّ** ২৩

২৪. (হাঁ, এবার) তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে (নিজেকে মাবুদ দাবী করে মারাত্মক) সীমালংঘন করেছে।

**إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٌّ** ২৪

২৫. সে বললো, হে আমার রব, তুমি আমার জন্যে আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও,

**قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَلَرِيٌّ** ২৫

২৬. আমার জন্যে আমার কাজকে তুমি সহজ করে দাও,

**وَيَسِرْ لِي آمِرِيٌّ** ২৬

২৭. আমার জিহ্বা থেকে (সব) জড়তা তুমি দূর করে দাও,

**وَاحْلُلْ عَقْلَةَ مِنْ لِسَانِيٌّ** ২৭

২৮. যাতে করে ওরা আমার কথা বুঝাতে পারে,

**يَقْهُومَا قَوْلِيٌّ** ২৮

২৯. আমার আপনজনদের মধ্য থেকে (একজনকে) আমার সাহায্যকারী বানাও,

**وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِيٌّ** ২৯

৩০. হাজন হচ্ছে আমার ভাই (তাকেই বরং তুমি আমার সহযোগী বানিয়ে দাও),

**هَرَوْنَ أَخِيٌّ** ৩০

৩১. তার দ্বারা তুমি আমার শক্তি বৃদ্ধি করো,

اَشْدُّ دِبَّ اَزْرِي ۝

৩২. তাকে আমার কাজের অংশীদার বানিয়ে দাও,

وَآشِرْكِهِ فِي اَمْرِي ۝

৩৩. যাতে করে আমরা তোমার অনেক পবিত্রতা ও  
মহিমা ঘোষণা করতে পারি,

كَيْ نَسِحَّكَ كَثِيرًا ۝

৩৪. তোমাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে পারি;

وَنَذْكَرَكَ كَثِيرًا ۝

৩৫. নিশ্চয়ই তুমি আমাদের (কার্যক্রমের) সম্যক  
দ্রষ্টা।

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝

৩৬. তিনি বললেন, হে মূসা, তুমি যা কিছু চেয়েছো  
তা (সবই) তোমাকে দেয়া হলো।

قَالَ قَلْ أُوتِيتَ سُولَكَ يِمْوَسِي ۝

৩৭. আমি তো (আগেও) একবার (অলৌকিকভাবে  
তোমার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে) তোমার ওপর  
অনুগ্রহ করেছিলাম,

وَلَقَنْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝

৩৮. যখন আমি তোমার মায়ের কাছে একটি ইংগিত  
পাঠিয়েছিলাম, (আসলে) সে (বিষয়টি) ইংগিত করে  
বলে দেয়ার মতো (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ই ছিলো,

إِذَا وَحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يَوْحِي ۝

৩৯. (সে ইংগিতে বলা হয়েছিলো,) তুমি তাকে (জন্মের  
পর ফেরাউনের লোকদের কাছ থেকে বাঁচানোর জন্যে  
একটি) সিন্দুকের ডেতরে রেখে দাও, অতপর তাকে  
(সিন্দুকসহ) নদীতে ভাসিয়ে দাও, যেন নদী তাকে  
(ভাসাতে ভাসাতে) তীরে ঠেলে দেয়, (আমি জানি)  
একটু পরেই তাকে (এমন এক ব্যক্তি)- উঠিয়ে নেবে  
যে আমার দুশ্মন এবং তারও দুশ্মন; (হে মূসা,) আমি  
আমার কাছ থেকে (ফেরাউন ও অন্য মানুষদের মনে)  
তোমার জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, যেন  
তুমি আমার চোখের সামনেই বড়ো হতে পারো।

أَنِ اقْنِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْنِفِيهِ  
فِي الْبَيْرِ فَلِيَلْقَهُ الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ  
عَدُوِّي وَعَدُوُّهُ وَالْقِيَتُ عَلَيْكَ  
مَحْبَّةُ مِنِّي وَلَتَصْنَعُ عَلَى عَيْنِي ۝

৪০. যখন তোমার বোন (নদীর তীর থেরে) চলতে  
থাকলো এবং (এখানে এসে ফেরাউনের লোকজনদের) বললো, আমি কি তোমাদের একথা বলে দেবো, কে  
এর লালন পালনের ভার নিতে পারবে, (তারা তোমার  
প্রতিপালনের প্রস্তাবে রায় হয়ে গেলো); এভাবেই  
আমি তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে  
আনলাম, যাতে করে তার চোখ জুড়িয়ে যায় এবং  
(তোমাকে হারিয়ে) সে যেন চিন্তাক্রিট না হয়; (স্মরণ  
করো,) যখন তুমি একজন মানুষকে হত্যা করলে,  
তখন আমি (হ্যাত্জানিত সেই) মানসিক যন্ত্রণা থেকে  
তোমাকে মুক্তি দিলাম, (এ ছাড়াও) তোমাকে আমি  
আরো বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতপর তুমি  
বেশ করেক বছর মাদাইয়ানবাসীদের মাঝেও কাটিয়ে  
গেলে! এরপর হে মূসা, আল্লাহর নির্ধারিত সময়েই  
তুমি (আজ) এখানে এসে উপস্থিত হলে।

إِذَا تَمَشَّى أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلِكَ  
عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَا إِلَى أُمِّكَ كَيْ  
تَقَرَّ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنْ هُوَ قَاتِلُ نَفْسَا  
فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَيْرِ وَفَتَنَكَ فَتَوْنَا ۝  
فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَلَيْنَهُ  
جِئْتَ عَلَى قَلْ رِيمْوَسِي ۝

৪১. আমি (দীর্ঘ পরীক্ষা দ্বারা) তোমাকে আমার  
নিজের (কাজের) জন্যে প্রস্তুত করেছি।

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝

৪২. আমার নির্দর্শনসমূহ নিয়ে তুমি ও তোমার ভাই  
(ফেরাউনের কাছে) যাও, কখনো আমার ঘেকেরের  
মাঝে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না,  
**إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوَكَ بِأَيْمَنِي وَلَا تَنْبِئْ  
فِي ذِكْرِي** ৪২

৪৩. তোমরা দু'জন (অবিলম্বে) ফেরাউনের কাছে চলে  
যাও, কেননা সে মারাঞ্চকভাবে সীমালংঘন করেছে,

**إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى** ৪৩

৪৪. তোমরা তার সাথে নত্র কথা বলবে, হতে পারে  
সে তোমাদের উপদেশ কবুল করবে, অথবা সে **فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّيَنَا لَعْلَهُ يَتَّلَكَرْ أَوْ يَخْشِي** ৪৪  
(আমায়) ভয় করবে।

৪৫. তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের রব, আমরা  
ভয় করছি, সে আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করবে,  
কিংবা সে (আরো বেশী) সীমালংঘন করে বসবে।  
**فَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرَطَ عَلَيْنَا  
أَوْ أَنْ يَطْغِي** ৪৫

৪৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা ভয় করো না,  
আমি তো তোমাদের সংগেই আছি, আমি (সব কিছু) **قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْعِمْ وَأَرِي** ৪৬  
শুনি, (সব কিছু) দেখি।

৪৭. তোমরা উভয়ই তার কাছে যাও এবং (তাকে) বললো,  
আমরা তোমার মালিকের পাঠানো দুজন রসূল, অতএব  
(এ নিপীড়িত) বনী ইসরাইলের লোকদের আমাদের  
সাথে যেতে দাও, তুমি তাদের (আর) কষ্ট দিয়ো না;  
আমরা তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে  
(নবুওতের) নির্দর্শন নিয়ে এসেছি; যারা এ হেদায়াতের  
অনুসরণ করবে তাদের জন্যে (রয়েছে অনাবিল) শাস্তি।  
**فَاتِيهٌ فَقُولَا إِنَّا رَسُولاً رَّبِّكَ فَارْسِلْ  
مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ هُوَ لَا تَعْنِ بِهِمْ  
قَلْ جِئْنَكَ بِأَيَّةٍ مِّنْ رِبِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَى  
مَنْ اتَّبَعَ الْمُدِي** ৪৭

৪৮. আমাদের ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল করা  
হয়েছে, যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার  
করবে এবং যে ব্যক্তি (তার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে,  
তার ওপর (আল্লাহর) আ্যাব নাযিল হবে।  
**إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى  
مَنْ كَلَّ بَ وَتَوَلَّ** ৪৮

৪৯. (এসব শোনার পর) ফেরাউন বললো, হে মূসা,  
কে (আবার) তোমাদের দু'জনের রব?

**قَالَ فَمَنْ رَبَّكَمَا يَمْوَسِي** ৪৯

৫০. মূসা বললো, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রতিটি  
জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতপর তিনি  
(সবাইকে চলার পথ) বাতলে দিয়েছেন,  
**قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ  
ثُمَّ هَلْ يَ** ৫০

৫১. ফেরাউন বললো, তাহলে আগের লোকদের  
অবস্থা কি হবে?  
**قَالَ فَهَا بَأْلُ الْقَرْوَنِ الْأَوْلِ** ৫১

৫২. মূসা বললো, সে বিষয়ের জ্ঞান আমার মালিকের  
কাছে (সংরক্ষিত) এছে মজবু আছে, আমার রব  
কখনো ভুল পথে যান না- না (কারো) কথা তিনি  
ভুলে যান।  
**قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَبٍ لَا يَضِلُّ  
رَبِّي وَلَا يَنْسِي** ৫২

৫৩. তিনি এমন (এক সত্তা), যিনি তোমাদের জন্যে  
যমীনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, ওতে তোমাদের  
(চলার) জন্যে বহু ধরনের পথস্থাটের ব্যবস্থা করে  
দিয়েছেন, তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি থেরেণ  
করেন; অতপর তা দিয়ে আমি (যমীন থেকে) বিভিন্ন  
ধরনের উন্নিদ বের করে আনি।  
**الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَلًا وَسَلَكَ  
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَآخَرَ جَنَابَهُ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى** ৫৩

৫৪. (তা) তোমরা নিজেরা খাও এবং (যদীনে) কুলো ও আরুণানুমক্র ইন্ফি দলক  
তোমাদের পশুদেরও চরাও; অবশ্যই এর (মাঝে) লায়ত লালু নমি<sup>১৪</sup>  
বিবেকসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) অনেক  
নিদর্শন রয়েছে।

৫৫. (যে যদীনে তোমরা চলো) তা থেকেই আমি  
তোমাদের পয়দা করেছি, তাতেই আমি তোমাদের  
ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং পরিশেষে তা থেকেই আমি  
তোমাদের দ্বিতীয়বার বের করে আনবো।

كُلُّوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
مِنْهَا خَلْقَنِّمْ وَفِيهَا نُعِيْمُ كُمْ وَمِنْهَا  
نُخْرُجْمُ تَارَةً أُخْرَى<sup>১৫</sup>

৫৬. আমি (ফেরাউন)-কে আমার যাবতীয় নির্দর্শন  
দেখিয়েছি, কিন্তু (তা সত্ত্বেও) সে (একে) মিথ্যা<sup>১৬</sup> ও  
প্রতিগন্ধ করেছে এবং অবিশ্বাস করেছে।

৫৭. (ফেরাউন বললো,) হে মূসা, (তুমি কি) এ  
জন্যে আমাদের কাছে এসেছো যে, তুমি তোমার যাদু  
(ও তেলেসমাতি) দিয়ে আমাদেরকে আমাদের দেশ  
থেকে বের করে দেবে।

قَالَ أَجْعَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا<sup>১৭</sup>  
بِسْحَرِكَ يَمْوُسِي<sup>১৮</sup>

৫৮. (হাঁ,) আমরা অবশ্যই তোমার সামনে অতপর  
অনুরূপ যাদু এনে হাথির করবো, অতএব এসো  
তোমার এবং আমাদের মাঝে একটি (মোকাবেলা)  
ওয়াদা ঠিক করে নিই, যার আমরাও খেলাপ করবো  
না, তুমিও করবে না, (এটা হবে) খোলা ময়দানে-

فَلَنَاتِينَكَ بِسْحَرٌ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا<sup>১৯</sup>  
وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا  
أَنْتَ مَكَانًا سُوَى<sup>২০</sup>

৫৯. সে বললো, হাঁ তোমাদের (প্রতিযোগিতার)  
ওয়াদা হবে উৎসবের দিন, (সেদিন) মধ্য দিনেই যেন  
লোকজন এসে জমা হয়ে যায়।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِيْنَةِ وَأَنْ يَحْشَرَ<sup>২১</sup>  
النَّاسُ ضَحْكًا<sup>২২</sup>

৬০. (অতপর) ফেরাউন উঠলো এবং যাদু (ও তার  
সামানপত্র) জমা করলো, তারপর (প্রতিযোগিতা  
দেখার জন্যে) সে (ময়দানে) এসে হাথির হলো।

فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْلَةً ثُمَّ أَتَى<sup>২৩</sup>

৬১. মূসা তাদের বললো, দুর্ভেগ হোক তোমাদের,  
তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা  
অভিযোগ আরোপ করো না, এমনটি করলে তিনি  
তোমাদের আয়ার দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন, (আর) যে  
ব্যক্তি মিথ্যা বানায় সে (তো এমনি) ব্যর্থ হয়ে যায়।

قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيَلْكِرَ لَا تَفْتَرُوا عَلَى  
اللهِ كَلَّ بَا فَيُسْحَكْمَ بِعَلَ اِ وَقَدْ<sup>২৪</sup>  
خَابَ مَنِ افْتَرَى<sup>২৫</sup>

৬২. (মুসার কথা শুনে) তারা নিজেদের পরিকল্পনার  
ব্যাপারে একে অন্যের সাথে মতবিরোধ করলো, কিন্তু  
(এই) সলাপারামৰ্শকে তারা গোপনৈ রাখলো।

فَتَنَازَعُوا أَمْرِهِرَ بِيْنَهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى<sup>২৬</sup>

৬৩. (ফেরাউনের) লোকজন বললো, অবশ্যই এ  
দুজন মানুষ হচ্ছে (বড়ো) যাদুকর, তারা যাদুর (খেলা)  
দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে  
দিতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থার  
অস্তিত্বই খতম করে দিতে চায়।

قَالُوا إِنْ هَذِنِ لَسْحَرِنِ بِرِيدِنِ آنَ<sup>২৭</sup>  
يُخْرِجْمُ كِمْ مِنْ أَرْضِكِمْ بِسْحَرِهِمَا<sup>২৮</sup>  
وَيَلِهَبَا بِطَرِيقَتِكِمُ الْمُثْلِي<sup>২৯</sup>

৬৪. অতপর (হে যাদুকররা), তোমরা তোমাদের সব  
যাদু একত্রিত করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত  
হয়ে যাও, আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম হবে।

فَأَجْمَعُوا كَيْلَهُرَ ثُمَّ أَئْتُوا صَفَّا وَقَدْ<sup>৩০</sup>  
آفَلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى<sup>৩১</sup>

قَالُوا يٰ مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ  
نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى <sup>۷۵</sup>

قَالَ بَلْ أَلْقَوْا فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعَصِيمُهُ  
يُخْيِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِ أَنَّهَا تَسْعَى <sup>۷۶</sup>

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيقَةً مُوسَى <sup>۷۷</sup>

قُلْنَا لَا تَخْفِي إِنَّكَ آتَيْتَ الْأَعْلَى <sup>۷۸</sup>

وَالْأَقِلُّ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا  
صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السِّحْرُ  
حَيْثُ أَتَى <sup>۷۹</sup>

فَالْأَقِلَّ السِّحْرَةُ سَجَدُوا قَالُوا أَمَّا  
بِرْبِ هَرُونَ وَمُوسَى <sup>۸۰</sup>

قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ  
إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَمَرُ الذِّي عَلِمَكُمُ السِّحْرَ  
فَلَا قَطْعَنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ  
وَلَا وَصْلَبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  
وَلَتَعْلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى <sup>۸۱</sup>

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ  
الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِيْ مَا أَنْتَ  
قَاضٌ إِنَّمَا تَقْضِيْ هُنَّهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا <sup>۸۲</sup>

إِنَّمَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَا  
وَمَا أَكْرَهْنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ  
خَيْرٌ وَأَبْقَى <sup>۸۳</sup>

إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مَجِرٌ مَا فَانَ لَهُ <sup>۸۴</sup>

জাহানাম নিদৃষ্ট হয়ে যাবে, আর (জাহানাম এমন এক জায়গা); যেখানে (মানুষ মরতে চাইলেও) মরবে না, (আবার বাঁচার মতো করে) বাঁচবেও না!

جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَبْحِي (১৫)  
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ  
فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْرَّجْتُ الْعَلِيُّ (১৬)

৭৫. অপর দিকে যে ব্যক্তিই তাঁর কাছে মোমেন হয়ে কোনো নেক কাজ নিয়ে হাথির হবে- তারাই হবে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্ছ মর্যাদা,

জَنَّتٌ عَلَيْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ  
خَلِيلٍ يَنْ فِيهَا وَذَلِكَ جَزْءٌ مِنْ تَزْكِيٍ (১৭)  
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ  
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى هُنَّ أَسْرِ  
بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ  
يَبْسَأْ لَا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشِي (১৮)

৭৬. আমি মূসার কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালাম যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায়ই (এ দেশ ছেড়ে) চলে যাও এবং ওদের জন্যে তুমি সমুদ্রের মধ্যে একটি শুক্ষ সড়ক বানিয়ে নাও, তোমার পেছন থেকে কারো ধাওয়া করার আশংকা করবে না- না তোমার (সাগরের মাঝখান থেকে পার হওয়ার কোনো) ভয় থাকবে।

৭৮. (মূসা তার জাতিকে নিয়ে সাগর পানে বেরিয়ে গেলো,) ফেরাউন ও তার সৈন্য সামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্বাবন করলো, তারপর সাগরের (অঠৈ) পানি তাদের ডুবিয়ে দিলো, ঠিক যেমনটি তাদের ডুবিয়ে দেয়া উচিত ছিলো;

৭৯. ফেরাউন তার জাতিকে গোমরাহ করে দিয়েছে, সে তাদের সঠিক পথ দেখায়নি।

৮০. হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের শক্তি (ফেরাউন) থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং আমি তোমাদের (নবীর) কাছে তৃত (পাহাড়ের) ডান দিকের যে (স্থানে তাওরাত ছিছে নামের) ওয়াদা করেছিলাম (তাও পূরণ করেছি), তোমাদের জন্যে আমি ‘মান’ এবং ‘সালওয়া’ (নামের খাবার- ) নায়িল করেছি।

৮১. তোমাদের আমি যে পবিত্র খাবার দান করেছি তা খাও এবং তাতে বাড়াবাড়ি করো না, বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের ওপর আমার গযব অবধারিত হয়ে যাবে, আর যার ওপর আমার গযব অবধারিত হবে সে তো এমনিই ধ্রংস হয়ে যাবে!

৮২. আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল যে ব্যক্তি তাওবা করলো, ঈমান আনলো, নেক কাজ করলো, অতপর হেদায়াতের পথে (অবিচল) থাকলো।

৮৩. (আমি বললাম,) হে মূসা, কোন জিনিস তোমার জাতির লোকদের কাছ থেকে (খানে আসার জন্যে) তোমাকে তাড়াতড়ে করালো!

৮৪. (সে বললো) তারা তো আমার পেছনেই রয়েছে, আমি তোমার কাছে আসতে এজন্যে তাড়াতড়ি

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ  
الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (১৯)

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هُدِيَ (২০)

يَبْنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَا مِنْ  
عَدْ وَكَرْ وَعَنْ نَكْرِ جَانِبِ الطَّورِ الْأَيْمَنِ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمِنَ وَالسَّلْوَى (২১)

كُلُّوا مِنْ طَبِيبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغُوا  
فِيهِ فَيَحْلِلُ عَلَيْكُمْ غَضْبِيٌّ وَمَنْ يَحْلِلُ  
عَلَيْهِ غَضْبِيٌّ فَقَدْ هُوَ (২২)

وَإِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ  
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَمَ (২৩)

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوُسِي (২৪)

قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ آتَرِيٌ وَعَجِلْتُ

করলাম যাতে করে হে মালিক, তুমি (আমার ওপর) সম্মুষ্ট হও,

৮৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমার (চলে আসার) পর আমি তোমার জাতিকে (আরেকে) পরীক্ষায় ফেলেছি, ‘সামেরী’ (নামের এক ব্যক্তি) তাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

৮৬. অতপর মূসা অত্যন্ত ঝুঁক হয়ে তার জাতির কাছে ফিরে এলো, সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমাদের রব কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি (যে, তোমাদের তিনি এ যমীনের কর্তৃত সমর্পণ করবেন), তবে কি (আল্লাহ তায়ালার) প্রতিশ্রুতি (-র ‘সময়টাকে) তোমাদের কাছে খুব দীর্ঘ মনে হয়েছিলো, কিংবা তোমরা এটাই চেয়েছিলে যে, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের গঘন অবধারিত হয়ে পড়ুক, (এবং এভাবে) তোমরা আমার ওয়াদা ভঙ্গ করে ফেললে!

৮৭. তারা বললো (হে মূসা), আমরা নিজেদের ইচ্ছায় তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি বরং জাতির (মানুষদের) অলংকারপত্রের বোঝা আমাদের ওপর চাপানো হয়েছিলো, আমরা তা (বইতে না পেরে আগুনে) নিষ্কেপ করে দেই, আর এভাবেই সামেরীও (অলংকারগুলো) নিষ্কেপ করলো;

৮৮. তারপর সে (অলংকার দিয়ে) তাদের জন্যে একটি বাচ্চুর বের করে আনলো, (মূলত) তা (ছিলো) একটি (নিষ্প্রাণ) অবয়ব, তাতে গরুর (মতো) শব্দ ছিলো (মাত্র), তারা (এটুকু দেখেই) বলতে লাগলো, এ হচ্ছে তোমাদের মাবুদ, (এটি) মূসারও মাবুদ, কিন্তু মূসা (এর কথা) ভুলে গেছে।

৮৯. (ধিক তাদের বুদ্ধির ওপর,) তারা কি দেখে না, ওটা তাদের কথার কোনো উত্তর দেয় না, না ওটা তাদের কোনো রকম ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে!

৯০. (মূসা তার জাতির কাছে ফিরে আসার) আগেই হারুন তাদের বলেছিলো, হে আমার জাতি, এ (গো-বাচ্চুর) দ্বারা তোমাদের (ঈমানের) পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, তোমাদের রব তো হচ্ছেন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা, তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।

৯১. ওরা বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসবে আমরা এর (পূজা) থেকে বিরত হবো না।

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي ⑧

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِ لَكَ  
وَأَنْفَلْهَمُ السَّامِرِيُّ ⑨

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبًا أَسْفًا

قَالَ يَقُولُ الْمَرِيْعِلْ كِرْ رِبْ كِرْ وَعَلَى  
حَسَنَةٍ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْلَ آمَّ أَرْ دَرْ  
آنِ يَحْلِ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَأَخْلَفْتُمْ رَوْعِلْ ⑩

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَ لَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا  
حِيلَنَا أَوْ زَارَأْ مِنْ زِيَّةِ الْقَوْمِ فَقَلَّ فِيهَا  
فَكَلِّ لِكَ الْقَيْ السَّامِرِيُّ ⑪

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَّ اللَّهُ خَوَارِفَ قَالُوا  
هَذِهِ الْمَكْرُ وَإِلَهُ مُوسَى هَفَنِسِي ⑫

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِعُ الْيَمِرُ قَوْلَاهُ وَلَا  
يَمِلِّكُ لَهُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا ⑬

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هِرْ وَنْ مِنْ قَبْلِ يَقُولُ  
إِنَّمَا فُتَنْتَمْ بِهِ وَإِنْ رِبْ كِرْ الرَّحْمَنِ  
فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُو أَمْرِي ⑭

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِيفِينَ حَتَّى  
يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ⑮

৯২. মূসা বললো, হে হারুন, তুমি যখন দেখলে ওরা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কোন জিমিস বিরত রেখেছিলো-

فَقَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلَّواٰ ﴿١١﴾

৯৩. যে, তুমি আমার কথার অনুসরণ করলে না! তুমি কি আমার আদেশ (তাহলে) অমান্যই করলে?

أَلَا تَتَبَعِّنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿١٢﴾

৯৪. সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে, তুমি আমার দাঢ়ি ও মাথার (চুল) ধরো না, আমি (এমনি একটি) আশংকা করেছিলাম, তুমি (ফিরে এসে হয় তো) বলবে, ‘তুমি বনী ইসরাইলদের মাঝে বিভেদ স্থিত করেছো এবং তুমি আমার কথা পালনে যত্ন নাওনি।

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلَحْيَتِي وَلَا  
بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ  
بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقِبْ قَوْلِي ﴿١٣﴾

৯৫. সে বললো হে সামেরি (বলো), তোমার ব্যাপারটা কি (হয়েছিলো?)

قَالَ فَمَا خَطْبَكَ يَسَامِرِي ﴿١٤﴾

৯৬. সে বললো, আসলে আমি যা দেখেছিলাম তা ওরা কখনো দেখতে পায়নি, (ঘটনাটা ছিলো), আমি (আল্লাহর) বাণীবাহকের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো (মাটি) নিয়ে নিলাম, অতপর তা (ওতে) নিষ্কেপ করলাম, আমার মন (কেন জানি) এভাবেই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলো।

قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبضْتُ  
قَبْضَةً مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَثَّتُهَا  
وَكُنْ لِكَ سَوَّلْتُ لِنَفْسِي ﴿١٥﴾

৯৭. সে বললো, চলে যাও (আমার সম্মুখ থেকে), তোমার জীবদ্ধশায় তোমার জন্যে এ (শাস্তিই নির্ধারিত) হলো, তুমি বলতে থাকবে- ‘আমাকে কেউ শ্পর্শ করো না’, এ ছাড়া তোমার জন্যে আরো আছে (পরকালের আয়াবের) ওয়াদা, যা কখনো তোমার কাছ থেকে সরে যাবে না, তাকিয়ে দেখো তোমার বানানো মাবুদের প্রতি, যার পুঁজয় তুমি (এতোদিন) রত ছিলে; আমি ওকে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেবো, অতপর তার ছাই বিক্ষিপ্ত করে (সমুদ্রে) নিষ্কেপ করবো।

قَالَ فَإِذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ  
لَامِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِنَتَخَلَّفَهُ  
وَانْظَرْ إِلَى الْهَكَ الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا  
لَنْحَرْ قَنَهُ ثُمَّ لَنَنْسِقْهُ فِي الْيَرِ نَسْقًا ﴿١٦﴾

৯৮. (হে মানুষ), তোমাদের মাবুদ তো কেবল আল্লাহ তায়ালাই, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই; তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

إِنَّمَا الْمَكْرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٧﴾

৯৯. (হে নবী, মুসার) যেসব ঘটনা তোমার আগে ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবেই তোমাকে শুনাচ্ছি, (তা ছাড়া) আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে একটি অ্বরণিকাও দান করেছি।

كُنْ لَكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدَّ  
سَبَقَ وَقَدْ أَتَيْنَكَ مِنْ لِلَّتِي ذَكَرَ ﴿١٨﴾

১০০. যে কেউই এ (স্বরণিকা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন (নিজ কাঁধে) গুনাহের এক ভারী বোা বইবে,

مِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَةِ وِزْرًا ﴿١٩﴾

১০১. তারা চিরদিন সেখানে থাকবে; কেয়ামতের (কঠিন) দিনে তাদের জন্যে এ বোা কতো মন্দ (প্রমাণিত) হবে!

خَلِلِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَةِ حِمَلًا ﴿٢٠﴾

১০২. যেদিন শিংগায় ফুঁকার দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের এমন অবস্থায় জমা করবো যে, (ভয়ে) তাদের চোখ নীল (হয়ে যাবে)।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَخْشِرُ  
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِنْ زُرْقًا ﴿٢١﴾

১০৩. তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকবে, তোমরা (দুনিয়ায় বড়ো জোর) দশ দিন অবস্থান করে এসেছো।

يَتَخَافَّونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَيَشْتِرُ إِلَّا عَشْرًا ﴿٢٢﴾

১০৪. (আসলে সে অবস্থারের পরিমাণ নিয়ে) তারা যা কিছু বলছিলো তা আমি জানি, (বিশেষ করে) যখন তাদের মধ্যকার সবচাইতে বিবেকবান ব্যক্তিটি বলবে, তোমরা তো (দুনিয়ায়) মাত্র একদিন অবস্থান করে এসেছো!

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ أَذْيَقُولُ  
أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبْتَهُمْ إِلَّا يَوْمًا  
৫

১০৫. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে (কেয়ামতের সময়) পাহাড়গুলোর অবস্থা (কি হবে) জানতে চাইবে, তুমি বলো, (সে সময়) আমার রব এগুলোকে উড়িয়ে দেবেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا  
رَبِّي نَسْفًا  
১

১০৬. অতপর তাকে তিনি মসৃণ ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেবেন,

فَيَئِلْ رَهَا قَاعًا صَفَصَفًا  
১

১০৭. তুমি এতে কোনো রকম অসমতল ও উঁচু নীচু দেখবে না;

لَا تَرَى فِيهَا عِوْجًا وَلَا آمَنًا  
১

১০৮. সেদিন সব মানুষ একজন আহ্বানকারীর পেছনে চলতে থাকবে, তার জন্যে কোনো বাঁকা পথ থাকবে না, সেদিন দয়াময় আল্লাহ তায়ালার (প্রচণ্ড ক্ষমতার) সামনে অন্য সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে, (ভীতিব্রহ্মল মানুষের পায়ে চলার) মৃদু আওয়ায় ছাড়া আর কিছুই তুমি শুনতে পাবে না।

يَوْمَئِنْ يَتَبَعُونَ الدَّاعِي لَا عَوْجَ لَهُ  
وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْعِ  
إِلَّا هَمْسًا  
১

১০৯. সেদিন কারো কোনোরকম সুপারিশই কাজে আসবে না, অবশ্য যাকে করণাময় আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তার ব্যাপার আলাদা।

يَوْمَئِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ  
لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا  
১

১১০. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন, তারা তা দিয়ে তাঁর বিশাল জ্ঞানকে কোনো দিনই পরিবেষ্টন করতে পারে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا  
يُحِيطُونَ بِهِ عَلَيْهِ  
১

১১১. (সেদিন) মানুষের চেহারাগুলো চিরঞ্জীব ও অনাদি সন্তান সামনে অবনত হয়ে যাবে, বার্থ হবে সে ব্যক্তি, যে সেদিন শুধু যুলুমের ভারই বহন করবে।

وَعَنَتِ الْوِجْهُ لِلْحَيِّ الْقَيْوِ وَقَدْ  
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا  
১

১১২. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে (দুনিয়ায়) নেক কাজ করেছে, (সেদিন) সে কোনো যুলুমের ভয় করবে না— না তার কোনো ক্ষতির ভয় থাকবে।

وَمِنْ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلْحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَا يَخْفُظْلَمَّا وَلَا هَضْمًا  
১

১১৩. এভাবেই আমি কোরআনকে (পরিক্ষার) আরবী (ভাষায়) নথিল করেছি এবং তাতে (আয়াবের) সাবধানতা সংক্রান্ত কথাগুলো সবিস্তার বর্ণনা করেছি, যেন তারা (জাহানাম থেকে) বেঁচে থাকতে পারে, কিংবা (তাদের মনে) তা তাদের জন্যে কোনো চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে।

وَكَلِّ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرْفَنَا  
فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَوَّنَ أَوْ  
يَحْلِثُ لَهُمْ ذِكْرًا  
১

১১৪. আল্লাহ তায়ালা অতি মহান, তিনিই (স্মৃষ্টিকুলের) প্রকৃত বাদশাহ (হে নবী), তোমার কাছে তার ওহী নায়িল পূর্ণ হওয়ার আগে কোরআনের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করো না, (তবে জ্ঞান বাড়াতে চাইলে) বলো, হে আমার রব, তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ  
بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِي إِلَيْكَ  
وَحْيَهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا  
১

৬  
রুকু

وَلَقَدْ عَمِّلَنَا إِلَيْ أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ  
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزَمًا ⑤

وَأَذْقَلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُنْدُوا لِأَدَمَ  
فَسَجَدُوا إِلَيْ أَبْلِيَسَ أَبِي ⑥

فَقُلْنَا يَا أَدَمَ إِنَّ هَذِهِ أَعْنَى وَلَكَ وَلِزَوْجِكَ  
فَلَا يُخِرِّجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ⑦

إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي ⑧

وَأَنَّكَ لَا تَظْمُئُ فِيهَا وَلَا تَضْحِي ⑨

فَوَسَوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَا أَدَمَ هَلْ  
أَدْلِكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُلِ وَمَلِكٌ لَا  
يَبْلِي ⑩

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَأْتُ لَهُمَا سَوْا تَهْمَاءَ وَطَغَقَا  
يَخْصُفِي عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى  
أَدَمَ رَبَّهُ فَغَوَى ⑪

ثُمَّ أَجْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهُدِيَ ⑫

قَالَ أَهْمِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بِعَصْكِيرٍ لِبَعْضٍ  
عَلَوْهُ فَأَمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُنَّ مِنِي  
اتَّبَعَ هُنَّ أَيِّ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ⑬

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً  
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ⑭

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ  
كُنْتَ بَصِيرًا ⑮

قَالَ كَنْ لَكَ أَتَتْكَ أَيْتَنَا فَنِسِيتَهَا  
وَكَلِّ لَكَ الْيَوْمَ تُنسىٰ ④

وَكَلِّ لَكَ نَجْزِيٰ مِنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاِيمَانٍ  
رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ⑤

أَفَلَمْ يَهْدِيَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ  
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسِكِنِهِمْ إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَا يَتِي لِأَوْلِ النَّهَىٰ ⑥

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ  
لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسْمَىٰ ⑦

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ  
طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنْتَ  
إِلَيْهِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ⑧

وَلَا تَمْنَنْ عِينِيَّكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتَنْهُمْ فِيهِ  
وَرِزْقٌ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ⑨

وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَأَمْطَرَ عَلَيْهَا لَأْنَسَئَلَكَ  
رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ⑩

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَا بِأَيَّةٍ مِنْ رَبِّهِ  
أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَهَا فِي الصُّفُفِ الْأَوْلِيِّ ⑪

وَلَوْلَا أَهْلَكْنَاهُمْ بَعْدَ أَبٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا  
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلَتِ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبَعَ  
أَيْتَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزِي ⑫

قُلْ كُلِّ مُتَرِّصٍ فَتَرْبَصُوا فَسَعْلَمُونَ مِنْ  
أَصْحَبِ الْصِّرَاطِ السُّوْيِّ وَمِنْ أَهْتَلِي ⑬

১৩০. অতএব (হে নবী), এরা যা কিছু বলে তুমি তার ওপর দৈর্ঘ্য ধারণ করো, তুমি (বরখ) তোমার মালিকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো—সূর্যদয়ের আগে ও তা অন্ত যাওয়ার আগে, রাতের বেলায় এবং দিনের দুই প্রাতেও তুমি (আল্লাহর) পবিত্রা ঘোষণা করো, যেন তুমি সন্তুষ্ট হচ্ছে পড়তো।

১৩১. (হে নবী), পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ বিলাসের সেসব উপকরণ আমি তাদের অনেককেই দিয়ে রেখেছি, তার দিকে তুমি কখনো তোমার দুচোখ তুলে তাকাবে না, (এসব কিছু আমি এ কারণেই দিয়েছি) যেন আমি তাদের সেখানে পরীক্ষা করতে পারি, (মূলত) তোমার মালিকের রেখেকেই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

১৩২. (হে নবী,), তোমার পরিবার পরিজনকে নামায়ের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো, আমি তোমার কাছে কোনোরকম রেখেক চাই না, রেখেক তো তোমাকে আমিই দান করিঃ তাকওয়া অবলম্বন করার জন্যেই রয়েছে উত্তম পরিণাম।

১৩৩. তারা বলে, এ ব্যক্তি তাঁর মালিকের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো নির্দশন নিয়ে আসে না কেন; (তুমি কি মনে করো,) তাদের কাছে সেসব দলীল প্রমাণ আসেনি— যা আগের কিতাবসমূহে মজুদ রয়েছে!

১৩৪. আমি যদি এর আগেই তাদের কোনো আয়ার দিয়ে ধৰ্ম করে দিতাম তাহলে অবশ্যই এরা বলতো, হে আমাদের রব, তুমি (আয়ার পাঠাবার আগে) আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালে না কেনঃ (রসূল) পাঠালে আমরা এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগেই তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম।

১৩৫. (হে নবী,) তুমি বলো (হাঁ), প্রত্যেক ব্যক্তিই (তার কাজের প্রতিফল পাবার) অপেক্ষা করছে, অতএব তোমারও অপেক্ষা করো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে সোজা পথের অনুসূরী কারা, আর কারাই বা সঠিক পথ পেয়েছে।

۱. মানুষের জন্যে তাদের হিসাব নিকাশের মূহূর্তটি **اَقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَّةٍ** =  
একান্ত কাছে এসে গেছে, অথচ তারা (এখনো) **مَعْرِضُونَ** ( )  
উদাসীনতার মাঝে (নিমজ্জিত হয়ে সত্য) বিমুখ হয়ে  
আছে.

۲. যখন তাদের কাছে তাদের মালিকের কোনো  
নতুন উপদেশ আসে তখন (মনে হয়) তারা তা  
শুন্ছে, অথচ তারা (তখনও) নানারকম খেলাধূলায়  
নিমগ্ন থাকে,

لَأَفْتَأِيَةَ قُلُوبَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى  
الَّذِينَ ظَلَمُوا هُنَّ الْأَلَا بَشَرٍ مِثْكُرٍ  
أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَتَمْرِ تَبْصُرَنَ

③

8. সে বললো, আমার রব (প্রতিটি) কথা জানেন, তা **قَلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ**  
আসমানে থাকুক কিংবা যাওয়ানে, তিনি (সব) শোনেন,  
(সব) জানেন। **وَالْأَرْضَ ذَوَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** ⑧

٥. তারা তো বরং (কেরানীর ব্যাপারে এও) বলে  
যে, এগুলো হচ্ছে অলীক স্বপ্ন, সে নিজেই এসব  
উদ্ভাবন করেছে, কিংবা সে হচ্ছে একজন কবি, (নবী  
হয়ে থাকলে আমাদের কাছে) সে এমন সব নির্দশন  
নিয়ে আসুক, যা দিয়ে (আগের নবীদের) পাঠানো  
হয়েছিলো।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي  
إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الْذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ<sup>٤</sup>

৮. আমি তাদের এমন দেহাবয়ব দিয়ে পয়দা করিনি  
 যে, তারা খাবার খেতো না, (তা ছাড়), তারা কেউ  
 (এ দুনিয়া) চিরস্থায়ীও হয়নি! وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسِّلًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ  
 وَمَا كَانُوا خَلِيلِيْ بِهِ<sup>(৩)</sup>

٩. অতপর আমি (আয়াবের) ওয়াদা সত্য প্রমাণিত  
করে দেখালাম, (আয়াব এলে) আমি যাদের চাইলাম  
শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম, আর সীমালংঘনকারীদের  
আমি সমগ্রে বিনাশ করে দিলাম।

১০. (হে মানুষ), আমি তোমাদের কাছে (এমন একটি) কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের (সবার) কথাই (মজুদ) রয়েছে, তোমরা কি (সে কথাগুলো) বুঝতে পারছো না?

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرٌ كُلُّ أَفْلَأٍ  
وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً  
وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرَى<sup>১০</sup>

১১. আমি এর আগে কতো জনপদ ধ্বন্স করে দিয়েছি, যারা ছিলো (আসলেই) যালেম, তাদের পরে তাদের জায়গায় আমি অন্য জাতির উথান ঘটিয়েছি।

فَلَمَّا أَحَسْوَا بَاسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا  
لَا تَرْكَضُوا وَأَرْجِعوا إِلَى مَا أَتَرْفَتُمْ فِيهِ  
وَمَسْكِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْعَلُونَ<sup>১১</sup>

১২. এরা যখন আমার আয়াবকে (একান্ত) সামনে দেখতে পেলো তখন তারা সেখান থেকে পালাতে শুরু করলো।

يَرْكُضُونَ<sup>১২</sup>

১৩. (আল্লাহ তায়ালা বললেন,) তোমরা (আজ) পালিয়ো না, (বরং) ফিরে যাও তোমাদের সম্পদের কাছে ও তোমাদের বাড়ি ঘরের দিকে যেখানে তোমরা আরাম করছিলে, সম্ভবত তোমাদের (এসব ব্যাপারে কিছু) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

لَا تَرْكَضُوا وَأَرْجِعوا إِلَى مَا أَتَرْفَتُمْ فِيهِ  
وَمَسْكِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْعَلُونَ<sup>১২</sup>

১৪. তারা বললো, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা (সত্যিই) যালেম ছিলাম।

قَالُوا يَوْمَ يَلَّا إِنَّا كُنَّا ظَاهِمِينَ<sup>১৩</sup>

১৫. অতপর তারা এ আহায়ারি করতেই থাকলো, যতোক্ষণ না আমি তাদের সমূলে ধ্বন্স করে দিলাম, আমি তাদের কাটা ফসলকে নির্বাপিত আলোকরশ্মি বানিয়ে দিলাম।

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُ  
حَصِيلًا خَمِيلَيْنَ<sup>১৪</sup>

১৬. আসমান যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুকে আমি কোনো খেল-তামাশার জন্যে পয়ন্দা করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا<sup>১৫</sup>

لَعْبَيْنَ<sup>১৫</sup>

১৭. আমি যদি কোনো খেল-তামাশার বিষয়ই বানাতে চাইতাম তাহলে আমার কাছে যা (নিষ্পাণ বস্তু) আছে তা দিয়েই আমি (এসব কিছু) বানিয়ে দিতাম।

لَدَنْ نَأْتِ إِنْ كَنَا فَعَلَيْنَا<sup>১৬</sup>

১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুঁড়ে মারি, অতপর সে (সত্য) এ (মিথ্যা)-র মগ্ন বের করে দেয়, (এর ফলে যা মিথ্যা) তা সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যা কিছু উত্তোলন করছো (তা থেকে আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র)।

بَلْ تَقْنِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَقُولُ مَغْدِقْ  
فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا  
تَصْفُونَ<sup>১৭</sup>

১৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর (মালিকানাধীন), তাঁর (একান্ত) সান্নিধ্যে যেসব (ফেরেশতা) আছে তারা কখনো তাঁর এবাদাত করতে অহংকার করে না, তারা কখনো ঝুঁতি ও বোধ করে না,

وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ  
عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا  
يَسْتَهْسِرُونَ<sup>১৮</sup>

২০. তারা দিবানিশি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা কখনো কোনো অলসতা করে না।

يَسِّحُونَ إِلَيْهِ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ<sup>১৯</sup>

آتَخْذُوا إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ  
কোনো কিছুকে মাঝুদ বানিয়ে নিচ্ছে— যারা এদের  
পুনরুত্থান ঘটাবে? ينشرون <sup>©</sup>

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَلَ تَعَالَى  
তায়ালা ব্যতীত আরো অনেক মাঝুদ থাকতো, তাহলে  
(কবেই এর) উভয়টাই বিপর্যস্ত হয়ে যেতো, এরা যা  
কিছু বলে, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালা সেসব  
কিছু থেকে পবিত্র ও মহান! يَصْفُونَ <sup>©</sup>

لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعُلُ وَهُمْ يَسْئَلُونَ ④  
২৩. তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাঁকে কোনো  
প্রশ্ন করা যায় না, বরং তাদেরই (তাদের নিজ নিজ  
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হবে।

آتَخْذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً قُلْ هَاتُوا  
بِرَهَانَكُمْ هَذِهَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيٍّ وَذِكْرٌ مِّنْ  
آمَارَ الْأَمَارَاتِ قَبْلِيْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «الْحَقُّ»  
(সত্য থেকেই) মুখ ফিরিয়ে নেয়। فَهُمْ مَعِضُونَ <sup>©</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
যারَ كَاهِنَةً وَهُنَّا পাঠ্যে আমি একথা বলিনি যে, আমি  
ছাড়া অন্য কোনো মাঝুদ নেই এবং তোমরা সবাই  
আমারই এবাদাত করো। نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ <sup>©</sup>

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا سَبَكْهُ  
ফেরেশতাদের (নিজের) সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন;  
(মূলত) তিনি (এসব কথাবার্তা থেকে) অনেক পবিত্র;  
বরং তারা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) সম্মানিত বান্দা,  
بَلْ عِبَادُ مَكْرُمُونَ <sup>©</sup>

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ  
২৭. তারা (কথনে) তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা  
বলে না, তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। يَعْلَمُونَ <sup>©</sup>

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  
ও لَا يَشْعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ  
সব সময়) তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত (থাকে)। خَشِيتَهُ مَشْفِقُونَ <sup>©</sup>

وَمَنْ يَقْلِبْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ  
২৯. (যারা অহংকারী) তাদের মধ্যে যদি কেউ একথা  
বলে যে, আল্লাহ তায়ালার বদলে আমিই হচ্ছি মাঝুদ,  
তাহলে তাকে আমি এ জন্যে জাহান্মামের (কঠিন)  
শাস্তি দেবো; (মূলত) আমি যালেমদের এভাবেই শাস্তি  
দেই। الظَّالِمِينَ <sup>©</sup>

৩০. যারা (আল্লাহর নির্দেশনসমূহকে) অঙ্গীকার করে তারা কি দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সব কিছুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, (এই সত্যের পরও) কি তারা দৈমান আনবে না?

৩১. আমি যমীনের ওপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছি যেন তা ওদের নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে, আমি ওতে প্রশংস্ত রাস্তা তৈরী করে দিয়েছি যাতে করে তারা (তা দিয়ে নিজ নিজ গত্যব্যস্থলে) পৌছতে পারে।

৩২. আমি আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে <sup>وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا</sup> <sup>وَهُمْ</sup> <sup>وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبْلًا لِلْعِلْمِ</sup> <sup>يَهْتَدِونَ</sup> <sup>وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّاً أَنْ تَمِيلَ</sup> <sup>بِهِمْ</sup> <sup>وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبْلًا لِلْعِلْمِ</sup> <sup>يَهْتَدِونَ</sup> <sup>وَجَعَلْنَا إِلَيْهِمَا مَعْرُضَوْنَ</sup>

৩৩. আল্লাহ তায়ালাই রাত, দিন, সূরঞ্জ ও চাঁদ পয়দা করেছেন; এরা প্রত্যেকেই (মহাকাশের) কক্ষপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। <sup>وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ</sup> <sup>وَالْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبِحُونَ</sup> <sup>وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلِدَ</sup> <sup>أَفَأَئِنِّي مِنْ فَهْمِ الْخَلِدِ وَهُنَّ</sup>

৩৪. (হে নবী,) আমি তোমার পূর্বেও কোনো মানব সন্তানকে অনন্ত জীবন দান করিনি; (আজ) তুমি মরে গেলে (তুমি কি মনে করো) তারা এখানে চিরজীবী হয়ে থাকবে? <sup>كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكِرِ بِالشَّرِّ</sup> <sup>وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ</sup> <sup>وَإِذَا رَأَكَ الَّذِي يَنْكِرُ إِيمَانَكَ</sup> <sup>إِلَاهُزْوا أَهْلَ الَّذِي يَدْعُ كَرْمَ الْمَتَكَبِرِ</sup> <sup>وَهُمْ بِنِرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَفَرُونَ</sup>

৩৫. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; (হে মানুষ,) আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি; অতপর (তোমাদের) আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৬. কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল তাদের বিদ্রূপের পাত্রকূপেই গ্রহণ করে; তারা (তোমার দিকে ইশারা করে) বলে, এ কি সে ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের (মন্দভাবে) আশ্রণ করে, আসলে এরা (নিজেরাই) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার শ্বরণকে অঙ্গীকার করে। <sup>خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيْكُمْ</sup> <sup>وَإِذَا رَأَكَ الَّذِي يَنْكِرُ إِيمَانَكَ</sup> <sup>إِلَاهُزْوا أَهْلَ الَّذِي يَدْعُ كَرْمَ الْمَتَكَبِرِ</sup> <sup>وَهُمْ بِنِرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَفَرُونَ</sup>

৩৭. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে তাড়াছড়ে (করার প্রকৃতি) দিয়ে, অচিরেই আমি তোমাদের আমার (কুদরতের) নির্দেশনগুলো দেখিয়ে দেবো, সুতরাং তোমরা আমার কাছে তাড়াছড়ে কামনা করো না। <sup>لُوْيَغْلِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ</sup> <sup>أَيْتَمِيْ</sup> <sup>فَلَا تَسْتَعِجِلُونَ</sup> <sup>وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ</sup>

৩৮. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে <sup>وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَنْتُمْ</sup> <sup>صِلِّيْقِيْنَ</sup> <sup>وَلَقَدْ</sup> বলো, কেয়ামতের এ ওয়াদা কবে (পূর্ণ) হবে?

৩৯. যদি কাফেররা (সে ক্ষণটির কথা) জানতো! (বিশেষ করে) যখন

<sup>أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ</sup>  
<sup>وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقْنَاهَا وَجَعَلْنَا مِنَ</sup>  
<sup>الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ</sup>

<sup>وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّاً أَنْ تَمِيلَ</sup>  
<sup>بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبْلًا لِلْعِلْمِ</sup>  
<sup>يَهْتَدِونَ</sup>

لَا يَكْفُونَ عَنْ وِجْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ  
ظَهُورِهِمْ وَلَا هُرِبُّنَصْرُونَ<sup>৪৩)</sup>

৪০. (মূলত কেয়ামত) তাদের ওপর আসবে হঠাৎ করে, এসেই তা তাদের হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, আর না তাদের (এ জন্যে) কোনো অবকাশ দেয়া হবে!

৪১. (হে নবী,) তোমার আগেও অনেক রসূলকে (এভাবে) ঠাট্টা বিন্দুপ করা হয়েছিলো, পরে (দেখা গেলো) তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিন্দুপ করেছিলো তাই তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছে।

৪২. (হে নবী,) তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের দয়াময় আল্লাহ তায়ালার (আযাব) থেকে রক্ষা করবে- তা রাতের বেলায় আসুক কিংবা দিনের বেলায় আসুক, কিন্তু এরা নিজেদের মালিকের অরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

৪৩. তবে কি তাদের আরো কোনো মাবুদ আছে যারা আমার (আযাব) থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে; তারা তো নিজেদেরই কোনো সাহায্য করতে পারবে না, না তারা আমার (আযাব) থেকে নিরাপদ!

৪৪ কিন্তু আমি এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের যাবতীয় ভোগসম্ভাব দান করে যাচ্ছিলাম এবং এভাবে এদের ওপর দিয়ে (সম্মিলিত) এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে; তারা কি দেখতে পাচ্ছে না, আমি যমীনকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি, তারপরও কি তারা বিজয়ী হবে (বলে আশা করে)?

৪৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি শুধু ওহী দিয়েই তোমাদের (জাহানামের) ভয় দেখাই, কিন্তু এ বধিরারা কোনো ডাকই শুনতে পায় না, তাদের সতর্ক করা হলেও (তারা কিছুই শুনতে পায় না)।

৪৬. (অথচ) তোমার মালিকের আযাবের সামান্য কিছু অংশও যদি এদের স্পর্শ করে অবশ্যই তখন এরা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম!

৪৭. কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের জন্যে কিছু মানদণ্ড স্থাপন করবো,

وَنَفْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

অতপর সেদিন কারো ওপরই কোনো রকম যুলুম হবে না; যদি একটি শস্য দানা পরিমাণ কোনো আমলও (তার কোথাও লুকিয়ে) থাকে, (হিসাবের সময়) তাকে আমি (যথার্থই) এনে হায়ির করবো, হিসাব নেয়ার জন্যে আমিই যথেষ্ট।

فَلَا تُظْلِمْ نَفْسَ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْبَةِ مِنْ خَرَدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسَبِينَ  
⑧

৪৮. নিসন্দেহে আমি মূসা ও হা�রুনকে (ন্যায় অন্যায়ের) ফয়সালাকারী একটি গৃহ্ণ দিয়েছিলাম, তাকওয়া অবলম্বনকারী লোকদের জন্যে দিয়েছিলাম (আঁধারে চলার) আলো ও (জীবনে চলার) উপদেশ,

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الْفَرْقَانَ  
وَضِيَاءً وَذِكْرَ الْمُتَّقِينَ  
⑨

৪৯. (এটা তাদের জন্যে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে গায়ব থেকে ভয় করে এবং তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্তুষ্ট থাকে।

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ  
مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ  
⑩

৫০. আর এ হচ্ছে বরকতপূর্ণ উপদেশ, আমিই এটি নাযিল করেছি, তোমরা কি এর অধীকারকারী হতে চাও ?

وَهَذَا ذِكْرٌ مِّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا فَاتَّمْرَلَهُ  
مِنْكُরُونَ  
⑪

৫১. (এর) আগে আমি ইবরাহীমকে তাঁর ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দান করেছিলাম। আমি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম,

وَلَقَنْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَسْلَهُ مِنْ قَبْلٍ وَكَنَّا  
بِهِ عَلِمِينَ  
⑫

৫২. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে বললো, এ মৃত্যুগুলো আসলে কি- যার (এবাদাতের) জন্যে তোমরা শক্ত হয়ে বসে আছো।

إِذْ قَالَ لَابْيَهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ  
الَّتِي أَنْتَمْرَلَهَا عَكْفُونَ  
⑬

৫৩. তারা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এগুলোর এবাদাত করতে দেখেছি।

قَالُوا وَجَنَّا أَبَاءَنَا لَهَا عِبْلِيَّ  
⑭

৫৪. সে বললো, (এগুলো করে) তোমরা নিজেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হচ্ছো, তোমাদের পূর্বপুরুষাও (এ গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো)।

قَالَ لَقَنْ كَنْتَمْرَلَهُ أَنْتُمْ وَأَبَاؤكُمْ فِي ضَلَالٍ  
مِّبْيَنِ  
⑮

৫৫. তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে কোনো সত্য নিয়ে এসেছো, না অথবাই তুমি (আমাদের সাথে) তামাশা করছো।

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ  
اللَّعْبِينَ  
⑯

৫৬. সে বললো (না, এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়), বরং তোমাদের রব যিনি, তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের রব, তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর আমি নিজেই হচ্ছি এর সাক্ষীদের একজন।

قَالَ بَلْ رَبِّكَمْرَلَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي  
فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذِكْرِ مِنَ الشَّهِيدِينَ  
⑰

৫৭. আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা (এখান থেকে) পেছনে সরে গেলে আমি তোমাদের মৃত্যুগুলোর ব্যাপারে একটা কৌশল অবলম্বন করবো।

وَتَاهِ لَا يَكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولِّوا  
مِنْ بَرِّيَّ  
⑱

৫৮. অতপর (তারা চলে গেলে) ওদের বড়োটি ছাড়া **فَجَعَلْهُمْ جِلْدًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَنْهُمْ** অন্য মূর্তিগুলোকে সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো, যাতে করে তারা (ঘটনা জানার জন্যে) তার দিকেই ধাবিত হতে পারে।

**إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ** ④

৫৯. (মূর্তিদের এ দুরবশ্ব দেখে) তারা বললো, আমাদের দেবতাদের সাথে এ আচরণ করলো কে? যে-ই করেছে নিসন্দেহে সে যালেমদেরই একজন।

**الظَّالِمِينَ**

৬০. লোকেরা বললো, আমরা শুনেছি এক যুবক ওদের (কথা) আলোচনা করছিলো, (হ্যাঁ) সে যুবককে বলা হয় ইবরাহীম;

**أَبْرَاهِيمُ** ⑤

৬১. তারা বললো, (যাও) তাকে সব মানুষের চোখের সামনে এনে হায়ির করো, যাতে করে তারা (তার বিরচকে) সাক্ষ্য দিতে পারে।

**يَشْهِدُونَ** ⑥

৬২. (ইবরাহীমকে আনার পর) তারা (তাকে) জিজেস করলো, হে ইবরাহীম, তুমই কি আমাদের মারুদগুলোর সাথে এ আচরণ করেছো;

**يَا بْرَاهِيمُ** ⑦

৬৩. সে বললো, বরং ওদের বড়োটি সম্বত এসব **كَبِيرًا فَسْئَلُوهُمْ** (কিছু) ঘটিয়েছে, তোমরা তাদেরই জিজেস করো না, তারা যদি কথা বলতে পারে!

**إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ** ⑧

৬৪. (ইবরাহীমের যুক্তি শুনে) তারা নিজেদের দিকেই **فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ** ফেরালো **فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ** ফিরে এলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো (যালেম তো সে নয়, যে ওটা ভেংগেছে), যালেম তো হচ্ছে তোমরা- (যারা এর পূজা করো),

**الظَّالِمُونَ** ⑨

৬৫. অতপর (লজ্জায়) ওদের মাথা অবনত হয়ে **ثُمَّ نُكسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ** লেন উল্লম্ভ মা গেলো, ওরা বললো (হে ইবরাহীম), তুমি তো জানো, এরা কথা বলতে পারে না।

**هُوَلَاءِ يَنْطِقُونَ** ⑩

৬৬. সে বললো, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর পূজা করো যারা (কথা বলতে পারে না) তোমাদের উপকার করতে পারে না, তোমাদের কোনো অপকারও করতে পারে না।

**يَنْعَمِكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ** ⑪

৬৭. বিক তোমাদের জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করো তাদের জন্যেও; তোমরা কি (কিছুই) বুঝতে পারছো না।

**أَفَلَا تَعْقِلُونَ** ⑫

৬৮. (এ সময় রাজার) লোকেরা বললো, একে **قَالَوا حِرقَةٌ وَأَنْصَرُوا الْهَتَّمَ** আগুনে পুড়িয়ে দাও, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে (তার থেকে) তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

**فَعَلَيْهِ** ⑬

৬৯. (অপরদিকে) আমিও (আগুনকে) বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও,

قُلْنَا يَنْهَا كُونِي بَرْدًا وَسَلِمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ⑥

৭০. ওরা তাঁর বিরুদ্ধে একটা ফন্দি আঁটতে চাইলো, আর আমি (উল্টো) তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত (ও ব্যর্থ) করে দিলাম,

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ أَخْسَرِينَ ⑦

৭১. অতপর আমি তাঁকে এবং (নবী) লৃতকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি সৃষ্টিকূলের জন্যে অনেক কল্যাণ রেখেছি।

وَنَجَيْنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا لِلْعَلَيْبِينَ ⑧

৭২. অতপর আমি ইবরাহীমকে (তার ছেলে হিসেবে) ইসহাক দান করলাম; তার ওপর আরো দান করলাম (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব; এদের সবাইকেই আমি ভালো (মানুষ) বানিয়েছিলাম,

وَهَبَنَا لَهُ اسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا مِلْحَيْنَ ⑨

৭৩. আমি তাদের (দুনিয়ার মানুষদের) নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) সুপথ দেখাতো, নেক কাজ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্যে আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, তারা (সর্বত্রই) আমার আনুগত্য করতো।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِنَّ بِأَمْرِنَا وَأَوْهِيَنَا إِلَيْهِمْ فَعْلُ الْخَيْرِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُورَةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ⑩

৭৪. আর (ইবরাহীমের মতো) আমি লূতকেও প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দান করেছিলাম, তাকে আমি এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি যে জনপদ শুধু অশ্লীল কাজ করতো; সত্যিই তারা ছিলো জঘন্য বদ ও গুনাহগার জাতি,

وَلَوْطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَيِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِئِ فَسَقِيَنَ ⑪

৭৫. আমি তাকে আমার (অপরিসীম) অনুগ্রহের ভেতর প্রবেশ করিয়েছি; নিসন্দেহে সে ছিলো একজন সৎকর্মশীল (নবী)।

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ⑫

৭৬. (নবী), নৃহ যখন আমাকে ডেকেছিলো, (ডেকেছিলো ইবরাহীমেরও) আগে, তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

وَنَوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ⑬

৭৭. আমি তাঁকে এমন এক জাতির মোকাবেলায় সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো; তারা ছিলো খারাপ জাতের লোক, অতপর আমি তাদের সবাইকে (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি।

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بِوَايَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِئِ فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ ⑭

৭৮. দাউদ ও সোলায়মানের ঘটনাও (তাদের শোনাও), যখন তারা দুর্জন একটি ক্ষেত্রে ফসলের (মোকদ্দমায়) রায় প্রদান করছিলো— (মোক দমাটা ছিলো এমন), রাতের বেলায় কিছু মেষ (মানুষদের ক্ষেত্রে ঢুকে) তা তচ্ছন্দ করে দিলো,

وَدَآوَدَ وَسَلِيْمَنَ إِذْ يَحْكُمُ فِي الْحَرِثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ⑮

আমি নিজেও তাদের সাথে এ বিচারপর্ব পর্যবেক্ষণ  
করছিলাম,

وَكَنَا لِحُكْمِهِمْ شَهِيدِينَ ﴿٩٨﴾

৭৯. অতপর আমি (সঠিক রায় যা-) তা সোলায়মানকে  
বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, (অবশ্য) আমি তাদের (উভয়কেই)  
প্রজ্ঞ ও জ্ঞান দান করেছিলাম, আমি পাহাড় পর্বত এবং  
পাখ-পাখালিকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম  
যেন তারাও (তাঁর সাথে আল্লাহ তায়ালার) পবিত্রতা  
ও মহিমা ঘোষণ করতে পারে; আর (এ সব কিছু)  
আমিই ঘটাচ্ছিলাম।

فَفَهَمْنَاهَا سُلِيمَيْنَ وَكَلَا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا  
وَسَخْرَنَا مَعَ دَاؤَدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُ  
وَالْطَّيْرَ وَكَنَا فَعْلِيْنَ ﴿٩٩﴾

৮০. আমি তাকে তোমাদের (যুদ্ধে ব্যবহারের) জন্যে  
বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমরা তোমাদের  
যুদ্ধের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারো,  
তোমরা কি (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) শোকর  
আদায় করবে না?

وَعِلْمِنِهِ صنْعَةَ لَبُوسٍ لِكُمْ لِتَحْصِنُكُمْ  
مِنْ بَاسِكِمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ﴿١٠٠﴾

৮১. আমি প্রবল হাওয়াকে সোলায়মানের বশীভূত  
করে দিয়েছিলাম, তা তার আদেশে সে দেশের  
দিকে ধাবিত হতো যেখানে আমি প্রভূত কল্যাণ  
রেখে দিয়েছি; (মূলত) আমি (এর) প্রতিটি বিষয়ের  
ব্যাপারেই সম্যক অবগত আছি।

وَلَسَلِيمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا وَكَنَا بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِمْيِنَ ﴿١٠١﴾

৮২. শয়তানদের মাঝে (তার) কিছু কিছু (জিন  
অনুসারী) তার জন্যে (সমুদ্রে) ডুবুরীর কাজ করতো,  
এ ছাড়াও এরা তার জন্যে (আরো) বহু কাজ আঞ্চাম  
দিতো, (আসলে) তাদের সবার রক্ষক তো আমিই  
ছিলাম,

وَمِنَ الشَّيْطَانِيْنَ مِنْ يَغْوِصُونَ لَهُ  
وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكَنَا لَهُمْ  
حَفْظِيْنَ ﴿١٠٢﴾

৮৩. (স্মরণ করো,) যখন আইয়ুব তার মালিককে ডেকে  
বলেছিলা, (হে আল্লাহ), আমাকে এক কঠিন অসুখে  
পেয়ে বসেছে, (তুমি আমায়) নিরাময় করো, (কেননা)  
তুমই হচ্ছে (নিরাময়কারী) সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু,

وَأَيُوبَ أَذْنَادِي رَبِّهِ أَنِّي مَسِنِيَ الْفَرَّ  
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿١٠٣﴾

৮৪. অতপর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে  
কষ্ট ছিলো তা আমি দূর করে দিলাম, তাকে (যে শুধু)  
তার পরিবার পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং  
তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া  
এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো  
সম্পরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٌّ  
وَاتَّقِنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ  
عِنْنَا وَذِكْرِي لِلْعَبِيْدِيْنَ ﴿١٠٤﴾

৮৫. ইসমাইল, ইদীস ও যুল কিফলের (কথাও  
স্মরণ করো), এরা সবাই ছিলো (আমার) ধৈর্যশীল  
বান্দাদের অস্তর্ভুক্ত,

وَاسْعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنْ  
الصَّابِرِيْنَ ﴿١٠٥﴾

৮৬. আমি তাদের আমার রহমতের মধ্যে দাখিল  
করলাম, কেননা তারা ছিলো নেককার মানুষদের  
দলভূক্ত।

وَأَدْخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنْ  
الصَّلِيْحِيْنَ ﴿١٠٦﴾

৮৭. (স্মরণ করো) 'যুনুন' (-মাছের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নবীর কথা), যখন সে রাগ করে নিজের লোকজনদের ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিলো, সে মনে করেছিলো আমি (বুঝি) তাকে ধরতে পারবো না, (একপর্যায়ে আমি যখন তাকে ধরে ফেললাম), তখন সে (মাছের পেটের) অঙ্কনকারে বসে আমাকে (এই বলে) ডাকলো, (হে আল্লাহহ), তুমি ব্যতীত কোনো মারুদ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অস্তুভুত হয়ে পড়েছি,

৮৮. অতপর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে (তাঁর মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি আমার মোমেন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি।

৮৯. (স্মরণ করো,) যাকারিয়া (-র কথা), যখন সে তাঁর মালিককে ডেকে বলেছিলো, হে আমার রব, তুমি আমাকে একা (নিসস্তান করে) রেখে দিয়ো না, তুমিই হচ্ছো উৎকৃষ্ট মালিকানার অধিকারী,

৯০. অতপর আমি তাঁর জন্যেও সাড়া দিয়েছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম (নেক সন্তান) ইয়াহিয়া এবং তাঁর (আশা পূরণের) জন্যে আমি তাঁর স্ত্রীকে সুস্থ (সন্তান ধারণোপযোগী) করে দিয়েছিলাম; এ লোকগুলো সংকাজে (একে অন্যের সাথে) প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকতো; তারা সবাই ছিলো আমার অনুগত (বান্দা)।

৯১. (স্মরণ করো সেই পুণ্যবর্তী নারীকে,) যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিলো, অতপর তার মধ্যে আমি আমার পক্ষ থেকে এক (বিশেষ সম্মানী) আস্তা ফুকে দিলাম, এভাবে আমি তাকে এবং তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্যে এক নির্দশন বানিয়ে দিয়েছিলাম।

৯২. এ হচ্ছে তোমাদেরই জাতি, এরা সবাই একই জাতি, আর আমি তোমাদের সবাইর রব, অতএব তোমরা আমারই গোলামী করো।

৯৩. (কিন্তু পরবর্তী সময়ে) তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে নিজেদের (ধীনের) বিষয়কে টুকরো টুকরো করে ফেললো; এদের সবাইকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

৯৪. কোনো ব্যক্তি যদি মোমেন অবস্থায় কোনো নেক কাজ করে তাহলে তার (সংপথে চলার) প্রচেষ্টাকে কিছুতেই অস্বীকার করা হয় না, অবশ্যই আমি তার জন্যে (তার প্রতিটি কাজ) লিখে রাখি।

وَذَا النُّونِ إِذْ دَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ  
لَنْ تُقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلْمِ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبِّحْنَاكَ إِنِّي كُنْتَ  
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿৭﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْفَغْرِ  
وَكُلِّ لِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿৮﴾

وَزَكَرِيَّا اِذْنَادِي رَبِّ رِبٍ لَّا تَدْرِسِي  
فَرَدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرَثِينَ ﴿৯﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ  
وَآصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا  
مِسْرَعُونَ فِي الْخَيْرِ وَيَدْعُونَا رَغْبًا  
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿১০﴾

وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا  
مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اِيَّةً  
لِلْعَلِمِينَ ﴿১১﴾

إِنْ هُنَّ أَمْتَكِرُ أَمْسَةً وَاحِدَةً ۖ وَأَنَا  
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿১২﴾

وَتَقْطَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا  
رَجُونَ ﴿১৩﴾

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْصِّلْحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَا كُفَّارَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَتَبْوَنَ ﴿১৪﴾

পারা ১৭ ইকুত্তারাবা লিন্নাস ❖ ৩৭৬ www.alquranacademylondon.org

১৫. এটা কখনো সম্ভব নয় যে, যে জাতিকে আমি একবার ধ্রংস করে দিয়েছি তারা আবার (তাদের ধ্রংস পূর্ব অবস্থায়) ফিরে আসবে।

وَحْرَمٌ عَلَى قَرِيْبٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنْهَمْ لَا  
يَرْجِعُونَ ﴿١٤﴾

১৬. এমনকি যখন (কেয়ামতের নির্দশন হিসেবে) ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং ওরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে থাকবে।

حَتَّىٰ إِذَا فُتَحَتْ يَاجْوَحٌ وَمَاجْوَحٌ  
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿١٥﴾

১৭. (যখন কেয়ামতের) অমোঘ প্রতিশ্রুতি আসন্ন হয়ে আসবে, (তখন) তাকে আসতে দেখে যারা একে অঙ্গীকার করেছিলো তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে; (তারা বলবে) হায়, কতোই না দুর্ভোগ আমাদের, আমরা এ (দিন) সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম!

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاهِدَةٌ  
أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِيُوْلَيَّنَا قَلْ كَنَافِي  
غَفَلَةٌ مِنْ هَذَا بَلْ كَنَا ظَلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৮. (তখন তাদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের সেসব কিছু, যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে মারুদ বানাতে, সবাই জাহান্নামের ইঙ্কন হবে; (আজ) তোমাদের সবাইকেই সেখানে পৌঁছতে হবে।

إِنْكِرُ وَمَا تَعْبَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبٌ  
جَهَنَّمَ أَنْتُرُ لَهَا وَرَدُونَ ﴿١٧﴾

১৯. তারা যদি সত্যিই মারুদ হতো, তাহলে আজ তারা কিছুতেই সেখানে পৌঁছতো না; (উপাস্য উপাসক) সবাই তাতে চিরকাল ধরে অবস্থান করবে।

لَوْ كَانَ هُؤُلَاءِ أَلِهَّةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ  
فِيهَا خَلِدُونَ ﴿١٨﴾

১০০. এদের জন্যে সেখানে শুধু শাস্তির ভয়াবহ আর্তনাদৈ (শুধু অবশিষ্ট) থাকবে, (এ চীৎকার ছাড়া) তারা সেখানে (অন্য) কিছুই শুনতে পাবে না।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٩﴾

১০১. (অপরদিকে) যাদের জন্যে আমার কাছ থেকে (অনন্ত) কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে, অবশ্যই তাদের (জাহান্নাম ও) তার (আয়াব) থেকে (অনেক) দূরে রাখা হবে,

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ مِنَا الْحَسْنَىٰ  
أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ ﴿٢٠﴾

১০২. তারা (সেখানে ভয়াবহ চীৎকারের) ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না, তাদের জন্যে তো (বরং) থাকবে তাদের মন যা চায় তাই, (তাও থাকবে আবার) চিরকাল ধরে,

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي  
مَا اشْتَهَىٰ نَفْسِهِمْ خَلِدُونَ ﴿٢١﴾

১০৩. (জাহান্নামের) বড়ো ভীতি তাদের (সেদিন মনে) কোনো রকম দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করতে পারবে না, (সেদিন) ফেরেশতারা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলবে; (হাঁ) তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিলো— এ হচ্ছে তোমাদের সে (ওয়াদা পূরণের) দিন।

لَا يَحْزُنُهُمْ الْفَرَغُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمْ  
الْمَلِئَةُ هَذَا يَوْمًا مَكْرُمُ الَّذِي كُنْتُمْ  
تَوْعَدُونَ ﴿٢٢﴾

১০৪. (এটা হবে এমন একদিনের ঘটনা) যেদিন আমি আসমানসমূহ গুটিয়ে নেবো, ঠিক যেভাবে কিতাবসমূহ গুটিয়ে ফেলা হয়; যেভাবে আমি একদিন এ সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই আমি এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো, এটা (এমন এক) ওয়াদা, (যা) পালন করা আমার ওপর জরুরী; আর এ কাজ তো আমি করবোই।

১০৫. আমি যবুর কিতাবেও এ উপদেশ উল্লেখের পর (দুনিয়ার কর্তৃত্বের ব্যাপারে) এ কথা লিখে দিয়েছি, আমার যোগ্য ও নেক বান্দারাই (এ) যমীনের উত্তরাধিকার হবে।

১০৬. এ (কথার) মধ্যে (আমার) অনুগত বান্দাদের জন্যে একটি ঘোষণা আছে;

১০৭. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে স্থিকুলের জন্যে রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি।

১০৮. তুমি বলো, আমার ওপর এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ একজনই, তোমরা কি (তাঁর) অনুগত হবে না?

১০৯. (হ্যা,) তারা যদি (তোমার কথা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তোমাদের (জান্নাতের সুখবরের পাশাপাশি আয়াবের ব্যাপারেও) একই পরিমাণ সতর্ক করেছি, আমি একথা জানি না, যে (আয়াবের) ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হচ্ছে তা কি খুব কাছে, নাকি (অনেক) দূরে?

১১০. একমাত্র তিনিই জানেন যা কিছু উচ্চ স্বরে বলা হয় এবং তিনিই জানেন যা কিছু তোমরা (অস্তরে) গোপন করো।

১১১. আমি জানি না, (অবকাশের) এ (সময়টুকু) হতে পারে তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা (মাত্র, কিংবা হতে পারে) সুনির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে (তোমাদের) কিছু মাল সম্পদ (দান করা)।

১১২. সে বললো, হে আমার রব, তুমি (এদের বিষয়টি) ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও (হে মানুষ); তোমরা (আল্লাহ সম্পর্কে) যা কথা বানাচ্ছো, সেসব (অনিষ্টের) ব্যাপারে একমাত্র আমাদের রব দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছেই আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে।

يَوْمَ نَطِقَ السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجْلِ  
لِكُتُبٍ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقَ نَعِيْلَهُ  
وَعَدْنَا عَلَيْنَا إِنَّا كَفَى فَعِيلِيْنَ  
وَلَقَنَ كَتَبَنَا فِي الرِّزْبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ آنَ  
الْأَرْضَ يَرْثِيْهَا عِبَادِيْ الصِّلْحُونَ  
إِنْ فِي هَذِهِ الْبَلْغَةِ قَوْمٌ عَبِيدُ بَيْنَ  
وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ  
قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيْنَا الْمُكَرَّرُ  
وَاحِدٌ فَهُلْ أَنْتَ مُسْلِمُونَ  
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذْنِتُكُمْ كُلَّ سَوَاءٍ  
وَإِنْ أَدِرِيَ أَقْرِيبَ أَمْ بَعِيْدَ مَا  
تَوعَدُونَ  
وَإِنْ أَدِرِيَ لَعْلَهِ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَيْ  
هِينِ  
قُلْ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبِّنَا  
الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتِصْفُونَ  
১

يَا يَهُآ إِنَّ النَّاسَ أَتَقْوَا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةً  
أَبْشِرْتَ كَي়ামতের কম্পন (হবে) একটি ভয়ংকর  
হটনা।

السَّاعَةِ شَرِيعَ عَظِيمٍ ①

يَا وَمَّا تَرَوْنَهَا تَلْ هَلْ كُلْ مَرْضَعَةً عَمَّا  
أَرْضَعَتْ وَتَفَعَّلْ كُلْ ذَاتٍ حَمَلَ حَمَلَهَا  
وَتَرَى النَّاسَ سُكْرِيَ وَمَا هُمْ بِسُكْرِي  
وَلِكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَلِيلٌ ②

২. সেদিন তোমরা তা নিজেরা দেখতে পাবে, (দেখবে) বুকের দুধ খাওয়াছে এমন প্রতিটি নারী (ভয়াবহ আতঙ্কে) তার দুঃখপোষকে ভুলে যাবে, প্রতিটি গভর্বতী (জন্ম) তার (গভর্স্টিত বস্তুর) বোকা ফেলে দেবে, মানুষকে (থখন) তুমি দেখবে (থখন তোমার মনে হবে) তারা নেশাগ্রস্ত, কিন্তু তারা আসলে কেউই নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (এটি এক ধরনের আয়াব,) আল্লাহ তায়ালার আয়াব অত্যন্ত ভয়াবহ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ  
عِلْمٍ وَيَتَبَعُ كُلَّ شَيْطَنٍ مَرِينٍ ③

৩. মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা না জেনে (না বুঝে) আল্লাহ তায়ালার (শক্তি ক্ষমতা) সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে এবং (সে) প্রতিটি বিদ্রোহী শয়তানের আনুগত্য করে,

কৃত্ব উল্লেখ আন্দেশ তোলা ফান্দে যিদে  
وَيَهْدِيْهُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ④

৪. (অথচ) তার ওপর (আল্লাহ তায়ালার এ) ফয়সালা তো হয়েই আছে, যে কেউই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে গোমরাহ হয়ে যাবে, আর (এ গোমরাহাই) তাকে প্রজ্ঞালিত (আগুনের) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

يَا يَهُآ إِنَّ النَّاسَ إِنْ كَنْتَ مِنْ  
الْبَعِثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكَ مِنْ تَرَابٍ ثَمَّ مِنْ  
نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ مَخْلَقَةً  
وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِيِّنَ لَكُمْ وَنَقْرِفُ  
الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مَسْمَى ثُمَّ  
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلِغُوا أَشْكُمْ  
وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوْفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِدُ  
إِلَى أَرْذَلِ الْعُرْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ  
عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِلَةً

৫. হে মানুষ, পুনরঞ্চান (দিবস) সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (তোমরা মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটা ভেবে দেখো-) আমি তোমাদের (প্রথমত) মাটি থেকে, অতপর শুক্র থেকে, অতপর রঞ্জপিণ্ড থেকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে পয়দা করেছি, যা আকৃতিবিশিষ্ট (হয়ে সন্তানে পরিণত) হয়েছে কিংবা আকৃতিবিশিষ্ট না হয়ে (নষ্ট হয়ে) গেছে যেন আমি তোমাদের কাছে (আমার সৃষ্টি কৌশল) প্রকাশ করে দিতে পারি, (অতপর আরো লক্ষ্য করো); আমি (শুক্রবিন্দুসমূহের মাঝে) যাকে (পূর্ণ মানুষ বানাতে) চাই তাকে জরায়ুতে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই, অতপর আমি তোমাদের একটি শিশু হিসেবে (সেখান থেকে) বের করে আনি, অতপর তোমরা তোমাদের পূর্ণ ঘোবনে পদার্পণ করো, তোমাদের মধ্যে কাউকে (বয়োপ্রাপ্তির আগেই) মৃত্যু দেয়া হয়, আবার তোমাদের কাউকে অকর্মণ (বৃদ্ধি) বয়স পর্যন্ত পৌছে দেয়া হয়, যেন কিছু জানার পরও (তার অবস্থা এমন হয়,) সে কিছুই (বুঝি এখন আর) জানে না; (সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে) তুমি দেখতে পাচ্ছো শুশ ভূমি,

অতপর আমি যখন তার ওপর (আসমান থেকে) পানি বর্ষণ করি তখন তা সরস ফলে ফুলে তাজা হয়ে ওঠে, (অতপর) তা সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করে।

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّ  
وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ④

৬. এগুলো এ জন্যেই (ঘটে) যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন অমোঘ সত্য, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সব কিছুর ওপর তিনিই একক ক্ষমতাবান,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يَحِيِ  
الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤

৭. অবশ্যই কেয়ামত আসবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সদেহ নেই, যারা কবরে (শুয়ে) আছে আল্লাহ তায়ালা (সেদিন) তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

وَأَنَّ السَّاعَةَ أُتْيَةٌ لَرَبِّ فِيهَا ۖ وَأَنَّ  
اللَّهُ يَبْعَثُ مِنْ فِي الْقُبُورِ ⑥

৮. (তারপরও) মানুষদের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ব্যক্তি কোনোরকম জ্ঞান, পথনির্দেশ ও দীক্ষিমান কিতাব (প্রদত্ত তথ্য) ছাড়ি আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে (ধৃষ্টতাপূর্ণ) বিতভা শুরু করে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ  
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتْبٍ مِنْ يَرِ ⑦

৯. (অহংকারবশত) সত্যবিমুখ হয়ে— যাতে মানুষদের সে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দিতে পারে; যে ব্যক্তি এমন করে তার জন্যে দুনিয়াতে রয়েছে অপমান লাঞ্ছনা, (শুধু তাই নয়) কেয়ামতের দিন আমি তাকে (জাহানামের) আগন্তের কঠিন শাস্তিও আস্বাদন করাবো।

ثَانِيَ عَطْفَه لِيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ  
فِي الدُّنْيَا خَرَّىٰ وَنِلَ يَقِهَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
عَنْ أَبَ الْحَرِيقِ ⑧

১০. (আমি তাকে বলবো,) এ হচ্ছে তোমার সেই কর্মফল যা তোমার হাত দুটো (অঙ্গ করে আগেই এখানে) পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের প্রতি কথনো (এতো) বড়ো যালেম নন।

ذَلِكَ بِمَا قَدِمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ  
بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ⑨

১১. মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যে দ্বিমানের প্রান্তসীমার ওপর (থেকে) আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করে, যদি (এতে) তার কোনো (পার্থিব) উপকার হয় তাহলে সে (দ্বিমানের ব্যাপারে) নিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু যদি কোনো দুঃখ কষ্ট তাকে পেয়ে বসে তাহলে তার মুখ পুনরায় (কুফরীর দিকেই) ফিরে যায়, (এভাবে) সে দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও হারায়, আর এটা হচ্ছে আসলেই এক সুস্পষ্ট ক্ষতি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ  
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ  
فَتَنَّةٌ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ تَخْسِرَ الدُّنْيَا  
وَالآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ ⑩

১২. এ (নির্বোধ) ব্যক্তিরা আল্লাহর বদলে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোনো অপকারও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটা হচ্ছে (আসলেই এক) চরমতম গোমরাহী,

يَنْعَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضِرُّهُ وَمَا  
يَنْعَدُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَلْلُ الْبَعِينُ ⑪

১৩. ওরা এমন কিছুকে ডাকে, যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে বেশী কাছে; কতো নিকৃষ্ট (এদের) অভিভাবক, কতো নিকৃষ্ট (সে অভিভাবকের) সহচর!

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّ أَقْرَبَ مِنْ نَفْعِهِ  
لَبِئْسَ الْمَوْلَ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرِ ⑫

১৪. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের এমন এক জান্মাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই করেন।

১৫. যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ তায়ালা (যাকে নবুওত দিয়েছেন) তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কেনো সাহায্য করবেন না, সে যেন নিজে আসমান পর্যন্ত একটি রশি বুলিয়ে নেয়, অতপর (আসমানে গিয়ে) যেন সে (ওই আগমনের ধারা) কেটে দিয়ে আসে, তারপর নিজেই যেন দেখে নেয়, যে জিনিসের প্রতি তার এতো আক্রোশ, এ কৌশল তা দূর করতে পারে কিনা!

১৬. এভাবেই আমি সুম্পষ্ট নির্দর্শন (সম্বলিত) এ (কোরআন)-টি নাযিল করেছি, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান সঠিক পথের হেদায়াত দান করেন।

১৭. অবশ্যই যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, যারা ইহুনী হয়ে গেছে, যারা (প্রাচীনধর্ম বিশ্বাসী) ‘সাবেয়ী’, (যারা) খন্দান ও অগ্নিপূজক, (সর্বোপরি) যারা (আল্লাহর সাথে) শেরেক করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এদের সবার (জান্মাত ও দোষখের) ফয়সালা করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর ওপর একক পর্যবেক্ষক।

১৮. তুম কি লক্ষ্য করোন যে, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহে আছে, যতো (সৃষ্টি) আছে যমীনে-সবকিছুই আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করছে, সাজদা করছে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতসমূহ, বৃক্ষলতা, যমীনের ওপর বিচরণশীল সব জীবজন্মুণ্ড, মানুষের মধ্যেও অনেকে (আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করছে); এ মানুষদের অনেকের ওপর (আবার না-ফরমানীর কারণে আল্লাহর) আয়ার অবধারিত হয়ে আছে; আসলে আল্লাহ তায়ালা যাকে অপমানিত করেন তাকে সম্মান দেয়ার কেউই নেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সাজদা তাই করেন যা তিনি এরাদা করেন।

১৯. এ হচ্ছে (বিপরীতমুখী) দুটো দল, যারা নিজেদের মালিকের ব্যাপারে (একে অন্যের সাথে) বিতর্ক করলো, অতপর এদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে তাদের (গায়ে পরিধান করানোর) জন্যে আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে;

إِنَّ اللَّهَ يُدْلِي بِخَلْقِ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ أَمْنَى وَعَمِلَ وَالصَّلَحُتْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ

مَنْ كَانَ يَظْنَنَ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَيَمِلِّدْ بِسَبَبِ إِلَيْهِ السَّمَاءُ ثُمَّ لِيَقْطَعَ فَلَيَنْظُرْ هَلْ يُلْهِبَ كَيْلَةً مَا يَغْيِطُ

وَكَنْ لَكَ أَنْزَلْنَاهُ أَيْتَ بَيْنِتْ « وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ »

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِي وَالْمَجْوَسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

الْأَمْرَرَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْوَى وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْوَادِيَ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ وَمَنْ يَهْيِنَ اللَّهَ مَنِ مَكَرَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ

هُنَّ خَصَصُوا فِي رِبِّهِمْ فَالَّلَّهُمَّ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ رِثْيَابٌ مِّنْ نَارٍ

(শুধু তাই নয়,) তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচণ্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে,

يَصْبِ مِنْ فَوْقِ رَءُوسِهِمُ الْحَمِيرُ ۝

২০. তার ফলে যা কিছু তাদের পেটের ভেতর আছে তা সব এবং চামড়গুলো গলে যাবে;

يَصْرِبُهُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ ۝

২১. তাদের (শাস্তির) জন্যে সেখানে আরো থাকবে (বড়ো বড়ো) লোহার গদা।

وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَلِيلٍ ۝

২২. যখনই তারা (দোষথের) তীব্র যন্ত্রণায় (অস্থির হয়ে) তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদের পুনরায় (ধাঙ্কা দিয়ে) তাতে ঠেলে দেয়া হবে, (বলা হবে), আজ তোমরা জ্বলনের প্রচণ্ড যন্ত্রণা আস্বাদন করো।

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ

الْحَرِيقِ ۝

২৩. (বিতর্কের দ্বিতীয় দল) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের এমন এক জান্মাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে (অমিয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তা (দিয়ে বানানো মালা) দ্বারা অলংকৃত করা হবে; উপরন্তু সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنِ اسْتَأْوَى وَعَمِلَوا الصَّلَحَاتِ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَؤْلَؤًا وَلَبَاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

২৪. (দুনিয়ায়) তাদের ভালো কথার দিকে হেদায়াত করা হয়েছিলো এবং মহাপ্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার পথ তাদের দেখানো হয়েছিলো (এবং তারা তা মেনেও নিয়েছিলো)।

وَهُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ ۝ وَهُدًى إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيرِ ۝

২৫. অবশ্যই যারা (নিজেরা) কুফরী করে এবং (অন্যদেরও) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়, (বাধা দেয়) মানুষদের মাসজিদুল হারাম (-এর তাওয়াফ ও যেয়ারত) থেকে- যাকে আমি স্থানীয় অস্থানীয় নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য একই রকম (মর্যাদার স্থান) বানিয়েছি (এমন লোকদের মনে রাখতে হবে); যারা তাতে ইচ্ছাপূর্বক (আল্লাহ) বিরোধী কাজ করবে, আমি তাদের (সবাইকে) কঠিন আয়ার আস্বাদন করাবো।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِيُّ وَمَنْ يَرِدُ فِيهِ بِالْحَادِي بِظُلْمٍ نَّزِقَ قَهْمِ عَنْ أَبِ الْيَمِ ۝

২৬. (হে নবী, শ্মরণ করো,) যখন আমি ইববরাহীমকে এ (কাবা) ঘর নির্মাণের জন্যে স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম, (তখন তাকে আদেশ দিয়েছিলাম), আমার সাথে তুমি অন্য কিছুকে শরীক করো না, আমার (এ) ঘর তাদের জন্যে পরিত্র রেখো যারা (এর) তাওয়াফ করবে, যারা (এখানে নামায়ের জন্যে) দাঁড়াবে, রংকু করবে, সাজদা করবে।

وَإِذْ بُوَانًا لِأَبْرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكِعُ السَّاجِدُ ۝

২৭. (তাকে আরো আদেশ দিয়েছিলাম,) তুমি মানুষদের মাঝে হজের ঘোষণা (প্রচার করে) দাও, যাতে করে তারা তোমার কাছে দূর দূর থেকে পায়ে হেঁটে এবং দূর্বল ও সবল উটের পিঠে আরোহণ করে ছুটে আসে,

وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رَجَالًا  
وَلِكُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَقَعَ  
عَمِيقٌ<sup>৩৩</sup>

২৮. যাতে করে তারা তাদের নিজেদেরই ফায়দার জন্যে (সময়মতো) এখানে এসে হায়ির হয় এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে (কোরবানী করার সময়) তার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন চতুর্পদ জস্তগুলো থেকে, অতপর (কোরবানীর) এ গোশত থেকে (কিছু) তোমরা (নিজেরা) খাবে, দুষ্ট অভাবগত্তদেরও তার কিছু অংশ দিয়ে আহার করাবে,

২৯. অতপর তারা যেন (এখানে এসে) তাদের মানতসমূহ পুরো করে, (বিশেষ করে) তারা যেন এ প্রাচীন ঘরটির তাওয়াফ করে।

৩০. এ হচ্ছে (কাবা ঘর বানানোর উদ্দেশ্য), যে কেউই আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) পবিত্র অনুষ্ঠানমালার সম্মান করে, এটা তার জন্যে তার মালিকের কাছে (একটি) উত্তম কাজ (বলে বিবেচিত হবে, একথাও মনে রেখো), সেসব জস্ত ছাড়া-সেগুলোর কথা তোমাদের জন্যে (কোরআনে) পাঠ করা হয়েছে, অন্য সব চতুর্পদ জস্তই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, অতএব তোমরা মূর্তি (পূজা)-র অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থেকো এবং বেঁচে থেকো (সব ধরনের) মিথ্যা থেকে,

৩১. আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিষ্ঠাবান (হও), তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করে, তার অবস্থা হচ্ছে, সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়লো, অতপর (মাঝ পথে) কোনো পাখী যেন তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা (যদীনে পড়ার আগেই) বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে কোনো (অজ্ঞাতনামা) স্থানে ফেলে দিলো।

৩২. এ হলো (যোশরেকদের পরিণাম, অপর দিকে) কেউ আল্লাহ তায়ালার নির্দশনসমূহকে সম্মান করলে তা তার অন্তরের তাকওয়ার মধ্যেই (শামিল) হবে।

৩৩. (হে মানুষ, এসব (পশু) থেকে তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নানাবিধ উপকার (গ্রহণ করার ব্যবস্থা) রয়েছে, অতপর (মনে রেখো),

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْرَ  
اللهِ فِي آيَاتِ مَعْلُومٍ عَلَى مَا رَزَقْهُمْ مِنْ  
بِهِمْيَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا  
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ<sup>৩৪</sup>  
ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفْهِمَهُمْ وَلِيُوفِوا نُذْنُورَهُمْ  
وَلِيَطْوِفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ<sup>৩৫</sup>

ذَلِكَ وَمَنْ يَعْظِمْ حِرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ  
لَهُ عَنَّ رِبِّهِ وَأَحْلَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
مَا يَتْلُى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ  
الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ<sup>৩৬</sup>

حَنَفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ  
يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ  
فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي  
مَكَانٍ سَحِيقٍ<sup>৩৭</sup>

ذَلِكَ وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ  
تَّقْوَى الْقُلُوبِ<sup>৩৮</sup>

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى أَجَلٍ مَسْمَى ثُمَّ  
↓

তাদের (কোরবানীর) স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির  
সন্নিকটে।

مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

৪

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যেই আমি (পশু) কোরবানীর এ নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে করে (সেই) লোকেরা সেসব পশুর ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নিতে পারে, যা তিনি তাদের দান করেছেন; তোমাদের মাঝে হচ্ছেন একজন, অতএব তোমরা তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথা নত করো; (হে নবী), তুমি (আমার) বিনীত বান্দাদের (সাফল্যের) সুসংবাদ দাও,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَنْ كُرُوا اسْرَ  
الله عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بِهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  
فَالْهُكْمُ لِللهِ وَاحْدَهِ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ  
الْمُخْبِتِينَ

৩৫. (এ বিনীত বান্দা হচ্ছে তারা,) যাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করা হলে (ভয়ে) তাদের অন্তরাঙ্গ কেঁপে ওঠে, যতো বিপদ (মসিবত তাদের ওপর) আসুক না কেন যারা তার ওপর দৈর্ঘ ধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, (সর্বোপরি) আমি তাদের যে রেয়েক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে।

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ  
وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقْيِمِينَ  
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ

৩৬. আমি তোমাদের জন্যে (কোরবানীর) উটগুলোকে আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) নির্দেশনসমূহের মধ্যে (শামিল) করেছি, এতে তোমাদের জন্যে মৎগল নিহিত রয়েছে, অতএব সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় (যবাই করার সময়) তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নাও, অতপর (যবাই শেষে) তা যখন একদিকে পড়ে যায় তখন তোমরা তার (গোশত) থেকে নিজেরা খাও, যারা এমনই (আল্লাহর রেয়েকে) সন্তুষ্ট আছে তাদের এবং যারা (তোমার কাছে) সাহায্যপ্রার্থী হয়, এদের সবাইকে খাওয়াও; এভাবেই আমি এ (জন্ম)-দের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা (আল্লাহ তায়ালার) শোকর আদায় করতে পারো।

وَالْبُنَانَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ  
لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْرَ اللهِ عَلَيْهَا  
صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبًا فَكُلُوا  
مِنْهَا وَآطِعُوا الْقَانَعَ وَالْمَعْتَرَ كَنْ لِكَ  
سَخْرَنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ

৩৭. (মনে রেখো) আল্লাহ তায়ালার কাছে (কিন্তু) কখনো (কোরবানীর) গোশত ও রক্ত পৌছায় না; বরং তাঁর কাছে পৌছায় তোমাদের তাকওয়াটুরুই; এভাবে তিনি এ (জন্ম)-দের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে যে (দীনের) পথ তিনি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন তার (সে অনুগ্রহের) জন্যে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারো; (হে নবী,) নিষ্ঠার সাথে যারা নেক কাজ করে তুমি তাদের (জান্মাত্রে) সুসংবাদ দাও।

لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلِكِنْ  
يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَنْ لِكَ سَخْرَهَا  
لَكُمْ لَتَكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هُلِّ كُمْ وَبَشِّرْ  
الْمُحْسِنِينَ

৩৮. আল্লাহ তায়ালাই সে সব লোকদেরকে (যালেমদের থেকে) রক্ষা করেন, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে; আল্লাহ তায়ালা কোনো বিশ্বাসঘাতক ও না-শোকর বান্দাকে ভালোবাসেন না।

إِنَّ اللهَ يَدْفِعُ عَنِ الْذِينَ آمَنُوا إِنَّ  
اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِيْنَ كَفُورِ

৫

৩৯. যাদের বিরঞ্চে যুদ্ধ চালানো হচ্ছিলো, তাদেরও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো, কেননা তাদের ওপর সত্যিই যুলুম করা হয়েছিলো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এ (মায়লুম)-দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম,

৪০. যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে— শুধু এ কারণে যে, তারা বলেছিলো, আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা; যদি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে ধ্রংস না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খ্রিস্টানদের) উপাসনালয় ও গির্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, (ধ্রংস হয়ে যেতো ইহুদীদের) এবাদাতের স্থান ও (মুসলমানদের) মাসজিদ সমূহও— যেখানে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর (দীনের) সাহায্য করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

৪১. আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, (তৃতীয়ত) আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দেবে (চতুর্থত) তারা মন্দ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে, তবে সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই এখতিয়ারভুক্ত।

৪২. (হে নবী,) এ লোকেরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে (তাতে তোমার উদ্দেগের কিছুই নেই), এদের আগে নৃহের জাতি, আদ ও সামুদ্রের লোকেরাও (তাদের নবীদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো,

৪৩. ইবরাহীমের জাতি এবং লুতের জাতিও (তাই করেছিলো),

৪৪. (আরো করেছে) মাদইয়ানের অধিবাসীরা, মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তারপরও আমি কাফেরদের ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অতপর (সময় এসে গেলে) আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করেছি, কি ভয়ংকর ছিলো আমার (সে) আশাৰ!

৪৫. আমি ধ্রংস করেছি (আরো) অনেক জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম, অতপর তা (বিধ্বস্ত হয়ে) মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো, (কতো) কৃত পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, (কতো) শখের সুন্দর প্রাসাদ বিরান হয়ে ধ্রংসন্তুপে পরিণত হয়ে গেছে!

أَذِنْ لِلّٰهِ يَنْ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا  
وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرٍ هُرَبَ لَقَدْ يَرِ

الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ  
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا هُوَ رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْلَا دَفْعَ  
اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَضٍ لَهُمْ مَتَّ  
صَوَاعِمُ وَبَيْعٌ وَصَلَوةٌ وَمَسْجِدٌ يَنْ كَرِ  
فِيهَا أَشْرُكُ اللّٰهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مِنْ  
يُنْصَرَةً إِنَّ اللّٰهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ

الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَاتَّوْا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهُ  
عَاقِبَةُ الْأَمْرِ

وَإِنْ يَكُنْ بُوكَ فَقَدْ كَلَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ  
نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ

وَقَوْمٌ أَبْرَهِيرٌ وَقَوْمٌ لَوَطٌ  
وَاصْحَابُ مَلَيَّنَ وَكَلِّبُ مُوسَى  
فَأَمْلَيْتُ لِلْكُفَّارِينَ ثُمَّ أَخْلَقْتُهُمْ  
فَكَيْفَ كَانَ تَكْبِيرُ

فَكَائِنُ مِنْ قَرَيْةٍ أَهْلَكُنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ  
فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشَهَا وَبَئْرٌ مَعْطَلَةٌ  
وَقَصْرٌ مَشِيلٌ

৪৬. এরা কি যমীনে ঘুরে ফিরে (এগুলো পর্যবেক্ষণ) করেনি? (পর্যবেক্ষণ করলে) এদের অস্ত্র এমন হবে যা দ্বারা এরা তা বুঝতে পারবে, তাদের কান এমন হবে যা দ্বারা তারা শুনতে পারবে, আসলে (এদের) চোখ তো কখনো অঙ্গ হয়ে যায় না, অঙ্গ হয়ে যায় সে অস্তর, যা মনের ভেতর (লুকিয়ে) থাকে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٍ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلِكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

৪৭. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আয়াবের ব্যাপারে তাড়াছড়ো করে, (তুমি বলো) আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না; তোমার মালিকের কাছে যা একদিন, তা তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَزَابِ وَلَئِنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْ رَبِّكَ كَآلِفٌ سَنَةٌ مِمَّا تَعْلَمُونَ

৪৮. আরো কতো জনপদ! তাদেরও আমি (প্রথম দিকে) চিল দিয়ে রেখেছিলাম, অথচ তারা ছিলো যালেম, অতপর আমি তাদের (কঠিনভাবে) পাকড়াও করেছি, (পরিশেষে সবাইকে তো) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

وَكَائِنٍ مِنْ قَرِيبٍ أَمْلِكْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخْلَقْتُهَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

৬

৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে (আয়াবের) সুস্পষ্ট সর্তককারী আমার কাছেই মাত্র।

مِبْينٍ

৫০. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) ক্ষমা ও সমানজনক জীবিকা।

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

৫১. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তারা এমন সব লোক (যারা) জাহানামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ سَعَوا فِي أَيْتَنَا مُعْجَزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيرِ

৫২. (হে নবী,) আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী কিংবা রসূলই পাঠাইনি যে, যখন সে (নবী আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ার) আগ্রহ প্রকাশ করেছে তখন শয়তান তার সে আগ্রহের কাজে (কাফেরদের মনে) সন্দেহ ঢেলে দেয়নি, অতপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানের নিষ্ক্রিয় (সন্দেহগুলো) মিটিয়ে দেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের আয়াতসমূহকে (আরো) ম্যবুত করে দেন, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞ কুশলী,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا ذَا تَمَنِيَ الْقَيْ الشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يَحْكِمُ اللَّهُ أَيْتِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

৫৩. তিনি যেন (এর মাধ্যমে) শয়তানের প্রক্ষিপ্ত (সন্দেহ)-গুলোকে সেসব মানুষের পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিতে পারেন, যাদের

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَنَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ  
وَإِنَّ الظَّلَمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيلٌ<sup>⑩</sup>

৫৪. যাদের (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটাই তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, অতপর তারা যেন তাতে (পুরোপুরি) ঈমান আনে এবং তাদের মন যেন সে দিকে আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যারা ঈমান এনেছে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ أَحَدُ  
هُنَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ  
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٌ إِلَّا مَنْ  
إِلَى صِرَاطِ مَسْتَقِيرٍ<sup>⑪</sup>

৫৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, তারা এ (কোরআনের) ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা থেকে কখনো বিরত হবে না, যতোক্ষণ না একদিন আকস্মিকভাবে তাদের ওপর কেয়ামত এসে পড়বে, অথবা তাদের ওপর ভয়ংকর দিনের আয়ার এসে পড়বে।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ  
حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَاتِيهِمْ  
عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ<sup>⑫</sup>

৫৬. সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার; তিনি তাদের সবার মাঝে ফয়সালা করবেন; যারা (তাঁর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে মোতাবেক) নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্মাতে অবস্থান করবে।

الْمُلْكُ يَوْمَئِنَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ  
فَالَّذِينَ يَأْمُنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَ فِي  
جَنْتِ النَّعِيمِ<sup>⑬</sup>

৫৭. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের জন্যে অপমানজনক আয়াবের ব্যবস্থা থাকবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّ بُوا بِأَيْتِنَا  
فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ<sup>⑭</sup>

৫৮. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে (তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে) নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়েছে, পরে (আল্লাহর পথে) নিহত হয়েছে, কিংবা (এমনিই) মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাদের উত্তম রেয়েক দান করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বোত্তম রেয়েকদাতা।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ  
قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيْرَقَنْمَرُ اللَّهِ رَزْقًا  
حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرِّزْقِينَ<sup>⑮</sup>

৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা (খুবই) পছন্দ করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রজাতাময় ও একান্ত সহনশীল।

لَيْلَ خَلَنَمْ مَلَ خَلَلَ يَرْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ  
لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>⑯</sup>

৬০. এ হচ্ছে (প্রকৃত অবস্থা, অপরদিকে) কোনো ব্যক্তি যদি (দুশ্মনকে) ততোটুকুই কষ্ট দেয়, যতোটুকু কষ্ট তাকে দেয়া হয়েছিলো, অতপর তার ওপর (যদি) বাড়াবাড়ি করা হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এ (ম্যালুম) ব্যক্তির সাহায্য করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقَبَ بِهِ  
ثُمَّ بُغَى عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ<sup>⑰</sup>

তায়ালা (মানুষের) পাপ মোচন করেন এবং (তাদের)  
ক্ষমা করেন।

لَعْفُ غَفُورٍ ﴿٤﴾

৬১. এটা (হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম,) নিসদেহে আল্লাহ  
তায়ালা রাতকে দিনের মধ্যে আবার দিনকে রাতের  
মধ্যে চুকিয়ে দেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু<sup>۱۳۸</sup>  
শোনেন সব কিছুই দেখেন।

بِصِيرٍ ﴿۱۴﴾

৬২. এটা (হচ্ছে আল্লাহর বিধান,) কেননা আল্লাহ  
তায়ালাই (একমাত্র) সত্য, যাদের এরা তাঁর বদলে  
ডাকে, তা সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা এবং আল্লাহ  
তায়ালাই সমুচ্ছ, তিনিই মহান।

هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۱۵﴾

৬৩. তুমি কি দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে)  
আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (পানি  
পেয়ে কিভাবে) যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে;  
নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মেহপরায়ণ, তিনি সৃষ্টি  
বিষয়েরও খবর রাখেন,

الْمَرْتَأَةُ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾

৬৪. আসমানসমূহ ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে  
সবই তাঁর জন্যে; আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের)  
অভাবমুক্ত ও প্রশংসন্ন একমাত্র মালিক।

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۷﴾

৬৫. তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা  
(কিভাবে) যমীনে যা কিছু আছে তাকে এবং সমুদ্রে  
বিচরণশীল জলযানকে নিজের আদেশক্রমে তোমাদের  
অধীন করে দিয়েছেন; তিনিই আসমানকে ধরে  
রেখেছেন যাতে করে তা যমীনের ওপর পড়ে না  
যায়, কিন্তু তাঁর আদেশ হলে (সেটা ভিন্ন কথা);  
অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে মেহপ্রবণ ও  
দয়াবান।

الْمَرْتَأَةُ إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيَسِّعُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِأَذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۸﴾

৬৬. তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, অতপর  
তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পুনরায় তিনিই  
তোমাদের জীবন দান করবেন, অবশ্যই মানুষ  
অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

وَهُوَ الَّذِي أَخْيَأَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُحِيقُكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۱۹﴾

৬৭. প্রত্যেক জাতির জন্যেই আমি (এবাদাতের  
কিছু আচার) অনুষ্ঠান ঠিক করে দিয়েছি যা তারা  
পালন করে, অতএব এ ব্যাপারে তারা যেন কথনো  
তোমার সাথে কোনো তর্ক না করে, (মানুষদের)  
তুমি তোমার মালিকের দিকে ডাকতে থাকো,

অবশ্যই তুমি সঠিক পথের ওপর রয়েছো।

إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ<sup>১৭</sup>

৬৮. (তারপরও) তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতভা করে তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা (আমার সাথে) যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>১৮</sup>

৬৯. তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) মতবিরোধ করছিলে, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন।

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ<sup>১৯</sup>

৭০. তুমি কি জানো না, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, এর সবকিছুই একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে, এ (প্রক্রিয়া)-টা আল্লাহ তায়ালার কাছে অবশ্যই সহজ একটি কাজ।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ<sup>২০</sup>

৭১. (তারপরও) তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন সব কিছুর গোলামী করে, যার সমর্থনে তিনি কোনো দলীল-প্রমাণ নাফিল করেননি এবং যে ব্যাপারে তাদের নিজেদেরও কোনো জান নেই; বস্তুত (কেয়ামতের দিন) যালেমদের কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَنًا وَمَا لَيْسَ لَهُ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نِصْيَرٍ<sup>২১</sup>

৭২. (হে নবী,) যখন এদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তুমি কাফেরদের চেহারায় (তীব্র) অসন্তোষ দেখতে পাবে; অবস্থা দেখে মনে হয়, যারা তাদের সামনে আমার আয়াত তেলাওয়াত করছে— এরা বুঝি এখনি তাদের ওপর হামলা করবে; (হে নবী), তুম বলো, আমি কি তোমাদের এর চাইতে মন্দ কিছুর সংবাদ দেবো? (এবং তা হচ্ছে জাহানামের) আগুন; আল্লাহ তায়ালা এর ওয়াদা করেছেন— (ওয়াদা করেছেন) তাদের সাথে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে, আবাসস্থল হিসেবে তা কতো নিকৃষ্ট!

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَلَوَّنُ عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا قُلْ أَفَانِيئِكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ الْأَنَارُ وَعَنْ هَا اللَّهُ أَلَّا ذِيَّنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ<sup>২২</sup>

৭৩. হে মানুষ, (তোমাদের জন্যে এখানে) একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, কান পেতে তা শোনো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমরা যাদের ডাকো, তারা তো কখনো (ক্ষুদ্র) একটি মাছিও তৈরী করে দেখাতে পারবে না, যদি এ (কাজের) জন্যে তারা সবাই একত্রিত হয় (তবুও নয়); (এমনকি) যদি সে (মাছি) তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা তার কাছে থেকে তাও ছাড়িয়ে নিতে

يَا يَاهُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَلَعَّبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلِبْهُمُ الْذَبَابُ شَيْئًا<sup>২৩</sup>

পারবে না; কতো দুর্বল যারা (এদের কাছে সাহায্য) **لَا يَسْتَنْقِلُ وَهُوَ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ**  
 প্রার্থনা করে; কতো দুর্বল তারা যাদের কাছে (এ  
 সাহায্য) প্রত্যশা করা হয়। **وَالْمَطْوُبُ** ৭৩

৭৪. (আসলে) এ (মুর্দ্দ) ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালাকে **مَا قَلَ رَوَاهُ اللَّهُ حَقٌّ قَدِرٌ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ**  
 কোনো মূল্যায়নই করতে পারেনি, ঠিক যেভাবে (তাঁর  
 ক্ষমতার) মূল্যায়ন করা উচিত ছিলো; আল্লাহ তায়ালা  
 নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী। **عَزِيزٌ** ৭৪

৭৫. আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে  
 বাণীবাহক মনোনীত করেন, মানুষদের ভেতর থেকেও **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلِئَةِ رَسُلًا وَمِنَ**  
 (তিনি বাণীর গ্রহীতা বাছাই করেন); অবশ্যই আল্লাহ  
 তায়ালা সবকিছু শোনেন ও সব কিছু দেখেন। **النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصِيرٍ**

৭৬. তাদের সামনে যা আছে তা (যেমনি) তিনি  
 জানেন, (তেমনি) জানেন তাদের পেছনে যা আছে  
 তাও; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার কাছেই সবকিছুকে  
 ফিরে যেতে হবে। **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ**  
**وَإِلَّا اللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ** ৭৫

৭৭. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (আল্লাহ  
 তায়ালার সামনে) ঝুঁকু করো, সাজ্দা করো এবং  
 তোমাদের মালিকের যথাযথ এবাদাত করো, নেক  
 কাজ করতে থাকো, আশা করা যায় তোমরা মুক্তি  
 পাবে। **يَا يَاهَا أَلَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا**  
**وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ**  
**تُفْلِحُونَ** ৭৭

৭৮. তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথে জেহাদ করো,  
 যেমনি তাঁর জন্যে জেহাদ করা (তোমাদের)  
 উচিত, তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদেরই  
 মনোনীত করেছেন এবং (এ) জীবনবিধানের ব্যাপারে  
 তিনি তোমাদের ওপর কোনো সংক্রীণতা রাখেননি,  
 তোমরা তোমাদের (আদি) পিতা ইবরাহীমের দ্বিনের  
 ওপর (প্রতিষ্ঠিত থেকে); সে আগেই তোমাদের  
 'মুসলিম' নাম রেখেছিলো, এর (কোরআনের)  
 মধ্যেও (তোমাদের এ নামই দেয়া হয়েছে),  
 (তোমাদের) রসূল যেন তোমাদের (মুসলিম হবার)  
 ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে, আর তোমারাও  
 (গোটা) মানব জাতির ওপর (আল্লাহর দ্বিনের) সাক্ষ্য  
 প্রদান করতে পারো, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো,  
 যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ তায়ালার রশি  
 শক্তভাবে ধারণ করো, তিনিই তোমাদের একমাত্র  
 অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক (তিনি), কতো  
 উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)! **وَجَاهِينَ وَأَفِي اللَّهِ حَقٍّ جِهَادِهِ هُوَ**  
**اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الِّيْنِ**  
**مِنْ حَرَاجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ**  
**هُوَ سَمِّكُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي**  
**هُنَّ الْيَقُونُ الرَّسُولُ شَهِيدٌ أَعْلَيْكُمْ**  
**وَتَكُونُوا شَهَادَةَ عَلَى النَّاسِ فَاقْيِمُوا**  
**الصَّلَاةَ وَاتُوا الزَّكُوَةَ وَاعْتِصِمُوا بِاللَّهِ**  
**هُوَ مَوْلَكُكُمْ فَنِعْمَ الْبَوْلَ وَنِعْمَ**  
**النَّصِيرُ** ৭৮

১. নিসদেহে (সেসব) ঈমানদার মানুষরা মুক্তি পেয়ে  
গেছে-

قَدْ أَفْلَحَ اللَّٰهُ مُؤْمِنُوْنَ ①

২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবন্ত থাকে,

الَّذِينَ هُرِفُوا فِي مَلَاتِهِمْ خَشِعُوْنَ ②

৩. যারা অথবীন বিষয় থেকে বিমুখ থাকে,

وَالَّذِينَ هُرِفُوا عَنِ الْغُوْرِ مُعْرِضُوْنَ ③

৪. যারা (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে,

وَالَّذِينَ هُرِفُوا لِلزَّكٰةِ فَعِلُوْنَ ④

৫. যারা তাদের যৌন অংগসমূহের হেফায়ত করে,

وَالَّذِينَ هُرِفُوا لِفِرْوَجِهِمْ حَفِظُوْنَ ⑤

৬. তবে নিজেদের স্বামী-ত্রী, কিংবা (পুরুষদের বেলায়) নিজেদের অধিকারভুক্ত (দাসী)-দের ওপর (এ বিধান প্রযোজ্য) নয়, (এখানে যৌন অংগসমূহের হেফায়ত না করলে) কখনো তারা তিরকৃত হবে না,

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُرِفُوا  
অন্য কোনো (পছায় যৌন কামনা চরিতার্থ করতে)  
চায়, তাহলে তারা হবে সীমালংঘনকারী,  
الْعَدُوْنَ ⑥

৮. যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও (অন্যদের দেয়া) প্রতিশ্রুতিসমূহের হেফায়ত করে,

وَالَّذِينَ هُرِفُوا لِامْتِهْمَرِ وَعَهْلِهِمْ (عوْنَ ⑦)

৯. যারা নিজেদের নামাযসমূহের ব্যাপারে (সমধিক) যত্নবান হয়;

وَالَّذِينَ هُرِفُوا مَلْوَثِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ⑧

১০. এ লোকগুলোই (হচ্ছে মূলত যমীনে আমার যথার্থ) উত্তরাধিকারী,

أُولَئِكَ هُرِفُوا لِلورْثَوْنَ ⑨

১১. যারা হবে জাল্লাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

خَلِدُوْنَ ⑩

১২. আমি অবশ্যই মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে  
পয়দা করেছি,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانَ مِنْ سُلْلَةِ مِنْ طِيْنٍ ⑪

১৩. অতপর তাকে আমি শুক্রকীট হিসেবে একটি সংরক্ষিত জায়গায় (সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে) রেখে দিয়েছি,

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارِ مَكَيْنٍ ⑫

১৪. এরপর এ শুক্রবিন্দুকে আমি এক ফোঁটা জমাট রক্তে পরিণত করি, অতপর এ জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি, (কিছুদিন পর) এ পিণ্ডকে অঙ্গী পাঁজরে পরিণত করি, তারপর (এক সময়) এ অঙ্গী পাঁজরকে আমি গোশতের পোশাক পরিয়ে দেই, অতপর (বানানোর প্রক্রিয়া শেষ করে) আমি তাকে (সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক সৃষ্টি- (পূর্ণাঙ্গ মানুষ) পয়দা করি; আল্লাহ তায়ালা কতো উত্তম সৃষ্টিকর্তা (কতো নিপুণ তাঁর সৃষ্টি);

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلْقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ  
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظِيْمًا فَكَسَوْنَا  
الْعَظِيْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخَرَ  
فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِيْنَ ⑬

১৫. এরপর (এক সময়) তোমরা অবশ্যই মৃত্যু মুখে  
পতিত হবে;

٦٥) إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَمَّرُونَ

১৬. তারপর ক্ষেয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই  
পুনরুত্থিত হবে।

٦٦) إِنَّكُمْ يَوْمَ القيمة تَبْعَثُونَ

১৭. আমি তোমাদের ওপর সাত আসমান বানিয়েছি।  
আমি কখনো আমার সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন নই।

وَلَقَنْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا

كُنَّا عِنِ الْخُلْقِ غَفِلِينَ

১৮. আমি আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ  
করেছি এবং সে পানি যমীনে সংরক্ষণ করে রেখেছি,  
আবার (সেখান থেকে) তা (উড়িয়ে) নিয়ে যাবার  
ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرِ فَآسِكِنَهُ فِي  
الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِهِ لَقِدْ رُونَ

১৯. তারপর (সংরক্ষিত সেই পানি) দিয়ে আমি  
তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি  
করি। তোমাদের জন্যে তাতে প্রচুর ফল পাকড়াও  
(উৎপাদিত) হয়, আর তা থেকে তোমরা (পর্যাপ্ত)  
আহার (গ্রহণ) করো,

فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِ جَنِّتَ مِنْ نَخِيلٍ  
وَأَعْنَابٍ مَلَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرٌ  
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

২০. সিনাই পাহাড়ে তেল (-এর উপাদান) নিয়ে এক  
প্রকার গাছ জন্ম লাভ করে, খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্যে  
তা ব্যঙ্গন (হিসেবেও ব্যবহৃত) হয়।

وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ  
تَنْبُتُ بِالْهُنْدِ فِيهَا مَصْبِغٌ لِلْأَكْلِيَنِ

২১. অবশ্যই তোমাদের জন্যে চতুর্পদ জন্মুর মাঝে  
(প্রচুর) শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; তার পেটের ভেতরে  
(দুধের) যা কিছু আছে তা থেকে আমি তোমাদের পান  
করাই, (এ ছাড়াও) তোমাদের জন্যে তাতে অনেক  
উপকারিতা রয়েছে, তার (গোশত) থেকে তোমরা  
তো আহারও গ্রহণ করো।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيمَرْ  
مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرٌ  
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

২২. (আবার কিছু আছে) তার ওপর তোমরা আরোহণ  
করো, (অবশ্য) নৌ-যানেও তোমাদের (মাঝে মাঝে)  
আরোহণ করানো হয়।

وَعَلَيْهِمَا وَقَى الْفَلَكِ تُحَمِّلُونَ

২৩. আমি নৃহকে তার জাতির কাছে (হেদয়াত নিয়ে)  
পাঠিয়েছিলাম, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি,  
তোমরা এবাদাত করো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার,  
তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো মারুদ নেই;  
তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ  
يَقُولُونَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ  
أَفَلَا تَتَّقُونَ

২৪. তার জাতির মোড়লরা, যারা (আগে থেকেই)  
কুফরী করছিলো- (একে অন্যকে) বললো, এ তো  
তোমাদের মতোই একজন মানুষ, (আসলে) এ ব্যক্তি  
তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চায়; আল্লাহ তায়ালা  
যদি (নবী পাঠাতেই) চাইতেন তাহলে ফেরেশতাদেরই  
(নবী করে) পাঠাতেন, আমরা তো এমন কোনো  
ঘটনা আমাদের পূর্বপুরুষদের যমানায়ও (ঘটেছে  
বলে) শুনিনি।

فَقَالَ الْمَلَوُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا  
هُنَّ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَفَضَّلَ  
عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَئِكَةً  
مَّا سَمِعْنَا بِهِمْ أَفِي أَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

২৫. এ এমন একজন মানুষ, যার মধ্যে (মনে হয় কিছু) পাগলামী এসে গেছে, (তোমরা তার কথায় কান দিয়ো না), বরং এর ব্যাপারে কয়টা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرْبَصُوا بِهِ  
حَتَّىٰ حِينٍ ⑤

২৬. সে (নৃহ) বললো, হে আমার রব, এরা যেহেতু আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তুমি (তাই তাদের মোকাবেলায়) আমাকে সাহায্য করো।

قَالَ رَبِّ انصَرْنِي بِمَا كَلَّ بُونِ ⑥

২৭. অতপর আমি তার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠ্যালাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমারই ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো, তারপর যখন আমার (আয়াবের) আদেশ আসবে এবং (যদীনের) চুপ্পি প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন (সব কিছু থেকে) এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেবে, তোমার পরিবার পরিজনদেরও (উঠিয়ে নেবে, তবে) তাদের মধ্যে যার (শাস্তির) ব্যাপারে (আল্লাহ তায়ালার) সিদ্ধান্ত এসে গেছে তার কথা আলাদা, যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরায়ি পেশ করো না, অবশ্যই (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই।

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا  
وَوَحْيَنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْورُ  
فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ  
وَأَهْلَكْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ  
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ  
مُغْرِقُونَ ⑦

২৮. তুমি এবং তোমার সাথীরা যখন (নৌকায়) আরোহণ করো তখন বলো, সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের (একটি) অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার করেছেন।

فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فِي  
الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا  
مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ⑧

২৯. তুমি আরো বলো, হে আমার রব, তুমি আমাকে বরকতপূর্ণ স্থানে নামিয়ে দাও, একমাত্র তুমই পারো আমাকে ভালোভাবে নামিয়ে দিতে।

وَقُلْ رَبِّي أَنْزَلْنِي مِنْ لَأَنْزَلَ مِنْ لَأَنْزَلَ  
خَيْرَ الْمَنْزَلِيْنَ ⑨

৩০. নিসন্দেহে এ (কাহিনীর) মধ্যে আমার (কুদরতের) নির্দর্শন রয়েছে, অবশ্যই আমি (মানুষদের) পরীক্ষা নিয়ে থাকি।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ⑩

৩১. অতপর এদের পরে আমি আরেক জাতি পয়দা করেছি,

تُمْ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قَرْنَأً أَخْرِيْنَ ⑪

৩২. আমি তাদের কাছে তাদেরই একজনকে নবী করে পাঠিয়েছি (যেন), তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মারুদ নেই; তোমরা কি (সে আয়া দেখেও) সাবধান হবে না?

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رُسُوْلًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا  
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ أَفَلَا تَتَقَوْنَ ⑫

৩৩. (এর জবাবে) তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা, যারা (আল্লাহকে) অস্বীকার করেছে, মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে পরকালে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) সাক্ষাতের বিষয়টিকেও,

وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
وَكَذَّ بُوَا بِلْقَاءَ الْآخِرَةِ ⑬

(সর্বোপরি) যাদের আমি দুনিয়ার জীবনে প্রচুর ভোগসামগ্রী দিয়ে রেখেছিলাম— তারা বললো, এ ব্যক্তিটি তো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তোমরা যা খাও সেও তা খায়, তোমরা যা কিছু পান করো সেও তা পান করে,

وَاتْرَفِنُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا «مَا هُنَّ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» يَا كُلُّ مِمَّا تَأكِلُونَ مِنْهُ وَيُشَرِّبُ مِمَّا تَشَرِّبُونَ ﴿٣﴾

৩৪. তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষকে (নরী হিসেবে) মেনে চলো; তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে,

وَلَئِنْ أَطْعَمْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنْ كَمْ إِذَا لَخْسِرَوْنَ ﴿٤﴾

৩৫. (এ) ব্যক্তিটি কি তোমাদের সাথে এই ওয়াদা করছে যে, তোমরা যখন মরে যাবে, যখন তোমরা মাটি ও হাড়িতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে আবার) উঠিয়ে আনা হবে?

أَيَعْلُمُ كُمْ أَنْكَمْ إِذَا مِتْمَرْ وَكَنْتَمْ تَرَابًا عَظَامًا أَنْكَمْ مُخْرَجُونَ ﴿৫﴾

৩৬. (আসলে) তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা অসম্ভব অসম্ভব।

هَيَاهَتْ هَيَاهَتْ لِمَا تَوْعَدُونَ ﴿৬﴾

৩৭. (তারা বললো, কিসের আবার পুনরঢান?) দুনিয়ার জীবনই হচ্ছে আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা (এখানে) মরবো, (এখানেই) বাঁচবো, আমাদের কখনোই পুনরঢান করা হবে না।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَا تَنَا الَّذِي نَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿৭﴾

৩৮. (নবুওতের দাবীদার) এ ব্যক্তি আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আমরা তার ওপর ঝীমান আনবো না।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِّيَّا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿৮﴾

৩৯. সে আল্লাহ তায়ালাকে বললো, হে আমার রব, এরা যেহেতু আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, (তাই) তুমি আমাকে সাহায্য করো।

قَالَ رَبِّ اনْصُرْنِي بِمَا كَلَّ بِوْنَ ﴿৯﴾

৪০. আল্লাহ তায়ালা বললেন, অচিরেই এরা (নিজেদের কর্মকান্ডের জন্যে) অনুত্পন্ন হবে।

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيصِبْحَنْ نِلِ مِينَ ﴿১০﴾

৪১. অতপর (একদিন) এক মহাতাড়ব এসে তাদের ওপর আঘাত হানলো এবং আমি তাদের সবাইকে তরঙ্গতাঢ়িত আবর্জনার সূপ সদৃশ (বস্তুতে) পরিণত করে দিলাম, যালেম সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর গ্যব নাখিল হোক।

فَأَخْلَقْتُهُمْ الصِّحَّةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَثَاءَ فَبَعْدَ الْلِّقَوْنَ الظَّلَمِيْنَ ﴿১১﴾

৪২. তাদের (ধৰংসের) পর আমি (আরো) অনেক জাতিকে সৃষ্টি করেছি;

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قَرْوَنَ أَخْرَيْنَ ﴿১২﴾

৪৩. কোনো জাতিই তার নির্দিষ্ট কাল (যেমন) ত্বরান্বিত করতে পারেনি, (তেমনি) তাকে কেউ কেউ বিলম্বিত করতে পারেনি;

مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمْمٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿১৩﴾

৪৪. অতপর আমি একের পর এক রসূল পাঠিয়েছি, যখনি কোনো জাতির কাছে তার রসূল এসেছে, (তখনই) তাকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسْلَنَا تَرَاجِلًا كَلَّمَا جَاءَ أَمَّةً رَسُولًا كَنْ بُوْهَ فَأَتَبْعَنَا بَعْضَهُمْ ﴿১৪﴾

অতপর আমিও ধ্রংস করার জন্যে তাদের এক এক জনকে একেক জনের পেছনে (ক্রমিক নম্বর) লাগিয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) আমি তাদের (ইতিহাসের) কাহিনী বানিয়ে দিয়েছি, ধ্রংস হোক সে জাতি, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে না।

**بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُ أَحَادِيثَ فَبَعْدَ الْقُوَّةِ  
لَا يُؤْمِنُونَ** ৪৪

৪৫. তারপর আমি আমার আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দিয়ে মূসা এবং তাঁর ভাই হারানকে পাঠিয়েছি,

**بِأَيْتِنَا وَسَلَطْنِي مِبْيَنٍ** ৪৫

৪৬. (তাদের আমি পাঠিয়েছি) ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে, কিন্তু তারা অহংকার করলো, তারা ছিলো একটি না-ফরমান জাতি,

**إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاسْتَكَبُرُوا وَكَانُوا  
قَوْمًا عَالِيًّا** ৪৬

৪৭. তারা বললো, আমরা কি আমাদের মতোই দুঁজন মানুষের ওপর ঈমান আনবো, (অথচ) তাদের জাতি হচ্ছে (বংশানুক্রমে) আমাদের সেবাদাস,

**فَقَالُوا إِنَّمَا لِبَشَرَيْنِ مِثْلُنَا وَقَوْمُهُمَا  
لَنَا عِبْدُونَ** ৪৭

৪৮. তারা তাদের উভয়কেই খিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্রংসপ্রাপ্ত মানুষদের দলভুক্ত হয়ে গেলো।

**فَكَلَّ بِوْهَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهَلَّكِينَ** ৪৮

৪৯. আমি মূসাকে (আমার) কিতাব দান করেছিলাম, আশা ছিলো যে, তারা (তা থেকে) হোয়াত লাভ করবে।

**وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ لَعَلَّهُمْ  
يَهْتَدُونَ** ৪৯

৫০. আমি মারইয়াম পুত্র (সিসা) ও তার মাকে (আমার কুন্দরতরে) নির্দশন বানিয়েছি এবং আমি তাদের এক নিরাপদ ও প্রস্তবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছি।

**وَجَعَلْنَا أَبِنَ مَرْيَمَ وَأَمَةَ آيَةٍ وَأَوْيَنْهُمَا  
إِلَى رَبِّوْهِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ** ৫০

৫১. হে রসূলো, তোমরা পাক পবিত্র জিনিসসমূহ খাও, (সব সময়) নেক আমল করো, তোমরা যা কিছু করো অবশ্যই আমি সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছি।

**يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيْبِتِ وَأَعْمَلُوا<sup>۱</sup>  
صَالِحًا إِنَّمَا بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ** ৫১

৫২. অবশ্যই তোমাদের জাতি (কিন্তু দ্বিনের বন্ধনে) একই জাতি, আর আমি হচ্ছি তোমাদের একমাত্র রব, তোমরা আমাকেই ভয় করো।

**وَإِنْ هُنَّ أَمْتَكِرُ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّ رَبَّكَمُ<sup>۲</sup>  
فَاتَّقُونِ** ৫২

৫৩. কিন্তু লোকেরা নিজেদের মাঝে বিষয়টাকে বিভক্ত করে দিয়েছে; আর প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই তারা খুশী।

**فَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بِيَنْهُمْ زِبْرًا كُلُّ حِزْبٍ<sup>۳</sup>  
بِمَا لَدَنِيَّهُ فِرَحُونَ** ৫৩

৫৪. (হে নবী), তুমি তাদের একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (নিজ নিজ) বিভাসিতে ছেড়ে দাও,

**فَلَنْ رَهْمَرِي فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِيَنِ** ৫৪

৫৫. তারা কি ধরে নিয়েছে যে, আমি তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি বাড়াতেই থাকবো?

**أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُمِيلُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ<sup>۵</sup>  
وَبِنِينِ** ৫৫

৫৬. আমি (সব সময়ই) তাদের জন্যে সকল প্রকার কল্যাণ ভূরাভিত করেই যাবোঁ (আসলে) এরা কিছুই বোঝে না ।

يَشْرُونَ ﴿٢﴾

أَنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ  
وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾  
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾  
مَشْفُقُونَ ﴿٤﴾

৫৮. যারা তাদের মালিকের (নায়িল করা) আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে,

৫৯. যারা তাদের মালিকের সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না,

৬০. যারা (তাঁর পথে) যা কিছু দিতে পারে (মৃত্যুহত্তে) দান করে, (তারপরও) তাদের মন ভীত কম্পিত থাকে, কেননা তারা অবশ্যই একদিন তাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবে,

৬১. এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা নেকীর কাজে সদা তৎপর থাকে, (এই কাজে) তারা (অন্যদের তুলনায়) অগ্রগামীও ।

৬২. আমি কারো ওপরই তার সাধ্যাতীত বোৰা চাপাই না, (এমন) একটি গ্রন্থ আমার কাছে (সংরক্ষিত) আছে, যা (তাদের কথা ঠিক) ঠিক বলে দেবে, (সেদিন) তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না ।

৬৩. বরং তাদের অস্তর এ বিষয়ে আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এ ছাড়াও তাদের (জীবনে) আরো বহুতরো (খারাপ) কাজ আছে যা তারা (সব সময়ই) করে থাকে ।

৬৪. (এরা এ থেকে কখনো বিরত হবে না) যতোক্ষণ না আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে নানা শাস্তি দ্বারা আঘাত করবো, (এমন হলে) তারা সাথে সাথেই আর্তনাদ করে ওঠবে;

৬৫. (আল্লাহর তায়ালা বলবেন,) আজ আর আর্তনাদ করো না, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না ।

৬৬. যখন আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে তেলোওয়াত করা হতো, তখন তোমরা উল্টো দিকে সরে পড়তে,

৬৭. (সরে পড়তে) নেহায়াত দষ্টভরে, (পরে সেখানে) অর্থহীন গল্ল-গুজব জুড়ে দিতে ।

৬৮. এরা কি (কোরআনের) কথার ওপর চিন্তা গবেষণা করে না, কিংবা তাদের কাছে (নতুন)

কিছু একটা) এসেছে যা তাদের বাপ দাদাদের  
কাছে আসেনি,

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রসূলকে চিনতেই  
পারেনি- (যে জন্যেই) তারা তাকে অঙ্গীকার করছে? ⑥

৭০. কিংবা তারা কি একথা বলে যে, তার সাথে (কোনো  
রকম) পাগলামী রয়েছে; বরং (আসল কথা হচ্ছে), রসূল  
তাদের কাছে সত্য (বাণী) নিয়ে হায়ির হয়েছে এবং  
তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্যকে অপছন্দ করে।

৭১. যদি 'সত্য' তাদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করতো,  
তাহলে আসমানসমূহ ও যমীন এবং আরো যা কিছু এ  
উভয়ের মাঝে আছে, অবশ্যই তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো;  
পক্ষান্তরে আমি তাদের কাছে তাদের (নিজেদের) কাহিনী  
নিয়েই এসেছি, কিন্তু (আশ্র্য), তারা (খুন) তাদের  
নিজেদের কথাবার্তা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

৭২. তবে কি (এরা মনে করে) তুমি এদের কাছে (বৈন ৬৩  
পৌছানোর জন্যে) কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী  
করছো, (অথচ তোমার জন্যে) তোমার মালিকের  
দেয়া পারিশ্রমিকই উত্তম, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম  
রেয়েকদাতা।

৭৩. অবশ্যই তুমি তাদের সঠিক পথের দিকে আহ্বান  
করছো।

৭৪. যারা আখেরাতের ওপর স্টীমান আনে না তারা  
অবশ্যই (হেদায়াতের) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে  
গেছে।

৭৫. যদি আমি এদের ওপর দয়া করি এবং যে বিপদ  
মসিবত তাদের ওপর আপত্তি হয়েছে তা যদি দূর  
করে দেই, তাহলেও এরা নিজেদের না-ফরমানীতে  
শক্তভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

৭৬. (অতপর) আমি এদের কঠোর আয়াব দ্বারা  
পাকড়াও করলাম, তারপরও এরা নিজেদের মালিকের  
প্রতি নত হলো না এবং কাতর প্রার্থনা পর্যন্ত (আমার  
কাছে) পেশ করলো না।

৭৭. এমন করতে করতে যেদিন (সত্য সত্যিই) আমি  
এদের ওপর কঠোর আয়াবের দুয়ার খুলে দেবো তখন  
তুমি দেখবে, এরা তাতে কতো হতাশ (হয়ে পড়বে)!

৭৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের (শোনার  
জন্যে) কান. (দেখার জন্যে) চোখ (ও চিন্তা গবেষণার  
জন্যে) মন দিয়েছেন, কিন্তু তোমাদের খুব অল্পই  
(এসব দানের) শোকের আদায় করো।

৭৯. তিনি তোমাদের বৎস বিস্তার করে যমীনে ছড়িয়ে  
রেখেছেন, (একদিন) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই  
একত্রিত করা হবে।

مَالِرِيَاتِ أَبَاءِهِمُ الْأَوَّلِينَ ⑦

أَمْ لَيَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ⑧

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَةٌ بَلْ جَاءُهُمْ بِالْحَقِّ ⑨

وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ⑩

وَلَوْ اتَّبَعُ الْحَقَّ أَهْوَاهُمْ لِفَسَدَتِ ⑪

السَّيْوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمِنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ ⑫

بَلْ كُرِهُهُمْ فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مَعْرُضُونَ ⑬

أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ ⑭

وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ⑮

وَإِنَّكَ لَتَنْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيرٍ ⑯

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ ⑰

الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ⑱

وَلَوْ رَحِمْهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بَهِمْ مِنْ ضُرٍ ⑲

لِلْجَوَافِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ⑳

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا ㉑

اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّونَ ㉒

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَلَّابٍ ㉓

شَلِيلٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ㉔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُرْسِيً السِّعْدَ وَالْأَبْصَارَ ㉕

وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا مَاتَشَكَّرُونَ ㉖

وَهُوَ الَّذِي ذَرَ أَكْرَمِ الْأَرْضِ وَالْيَمِ ㉗

تَحْشِرونَ ㉘

৮০. (তিনিই আল্লাহ) যিনি তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান, রাতদিনের আবর্তনও তাঁর (ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, এসব দেখেও) তোমরা কি (সত্য) অনুধাবন করবে না?

وَهُوَ الِّذِي يَحِيٌ وَبِمِيتٍ وَلَهُ اخْتِلَافٌ  
الْيَلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑭

৮১. (নবীদের সামনে) এরাও কিন্তু সে ধরনের (অর্থহীন) কথাই বলে, যেমনি করে তাদের আগের লোকেরা বলেছে।

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأُولُونَ ⑯

৮২. তারা বলেছে, আমরা যখন মরে যাবো, আমরা যখন মাটি ও হাড়িতে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا  
إِنَّا لَمَعْوَثُونَ ⑯

৮৩. (তারা আরো বলেছে, এভাবে) আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও (পুনরুত্থানের) এই ওয়াদা দেয়া হয়েছে, (মৃত্যুর পর আবার জীবনলাভের) এ কথাগুলো (আসলে) অতীত দিনের উপকথা যতীত আর কিছুই নয়।

لَقَدْ وَعَنَّا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذِهِ مِنْ  
قَبْلِ إِنْ هَذِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا سَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ⑭

৮৪. (হে নবী, এদের) জিজ্ঞেস করো, এ যদীনে এবং যদীনের মাঝে যা (কিছু সূষ্টি) আছে তা কার (মালিকানাধীন)?

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ⑯

৮৫. ওরা বলবে (হাঁ), সব কিছুই আল্লাহর; (তুমি) বলো, এরপরও তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

سَيِّقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑭

৮৬. তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, এ সাত আসমানের রব কে? মহান আরশের অধিপতিই বা কে?

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ  
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ⑯

৮৭. ওরা বলবে, (এসব কিছুই) আল্লাহর; তুমি বলো, তারপরও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না?

سَيِّقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ ⑭

৮৮. তুমি জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা (সত্যি সত্যিই) জানো তাহলে বলো, কার হাতে রয়েছে (আসমান যদীন) সবকিছুর একক সার্বভৌমত্ব? (হাঁ, তিনিই সবাইকে আশ্রয় দেন, কিন্তু তার ওপর কারো আশ্রয় চলে না।

قُلْ مَنْ بِيَنِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَعْلَمُ  
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑯

৮৯. ওরা বলবে, (হ্যাঁ) মহান আল্লাহ তায়ালা; তুমি বলো, তাহলে কোন দিক থেকে তোমাদের ওপর যাদু করা হচ্ছে।

سَيِّقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَإِنِّي تَسْحَرُونَ ⑭

৯০. আমি তো বরং (এই) সত্য কথাটিই এদের কাছে নিয়ে এসেছিলাম, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী!

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكُنُّ بُونَ ⑯

৯১. আল্লাহ তায়ালা (কাউকেই) সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি— না তাঁর সাথে অন্য কোনো মারুদ রয়েছে, যদি (তাঁর সাথে অন্য কোনো মারুদ) থাকতো তাহলে প্রত্যেক মারুদ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেতো এবং (এ মারুদরা) একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইতো। এরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা বলে তিনি তা থেকে অনেক পরিব্রত ও মহান।

مَا أَتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ  
مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَنَّ هَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ  
وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سَبَحَنَ اللَّهُ  
عَمَّا يَصْفُونَ ⑯

১২. دَعْشَّ يَأْدُشَّ، جَانَا أَجَانَا سَبَكِিছুর সম্যক  
ওয়াকেফহাল তিনি, এরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে  
অন্যদের) যেভাবে শরীক করে তিনি সে থেকে  
(অনেক) পবিত্র, অনেক মহান।

عَلَيْهِ الرَّغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ فَتَعْلَى عَمَّا  
يُشَرِّكُونَ ﴿١﴾

১৩. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার রব, যে  
(আয়াবের) ওয়াদা (এ কাফেরদের) সাথে করা হচ্ছে,  
তা যদি তুমি আমাকে দেখাতেই চাও-

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِينِي مَا يُوَعَّلُونَ ﴿٢﴾

১৪. (তাহলে) হে আমার রব, তুমি আমাকে যালেম  
সম্পদায়ের মধ্যে শামিল (করে এ আয়াব প্রত্যক্ষ)  
করায়ো না।

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقُوْمِ الظَّلِيمِينَ ﴿٣﴾

১৫. (হে নবী,) আমি তাদের কাছে যে (আয়াবের)  
ওয়াদা করেছি তা অবশ্যই তোমাকে দেখাতে সক্ষম।

وَإِنَّا عَلَى آنَّ نُرِيَّكَ مَا نَعِدُ هُنْ لَقِدْ رُوْنَ ﴿٤﴾

১৬. (হে নবী,) কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তুমি  
এমন পছ্যায় তা দূর করার চেষ্টা করো, যা হবে নিতান্ত  
উত্তম (পছ্য); আমি ভালো করেই জানি ওরা তোমার  
ব্যাপারে কি বলে।

أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ  
أَعْلَمُ بِمَا يَصْفُونَ ﴿٥﴾

১৭. (হে নবী) তুমি বলো, হে আমার রব, শয়তানদের  
যাবতীয় ওয়াসওয়াসা থেকে আমি তোমার আশ্রয়  
চাই,

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَزِّتِ الشَّيْطِينِ ﴿٦﴾

১৮. হে আমার রব, আমি এ থেকেও তোমার আশ্রয়  
চাই যে, শয়তান আমার (ধারে) কাছে ঘেঁষবে।

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ ﴿٧﴾

১৯. এমনকি (এ অবস্থায় যখন) এদের কারো মৃত্যু  
এসে হায়ির হবে, তখন সে বলবে, হে আমার রব,  
তুমি আমাকে (আরেকবার পৃথিবীতে) ফেরত পাঠাও,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَهْلَهُ الْمَوْتُ قَالَ  
رَبِّ ارْجِعُونَ ﴿٨﴾

১০০. যাতে করে (সেখানে গিয়ে) এমন কিছু নেক  
কাজ আমি করে আসতে পারি, যা আমি (আগে)  
ছেড়ে এসেছি, (তখন বলা হবে), না, তা আর কখনো  
হবার নয়; (মূলত) সেটা হচ্ছে এক (অসম্ভব) কথা, যা  
শুধু বলার জন্যেই সে বলবে, এদের সামনে থাকবে  
একটি যবনিকা সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা (কবর  
থেকে) পুনরঘৃত হবে!

لَعَلَى أَعْمَلِ صَالِحًا فَيَأْتِيَ تَرْكُتُ كَلَّا إِنَّهَا  
كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بِرَبِّ  
إِلَيْ يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿٩﴾

১০১. অতপর যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন  
তাদের মধ্যে আঞ্চীয়তার বক্তন (বলতে কিছুই  
অবশিষ্ট) থাকবে না, না তারা একজন আরেকজনকে  
কিছু জিজেস করতে যাবে!

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ  
يَوْمَئِنَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠﴾

১০২. (সেদিন) যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে  
তারাই হবে সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ যারা  
মুক্তিপ্রাপ্ত।

فَمِنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ  
الْمَفْلُحُونَ ﴿١١﴾

১০৩. আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে তারা  
হবে সেসব (ব্যর্থ) মানুষ- যারা নিজেদের জীবনকে  
(মিথ্যার পেছনে) বিনষ্ট করে দিয়েছে, তারা জাহানামে  
থাকবে চিরকাল।

وَمِنْ خَفْتَ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَئِكَ الَّذِينَ  
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمِ خَلِدُونَ ﴿١٢﴾

١٠٨. (জাহানামের) আগুন তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে দেবে, **تَلْفُوجَوْهُمُ النَّارُ وَهُرِفِيهَا كُلُّهُونَ** ⑥

তাতে (তাদের) চেহারা (জ্বালে) বীভৎস হয়ে যাবে।

١٠٩. (তাদের জিজ্ঞেস করা হবে,) এমন অবস্থা **الْمَرْتَكُنِي أَيْتِيَ تُّتَلِّي عَلَيْكُمْ فَكَنْتُرْ** ⑦<sup>^</sup>  
কি হয়নি যে, আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে  
পড়ে শোনানো হয়েছিলো এবং তোমরা তা অঙ্কীকার  
করেছিলে!

١٠٦. তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের **قَالُوا رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقَوْتَنَا وَكَنَّا**  
দুর্ভাগ্য আমাদের (চারিদিক থেকে) ঘিরে ধরেছিলো  
এবং নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম গোমরাহ সম্পদায়। **قَوْمًا ضَالِّينَ** ⑧

١٠٧. হে আমাদের রব, তুমি আমাদের এ (আগুন)  
থেকে বের করে নাও, আমরা যদি দ্বিতীয় বারও  
(দুনিয়ায়) ফিরে গিয়ে সীমালংঘন করি, তাহলে  
অবশ্যই আমরা যালেম হিসেবে পরিগণিত হবো।

١٠٨. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা অপমানিত  
হয়ে সেখানে পড়ে থাকো, (আজ) কোনো কথাই  
তোমরা আমাকে বলো না। **قَالَ أَخْسَئُوكُمْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ** ⑨

١٠٩. অবশ্যই আমার বান্দাদের মধ্যে একদল আছে,  
যারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা তোমার ওপর  
ঈমান এনেছি, অতপর তুমি আমাদের (দোষ  
ক্রটিসমূহ) মাফ করে দাও, তুমি আমাদের ওপর দয়া  
করো, তুমই হচ্ছো সর্বোত্তম দয়ালু।

١١٠. তোমরা এ লোকদেরই উপহাসের বক্তু বানিয়ে **فَاتَّخَنْ تَمْوِهِرْ سِخْرِيَا حَتَّى أَنْسُوكُمْ** ⑩<sup>^</sup>  
রেখেছিলে, এমনকি তা তোমাদের আমার স্মরণ পর্যন্ত  
ভুলিয়ে দিয়েছে, আর তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি  
তামাশাই করতে। **ذَكْرِي وَكَنْتُرْ مِنْهُمْ تَضَعِّفُونَ** ⑪

١١١. তাদের সে ধৈর্যের কারণেই আজ আমি **أَنِي جَزِيْتِهِمْ يَوْمًا بِمَا صَبَرُوا** ⑫<sup>^</sup>  
তাদের (এই) প্রতিফল দিলাম, (মূলত) তারাই হচ্ছে  
(সত্যিকার) সফল মানুষ। **أَنِي هُمُ الْفَائزُونَ** ⑬

١١٢. আল্লাহ তায়ালা বলবেন (বলো), তোমরা **قَلْ كَمْ لِبِشْتِرِي فِي الْأَرْضِ عَلَدْ سِنِّينَ** ⑭<sup>^</sup>  
পৃথিবীতে কতো বছর কাটিয়ে এসেছো?

١١٣. তারা বলবে, আমরা (সেখানে) অবস্থান  
করেছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু  
অংশ, তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো যারা হিসাব  
রেখেছে। **قَالُوا لَيْشَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَئَلَ**  
**الْعَادِينَ** ⑮

١١٤. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আসলে) তোমরা **قَلْ إِنْ لِبِشْتِرِي إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كَنْتُرْ** ⑯<sup>^</sup>  
পৃথিবীতে খুব সামান্য সময়ই কাটিয়ে এসেছো, কতো  
ভালো হতো যদি তোমরা (এ কথাটা) জানতে। **تَعْلَمُونَ** ⑰

١١٥. তোমরা কি (সত্যি সত্যিই) এটা ধরে নিয়েছিলে  
যে, আমি তোমাদের এমনই অনর্থক পয়দা করেছি  
এবং তোমাদের (কখনোই) আমার কাছে একত্রিত  
করা হবে না,

**أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتُكُمْ عَبْثًا وَأَنْكُمْ**  
**إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ** ⑱

১১৬. (না, তা কখনো নয়), মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়ি আর কোনো মারুদ নেই, সম্মানিত আরশের একক অধিপতি তিনি।

فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿٢٦﴾

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মারুদকে ডাকে, তার কাছে যার কোনো রকম দলিল প্রমাণ নেই, (সে যেন জেনে রাখে), তার হিসাব তার মালিকের কাছে (যথার্থই মজুদ) আছে; সেদিন তারা কোনো অবস্থায়ই সফলকাম হবে না যারা তাঁকে অঙ্গীকার করেছে।

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى لَا يَرْهَبَنَ  
لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا  
يَفْلُحُ الْكُفَّارُ ﴿٢٧﴾

১১৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার রব, তুমি (আমায়) ক্ষমা করো এবং তুমি ইচ্ছে দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু।

وَقَلْ رَبِّي أَغْفِرْ وَأَدْحِمْ وَأَنْتَ خَيْرٌ  
الرَّحِيمُونَ ﴿٢٨﴾

আয়াত ৬৪  
রুক্ম ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আন নূর  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. (এটি একটি) সূরা, তা আমিই নাখিল করেছি এবং আমিই (এতে বর্ণিত বিধানসমূহ) ফরয করেছি, আমিই এতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাখিল করেছি, আশা করা যায় তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

سُورَةُ آنْزَلْنَا وَفَرَضْنَا وَآنْزَلْنَا فِيهَا  
أَيْتَ بَيِّنَتِ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

২. (এ বিধানসমূহের একটি হচ্ছে,) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (সংক্রান্ত, এদের ব্যাপারে আদেশ হচ্ছে), তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ্টি করে বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর দ্বীনের (এ আদেশ প্রয়োগের) ব্যাপারে ওদের প্রতি কোনো রকম দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো! মোমেনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার জন্যে (সেখানে মজুদ) থাকে।

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِيُّ فَاجْلُدُوهُ كُلًّا وَاحِدًا  
مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدٍ ۝ وَلَا تَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا  
رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاسْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَلَى أَبْهَمِ  
طَائِفَةٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

৩. (আল্লাহর হৃকুম হচ্ছে,) একজন ব্যভিচারী পুরুষ কোনো ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোনো মোশরেক নারী ছাড়া (অন্য কোনো ভালো নারীকে) বিয়ে করবে না, অপরদিকে একজন ব্যভিচারিণী মহিলা কোনো ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোনো মোশরেক পুরুষ ছাড়া (অন্য কোনো ভালো পুরুষকে) বিয়ে করবে না, (সাধারণ) মোমেনদের জন্যে এ (বিয়ে)-কে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

الْزَانِيُّ لَا يَنْكِحُ الْأَزَانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَةَ  
وَالْزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِي أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحْرَمَ ذِلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

৪. (অপরদিকে) যারা (খামার্থ) সতী সাধী নারীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করবে অতপর এর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী হায়ির করতে পারবে না, তাদেরও আশ্চর্য বেত্রাঘাত করবে এবং (তবিষ্যতে) আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, কেননা এরা হচ্ছে বড়োই গুনাহগার,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ  
لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَاتٍ فَاجْلُدُوهُمْ وَهُنَّ  
ثَمَنِينَ جَلَدٍ ۝ وَلَا تَقْبِلُوا الْهُرْ شَهَادَةً  
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسَقُونَ ﴿٤﴾

৫. অবশ্য যেসব ব্যক্তি এরপর তাওয়া করে এবং  
(নিজেদের) শুধরে নেয় (আল্লাহ তায়ালা চাইলে  
তাদের মাফ করে দেবেন), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা  
ক্ষমাশীল ও বড়ো দয়ালু।

৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ  
আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কাছে  
(অপবাদের পক্ষে) অন্য কোনো সাক্ষীও মজুদ থাকে  
না, সে অবস্থায় এটাই হবে তাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির  
সাক্ষ্য যে, তারা আল্লাহর নামে চার বার শপথ  
করে বলবে, অবশ্যই (এ অভিযোগের ব্যাপারে) সে  
সত্যবাদী।

৭. (এরপর) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়) বলবে,  
মিথ্যাবাদীর ওপর যেন আল্লাহ তায়ালার লানত  
(নায়িল) হয়।

৮. কোনো স্ত্রীর ওপর থেকেও (এভাবে আনীত  
অভিযোগের) শাস্তি রাহিত করা হবে— যদি সেও চার  
বার আল্লাহর নামে কসম করে বলে, এ (পুরুষ)  
ব্যক্তিটি আসলেই মিথ্যাবাদী,

৯. (অতপর সেও) পঞ্চম বার (শপথ করার সময়)  
বলবে, সে (অভিযোগকারী ব্যক্তি) সত্যবাদী হলে  
তার (অভিযুক্তের) ওপরও আল্লাহর অভিশাপ নেমে  
আসুক!

১০. তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ  
ও তাঁর দয়া না থাকতে (তাহলে অপবাদকারীদের  
কঠোর শাস্তি দেয়া হতো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা  
মহান তাওয়া গ্রহণকারী প্রবল প্রজ্ঞাময়!

১১. যারা (নবী পরিবার সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ নিয়ে  
এসেছে, তারা (ছিলো) তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র)  
দল; এ (বিষয়টি)-কে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ  
ভেবো না; বরং (তা) তোমাদের জন্যে (একান্ত)  
কল্যাণকর, এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি যে যতেকটু  
গুনাহ করেছে সে ততেকটুকুই (তার ফল) পাবে, আর  
তাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশী (এ গর্হিত কাজে)  
অংশ গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আয়াবও থাকবে  
অনেক বড়ো।

১২. যদি সে (মিথ্যা ঘটনা)-টি শোনার পর  
মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে  
একটা ভালো ধারণা পোষণ করতো! (কতো ভালো  
হতো) যদি তারা বলতো, এটা হচ্ছে এক নির্জলা  
অপবাদমাত্র!

১৩. (যারা অপবাদ রটালো) তারাই বা কেন  
এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হায়ির করলো না,

যেহেতু তারা (প্রয়োজনীয়) সাক্ষী হায়ির করতে পারেনি, তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে তারা এমনিই মিথ্যাবাদী।

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهْدَاءِ فَأُولَئِكَ عَنِ  
اللَّهِ هُمُ الْكُفَّارُ ⑭

১৪. (হে মোমেনরা,) যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে (একজন নবীপঞ্জীর) যে বিষয়টির তোমরা চর্চা করছিলে, তার জন্যে এক বড়ো ধরনের আয়ার এসে তোমাদের স্পর্শ করতো,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي  
الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمْسَكُمْ فِي مَا أَفْسَرْتُمْ  
فِيهِ عَنِّي أَبْعَثْتُكُمْ ⑯

১৫. (থখন) তোমরা এ (মিথ্যা)-কে নিজেদের মুখে মুখে প্রচার করছিলে, (থখন) নিজেদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যে ব্যাপারে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না, তোমরা একে তুচ্ছ বিষয় মনে করছিলে, কিন্তু তা ছিলো আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি গুরুতর বিষয়।

إذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسَّنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ  
بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  
وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا طَوْهُ عَنِّي أَبْعَثْتُكُمْ ⑯

১৬. তোমরা যখন ব্যাপারটা শুনলে তখন সাথে সাথেই কেন বললে না, আমাদের এটা মোটেই সাজে না যে, আমরা এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবো, (হে) আল্লাহ তুমি অনেক পবিত্র, অনেক মহান, সত্যিই (এ ছিলো) এক গুরুতর অপবাদ!

وَلَوْلَا إِذْ سَعَيْتُمْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا  
أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِنَّا طَسْبِحَنَكُمْ هَنَّا  
بِهِتَانٍ أَبْعَثْتُكُمْ ⑯

১৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মোমেন হও তাহলে কখনো একপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَيْهِ أَبَدًا إِنْ  
كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑯

১৮. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন বিজ্ঞ কুশলী।

وَيَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ  
حَكِيمٌ ⑯

১৯. যারা মোমেনদের মাঝে (মিছে অপবাদ রটনা করে) অশুলিতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মস্তুদ শাস্তি; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তোমরা (কিছুই) জানো না।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشْيِعَ الْفَاحِشَةَ فِي  
الَّذِينَ أَمْنَوْا لَهُمْ عَنِّي أَبْعَثْتُكُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑯

২০. (হে মোমেনরা,) যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো (তাহলে মোনাফেকদের এ রচনার ফলে একটা বড়ো বিপর্যয় ঘটে যেতো), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়োই দয়ালু ও মেহপুরণ !

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ  
اللَّهُ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑯

২১. হে মানুষ, তোমারা যারা দৈমান এনেছো, কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; তোমাদের মধ্যে যে কেউই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (সে যেন জেনে রাখো), সে (অভিশপ্ত শয়তান) তো তাকে অশুলিতা ও মন কাজেরই আদেশ দেবে;

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَتَبَعُوا خَطُوطَ  
الشَّيْطَنِ وَمَنْ يَتَابُ خَطُوطَ الشَّيْطَنِ  
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ⑯

যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ  
না থাকতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো  
পাক পবিত্র হতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা  
যাকে চান তাকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ তায়ালা  
(সব কিছু) শোনেন, তিনি (সব কিছু) জানেন।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا  
ذَكَرْتُ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ  
يَرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ<sup>④</sup>

২২. তোমাদের মধ্যে যারা (ধৈনী) মর্যাদা ও (পার্থিব) এক্ষর্যের অধিকারী, তারা যেন (কখনো এ মর্মে) শপথ  
না করে যে, তারা (তাদের গরীব) আঞ্চীয় স্বজন,  
অভাবগত এবং যারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরত  
করেছে— তাদের কোনোরকম সাহায্য করবে না, বরং  
তাদের উচিত তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং  
তাদের দোষক্রিট উপেক্ষা করে; তোমরা কি এটা চাও  
না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুণাহ মাফ করে  
দিন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

وَلَا يَأْتِي أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ  
أَنْ يَؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا  
وَلَيَصْفَحُوا أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ  
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>⑤</sup>

২৩. অবশ্যই যারা (এমন সব) সতী-সাধী মোমেন  
নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে,  
যারা (এ অপবাদের ব্যাপারে) কোনো খৰবই রাখে  
না, এসব মানুষদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের  
উভয় স্থানেই অভিশাপ দেয়া হয়েছে, (উপরন্তু)  
তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আঘাত,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمَوْنَ الْمَحْصُنَاتِ  
الْغَفْلَتُ الْمُؤْمِنَاتُ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَلَمْ يَرَدُّ أَبُو عَظِيمٍ<sup>⑥</sup>

২৪. তারা (দুনিয়ার জীবনে) যা করতো সে ব্যাপারে  
সেদিন তাদের ওপর তাদের জিহ্বাসমূহ, তাদের হাতগুলো  
ও তাদের পাণ্ডুলো (ইনসাফের সাথে) সাক্ষ দেবে।

يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ أَسْنَتْهُمْ وَأَيْنِ يَهْمِ  
وَأَرْجَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>⑦</sup>

২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের যথার্থ প্রাপ্য  
পুরোপুরি আদায় করে দেবেন এবং তারা জেনে নেবে,  
আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুস্পষ্ট সত্য।

يَوْمَئِذٍ يَوْفِيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ  
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينِ<sup>⑧</sup>

২৬. (জেনে রেখো,) নষ্ট নারীরা হচ্ছে নষ্ট পুরুষদের  
জন্যে, নষ্ট পুরুষরা হচ্ছে নষ্ট নারীদের জন্যে, (আবার)  
ভালো নারীরা হচ্ছে ভালো পুরুষদের জন্যে, ভালো  
পুরুষরা হচ্ছে ভালো নারীদের জন্যে, (মোনাফেক)  
লোকেরা (এদের সম্পর্কে) যা কিছু বলে তারা তা  
থেকে পাক পবিত্র; (আখেরাতে) এদের জন্যেই  
রয়েছে ক্ষমা ও সমানজনক রেয়েক।

الْخَبِيثُتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ  
لِلْخَبِيثِ وَالْطَّيِّبُتُ لِلْطَّيِّبِينَ  
وَالْطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبِ وَأُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ  
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ<sup>৯</sup>

২৭. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমারা কখনো নিজেদের  
ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে— (সে ঘরের লোকদের)  
অনুমতি না দেয়ে ও তার বাশিনাদের প্রতি সালাম না  
করে প্রবেশ করো না; এটা তোমাদের জন্যে উভয়,  
আশা করা যায়, তোমরা (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ  
করতে পারবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوْ بَيْوَاتَ  
غَيْرِ بَيْوِ تَكْمِرُهُ تَسْتَأْنِسُوْ وَتَسْلِمُوْ  
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ<sup>১০</sup>

২৮. যদি তোমরা কাউকে সেখানে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ না তোমাদের (ঘরে ঢোকার) অনুমতি দেয়া হবে, যদি (কোনো কারণে) তোমাদের বলা হয়, তোমরা ফিরে যাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্যে উত্তম; তোমরা যা করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সরিশেষ অবহিত থাকেন।

২৯. তবে যেসব ঘরে কেউ বসবাস করে না, (অথচ) যেখানে তোমাদের কোনো মাল সামান রয়েছে, তেমন কোনো ঘরে প্রবেশে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো এবং যা কিছু তোমরা গোপন করো।

৩০. (হে নবী,) তুমি মোমেন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিঙ্গামী (ও সংযত) করে রাখে এবং তাদের লজ্জাত্ত্বানসমূহ হেফায়ত করে; এটা তাদের জন্যে উত্তম পদ্ধা; (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাত্ত্বান দিয়ে) যা করে, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত রয়েছেন।

৩১. (হে নবী, একইভাবে) তুমি মোমেন নারীদেরও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিঙ্গামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাত্ত্বানসমূহের হেফায়ত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায়, তবে তার (শরীরের) যে অংশ (এমনিহ) খোলা থাকে (তার কথা আলাদা), তারা যেন তাদের ওড়নাগুলোকে তাদের বক্ষদেশের ওপর দিয়ে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্শুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইর ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের (সচরাচর মেলামেশার) মহিলা, নিজে দের অধিকারভুক্ত সেবিকা দাসী, নিজেদের অধীনস্ত (এমন) পুরুষ যাদের (মহিলাদের কাছ থেকে) কোনো কিছুই কামনা করার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা এখনো মহিলাদের গোপন অংগ সম্পর্কে কিছুই জানে না— (এসব মানুষ ছাড়া তারা যেন) অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, (চলার সময়) যমীনের ওপর তারা যেন এমনভাবে নিজেদের পা না রাখে— যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছিলো তা (পায়ের আওয়ায়ে) লোকদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়; হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, (আগের ক্রটি বিচ্যুতির জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে।

فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَفِيهَا أَحَدًا فَلَا  
تَنْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ  
لَكُمْ أَرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكِيٌّ لَكُمْ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ②৫

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَنْخُلُوا بِيَوْمٍ  
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ  
يُعْلِمُ مَا تَبْدِلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ②৬

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  
وَيَحْفَظُوا فِرْوَاهِمْ ذَلِكَ آزْكِيٌّ لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ②৭

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُ مِنْ أَبْصَارِهِمْ  
وَيَحْفَظُنَ فِرْوَاهِمْ وَلَا يَبْدِلُونَ زِينَتَهُمْ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبُنَ بِخَمْرٍ  
عَلَى جِيَوْبِهِمْ وَلَا يَبْدِلُونَ زِينَتَهُمْ إِلَّا  
لِبَعْلَوْتَهُمْ أَوْ أَبَائِهِمْ أَوْ أَبْأَاءَ بَعْلَوْتَهُمْ  
أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بَعْلَوْتَهُمْ أَوْ  
إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي  
أَخْوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُ  
أَيْمَانِهِمْ أَوْ التَّبِعِينَ غَيْرُ أُولَئِكُمْ  
مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ  
لَمْ يَظْهِرُوا فِي عَوْرَتِ النِّسَاءِ  
وَلَا يَصْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِمْ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفِي  
مِنْ زِينَتِهِمْ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ②৮

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي منْكِرٍ وَالصَّلْحَيْنَ  
 مِنْ عَبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
 قُرَاءٍ يَغْنِمُهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
 عَلَيْهِ ④

৩৩. যাদের বিয়ে (করে ব্যয়ভার বহন) করার সামর্থ নেই, আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যস্ত তারা যেন সংথম অবলম্বন করে; তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের ভেতর যারা (মুক্তির কোনো অঙ্গিম) চুক্তি লিখিয়ে নিতে চায়, তোমরা তাদের তা লিখে দাও, যদি তোমরা তাদের (এ চুক্তির) মধ্যে কোনো ভালো (সত্ত্ববনা) বুঝতে পারো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদের (মুক্তির সময় তোমরা মুক্তহস্তে) দান করবে; তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের যারা সতী সাধ্বী থাকতে চায়, নিছক পার্থিব ধন সম্পদের আশায় কখনো তাদের ব্যভিচারের জন্যে বাধ্য করো না; যদি তোমাদের কেউ তাদের (এ ব্যাপারে) বাধ্য করে, (তাহলে তারা যেন আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কারণ) তাদের এ বাধ্য করার পরেও (তাওবাকারীদের প্রতি) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৪. (হে মোমেনরা,) আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাফিল করেছি, (আরো) উদাহরণ (হিসেবে) পেশ করেছি তোমাদের আগে যারা (দুনিয়া থেকে) চলে গেছে তাদের (ঘটনাগুলো), আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে (এ হচ্ছে শিক্ষণীয়) উপদেশ।

৩৫. আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আসমানসমূহ ও যারীনের নূর; তাঁর এ নূরের উদাহরণ হচ্ছে— তা যেমন একটি তাকের মতো, তাতে একটি প্রদীপ (রাখা) আছে; প্রদীপটি (আবার) স্থাপন করা হয়েছে (স্বচ্ছ একটি) কাচের আবরণের ভেতর; কাচের আবরণটি হচ্ছে উজ্জ্বল একটি তারার মতো— তা প্রজ্ঞানিত করা হয় পরিত্র যয়তুল গাছ (নিস্ত তেল) দ্বারা, যা (শুধু) পূর্ব দিকের নয়, পশ্চিম দিকেরও নয়, (এটি আলোকপ্রাণ সকল দিকের); আবার এর তেল এতো পরিষ্কার যে, (দেখলে) মনে হয়, তা বুঝি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠবে, যদি আগুন তাকে (ততোক্ষণে) স্পর্শ না করে থাকে; (আর আগুন স্পর্শ করলে তা হবে) নূরের ওপর (আরো) নূর; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকেই তাঁর এ নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন; আল্লাহ তায়ালা (অভাবে) মানুষদের (বোকানোর) জন্যে নানা উপমা পেশ করে থাকেন;

وَلِيُسْتَعْفَفَ إِلَّيْنَ لَا يَجِدُونَ نَكَاحًا  
 حَتَّى يُغْنِيهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
 يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ  
 فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَلَا  
 أَتُوহِمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ وَلَا  
 تُكْرِهُوْ فَإِتْيَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ  
 تَحْصَنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الْأَنْيَا  
 وَمِنْ يَكُونُونَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤

وَلَقَدْ آتَزْلَنَا إِلَيْكُمْ أَيْتَ مُبِينٍ وَ  
 مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ  
 وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ⑥

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সম্যক  
অবগত আছেন,

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ رُّحْلَةٌ ۝

৩৬. সে ঘরসমূহে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন  
যেন তার সমান মর্যাদা উন্নীত করা এবং (তাতে)  
তাঁর নিজের (পবিত্র) নাম শ্বরণ করা হয়, সেসব  
জায়গাসমূহে সকাল সন্ধ্যা (এরা) তাঁর পবিত্রতা ও  
মহিমা ঘোষণা করে,

فِي بَيْوَتٍ أَذْنَ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكُرَ  
فِيهَا أَسْمَهُ «يَسْبِحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُلْفُ وَ  
وَالْأَصَابِيلِ ۝

৩৭. (তারা) এমন লোক- ব্যবসা বাণিজ্য যাদের  
কথনো (আল্লাহ তায়ালার শ্বরণ থেকে) গাফেল করে  
দেয় না- না বেচাকেনা তাদের আল্লাহ তায়ালার  
শ্বরণ, নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে  
গাফেল করে, তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন তদের  
অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীতবিহীন হয়ে পড়বে।

رَجَالٌ لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنِ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكُورِ  
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ  
وَالْأَبْصَارُ ۝

৩৮. যারা নেক কাজ করে আল্লাহ তায়ালা যেন (এর  
মাধ্যমে) তাদের উত্তম পুরুষার দিতে পারেন, তিনি  
তাঁর অনুরাগে তাদের যা পাওনা তার চাইতেও বেশী  
দান করবেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান  
তাকে অপরিমিত রেয়েক দান করেন।

لِيَجِزِّيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا  
وَيَزِيلَهُم مِّنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مِنْ  
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৯. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে- তাদের  
(দৈনন্দিন) কার্যকলাপ যেন মরুভূমিতে মরীচিকা-  
পিপাসার্ত মানুষ (দূরে থেকে) তাকে পানি বলে মনে  
করলো; পরে যখন সে তার কাছে এলো তখন সেখানে  
পানির কিছুই সে পেলো না, (এই মরীচিকার জীবন  
শেষ হয়ে গেলো) সে শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তার  
পাশে পারে, অতপর তিনি তার পাওনা পূর্ণমাত্রায়  
আদায় করে দেবেন, নিসদ্দেহে আল্লাহ তায়ালা ত্বরিত  
হিসাব গ্রহণে সক্ষম।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسْرَابٌ بِقِيعَةٍ  
يَحْسِبُهُمُ الظَّهَانِ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ  
لَرِيَجِلُهُ شَيْئًا وَوَجَلَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ  
حِسَابٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৪০. কিংবা (তাদের কর্মকান্ডের উদাহরণ হচ্ছে)  
অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো,  
অতপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে  
ঢেকে (আরো অঙ্গীকার করে) দিলো, তার ওপর  
আরো একটি ঢেউ (এলো), তার ওপর (ছেয়ে গেলো  
কিছু) ঘন কালো মেঘ; এক অঙ্গীকারের ওপর (এলো)  
আরেক অঙ্গীকার; যদি কেউ (এ অবস্থায়) তার হাত  
বার করে, (আঁধারের কারণে) তার তা দেখার কোনো  
সম্ভাবনাই থাকবে না; বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে  
কোনো আলো বানাননি তার জন্যে তো (কোথাও  
থেকে) আলো থাকবে না।

أَوْ كَلَمِتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِيٍّ يَغْشِيهِ مَوْجٌ  
مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ  
ظَلَمْتَ بَعْضَهَا فَوَقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجْ  
لَهُ لَرِيَكَلِ يَرِنَّهَا وَمِنْ لَرِيَجِلِ اللَّهِ  
لَهُ نُورًا فِيمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

৪১. (হে মানুষ), তুমি কি (ভেবে) দেখোনি,  
যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে আছে,  
তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

الْأَمْرَ رَأَنَ اللَّهُ يَسْبِحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

আর পাখীকুল- যারা পাখা বিস্তার করে (আকাশে উড়ে চলেছে), তারাও সবাই (আল্লাহর তাসবীহ করছে), প্রত্যেকেই তার তার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে; এরা যে যা করছে আল্লাহ তায়ালা তা সম্যক অবগত রয়েছেন ।

وَالظِّيرَ صَفَتْ كُلَّ قَدْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ  
وَتَسْبِيْحَةً وَاللهُ عَلِيْمٌ بِمَا  
يَفْعُولُونَ<sup>(১)</sup>

৪২. (মূলত) আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত একমাত্র আল্লাহর জন্যে, (সব কিছুকে) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে ।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ  
اللَّهُ الْمَصِيرُ<sup>(২)</sup>

৪৩. তুমি কি দেখো না, আল্লাহ তায়ালাই মেঘমালা <sup>ঐ</sup> সঞ্চালিত করেন, অতপর তিনি তাকে (তার টুকরোগুলোর) সাথে জুড়ে দেন, তারপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে (পুজীভূত করে রাখেন), অতপর এক সময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি (-র ফেঁটাসমূহ) বেরিয়ে আসতে দেখবে, (আরো দেখবে) আসমানের শিলাস্তর থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং যার ওপর চান তার ওপর তা বর্ষণ করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি তার (আঘাত) থেকে অব্যাহতিও দেন; মেঘের বিদ্যুত ঝলক (চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়), মনে হয় তা বুঝি দৃষ্টি (-শক্তিকে এক্ষুণি) নিষ্প্রত করে দিয়ে যাবে;

الْأَمْرَ رَأَنَ اللَّهُ يَزْجِي سَحَابَاتِهِ  
يُؤْلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرِي  
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ  
السَّمَاءِ مِنْ جَبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ  
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيُصِرِّفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ  
يَكَادُ سَنَابِرْ قَهْ يَنْ هَبْ بِالْأَبْصَارِ<sup>(৩)</sup>

৪৪. আল্লাহ তায়ালাই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান; অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্যে এর মাঝে অনেক শিক্ষা রয়েছে ।

يَقْلِبُ اللَّهُ الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ إِنْ فِي ذَلِكَ  
لَعِرَةً لَا لِلْأَبْصَارِ<sup>(৪)</sup>

৪৫. (যমীনের ওপর) বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই আল্লাহ তায়ালা পানি থেকে পয়দা করেছেন, তাদের মধ্যে কিছু চলে তার বুকের ওপর ভর দিয়ে, কিছু চলে দু'পায়ের ওপর, (আবার) কিছু চলে চার (পা)-এর ওপর (ভর করে); আল্লাহ তায়ালা (যখন) যা চান (তখন) তাই পয়দা করেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান ।

وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ  
مِنْ يَمِشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي  
عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمِشِي عَلَى أَرْبَعٍ  
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>(৫)</sup>

৪৬. আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আর (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন ।

لَقَنَ أَنْزَلْنَا إِيْتَ مَبِينَتٍ وَاللهُ يَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<sup>(৬)</sup>

৪৭. (যারা মোনাফেক) তারা বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর আনুগত্য করেছি, (অথচ) এর একটু পরেই তাদের একটি দল (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়; ওরা আসলে মোমেনই নয় ।

وَيَقُولُونَ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعَنَا  
ثُمَّ يَتَوَلَّ لَى فَرِيقٍ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ<sup>(৭)</sup>

৪৮. যখন ওদের আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্�বান করা হয়, যাতে করে (আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের পারম্পরিক (বিরোধের) মীমাংসা করা যায়, তখন তাদের একটি দল পাশ কেটে সরে পড়ে।

৪৯. যদি এ (বিচার ফয়সালার) বিষয়টা তাদের সমক্ষে যায়, তাহলে তারা একান্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে ছুটে আসে;

৫০. এদের অন্তরে কি কোনো ব্যাধি আছে, না এরা (রসূলের নবুওতের ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ করে, অথবা এরা কি ভয় করে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল ওদের প্রতি কোনো রকম অবিচার করবেন? (আসলে) তারা নিজেরাই হচ্ছে যালেম।

৫১. (অপর দিকে) ঈমানদার লোকদের কথা (তো এমনি) হয়- যখন তাদের পারম্পরিক বিচার ফয়সালার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন (খুশী মনেই) তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ) শুনলাম এবং তা (যথাযথ) মনেও নিলাম; বস্তুত এরাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত।

৫২. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং তাঁর (নাফরমানী থেকে) বেঁচে থাকে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

৫৩. (হে নবী,) এ (মোনাফেক) লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে (হে নবী,) তুমি যদি আদেশ করো তাহলে তারা (ঘরবাড়ী ছেড়ে) অবশ্যই তোমার সাথে বেরিয়ে যাবে; (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তোমরা (বেশী বেশী) শপথ করো না, (তোমাদের) আনুগত্য (আমার) জানা (আছে); তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা ভালো করেই জানেন।

৫৪. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, (হ্যাঁ) তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালার দ্বীন পৌছানোর) যে দায়িত্ব তাঁর ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে সে দায়ী, (অপরদিকে আনুগত্যের) যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে তার জন্যে তোমরা দায়ী; যদি তোমরা তাঁর কথামতো চলো তাহলে তোমরা সঠিক পথ পাবে; রসূলের কাজ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার কথাগুলো) ঠিক ঠিকমতো পৌছে দেয়া।

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে,

وَإِذَا دَعُوا إِلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِيَحْكُمُ  
بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّغَرَّبُونَ ④٦  
وَإِنْ يَكُنْ لِّهُمْ حَقٌّ يَأْتُوا إِلَيْهِ  
مُّلْعِنِينَ ④٧

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ أَمْ ارْتَابُوا<sup>٤٨</sup>  
يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ④٩

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا  
وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ④١٠

وَمَنْ يَطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ  
وَيَتَقَدَّمَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ④١١

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَنَّمَ أَيْمَانَهُمْ لَئِنْ  
أَمْرَتْهُ لِيَخْرُجَنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً  
مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ④١٢

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حِيلَ وَعَلَيْكُمْ  
مَا حِيلَتُرَ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا  
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمِبِينَ ④١٣

وَعَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, তিনি যদীনে তাদের অবশ্যই খেলাফত দান করবেন—যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের খেলাফত দান করেছিলেন, (সর্বোপরি) যে জীবনবিধান তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্যে (সমাজে ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দেবেন, তাদের ভৌতিক অবস্থার পর তিনি তাদের অবস্থা (নিরাপত্তা ও) শাস্তিতে বদলে দেবেন, (তবে এ জন্যে শর্ত হচ্ছে) তারা শুধু আমারই গোলামী করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না; এরপরও যে (এবং যারা তাঁর নেয়ামতের) নাফরমানী করবে তারাই গুনহগর (বলে পরিগণিত হবে)।

لَيَسْتَخْلِفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِنَنَ لَهُمْ دِينُهُمْ  
الَّذِي أَرَتَنِي لَهُمْ وَلَيُبَيِّنَ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ  
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونِي لَا يَشْرِكُونَ بِي  
شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ  
الْفَسِقُونَ<sup>১১</sup>

৫৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও, রসূলের আনুগত্য করো, আশাকরা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوا الزَّكُوَةَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرَحِمُونَ<sup>১২</sup>

৫৭. কাফেরদের ব্যাপারে কথনো একথা ভেবো না যে, তারা (আমার) যদীনে (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে, তাদের ঠিকানা তো হচ্ছে জাহান্নাম; (আর) কতো নিকৃষ্ট এ ঠিকানা!

لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْجِزَيْنِ فِي  
الْأَرْضِ وَمَا وَهُمْ بِالنَّارِ وَلَبِئْسَ  
الْمَصِيرُ<sup>১৩</sup>

৫৮. হে (মানুষ,) তোমরা যারা ঈমান এনেছো (মনে রেখো), তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা এখনো বয়োগ্রাণ হয়নি, তারা যেন তিনি সময় তোমাদের (কাছে আসার জন্যে) অনুমতি চেয়ে নেয় (সে সময়গুলো হচ্ছে); ফজর নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা (কিছুটা আরাম করার জন্যে) নিজেদের পরিধেয়ে বস্ত্র (শিথল করে) রাখো এবং এশার নামাযের পর। (মূলত) এ তিনটি (সময়) হচ্ছে তোমাদের পর্দা অবলম্বনের (সময়), এগুলোর পর (অন্য সময়ে আসা যাওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের ওপর কোনো দোষ নেই, না এতে তাদের জন্যে কোনো রকমের দোষ আছে; (কেননা) তোমরা তো সব সময়ই একে অপরের কাছে আসা যাওয়া করো, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নিজের) নির্দেশগুলো তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রবল প্রজ্ঞাবান।

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُوكُمُ الَّذِينَ  
مَلَكُوتَ أَيْمَانِكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا  
الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرِّتَ مِنْ قَبْلِ  
صَلْوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ  
مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمَنْ بَعْدَ صَلْوةِ الْعِشَاءِ ثَلَثُ  
ثَلَثُ عَوْرَتْ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا  
عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ بَعْدَهُ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ  
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَنْ لَكَ يَبْيَنِ اللَّهُ  
لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ<sup>১৪</sup>

৫৯. তোমাদের (নিজেদের) সন্তানরাও যখন বয়োগ্রাণ হয়ে যায় তখন তারাও যেন (তোমাদের কামরায় প্রবেশের আগে) সেভাবেই অনুমতি নেয়, যেভাবে তাদের আগে (বড়োরা) অনুমতি নিতো; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে, খুলে খুলে বর্ণনা করেন; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি পরম কুশলী বটে।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحَلْمَ  
فَلَيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَنْ لَكَ يَبْيَنِ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ<sup>১৫</sup>

৬০. বৃদ্ধা নারী যাদের (এখন আর) কারো বিয়ের  
(বন্ধনে আসার) আশা নেই, তাদের ওপর কোনো  
দোষ নেই, যদি তারা তাদের (শরীর থেকে অতিরিক্ত)  
কাপড় খুলে রাখে, (তবে শর্ত হচ্ছে) তারা সৌন্দর্য  
প্রদর্শনকারী হবে না; (অবশ্য) এ (অতিরিক্ত কাপড়  
খোলা) থেকেও যদি তারা বিরত থাকতে পারে তা  
(তাদের জন্যে) ভালো; আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু)  
শোনেন, (সব কিছু) জানেন।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ  
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضْعُنَ  
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتْ بِزِينَةٍ وَأَنَّ  
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِنَّ ⑥

৬১. যে ব্যক্তি অঙ্গ- তার ওপর কোনো (বিধি  
নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে পঙ্গু তার ওপরও  
কোনো (বিধি নিষেধের) সংকীর্ণতা নেই, যে ব্যক্তি  
অসুস্থ তার ওপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং  
তোমাদের নিজেদের ওপরও কোনো দোষ নেই- যদি  
তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে কিছু খেয়ে  
নাও, একইভাবে এটাও তোমাদের জন্যে দূর্ঘায়ী  
হবে না, যদি তোমরা তোমাদের পিতা (পিতামহের)  
ঘরে, মায়েদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের  
ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে,  
খালাদের ঘরে, (আবার) এমন সব ঘরে- যার  
চাবি তোমাদের অধিকারে রয়েছে, কিংবা তোমাদের  
বন্ধুদের ঘরে (কিছু খাও); অতপর এতেও কোনো  
দোষ নেই, (এসব জয়গায়) তোমরা সবাই একত্রে  
খাবে কিংবা আলাদা আলাদা খাবে, তবে যখনি  
(এসব) ঘরে প্রবেশ করবে তখন একে অপরের  
প্রতি সালাম করবে, এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে  
(তাঁরই নির্ধারিত) কল্যাণময় এক পবিত্র অভিবাদন;  
এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তাঁর  
আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, আশা করা  
যায় তোমরা (এসব বিধিনিষেধের মর্ম) অনুধাবন  
করতে পারবে।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ  
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى  
أَنفُسِكُمْ أَن تَاكُلُوا مِنْ بَيْوَتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ  
أَبَائِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ  
إِخْوَانِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ  
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ  
إِخْوَالِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ خَلْتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ  
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَلَيْقَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
أَن تَاكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ  
بَيْوَتًا فَسِلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيَةً مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيْبَةً كَلِّ لَكُمْ يَبْيَنَ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑥

৬২. (খাঁটি ঈমানদার তো হচ্ছে তারা,) যারা আল্লাহ  
তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে, কখনো  
যদি তারা কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে তাঁর সাথে  
একত্রিত হয় তাহলে যতোক্ষণ তারা তাঁর কাছ থেকে  
অনুমতি চাইবে না, ততোক্ষণ তারা (সেখান থেকে)  
কেউ সরে যাবে না; (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালা  
ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস করে, যদি তারা কখনো  
তাদের নিজেদের কোনো কাজে (বাইরে যাবার জন্যে)  
তোমার কাছে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি যাকে ইচ্ছা  
তাকে অনুমতি দিয়ো এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে  
এদের গুনাহ মাফের জন্যে দেয়া করো, অবশ্যই  
আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا بِاسْلَمْ  
وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُنَّ أَمْرًا جَامِعًا  
لَمْ يَرِدْ هُبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ  
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
يُؤْمِنُونَ بِاسْلَمِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا  
اسْتَأْذِنُوكَ لَبَعْضِ شَانِهِمْ فَإِذَا نَّ  
شَتَّ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑥

৬৩. (হে মুসলমানরা,) তোমরা রসূলের ডাককে পারম্পরিক ডাকের মতো মনে করো না; আল্লাহ তায়ালা সেসব লোকদের ভালো করেই জানেন যারা (নিজেদের) আড়াল করে (নবীর) সামনে থেকে (নানা অজ্ঞাতে) সরে যায়, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের (এ ব্যাপারে) ভয় করা উচিত, (এ বিরুদ্ধাচরণের জন্যে) তাদের ওপর (এ দুনিয়ায়) কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে, কিংবা (প্রকালে) কোনো কঠিন আয়ার এসে তাদের গ্রাস করে নেবে।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُلَّ عَاءَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَنْ  
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادِّاً فَلَيَحْلَرُ  
الَّذِينَ يَخْالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ  
فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَنْ أَبْأَبٍ أَلِيمٍ<sup>(৩)</sup>

৬৪. জেনে রেখো, আসমানসমূহ ও যামীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্যে (নিরবিদিত), তোমরা যে (অবস্থার) ওপর আছো; আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই (তা) জানেন; যেদিন মানুষ সবাই তাঁর দিকেই প্রতাবর্তিত হবে, অতপর তিনি তাদের সবকিছুই জানিয়ে দেবেন যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) করতো; আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই ওয়াকেফহাল।

أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
قَنْ يَعْلَمُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يَرْجِعُونَ  
إِلَيْهِ فَيُبَيِّنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>(৪)</sup>

আয়াত ৭৭  
রুক্মি ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
বহুমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল ফোরকান  
মকায় অবতীর্ণ

১. কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর (সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী) ‘ফোরকান’ নামিল করেছেন, যাতে করে সে (নবী) সৃষ্টিকুলের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে,

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ  
لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا<sup>(৫)</sup>

২. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা-) যাঁর জন্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যামীনের সার্বভৌমত্ব, তিনি কখনো কাউকে (নিজের) সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি- না (তাঁর এ) সার্বভৌমত্বে অন্য কারো কোনো অংশ আছে, তিনিই প্রতিটি বস্তু পয়দা করেছেন এবং তিনি তাঁর (প্রত্যেকটি সৃষ্টির) জন্যে (আলাদা আলাদা) পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلَمْ يَتَخَذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ  
فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ  
تَقْرِيرًا<sup>(৬)</sup>

৩. (এ সত্ত্বেও) এ (মোশরেক) লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে মারুদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে, (সত্য কথা হচ্ছে) তারা (যেমন) নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করতে সক্ষম নয়, তেমনি নিজেরা নিজেদের কোনো উপকারণ করতে সক্ষম নয়, তারা কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না- কাউকে জীবনও দিতে পারে না, পারে না (কাউকে) পুনরায় (কবর থেকে) উঠিয়ে আনতে।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ الْهَمَّةَ لَا يَخْلُقُونَ  
شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ  
لَا نَفْسٌ مِّنْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ  
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا<sup>(৭)</sup>

৪. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অবিশ্বাস করে, তারা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, এ তো মিথ্যা ছাড় আর কিছুই নয়, যা এ ব্যক্তি নিজে থেকে বানিয়ে নিয়েছে

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا فَرْكُ<sup>৯</sup> افْتَرَ<sup>১০</sup>  
❖ ৪১২ ❖ www.alquranacademylondon.org

এবং (এ কাজে) অন্য জাতির লোকেরা তার ওপর <sup>فَقْدَ جَاءَ وَ</sup>**وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمًا أَخْرَونَ** <sup>وَ</sup>**ظَلَّمَا وَزُورَا** <sup>تَ</sup>

সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, (মূলত এসব বলে) এরা (এক জন্য) যুলুম ও (নির্জলা) মিথ্যা নিয়ে হায়ির হয়েছে।

৫. তারা বলে, এ (কোরআন) হচ্ছে সেকালের উপকথা, যা এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে এগুলো পড়া হয়।

**وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تَمْلِي عَلَيْهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا** <sup>④</sup>

৬. (হে নবী,) তুমি বলো, এ (কোরআন) তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আকাশসমূহ ও যামীনের সমুদয় রহস্য জানেন; অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

**قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرِّيْفَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا** <sup>⑤</sup>

৭. ওরা বলে, এ আবার কেমন (ধরনের) রসূল— যে (আমাদের মতো করেই) খাবার খায় এবং (আমাদের মতোই) হাটে বাজারে চলাফেরা করে; কেন তার কাছে কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না যে তার সাথে (আয়াবের) সতর্ককারী হয়ে থাকতো,

**وَقَالُوا مَا لِهِ الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا** <sup>⑥</sup>

৮. কিংবা (গায়র থেকে) তার কাছে কোনো ধনভান্ডার এসে পড়লো না কেন, অথবা তার কাছে একটি বাগানই না হয় থাকতো, যা থেকে সে (খাবার) খেতো; এ যালেম লোকেরা (মুসলমানদের) বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।

**أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَنْزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَاحًا يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلَمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا** <sup>⑦</sup>

৯. (হে নবী,) চেয়ে দেখো, ওরা তোমার সম্পর্কে কি ধরনের কথা বানাচ্ছে, এরা (আসলেই) গোমরাহ হয়ে গেছে, তারা আর কখনো সঠিক পথ পাবে না।

**أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرِبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلْلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا** <sup>⑧</sup>

১০. (হে নবী, তুমি বলো,) আল্লাহ তায়ালা এমন এক মহান সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের এর চাইতে উৎকৃষ্ট বাগানসমূহও দান করতে পারেন, যার নিমদেশে (অমিয়) ঝর্ণধারা প্রবাহিত হবে, তিনি (তোমাদের আরো) দিতে পারেন (সুরম্য) প্রাসাদসমূহ!

**تَبَرَّكَ الَّذِي أَنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنْتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا** <sup>⑨</sup>

১১. এরা মূলত কেয়ামতের দিনকেই অস্তীকার করে; আর যারাই কেয়ামত অস্তীকার করে তাদের জন্যে আমি (জাহানামের) জুলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

**بَلْ كَلِّ بُوَا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَلَنَا لِمَنْ كَلَّ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا** <sup>⑩</sup>

১২. তারা যখন দূর থেকে তাদের (জাহানামীদের) দেখবে, তখন (স্পষ্টত) তার গর্জন ও চীৎকার তারা শুনতে পাবে।

**إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْلٌ سَمِعُوا لَهَا تَغْيِيْطاً وَزَفِيرًا** <sup>⑪</sup>

১৩. অতপর হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় যখন তাদের জাহানামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে ফেলে দেয়া হবে, তারা

**وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مَقْرِنِيْتَ** <sup>⑫</sup>

তখন সেখানে তারা শুধু (মৃত্যুর) ধর্ষসকেই ডাকতে  
থাকবে;

১৪. (তখন তাদের বলা হবে,) আজ তোমরা ধর্ষস  
হওয়াকে একবারই শুধু ডেকো না, বরং ডাকো  
বহুবার- (কোনো ডাকই আজ কাজে আসবে না)।

دَعُوا هَنَالِكَ تَبُورًا ۝

لَا تَنْعُوا إِلَيْهَا تَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ۝  
تَبُورًا كَثِيرًا ۝

১৫. (হে নবী,) তুমি বলো, (জাহানামের) এ  
(কঠোর আ্যাব) শ্ৰেষ্ঠ- না সেই স্থায়ী জাহানত, যার  
ওয়াদা মোতাবকীদের (আগেই) দিয়ে রাখা হয়েছে; এ  
(জাহানাতই) হচ্ছে তাদের যথাযথ পুরকার ও (চূড়ান্ত)  
প্রত্যাবর্তনের স্থান!

قُلْ أَذْلَكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَلِيلِ الَّتِي  
وَعِدَ الْمُتَقْوِنَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ  
مَصِيرًا ۝

১৬. সেখানে তারা যা কিছু পেতে চাইবে তাই  
তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে, (তাও আবার) থাকবে  
স্থায়ীভাবে; এ প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন তোমার  
মালিকেরই দায়িত্ব।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۖ خَلِيلٍ يَّنِينَ ۖ كَانَ عَلَىٰ  
رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝

১৭. যেদিন তিনি এ (মোশেরেক) ব্যক্তিদের এবং  
তাদের ও তাদের (মারুদদের)- যাদের এরা আল্লাহ'র  
বদলে এবাদাত করতো, (সবাইকে) একত্রিত করবেন,  
অতপর তিনি (সে মারুদদের) জিজেস করবেন,  
তোমারাই কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছো,  
না তারা নিজেরাই (সত্য থেকে) বিচুত হয়ে গেছে;

وَبِيَوْمٍ يَحْشِرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ۖ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ فَيَقُولُ ۖ إِنَّمَا أَضْلَلْتَنِي عِبَادِي  
هُوَلَاءِ ۖ آمَّا هُمْ ضَلَّوا السَّبِيلَ ۝

১৮. ওরা বলবে (হে আল্লাহ), তুমি পবিত্র, তুমি  
মহান, তোমার বদলে অন্যকে অভিভাবকরণে গ্রহণ  
করা আমাদের জন্যে শোভনীয় ছিলো না, তুমি তো  
এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের (নানা) ভোগের  
সামগ্ৰী দিয়েছিলে, (এগুলো পেয়ে) তারা এমনকি  
(তোমার) শ্রীরাগকেও ভুলে বসেছে এবং তারা একটি  
ধর্ষস্পাণ্ড জাতিতে পরিণত হয়ে গেছে।

فَالْأُولَا سَبِحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ  
نَتَخَلَّ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولَيَاءِ وَلَكِنِ  
مُسْتَعْتَهِمْ وَأَبَاءِهِمْ حَتَّىٰ نَسْوَا الَّذِي كَرَّ  
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝

১৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আজ) তোমরা যা  
বলছো এ (মারুদ)-রা তো তা যিথ্য প্রতিপন্থ করলো,  
অতএব (এখন আর) তোমরা (আমার আ্যাব) সরাতে  
পারবে না, না (তোমরা আজ) কারো সাহায্য পাবে।  
তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (আমার আনুগত্যের)  
সীমালংঘন করে তাহলে তাকে আমি কঠোর আ্যাব  
আস্বাদন করাবো।

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۝  
فَمَاهَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنِ  
يُظْلِمُ مِنْكُمْ نُنِقْدَ قَدْ عَلَّ أَبَا كَبِيرًا ۝

২০. (হে নবী,) তোমার আগে আমি আরো যতো  
রসূল পাঠিয়েছি, তারা (মানুষের মতোই) আহার  
করতো, (মানুষদের মতোই) তারা হাটে বাজারে  
যেতো (আসল কথা হচ্ছে); মানুষদের মধ্য থেকে  
রসূল পাঠিয়ে আমি তোমাদের একজনকে আরেকজ  
নের জন্যে পরীক্ষা (-র উপকরণ) বানিয়েছি; (এ  
পরীক্ষায়) তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করবে না? তোমার  
রব (কিন্তু) সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرَّسُلِ إِلَّا  
إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي  
الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ  
أَتَصِيرُونَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

وَقَالَ اللَّهُ يَنِّي لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا  
أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِئَةُ أَوْ تَرَى رَبَّنَا  
لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتُوهُ عَتْوًا  
كَبِيرًا ④

১. যারা আমার সাথে (তাদের) সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে, কতো ভালো হতো যদি আমাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার) কোনো ফেরেশতা নাখিল করা হতো, অথবা আমরা যদি আমাদের মালিককে দেখতে পেতাম! তারা নিজে দের বড়ো (অহংকারী) মনে করলো এবং তারা (আল্লাহর নাফরমানীতেও) মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন করে ফেললো।

২. যেদিন (সত্যিই) তারা সে ফেরেশতাদের দেখবে, সেদিন (কিন্তু) অপরাধীদের জন্যে কোনো সুসংবাদ থাকবে না, (বরং) তারা বলবে, (হে আল্লাহ, এদের থেকে) আমরা (তোমার কাছে) আশ্রয় চাই- আশ্রয় চাই। (কারণ ফেরেশতারা হবে আয়াবের প্রতীক)।

৩. (এবার) আমি তাদের সে সব কর্মকান্ডের দিকে মনোনিবেশ করবো, যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে, আমি তাকে উত্তৃত ধূলিকণার মতোই (নিষ্কল) করে দেবো।

৪. সেদিন জাহাতের অধিবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট ও তাদের বিশ্রামের জায়গা হবে অত্যন্ত মনোরম।

৫. (সেদিনকে শ্বরণ করো,) যেদিন আসমান তার মেঘমালা নিয়ে ফেটে পড়বে, আর দলে দলে ফেরেশতারা (যথীনে) নেমে আসবে।

৬. সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে একমাত্র দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে; যারা তাকে অঙ্গীকার করেছে তাদের ওপর সেদিনটি হবে (বড়োই) কঠিন!

৭. সেদিন যালেম ব্যক্তি (ক্ষেত্রে দুঃখে) নিজের হাত দুটো দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি দুনিয়ায় রসূলের সাথে (ধীনের) পথ অবলম্বন করতাম!

৮. দুর্ভাগ্য আমার, আমি যদি অমুক লোকটিকে আমার বন্ধু না বানাতাম!

৯. আমার কাছে (ধীনের) উপদেশ আসার পর সে লোকটি আমাকে তা থেকে বিচ্ছুত করে দিয়েছিলো; আর শ্বয়তান তো (সব সময়ই) মানুষকে (পথচার) করে কেটে পড়ে।

১০. রসূল বলবে, হে আমার রব, অবশ্যই আমার জাতি কোরআনকে (একটি) পরিত্যাজ্য (বিষয়) মনে করেছিলো।

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنْ قَوْمِي  
اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ⑩

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِئَةَ لَا بَشَرٌ يَوْمَئِنْ  
لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا  
هَبَاءً مُنْثُرًا ⑪

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِنْ خَيْرًا مُسْتَقْرًا وَ  
أَحْسَنُ مَقِيلًا ⑫

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنَرِّ  
الْمَلِئَةُ تَبَرِّيلاً ⑬

الْمَلِكُ يَوْمَئِنْ الْحَقَّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ  
يَوْمًا عَلَى الْكُفَّارِ عَسِيرًا ⑭

وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمِينَ عَلَيْهِ يَقُولُ  
يَلِيَّتِنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ⑮

يَوْمَئِنْ لَيَّتِنِي لَمْ أَتَخَلَّ فَلَانَا خَلِيلًا ⑯

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ النِّيرَ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي  
وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَانِ خَلْ وَلَا ⑰

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنْ قَوْمِي  
اتَّخَذُوا هَذَا الْقُরْآنَ مَهْجُورًا ⑱

৩১. (হে নবী,) এভাবেই আমি (প্রত্যেক যুগের) অপরাধীদের প্রত্যেক নবীর দুশ্মন বানিয়ে থাকি; (অবশ্য) তোমার পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করার জন্যে তোমার রব একাই যথেষ্ট!

وَكُلْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَلَّ وَأَمِّ  
الْمُجْرِمِينَ وَكُفِي بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ⑥

৩২. যারা (কোরআন) অঙ্গীকার করে তারা বলে, (এ) পুরো কোরআনটা তার ওপর একবারে নাখিল করা হলো না কেন? (আসলে কোরআন তো) এভাবেই (নাখিল হয়েছে), যাতে করে এ (ওই) দ্বারা আমি তোমার অস্তর ম্যবুত করে দিতে পারি, (আর এ কারণেই) আমি একে থেমে থেমে নাখিল করেছি।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ  
الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذِلِكَ  
لِنُثْبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ⑦

৩৩. ওরা তোমার কাছে যে কোনো ধরনের বিষয় নিয়েই আসুক না কেন, আমি (সাথে সাথেই) তোমার কাছে (এর একটা) যথার্থ (সমাধান) এনে হায়ির করি এবং (তার) একটা সুন্দর ব্যাখ্যাও (তোমাকে বলে দেই),

وَلَا يَاتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ  
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ⑧

৩৪. এরা হচ্ছে সেসব লোক যাদের (কেয়ামতের দিন) মুখের ওপর ভর দিয়ে জাহানামের সামনে জড়ে করা হবে, ওদের সে স্থানটি হবে অতি নিকৃষ্ট, আর ওরা নিজেরাও হবে অতিশয় পথভর্ত।

أَلَّذِينَ يَحْشُرُونَ مِنْ جَهَنَّمَ  
أُولَئِكَ شَرَّ مَكَانًا وَأَضَلَّ سَبِيلًا ⑨

৩৫. অবশ্যই আমি মূসাকে (তাওরাত) কিতাব দান করেছি এবং তাঁর ভাই হারুনকে আমি তাঁর সাথে তাঁর সাহায্যকারী বানিয়েছি,

وَلَقَنَ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ  
آخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ⑩

৩৬. আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা উভয়েই (আমার হেদায়াত নিয়ে) এমন এক জাতির কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করেছে; অতপর (আমাকে অঙ্গীকার করায়) আমি তাদের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিয়েছি;

فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْرَا  
بِإِيمَنِنَا فَلَمْ رَنِمْرَ تَلِمِيرًا ⑪

৩৭. (একইভাবে) যখন নূহের সম্প্রদায়ও আমার রসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, তখন আমি তাদের সবাইকে (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি এবং আমি ওদেরকে (পরবর্তী) মানুষদের জন্যে শিক্ষীয় বিষয় করে রেখেছি; আমি যালেমদের জন্যে মর্মস্তুদ আয়াব ঠিক করে রেখেছি,

وَقَوْأَنُوحٌ لَمَّا كَنَّ بُوْرَا الرَّسُولَ أَغْرَقْنَاهُ  
وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ أَيَّةً وَأَعْتَدْنَا  
لِلظَّالِمِينَ عَنْ أَبَابِ أَلِيمَاءً ⑫

৩৮. (একই নিয়মে) আমি ধৰ্স করে দিয়েছি আদ, সামুদ ও 'রাস'-এর অধিবাসীদের এবং তাদের অস্তর্বর্তীকালীন আরো বহু সম্প্রদায়কেও,

وَعَادًا وَتَمْوَادًا وَاصْحَابَ الرَّسُولِ وَقَرْوَانَ  
بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ⑬

৩৯. (তাদের) প্রত্যেকের কাছেই আমি (আগের ধৰ্সপ্রাণ জাতিসমূহের) নির্দর্শনসমূহ উপস্থাপন করেছি, (সতর্কবাণী না শোনার কারণে) আমি সবাইকে নির্মূল করে দিয়েছি।

وَكَلَّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا  
تَتَبَيِّرَا ⑭

৪০. এরা তো সে জনপদ দিয়ে প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করে, যার ওপর আয়াবের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিলো; ওরা কি এসব দেখেছিলো না? (আসল কথা হচ্ছে,) এরা (পুনরায়) জীবিত হওয়ার কোনো আশাই পোষণ করে না।

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرِيَةِ الَّتِي أَمْطَرْتُ  
مَطَرَ السُّوءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ  
كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ④০

৪১. (হে নবী,) এরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল ঠাণ্ডা বিদ্যুপের পাত্রপেই গগ্য করে (এবং বলে); এই কি সে লোক, যাকে আল্লাহ তায়ালা রসূল করে পাঠিয়েছেন!

وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَتَخَلُّ وَنَكِ إِلَاهُزُوا  
أَهْلَ الْأَنْبَىٰ بَعْدَ اللَّهِ رَسُولَهُ ④০

৪২. এ ব্যক্তি তো আমাদের দেবতাদের (এবাদাত) থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতো যদি আমরা তাদের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকতাম; (হ্যাঁ,) তারা যখন আয়াবকে (স্বচক্ষে) দেখতে পাবে তখন ভালো করেই জানতে পারবে, কে তোমাদের মাঝে বেশী পথভ্রষ্ট ছিলো।

إِنْ كَادَ لَيُضِلِّنَا عَنِ الْهَتَنَالَوْلَا أَنْ  
صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ  
يَرَوْنَ الْعَذَابَ مِنْ أَفْلَ سَيِّلًا ④০

৪৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখোনি যে তার কামনা বাসনাকে নিজের মাঝে বানিয়ে নিয়েছে; তুমি কি তার (মতো ব্যক্তির) অভিভাবক হতে পারো?

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَ هُدًى أَفَأَنْتَ  
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ④০

৪৪. (হে নবী,) তুমি কি সত্যিই মনে করো, তাদের অধিকাংশ লোক (তোমার কথা) শুনে কিংবা (এর মর্ম) বুঝে; (আসলে) ওরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (তার চাইতেও) বেশী পথভ্রষ্ট।

أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ  
يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ  
أَفْلَ سَيِّلًا ④০

৪৫. (হে নবী,) তুমি কি তোমার মালিকের (কুদরতের) দিকে তাকিয়ে দেখো না? কি ভাবে তিনি ছায়াকে বিস্তার করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে (একই স্থানে) স্থায়ী করে রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে তার ওপর একটি স্থায়ী নির্ধন্ত বানিয়ে রেখেছি,

أَلَرْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلَّ وَلَوْ  
شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا فَمَرَ جَعَلْنَا الشَّمْسَ  
عَلَيْهِ دَلِيلًا ④০

৪৬. অতপর আমি ধীরে ধীরে তাকে আমার দিকে গুটিয়ে আনবো।

فَمَرَ قَبضَنِهِ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ④০

৪৭. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) যিনি তোমাদের জন্যে রাতকে আবরণ, ঘুমকে আরাম ও দিনকে জেগে ওঠার সময় করে বানিয়ে দিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّلَ لَبَاسًا  
وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ④০

৪৮. (তিনিই আল্লাহ তায়ালা) যিনি তাঁর (বৃষ্টিরগী) রহমতের সুসংবাদাবী বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর আসমান থেকে (তার মাধ্যমে) বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন,

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بِشَرَابِينَ يَدِي  
رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ④০

৪৯. তিনি যেন তা দিয়ে মৃত ভূখণ্ডে জীবনের সঞ্চার করতে পারেন এবং তা দিয়ে আমি আমার সৃষ্টি করা অসংখ্য জীবজন্ম ও মানুষের পিপাসা নিবারণ করাতে পারি।

لَنْحِيَ بِهِ بَلْنَةً مِيتَا وَنَسْقِيَهُ مِيَا  
خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا ④০

৫০. আমি বার বার এ (ঘটনা)-টি তাদের মাঝে  
সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে)  
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই  
আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু স্বীকারই করলো  
না।

وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَنْكِرُوا هُنَّا فَأَبَى  
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ④

৫১. আমি চাইলে প্রতিটি জনপদে এক একজন  
সর্তরকারী (নবী) পাঠাতাম,

وَلَوْ شِئْنَا لَعَبَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ⑤

৫২. অতএব, তুমি কাফেরদের পেছনে পড়ো না,  
তুমি (বরং) এ (কোরআন) দিয়ে তাদের সাথে বড়ো  
ধরনের জেহাদ করো।

فَلَا تُطِعِ الْكُفَّارِينَ وَجَاهِلْهُمْ بِهِ جَهَادًا  
كَبِيرًا ⑥

৫৩. তিনি আল্লাহ তায়ালা- যিনি (একই জায়গায়)  
দুটো সাগর এক সাথে প্রবাহিত করে রেখেছেন,  
একটি হচ্ছে মিষ্ট ও সুপেয়, আরেকটি লোনা ও  
ক্ষারবিশিষ্ট, উভয়ের মাঝখানে তিনি একটি সীমারেখা  
বানিয়ে রেখেছেন, এটি একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান।

وَهُوَ اللَّهُ مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ هُنَّا عَلَى بَرْ  
فُرَاتٍ وَهُنَّا مَلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا  
بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ⑦

৫৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি মানুষকে (এক  
বিন্দু) পানি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তাকে  
(রক্ত সম্পর্ক দ্বারা) পরিবার (বন্ধন) ও (বৈবাহিক  
বন্ধন দ্বারা) শঙ্গুরালয়ে পরিণত করেছেন; তোমার রব  
প্রভৃত ক্ষমতাবান,

وَهُوَ اللَّهُ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ  
نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَنِيرًا ⑧

৫৫. তারা আল্লাহর বদলে এমন সবকিছুর এবাদাত  
করে যা- না তাদের কোনো উপকার করতে পারে, না  
তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে; (আসলে) কাফের  
ব্যক্তি নিজের মালিকের মোকাবেলায় (বিদ্রোহীদেরই  
বেশী) সাহায্যকারী (হয়)।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْعَمُ وَلَا  
يَضْرُهُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ⑨

৫৬. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে কেবল (জাল্লাতের)  
সুসংবাদদাতা ও (জাহানামের) সর্তরকারীরূপেই  
পাঠিয়েছি।

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبْشِرًا وَنَذِيرًا ⑩

৫৭. তুমি (এদের) বলো, আমি তো তোমাদের কাছ  
থেকে এ জন্যে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, (হাঁ, আমি  
চাই) প্রতিটি ব্যক্তিই যেন তার রব পর্যন্ত পৌছার  
(সঠিক) রাস্তা অবলম্বন করে।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءَ  
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ⑪

৫৮. (হে নবী,) তুমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর  
নির্ভর করো, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তুমি তাঁর সপ্তশংস  
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো; তাঁর বান্দাদের  
গুনাত্মকা সম্পর্কে তাঁর অবগত হওয়াই যথেষ্ট,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَسِنِ الَّذِي لَا يَمْوِتُ وَسِبْعَ  
بِحَمِيلٍ وَكَفِيْ بِهِ بِلْ نُوبٍ عِبَادَةٍ خَبِيرًا ⑫

৫৯. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি আকাশমণ্ডলী,  
পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি  
করেছেন, অতপর তিনি (তাঁর) আরশে সমাসীন হন,  
(তিনি) অতি দয়াবান, তাঁর (মর্যাদা) সম্পর্কে সে  
লোককে তুমি জিজ্ঞেস করো যে (এ সম্পর্কে) অবগত  
আছে।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنَهُمَا فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى  
الْعَرْشِ شَرَّالْرَحْمَنْ فَسَلَّمَ بِهِ خَبِيرًا ⑬

৬০. যখন ওদের বলা হয়, তোমরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি সাজদাবন্ত হও, তখন তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা আবার) কে? যাকেই তুমি সাজদা করতে বলবে তাকেই কি আমরা সাজদা করবো? (বস্তুত তোমার এ আহ্বান) তাদের বিদ্বেষকে বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا  
وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسِجْدُ لِمَا تَأْمُرُنَا  
سাজদা  
وَزَادَهُمْ نُفُورًا<sup>(৩০)</sup>

৬১. কতো মহান সেই স্তো, যিনি আসমানে অসংখ্য গম্ভুজ বানিয়েছেন, এরই মাঝে তিনি (আবার) পয়দা করেছেন প্রদীপ (-সম একটি সূর্য) এবং একটি জ্যোতির্ময় চাঁদ।

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا  
وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا<sup>(৩১)</sup>

৬২. তিনি রাত ও দিনকে (পরম্পরের) অনুগামী করেছেন, (এসব আয়োজন তাদের জন্যে) যারা এসব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কিংবা (সে জন্যে আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً  
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا<sup>(৩২)</sup>

৬৩. দ্যাময় আল্লাহ তায়ালার বান্দা তো হচ্ছে তারা, যারা যামীনে নেহায়াত বিন্দুভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা (খারাপভাবে) তাদের সঙ্গে সঙ্গে করে, তখন তারা (বলে, তোমাদের ওপর) শাস্তি (বর্ষিত হোক)।

وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ  
هُونَّا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهَلُونَ قَالُوا سَلَّمًا<sup>(৩৩)</sup>

৬৪. যারা তাদের মালিকের উদ্দেশে সাজদাবন্ত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে (তাদের) রাতগুলো কাটিয়ে দেয়।

وَالَّذِينَ يَبِيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا  
وَقِيَامًا<sup>(৩৪)</sup>

৬৫. যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আয়াবকে সরিয়ে নাও, অবশ্যই তার আয়াব হচ্ছে নিশ্চিত বিনাশ,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ  
جَهَنَّمَ<sup>(৩৫)</sup>

৬৬. আশ্রয় ও থাকার জন্যে তা (আসলেই) একটি নিকৃষ্ট জায়গা!

إِنَّهَا سَاعَةٌ مُسْتَقْرَأً وَمَقَاماً<sup>(৩৬)</sup>

৬৭. তারা যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না, (আবার কোনো প্রকার) কার্পণ্য ও তারা করে না; বরং তাদের ব্যয় (সব সময় এ দুরের) মধ্যবর্তী (একটি ভারসাম্যমূলক) অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

وَالَّذِينَ إِذَا آتَفَقُوا لَسْرِسْرُفُوا وَلَمْ  
يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا<sup>(৩৭)</sup>

৬৮. যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মারুদকে ডাকে না, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে যাকে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন তাকে তারা হত্যা করে না, যারা ব্যভিচার করে না, (তারাই মূলত আল্লাহর নেক বান্দা, অপরদিকে) যে ব্যক্তি এসব (অপরাধ) করবে সে (তার গুনাহের) শাস্তি ভোগ করবে,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اَللَّهِ إِلَّا  
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اَلَّا  
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
يُلَقَّ آثَامًا<sup>(৩৮)</sup>

৬৯. কেয়ামতের দিন তার জন্যে এ শাস্তি আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে, সেখানে সে অপমানিত হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবে,

يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ  
فِيهِ مَهَانًا<sup>(৩৯)</sup>

৭০. কিন্তু যারা (এসব কিছু থেকে) তাওবা করেছে, (আল্লাহর ওপর) দৈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের গুনাহসমূহকে তাদের নেক আমল দ্বারা বদলে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

الْأَمَنُ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا  
فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سِيَّاتِهِمْ حَسَنَتْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑩

৭১. যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং নেক আমল করে, সে আল্লাহ তায়ালার কাছেই তাওবা করে যেমন তাওবা করা উচিত।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ  
إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ⑪

৭২. (দয়াময় আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা তারাও-) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, (ঘটনাচক্রে) যদি কোনো অথবা বিষয়ের তারা সম্মুখীন হয়ে যায় তাহলে একান্ত ভদ্রতার সাথে (সেখান থেকে) সরে পড়ে।

وَالَّذِينَ لَا يَشْهِدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرَوا  
بِاللَّغْوِ مَرَوا كَرَامًا ⑫

৭৩. (এরা হচ্ছে এমন লোক,) তাদের কাছে যখন তাদের মালিকের কোনো আয়াত পড়ে (কিছু) অরণ করানো হয়, তখন তারা তার ওপর অন্ধ ও বধির হয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকে না।

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِأَيْتٍ رَّبِّهِمْ  
لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صَمِّيَّا وَعَمِيَّا ⑬

৭৪. (নেক বান্দা তারাও) যারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের (স্বামী) স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করো, (উপরন্তু) তুমি আমাদের মোতাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبَّ لَنَا مِنْ  
آزْوَاجِنَا وَذَرِيتَنَا قُرْةً أَعْيُّنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ⑭

৭৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক, কঠোর ধৈর্যের বিনিময় স্বরূপ সেদিন যাদের (সুরম্য) বালাখানা দেয়া হবে, (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাদের অভিবাদন ও সালামসহ অভ্যর্থনা জানানো হবে,

أُولَئِكَ يُجْزَوُنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا  
وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا ⑮

৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; কতো উৎকৃষ্ট সে জ্যায়গা আশ্রয় নেয়ার জন্যে, (কতো সুন্দর সে জ্যায়গা) থাকার জন্যে!

خَلِيلٌ يَنِّيْهَا حَسْنَتْ مُسْتَقْرًا وَمَقَامًا ⑯

৭৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি (তাঁকে) না ডাকো তাতে আমার রব তোমাদের মোটেই পরোয়া করবেন না, তোমরা (যে তাঁকে) অস্বীকার করো, (তাই) অচিরেই তোমাদের জন্যে কাল হয়ে দেখা দেবে।

قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا يُكْرِرِيْ لَوْ لَادَعَاؤُكُرِ  
فَقَلْ كَلْ بَتْمَرْ فَسَوْ فَيُكُونُ لِرَأْمَا ⑰



১. ত্বা-সীম, মীম।

طস্ম ⑰

২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট গঠনের (কতিপয়) আয়াত।

تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ⑱

لَعْلَكَ بَاخْعَنْفَسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ⑧  
 ৩. (হে নবী,) তারা যে ঈমান আনছে না (সে দৃঢ়খে) মনে হচ্ছে তুমি তোমার জীবনটাই ধ্রংস করে দেবে।

إِنْ شَاءَ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَيْةً  
 ৪. আমি চাইলে এদের ওপর আসমান থেকে (এমন) নির্দর্শন নাযিল করতে পারি, (ফলে) তাদের গর্দান তার সামনে ঝুঁকে থাবে।  
 فَظَلَتْ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خُضْعِينَ ⑧

وَمَا يَاتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مَكِلَّثٌ  
 ৫. এমন হয়নি যে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এদের কাছে কোনো (নতুন) উপদেশ এসেছে; কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।  
 إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑨

فَقُلْ كُنْ بُوَا فَسِيَّاتِهِمْ أَبْوَا مَا كَانُوا بِهِ  
 ৬. এরা যেহেতু (আল্লাহর আয়াবকে) অঙ্গীকার করেছে, (তাই) অচিরেই তাদের কাছে সে খবর এসে হায়ির হবে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো!  
 يَسْتَهْزِئُونَ ⑩

أَوْلَمْ يَرَوْ إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَنَا فِيهَا  
 ৭. এরা কি যমীনের দিকে ন্যায় করে দেখে না! আমি কতো কতো ধরনের উৎকৃষ্ট জিনিসপত্র তাতে উৎপাদন করাই।  
 مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑪

إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ  
 ৮. নিশ্চয়ই এর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে (আমার সৃষ্টি কৌশলের নানা) নির্দর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসী নয়।  
 مُؤْمِنِينَ ⑫

وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑬  
 ৯. অবশ্যই তোমার রব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِذَا نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ  
 ১০. (হে নবী, তুমি তাদের সে কাহিনী শোনাও,) যখন তোমার রব মুসাকে ডাকলেন, সে যেন (দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে) যালেম জাতির কাছে যায়—  
 الظَّالِمِينَ ⑭

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقَوَّنَ ⑮  
 ১১. ফেরাউনের জাতির কাছে; তারা কি (আমার ক্রোধকে) ভয় করবে না?

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّبُونِ ⑯  
 ১২. সে বললো, হে আমার রব, আমি আশংকা করছি— তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে;

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطِلِقُ لِسَانِي  
 ১৩. (এ আশংকায়) আমার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আমার জিহ্বাও তো (ভালো করে) কথা বলতে পারে না, (আমার সাহায্যের জন্যে) তুমি হারনের কাছেও নবুওত পাঠাও।  
 فَارْسِلْ إِلَى هَرَوْنَ ⑰

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبِ فَা�خَافُ أَنْ يُقْتَلُونِ ⑱  
 ১৪. (তা ছাড়া) আমার ওপর তাদের (আগে থেকেই একটা) অপরাধ (-জনিত অভিযোগ) আছে, তাই আমি ভয় করছি, তারা আমাকে মেরে ফেলবে,

قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِإِيمَنِنَا إِنَّا مَعْكُمْ  
 ১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, না, (তা) কখনো হবে না, আমার আয়াত নিয়ে তোমরা উভয়েই (তার কাছে) যাও, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, আমি সবকিছুই শুনতে পাই।  
 مُسْتَعِمُونَ ⑲

১৬. তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে যাও, তোমরা  
তাকে বলো, আমরা স্থিতিকুলের রব (আল্লাহ তায়ালার) ৪١ فَاتِيَّا فِرْعَوْنَ قَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- তোমরা প্রেরিত রসূল,
১৭. (তাকে আরো বলো) তুমি বনী ইসরাইলদের  
আমাদের সাথে যেতে দাও! ৪২ أَنْ أَرِسْلُ مَعَنَا بَنَى إِسْرَائِيلَ
১৮. (ফেরাউন এসব শুনে) বললো, (হে মূসা,) আমরা  
কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে লালন পালন  
করিনি? তুমি তো তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি  
বছরই আমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছো। ৪৩ قَالَ الْمَرْنَبَّاكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثَتْ فِينَا  
মুর্ক সন্তোষে ৪৪ مِنْ عُمُرِكَ سَنِينَ
১৯. (তখন) তোমার যা কিছু করার ছিলো তা তুমি  
করেছো, তুমি তো (দেখছি ভারী) অকৃতজ্ঞ মানুষ! ৪৫ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ  
الْكُفَّارِ
২০. সে বললো (হ্যাঁ), আমি তখন সে কাজটি একান্ত  
না জানা অবস্থায় করে ফেলেছি; ৪৬ قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ
২১. অতপর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে  
(প্রতিশোধের ব্যাপারে) ভয় পেয়ে গেলাম তখন  
আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম, তারপর  
আমার রব আমাকে (বিশেষ) জ্ঞান দান করলেন এবং  
আমাকে তিনি রসূলদের দলে শামিল করলেন। ৪৭ فَفَرَرْتَ مِنْكُمْ لَمَّا خَفِتُكَ فَوَهَبَ لِ  
রবী হৃদয়ে ও জুলনি মুসলিম ৪৮
২২. আর তোমার (রাজপরিবারের) সে অনুগ্রহ, যে  
কথা বলে তুমি আমাকে খোটা দিলে (তার মূল  
কারণ ছিলো), তুমি বনী ইসরাইলদের নিজের গোলাম  
বানিয়ে রেখেছিলে;
২৩. ফেরাউন বললো, স্থিতিকুলের রব (আবার) কে? ৪৯ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
২৪. সে বললো, তিনি হচ্ছেন আসমানসমূহ ও  
যবীনের এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু  
আছে তার সব কিছুর রব; যদি তোমরা (এ কথাটা)  
বিশ্বাস করতে! ৫০ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
অন কন্তর মুক্তির স্বর্গে ৫১
২৫. ফেরাউন তার আশেপাশে যারা (বসা) ছিলো  
তাদের বললো, তোমরা কি শুনছো- (মূসা কি বলছে)? ৫২ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِمُونَ
২৬. সে বললো, তিনি তোমাদের রব এবং রব  
তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও। ৫৩ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ
২৭. ফেরাউন (তার দলবলকে) বললো, তোমাদের কাছে  
গাঠানো তোমাদের এ রসূল হচ্ছে (আসলেই) এক বদ্ধ পাগল। ৫৪ قَالَ إِنْ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لِمَجْنُونٌ
২৮. সে বললো, তিনি পূর্ব পশ্চিম উভয় দিকের রব,  
আরো (রব) এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে  
সেসব কিছুরও; যদি তোমরা অনুধাবন করতে! ৫৫ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
অন কন্তর মুক্তির স্বর্গে ৫৬
২৯. সে বললো (হে মূসা), যদি তুমি আমাকে বাদ  
দিয়ে অন্য কাউকে মারুদ হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে  
আমি অবশ্যই তোমাকে জেলে ভরবো। ৫৭ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي  
লাগুনক মুসলিম ৫৮

৩০. সে বললো, আমি যদি তোমার সামনে (ন্বুওতের) সুস্পষ্ট কোনো দলীল প্রমাণ হারির করি তবুও কি (তুমি এমনটি করবে)?

قَالَ أَوَّلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ⑥

৩১. সে বললো, (যাও) নিয়ে এসো সে দলীল প্রমাণ, যদি তুমি সত্যবাদী হও!

قَالَ فَأَسْتِ بِهِ إِنْ كَنْتَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ ⑦

৩২. অতপর সে তার লাঠি (যামীনে) নিষ্কেপ করলো, তৎক্ষণাত তা একটি দৃশ্যমান অজগর হয়ে গেলো।

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانَ مُبِينٍ ⑧

৩৩. (ছিতৌর নির্দশন হিসেবে) সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, (সাথে সাথেই) তা দর্শকদের সামনে চমকাতে লাগলো।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيَضَاءِ لِلنَّظَرِينَ ⑨

৩৪. (ফেরাউন) তার আশেপাশে উপবিষ্ট দরবারের বড়ো আমলাদের বললো, এ তো (দেখছি) আসলেই একজন সুদৃঢ় যাদুকর!

قَالَ لِلْمَلِأَ حَوْلَهُ إِنْ هَنَّ السِّحْرُ عَلَيْمٌ ⑩

৩৫. সে তার যাদু (-র শক্তি) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরই বের করে দিতে চায়, বলো, এখন তোমরা আমাকে (এ ব্যাপারে) কি পরামর্শ দেবে? يَرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ

بِسْحِرٍ فَيَأْذِنَّ تَامِرُونَ ⑪

৩৬. তারা বললো, তুমি তাকে ও তার ভাইকে (কিছু) অবকাশ দাও এবং (এ সুযোগে) তুমি শহরে বন্দরে (যাদুকরদের নিয়ে আসার ফরামান দিয়ে) সংগ্রাহকদের পাঠিয়ে দাও।

قَالُوا أَرْجِه وَآخِه وَابْعَثْ فِي الْمَدِيرِ  
حَشِّرِينَ ⑫

৩৭. তারা যেন প্রতিটি সুদৃঢ় যাদুকরকে তোমার সামনে এনে হারির করে।

يَا تُوكَ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلَيْهِ ⑬

৩৮. অতপর এক নির্দিষ্ট দিনে এক নির্দিষ্ট সময়ে (সত্য সত্যিই দেশের) সব যাদুকরদের একত্রিত করা হলো,

فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِيُقَاتِ بِيَوْمٍ مَعْلُومٍ ⑭

৩৯. সাধারণ মানুষদের বলা হলো, তোমরাও কি (সেখানে) একত্রিত হবে?

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مَجْمَعُونَ ⑮

৪০. আমাদের আশা, যদি যাদুকররা (আজ) বিজয়ী হয় তাহলে আমরা (মূসাকে বাদ দিয়ে) তাদের অনুসরণ করতে পারবো।

لَعَلَّنَا نَتَبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا مِنَ الْغَلَبِيِّينَ ⑯

৪১. অতপর যাদুকররা এসে যখন ফেরাউনকে বললো, আমরা যদি (আজ) জয় লাভ করি তাহলে আমাদের জন্যে (পর্যাপ্ত) পুরস্কার থাকবে তো?

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَئْتِنَا لَنَا لَاجِراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلَبِيِّينَ ⑰

৪২. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই), তেমন অবস্থায় তোমরাই তো (হবে) আমার ঘনিষ্ঠ জন!

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ يَمْرِرُوا قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ يَمْرِرُوا ⑱

৪৩. (মোকাবেলা শুরু হয়ে গেলে) মূসা তাদের বললো (হাঁ), তোমরাই (আগে) নিষ্কেপ করো যা (কিছু) তোমাদের নিষ্কেপ করার আছে!

قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَقْوَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ⑲

৪৪. অতপর তারা তাদের রশি ও লাঠি (মাটিতে) ফেললো এবং তারা বললো, ফেরাউনের ইয়ত্তের কসম, অবশ্যই আমরা বিজয়ী হবো।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيمَهُمْ وَقَالُوا بَعْزَةُ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ⑳

৪৫. তারপর মূসা তার লাঠি (যমীনে) নিক্ষেপ করলো, সহসা তা (অজগর হয়ে) তাদের (যাদুর) অলীক সৃষ্টিগুলো থাস করতে লাগলো,

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ  
مَا يَأْفِكُونَ ④৫

৪৬. অতপর (ঘটনার আকস্মিকতা) যাদুকরদের সাজাবন্ত করে দিলো,

فَأَلْقَى السَّحْرَةُ سِجِيلَيْنَ ④৬

৪৭. তারা বললো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম,

قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ④৭

৪৮. (ঈমান আনলাম) মূসা ও হারানের মালিকের ওপর।

رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ④৮

৪৯. (ক্রোধাধৃত হয়ে) সে (ফেরাউন) বললো, “এই (একি!) আমি তোমাদের (কোনো রকম) অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার (মালিকের) ওপর ঈমান এনে ফেললো! (বুবাতে পারছি, আসলে) এই হচ্ছে তোমাদের বড়ো (গুরু), এ-ই তোমাদের সবাইকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে, অতিসত্ত্ব তোমরা (এর পরিণাম) জানতে পারবে; আমি তোমাদের হাত ও পা-বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো, অতপর আমি তোমাদের সবাইকেই শূলে ঢাবো,

قَالَ أَمْتَشِرْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ  
لَكِبِيرٌ كَمِ الَّذِي عَلِمْكُمُ السِّحْرُ فَلَسْوَفَ  
تَعْلَمُونَ لَا قَطْعَنَ آيَيْنِ يَكْرِمُ وَأَرْجِلَكُمْ مِنْ  
خِلَافٍ وَلَا صِلْبِنَكُمْ أَجَعِينَ ④৯

৫০. তারা বললো, (এতে) আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই, অবশ্যই আমরা আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবো,

قَالُوا لَا يَضِيرُ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ⑤০

৫১. আমরা আশা করবো আমাদের রব আমাদের (যাদু সংক্রান্ত) সব গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন, কেননা আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি।

إِنَّا نَطَعْمَ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا خَطِيئَانَا  
كَمَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ⑤১

৫২. অতপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠিয়ে বললাম, রাত থাকতে থাকতেই তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে যাও, (সাবধান থেকে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিন্তু) তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করা হবে।

وَأَوْهِنَّا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيْ بِعَبَادِي  
إِنْكِرِ مَتَّبِعُونَ ⑤২

৫৩. ইতিমধ্যে ফেরাউন (সৈন্য জড়ো করার জন্যে) শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিলো,

فَارْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَشِرِينَ ⑤৩

৫৪. (সে বললো,) এরা তো হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র দল মাত্র,

إِنْ هُوَ لَاءَ لَشَرِذَمَةِ قَلِيلُونَ ⑤৪

৫৫. এরা আমাদের (অনেক) ক্ষেত্রের উদ্রেক ঘটিয়েছে,

وَانْهِرْ لَنَا لَغَائِظُونَ ⑤৫

৫৬. (এদের মোকাবেলায়) আমরা হচ্ছি একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী;

وَإِنَّا لَجَمِيعَ حِرْرَوْنَ ⑤৬

৫৭. আমি (ধীরে ধীরে) তাদেরকে উদ্যানমালা ও বার্ণাধারাসমূহ থেকে বের করে আনলাম,

فَآخِرُ جَنَّهُمْ مِنْ جَنَّتٍ وَعِيُونٍ ⑤৭

৫৮. (বের করে আনলাম) তাদের (সম্পত্তি) ধনভান্তরসমূহ ও সুরম্য প্রাসাদ থেকে-

وَكَنْوَزُ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ ⑤৮

৫৯. (ঘটনাটি) এভাবেই (ঘটেছে), আমি বনী ইসরাইলদের (ফেরাউন ও তাদের) লোকজনদের (ফেলে আসা) সবকিছুর মালিক বানিয়ে দিলাম;

৬০. তারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালেই তাদের পশ্চাদ্বাবন করলো।

৬১. (এক পর্যায়ে) যখন একদল আরেক দলকে দেখে ফেললো, তখন মূসার সাথীরা বললো, আমরা (বুঝি এখনি) ধরা পড়ে যাবো,

৬২. সে বললো, না কিছুতেই নয়, আমার সাথে অবশ্যই আমার রব রয়েছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে (এ মহাবিপদ থেকে উদ্বারের একটা) পথ বাতলে দেবেন।

৬৩. অতপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমৃদ্ধে আঘাত হানো, (আঘাতের পর) তা ফেটে (দুঃভাগ হয়ে) গেলো এবং এর প্রতিটি ভাগ ছিলো, উচু উচু (একটা) পাহাড়ের মতো,

৬৪. (এবার) আমি অপর দলটিকে (এ জায়গার) কাছে নিয়ে এলাম,

৬৫. আমি মূসা ও তাঁর সকল সাথীকে (ফেরাউন থেকে) উদ্বার করলাম,

৬৬. অতপর আমি অপর দলটিকে (সাগরে) ডুবিয়ে দিলাম;

৬৭. অবশ্যই এ ঘটনার মাঝে (শিক্ষার) নির্দর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষ (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে না।

৬৮. অবশ্যই তোমার মালিক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৬৯. (হে নবী,) তুমি ওদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করো।

৭০. যখন সে তার পিতা ও তার জাতির লোকদের জিজেস করেছিলো, তোমরা সবাই কার এবাদাত করো?

৭১. তারা বললো, আমরা মূর্তির পূজা করি, নিষ্ঠার সাথেই আমরা তাদের পূজায় মণ্ড থাকি।

৭২. সে বললো, তোমারা যখন তাদের ডাকে তারা কি তোমাদের কথা শুনতে পায়,

৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে; কিংবা (পারে কি) তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে?

৭৪. তারা বললো, (না- তা পারে না, তবে) আমরা আমাদের বাপদাদাদের এভাবেই এদের এবাদাত করতে দেখেছি,

পারা ১৯ ওয়া কৃত্তালাম্বায়ীনা

كَنْ لِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ⑥

فَاتَّبِعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ⑦

فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى ⑧

إِنَّا لَمْ دَرْكُونَ ⑨

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيِّدِي يَنِ ⑩

فَأَوْهِنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَالَةَ

الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْرَ

الْعَظِيمِ ⑪

وَأَزْفَنا ثَمَّ الْأَخْرِينَ ⑫

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمِنْ مَعْدَةِ أَجْمَعِينَ ⑬

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ ⑭

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ

مُؤْمِنِينَ ⑮

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑯

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ⑰

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ⑱

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنَظَرْ لَهَا عَكْفِينَ ⑲

إِذْ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلَوْنَ ⑳

أَوْ يَنْفِعُونَكُمْ أَوْ يَضْرُونَ ㉑

قَالُوا بَلْ وَجَنَّا أَبَاءَنَا كَنْ لِكَ يَفْعَلُونَ ㉒

قَالَ أَفَرَءِي تَمَّ مَا كُنْتَ تَعْبُدُونَ ۝

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

৭৫. সে বললো, তোমরা কি কখনো তাদের ব্যাপারটা চিন্তা ভাবনা করে দেখেছো—যাদের তোমরা এবাদাত করো,

৭৬. তোমরা নিজেরা (যেমনি করছো)– তোমাদের আগের লোকেরাও (তেমনি করেছে),

৭৭. (এভাবে যাদের এবাদাত করা হচ্ছে,) তারা সবাই হচ্ছে আমার দুশ্মন। সৃষ্টিকুলের মালিকের কথা আলাদা-

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর যিনি আমাকে (অঙ্ককারে) চলার পথ দেখিয়েছেন,

৭৯. তিনিই আমাকে আহার্য দেন, তিনিই (আমার) পানীয় যোগান,

৮০. আমি যখন রোগক্রান্ত হই তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন,

৮১. তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনিই আমাকে আবার (নতুন) জীবন দেবেন,

৮২. শেষ বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকেই আমি এ আশা করবো, তিনি আমার গুণাহসমূহ মাফ করে দেবেন;

৮৩. (অতপর ইবরাহীম দোয়া করলো,) হে আমার রব, তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো এবং আমাকে নেককার মানুষদের সাথে মিলিয়ে রেখো-

৮৪. এবং পরবর্তীদের মাঝে তুমি আমার উত্তম স্মরণ অব্যাহত রেখো,

৮৫. আমাকে তুমি (তোমার) নেয়ামতে ভরা জান্মাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করে নিয়ো,

৮৬. আমার পিতাকে (হেদয়াতের তাওফীক দিয়ে) তুমি মাফ করে দাও, কেননা সে পথবর্ষষ্টদের একজন,

৮৭. (যেদিন সব মানুষদের) পুনরায় জীবন দেয়া হবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করো না।

৮৮. সেদিন (কারো) ধন সম্পদ কাজে লাগবে না— না সন্তুষ্ণ সন্তুষ্ণি (কোনো কাজে আসবে),

৮৯. অবশ্য যে আল্লাহর কাছে একটি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাথির হবে তার কথা আলাদা;

৯০. (সেদিন) জাহানাতকে মোতাবীদের একান্ত কাছে নিয়ে আসা হবে—

৯১. এবং জাহানামকে গুণাহগোরদের জন্যে উন্মোচিত করে দেয়া হবে,

৯২. (তখন) তাদের বলা হবে, (বলো) এখন কোথায় তারা, (দুনিয়ার জীবনে) যাদের তোমরা এবাদাত করতে?

أَنْتَ رَبُّ الْأَقْلَمِ مَوْنَ ۝

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِلْأَرَبِ الْعَلَمِيِّ ۝

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِي بِنِ ۝

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيُسْقِيَنِ ۝

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِيَنِ ۝

وَالَّذِي يَمْبَتِنِي ثُمَّ يَحْبِيَنِ ۝

وَالَّذِي أَطْمَعَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ ۝

الَّذِينِ ۝

رَبَّ هَبَ لِي حَكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّلَحِينَ ۝

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْرِ ۝

وَاغْفِرْ لِابْنِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ ۝

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنْوَنَ ۝

الَّامِنَ آتَى اللَّهُ بِقُلْبٍ سَلِيْرٍ ۝

وَأَرْلَقْتَ الجَنَّةَ لِلْمُتَقِيْنَ ۝

وَبَرْزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَوَيْنَ ۝

وَقَيْلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كَنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

১৩. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (তোমরা যাদের) <sup>وَمِنْ دُونِ اللّٰهِ هٰلِكَ نَصْرٌ وَّنَكْرٌ</sup> ১৪. ডাকতে, আজ তারা কি তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে? না তারা নিজেদের (আল্লাহর আয়াব থেকে) বাঁচাতে পারবে?
১৪. অতপর (যাদের তারা পূজা করতো) তারা এবং পথবর্ষণ মানুষ (যারা তাদের এবাদাত করতো), সবাইকে সেখানে অধোমুখী করে নিষ্কেপ করা হবে,
১৫. (নিষ্কেপ করা হবে) ইবলীসের সমুদয় বাহিনীকেও;
১৬. সেখানে (গিয়ে) তারা নিজেরা এক (মহা) বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং (থ্রেকেই নিজ নিজ মারুদের) বলবে-
১৭. আল্লাহ তায়ালার কসম, আমরা (দুনিয়াতে) সুস্পষ্ট গোরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম,
১৮. (বিশেষ করে) যখন আমরা সৃষ্টিকুলের রব (আল্লাহ)-এর সাথে তোমাদেরও (তাঁর) সমকক্ষ মনে করতাম।
১৯. (আসলে) কতিপয় অপরাধী ব্যক্তিই আমাদের পথবর্ষণ করে দিয়েছে।
২০. (হায়! আজ) আমাদের (পক্ষে কথা বলার) জন্যে কেউই রইলো না,
২১. না আছে (এমন) কোনো সুহাদ বন্ধ (যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ পেশ করবে)
২২. কতো ভালো হতো যদি আমাদের আরেকবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাহলে অবশ্যই আমরা <sup>فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرْبَلَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ</sup> ২৩. ঈমানদার হয়ে যেতাম!
২৩. নিসন্দেহে এ (ঘটনার) মাঝে (শিক্ষার) নির্দশন <sup>إِنَّ فِي ذٰلِكَ لٰيٰةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ</sup> ২৪. রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে না।
২৪. নিশ্চয়ই তোমার রব পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।
২৫. নৃহের জাতির লোকেরাও (আমার) রসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো,
২৬. যখন তাদেরই ভাই নৃহ তাদের বললো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো না?
২৭. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,
২৮. তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।
২৯. আমি এ (দাওয়াত পৌছানোর) জন্যে <sup>وَمَا أَسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ</sup> ৩০. তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করি না,

আমার যা পারিশ্রমিক তা তো রাবুল আলামীনের  
কাছেই (মজুদ) রয়েছে,

إِنَّ أَجْرَى إِلَّا لِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো  
এবং আমার আনুগত্য করো;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآتِيْعُونَ ﴿٢﴾

১১১. তারা বললো, আমরা কিভাবে তোমার ওপর  
ঈমান আনবো- (আমরা দেখতে পাচ্ছি) কতিপয় নীচু  
লোক তোমার অনুসরণ করছে;

قَالُوا آنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعْكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿٣﴾

১১২. সে বললো, ওরা (কে) কি কাজ করে তা আমার  
জানার (বিষয়) নয়।

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤﴾

১১৩. তাদের (কাজের) হিসাবের বিষয় সম্পূর্ণ আমার  
মালিকের, (কতো ভালো হতো এ কথটা) যদি ۝ ۸۰۰۸  
তোমরাও বুঝতে পারতে!

إِنْ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٥﴾

১১৪. এটা আমার কাজ নয় যে, যারা ঈমান আনবে  
(সামাজিক মানের কারণে) আমি তাদের আমার কাছ  
থেকে তাড়িয়ে দেবো,

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

১১৫. (উচু নীচু সবার জন্যেই-) আমি একজন  
সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই;

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مِّبِينٌ ﴿٧﴾

১১৬. তারা বললো, হে নৃহ, যদি তুমি (এ কাজ  
থেকে) ফিরে না আসো, তাহলে তোমাকে পাথর  
মেরে হত্যা করা হবে।

قَالُوا إِنَّ لَرْتَنَتِهِ يُنْوَحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الرَّاجِحِينَ ﴿٨﴾

১১৭. সে বললো, হে আমার রব, আমার জাতি  
অবশ্যই আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে!

قَالَ رَبِّيْ إِنْ قَوْمِيْ كَلَّ بُوكِ ﴿٩﴾

১১৮. তুমি আমার এবং তাদের মাঝে একটা ফয়সালা  
করে দাও, তুমি আমাকে এবং আমার সাথে যেসব  
ঈমানদার মানুষরা আছে তাদের (সবাইকে) এদের  
(ফেতনা) থেকে উদ্ধার করো।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَتَحًا وَنَجِنِي  
وَمِنْ مَعِيْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

১১৯. আমি তাকে এবং তার সংগী সাথী যারা-  
ভরা নোকায় (তার সাথে) আরোহী ছিলো, তাদের  
(মহাপ্লাবন থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম,

فَانْجِيْهِ وَمِنْ مَعِهِ فِي الْفَلَكِ الْمَشْكُونِ ﴿١١﴾

১২০. অতপর অবশিষ্ট লোকদের আমি (মহা প্লাবনে)  
ডুবিয়ে দিলাম;

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَقِيْنَ ﴿١٢﴾

১২১. এ ঘটনার মাঝেও (শিক্ষণীয়) নির্দশন আছে;  
কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তো ঈমানই আনে  
না।

إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ  
مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

১২২. অবশ্যই তোমার মালিক মহাপরাক্রমশালী,  
পরম দয়ালু।

وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤﴾

১২৩. আ'দ সম্প্রদায়ের লোকেরাও (তাদের) রসূলদের  
মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছিলো।

كَلَّ بَتْ عَادٍ الْمَرْسَلِيْنَ ﴿١٥﴾

১২৪. যখন তাদেরই একজন ভাই তাদের বললো, এ<sup>৩৪</sup>  
কি হলো তোমাদের, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে)  
ভয় করবে না?
১২৫. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে (আল্লাহ  
তায়ালার পাঠ্যনো) একজন বিশ্বস্ত রসূল,<sup>৩৫</sup>  
১২৬. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো  
এবং আমার আনুগত্য করো,<sup>৩৬</sup>  
১২৭. আমি তো এ জন্যে তোমাদের কাছে কোনো  
প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান রয়েছে রাবুল  
আলামীন (আল্লাহ তায়ালা)-এর কাছেই;<sup>৩৭</sup>
১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতি (-সৌধ  
হিসেবে বড়ো বড়ো ঘর) বানিয়ে নিছো! এগুলো  
তোমরা (কিন্তু) অপচয় (হিসেবেই) করছো,<sup>৩৮</sup>  
১২৯. এমন (নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে) প্রাসাদ বানাছো,<sup>৩৯</sup>  
(দেখে মনে হয়) তোমরা বুঝি এখানে চিরদিন থাকবে,
১৩০. তোমরা যখন কারও ওপর আঘাত হানো, সে  
আঘাত হানো অত্যন্ত নিষ্ঠুর ষষ্ঠচারী হিসেবে,<sup>৪০</sup>  
১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো  
এবং আমার আনুগত্য করো,<sup>৪১</sup>  
১৩২. তোমরা ভয় করো তাঁকে- যিনি তোমাদের  
এমন সবকিছু দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা  
ভালো করেই জানো,<sup>৪২</sup>  
১৩৩. তিনি চতুর্পদ জস্তু জানোয়ার ও সন্তান সন্ততি  
দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন,<sup>৪৩</sup>  
১৩৪. (সাহায্য করেছেন সুরম্য) উদ্যানমালা ও  
বার্ণাধারা দিয়ে,<sup>৪৪</sup>  
১৩৫. সত্যিই আমি (এসব অকৃতজ্ঞ আচরণের কারণে)<sup>৪৫</sup>  
তোমাদের জন্যে একটি কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করছি,
১৩৬. তারা বললো (হে নবী), তুমি আমাদের কোনো<sup>৪৬</sup>  
উপদেশ দাও কিংবা না দাও; উভয়টাই আমাদের  
জন্যে সমান,<sup>৪৭</sup>  
১৩৭. (তোমার) এ সব কথা আগের লোকদের কিছু  
নিয়মনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়,<sup>৪৮</sup>  
১৩৮. (আসলে) আমাদের কখনো আয়ার দেয়া হবে  
না,<sup>৪৯</sup>  
১৩৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো,<sup>৫০</sup>  
আমিও তাদের সম্পূর্ণ ধৰ্ম করে দিলাম, (মূলত) এ  
(ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (শিক্ষণীয়) নির্দশন,

(তা সত্ত্বেও) তাদের অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑩

১৪০. অবশ্যই তোমার মালিক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑪

১৪১. (এভাবে) সামুদ জাতিও (তাদের) রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,

كَنْ بَتْ ثَمُودَ الْمَرْسَلِينَ ⑫

১৪২. যখন তাদেরই ভাই সালেহ তাদের বলেছিলো (তোমাদের এ কি হলো), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَقْتُلُونَ ⑬

১৪৩. অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ⑭

১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ⑮

১৪৫. আমি তো তোমাদের কাছে এ কাজের ওপর কোনো রকম পারিশ্রমিক দাবী করছি না, আমার পারিশ্রমিক তা তো সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ)-এর কাছেই (মজুদ) রয়েছে;

وَمَا أَسْلَكْمِي عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى  
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ⑯

১৪৬. (তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে,) এ (দুনিয়া)-র মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার মধ্যে নিরাপদে (বাস করার জন্যে) তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে,

أَقْتَرِكُونَ فِي مَا هُنَّا أَمْنِينَ ⑰

১৪৭. নিরাপদ থাকবে (তোমরা) উদ্যনামালা ও বার্ণাধারার মধ্যে?

فِي جَنَّتٍ وَعَيْوَنٍ ⑱

১৪৮. শস্যক্ষেত্র, নাযুক ও ঘন গোছাবিশিষ্ট খেজুর বাগিচার মধ্যে (কি তোমরা নিরাপদ?)

وَزَرْعٍ وَنَخْلٍ طَلَعُهَا هَضِيرٌ ⑲

১৪৯. তোমরা যে নিপুণ শিল্প দ্বারা পাহাড় কেটে রং চং করে বাঢ়ি বানাও (তাতে কি তোমরা নিরাপদ?)

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبَلِ بِيَوْتًا فَرِهِينَ ⑳

১৫০. (অতএব) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ㉑

১৫১. (সেসব) সীমালংঘনকারী মানুষদের কথা শুনো না-

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ㉒

১৫২. যারা (আল্লাহর) যমীনে শুধু বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে এবং কথনো (সমাজের) সংশোধন করে না।

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا  
يَصْلِحُونَ ㉓

১৫৩. (এসব শুনে) তারা বললো (হে সালেহ), আসলেই তুমি হচ্ছে একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি,

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحِرِينَ ㉔

১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোনো প্রমাণ নিয়ে এসো!

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا هُنَّ فَآتِ بِأَيَةٍ إِنْ  
كُنْتَ مِنَ الصَّلَقِينَ ㉕

১৫৫. সে বললো- এ উদ্বৃত্তি (হচ্ছে আমার প্রমাণ),  
এর জন্যে (কুয়ার) পানি পান করার (নির্দিষ্ট) পালা  
থাকবে, আর একটি নির্দিষ্ট দিনের পালা থাকবে  
তোমাদের (পশ্চদের পানি) পান করার জন্যে,

قَالَ هُنَّ نَاقَةٌ لَّهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ  
يَوْمًا مَعْلُومٌ ﴿৩৫﴾

১৫৬. কখনো একে কোনো রকম খারাপ উদ্দেশে  
স্পর্শ করো না, নতুনা বড়ো (কঠিন) দিনের আয়াব  
তোমাদের পাকড়াও করবে।

وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا خَلَقْ كُمْ عَذَابٍ  
يَوْمًا عَظِيمٍ ﴿৩৬﴾

১৫৭. তারা (পায়ের নলি কেটে দিয়ে) সেটিকে হত্যা  
করলো, অতপর (কঠিন শাস্তি দেখে) তারা ভীষণভাবে  
অনুত্থ হলো,

فَعَرَوْهَا فَاصْبَحُوا نِلِ مِينٌ ﴿৩৭﴾

১৫৮. এরপর (আল্লাহই তায়ালার) শাস্তি এসে তাদের  
গ্রাস করলো, এ (ঘটনা)-র মাঝেও রয়েছে (আল্লাহই  
তায়ালার বিশেষ) নির্দর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ  
মানুষ তো ঈমানই আনে না।

فَأَخَلَّ هُمُ الْعَذَابُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَدْرِي  
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿৩৮﴾

১৫৯. নিসদেহে তোমার রব মহাপরাক্রমশালী, পরম  
দয়ালু।

وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿৩৯﴾

১৬০. (একইভাবে) লৃতের জাতিও (আল্লাহর)  
রসূলদের অঙ্গীকার করেছে,

كَلَّ بَتْ قَوْمًا لُوطٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿৪০﴾

১৬১. যখন তাদের ভাই লৃত তাদের বললো (এ কি  
হলো তোমাদের), তোমরা কি (আল্লাহর আয়াবকে)  
ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ لَوْطٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ ﴿৪১﴾

১৬২. নিসদেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন  
বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿৪২﴾

১৬৩. তোমরা আল্লাহই তায়ালাকে ভয় করো এবং  
আমার আনুগত্য করো,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآتِيْعُونِ ﴿৪৩﴾

১৬৪. আমি এ জন্যে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময়  
চাই না, আমার বিনিময় তো সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর  
দরবারেই (মজুদ) রয়েছে;

وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ  
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلِيِّينَ ﴿৪৪﴾

১৬৫. (এ কি! জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে)  
তোমরা দুনিয়ার পুরুষগুলোর কাছে যাও!

أَتَاتُونَ الَّذِيْكَرَ آنَ مِنَ الْعَلِيِّينَ ﴿৪৫﴾

১৬৬. (অথচ) তোমাদের রব তোমাদের (এ  
প্রয়োজনের) জন্যে তোমাদের স্তৰী সাথীদের  
পয়দা করে রেখেছেন, (আর) তাদেরই তোমরা  
পরিহার করো, তোমরা (আসলেই) সীমালংঘনকারী  
জাতি।

وَتَذَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَذَابٌ ﴿৪৬﴾

১৬৭. তারা বললো, হে লৃত, যদি তুমি তোমার  
এসব (ওয়ায় নসীহত) থেকে নিবৃত্ত না হও, তাহলে  
তোমাকে বিহিকার করে দেয়া হবে।

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يُلْوَطَ لَتَكُونَنَّ مِنَ  
الْمُخْرَجِينَ ﴿৪৭﴾

১৬৮. সে বললো, আমি তোমাদের এ নোংরা কাজের  
বড়ো দুশ্মন;

قَالَ إِنِّي لِعَمِلِكَ مِنَ الْقَالِيْنَ ﴿৪৮﴾

১৬৯. (লৃত বললো,) হে আমার রব, তারা যা কিছু করে তুমি আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে সেসব (স্মৃতি কাজ) থেকে বাঁচাও।

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

১৭০. অতপর আমি (সত্য সত্যই) লৃত ও তার পরিবার পরিজনদের সকলকে উদ্ধার করলাম।

فَنَجَّيْنِهِ وَأَهْلَهُ أَجْعَمِينَ ﴿١٧٠﴾

১৭১. এক (পাপী) বৃদ্ধাকে বাদ দিয়ে, সে পেছনে থেকে (আয়াবে নিমজ্জিত হয়ে) গেলো,

إِلَّا عَجْوَزَ فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٧١﴾

১৭২. অতপর অবশিষ্ট সবাইকেই আমি সম্পূর্ণ ধ্রংস করে দিলাম,

ثُمَّ دَمِنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. তাদের ওপর আমি (আয়াবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের জন্যে কতো নিকৃষ্ট ছিলো সেই (আয়াবের) বৃষ্টি!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرًا  
الْمَنْدِرِينَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (রয়েছে শিক্ষণীয়) নির্দর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. নিসন্দেহে তোমার রব মহাপ্রাত্মশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

১৭৬. আইকা'র অধিবাসীরাও রসূলদের অধীকার করেছিলো,

كَنْبَ أَصْحَبُ لَئِكَةِ الْمَرْسِلِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. যখন শোয়ায়ব তাদের বলেছিলো (হে আমার জাতি), তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِيبٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. নিসন্দেহে আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾

১৮০. এ জন্যে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছি না, আমার পারিশ্রমিক তো সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালার কাছেই মজুদ রয়েছে;

وَمَا أَسْكَمْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ  
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮১. (হে মানুষ, মাপের সময়) তোমরা পুরোপুরি মেপে দেবে, (মাপে কম দিয়ে) তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ো না।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِنِينَ ﴿١٨١﴾

১৮২. (ওয়ন করার সময়) পাল্লা ঠিক রেখে ওয়ন করবে,

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. মানুষদের জিনিসপত্রে কখনো কম দেবে না এবং দুনিয়ায় (খামাখা) ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করো না,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُنَّ وَلَا تَعْنُوا  
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

وَاتَّقُوا إِلَّيْهِ خَلَقْتُمْ وَأَبْجِيلَةً  
১৮৪. ভয় করবে তাঁকে- যিনি তোমাদের এবং  
তোমাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের সবাইকে  
সৃষ্টি করেছেন;

الْأَوَّلِينَ ﴿٣﴾

১৮৫. তারা বললো (হে শোয়ায়ব), তুমি তো যাদুগ্রস্ত  
ব্যক্তিদের অস্তর্ভুক্ত,

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحِيرِينَ ﴿٤﴾

১৮৬. তুমি তো আমাদেরই মতো মানুষ, আমরা মনে  
করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই অস্তর্ভুক্ত,  
وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نَظَنَكَ لَيْسَ  
الْكُلُّ بِيَنَّ ﴿٥﴾

১৮৭. (হ্যাঁ,) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে যাও, আসমান (ভেংগে) এর একটি টুকরো আমাদের ওপর  
ফেলে দাও।

فَآسِقْتُ عَلَيْنَا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ  
مِنَ الصُّلْقِيَّنَ ﴿٦﴾

১৮৮. সে বললো, যা কিছু (উদ্ভট দাবী) তোমরা  
করছো- আমার রব তা ভালো করেই জানেন,

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

১৮৯. অতপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো,  
পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের এক ভীষণ আয়ার তাদের  
পাকড়াও করলো, এ ছিলো সত্যিই এক কঠিন দিনের  
আয়ার।

فَكَلَّ بُوهٌ فَأَخْلَى هُرَّ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَّةِ  
إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ ﴿٨﴾

১৯০. এ (ঘটনা)-র মাঝেও (শিক্ষার) নির্দশন আছে; (কিন্তু)  
তাদের অনেকেই (এর ওপর) ঈমান আনে  
না।

إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾

১৯১. নিসন্দেহে তোমার রব মহাপ্রাক্রমশালী পরম  
দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠﴾

১৯২. (হে নবী,) অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে রাব্বুল  
আলামীনের নাযিল করা (একটি গ্রন্থ);

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

১৯৩. একজন বিশ্বস্ত ফেরেশতা এটা নাযিল করেছে,

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٢﴾

১৯৪. (নাযিল করেছে) তোমারই মনের ওপর যাতে  
করে তুমিও সতর্ককারী (নবী)-দের একজন হতে  
পারো,

فَلِ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٣﴾

১৯৫. (একে নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী  
ভাষায়;

بِلْسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٤﴾

১৯৬. আগের (উম্মতদের কাছে) নাযিল করা  
কিতাবসমূহে অবশ্যই এটি (উল্লিখিত) আছে।

وَإِنَّهُ لَفِي هُبُوكِ زِبْرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

১৯৭. এটা কি এদের জন্যে দলিল নয় যে, বনী ইসরাইলের  
আলেমরাও এর সম্পর্কে পূর্ণ অবগত  
আছে;

أَوْلَئِكَ لَهُمْ آيَةٌ آنِ يَعْلَمُهُ عَلَمٌ أَبْنَى  
إِسْرَائِيلَ ﴿١٦﴾

১৯৮. যদি আমি এ (কোরআন)-কে (আরবীর বদলে  
অন্য) কোনো অন্যরবের ওপর (তার ভাষায়) নাযিল  
করতাম,

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٧﴾

১৯৯. তারপর সে (অনারব) ব্যক্তি তাদের কাছে এসে (কিতাব) পাঠ করতো, অতপর (ভাষার অজ্ঞহাত তুলে) তারা এর ওপর (মোটেই) ঈমান আনতো না;
- فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾
২০০. এভাবেই আমি এ (মিথ্যা)-কে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি;
- كُنْ لَكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٧﴾
২০১. তারা কখনো এর ওপর ঈমান আনবে না, যতোক্ষণ না তারা কোনো কঠিন আয়াব (নিজেদের চোখে) দেখতে পাবে,
- لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ  
الْأَلِيمَ ﴿٨﴾
২০২. আর সে (আয়াব কিন্তু) তাদের কাছে আসবে একান্ত আকস্মিকভাবেই, তারা কিছুই টের পাবে না,
- فَيَأْتِيهِمْ بِغُثَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদের কি (কিছু সময়ের জন্যও) অবকাশ দেয়া হবে?
- فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿١٠﴾
২০৪. (অথচ) সে লোকগুলোই (এক সময়) আমার আয়াবকে ভুলাবিলেখ করতে চেয়েছিলো!
- أَفَبْعَلَ أَبْنَاءِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١١﴾
২০৫. তুমি চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি আমি তাদের অনেক দিন ধরে (পার্থিব) ভোগবিলাস ভোগ করতেও দিই,
- أَفْرَءِيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِيْنَ ﴿١٢﴾
২০৬. তারপর যে (আয়াব) সম্পর্কে তাদের ওয়াদা করা হয়েছিলো তা (যদি সত্যিই) তাদের কাছে এসে পড়ে,
- ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يَوْعَدُونَ ﴿١٣﴾
২০৭. তাহলে যে বৈষয়িক বিলাস তাদের ভোগ করানো হচ্ছিলো তা তাদের কোন্ কাজে লাগবে?
- مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿١٤﴾
২০৮. আমি (কাফেরদের) কোনো জনপদই ধ্রংস করিনি যার জন্যে সর্তর্কারী (নবীরা) মজুদ ছিলো না,
- وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرَيْةٍ إِلَّا لَهَا مِنْ دِرَوْنَ ﴿١٥﴾
২০৯. (এ হচ্ছে মূলত সুম্পট) উপদেশ, আর আমি তো যালেম নই (যে, সর্তর্ক না করেই তাদের ধ্রংস করে দেবো)।
- ذِكْرِي شَ وَمَا كَنَا ظَلِيلِيْنَ ﴿١٦﴾
২১০. এ (কোরআন)-টি কোনো শয়তান নাখিল করেনি।
- وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطِيْنِ ﴿١٧﴾
২১১. ওরা এ কাজের যোগ্যও নয়, না তারা তেমন কোনো ক্ষমতা রাখে;
- وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿١٨﴾
২১২. তাদের তো (ওই) শোনা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে;
- إِنَّهُمْ عَنِ السَّمِعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿١٩﴾
২১৩. অতএব তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মারুদকে ডেকো না, নতুনা তুমিও শাস্তিযোগ্য লোকদের দুলভূক্ত হয়ে যাবে।
- فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّا خَرَفَتُكُونَ مِنْ  
الْمَعْنَيِّيْنَ ﴿٢٠﴾
২১৪. (হে নবী,) তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয় স্বজনদের (আল্লাহ তায়ালার আয়াব থেকে) ভয় দেখাও,
- وَأَنِ رَّعِشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿٢١﴾

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْ  
তুমি তার প্রতি মেহের আচরণ করো,  
**الْمُؤْمِنِينَ**

২১৬. যদি কেউ তোমার নাফরমানী করে তাহলে তুমি  
তাকে বলে দাও, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে)  
যে আচরণ করছো তার (পরিণামের) জন্যে আমি  
কিন্তু (মোটেই) দায়ী নই,

২১৭. (তুমি বরং) সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী, দয়ালু  
সন্তা (আল্লাহ তায়ালালা)-এর ওপরই ভরসা  
করো,

২১৮. যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন, যখন তুমি  
(নামাযে) দাঁড়াও,

২১৯. এবং সাজাদাকারীদের মাঝে তোমার ওঠা বসাও  
(তিনি প্রত্যক্ষ করেন)।

২২০. অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছুই)  
জানেন।

২২১. (হে নবী,) আমি কি তোমাকে বলে দেবো,  
শয়তান কার ওপর (বেশী) সওয়ার হয়?

২২২. (শয়তান সওয়ার হয়) প্রতিটি ঘোর মিথ্যাবাদী  
ও পাপী মানুষের ওপর,

২২৩. ওরা (শয়তানের কথা) শোনার জন্যে কান  
পেতে থাকে, আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে (নিরেট)  
মিথ্যাবাদী;

২২৪. আর (ভোগবাদী) কবিরা! গোমরাহ ব্যক্তিরাই  
তাদের অনুসরণ করে;

২২৫. তুমি কি দেখতে পাও না, ওরা (কল্পনার  
হাওয়ায় চড়ে) প্রতিটি ময়দানে উত্ত্বানের মতো সুরে  
বেড়ায়,

২২৬. এরা এমন কথা বলে যা তারা নিজেরাও করে  
না,

২২৭. তবে যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে, নেক  
কাজ করে এবং বেশী করে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ  
করে, তাদের কথা আলাদা। তাদের ওপর যুলুম করার  
পরই কেবল তারা (আত্মরক্ষামূলক) প্রতিশোধ গ্রহণ  
করে; আর যুলুম যারা করে তারা অচিরেই জানতে  
পারবে তাদের ফিরে যাবার জায়গা কোনটি যেখানে  
তারা ফিরে যাবে?

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا  
تَعْمَلُونَ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

الَّذِي يَرْبَكَ حِينَ تَقُومُ

وَتَقْلِبَكَ فِي السَّجْدَةِ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

هَلْ أَنْبَئَكُمْ مَّا مِنْ تَنْزَلٍ شَيْءٌ

تَنْزَلٌ عَلَى كُلِّ أَفَالِكَ أَثْيَرٌ

يُلْقَوْنَ السَّبْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كِنْبُونَ

وَالشَّعَرَاءِ يَتَبَعِّهُمُ الْغَاوُنَ

الْأَمْرَ أَنْهَرَ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ

وَأَنْهَرِيْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ

مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ

مَنْقَلِيْ يَنْقِلُوبُونَ



১. আ-সৈন। এগুলো কোরানেরই আয়াত এবং এগুলো সুষ্পষ্টি কিতাব (-এর অংশ),

طَسْ تَلْكَ أَيْتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ  
مَبِينٌ ①

২. ঈমানদারদের জন্যে (এটা হচ্ছে) হেদায়াত ও সুস্বাদবাহী (গ্রন্থ),

هَلَىٰ وَبَشَّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ②

৩. (ঈমানদার হচ্ছে তারা) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কেয়ামত দিবসের ওপর যারা শক্ত বিশ্বাস স্থাপন করে।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ③

৪. যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান আনে না, তাদের জন্যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে আমি (সুন্দর) শোভন করে রেখেছি, ফলে তারা উদ্ধান্তের মতো (আপন কর্মকান্ডের চারপাশে) ঘুরে বেড়াচ্ছে;

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنَاً  
لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَلُونَ ④

৫. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের জন্যে (জাহানামের) কঠিন আয়াব রয়েছে, আর পরকালে এরা (এমনি) ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَنَابِ وَهُمْ  
فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ⑤

৬. (হে নবী,) অবশ্যই তোমাকে প্রবল প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ (আল্লাহ তায়ালা)-এর পক্ষ থেকে (এ) কোরআন দেয়া হয়েছে।

عَلَيْهِ ⑥

৭. (স্বরণ করো,) মূসা যখন তার পরিবারের লোকজনদের বলেছিলো, অবশ্যই আমি আগুন (সদৃশ কিছু) দেখতে পেয়েছি; সেখান থেকে আমি এঙ্গুণি তোমাদের কাছে- হয় (পথঘাটের ব্যাপারে) কোনো খোঁজ খবর কিংবা একটি অংগার নিয়ে আসবো, যাতে করে তোমরা (ঠান্ডার সময়) আগুন পোহাতে পারো।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنْسَتُ نَارًا  
سَاتِيكَ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيكُمْ بِشَهَادَةٍ  
قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦

৮. অতপর সে যখন (আগুনের) কাছে পৌঁছলো, তখন তাকে (অদৃশ্য থেকে) আওয়ায দেয়া হলো, বরকতময় হোক সে (জয়গা), যা এ আগুনের ভেতর (আলোকিত হয়ে) আছে, বরকতময় হোক সে (মানুষ) যে এর আশেপাশে রয়েছে; সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালা কতো পবিত্র প্রশংসিত।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي  
النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسَبَحَنَ اللَّهُ رَبِّ  
الْعَلَمِينَ ⑧

৯. (আওয়ায এলো,) হে মূসা, আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

يَوْمَ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ ⑨

১০. হে মূসা, তুমি তোমার (হাতের) লাঠিটা (যমীনে) নিষ্কেপ করো; অতপর সে যখন তাকে দেখলো, তা যমীনে সাপের মতো ছুটাছুটি করছে, তখন সে (কিছুটা ভাত হয়ে) উল্টো দিকে দৌড়াতে লাগলো, পেছনের দিকে ফিরেও তাকালো না (তখন আমি বললাম);

وَالْقِعْدَةَ وَفَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزَّ كَانَهَا  
جَانَ وَلِيٌ مُّذِيرًا وَلَمْ يَعْقِبْ ⑩

يَمْوِسِي لَا تَخْفِي إِنِّي لَا يَخَافُ  
لَدَى الْمَرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

১১. (ইঁয়া, যদি) কেউ কখনো কোনো অন্যায় করে (তাহলে) তা ভিন্ন কথা, অতপর সে যদি অন্যায়ের পর তার বদলে (পুনরায়) নেক আমল করে, তাহলে (সে যেন জেনে রাখে), আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

الْأَمَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ  
فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

১২. (হে মূসা, এবার) তুমি তোমার হাত দুটো তোমার জামার (বুক) পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দাও, (দেখবে) কোনো রকম দোষকৃতি ব্যতিরেকেই তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে এসেছে। (এ মোজেয়াগুলো হচ্ছে সে) নয়টি নির্দশনেরই অস্তর্গত, যা ফেরাউন ও তার জাতির জন্যে (আমি পাঠিয়েছিলাম;) ওরা অবশ্যই ছিলো গুণহাঙ্গার জাতি।

وَادْخُلْ يَنَّكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بِيَضَاءَ  
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعَ أَيَّتِ إِلَى فِرْعَوْنَ  
وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿١٥﴾

১৩. অতপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নির্দশনসমূহ হায়ির হলো তখন তারা বললো, এ তো হচ্ছে স্পষ্ট যাদু,

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ أَيَّمْنَا مُبِيرَةً قَالُوا هَذَا  
سِحْرٌ مِّنْ ﴿١٦﴾

১৪. তারা যুলুম ও উদ্বিদ্যের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অস্তর এসব (নির্দশন) সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলো; অতপর (হে নবী), তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিগর্য সৃষ্টিকারীদের কি পরিণাম হয়েছিলো!

وَجَحِّلْ وَأَبِهَا وَأَسْتِيقْنَتْهَا أَنْفُسْهُمْ ظَلَمَ  
وَعَلُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٧﴾

১৫. আমি অবশ্যই দাউদ এবং সোলায়মানকে (দীন দুনিয়ার) জ্ঞান দান করেছিলাম; তারা উভয়েই বললো, যাবতীয় তারীফ আল্লাহর তায়ালার, যিনি তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤَدَ وَسَلَيْমَنَ عَلِيًّا وَقَالَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ

عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

১৬. সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো, সে বললো হে মানুষ, আমাদেরকে (আল্লাহর তায়ালার পক্ষ থেকে) পাখীদের বুলি (পর্যন্ত) শেখানো হয়েছে, প্রতিটি জিনিসই আমাদের দেয়া হয়েছে; এ হচ্ছে (আল্লাহর তায়ালার) সুস্পষ্ট অনুভাব।

وَرَثَ سَلَيْমَنَ دَاؤَدَ وَقَالَ يَا يَهُوَ النَّاسُ  
عِلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ  
شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ ﴿١٩﴾

১৭. সোলায়মানের (কাজ করে দেয়ার) জন্যে মানুষ, জিন্ন ও পাখীদের মধ্য থেকে এক (বিশাল) বাহিনী সমবেত করা হয়েছিলো, এরা আবার বিভিন্ন ব্যৱে সুবিন্যস্ত ছিলো।

وَحَسِرَ لِسَلَيْমَنَ جِنْوَدَةً مِّنْ الْجِنِّ  
وَالْإِنْسِ وَالْطَّيْرِ فَهَمَرْ يُوْزَعُونَ ﴿٢٠﴾

১৮. (সোলায়মান একবার অভিযানে বের হলো,) তারা যখন পিপীলিকা (অধ্যুষিত) উপত্যকায় পৌছালো, তখন একটি স্ত্রী পিপীলিকা (তার স্বজনদের) বললো, হে পিপীলিকার দল, তোমরা (দ্রুত) নিজ নিজ গর্তে চুকে পড়ো, (দেখো) এমন যেন না হয়, সোলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পায়ের নীচে পিষে ফেলবে তারা (হয়তো) টেরও পারবে না।

حَتَّىٰ إِذَا آتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ  
نَمْلَةٌ يَا إِيَّاهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكَنَكُمْ  
لَا يَعْطِهِنَا سَلِيمٌ وَجَنُودَةٌ وَهُنْ  
لَا يَشْرُونَ<sup>৩৫</sup>

১৯. তার কথা শুনে সোলায়মান মৃদু হাসি হাসলো এবং বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে তাওফীক দাও যাতে করে (এ পিপীলিকাটির ব্যাপারেও আমি অমন্যোগী না হই এবং) আমাকে ও আমার পিতামাতাকে তুমি যেসব নেয়ামত দান করেছো, আমি যেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, আমি যেন এমন সব নেক কাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো, (অতপর) তুমি তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে তোমার নেককার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

فَتَبَسَّرَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّيْ أَوْ  
زُعْنَىٰ أَنْ أَشْكَرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ  
عَلَيْيَ وَالَّدِيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
تَرْضِيهِ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ  
الصَّالِحِينَ<sup>৩৬</sup>

২০. (একবার) সে তার পাখী (বাহিনী) পর্যবেক্ষণ করলো এবং বললো কি ব্যাপার, 'হৃদহৃদ' (পাখীটাকে) দেখছি না যে! না সে (আজ) অনুপস্থিত?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَاَرَىٰ  
الْهَلْ هَلْ كَانَ مِنَ الْغَافِيْبِينَ<sup>৩৭</sup>

২১. হয় সে (এ অনুপস্থিতির) কোনো পরিক্ষার ও সংস্থত কারণ নিয়ে আমার কাছে হাথির হবে, না হয় তাকে আমি (অবহেলার জন্যে) কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা (বিদ্রোহ প্রমাণিত হলে) তাকে আমি হত্যাই করে ফেলবো।

لَا عِنْ بَنَدَ عَنْ أَبَا شَيْدَنَا أَوْ لَا أَذْبَحَنَه  
أَوْ لَيَاتِيْنِي بِسُلْطَنِ مَبِيْنِ<sup>৩৮</sup>

২২. (এ খোঁজাখুঁজির পর) বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, সে (পাখীটি ছুটে এসে) বললো (হে বাদশাহ), আমি এমন এক খবর জেনেছি, যা তুমি এখনো অবগত হওনি, আমি তোমার কাছে 'সারা' (জাতি)-র একটি নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি, (আর এটাই হচ্ছে আমার অনুপস্থিতির কারণ)।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحْطَتْ بِمَا  
لَرْتِ حَاطِبَهُ وَجَعْتَكَ مِنْ سَبَا بَنْبَأِ  
يَقِيْنِ<sup>৩৯</sup>

২৩. আমি সেখানে এক রমণীকে দেখেছি, তাদের ওপর সে রাজত্ব করছে, (দেখে মনে হলো), তাকে (দুনিয়ার) সব কয়টি জিনিসই (বুবি) দেয়া হয়েছে, (তদুপরি) তার রয়েছে বিরাট এক সিংহাসন।

إِنِّي وَجَلَتْ أَمْرَةً تَمْلِكُهُمْ وَأَوْتَيْتَ  
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْرٌ<sup>৪০</sup>

২৪. আমি তাকে এবং তার জাতিকে (এমন অবস্থায়) পেলাম যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে সর্বকে সাজদা করছে, (মৃলত) শয়তান তাদের (পার্থিব) কর্মকান্ড তাদের জন্যে শোভন করে রেখেছে এবং সে (শয়তান) তাদের (সৎ) পথ থেকেও নিবন্ধ করেছে, ফলে ওরা হেদায়াত লাভ করতে পারছে না,

وَجَلَتْهُمَا وَقَوْمَهَا يُسْجَلُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ  
فَصَلَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ<sup>৪১</sup>

২৫. (শয়তান তাদের বাধা দিয়েছে,) যেন তারা আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করতে না পারে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (উত্তিদসহ সব) গোপন জিনিস বের করে আনেন,

أَلَا يَسْجُدُ وَلَا يَهْبِطُ  
الْخَبَءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ<sup>৪২</sup>

(তিনি জানেন) তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো।

وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ②

২৬. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো মারুদ নেই, সাজদা<sup>④</sup> তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের অধিপতি।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

২৭. (ট্র্যাশনে) সে বললো, (হ্যাঁ), আমি এক্ষণি দেখছি, তুমি কি সত্য কথা বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন!

قَالَ سَنِنْظَرُ أَصْلَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِيبِينَ ③

২৮. তুমি আমার এ চিঠিটা নিয়ে যাও, এটা তাদের কাছে রেখে এসো, তারপর তাদের কাছ থেকে (কিছুক্ষণের জন্যে) সরে থেকো— দেখো তারা এর কি উভয় দেয়?

أَذْهَبْ بِكَتِبِيْ هَذِهِ فَالْقَدْهُ الْيَمِمِ تَسْرِيْ  
تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظَرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ④

২৯. (সোলায়মানের চিঠি পেয়ে সাবা জাতির) সন্ত্রাঙ্গী (তার পারিষদদের ডেকে) বললো, হে আমার পারিষদৰা, আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয়েছে,

قَالَتْ يَا يَاهَا الْمَلَوْا إِنِّي أَقِيْ إِلَى  
كِتَابِ كَرِيمِ ⑤

৩০. তা (এসেছে) সোলায়মানের কাছ থেকে এবং তা (লেখা হয়েছে) রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

إِنَّهُ مِنْ سَلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ ⑥

৩১. (চিঠির বক্তব্য হচ্ছে,) তোমরা আমার অবাধ্যতা করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে তোমরা আমার কাছে আসো।

أَلَا تَعْلُوْا عَلَى وَاتْوَنِي مُسْلِمِيْنَ ⑦

৩২. (চিঠি পড়ে) সে (রাণী) বললো, হে আমার পারিষদৰা, আমার (এ) বিষয়ে তোমরা আমাকে একটা অভিমত দাও, আমি তো কোনো ব্যাপারেই চূড়ান্ত কোনো আদেশ দেই না, যতোক্ষণ না তোমরা আমার কাছে থাকো (এবং আমাকে পরামর্শ না দাও)।

قَالَتْ يَا يَاهَا الْمَلَوْا أَفْتَوْنِي فِي أَمْرِي  
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْ رَأَتْ حَتَّى تَشَهِّدْ وَنِي ⑧

৩৩. তারা বললো (একথা ঠিক) যে, আমরা অনেক শক্তিশালী ও কঠোর যৌদ্ধা, কিন্তু (সোলায়মানের সাথে বিদ্রোহের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তো তোমারই হাতে, অতএব চিন্তা করে দেখো, (এ পরিস্থিতিতে) তুমি আমাদের কি আদেশ দেবে?

قَالُوا نَحْنُ أُولُوْ قُوَّةٍ وَأُولُوْ بَاسٍ  
شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرْ مَا دَأَبَ  
تَأْمِيْنِ ⑨

৩৪. সে (রাণী) বললো, (আসলে) রাজা বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে (বিজয়ীর বেশে) প্রবেশ করে তখন তারা তা তচ্ছন্দ করে দেয়, সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে ছাড়ে, এরাও (হয়তো) তাই করবে।

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَّةً  
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْزَةَ أَهْلِهَا أَذْلَةً  
وَكُلَّ لَكَ يَفْعَلُونَ ⑩

৩৫. আমি (বরং সরাসরি হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই না বলে) তার কাছে কিছু তোহফা পাঠিয়ে দেখি দূরের কি (জবাব) নিয়ে আসে!

وَإِنِّي مَرْسَلَةُ الْيَمِمِ بِهِمِ يَةٍ فَنَظِرَةٍ بِمِ  
يَرْجِعُ الْمَرْسَلُونَ ⑪

৩৬. সে (দৃত হাদিয়া নিয়ে) যখন সোলায়মানের কাছে এলো তখন সে বললো, তোমরা কি ধন সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও?

فَلَمَّا جَاءَ سَلَيْمَانَ قَالَ أَتَمِّدْ وَنِي بِمَالٍ  
পারা ১৯ ওয়া কুলাল্লায়ীনা

(অথচ) আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আমাকে দিয়েছেন <sup>فَمَا أَتَنَا إِلَّا مَا خَيْرٌ مِّمَّا أَتَكُمْ بِلَأَنَّهُمْ</sup>  
 তা- (তিনি) তোমাদের যা দিয়েছেন তার তুলনায় <sup>سَمِّيَّ</sup>  
 অনেক উৎকৃষ্ট, (তোমরা দেখছি) তোমরা তোমাদের  
 এ উপর্যোগ নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছো!

<sup>بِمَهْلِ يَتَكُمْ تَفْرَحُونَ</sup> ④

<sup>إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا تِينِهِمْ بِحِنْوَدْ لِأَقْبَلْ</sup>  
<sup>لَهُمْ بِهَا وَلَنْخِرْ جَنْهُمْ مِنْهَا أَذْلَلْ وَهِرْ</sup>  
<sup>صَغِرُونَ</sup> ⑤

৩৭. তোমরা (বরং) তাদের কাছেই ফিরে যাও (যারা এগুলো তোমাদের পাঠিয়েছে), আমি অবশ্যই ওদের মোকাবেলায় এমন এক বাহিনী নিয়ে হায়ির হবো, (তাদের যা আছে) তা দিয়ে যার প্রতিরোধ করার শক্তি ওদের নেই এবং আমি অবশ্যই তাদের সে জনপদ থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেবো, (পরিগামে) ওরা সবাই অপমানিত হবে।

৩৮. সে (নিজের) পারিষদদের বললো, হে আমার পারিষদরা, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার আগেই তার (গোটা) সিংহাসনটাই আমার কাছে (তুলে) নিয়ে আসতে পারে এমন কে (এখানে) আছে?

৩৯. বিশাল (বগুবিশিষ্ট) এক জিন দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা তোমাদের বর্তমান স্থান থেকে উঠার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো, এ বিষয়ের ওপর আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত ক্ষমতাবান।

৪০. (আরেক জিন)- যার কাছে (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবের (কিছু) জ্ঞান ছিলো, সে বললো (হে বাদশাহ), তোমার চোখের (পরবর্তী) পলক তোমার দিকে ফেলার আগেই আমি তা তোমার কাছে নিয়ে আসবো; (কথা শেষ না হতেই) সে যখন দেখলো- (সিংহাসন সহ) তা তার সামনেই দাঁড়ানো, তখন সে বললো, এ তো হচ্ছে (আসলেই) আমার মালিকের অনুগ্রহ; এর মাধ্যমে তিনি আমার পরীক্ষা নিতে চান (তিনি দেখতে চান), আমি কি শোকর আদায় করি, না না-শোকরী করি; (মূলত) যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে সে (তো) করে তার নিজের কল্যাণের জন্যেই, আর যে ব্যক্তি (তা) অবৈকার করে (সে যেন জেনে রাখে), তোমার রব সব ধরনের অভাব থেকে মুক্ত, একান্ত মহানুভব।

৪১. সে বললো, তোমরা (এবার) তার সিংহাসনের আকৃতিটা একটু বদলে দাও, আমরা দেখি সে সত্যই তা টের পায় কিনা, না সেও তাদের দলে শামিল হয়ে যায়, যারা (কখনো সঠিক) পথের দিশা পায় না।

৪২. অতপর সে (রাণী যখন) এলো (তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো), তোমার সিংহাসন কি (দেখতে) এমন ধরনের (ছিলো)? সে বললো হ্যাঁ, (মনে হয়) তা এ ধরনেরই (ছিলো, আসলে) এ ঘটনার আগেই আমাদের কাছে সঠিক জ্ঞান এসে গেছে এবং আমরা

قَالَ يَا يَا الْمُؤْمِنُوا إِيَّكُمْ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا  
 قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ ⑥

قَالَ عَفْرِيْتُ مِنَ الْجَنِّيْنِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ  
 تَقُوَّمِ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقِوَى أَمِينِ ⑦

قَالَ إِلَيْنِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ  
 أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَقِي إِلَيْكَ طَرْفَكَ  
 فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقْرِراً عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ  
 فَضْلِ رَبِّيِّ شَلِيلِ بِلِبِلِوْنِيِّ أَشْكَرُ أَكْفَرَ  
 وَمِنْ شَكَرَ فَانِيَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمِنْ كَفَرَ  
 فَإِنَّ رَبِّيِّ غَنِيِّ كَرِيمِ ⑧

قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظَرْ أَتَهْتَدِي  
 أَمْ تَكُونُ مِنَ الْذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ⑨

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهْكَنَ اعْرَشُكَ قَالَتْ  
 كَانَهُ هُوَ وَأَوْتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكَنَا

(তোমার) আনুগত্যও মেনে নিয়েছি।

مُسْلِمِيْنَ ⑧

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمَ كُفَّارِيْنَ ⑨

৪৩. তাকে যে জিনিসটি (সৈমান আনতে এ যাবত) বাধা দিয়ে রেখেছিলো; তা ছিলো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যের গোলামী করা; তাই (এতো দিন পর্যন্ত) সে ছিলো কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرَحَ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسْبَتِهِ لَجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا قَالَ أَنَّهُ صَرَحٌ مَرْدُ مِنْ قَوْارِيرَهُ قَالَتْ رَبِّيْ أَنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سَلَيْبِيْنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ⑩

৪৪. (অতপর) তাকে বলা হলো, যাও, এবার তুমি প্রাসাদে প্রবেশ করো, সে যখন (প্রাসাদের আয়নাসম বারান্দাসহ) সব দেখলো তখন তার মনে হলো, এ যেন (স্বচ্ছ জলাশয়) এবং (এটা মনে করে) সে তার উভয় হাঁটু পর্যন্ত কাপড় টেনে তুলে ধরলো; (তার এ আচরণ দেখে) সে (বাদশাহ) বললো, এটি হচ্ছে স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ; সে (মহিলা) বললো, হে আমার রব, আমি অবশ্যই (এতোদিন) আমার নিজের ওপর ঝলুম করে এসেছি, (আজ) আমি সোলায়মানের সাথে আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের ওপর সৈমান আনলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ صِلَاحًا إِنَّمَا يَعْمَلُونَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ فَإِنَّمَا يَعْذِلُونَ ⑪

৪৫. আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম (সে বলেছিলো), তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, (এ আহ্বানের সাথে সাথে) তার (জাতির) লোকেরা (মোমেন ও কাফের) দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিতর্কে লিঙ্গ হয়ে গেলো।

قَالَ يَقُولُ لِمَنْ تَسْتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَرْحِمُونَ ⑫

৪৬. (সে বললো,) তোমরা কেন (সৈমানের) কল্যাণের পরিবর্তে (আঘাবের) অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাইছো, কেন তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো না, আশা করা যায় তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে।

قَالُوا طَيْرِنَا بِكَ وَبِمِنْ مَعَكَ قَالَ طَيْرِكُمْ عِنْ اللَّهِ بِلَ أَنْتُرْ قَوْمًا تَفْتَنُونَ ⑬

৪৭. তারা বললো, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের সবাইকে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবেই (দেখতে) পেয়েছি; (এটা শুনে) সে বললো, তোমাদের শুভাশুভ সবাই তো আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ারে; (মূলত) তোমরা এমন এক দল যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পরীক্ষা করা হচ্ছে।

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَسْعَةُ رَهْبَطٍ يَفْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ⑭

৪৮. সে শহরে ছিলো (নেতা গোছের) এমন নয় জন লোক, যারা আমার যামীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতো, সংশোধনমূলক কোনো কাজই তারা করতো না।

قَالُوا تَقَاسِمُوا بِاللَّهِ لَنْبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ لَنْقُولَنَّ لَوْلَيْهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكًا أَهْلَهُ وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ⑮

৪৯. (একদিন) তারা (একজন আরেকজনকে) বললো, তোমরা আল্লাহর নামে সবাই কসম করো, আমরা রাতের বেলায় তাকে ও তার (সৈমানদার) সাথীদের মেরে ফেলবো, অতপর তার উত্তরাধিকারীকে আমরা বলবো, তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার সময় আমরা (সেখানে) উপস্থিতই ছিলাম না, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا  
يَشْعُرونَ<sup>④</sup>

৫০. তারা (যখন সালেহকে মারার) চক্রান্ত করছিলো, (তখন) আমি ও (তাকে রক্ষা করার এমন এক) কৌশল (বের) করলাম, যা তারা (বিন্দুমাত্রও) বুঝতে পারেন।

فَانظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِمْ أَنَّ  
دَمْرَنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ<sup>⑤</sup>

৫১. (হে নবী,) অতপর তুমি দেখো, তাদের চক্রান্তের কী পরিণাম হয়েছে, আমি তাদের এবং তাদের জাতির সবাইকে ধ্বন্দ করে দিয়েছি।

فَتَلَكَ بِبَيْوَهِمْ خَاوِيَّةً بِمَا ظَلَمُوا إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَا يَلِيقُهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>⑥</sup>

৫২. (চেয়ে দেখো,) এই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ী, তাদেরই যুলুমের কারণে তা (আজ) মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; অবশ্য এ (ঘটনার) মাঝে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) নির্দর্শন রয়েছে।

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا  
يَتَقَوَّنَ<sup>⑦</sup>

৫৩. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে, আমি তাদের (আয়াব থেকে) মুক্তি দিয়েছি।

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَنَا فَاحِشَةَ  
وَأَنْتُرْ تَبْصِرُونَ<sup>⑧</sup>

৫৪. আর (এক নবী ছিলো) লৃত, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা কি অশুলীল কাজ করছো, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছো (এটা কতো জঘন্য)! আইনকর্তৃর জন্যে

أَئِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ<sup>⑨</sup>

৫৫. তোমরা কি (তোমাদের) যৌনত্পত্তির জন্যে নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছেই আসবে? (আসলেই) তোমরা হচ্ছো একটি মূর্খ জাতি।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
آخِرُ جَوَابٍ أَلْ لُوطٍ مِنْ قَرِيتِكُمْ إِنَّهُمْ  
أَنَّاسٌ يَتَظَهِّرُونَ<sup>⑩</sup>

৫৬. তার জাতির লোকদের এছাড়া আর কোনো উভরই ছিলো না যে, লৃত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) এরা কয়েকজন (আসলেই একটু) বেশী ভালো মানুষ।

فَأَنْجِينَهُ وَاهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدْ رَنَهَا مِنْ  
الْغَبَرِيَّنَ<sup>১১</sup>

৫৭. (পরিশেষে) আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে (আয়াব থেকে) উদ্ধার করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, তাকে আমি পেছনে পড়ে থাকা (আয়াবে নিমজ্জিত) মানুষদের সাথে শামিল করে দিয়েছিলাম।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرٌ  
الْمَنْدِرِيَّنَ<sup>১২</sup>

৫৮. অতপর তাদের ওপর আমি (গ্যবের) বৃষ্টি নাখিল করলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের জন্য এ বৃষ্টি করেই না নিকৃষ্ট ছিলো!

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلِّمْ عَلَى عِبَادَةِ الَّذِينَ  
اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرًا مَا يُشْرِكُونَ<sup>১৩</sup>

أَمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ  
لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَتَنَا بِهِ  
حَلَّ أَئِقَّ ذَاتَ بِهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ  
تَنْبِتُوا شَجَرَهَا إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُوَ  
قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ⑥

60. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেছেন, (আবার) তা দিয়ে (যমীনে) মনোরম উদ্যান তৈরী করেছেন, অথচ তার (একটি সুন্দর) বৃক্ষ পয়দা করারও তোমাদের ক্ষমতা নেই; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মারুদ আছে কি? বরং তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা (অন্যকে আল্লাহ তায়ালার) সমরক্ষ সাব্যস্ত করছে!

أَمْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَاهَا  
أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ  
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ  
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑥

61. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি যমীনকে (স্থিতিকুলের) বসবাসের উপযোগী করেছেন, (আবার) তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদীনালা, (যমীনকে সুন্দর করার জন্যে) তার মধ্যে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, দুই সাগরের মাঝে (মিষ্টি ও লোনা পানির) সীমারেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; (বলো, এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মারুদ আছে কি? কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এ সত্যটুকুও) জানে না;

أَمْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَ أَذًى دَعَاهُ وَيَكْشِفُ  
السَّوءَ وَيَعْلَمُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ  
مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَنَّ كَرُونَ ⑥

62. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন (নিরূপায় হয়ে) সে তাঁকে ডাকতে থাকে, তখন (তার) বিপদ আপদ তিনি দূরীভূত করে দেন এবং তিনি এ যমীনে তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি বানান; (এসব কাজে) আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কোনো মারুদ কি আছে? (আসলে) তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো;

أَمْ يَهِيِّئُكُمْ فِي ظُلْمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَمَنْ يَرْسِلُ الرِّيحَ بِشْرًا بَيْنَ يَدِيِّ  
رَحْمَتِهِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا  
يَشْرِكُونَ ⑥

63. কিংবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি তোমাদের জলে স্থলের (গহীন) অঙ্ককারে পথ দেখান, যিনি তাঁর অনুগ্রহ (-সম বৃষ্টি) বর্ষণের আগে তার সুসংবাদ বহন করার জন্যে বাতাস প্রেরণ করেন; (এ সব কাজে) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মারুদ কি আছে? আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, ওরা যা কিছু তাঁর সাথে শরীক করে তিনি তার চাইতে অনেক উৎরে;

أَمْ يَبْدِلُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُنَّ  
يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهٌ  
مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
صِّلِّيْقِينَ ⑥

64. অথবা তিনি (শ্রেষ্ঠ)- যিনি সৃষ্টিকে (থ্রথম বার) অঙ্গিত্বে আনয়ন করে (মৃত্যুর পর) তা আবার সৃষ্টি করবেন, কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেয়েক সরবরাহ করছেন? আছে কি কোনো মারুদ আল্লাহর সাথে (এসব কাজে)? তাদের তুমি বলো (হে নবী), যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে (তার সপক্ষে) তোমাদের কোনো প্রমাণ নিয়ে এসো।

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ  
يَبْعَثُونَ ⑥

৬৬. বরং (মনে হচ্ছে,) আখেরাত সম্পর্কে এদের জ্ঞান <sup>بِلْ أَدْرَكَ عِلْمَهُ فِي الْآخِرَةِ</sup> তবে <sup>فَبِلْ هُنَّ</sup> নিশেষ হয়ে গেছে। (না, আসলে তা নয়,) বরং তারা <sup>فِي شَكٍّ مِنْهَا</sup> তবে <sup>فَبِلْ هُنَّ مِنْهَا عَمُونَ</sup> (এ ব্যাপারে) সন্দেহে (নিমজ্জিত হয়ে) আছে, কিন্তু তারা তো সে সম্পর্কে (জেনে বুঝেই) অঙ্গ হয়ে আছে। <sup>فِي شَكٍّ مِنْهَا تُبَذِّلُ هُنَّ مِنْهَا عَمُونَ</sup> ১৭
৬৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে তারা বলে, আমরা ও আমাদের বাপদাদারা (মৃত্যুর পর) যখন মাটি হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদের (কবর থেকে) বের করা হবে!
৬৮. এমন ওয়াদা তো আমাদের সাথে এবং এর আগে আমাদের বাপ-দাদাদের সাথেও করা হয়েছিলো, (আসলে) এগুলো পূর্ববর্তীদের ভিত্তিহীন কথা ছাড়া আর কিছুই নয়! । <sup>لَقَدْ وُعِدْنَا هُنَّا نَحْنُ وَأَبْأءُنَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هُنَّ إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ</sup> ১৮
৬৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যামীনে সফর করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কি (ভয়াবহ) হয়েছে?
৭০. তুমি ওদের (কোনো কাজের) ওপর দুঃখ করো না, যা কিছু ষড়যন্ত্র ওরা তোমার বিরুদ্ধে করুক না কেন (তাতে) মনোক্ষুণ্ড হয়ো না! <sup>فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ</sup> ১৯
৭১. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে <sup>وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ</sup> <sup>وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صُلْقِينَ</sup> ২০
৭২. (হে নবী,) তুমি বলো, (আয়াবের) যে বিষয়টি তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো তার কিছু অংশ সম্বরত তোমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েও আছে! <sup>فَلْ عَسِيَ أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعِجِلُونَ</sup> ২১
৭৩. অবশ্যই তোমার মালিক মানুষদের ওপর অত্যন্ত দয়াবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহ তায়ালার এই অনুগ্রহের) শোকের আদায় করে না। <sup>وَإِنْ رَبَّكَ لَذُنْ وَفَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ</sup> ২২
৭৪. তোমার রব তা ভালো করেই জনেন, যা কিছু তাদের মন গোপন করে, আর যা কিছু তারা বাইরে প্রকাশ করে। <sup>وَإِنْ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُ صَلْوَهِ وَمَا يُعْلِنُونَ</sup> ২৩
৭৫. আসমান ও যামীনে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা (আমার) সুস্পষ্ট হচ্ছে (লিপিবদ্ধ) নেই। <sup>وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ</sup> ২৪
৭৬. অবশ্যই এ কোরআন বনী ইসরাইলদের ওপর তাদের এমন অনেক কথা প্রকাশ করে দেয়, যার ব্যাপারে তারা (একে অপরের সাথে) মতভেদ করে। <sup>إِنْ هُنَّ الْقَرآنَ يَقْصُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُنَّ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ</sup> ২৫
৭৭. নিসদেহে এ (কোরআন) হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) হেদয়াত ও রহমত। <sup>وَإِنَّهُ لَهُدْيٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ</sup> ২৬

৭৮. (হে নবী,) তোমার রব নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ীই  
এদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী,  
তিনি সর্বজ্ঞ,  
**إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ**

৭৯. অতপর (সর্বাবস্থায়ই) তুমি আল্লাহ তায়ালার  
ওপর নির্ভর করো; নিসদেহে তুমি সুস্পষ্ট সত্যের  
ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।

৮০. তুমি মৃত লোকদের (কিছু) শোনাতে পারবে না, **إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ  
الصَّرَّالَّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ**  
বধিরকেও তোমার আওয়ায় শোনাতে পারবে না-  
(বিশেষ করে) যখন তারা (তোমাকে দেখে) মুখ  
ফিরিয়ে নেয়।

৮১. (একইভাবে) তুমি অন্দেরও (তাদের) গোমরাহী  
থেকে হেদয়াতের পথে আনতে পারবে না; তুমি তো  
শুধু তাদেরই (তোমার কথা) শোনাতে পারবে, যারা  
আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে, অতপর  
তারা (আমার কাছে) আস্তসমর্পণ করে।  
**وَمَا أَنْتَ بِمُدِي الْعِمَى عَنْ فَلَلَتِهِمْ  
أَنْ تُسْمِعَ إِلَامِنْ يُؤْمِنُ بِأَيْتَنَا فَهُمْ  
مُسْلِمُونَ**

৮২. (শুনে রাখো,) যখন আমার প্রতিশ্রূত সময়  
তাদের ওপর এসে পড়বে, তখন আমি মাটির ভেতর  
থেকে তাদের জন্যে এক (অঙ্গুত) জীব বের করে  
আনবো, যা (অলোকিকভাবে) তাদের সাথে কথা  
বলবে। মানুষরা (অনেকেই) আমার আয়াতসমূহে  
বিশ্বাস করে না।  
**وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ  
دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ  
كَانُوا بِأَيْتَنَا لَا يُوْقِنُونَ**

৮৩. (সেদিনের কথা ভাবো,) যেদিন আমি প্রতিটি উদ্ধৃত  
থেকে এক একটি দলকে এনে জড়ে করবো, যারা  
আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতপর  
তাদের বিভিন্ন দলে উপন্দেল ভাগ করে দেয়া হবে।  
**وَيَوْمَ نَحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ  
يَكِيلُ بِبِأَيْتَنَا فَهُمْ يُوْزَعُونَ**

৮৪. এমনি করে ওরা যখন (আল্লাহ তায়ালার  
সামনে) হাধির হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের  
জিজেস করবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহ  
(শুধু এ কারণেই) অঙ্গীকার করেছিলে এবং তোমাদের  
(সীমিত) জ্ঞান দিয়ে তোমরা সে (আয়াতের মর্ম)  
পর্যন্ত পৌছতে পারোনি, (বলো, আমার আয়াতের  
সাথে) তোমরা (এ) কি আচরণ করছিলে?

৮৫. যেহেতু এরা (দুনিয়ার জীবনে) যত্ন করেছে,  
(তাই আজ) এদের ওপর (আয়াবের) প্রতিশ্রূতি পুরো  
হয়ে যাবে, অতপর এরা কোনো রকম উচ্চবাচ্য করতে  
পারবে না।  
**وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ  
لَا يَنْطِقُونَ**

৮৬. এরা কি (এ কথা) চিন্তা করেন যে, আমি রাতকে  
এ জন্যেই তৈরী করেছি যেন তারা তাতে বিশ্বাস  
করতে পারে, (অপরদিকে জীবিকার প্রয়োজনে)  
দিনকে বানিয়েছি আলোকোজ্জ্বল; অবশ্যই এর মাঝে  
সে জাতির জন্যে অনেক নির্দশন রয়েছে, যারা  
(আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে।  
**أَلَّرِيرُوا أَنَا جَعَلْنَا الْيَلِ لِيَسْكُنَا فِيهِ  
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ  
لْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ**

৮৭. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে,  
**وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ**

সেদিন যারা আসমানসমূহে আছে এবং যারা যমীনে আছে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তবে (তাদের কথা) আলাদা যাদের আল্লাহ তায়ালা (এ থেকে বাঁচাতে) চাইবেন; সবাই সেদিন তাঁর সামনে অবনমিত অবস্থায় হাযির হবে।

৮৮. (হে মানুষ, আজ) তুমি পাহাড় দেখতে পাচ্ছে, তুমি মনে করছো তা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; (কিন্তু কেয়ামতের দিন) এ পাহাড়গুলোই মেমের মতো উড়তে থাকবে, এটা আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টির শৈল্পিক নিপুণতা, যিনি প্রতিটি জিনিসকে মযবুত করে বানিয়ে রেখেছেন; তোমরা যা কিছু করছো অবশ্যই তিনি সেসব ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

৮৯. (সেদিন) যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ নিয়ে (আমার সামনে) হাযির হবে তাকে তার চাইতে আরো উৎকর্ষ (প্রতিফল) দেয়া হবে, এমন ধরনের লোকেরা সেদিন ভীতিকর অবস্থা থেকেও নিরাপদ থাকবে।

৯০. (অপরাদিকে) যে ব্যক্তি কোনোরকম মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের (সেদিন) উচ্চে করে আঙুমে নিষ্কেপ করা হবে, (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়); তোমরা যা কিছু করতে তার বিনিময় এ ছাড়া আর কি তোমাদের দেয়া যাবে?

৯১. (হে নবী, তুমি বলো,) আমাকে তো শুধু এটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি এ (মক্কা) নগরীর মালিকের এবাদাত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন, সব কিছু তাঁর জন্যেই (নিবেদিত), আমাকে (এও) হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি (তাঁরই আদেশের সামনে) আত্মসমর্পণ করি,

৯২. (আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে) আমি যেন কোরআন তেলোয়াত করি, অতপর যে ব্যক্তি হেদয়াতের পথ অনুসরণ করবে সে তো তা করবে তার নিজের (মুক্তির) জন্যেই, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ থেকে যাবে, (তাকে) তুমি বলো, আমি তো কেবল (জাহানামের) একজন সতর্ককারী মাত্র!

৯৩. তুমি বলো, সমস্ত প্রশংস্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে, অচিরেই তিনি তোমাদের তাঁর নির্দশনসমূহ দেখাবেন, অতপর তোমরা সহজেই তা চিনে নেবে; তোমরা যা কিছু আচরণ করছো সে সম্পর্কে তোমাদের রব মোটেই বেখবর নন।

فَقَرْعَ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ  
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهَا دُخْرِينَ ④

وَتَرَى الْجَبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِلَةً وَهِيَ  
تَمْرِ مرِ السَّحَابِ مَصْنَعُ اللَّهِ الَّذِي  
أَتَقْنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا  
تَفْعَلُونَ ⑤

مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُنَّ  
مِنْ فَرْعَ يُوْمَنِ أَمْنُونَ ⑥

وَمِنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَتْ وَجْهُهُمْ فِي  
النَّارِ هَلْ تَجْرِونَ إِلَّا مَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑦  
إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبَدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَادَ  
الَّذِي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرَتُ  
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑧

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَلَى  
فَإِنَّمَا يَهْتَلِي لِنَفْسِهِ وَمَنِ ضَلَّ فَقُلْ  
إِنَّمَا أَنَا مِنِ الْمُنْذِرِينَ ⑨

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّرِيْكُمْ أَيْتَهُ  
فَتَغْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ⑩

আয়াত ৮৮  
রুক্ম ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

১. ত্বা-সীম-মীম।

২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

تَلَكَ أَيْتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ⑪

৩. (হে নবী, এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে) আমি তোমাকে মুসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা ঠিক ঠিক করে বলে দিতে চাই, (এটা) সে জাতির জন্যে, যারা (আল্লাহর তায়ালার ওপর) ঈমান আনে।

৪. (ঘটনাটা ছিলো এই,) ফেরাউন (আল্লাহর) যমীনে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো, সে তার (দেশের) অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিলো, সে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিলো, সে তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং নারীদের জীবিত রেখে দিতো; অবশ্যই সে ছিলো (যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের একজন।

৫. (সে) যমীনে যাদের হীনবল করে রাখা হয়েছিলো আমি তাদের ওপর (কিছুটা) অনুগ্রহ করতে চাইলাম, আমি তাদের (ফেরাউনের সেবাদাস থেকে উঠিয়ে দেশের) নেতা বানিয়ে দিতে চাইলাম এবং তাদের আমি (এ যমীনের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়ার এরাদা করলাম;

৬. আমি চাইলাম তাদের (সে) দেশে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউন, হামান ও তার লয় লশকরদের সে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেবো, যে ব্যাপারে তারা আশংকা করছিলো।

৭. (এমনি এক সময়ে যখন মূসার জন্ম হলো, তখন) আমি মূসার মায়ের কাছে এ আদেশ পাঠালাম যে, তুমি তাকে বুকের দুর্দ খাওয়াও, যদি কথনে তার (নিরাপত্তার) ব্যাপারে তোমার ভয় হয় তাহলে তাকে (বাস্তু ভরে) নদীতে ফেলে দিয়ো, কোনো বকম ভয় করো না, দুশ্চিন্তাও করো না, অবশ্যই আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেবো, আমি তাকে রসূলদের মধ্যে শামিল করবো।

৮. (আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী মূসার মা তাকে বাস্তু ভরে সমুদ্রে ফেলে দিলো,) অতপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিলো, যেন সে তাদের জন্যে দুশ্মনী ও দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে; এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো ভয়ানক অপরাধী।

৯. ফেরাউনের স্ত্রী (শিশুটিকে দেখে তার স্বামীকে) বললো, এ শিশুটি আমার এবং তোমার জন্যে চক্ষু শীতলকারী (হবে), একে হত্যা করো না, হয় তো একদিন এ আমাদের কোনো উপকারণ করতে পারে, অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তারা (তখন আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই) বুঝতে পারেনি।

১০. (ওদিকে) মূসার মায়ের মন অস্ত্রিত হয়ে পড়েছিলো, **وَاصْبَحَ فُؤَادُ أَمْمُوسِي فِرِغًا**

**نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفَرْعَوْنَ  
بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ** ④  
إِنْ فَرْعَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَمَا  
شِيعَانِ يَسْتَعْفِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَلْبِسُ  
أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحِي نِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ  
مِنَ الْمُفْسِدِينَ

**وَنَرِيدُ أَنْ نَمِنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَعْفُوا  
فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ  
الْوَرَثِينَ** ⑤  
وَنَمِكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَوْنَ  
وَهَامَنْ وَجْنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا  
يَحْلَ رُونَ

**وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمْمِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ  
فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَيْدِ فِي الْيَمِّ وَلَا  
تَخَافِي وَلَا تَحْرَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ  
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمَرْسَلِينَ** ⑥

**فَالْتَّقْطَهَ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَلَى  
وَحْزَنًا إِنْ فِرْعَوْنَ وَهَامَنْ وَجْنُودُهُمَا  
كَانُوا خَطِئِينَ** ⑦

**وَقَالَتِ امْرَأُ فِرْعَوْنَ قُرْتَ عَيْنِ لِي  
وَلَكَ لَا تَقْتُلُهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ  
نَتَخْلِهَ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْرِعُونَ** ⑧

(আমার প্রতি) আস্থাশীল থাকার জন্যে যদি আমি তার মনকে দ্রৃঢ় না করে দিতাম, তাহলে সে তো (দুশ্মনদের কাছে) তার খবর প্রায় প্রকাশ করেই দিচ্ছিলো!

أَنْ كَادَتْ لَتُبْلِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

১১. সে মূসার বোনকে বললো, তুমি (নদীর পাড় ধরে) এর পেছনে পেছনে যাও, (কথানুযায়ী) সে তাকে দূর থেকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলো, যাতে ফেরাউনের লোকেরা টের করতে পারলো না।

وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصْبِيْهُ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جَنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪

১২. (ওদিকে) আগে থেকেই আমি তার ওপর (ধার্মাদের) স্তনের দুধ খাওয়ানো নিষিদ্ধ করে রেখেছিলাম, (এ অবস্থা দেখে) সে (বোনটি) বললো, আমি কি তোমাদের এমন একটি পরিবারের নাম (ঠিকানা) বলে দেবো, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন পালন করবে, (সাথে সাথে) তারা এর শুভানুধ্যায়ীও হবে।

وَحْرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلِمْرُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ⑫

১৩. (এভাবেই) আমি তাকে (আবার) তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে (নিজের সন্তানকে দেখে) তার চোখ ঠাভা হয়ে যায় এবং সে কোনো রকম দৃঢ় না পায়, সে (একথাও যেন ভালো করে) জেনে নিতে পারে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যদিও অধিকাংশ লোক এটা জানে না।

فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقْرَأَ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑬

১৪. যখন সে (পূর্ণ) ঘোবনে উপনীত হলো এবং (শারীরিক শক্তিতে) পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো, (তখন) আমি তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলাম; আমি নেককার লোকদের এভাবেই প্রতিফল দান করি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدِهِ وَاسْتَوْى أَتَيْنَاهُ حَكِيمًا وَعَلِيًّا وَكَلَّ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑭

১৫. (একদিন) সে নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন (সেখানে) নগরবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় (আরাম কর-) ছিলো, অতপর সে সেখানে দু'জন মানুষকে মারামারি করতে দেখলো, এদের একজন ছিলো তার নিজ জাতি (বনী ইসরাইলের) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলো তার দলের (লোক), যে ব্যক্তি ছিলো তার দলের, সে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির মোকাবেলায় তার সাহায্য চাইলো— যে ছিলো তার শক্তি দলের, তখন মূসা তাকে একটি ঘূর্ষি মারলো, এভাবে সে তাকে হত্যাই করে ফেললো, (সাথে সাথে অনুতঙ্গ হয়ে) সে বললো, এ তো একটা শয়তানী কাজ; অবশ্যই সে (হচ্ছে মানুষের) দুশ্মন এবং প্রকাশ্য বিভাস্তকারী।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفَلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلِنِ فِي هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَهُلْ أَمِنْ عَلَوْهُ فَاسْتَغَاثَهُ اللَّهُ مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَلَوْهُ «فَوَكَرَهَ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَلَوْهُ وَمُضِلٌّ مُبِينٌ ⑮

১৬. সে বললো, হে আমার রব, (অনিষ্টাকৃত এ কাজটি করে) আমি আমার নিজের ওপর যুলুম করে ফেলেছি (হে আল্লাহ), তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন, অবশ্যই তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قَالَ رَبِّيْ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑯

১৭. সে বললো, হে আমার রব, তুমি যেহেতু আমার ওপর মেহেরবানী করেছো, (তাই আমিও তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,) আমি আর কখনো কোনো অপরাধী ব্যক্তির জন্যে সাহায্যকারী হবো না।

قَالَ رَبِّيْ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَانَ أَكْوَنَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ⑰

فَاصْبِحْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَادَأْ  
الَّذِي أَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ  
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُوَى مِيَّبِنٍ<sup>১৫</sup>

১৮. অতপর ভীত শৰ্কিত অবস্থায় সে নগরীতেই তার ভোর হলো, হঠাৎ সে দেখতে পেলো, আগের দিন যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, সে (আবারও তার) সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে; মূসা (এবার) তাকে বললো, তুমি তো দেখছি ভারী ডেজালে লোক !

فَلَمَّا آتَاهُ أَرَادَ أَنْ يُبَطِّشَ بِالْذِي  
هُوَ عَدُوٌّ وَلَهُمَا قَالَ يَمْوِسَى أَتَرِيدُنَّ  
تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ<sup>১৬</sup>  
تُرِيدُنَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ  
وَمَا تُرِيدُنَّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ<sup>১৭</sup>

২০. (তারপরও) যখন সে (ও ফরিয়াদী ব্যক্তি) তাদের উভয়ের শক্রের ওপর হাত উঠাতে চাইলো (যখন এ ফরিয়াদী ব্যক্তিটি মনে করলো, মূসা বুঝি তাকে মেরেই ফেলবে), তাই সে বললো, হে মূসা, তুমি কি আজ আমাকে সেভাবেই হত্যা করতে চাও, যেভাবে কাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, তুমি তো দেখছি যদীনে দারূণ স্বেচ্ছাচারী হতে চলেছো, তুমি কি শাস্তি স্থাপনকারী হতে চাও না!

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ  
يَمْوِسَى إِنَّ الْبَلَّا يَاتِيُّونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكُ  
فَأَخْرَجَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِّيْحِينَ<sup>১৮</sup>

২১. অতপর সে ভীত আতঙ্কিত অবস্থায় নগরী থেকে বের হয়ে গেলো এবং (যেতে যেতে) বললো, হে রব, তুমি আমাকে যালেম জাতি (-র হাত) থেকে রক্ষা করো।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ  
نَّجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ<sup>১৯</sup>

২২. (মিসর ছেড়ে) যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো তখন বললো, আমি আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَلَيْنَ قَالَ عَسَىٰ  
رَبِّيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ<sup>২০</sup>

২৩. (অবশ্যে) যখন সে মাদইয়ানের (একটি) পানির (কৃপের) কাছে পৌঁছলো, তখন সে দেখলো তার পাশে অনেক মানুষ, (নিজ নিজ পশুদের) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের অদূরে সে দু'জন রমণীকে (দেখতে) পেলো, যারা (নিজ নিজ পশুদের) আগলে রাখছে, সে (তাদের) জিজেস করলো, তোমাদের কি হলো (তোমরা পশুদের পানি খাওয়াচ্ছো না যে)? তারা বললো, আমরা (পশুদের) পানি খাওয়াতে পারবো না, যতক্ষণ না রাখালদের (এখান থেকে) সরিয়ে না নেয়া হবে। আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ (তাই আমরাই পশুদের নিয়ে এসেছি)।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَلَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً  
مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ذُوْجَنَهُ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ  
امْرَأَتَيْنِ تَلْوِدِنِ<sup>২১</sup> قَالَ مَا خَطْبُكُمَا  
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ  
وَأَبُونَا شِيْخٌ كَبِيرٌ<sup>২২</sup>

২৪. (একথা শুনে) সে এদের (পশুগুলোকে) পানি খাইয়ে দিলো, তারপর সে (গাছের) ছায়ার দিকে গেলো এবং (আল্লাহকে) বললো, হে আমার রব, (নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে) তুমি যে নেয়ামতই আমার ওপর নায়িল করবে, আমি একান্তভাবে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবো।

فَسَقَى لَهُمَا تَرْوِيَّةً إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ  
رَبِّيَّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ  
فَقَيْرَ<sup>২৩</sup>

২৫. (একটু পরেই সে দেখলো,) সে দুই রমণীর একজন লজ্জা জড়ানো অবস্থায় তার কাছে এলো এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে তার কাছে ডেকেছেন, তুমি যে আমাদের (পশ্চলোকে) পানি খাইয়ে দিয়েছিলে তার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চান; অতপর সে তার (পিতার) কাছে এলো এবং (নিজের) কাহিনী তার কাছে বর্ণনা করলো, (সব শুনে) সে (মুসাকে) বললো, তুমি কোনো ভয় করো না। তুমি যালেমদের কাছ থেকে বেঁচে গেছো।

২৬. সে দুই (রমণীর) একজন তার (পিতাকে) বললো, হে (আমার) পিতা, একে বরং তুমি (তোমার) কাজে নিয়োগ করো, কেননা তোমার মজুর হিসেবে সে (ব্যক্তিই) উভয় হবে, যে (শারীরিক দিক থেকে) শক্তিশালী এবং (চরিত্রের দিক থেকে) বিশ্বস্ত।

২৭. (এরপর রমণীদের) পিতা (তাকে) বললো, আমি আমার এ দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, (তবে তা হবে) এ কথার ওপর যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি (আট বছরের জায়গায়) দশ বছর পুরো করতে চাও, তবে তা হবে একান্ত তোমার ব্যাপার, আমি তোমার ওপর কোনো কষ্ট (-কর শর্ত) আরোপ করতে চাই না; আল্লাহ তায়ালা চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে।

২৮. সে বললো, আমার এবং আপনার মাঝে এ চুক্তিই (পাকা হয়ে) থাকলো; আপনার দেয়া দুঁটো মেয়াদের যে কোনো একটি যদি আমি পূরণ করি, তাহলে আমার ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করা হবে না (এ নিশ্চয়তাটুকু আমি চাই); আমাদের এ কথার ওপর আল্লাহ তায়ালাই (আমাদের) সাক্ষী।

২৯. অতপর মূসা যখন (চুক্তির) মেয়াদ পূর্ণ করে নিলো, তখন সপরিবারে সে (নিজ দেশের দিকে) রওনা করলো। (পথিমধ্যে যখন) সে তৃতীয় পাহাড়ের পাশে আগুন দেখতে পেলো, (তখন) সে তার পরিবারের লোকদের বললো, তোমরা (খালে) অপেক্ষা করো, অবশ্যই আমি কিছু আগুন দেখতে পেয়েছি, আশা করা যায় আমি সেখান থেকে (রাস্তাঘাট সম্পর্কিত) কোনো খোঁজ খবর নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা জুলন্ত আগুনের কিছু টুকরো নিয়ে আসতে পারবো, যেন তোমরা আগুন পোহাতে পারো।

৩০. যখন সে আগুনের কাছে পৌছালো, তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র ভূমিস্থিত একটি গাছ থেকে (গায়বী) আওয়ায এলো, হে মূসা, আমিই হচ্ছি আল্লাহ- সৃষ্টিকুলের (একমাত্র) রব,

فَجَاءَتْهُ أَحْلَنِهَا تَمْشِي عَلَى أَسْتِحْيَاءٍ  
قَالَتِ اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجِرِيَكَ أَجْرِ  
مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ  
الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخْفِ قَنْجَوْتَ  
مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَمِيَّ

১৩  
قَالَتِ اِنَّ أَبِي يَأْبَيْتَ اسْتَاجِرَةً اِنَّ  
خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرَتِ الْقَوْيِ الْأَمِينِ

قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكَحَكَ اَحْلَى  
ابْنَتَهُ تَهْتَيْنِ عَلَى اَنْ تَاجِرَنِيْ ثَمَنِيْ  
حَجَجَ فَانَّ اَتَمِتَ عَشْرًا فَمِنْ عَنْ لَكَ  
وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِلُنِيْ  
اِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِيَّنِ

১৪  
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بِاِيمَانِيْ  
الْاجَلِيَّنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذْلَ وَانَّ عَلَى وَاللهِ  
عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْاجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهِ  
اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ  
لِاَهْلِهِ اَمْكَثُوا اِنِّيْ اَنْسَتُ نَارًا عَلَى  
اِتِيَّكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اوْ جَذَوَةٍ مِنَ النَّارِ  
لَعْلَكُمْ تَصْطَلُونَ

১৫  
فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ  
اَلَايِّنِ فِي الْبَقَعَةِ الْمِبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ  
اَنَّ يَوْسَى اِنِّيْ اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيَّ

৩১. (হে মুসা,) তুমি তোমার হাতের লাঠিটি যমীনে  
নিক্ষেপ করো; যখন সে তাকে দেখলো, তা (জীবন্ত)  
সাপের মতোই ছুটাছুটি করছে, তখন সে উল্টো দিকে  
ছুটতে লাগলো, পেছনের দিকে তাকিয়েও দেখলো  
না (আল্লাহ তায়ালা বললেন); হে মুসা, তুমি এগিয়ে  
এসো, ভয় পেয়ো না। অবশ্যই তুমি হচ্ছে নিরাপদ  
(ও বিশ্বস্ত মানুষ)-দেরই একজন।

৩২. তুমি তোমার হাত তোমার পকেটের ভেতরে  
রাখো (দেখবে), কোনো রকম অসুস্থতা ছাড়াই  
তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসছে, ভয় (দূরীভূত)  
করার জন্যে তোমার হাতের বাজু তোমার (বুকের)  
সাথে মিলিয়ে রাখো, এ হচ্ছে ফ্রেরাউন ও তার  
দলীয় প্রধানদের কাছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে  
(নবুওতের) দুটো প্রমাণ; তারা আসলেই ছিলো  
গুণহাত্তার জাতি।

أَسْلَكَ يَدَكِ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاءَ  
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمِرْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ  
مِنَ الرَّهِبِ فَلَنْكَ بِرَهَانِيْ مِنْ رِبِّكَ  
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيْهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا  
فَسَقِيَنَ  
④

৩৩. সে বললো, হে আমার রব, আমি (কিশোর বয়সে  
ভুলবশত) তাদের একজন মানুষকে হত্যা করেছি,  
তাই আমার ভয় হচ্ছে (প্রতিশোধ নিতে গিয়ে) তারা  
আমাকে মেরে ফেলবে!

قَالَ رَبِّيْ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا  
فَاخَافُ أَنْ يَقْتلُونِ  
⑤

৩৪. আমার ভাই হারুন, সে আমার চাইতে ভালো করে  
কথা বলতে পারে, অতএব তুমি তাকে সাহায্যকারী  
হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও, যাতে করে সে  
আমাকে সমর্থন করতে পারে, আমার ভয় হচ্ছে,  
(আমি একা গেলে) তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্থ  
করবে।

وَآخِيْ هَرُونَ هُوَ فَصَحْ مِنِيْ لِسَانًا  
فَارْسِلْهُ مَعِيْ رَدًا يَصِلِّ قَنِيْ إِنِّيْ  
أَخَافُ أَنْ يَكَلِّ بُونِ  
⑥

৩৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), আমি তোমার  
ভাইকে দিয়ে তোমার হাত শক্তিশালী করবো এবং  
আমার আয়াতসমূহ দিয়ে আমি তোমাদের (এমন)  
শক্তি যোগাবো, অতপর তারা (আর) কখনো  
তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না, (পরিশেষে)  
তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।

قَالَ سَنَشِلْ عَضَلَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجِعْلُ  
لَكُمَا سُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِإِيْتَنَا  
أَنْتَمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبُونِ  
⑦

৩৬. অতপর মূসা যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ  
নিয়ে ওদের কাছে হায়ির হলো, তখন তারা বললো,  
এ তো কতিপয় অলীক ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়,  
আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বাবা-দাদাদের যমানায়ও  
তো এমন কিছু (ঘটতে) শুনিনি!

فَلَهَا جَاءَهُمْ مُوسَى بِإِيْتَنَا بَيْنَتَ قَالُوا  
مَا هَذِهِ أَلَا سَحْرٌ مَفْتَرٌ وَمَا سِعِنَا  
بِهِذَا فِي أَبَائِنَا الْأَوْلَيْنِ  
⑧

৩৭. মূসা বললো, আমার রব ভালো করেই জানেন  
কে তাঁর কাছ থেকে সঠিক হৈদ্যাত নিয়ে এসেছে  
এবং (সেদিন) কার পরিণাম কি হবে? (তবে একথা  
ঠিক,) যালেমরা কখনোই সফল হয় না।

وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ  
بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ  
عَاقَبَةُ اللَّهِ أَرَدَ إِنَّهُ لَيُفْلِحُ الظَّلِمُونِ  
⑨

৩৮. ফেরাউন বললো, হে আমার পারিষদরা, আমি তো জানি না, আমি ছাড়া তোমাদের আরও কোনো মারুদ আছে (অতপর সে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে বললো), হে হামান (যাও), আমার জন্যে (ইট তৈরী করার জন্যে) মাটি আগুনে পোড়াও এবং (তা দিয়ে) আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যেন আমি (তাতে উঠে) মুসার মারুদদের খবর নিতে পারি, আমি অবশ্য তাকে মিথ্যাই মনে করি!

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا يَا الْمَلَامَاعِلْمٌ لَكُمْ  
مِنْ إِلَهٍ غَيْرِيٍّ فَأَوْقَدْ لِي يَهَامِنْ عَلَى  
الْطِينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا عَلَى أَطْلَعِ  
إِلَى إِلَهٍ مُؤْسِيٍّ وَإِنِّي لَأَظْنَهُ مِنْ  
الْكُنْ بَيْنَ<sup>১)</sup>

৩৯. সে এবং তার বাহিনীর লোকেরা অন্যায়ভাবেই (আল্লাহর) যামীনে অহংকার করলো, ওরা ধরে নিয়েছিলো যে, ওদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না!

وَاسْتَكْبِرْ هُوَ وَجَنْوَدَةٌ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ وَظَنَوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ<sup>২)</sup>

৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার গোটা বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, এরপর তাদের আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, অতএব (হে নবী), তুমি দেখো, (বিদ্রোহ করলে) যালেমদের কি ভয়াবহ পরিণাম হয়!

فَأَخْلَنَهُ وَجَنْوَدَةَ فَبَلَّ نَهْرَ فِي الْيَمِّ  
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلَمِيْنَ<sup>৩)</sup>

৪১. আমি ওদের (এমন সব লোকদের) নেতা বানিয়েছি যারা (তাদের জাহান্নামের) আগুনের দিকে ডাকবে, কেয়ামতের দিন তাদের (কোনো রকম) সাহায্য করা হবে না।

وَجَعْلَنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ  
الْقِيَمَةِ لَا يَنْصُরُونَ<sup>৪)</sup>

৪২. দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে আমার লানত লাগিয়ে রেখেছি, কেয়ামতের দিনও তারা নিতান্ত ঘৃণিত লোকদের মধ্যে শামিল হবে।

وَأَتَبْعَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْأَنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ  
الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ<sup>৫)</sup>

৪৩. আগের বহু মানবগোষ্ঠীকে (বিদ্রোহী আচরণের জন্যে) ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে (তাওরাত) কিতাব দান করেছি, এ কিতাব ছিলো মানুষদের জন্যে জ্ঞান ও তত্ত্বকথার সমাহার, (সর্বোপরি) এ (কিতাব ছিলো) তাদের জন্যে হেদয়াত ও রহমত, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا  
أَهْلَكَنَا الْقَرْوَانَ الْأَوَّلَ بَصَارَتِ لِلنَّاسِ  
وَهَذِي وَرْحَمَةٌ لِعَلِمَرْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>৬)</sup>

৪৪. (হে নবী,) মূসাকে যখন আমি (ন্যুওতের) বিধান দিয়েছিলাম, তখন (তুর পাহাড়ের) পশ্চিম পাশে (সে বিশেষ স্থানটিতে) তুমি (উপস্থিত) ছিলে না, না তুমি এ ঘটনার (প্রত্যক্ষদর্শীদের) দলে শামিল ছিলে!

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَيْ  
مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِيدِينَ<sup>৭)</sup>

৪৫. কিন্তু (তারপর) আমি (এই দুনিয়ায়) আরো অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অতপর তাদের ওপরও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মাঝেও উপস্থিত ছিলে না যে, তুমি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে পড়ে শোনাবে, কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল প্রেরণকারী।

وَلِكُنَّا أَنْشَأْنَا قَرْوَانَ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ  
الْعُمَرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي آهَلِ مَلَيْ  
تَشْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِنَا «وَلِكُنَّا كُنَّا  
مَرْسِلِيَّنَ<sup>৮)</sup>

৪৬. (মূসাকে) যখন আমি (প্রথম বার) আওয়ায় দিয়েছিলাম, তখনও তুমি তুর পাহাড়ের (কোনো) দিকে মজুদ ছিলে না, কিন্তু এটা হচ্ছে (তোমার প্রতি) তোমার মালিকের রহমত (তিনি তোমাকে এ সব অবহিত করেছেন), যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার আগে (এভাবে) কোনো সতর্ককারী আসেনি যে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا<sup>٤٦</sup>  
وَلَكِنَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لَتَنْهَرَ قَوْمًا مَا  
أَتَسْهَمَ مِنْ نَلِيٍّ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ  
يَتَنَزَّلُونَ<sup>٤٧</sup>

৪৭. এমন যেন না হয় যে, ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওদের ওপর কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে এবং (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের কাছে কোনো রসূল পাঠালে না কেন? রসূল পাঠালে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা ঈমানদারদের দলে শামিল হয়ে যেতাম।

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مَصِيبَةٌ فَمَا قَدْ مَتَ<sup>٤٨</sup>  
آيْنِ يَمِيرٍ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ<sup>٤٩</sup>  
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ أَيْتَكَ وَنَكُونَ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ<sup>٥٠</sup>

৪৮. অতপর যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (ধীন) এলো, তখন তারা বলতে লাগলো, এ (নবী)-কে সে ধরনের কিছু (কিতাব) দেয়া হলো না কেন, যা মূসাকে দেয়া হয়েছিলো (কিন্তু তুমি বলো); মূসাকে যা দেয়া হয়েছিলো তাকে কি ইতিপূর্বে এরা অঙ্গীকার করেনি? তারা তো (এও) বলেছে যে, এ উভয়টাই হচ্ছে যাদু, এর একটি আরেকটির সমর্থক এবং তারা বলেছে, আমরা (এর) কোনোটাই মানি না।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا<sup>٥١</sup>  
أُوتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتَىٰ مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَكْفُرُوا<sup>٥٢</sup>  
بِمَا أُوتَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ قَاتَلُوا سَحْرَرٍ<sup>٥٣</sup>  
تَظَهَّرًا قَتَّ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كُفْرٍ<sup>٥٤</sup>

৪৯. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, যদি (উভয়টাই মিথ্যা হয় এবং) তোমারা (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অন্য কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা এ দুটোর তুলনায় ভালো হবে, (তাহলে) আমি ও তার অনুসরণ করবো।

قُلْ فَأَتُوا بِكِتبِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ<sup>٥٥</sup>  
هُوَ أَهْدِنَا مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ<sup>٥٦</sup>  
صِلْ قَيْنَ<sup>٥٧</sup>

৫০. যদি এরা তোমার এ কথার কোনো জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রেখো, এরা (আসলে) নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেই (এসব বলে); তার চাইতে বেশী গোমরাহ ব্যক্তি আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়াত (পাওয়া) ছাড়া কেবল নিজের খেয়াল খুশী মতোই চলে; আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেম জাতিকে পথ দেখান না।

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوكُمْ فَاعْلَمْ<sup>٥٨</sup>  
يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ<sup>٥٩</sup>  
اتَّبَعَ هُوَ هُدًى بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ<sup>٦٠</sup>  
لَا يَهِيءِ لِلْقَوْمِ الظَّلَمِينَ<sup>٦١</sup>

৫১. আমি ক্রমাগত (কোরআনের এ) কথা তাদের জন্যে পাঠিয়েছি, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَلَقَدْ وَصَلَنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ<sup>٦٢</sup>  
يَتَنَزَّلُونَ<sup>٦٣</sup>

৫২. এর আগে আমি যাদের আমার কিতাব দান করেছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলো) তারা এর ওপর ঈমান এনেছে।

أَلَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ<sup>٦٤</sup>  
يُؤْمِنُونَ<sup>٦٥</sup>

৫৩. যখন তাদের সামনে এ কিতাব তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, (কেননা), এটাই সত্য, এটা আমাদের মালিকের কাছ থেকেই এসেছে, আমরা এর আগেও (আল্লাহর কিতাব) মানতাম।

৫৪. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের (দীনের পথে) ধৈর্য ধারণের জন্যে দুঃবার পুরস্কৃত করা হবে, তারা তাদের ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ) দূর করে, আমি তাদের যে রেয়েক দিয়েছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

وَإِذَا يَتَلَقَّبُ عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمْنًا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ  
أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرًا هُمْ مُرْتَبُونَ بِمَا  
صَبَرُوا وَإِذْ رُءُونَ بِالْحُسْنَةِ السَّيْئَةَ وَمِمَّا  
رَزَقَنَاهُ يَنْفِقُونَ  
④৪)

৫৫. এরা যখন কোনো বাজে কথা শুনে তখন তা পরিহার করে চলে এবং (ওদের) বলে, আমাদের (কাজের) দায়িত্ব আমাদের, আর তোমাদের (কাজের) দায়িত্ব তোমাদের, তোমাদের ওপর সালাম। আমরা জাহেলদের (সাথে বিতর্ক) চাই না!

وَإِذَا سَمِعُوا الْغَوَّاءِ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا  
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمُ  
عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَهَلِينَ  
④৫)

৫৬. যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে (এ ভালোবাসার কারণেই) তুমি হেদয়াত করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে অবশ্যই তিনি হেদয়াত দান করেন, তিনি ভালো করেই জানেন কারা এ হেদয়াতের অনুসারী (হবে)।

إِنَّكَ لَا تَهْمِلِي مِنْ أَحَبِبْتَ وَلَكِنِ  
اللَّهُ يَهْمِلِي مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ  
④৬)

৫৭. (হে নবী,) এরা বলে, যদি আমরা তোমার সাথে (মিলে) হেদয়াতের পথে চলি তাহলে (অবিলম্বে) আমাদের এ যমীন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে; (তুমি বলো,) আমি কি তাদের (বসবাসের) জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা শহরে জায়গা করে দেইনি? যেখানে তাদের রেয়েকের জন্যে আমার কাছ থেকে সব ধরনের ফলমূল আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (শোক করতে) জানে না।

وَقَالُوا إِنَّنِي نَتَبِعُ الْهُدًى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ  
مِنْ أَرْضِنَا، أَوْ لَنْمِكِنْ لَهُمْ حِرَمًا أَمِنًا  
يَجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ  
لَدْنَا وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  
④৭)

৫৮. আমি এমন অসংখ্য জনপদ নির্মুল করে দিয়েছি, যার অধিবাসীদের তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মদমত করে রেখেছিলো, (অথচ) এ হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ীগুলো (আর এ হচ্ছে তার ধ্রংসাবশেষ), এদের (ধ্রংসের) পর (এসব জায়গায়) সামান্যই কোনো মানুষের বসতি ছিলো; (শেষ পর্যন্ত) আমিই (সব কিছুর) মালিক হলাম।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَّةِ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا  
فَتَلَكَ مَسْكِنَهُمْ لَمَرْتَسَكَ مِنْ بَعْدِهِ  
إِلَّا قَلِيلًا، وَكَنَا نَحْنُ الْوَرِثَيْنَ  
④৮)

৫৯. (হে নবী,) তোমার রব কোনো জনপদকেই ধ্রংস করেন না, যতোক্ষণ না সে (জনপদের) কেন্দ্রস্থলে তিনি কোনো নবী না পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, আমি জনপদসমূহকে কখনো বরবাদ করি না, যতোক্ষণ না সেখানকার অধিবাসীরা যালেম (হিসেবে পরিগণিত) হয়ে যায়।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مَهْلِكَ الْقَرْىِ حَتَّى  
يَبْعَثَ فِي أَمْهَارَسِوْلًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ  
أَيْتَنَا وَمَا كَانَ مَهْلِكِي الْقَرْى إِلَّا  
وَآهَلُهَا ظَلِمُونَ  
④৯)

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الَّذِيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ  
وَأَبْقَى ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৬১. যাকে আমি (জান্নাতের) উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়ে  
রেখেছি এবং যে ব্যক্তি (কেয়ামতের দিন) তা পেয়েও  
যাবে, সে ব্যক্তি কি করে তার মতো হবে যাকে আমি  
পার্থিব জীবনের কিছু ভোগসম্ভাব দিয়ে রেখেছি, অতপর  
যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য হবে যাদের কেয়ামতের দিন  
(হিসাবের জন্যে) আমার সম্মুখে তলব করা হবে।

৬২. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাক দেবেন  
এবং বলবেন, আজ কোথায় আমার (সেসব) শরীক,  
যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে অংশীদার) মনে  
করতে!

৬৩. (আয়াবের) এ বিধান যাদের ওপর কার্যকর হবে  
তারা (তখন) বলবে, হে আমাদের রব, এরাই হচ্ছে  
সেসব ব্যক্তি যাদের আমরা গোমরাহ করেছিলাম,  
আমরা যেমনি এদের গোমরাহ করেছিলাম, তেমনি  
আমরা নিজেরাও গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলাম, (আজ)  
আমরা তোমার দরবারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাচ্ছি, এরা  
কেবল আমাদেরই গোলামী করতো না (এরা নিজেদের  
প্রত্যন্তির গোলামীও করতো)।

৬৪. অতপর (মোশারেকদের) বলা হবে, ডাকো আজ  
তোমাদের শরীকদের, তারপর তারা তাদের ডাকবে,  
কিন্তু তারা তাদের (ডাকের) কোনো জবাবই দিতে  
পারবে না, (ইতিমধ্যে) মোশারকেরা নিজের চোখেই  
(নিজেদের) আয়াব দেখতে পাবে, কতো ভালো হতো  
যদি এরা সঠিক পথের সন্ধান পেতো!

৬৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (পুনরায়) তাদের ডাক  
দেবেন এবং বলবেন, (আমার) নবীদের তোমরা কি  
জবাব দিয়েছিলে?

৬৬. সেদিন তাদের (মনের) ওপর (থেকে) সব  
বিষয়ই হারিয়ে যাবে, তারা একে অপরের কাছে  
কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না।

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং ঈমান  
এনেছে, নেক আমল করেছে (তার কথা আলাদা),  
আশা করা যায় সে মুক্তিপ্রাপ্তদের দলে শামিল হবে!

৬৮. (হে নবী,) তোমার রব যা চান তাই তিনি পয়দা  
করেন এবং যা তিনি পছন্দ করেন (তাই তিনি জারি করেন,

أَفْمَنْ وَعَلَنَهُ وَعَلَهُ حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهٌ  
كَمَنْ مَتَعْنَهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الَّذِيَا تُمَرِّ  
هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْرِرِينَ ۝

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ آيَةً شَرْكَاءِ  
الَّذِينَ كَنْتُمْ تَزْعَمُونَ ۝

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّا  
هُوَ لَاءُ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا  
غَوَّيْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِبَانَا  
يَعْبُدُونَ ۝

وَقَيْلَ ادْعُوا شَرْكَاءَكُمْ فَلَعْنَاهُمْ  
فَلَرَبِّيْسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَنَابَ  
لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجْبَتْمَ  
الْمَرْسِلِينَ ۝

فَعَيْتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِنْ فَهُمْ لَا  
يَتَسَاءَلُونَ ۝

فَآمَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ مَالِحًا  
فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝

وَرَبَّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

مَكَانَ لَهُمْ أَكْبِرَةٌ سَبَحُواْ اللَّهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ  
১৪  
এব্যাপারে) তাদের কারোই কোনো ক্ষমতা নেই, আল্লাহ তায়ালা মহান, ওদের শেরেক থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

৬৯. তোমার বর জানেন, যা কিছু এদের অন্তর গোপন করে এবং যা কিছু এরা প্রকাশ করে।  
১৫  
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ مُصْدُورَهُمْ وَمَا يُعْلَمُونَ  
১৬

৭০. তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো মারুদ নেই; সমস্ত তারীফ তাঁর জন্যে- দুনিয়াতে (যেমন) এবং আখেরাতেও (তেমনি), আইন ও বিধান তাঁর জন্যেই, তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।  
১৭  
وَهُوَ اللَّهُ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ؛ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ  
১৮

৭১. (হে নবী,) তুমি এদের বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা রাতকে তোমাদের ওপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কোন মারুদ আছে যে তোমাদের একটুখানি আলো এনে দিতে পারবে; (তারপরও) তোমরা কি কর্ণপাত করবে না?  
১৯  
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَدَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضَيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ  
২০

৭২. তুমি বলো, তোমরা কখনো একথা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি দিনকে (রোগ) কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী করে) তোমাদের ওপর বসিয়ে দেন, তাহলে (বলো) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মারুদ আছে যে তোমাদের (জন্যে) রাত এনে দিতে পারবে, যেখানে তোমরা এতোকু বিশ্রাম নেবে, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালার এ নেয়ামত) দেখতে পাও না?  
২১  
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ  
২২

৭৩. এটা তো তাঁরই রহমত, তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পারো এবং (দিনের বেলায়) তাঁর (জীবিকার) অনুগ্রহ সঞ্চান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা তাঁর শোকর আদায় করবে!  
২৩  
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَدَ وَالنَّهَارَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  
২৪

৭৪. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (আবার) তাদের ডাক দেবেন এবং বলবেন, কোথায় (আজ) আমার সেসব শরীক, যাদের তোমরা (আমার সার্বভৌমত্বে) অংশীদার মনে করতে!

২৫  
وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيَّنَ شَرَكَاءِ الَّذِينَ كَنْتُمْ تَزْعَمُونَ  
২৬

৭৫. সেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মাঝ থেকে এক একজন সাক্ষী বের করে আনবো, অতপর আমি (তাদের) বলবো, তোমরা (আজ তোমাদের পক্ষে) দণ্ডিল প্রমাণ হাধির করো, (সেদিন) ওরা সবাই বুঝতে পারবে, (সতা) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্ধারিত, তারা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব কথা উদ্ধাবন করতো তা নিমিয়েই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।  
২৭  
وَنَرْعَنَا مِنْ كُلِّ أَمْةٍ شَهِيدٌ أَفْقَلْنَا هَاتِوْ  
২৮  
بِرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَأَنَّ  
২৯  
عِنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ  
৩০

انَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مَوْسِىٍ فَبَغَىٰ  
 عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ  
 مَفَاتِحَهُ لَتَنْتَهُ بِالْعَصَبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ  
 لَوْلَكُمْ لَمْ تَرَوْهُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَخْ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ⑤

৭৬. নিসন্দেহে কারুন ছিলো মূসার জাতির লোক, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) সে তাদের ওপর ভারী যুলুম করেছিলো, (অথচ) আমি তাকে (এতো) বিশাল পরিমাণ ধনভাড়ার দান করেছিলাম যে, তার (ভা ভারের) চাবিগুলো (বহন করা) একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও ছিলো কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তার জাতির লোকেরা তাকে বললো, (ধন সম্পদ নিয়ে) দণ্ড করো না, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা দাষ্ঠিকদের পছন্দ করেন না।

৭৭. যা কিছু সম্পদ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে তুমি পরকালের কল্যাণ তালাশ করো এবং দুনিয়া থেকে সম্পদের যে (আসল) অংশ তোমার (পরকালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রাখেছে) তা ভুলে যেয়ো না এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে (ধন সম্পদ দিয়ে) তোমার ওপর মেহেরবানী করেছেন, তুমি ও তেমনি (তাঁর পথে তা ব্যয় করে তাঁর বান্দাদের ওপর) দয়া করো, (সম্পদের বাহাদুরী দিয়ে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ফাসাদী লোকদের ভালোবাসেন না।

৭৮. (কারুন একথা শুনে) বললো, এ (বিশাল) ধন সম্পদ আমার জ্ঞান (ও যোগ্যতা)-বলেই আমাকে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এ (মূর্খ) লোকটা কি জানতো না, আল্লাহ তায়ালা তার আগে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তি সামর্থ্যে তার চাইতে ছিলো অনেক প্রবল এবং তাদের জমা মূলধনও (তার তুলনায়) ছিলো অনেক বেশী; (ক্রেয়ামতের দিন) অপরাধীদের তাদের অপরাধ (-জনিত অজুহাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৭৯. অতপর (একদিন) সে তার লোকদের সামনে (নিজের শান শওকতের প্রদর্শনী করার জন্যে) জাঁকজমকের সাথে বের হলো; (মানুষদের মাঝে) যারা পার্থিব জীবনের (ভোগবিলাস) কামনা করতো তখন তারা বললো, আহা! (কতো ভালো হতো) কারুনকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরও থাকতো, আসলেই সে একজন মহাভাগ্যবান ব্যক্তি!

৮০. (অপরদিকে) যাদের (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বললো, ধিক তোমাদের (সম্পদের) ওপর, (বস্তুত) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার দেয়া পুরকারই শ্রেষ্ঠ, আর তা শুধু ধৈর্যশীলরাই পেতে পারে।

৮১. পরিশেষে আমি তার (ঐশ্বর্যে ভরা) প্রাসাদসহ তাকে যমীনে গেড়ে দিলাম।

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَيْهِ عِنْدِيٌ  
 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قُلَّ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ  
 مِنَ الْقَرْوَنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ  
 جَمِيعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْوَبِهِمْ  
 الْمُجْرُمُونَ ⑥

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيَّتِهِ قَالَ الَّذِينَ  
 يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيلَتْ لَنَا  
 مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُوقَ حَظٍ  
 عَظِيمٍ ⑦

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلْكُسُ  
 تَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
 وَلَا يَلْكُسُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ⑧

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَتَّةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ⑤

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ  
يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِئَنَّ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنْ  
اللَّهُ عَلَيْنَا لَخْسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ  
الْكُفَّارُ ⑥

৪৯

تُلَكَ الدُّرُّ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ  
لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا  
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ⑦

৫০

তখন এমন কোনো দলই (সেখানে মজুদ) ছিলো না, যারা আল্লাহ তায়ালার (গ্যবের) মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে পারলো, না সে নিজে নিজেকে (গ্যব থেকে) রক্ষা করতে পারলো!

৮২. মাত্র গতকাল (সন্ধ্যা) পর্যন্ত যারা তার জায়গায় পৌছার কামনা পোষণ করছিলো, তারা আজ সকাল বেলায়ই বলতে লাগলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান (তার জন্যে) রেয়েক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে চান (তার জন্যে) তা সংকীর্ণ করে দেন, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরও তিনি (আজ) যথীনের ভেতর পুঁতে দিতেন; হায় দুর্ভোগ! (নেয়ামতের প্রতি) অকৃতঙ্গরা কখনোই সফলকাম হয় না।

৮৩. এটা হচ্ছে আধেরাতের (চির শাস্তির) ঘর, আমি এটা তাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছি যারা দুনিয়ায় (কোনো রকম) প্রাধান্য (বিস্তার করতে) চায় না- না তারা (যথীনে) কোনো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়, শুভ পরিণাম তো (এই) আল্লাহভীরূ মানুষদের জন্যেই রয়েছে।

৮৪. যে ব্যক্তিই নেকী নিয়ে হায়ির হবে, তাকে তার (পাওনার) চাইতে বেশী পুরক্ষার দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (সে যেন জেনে রাখে), যারাই মন্দ কাজ করেছে তাদের কেবল স্টের্কু পরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে, যে পরিমাণ (মন্দ নিয়ে তারা) হায়ির হবে।

৮৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এ কোরআনকে তোমার ওপর নায়িল করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার (কাংখিত) গন্তব্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন; তুমি (তাদের) বলো, আমার রব এটা ভালো করেই জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছে।

৮৬. (হে নবী,) তুমি (তো কখনো) এ আশা করোনি যে, তোমার ওপর কোনো কিতাব নায়িল হবে, (হাঁ, এটা ছিলো) তোমার মালিকের একান্ত মেহেরবানী (যে, তিনি তোমাকে কিতাব দান করেছেন), সুতরাং তুমি কখনো (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) যালেমদের পক্ষ নেবে না।

৮৭. এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নায়িল হবার পর তারা তোমাকে (এর অনুসরণ থেকে) বিরত রাখবে, তুমি মানুষদের তোমার মালিকের দিকে আহ্বান করো

مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمِنْ  
جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي اللَّهُ إِنَّ عَمَلَوْا  
السِّيَّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑧

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِكَ  
إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّيْ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ  
بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ ⑨

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ  
الْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُنَ  
ظَهِيرًا لِلْكُفَّارِينَ ⑩

وَلَا يَصِدُّنَّكَ عَنِ اِيْتَ اللَّهِ بَعْدَ اِذْ  
أَنْزَلْتَ إِلَيْكَ وَادْعُ اِلَى رَبِّكَ

এবং তুমি কখনো মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

৪৮. তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মারুদকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মারুদ নেই। তাঁর মহান সত্ত্ব ছাড়া (এখানে) প্রতিটি বস্তুই ধৰ্মসূল; যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ تَكُلُّ شَيْءًا هَالِكٌ لَا وَجْهَهُ لَهُ  
الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আয়াত ৬৯  
রুম ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আনকাবুত  
মকাব অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম,

الْمِ

২. মানুষরা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি (এটুকু) বলার কারণেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং (ঈমানের দাবীতে) তাদের (কোনো রকম) পরীক্ষা করা হবে না।

أَحَسَبَ النَّاسُ أَنَّ يَتَرَكَّوْا أَنْ يَقُولُوا  
أَمْنًا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ

৩. আমি তো সেসব লোকদেরও পরীক্ষা করেছি যারা এদের আগে (এভাবেই ঈমানের দাবী করে) ছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী, (আবার ঈমানের) মিথ্যা দাবীদারদেরও তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন।

وَلَقَنْ فَتَنَاهُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ  
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الَّذِينَ بَيْنَ

৪. যারা গুনাহের কাজ করে তারা কি এটা ধরে নিয়েছে যে, তারা আমার (হাত) থেকে বেঁচে যাবে, (এটা তাদের) একটা মন্দ সিদ্ধান্ত, যা তারা করলো।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّيُّورَاتِ أَنَّ  
يُسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

৫. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ আশা করে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সামান্যাসামনি হবে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সময়টা অবশ্যই আসবে; তিনি সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

مِنْ كَانَ يَرْجُوا لَقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ  
لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৬. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার পথে) সংগ্রাম সাধনা করে, সে তো (আসলে) তা করে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত।

وَمَنْ جَاهَنَ فَإِنَّمَا يُجَاهِلُ لِنَفْسِهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ

৭. যারা ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদের থেকে তাদের দোষক্রটিশুলো দূর করে দেবো এবং (দুনিয়ায়) তারা যেসব নেক আমল করে আসছিলো আমি অবশ্যই তাদের সেসব কর্মের উত্তম ফল দেবো।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
لَنْكَفِرُنَّ عَنْهُمْ سِيَّاتِهِمْ وَلَنْجِزُنَّهُمْ  
أَحْسَنَ الَّذِينِ كَانُوا يَعْمَلُونَ

৮. আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার সাথে সম্বন্ধবহার করার আদেশ দিয়েছি; (কিন্তু) যদি কখনো

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِنَّ

তারা তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্যে জবরদস্তি করে, (যেহেতু) এ ব্যাপারে তোমার কাছে (সঠিক কোনো) জ্ঞান নেই, তাই তুমি তাদের কোনো আনুগত্য করো না; (কেননা) তোমাদের তো ফিরে যাবার জায়গা আমার কাছেই, আর তখন আমি অবশ্যই তোমাদের বলে দেবো, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করছিলে!

৯. যারা (আল্লাহ তায়ালার) ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদের নেক বান্দাদের অস্তর্ভুক্ত করে নেবো।

১০. মানুষদের মাঝে কিছু এমনও আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তাদের আল্লাহর পথে (চলার কারণে) কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের এ গীড়নকে আল্লাহ তায়ালার আয়াবের মতোই মনে করে; আবার যখন তোমার মালিকের কোনো সাহায্য আসে তখন তারা (মুসলমানদের) বলতে থাকে, অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম; (এরা কি মনে করে-) আল্লাহ তায়ালা কি সৃষ্টিকুলের (মানুষদের) অস্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে মোটাই অবগত নন?

১১. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা ঈমান এনেছে, আবার তিনি মোনাফেকদেরও ভালো করে জেনে নেবেন।

১২. কাফেররা ঈমানদারদের বলে, তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ করো, আমরা (কেয়ামতের দিন) তোমাদের গুনাহসমূহের বোৰা তুলে নেবো; (অথচ) তারা (সেদিন) তাদের নিজেদের গুনাহসমূহের কোনো বোৰাও উঠাতে পারবে না; অবশ্যই এরা মিথ্যাবাদী।

১৩. (কেয়ামতের দিন) এরা অবশ্যই তাদের নিজেদের গুনাহের বোৰা উঠাবে, (তারপর) তাদের এ বোৰার সাথে (থাকবে তোমাদের) বোৰাও, (দুনিয়ার জীবনে) যতো মিথ্যা কথা তারা উঠাবন করেছে, অবশ্যই সে ব্যাপারে তাদের সেদিন প্রশং করা হবে।

১৪. আমি নৃহকে তার জাতির কাছে পঠিয়েছিলাম, সে ওদের মাঝে অবস্থান করলো পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর, (তারা তার কথা না শোনায়) অতপর মহাপ্লাবন এসে তাদের পাকড়াও করলো, তারা ছিলো (আসলেই বড়ো) যালেম।

১৫. (এ মহাপ্লাবন থেকে) আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকার আরোহীদের রক্ষা করেছি,

جَاهَلَ لَكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ  
عَلَيْهِ فَلَا تُطْعِمُهَا إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَإِنْ يَعْكِرْ  
بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑥

وَالَّذِينَ أَمْنَوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ  
لَنْ خَلَمُوا فِي الصِّلْحَيْنِ ⑦

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمْنًا بِاللَّهِ فَإِذَا  
أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ  
كَعْلًا بِاللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ  
لَيَقُولُنَّ إِنَّا كَنَا مَعَكُمْ ۖ أَوْلَيْسَ اللَّهُ  
بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِيْنَ ⑧

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوا وَلَيَعْلَمَنَّ  
الْمُنْفَقِيْنَ ⑨

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ إِنَّا أَمْنَوْا  
أَتَبِعُوا سَيِّلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطِيْمَ ۖ وَمَا  
هُمْ بِحَمِلِيْنَ مِنْ خَطِيْمِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ  
إِنَّهُمْ لَكِنْ بُوْنَ ⑩

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ  
أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَيْنَ  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑪

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَمْ يَ  
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ۖ  
فَأَخْلَقَهُمْ الطَّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ⑫

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَنْجَبَ السَّفِيْنَةَ ⑬

আর আমি এ (ঘটনা)-কে সৃষ্টিকুলের জন্যে একটি নির্দশন বানিয়ে রেখেছি,

وَجْعَلْنَاهَا أَيَّةً لِّلْعَلَمِينَ ⑤

১৬. আর যখন ইবরাহীম তার জাতিকে বললো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো এবং তাঁকেই ভয় করো; এটাই তোমাদের জন্যে ভালো- যদি তোমরা বুঝতে পারো।

وَأَبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ وَاللهُ وَأَتَقْوَةً ذِلِّكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑥

১৭. তোমরা তো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে কেবল মৃত্যুমূহরেই পূজা করো এবং (স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কেও) মিথ্যা কথা উত্তোলন করো; আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যেসব মূর্তির তোমরা পূজা করো, তারা তোমাদের কোনোরকম রেয়েকের মালিক নয়, অতপর তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রেয়েক চাও, শুধু তাঁরই এবাদাত করো এবং তাঁর (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لِهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑦

১৮. যদি তোমরা (নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করো (তাহলে জেনে রেখো), তোমাদের আগের জাতির লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; (মূলত) সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর কথা) পৌছে দেয়াই হচ্ছে রসূলের কাজ।

وَإِنْ تُكَبِّرُوا فَقَدْ كَذَبَ أَمْرِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلِيَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمَبِينُ ⑧

১৯. এ লোকেরা কি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রথমবার তাঁর সৃষ্টিকে অঙ্গিত্ব দান করলেন, অতপর কিভাবে তাকে আবার (আগের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনবেন; অবশ্যই এ কাজটা আল্লাহ তায়ালার কাছে নিতান্ত সহজ।

يَعْيِلُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ⑨

২০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যমীনে পরিভ্রমণ করো এবং (এর সর্বত্র) দেখো, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিকে প্রথম বার অঙ্গিত্বে আনলেন এবং (একবার ধূংস হয়ে গেলে) কিভাবে আবার আল্লাহ তায়ালা তা পুনর্বার পয়দা করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর প্রবল ক্ষমতাবান।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ تُمَّ اللَّهُ يَنْشِئُ النَّشَاءَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩

২১. তিনি যাকে চান তাকে শাস্তি দেন আবার যাকে চান তাকে (ক্ষমা করে তার ওপর) অনুগ্রহ করেন; (সর্বাবস্থায়) তোমাদের তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

يَعْلَمُ بِمِنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مِنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلِبُونَ ⑪

২২. তোমরা যমীনে (আল্লাহ তায়ালাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে না এবং (পারবে না) আসমানেও, (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা ছাড়ি তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও!

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ ⑫

২৩. যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ ও তাঁর সামনাসামনি হওয়াকে অঙ্গীকার করে, (মূলত) সেসব লোক আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, আর এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيَتِ اللّٰهِ وَلَقَائِهِ  
أُولَئِكَ يَئْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ  
لَمْ يَعْلَمُوا ابَّ الْيَمِّ<sup>১৪</sup>

২৪. অতপর তাদের কাছে এ ছাড়া (আর কোনো) জবাব থাকলো না যে, তারা বলতে লাগলো, একে মেরেই ফেলো কিংবা একে আগুনে পুড়িয়ে দাও, (তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর) আল্লাহ তায়ালা তাকে (জুলন্ত) আগুন থেকে উদ্বার করলেন; অবশ্যই মোমেনদের জন্যে এ (ঘটনা)-র মাঝে (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের) অনেক নির্দর্শন মজুদ রয়েছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
إِقْتْلُوهُ أَوْ حِرْقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ  
إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٍتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ<sup>১৫</sup>

২৫. সে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার খাতিরে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে নিজেদের হাতে গড়া মৃত্যুগুলোকে (নিজেদের মারুদ) ধরে নিয়েছো, অথচ কেয়ামতের দিন তোমাদের (এ ভালোবাসার) একজন ব্যক্তি আরেকজনকে (চিনতেও) অঙ্গীকার করবে, তারা তখন একজন আরেকজনকে অভিশাপ দিতে থাকবে, (পরিশেষে) তোমাদের সবার (চূড়ান্ত) ঠিকানা হবে জাহানাম, আর সেদিন কেউই তোমাদের সাহায্যকারী থাকবে না।

وَقَالَ إِنَّمَا أَتَخْلُنْ تُسْرِيْمِيْ دُونَ اللّٰهِ  
أَوْنَانًا مَوْدَةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ  
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَنِكَرَ النَّارَ  
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرٍ<sup>১৬</sup>

২৬. অতপর লৃত তাঁর (নবী ইবরাহীমের) ওপর ঈমান আনলো। সে বললো, আমি (এবার) আমার মালিকের (বলে দেয়া স্থানের) দিকে হিজরত করছি; অবশ্যই তিনি মহাপ্রাক্রমশালী, বিজ্ঞ কুশলী।

فَامَّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى  
رَبِّيِّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ<sup>১৭</sup>

২৭. অতপর আমি তাকে (ছেলে হিসেবে) ইসহাক ও (নাতি হিসেবে) ইয়াকুব দান করলাম, তার বংশধারায় আমি নবুওত ও কিতাব (নাখিলের ধারা অব্যাহত) রাখলাম, (নবুওত দ্বারা) আমি দুনিয়াতেও তাকে পুরস্কৃত করলাম, আর আখেরাতে সে অবশ্যই আমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হবে।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعْلَنَا فِي  
ذِرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ  
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
الصَّالِحِينَ<sup>১৮</sup>

২৮. আর (আমি) লৃতকে (তার লোকদের কাছে) পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ নিয়ে এসেছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কোনো মানুষই করেনি।

وَلُوْطًا إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ  
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ  
الْعَلَمِينَ<sup>১৯</sup>

২৯. তোমরা কি (তোমাদের দৈহিক প্রয়োজনের জন্যে মহিলাদের বদলে) পুরুষদের কাছে গিয়ে হায়ির হচ্ছে এবং (তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত যৌন সম্পর্কের মূল) পথটাই কেটে দিচ্ছে

أَئِنْكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ<sup>২০</sup>

এবং তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসেও এ অশ্লীল  
কাজে লিপ্ত হচ্ছে; তাদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো  
জবাব ছিলো না যে, তারা বলল (হাঁ, যাও), নিয়ে  
এসো আমাদের ওপর আল্লাহর আয়াব, যদি তুমি  
সত্যবাদী হও।

وَتَاتُونَ فِي نَادِيْكُرْ الْمَنْكَرَ فَمَا كَانَ  
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا بَعَدَ ابْ  
اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّلِّيْقِينَ

৩০. সে (আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে) বললো,  
হে আমার রব, (এই) ফাসাদী জাতির মোকাবেলায়  
তুমি আমায় সাহায্য করো।

قَالَ رَبِّ اثْصِرْنِي عَلَى الْقَوْمِ  
الْمَفْسِلِ بَيْنَ

৩১. অতপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা একটা  
সুখবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো, তখন তারা  
বললো, আমরা (লৃতের) এ জনপদের অধিবাসীদের  
ধ্রংস করবো, কেননা তার অধিবাসীরা বড়ে যালেম  
হয়ে গেছে।

وَلَمَّا جَاءَتْ رَسْلَنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبَشْرِيِّ  
قَالُوا إِنَّا مَهْلُكُوْا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ  
أَهْلَهَا كَانُوا ظَلَمِيْنَ

৩২. সে বললো, সেখানে তো (নবী) লৃতও রয়েছে;  
তারা বললো, আমরা জানি সেখানে কে আছে, আমরা  
লৃত এবং তার পরিবারের লোকজনদের অবশ্যই রক্ষা  
করবো, তবে তার স্ত্রীকে নয়— সে আয়াবে পড়ে থাকা  
লোকদের দলে শামিল হবে।

قَالَ إِنْ فِيهِمَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ  
بِمَنْ فِيهِمَا لَنْتَجِينَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ  
كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيْنَ

৩৩. তারপর যখন (সত্যই) আমার পাঠানো  
ফেরেশতারা লৃতের কাছে এলো, তখন (তাদের  
আগমন) লৃতের কাছে খারাপ লাগলো, এদের কারণে  
তার মন ভেংগে গেলো, ফেরেশতারা বললো, তুমি  
ভয় পেয়ো না, (তুমি) দুশ্চিন্তাগতও হয়ো না। আমরা  
তোমাকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনদের রক্ষা  
করবো, তবে তোমার স্ত্রীকে নয়— সে তো আয়াবে  
পড়ে থাকা ব্যক্তিদেরই একজন।

وَلَمَّا آنَ جَاءَتْ رَسْلَنَا لَوْطًا سَيِّءَ بِهِمْ  
وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالُوا لَا تَخْفَ وَلَا  
تَحْزَنْ قَدْ إِنَّا مُنْجَوْكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا  
أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيْنَ

৩৪. আমরা এ জনপদের (বাকী) অধিবাসীদের ওপর  
আসমান থেকে এক (ভীতিকর) আয়াব নায়িল করবো,  
কেননা এরা জঘন্য গুনাহর কাজ করছিলো।

إِنَّا مُنْزَلُوْنَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجَّا  
مِنَ السَّيِّءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ

৩৫. (এক সময় সত্যি সত্যিই আমি এ জনপদকে  
উল্টে দিয়েছি) আমি তাকে জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে  
একটি সুস্পষ্ট নির্দর্শন করে রেখে দিয়েছি।

وَلَقَدْ تَرَكَنَا مِنْهَا أَيْةً بَيْنَهَا لِقَوْمٍ  
يَعْقِلُوْنَ

৩৬. আমি মাদইয়ান (বাসী)-এর কাছে তাদের ভাই  
শোয়ায়বকে পাঠিয়েছি, তখন সে (তাদের) বললো,  
হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার  
এবাদাত করো এবং পরকাল দিবসের (পুরুষারের)  
আশা পোষণ করো, (আল্লাহর) যমীনে তোমরা  
বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

وَإِلَيْ مَنِّيْنَ أَخَاهِرْ شَعِيْبَأَ فَقَالَ يَقُوْمَ  
اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا  
تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِلِ بَيْنَ

فَكَنْ بُوْه فَأَخْلَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا  
فِي دَارِهِمْ جَثِيْئِنَ<sup>৩</sup>

৩৭. তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, অতপর প্রচড় ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করলো, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।

وَعَاداً وَثَمُوداً وَقَنْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ  
وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَلَ هُرُونَ  
السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ<sup>৪</sup>

৩৮. আব্দ এবং সামুদকেও (আমি ধ্রংস করে দিয়েছি), তাদের (সে ধ্রংসথাণ্ড) বসতি থেকেই তো তোমাদের কাছে (আয়াবের সত্যতা) প্রমাণিত হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের সামনে শোভন করে রেখেছিলো এবং সে তাদের (সঠিক) রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলো, অর্থাৎ তারা ছিলো (অন্য সব ব্যাপারে) দারূণ বিচক্ষণ!

وَقَارُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ تَوَلَّقَنْ  
جَاءَهُمْ مَوْسَىٰ بِالْبَيْنَتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي  
الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِّقِينَ<sup>৫</sup>

৪০. অতপর এদের সবাইকেই আমি নিজ নিজ গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছি, এদের কারো ওপর আমি প্রচড় বাড় পাঠিয়েছি, কাউকে মহাগর্জন এসে আঘাত হেনেছে, কাউকে আমি যমীনের নীচে গেড়ে দিয়েছি, আবার কাউকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, আল্লাহ তায়ালা এমন ছিলেন না যে, তিনি এদের ওপর কোনো যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ তো বরং (আল্লাহর আয়াবকে অঙ্গীকার করে) তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে।

فَكُلَّا أَخْلَنَا بِلَنْ تُبَدِّيَ فَمِنْهُمْ مِنْ  
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَاءَ وَمِنْهُمْ مِنْ أَخْلَنَ  
الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مِنْ خَسَفَنَا بِهِ الْأَرْضَ  
وَمِنْهُمْ مِنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمْ  
وَلِكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ<sup>৬</sup>

৪১. যেসব লোক আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যকে (নিজেদের) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার মতো, তারা (নিজেরাও এক ধরনের) ঘর বানায়; আর (দুনিয়ার) দুর্বলতম ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর। কতো ভালো হতো যদি তারা বুঝতে পারতো।

مَثَلُ الدِّينِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
أُولَيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكُوبِ إِتَّخَذُ  
بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيْوتِ لَبَيْتُ  
الْعَنْكُوبِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ<sup>৭</sup>

৪২. এরা আল্লাহর পরিবর্তে যেসব কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি মহাপ্রাক্রমশালী প্রবল প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ  
شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ<sup>৮</sup>

৪৩. এ হচ্ছে (সেই) উদাহরণ, যা আমি মানুষদের জন্যেই পেশ করি, জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই তা বুঝতে পারে না।

وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضَرُّبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا  
يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَوْنَ<sup>৯</sup>

৪৪. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন; (বস্তুত) এতে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে) অনেক নির্দেশন রয়েছে।

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  
إِنْ فِي ذِلِّكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ<sup>১০</sup>

أَتُلِّ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مِنَ الْكِتَبِ وَأَتَيْ  
الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مَا تَصْنَعُونَ<sup>৪৫)</sup>

৪৫. (হে নবী,) যে কিতাব তোমার ওপর নাখিল করা হয়েছে, তুমি তা তেলাওয়াত করো এবং নামায প্রতিষ্ঠা করো; নিসদ্দেহে নামায (মানুষকে) অশ্বীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে; পরন্তু আল্লাহ তায়ালার শুরণ একটি মহান কাজ; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।

৪৬. (হে মুসলমানরা,) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পছ্ন্য ছাড়া কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করো না, অবশ্য তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের কথা আলাদা, আর (তোমরা) বলো, আমরা ঈমান এনেছি (কিতাবের) যা কিছু আমাদের ওপর নাখিল করা হয়েছে (তার ওপর), আরো ঈমান এনেছি যা কিছু তোমাদের ওপর নাখিল করা হয়েছে (তার ওপরও, আসলে) আমাদের মারুদ ও তোমাদের মারুদ হচ্ছেন একজন এবং আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি।

৪৭. এভাবেই আমি তোমার ওপর (এ) কিতাব নাখিল করেছি, আমি (আগে) যাদের কিতাব দান করেছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সত্যানুসরণসূ ছিলো) তারা এর ওপর ঈমান এনেছে, (পরবর্তী) লোকদের মাঝেও (কিছু ভালো মানুষ আছে) যারা এর ওপর ঈমান এনেছে; (আসলে) কাফেররা ছাড়া কেউই আমার আয়াতের সাথে বিদ্রোহ করে না।

৪৮. (হে নবী,) তুমি তো এ (কোরআন নাখিল হওয়ার) আগে কোনো বই পুস্তক পাঠ করোনি, না তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে কোনো কিছু লিখে রেখেছো যে, (তা দেখে) অসত্যের পৃজারীরা (আজ) সন্দেহে লিঙ্গ হয়ে পড়ছে!

৪৯. বরং এ হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অস্তরে সুস্পষ্ট কিছু নির্দর্শন; (আসলে) কতিপয় যালেম ব্যক্তি ছাড়া আমার (এ সুস্পষ্ট) নির্দর্শনের সাথে কেউই গেঁড়ামি করে না।

৫০. তারা (তোমার সম্পর্কে) বলো, এ ব্যক্তির কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (নবুওতের) কোনো প্রমাণ নাখিল হয় না কেন? (হে নবী,) তুমি বলো, যাবতীয় নির্দর্শন তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; আমি তো (আয়াবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র!

৫১. (হে নবী,) এদের জন্যে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং আমি তোমার ওপর কিতাব নাখিল করেছি,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالْتِي  
هِيَ أَحْسَنُ مِنْ أَلَّا إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  
وَقُولُوا أَمْنًا بِالِّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ  
إِلَيْكُمْ وَالْهُنَّا وَالْمُكَرَّمُونَ وَاحْدَنَا  
لَهُ مُسْلِمُونَ<sup>৪৫)</sup>

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ  
فَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ  
وَمِنْ هُؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ  
بِأَيْتَنَا إِلَّا الْكُفَّارُ<sup>৪৫)</sup>

وَمَا كُنْتَ تَتَلَوَّ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَبٍ  
وَلَا تَخْطُطْهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأْرَتَابَ  
الْمُبْطَلُونَ<sup>৪৫)</sup>

بَلْ هُوَ أَيْتَ بِيَمِينِكَ فِي صَلَوَاتِ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِأَيْتَنَا إِلَّا  
الظَّالِمُونَ<sup>৪৫)</sup>

وَقَالُوا تَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْتَ مِنْ رَبِّهِ  
قُلْ أَنَّمَا أَلَايْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّ  
نَّلِ يَرْمِيَنِ<sup>৪৫)</sup>

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ

যা (প্রতিনিয়ত) তাদের কাছে তেলোওয়াত করা হচ্ছে; যিত্তী عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ  
অবশ্যই ঈমানদার সম্পন্নদারের জন্যে এতে (আল্লাহ  
তায়ালার) অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। وَذَكْرُهُ لِقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ ④

৫২. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে قل كَفِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ  
সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট, আসমানসমূহ  
ও যমীনে যা আছে (তার) সবকিছু তিনি জানেন; যারা  
বাতিলের ওপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ তায়ালাকে  
অঙ্গীকার করে, তারাই হচ্ছে সেসব মানুষ যারা  
মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। أَمْنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ④

৫৩. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাব ত্বরান্বিত  
করার কথা বলে; যদি (আল্লাহ তায়ালার কাছে) এদের  
(শান্তি দেয়ার) জন্যে একটি দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট না  
থাকতো, তাহলে (এতেদিনে) তাদের ওপর আযাব  
এসেই যেতো! অবশ্যই এদের ওপর আকশ্মিকভাবে  
আযাব আসবে এবং তারা জানতেও পারবে না। وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسْمَى لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاتِينَهُمْ بُغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ④

৫৪. তোমার কাছে এরা আযাব ত্বরান্বিত করার কথা  
বলে; অবশ্যই জাহানাম কাফেরদের পরিবেষ্টন করে  
নেবে। يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُ حِيطَةٌ بِالْكُفَّارِ ④

৫৫. যেদিন তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের  
নীচ থেকে আযাব তাদের থাস করবে, (সেদিন)  
আল্লাহ তায়ালা (তাদের) বলবেন, (দুনিয়ায়)  
তোমরা যা কিছু করতে (খুন তার) স্বাদ উপভোগ  
করো। يَوْمَ يَغْشِمُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ④

৫৬. হে আমার বান্দারা, যারা (আমার ওপর) ঈমান  
এনেছে, (জেনে রেখো) আমার যমীন অনেক  
প্রশংস্ত, অতপর তোমরা একমাত্র আমারই এবাদাত  
করো। يَعِبَادِي أَنِّي أَمْنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاَيِ فَاعْبُدْ وَنِ ④

৫৭. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ ধ্রুণ করতে  
হবে। অতপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই  
ফিরিয়ে আনা হবে। كُلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ تَدْرِسُ إِلَيْنَا تَرْجِعُونَ ④

৫৮. যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক  
কাজ করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে জাহাতে  
(সুরম্য) কোঠায় জায়গা দেবো, যার পাদদেশে  
দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তারা  
চিরস্থায়ী হবে; কতো উত্তম পুরক্ষার এ নেককার  
(মানুষ)গুলোর!

وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَنَبُوئُنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفَاتِهِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِيِّينَ ④

৫৯. (নেককার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ  
করেছে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই  
নির্ভর করেছে। الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ④

৬০. কতো (ধরনের) বিচরণশীল জীব (এ দুনিয়ায়) রয়েছে, যারা কেউই নিজেদের রেয়েক (নিজেরা কাঁধে) বহন করে বেড়ায় না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের এবং তোমাদের (নিত্যদিনের) রেয়েক সরবরাহ করেন, তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

৬১. (হে নবী,) তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যামীন কে পয়দা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে কে বশীভূত করে রেখেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, (একমাত্র) আল্লাহই তায়ালা, (কিন্তু তারপরও) এদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে ?

৬২. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার জন্যে রেয়েক প্রশংস্ত করে দেন, (আবার যাকে চান) তার জন্যে তা সংকুচিত করে দেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।

৬৩. (হে নবী,) তুমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করো, আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর যামীন একবার মরে যাওয়ার পর সে (পানি) দ্বারা কে তাতে জীবন সঞ্চার করেছেন, অবশ্যই সে বলবে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই; তুমি বলো, যাবতীয় তারীফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু ওদের অধিকাংশ মানুষই (তা) অনুধাবন করে না।

৬৪. এ পার্থিব জীবন অর্থহীন কতিপয় খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; নিসন্দেহে আখেরাতের জীবনই হচ্ছে সত্যিকারের জীবন। কতো ভালো হতো যদি তারা (এ বিষয়টা) জানতো!

৬৫. যখন এরা জলযানে আরোহণ করে (বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়), তখন তারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তায়ালাকেই তাকে, জীবনবিধানকে একমাত্র তার জন্যে (নিবেদন করেই তাকে), কিন্তু তিনি যখন তাদের (বিপদ থেকে) মুক্তি দিয়ে স্থলে নামিয়ে নিরাপদ করে দেন, তখন তারা সাথে সাথে (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক করতে শুরু করে,

৬৬. যেন আমি তাদের (ওপর) যা কিছু অনুগ্রহ করেছি তা তারা অঙ্গীকার করতে পারে এবং (এভাবেই এরা) কয়টা দিন (দুনিয়ায়) ভোগবিলাস করে কাটিয়ে দিতে পারে। অট্টরেই এরা (আসল ঘটনা) জানতে পারবে।

৬৭. এরা কি দেখতে পাচ্ছে না, (কিভাবে) আমি ‘হারাম (মক্রা)-কে’ শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে রেখেছি, অথচ তার চারপাশে মানুষদের (প্রতিনিয়ত জোর করে) ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে; এরপরও কি তারা বাতিলের ওপর ঈমান আনবে

وَكَأَيْنِ مِنْ دَبَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهَا  
وَإِيَّاكُرْتَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>৩০</sup>

وَلَئِنْ سَالَتْهُمْ مِنْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
لِيَقُولُنَّ اللَّهُ هُنَّ فَانِي مُؤْفَكُونَ<sup>৩১</sup>

أَلَّا يَبْسُطَ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  
وَيَقِدِّرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>৩২</sup>

وَلَئِنْ سَالَتْهُمْ مِنْ نَزْلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَأَحْيِيَابِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتَهَا  
لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
لَا يَعْقُلُونَ<sup>৩৩</sup>

وَمَا هُنَّ إِلَّا حَيَوْنَ اللَّهُ نِيَّا إِلَّاهُ وَلَعِبٌ  
وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهُمْ الْحَيَاةُ مَلَوْ  
كَانُوا يَعْلَمُونَ<sup>৩৪</sup>

فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ  
مُخْلِصِينَ لَهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا نَجَّمُوا إِلَى  
الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ<sup>৩৫</sup>

لِيَكْفِرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلَيَتَمْتَعُوا<sup>৩৬</sup>  
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمْنًا وَيَتَخَفَّفُ  
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতকে অস্থীকার করবে ?

وَبِعِنْدِهِ اللَّهُ يَكْفُرُونَ ④

৬৮. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে  
(স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ  
করে, অথবা তার কাছে যখন সত্য এসে যায় তখন সে  
তাকে অস্থীকার করে; (হে নবী,) জাহানামের মধ্যেই  
কি (এ) কাফেরদের আশ্রয়স্থল (হওয়া উচিত) নয় ?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  
أَوْ كَلَّ بِالْحَقِّ لَهَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي  
جَهَنَّمْ مَثُوا لِلْكُفَّارِينَ ⑤

৬৯. (অপরদিকে) যারা আমার পথে জেহাদ করে,  
আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করি,  
নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা নেককার বান্দাদের সাথে  
রয়েছেন ।

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فَإِنَّا لَنَهِيَّ يَنْهَا سَبَلَنَا  
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ⑥

রুক্ত



১. আলিফ লা-ম মী-ম,

الْمَرْ ①

২. রোম (জাতি) পরাজিত হয়ে গেছে,

غُلَبَتِ الرُّومُ ②

৩. (পরাজিত হয়েছে) ভূমভলের নিম্নতম অঞ্চলে, ^  
তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা ^  
বিজয় লাভ করবে,

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ  
سِيَغْلِبُونَ ③

৪. (এ ঘটনা ঘটবে তিন থেকে নয়- এ) বিজোড় ^  
বছরের মাঝে, এর আগেও (চূড়ান্ত) ক্ষমতা ছিলো ^  
আল্লাহ তায়ালার হাতে এবং (এ ঘটনার) পরেও (সে ^  
চাবিকাঠি থাকবে) তাঁরই হাতে; (রোমকদের বিজয়ে)  
সেদিন ঈমানদার ব্যক্তিরা ভীষণ খুশী হবে,

فِي بِضَعِ سَنِينَ هُنَّ الَّذِينَ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ  
بَعْدِ وَيُوْمَئِنُ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ④

৫. (এটা ঘটবে) আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই, তিনি ^  
যাকে চান তাকে (বিজয় দিয়ে) সাহায্য করেন; তিনি ^  
মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

الْرَّحِيمُ ⑤

৬. (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালারই ওয়াদা; আল্লাহ ^  
তায়ালা (কখনো) তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না, <sup>لَكِنْ</sup>  
কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না ।

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑥

৭. তারা তো পার্থিব জীবনের (শুধু) বাইরের ^  
দিকটিই জানে, কিন্তু আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তারা ^  
(সম্পূর্ণই) গাফেল ।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ  
عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ⑦

৮. এ মানুষগুলো কি নিজেদের মনে (এ কথা) চিন্তা ^  
করে না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমানসমূহ,  
যমীন ও অন্য সব কিছুকে যথাযথ উদ্দেশ্যে  
এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে পয়দা করেছেন;

أَوْلَمْ يَتَعَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَمَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

কিন্তু মানুষদের মাঝে অধিকাংশই (এসব কিছুর শেষে) তাদের মালিকের সামনে হায়ির হওয়াকে অঙ্গীকার করে।

وَأَجَلٌ مُسْمَىٰ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ  
بِلَقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ⑦

৯. এরা কি (আমার) যমীনে ভ্রমণ করে না, করলে তারা দেখবে তাদের আগের লোকদের পরিণাম কেমন ছিলো? অথচ তারা শক্তিতে এদের চাইতে ছিলো অনেক প্রবল, তারা এ যমীনে অনেক চাষবাস করেছে, (আজ) এরা যেমন একে আবাদ করেছে, তাদের চাইতে (বরং) তারা বেশী পরিমাণেই একে আবাদ করেছিলো, (অতপর) তাদের কাছে তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নির্দেশন নিয়ে হায়ির হয়েছিলো (কিন্তু রসূলদের মানতে অঙ্গীকার করায়); আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর (গ্যব পাঠিয়ে) কোনো যুলুম করেননি, বরং (কুফরী করে) তারা নিজেই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا  
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعُمِّرُوهَا  
أَكْثَرَ مِمَّا عَمِّرُوهَا وَجَاءُتْهُمْ رَسُلُهُمْ  
بِالْبَيِّنِاتِ فَمَمَّا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنِ  
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑦

১০. অতপর যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের পরিণাম মন্দই হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করেছে, তা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে!

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوَادِ  
أَنْ كَلَّ بُوْلًا بِأَيْتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِمَا  
يَسْتَهِزُونَ ⑦

১১. আল্লাহ তায়ালা (নিজেই তাঁর) সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, আবার তিনিই তাকে (তার পূর্বাবস্থায়) ফিরিয়ে দেবেন, অতপর তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اللَّهُ يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ  
تَرْجَعُونَ ⑦

১২. যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন (এর ভয়াবহতা দেখে) অপরাধী ব্যক্তিরা তীতবিহুল হয়ে পড়বে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبَلِّسُ الْمُجْرِمُونَ ⑦

১৩. (সেদিন) তাদের শরীকদের কেউই তাদের জন্যে সুপারিশ করার মতো থাকবে না, তারা (বরং) তাদের শরীকদের (তখন) অঙ্গীকার করবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شَرِكَائِهِمْ شَفَعَةٌ  
وَكَانُوا بِشُرِكَائِهِمْ كُفَّارِينَ ⑦

১৪. যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন মানুষরা (স্টামান ও কুফরের ভিত্তিতে) আলাদা হয়ে পড়বে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِنَ شَيْءًا يُتَفَرَّقُونَ ⑦

১৫. যারা (আল্লাহর ওপর) স্টামান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন জান্নাতের) বাগিচায় থাকবে, তাদের (সেখানে প্রাচুর্যপূর্ণ) সুখে শাস্তিতে রাখা হবে।

فَمَا الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
فَمَرِنَّ فِي رَوْضَةٍ يَكْبِرُونَ ⑦

১৬. (অপরদিকে) যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (অঙ্গীকার করেছে) শেষ (বিচারের দিনে আমার) সামনাসামনি হওয়ার ঘটনাকে, তাদের (ভয়াবহ) আয়াবের সম্মুখীন করা হবে।

وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّ بُوْلًا بِأَيْتِنَا  
وَلَقَاءِ الْآخِرَةِ فَأَوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ  
مَحْضُونَ ⑦

১৭. অতএব (দিবাশেষে) যখন তোমরা সন্ধ্যা করো তখন আল্লাহ তায়ালার মাহাজ্ঞ্য ঘোষণা করো, (ঘোষণা করো) যখন সকাল (বেলার মাধ্যমে তোমরা দিনের শুরু) করো তখনও ।

فَسْبَحَنَ اللَّهُ حِينَ تَمْسُونَ وَجِينَ  
تَصْبِحُونَ ⑥

১৮. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্য, (তাঁর মাহাজ্ঞ্য ঘোষণা করো) যখন তোমরা (দিনের) দ্বিতীয় প্রহর (শুরু) করো, আবার যখন (দিনের) তৃতীয় প্রহর (শুরু) করো (তখনে তাঁর মাহাজ্ঞ্য ঘোষণা করো) ।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَّاً  
وَجِينَ تَظْهِرُونَ ⑥

১৯. তিনিই মৃত থেকে জীবন্ত কিছুর আবির্ভাব ঘটান, একইভাবে জীবন্ত কিছু থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনিই (সেই সত্তা, যিনি এ) যমীনকে তাঁর নির্জীব অবস্থার পর পুনরায় জীবন দান করেন; (ঠিক) এভাবেই তোমাদের (একদিন) পুনরুদ্ধিত করা হবে ।

يُخْرِجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ  
الْمَيْتَ مِنَ الْحَىٰ وَيُحْكِي أَلَارَضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَكَنِّ لَكَ تُخْرِجُونَ ⑥

২০. তাঁর (কুদরতের) নির্দর্শনসমূহের মধ্যে (একটি) হচ্ছে, (শুরুতে) তিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তোমরা মানুষ হিসেবে যমীনে ছাড়িয়ে পড়েছো ।

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ كُمْرًا مِنْ تُرَابٍ  
إِذَا آتَمْ رَبْشَرًا تَنَتَّشِرُونَ ⑥

২১. তাঁর (কুদরতের) নির্দর্শনসমূহের (মাঝে) এও (একটি যে), তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) সংগী সংগঠনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো, তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নির্দর্শন রয়েছে ।

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا تَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مُودَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ  
يَنْفَكِرُونَ ⑥

২২. তাঁর (কুদরতের) নির্দর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশমালা ও যমীনের সৃষ্টি- রয়েছে তোমাদের পারম্পরিক ভাষা ও বর্ণ বৈচিত্র; অবশ্যই জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে এতে অনেক নির্দর্শন রয়েছে ।

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَأَخْتِلَافُ الْسَّنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنْ فِي  
ذَلِكَ لَآيَتٍ لِلْعَلَمِينَ ⑥

২৩. তোমাদের রাত ও দিনের ঘুম, (এতে) তোমাদের তাঁর দেয়া রেয়েক তালাশ করা তাঁর (কুদরতের) নির্দর্শনসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত; অবশ্য এসব কিছুর মাঝে যে জাতি (আল্লাহর কথা) শোনে- তাদের জন্যে অনেক নির্দর্শন রয়েছে ।

وَمِنْ أَيْتِهِ مَنَامًا كُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ  
وَابْتِغَاؤْ كُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ  
لَا يَلِقُّونَ يَسْمَعُونَ ⑥

২৪. তাঁর (কুদরতের) নির্দর্শনসমূহের মাঝে এও একটি, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ (ও তাঁর চমক) দেখান- ভয় এবং আশা সঞ্চারের মাঝে দিয়ে (তা প্রতিভাত হয়), তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তা দিয়ে যমীন একবার নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর তাকে পুনরায় জীবন দান করেন; অবশ্য এতেও

وَمِنْ أَيْتِهِ يُرِيْكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  
وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْكِي بِهِ  
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنْ فِي ذَلِكَ

বোধশক্তিসম্পন্ন জাতির জন্যে অনেক নির্দর্শন রয়েছে।

لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ﴿٤﴾

২৫. তাঁর নির্দর্শনসমূহের মাঝে এও (একটি) যে, তাঁর আদেশেই আসমান যমীন (নিজ নিজ অবস্থানের ওপর) দাঁড়িয়ে আছে; অতপর যখন তিনি (কবর থেকে) বেরিয়ে আসার জন্যে ডাক দেবেন, তখন মাটির (ভেতর) থেকে তোমরা বেরিয়ে আসবে।

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ  
بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنْ  
الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٥﴾

২৬. (এ) আকাশমালা ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে তা তো (একান্তভাবে) তাঁর জন্যেই; সবকিছু তাঁর (আদেশের) অনুগত।

وَلَهُ مِنِّي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ  
قِنْتُونَ ﴿٦﴾

২৭. (তিনিই সেই মহান সত্তা) যিনি সৃষ্টি (জগত)-কে প্রথমবার পয়দা করেছেন, অতপর তাকে আবার তিনিই আবর্ত করবেন, (সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়) সে (কাজ)-টি তাঁর জন্যে খুবই সহজ; (কেননা) আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তো তাঁর জন্যেই এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَهُوَ الَّذِي يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه  
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْكَبِيرُ ﴿٧﴾

২৮. (হে মানুষরা,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (বুবার) জন্যে তোমাদের (নিয়দিনের ঘটনা) থেকে উদাহরণ পেশ করছেন, (বলতে পারো,) আমি তোমাদের যে রেখেক দান করেছি তাতে কি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা সম্ভাবে অংশীদার? (এমন অংশীদার)- যাতে করে তোমরা (এবং তারা) সমান হয়ে যেতে পারো— তোমরা কি তাদের (ব্যাপারে) ততোটুকু ভয় করো, যতেটুকু ভয় নিজেদের ব্যাপারে করো; (বস্তুত) এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে (আমার কথাগুলো) খুলে খুলে বর্ণনা করি।

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ  
مِنْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شَرَكَاءِ فِي  
مَا رَزَقْنَكُمْ فَإِنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ  
كَحِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَلِيلٌ لَكُمْ نُفْصِلُ  
الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ﴿٨﴾

২৯. কিন্তু যারা সীমালংঘনকারী, তারা অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে রেখেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তাকে কে হেদ্যাতের পথ দেখাতে পারে? এমন সব লোকদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।

بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ  
عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مِنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا  
لَهُ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٩﴾

৩০. অতএব (হে নবী), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দ্বীনের জন্যে কায়েম রাখো; আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতি হচ্ছে, যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন; (মনে রেখো); আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রাদবদল নেই; এই হচ্ছে সহজ (সরল) জীবনবিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না,

فَاقْرِبْ وَجْهَكَ لِلِّيَّنِ حَنِيفًا فَطَرَتْ  
اللَّهُ التَّيْنِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَدَّلْ يَلَّ  
لَخْلُقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقَيْمِرُ وَلَكِنْ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

٣١. তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী হও এবং শুধু তাঁকেই ভয় করো, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত হয়ো না,

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑤

٣২. তাদের মাঝে (এমনও আছে) যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং তারা নানা ফেরকায় পরিগত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা নিয়ে খুশী ।

مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً  
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ⑥

٣৩. মানুষদের যখন কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহর দিকে বিনোদ হয়ে তাদের মালিককে ডাকতে থাকে, অতপর যখন তিনি তাদের তাঁর দয়া (ও নেয়ামতের স্বাদ) উপভোগ করান, তখন সাথে সাথে তাদের একদল লোক তাদের মালিকের সাথে (অন্যদের) শরীক করতে শুরু করে,

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرٌّ دُعُوا إِلَيْهِمْ مِنْ يَنْبِئُنَ  
إِلَيْهِ شُرٌّ إِذَا آذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ  
مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ⑦

٣৪. যেন যা কিছু (অনুগ্রহ) আমি তাদের দান করেছি তার সাথে তারা অকৃতজ্ঞতার আচরণ করতে পারে, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অট্টরেই তোমরা (তোমাদের কুফরীর ফলাফল) জানতে পারবে।

لِيَكْفِرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَمِنْتَعُوا فَتَسْفَوْ  
تَعْلَمُونَ ⑧

٣৫. কিংবা আমি কি তাদের ওপর এমন কোনো দলীল প্রমাণ পাঠ্যেছি যে, ওরা (যেভাবে) শেরেক করছে তা তাকে সাঠিক বলে!

أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا  
كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ⑨

৩৬. আমি যখন মানুষদের অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে (ভীষণ) খুশী হয়; আবার যখন তাদেরই অর্জিত কাজের কারণে তাদের ওপর কোনো বিপদ আসে তখন তারা সাথে সাথেই নিরাশ হয়ে পড়ে।

وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا  
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَلَّ مَتْ آيِلُهُمْ  
إِذَا هُرِيَّنَ ⑩

৩৭. এরা কি এ বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে চান তার রেয়েক প্রসারিত করে দেন, আবার (যাকে চান তাকে) কম করে দেন; নিসন্দেহে এতে ঈমানদার জাতির জন্যে অনেক নির্দর্শন রয়েছে।

أَوْلَئِرُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَيَقْرِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ⑪

৩৮. অতএব (হে ঈমানদার ব্যক্তি), তুমি আজ্ঞায় স্বজনকে তার অধিকার আদায় করে দাও, অভাবহস্ত ও মোসাফেরদেরও (নিজ নিজ পাওনা বুঁধিয়ে দাও) এটি তাদের জন্যে ভালো কাজ যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সফলকাম।

فَأَبْتِذَا الْقَرْبَىٰ حَقَدَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّهِ يَنْبِئُ  
وَجْهَ اللَّهِ ۚ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ ⑫

৩৯. যা (কিছু ধন সম্পদ) তোমরা সুন্দের ওপর দাও, (তা তো এ জন্যেই দাও) যেন তা অন্য মানুষদের মালের সাথে (শামিল হয়ে) বুঁধি পায়, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তা (কিন্তু মোটেই) বাড়ে না,

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَاحٍ بِوَافِي  
أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عَنْ دِلْلَهِ ⑬

অপরদিকে যে যাকাত তোমরা দান করো তা (যেহেতু) আল্লাহ তায়ালাকে সম্মুষ্ট করার উদ্দেশে দান করো, (তাই) বরং বেশী বৃদ্ধি পায়, এরাই হচ্ছে (সেসব লোক) যারা (আল্লাহর দরবারে) নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়।

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ ⑥

৪০. আল্লাহ তায়ালা (সেই পরাক্রমশালী সত্তা)- যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাদের রেখেক দান করেছেন, তিনিই আবার তোমাদের মৃত্যু দেবেন, (ক্ষেয়ামতের দিন) তিনি তোমাদের (আবার) জীবন দেবেন; তোমরা যাদের (আল্লাহর সাথে) শরীক করে নিয়েছো তাদের কেউ কি এমন আছে, যে এর কোনো একটি কাজও করতে পারবে? (মূলত) তারা (আল্লাহর সাথে) যাদের শরীক বানায়, তিনি তা থেকে অনেক পবিত্র, অনেক মহান।

اللَّهُ أَنَّىٰ نِيَّتَكُمْ تَسْرِي رَزْقَكُمْ تَسْرِي  
يُمْبَيِّتَكُمْ تَسْرِي حَيَّيْكُمْ هَلْ مِنْ  
شَرْكَائِكُمْ مِنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ  
سَبَكْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ ⑥

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরজন জলে স্থলে (সর্বত্র) বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, (মূলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের কিছু কাজকর্মের জন্যে তাদের শাস্তির স্বাদ আস্থাদন করাতে চান, আশা করা যায় (এর ফলে) তারা (সেসব কাজ থেকে) ফিরে আসবে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ  
آبِدِي النَّاسُ لَيْذَنْ يَقْهَمُ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لِعَلَمِهِ يَرْجِعُونَ ⑥

৪২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা (আল্লাহর) যামীনে ভ্রম করো এবং যারা আগে (এখানে মজুদ) ছিলো, (আল্লাহ তায়ালাকে অঙ্গীকার করায়) তাদের কি (পরিণতি) হয়েছে তা অবলোকন করো; (মূলত) তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো মোশরেক।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ كَانَ  
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُينَ ⑥

৪৩. অতএব (হে নবী), তুমি তোমার নিজেকে সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রাখো- আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে (ভয়াবহ) দিনটি আসার আগে যাকে কেউই ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, সেদিন যখন আসবে তখন (মোমেন ও কাফের) সবাই আলাদা হয়ে যাবে।

فَاقْرِبْ وَجْهَكَ لِلَّهِيْنِ الْقَيْمِرِ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ يَاتِيَ يَوْمَ لَامِرْ دَلَهِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِنْ  
يَصْلُعُونَ ⑥

৪৪. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করলো, তার (এ) কুফরী- (আয়াব হিসেবে একদিন) তার ওপরই (এসে পড়বে, অপর দিকে) যে ব্যক্তি নেক আমল করলো, তারা (এর মাধ্যমে) নিজেদের জন্যে (সুখ) শাস্তির রাস্তাই বানিয়ে নিলো,

مِنْ كَفَرْ فَعَلَيْهِ كَفْرٌ وَمِنْ عِمَلِ صَالِحٍ  
فَلِإِنْفِسِمِرْ يِمْهَلُونَ ⑥

৪৫. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনবে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করবে, তিনি যেন তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদের (যথোপযুক্ত) বিনিময় দান করতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কথখো পছন্দ করেন না।

لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ  
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِينَ ⑥

৪৬. তাঁর (কুদরতের) নির্দর্শনসমূহের মাঝে এও (একটি) যে, তিনি (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ يَرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ

করেন, যাতে করে তিনি তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ (-এর স্বাদ) আদ্বাদন করাতে পারেন, (উপরন্তু) তাঁর আদেশে (সমুদ্দে) জলযানগুলো যেন চলতে পারে এবং তোমরাও (যেন এর মাধ্যমে) তাঁর রেয়েক তালাশ করতে পারো এবং আশা করা যায়, তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

وَلِيْلَ يَقْكِرِمْ رَحْمَتِهِ وَلَتَجْرِيَ الْفَلَكُ  
بَأْمِرِهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَصِلِهِ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ④৫

৪৭. (হে রসূল,) আমি তোমার আগে আরো রসূল তাদের জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (নবুওতের) সুস্পষ্ট নির্দেশনসমূহ নিয়ে এসেছিলো, অতপর যারা (একে অঙ্গীকার করে) মারাওক অপরাধ করেছে আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি; (কেননা,) ঈমানদারদের সাহায্য করা ছিলো আমার ওপর কর্তব্য।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسْلًا إِلَى قَوْمٍ  
فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمَنَا مِنَ  
الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرٌ  
الْمُؤْمِنِينَ ④৬

৪৮. আল্লাহ তায়ালা (সেই মহান সত্তা) যিনি (তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা মেঘমালা সংগ্রালিত করে, তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন, তাকে টুকরো টুকরো করেন, (এক পর্যায়ে) তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার ওপর তা পৌঁছে দেন, তখন তারা (এটা দেখে) ভীষণ হর্ঘোঁফুল্ল হয়ে যায়,

اَللّٰهُ الَّذِي يَرْسُلُ الرِّيحَ فَتُشَيِّرُ سَحَابًا  
فِي بَسْطَهٖ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَسْأَءُ وَيَجْعَلُ  
كَسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ  
فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةِ إِذَا  
هُرِيْبَسْتِبِرُونَ ④৭

৪৯. অথচ (একটু আগে) এরাই তাদের ওপর (বৃষ্টি) নাখিল হবে- এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ ছিলো!

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِمْ  
مِنْ قَبْلِهِ لَمْبِلِسِينَ ④৮

৫০. তাকিয়ে দেখো আল্লাহ তায়ালার রহমতের প্রভাবের দিকে, কিভাবে তিনি যমীনকে একবার মরে যাওয়ার পর পুনরায় জীবন্ত করে তোলেন; অবশ্যই তিনি (কেয়ামতের দিন) সব মৃতকে জীবন দান করবেন, তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

فَإِنْظَرْ إِلَى أَثْرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يَحْيِي  
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْحٌ  
الْمُوتَىٰ وَهُوَ عٰلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④৯

৫১. যদি আমি কখনো এমন বায়ু পাঠাতে শুরু করি, (যার ফলে) তারা ফসলকে হলুদ রঙের দেখতে পায়, তখন তারা আমার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে শুরু করে।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مَصْفَرًا الظَّلَوَا  
مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ④১০

৫২. (হে নবী,) অবশ্যই মৃতকে তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, না পারবে বধিরকে তোমার ডাক শোনাতে, (বিশেষ করে) যখন ওরা (তোমাকে দেখেই) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فَإِنَّكَ لَا تُسْعِي الْمُوتَىٰ وَلَا تُسْعِي الصَّرَّ  
الْدَّنَعَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ④১১

৫৩. তুমি অন্ধদের তাদের গোমরাহী থেকে (বের করে) সঠিক পথ দেখাতে পারবে না, তুমি তো কেবল এমন লোকদেরই (আমার কথা) শোনাতে পারবে

وَمَا أَنْتَ بِهِمْ عَمِيٌّ عَنْ فَلَلَتِهِمْ إِنْ تُسْعِي

৫  
রুক্কু  
যে আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে,  
(আসলে) এরাই হচ্ছে (নিবেদিত) মুসলমান।

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنْ بِأَيْنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٤﴾

৫৪. আল্লাহ তায়ালাই (সেই মহান সত্তা)- যিনি তোমাদের দুর্বল করে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি দুর্বলতার পর (তোমাদের দেহে) শক্তি সৃষ্টি করেছেন, আবার (তিনি এ) শক্তির পর (পুনরায়) দুর্বলতা ও বার্ধক্য সৃষ্টি করবেন; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ও সর্বজ্ঞ।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَبَيْهَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَدِيرُ

৫৫. যেদিন কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধী ব্যক্তিরা কসম খেয়ে বলবে, তারা তো (দুনিয়ায়) মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি; (আসলে) এভাবেই এদের (সত্যবিমুখ রেখে) দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছিলো।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَعَهُمْ لَيْشُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَلِّ لِكَ كَانُوا يُؤْفِكُونَ

④

৫৬. (কিন্তু) যাদের যথার্থ জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে- (না), তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার হিসাবমতো (করে) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্তই অবস্থান করে এসেছো, আর আজকের দিনটিই হচ্ছে (সেই প্রতিশ্রুত) পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা (এ দিনটাকেই সঠিক বলে) জানতে না।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبَثُتُرِيفِي كِتْبُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثَ فَهُمْ يَوْمَ الْبَعْثِ وَلِكِنْ كُمْ رَكِنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⑤

৫৭. সেদিন যালেমদের ওয়ার আপনি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, না তাদের (তখন) তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে।

فَيَوْمَ مَئِنْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْنَى رَتْهِمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْبِطُونَ

⑥

৫৮. (হে নবী,) আমি মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে এ কোরআনে সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি; (তারপরও) যদি তুমি এদের কাছে কোনো আয়াত নিয়ে হাধির হও, তাহলে এ কাফেররা বলবে, তোমরা (তো কতিপয়) বাতিলপন্থী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নও।

وَلَقَدْ صَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ حَتَّمْ بِأَيَّةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتَ مِنَ الْمُبْطَلُونَ

⑦

৫৯. এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন, যারা (সত্য সম্পর্কে কিছুই) জানে না।

كَلِّ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

⑧

৬০. অতএব (হে নবী), তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য, যাদের (শেষ বিচার দিনের ওপর) আস্তা নেই, তারা যেন তোমাকে কথনোই (সত্য দীন থেকে) বিচলিত করতে না পারে।

فَاصْبِرْ أَنْ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْفِنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

⑨

২. এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ত কিতাবের আয়াত,

تَلَكَ أَيْتُ الْكِتَبُ الْكَبِيرِ ③

৩. নেক মানুষদের জন্যে (এ হচ্ছে) হেদায়াত ও  
রহমত,

هَلَّى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ④

৪. (নেক মানুষ তারা-) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায করে, (সর্বোপরি) যারা আখেরাতের  
ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে;

الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ  
الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ⑤

৫. এ (নেক) লোকগুলোই তাদের মালিকের  
(যথার্থ) হেদায়াতের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে  
সফলকাম।

أَوْلَئِكَ عَلَى هَدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑥

৬. মানুষদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছে যে অর্থহীন  
বেহুদা গল্প কাহিনী খরিদ করে, যাতে করে সে (এ  
দিয়ে মানুষদের) অজ্ঞতার ভিত্তিই আল্লাহ তায়ালার পথ  
থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, সে একে হাসি, বিঙ্গম,  
তামাশা হিসেবেই গ্রহণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ  
যাদের জন্যে অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ أَحَدٌ يُثْلِبُ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عُلْمٍ ۖ وَيَتَخَلَّ فَاهُزَوْا  
أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَبْعَدُ مِنْ ⑦

৭. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত  
করা হয় তখন সে দষ্টভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন  
সে আদৌ তা শুনতেই পায়নি, তার কান দুটিতে  
যেন বধিরতা রয়েছে, তাকে তুমি কঠোর আয়াবের  
সুসংবাদ দাও!

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ أَيْتَنَا وَلَىٰ مُسْتَكِبِرًا  
كَانَ لَهُ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أَذْنَيهِ وَقَرَأَ  
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑧

৮. নিসন্দেহে যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে  
রয়েছে নেয়ামতের (সমাহার) জান্নাতসমূহ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَحَاتِ لَهُمْ  
جَنَّتُ النَّعِيْمِ ⑨

৯. সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রূতি অতীব সত্য; তিনি  
মহাপ্রাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

خَلِدُّونَ فِيهَا ۖ وَعَلَّ اللَّهِ حَقًا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْكَبِيرُ ⑩

১০. তিনি আসমানসমূহকে কোনো স্তুতি ছাড়াই সৃষ্টি  
করেছেন, তোমরা তো তা দেখতেই পাচ্ছে। তিনি  
যমীনে পাহাড়সমূহ স্থাপন করে রেখেছেন যাতে করে  
তা তোমাদের নিয়ে কখনো (একদিকে) ঢলে না পড়ে,  
(আবার) তাতে প্রত্যেক প্রকারের বিচরণশীল জন্ম  
তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন; (হাঁ,) আমিই আকাশ থেকে  
পানি বর্ষণ করেছি, অতপর (সে পানি দিয়ে) সেখানে  
আমি সব ধরনের সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র উৎপাদন  
করিয়েছি।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا وَالْقَيْ  
فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنَّ تَمَيَّزَ بِكُمْ وَبَشَّ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَانْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑪

১১. এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, অতপর তোমরা  
আমাকে দেখাও তো, তাঁকে বাদ দিয়ে (যাদের তারা  
উপাসনা করে) তারা কি সৃষ্টি করেছে? (আসলেই)  
যালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

هَلْ أَخْلَقَ اللَّهُ فَارُونَيْ ۖ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ  
دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑫

১২. আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছি, (আমি তাকে বলেছি) তুমি আল্লাহ তায়ালার (নেয়ামতের) শোকর আদায় করো; (কেননা) যে ব্যক্তি (নেয়ামতের) শোকর আদায় করে সে তা করে তার নিজের (ভালোর) জন্যেই, (আর) যদি কেউ আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।

১৩. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন লোকমান তার ছেলেকে নসীহত করতে গিয়ে বললো, হে প্রিয় বৎস, তুমি আল্লাহ তায়ালার সাথে শেরেক করো না; (অবশ্যই) শেরেক হচ্ছে সবচাইতে বড়ো যুনুম।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا لِقْمَنَ الْحَكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ  
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَن  
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِي حِيلٌ

وَأَذْقَالَ لِقْمَنَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظِهِ يَمْنَ  
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ  
عَظِيمٌ

১৪. আমি মানুষকে (তাদের) পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পর সে (সন্তান) বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে, তুমি (তোমার নিজের সৃষ্টির জন্যে) আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার (লালন পালনের জন্যে) পিতা- মাতারও কৃতজ্ঞতা আদায় করো; (পরিশেষে তোমাদের) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِيْدَيْهِ حَمْلَتْهُ أَمْهَدْ  
وَهُنَّا عَلَىٰ وَهِيٍ وَفَصَلَهُ فِي عَامِيْنِ أَنِ اشْكُرْ  
لِيٰ وَلَوَالِدِيْكَ إِلَىٰ الْمِصِيرِ

وَإِنْ جَاهَنْ لَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا  
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لَا فَلَاطْعَمُهَا وَصَاحِبَهَا  
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ  
أَنَابَ إِلَىٰ ثَمَرَ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

১৫. যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ বিষয়ের ওপর পীড়াগীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শেরেক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে তুমি তাদের দুঃজনের (কারোই) কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তুমি কথা তো শুধু তারই মেনে নেবে যে ব্যক্তি (পুরোপুরি) আমার অভিমুখী হয়েছে, অতপর আমার কাছেই তোমাদের আসতে হবে, তখন আমি অবশ্যই তোমাদের বলে দেবো তোমরা (দুনিয়ায়) কি কি কাজ করতে।

يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ  
خَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّوْبَتِ  
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِمَا إِنَّ اللَّهَ  
لَطِيفٌ خَبِيرٌ

১৬. (লোকমান আরো বললো,) হে বৎস, যদি (তোমার) কোনো আমল সরিয়ার দানা পরিমাণ (ছোটোও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখড়ের ভেতর কিংবা আসমানসমূহেও (লুকিয়ে) থাকে, অথবা (যদি তা থাকে) যমানের ভেতরে, তাও আল্লাহ তায়ালা (সৈদিন সামনে) এনে হায়ির করবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

يَبْنَىٰ أَقِيرِ الْصَّلْوَةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصِيرٌ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

১৭. হে বৎস, তুমি নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষদের ভালো কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখো, তোমার ওপর কোনো বিপদ মিসিবত এলে তার ওপর দৰ্ঘ্য ধারণ করো;

এটি নিসন্দেহে বড়ো সাহসিকতাপূর্ণ কাজ,

إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزِّ الْأَمْوَارِ<sup>٥٤</sup>

১৮. (হে বৎস,) কখনো অহংকারবশে তুমি মানুষদের জন্যে তোমার গাল ফুলিয়ে রেখে তাদের অবজ্ঞা করো না এবং (আল্লাহর) যমীনে কখনো উদ্ধতপূর্ণ বিচরণ করো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীকেই অপচন্দ করেন।

وَلَا تُصِيرْ خَلَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمِشِ فِي  
الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
مُخْتَالٍ فَخُورٌ<sup>٥٥</sup>

১৯. (হে বৎস, যমীনে চলার সময়) তুমি মধ্যম পছন্দ অবলম্বন করো, তোমার কর্তৃত্বের নীচু করো, অবশ্যই আওয়ায়সমূহের মধ্যে সবচাইতে অপ্রীতিকর আওয়ায় হচ্ছে গাধার আওয়ায়।

وَاقْصِنْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتَكَ  
إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ<sup>٥٦</sup>

২০. তোমরা কি (একথা কখনো) চিন্তা করে দেখোনি, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে, যা কিছু রয়েছে যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা তার সবকিছুকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি তাঁর দেখা অদেখা যাবতীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন; (কিন্তু এ সত্ত্বেও) মানুষের মাঝে কিছু এমন আছে যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে (অর্থহীন) তর্ক করে, (তাদের কাছে) না আছে (তর্ক করার মতো) কোনো জ্ঞান, না আছে দৈশ্মান কোনো গ্রন্থ!

أَلْمَرْتَهُواْ أَنَّ اللَّهَ سَخْرَلَكُمْ مَّا فِي  
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  
نَعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ  
يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى  
وَلَا كِتَابٌ مُّنِيرٌ<sup>٥٧</sup>

২১. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নায়িল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, (তখন) তারা বলে, আমরা কেবল সে বস্তুরই অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা আমাদের বাপদাদাদের পেয়েছি; (কিন্তু) শয়তান যদি তাদের (বাপদাদাদের) জাহান্নামের আয়াবের দিকে ডাকতে থাকে (তাহলেও কি এরা তাদের অনুসরণ করবে)?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَنَّا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا  
أَوْلَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَنْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ  
السَّعِيرِ<sup>٥٨</sup>

২২. যদি কোনো ব্যক্তি সংকর্মশীল হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজেকে (সম্পূর্ণ) সঁপে দেয়, (তাহলে) সে (যেন এর দ্বারা) একটা মযবুত হাতল ধরেছে; (আসলে) যাবতীয় কাজকর্মের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ তায়ালার কাছে।

وَمِنْ يَسِّيرِ وَجْهِهِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مَحْسُنٌ  
فَقَنْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى  
اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمْوَارِ<sup>৫৯</sup>

২৩. (হে নবী,) যদি কেউ কুফরী করে তবে তার কুফরী যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাপ্রাপ্ত না করে; (কারণ) তাদের তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, অতপর আমি তাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তারা কি আমল করে এসেছে; মানুষের অস্তরে যা কিছু লুকায়িত আছে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছেন।

وَمِنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا  
مَرْجِعُهُمْ فَنِيَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ  
عَلَيْهِ بِذِلِّ الْحَدْرِ<sup>৬০</sup>

২৪. আমি তাদের স্বল্প (সময়ের জন্যে) কিছু জীবনোপকরণ দিয়ে রাখবো, অতপর আমি তাদের কঠিন আয়াবের দিকে টেনে নিয়ে যাবো।

مَنْ تَعْمَلْ قَلِيلًا ثُمَّ نَفْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ<sup>৬১</sup>

২৫. তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে পয়সা করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে (হাঁ), আল্লাহ তায়ালাই (সৃষ্টি করেছেন); তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَا اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ④

২৬. আকাশমালা ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা (সবই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) অভাবমুক্ত এবং তিনি সকল প্রশংসন মালিক।

إِنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ  
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ④

২৭. যমীনের যতো গাছ আছে তা যদি কলম হয় এবং মহাসমুদ্রগুলোর সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে তা কালি হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কিত কথাগুলো (লিখে) শেষ হবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ  
وَالْبَحْرُ يَمْلِدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحَرٍ  
مَا نَفَلَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ④

২৮. (হে মানুষ,) তোমাদের সৃষ্টি করা, তোমাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করা (মূলত আল্লাহ তায়ালার কাছে) একজন মানুষের সৃষ্টি ও তার পুনরুত্থানের মতোই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন।

مَا خَلَقَمْ رَوْلَدْ لَعْنَكِمْ إِلَّا كَنْفِسٍ وَاحِدَةٍ  
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ④

২৯. তুমি কি চিন্তা করে দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান, আবার দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান, (কিভাবে) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তাঁর হৃকেরে) অধীন করে রাখেন, সব কয়টি (এই উপরাহেই আপন কক্ষপথে) এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

الْأَمْرَ تَرَأَنَ اللَّهُ يُولِجُ الْيَلَى النَّهَارِ  
وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الْيَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  
وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى آجَلٍ مَسْمِيٍّ  
وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ④

৩০. এটাই (চূড়ান্ত), যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সত্য, (তাই) তাঁকে ছাড়া এরা অন্য যা কিছুকেই ডাকুক না কেন তা বাতিল (বলে গণ্য হবে), মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি সুউচ্চ, অতি মহান।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَنْعُونَ  
مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ «وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ  
الْكَبِيرُ ④

৩১. তুমি কি (এটা) লক্ষ্য করোন যে, (উভাল) সাগরে (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই জলযানগুলো ভেসে চলেছে, যাতে করে তিনি (এর মাধ্যমে) তোমাদের তাঁর (সৃষ্টি বৈচিত্রে) নির্দেশনসমূহ দেখাতে পারেন; অবশ্যই প্রতিটি ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে এতে অনেক নির্দেশন রয়েছে।

الْأَمْرَ تَرَأَنَ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
بِنْعَمَتِ اللَّهِ لِيُرِيْبِكُمْ مِنْ أَيْتِهِ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَا يَتِي لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ ④

৩২. যখন (সমুদ্রের) তরঙ্গমালা চাঁদোয়ার মতো হয়ে তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে— ধীন একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদন করে, অতপর যখন আমি তাদের ভূখণ্ডে এনে উদ্ধার করি তখন তাদের কিছু লোক প্রতিশ্রূতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে (মূলত) বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া কেউই আমার নির্দেশনসমূহ অব্দীকার করে না!

৩৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো এবং এমন একটি দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে না, না কোনো সন্তান তার পিতার পক্ষ থেকে বিনিময় আদায় করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদ সত্য, সুতরাং (হে মানুষ,) এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কোনোরকম প্রতারিত করতে না পারে এবং প্রতারক (শয়তানও) যেন কখনো তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো ধোকা দিতে না পারে।

৩৪. অবশ্যই কেয়ামতের সব জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (সন্তানের) শুক্রকীটের মাঝে (তার ভবিষ্যত জীবনের ভাগ্যলিপি সক্রান্ত) যা কিছু (মজুদ) রয়েছে তা তিনিই জানেন, কোনো মানুষই বলতে পারে না, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে; না কেউ এ কথা বলতে পারে যে, কোন্ যথামে সে মৃত্যুবরণ করবে; নিসন্দেহে (এগুলো একমাত্র) আল্লাহ তায়ালাই জানেন, (তিনি) সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

وَإِذَا غَشِيْهِمْ مَوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ  
مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ هُفَلَّمَا نَجَّمَهُ إِلَى  
الْبَرِ فَهِمُهُمْ مَقْتَصِلٌ وَمَا يَجْحَدُ بِأَيْنَتَا  
إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٌ ④

يَا يَاهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشُوا يَوْمًا  
لَا يَجْزِي وَالِّدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ  
هُوَ جَازٌ عَنْ وَالِّدِهِ شَيْئًا إِنْ وَعَدَ اللَّهُ  
حَقًّا فَلَا تَغْرِي نَفْرُ الْحَيَاةِ الَّذِيَا نَسَ وَلَا  
يَغْرِي نَكْرُ بِاللهِ الْغَرُورٌ ④

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنْزِلُ  
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا  
تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا  
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ  
اللَّهَ عَلَيْهِ خَبِيرٌ ④

আয়াত ৩০  
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আস সাজদা  
মকায় অবতীর্ণ

১. আলিফ লা-ম মী-ম,

المر

২. সৃষ্টিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই;

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ بِهِ مِنْ رَبٍّ  
الْعَلَمَيْنِ ⑤

৩. তারা কি একথা বলতে চায় যে, এ (কিতাব)-টা সে (ব্যক্তিই) রচনা করে নিয়েছে? (না)— বরং এ হচ্ছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (আসা) সত্য (কিতাব, এ জন্যে যে), এর দ্বারা তুমি এমন এক জাতিকে (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করে দেবে—

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِهُ بَلْ  
هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا

যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার আগে কোনো **مَا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ** <sup>يَسْأَلُونَ</sup>  
সতর্ক করী আসেনি, আশা করা যায় তারা হেদয়াত  
লাভ করবে।

③ يَهْتَدِونَ

৪. পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা- যিনি আকাশমালা,  
যমীন ও উভয়ের মাঝে অবস্থিত (সবকিছু) ছয় দিনে  
সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি আরশে সমাচীন হন;  
তিনি ছাড়ো তোমাদের কোনো অভিভাবক কিংবা  
সুপারিশকারী নেই; (এর পরও) কি তোমরা উপদেশ  
গ্রহণ করবে না!

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
بَيْنَهُمَا فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى  
الْعَرْشِ بِمَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وِلَيٍّ وَلَا  
شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ④

৫. আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সবকিছু তিনিই **يَهْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ** তৈ  
পরিচালনা করেন, তারপর (সবকিছুকে) তিনি তাঁর  
দিকে (উঠিয়ে) নিয়ে যাবেন- (এমন) একদিনে, যার  
পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর।

يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفٌ  
سَنَةٌ مِمَّا تَعْلَمُونَ ⑤

৬. এই হচ্ছেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, **ذلِكَ عَلِمُ الرَّغَبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ**  
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

الرَّحِيمُ ⑥

৭. যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সুন্দর (ও নিখুঁত)  
করেই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা  
করেছেন মাটি থেকে,  
**الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَنَاهُ  
خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ⑦**

৮. অতপর তিনি তার বংশধরদের তুচ্ছ তরল একটি  
পদার্থের নির্যাস থেকে বানিয়েছেন,

ثُرَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سَلَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ ⑧

৯. পরে তিনি তাকে ঠিকঠাক করলেন এবং তার মধ্যে  
তিনি তাঁর নিজের কাছ থেকে 'রহ' ফুঁকে দিলেন এবং  
তোমাদের জন্যে (তাতে) কান, চোখ ও অস্তকরণ  
দান করলেন; তোমরা খুব কমই (কিন্তু এ জন্যে  
আল্লাহ তায়ালার) শোকর আদায় করো।

ثُرَّ سَوْدَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ  
لَكُمُ الْسَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِنَةَ قَلِيلًا  
مَاتَشْكُرُونَ ⑨

১০. তারা বলে, আমরা (মৃত্যুর পর) যখন মাটিতে  
মিশে যাবো (তারপর কি) আমাদের আবার নতুন করে  
পয়দা করা হবে? (একথা বলে আসলে) এরা তাদের  
মালিকের সাথে সাক্ষাৎকারের বিষয়টা অবীকার  
করে।

وَقَالُوا إِذَا مَذْلُلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي  
خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَائِعٍ رَبِّهِمْ  
كُفُّرُونَ ⑩

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, জীবন হরণের ফেরেশ্তা-  
যাকে তোমাদের (মৃত্যুর) ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া  
হয়েছে, (অচিরেই) তোমাদের জান কব্য করে নেবে,  
অতপর তোমাদের সবাইকেই তোমাদের মালিকের  
দরবারে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

قُلْ يَتَوَفَّ كُمْرُ مَلْكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَ  
بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رِبِّكُمْ تَرْجِعُونَ ⑪

১২. (হে নবী,) যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে- যখন অপরাধীরা নিজেদের মালিকের সামনে মাথা নীচ করে দাঁড়িয়ে (বলতে) থাকবে, হে আমাদের মালিক, আমরা (তো আজ সবকিছুই) দেখলাম এবং (তোমার সিদ্ধান্তের কথাও) শুনলাম, অতএব তুমি আমাদের আরেকবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, নিশ্চয়ই আমরা (এখন) পূর্ণ বিশ্বাসী।

وَلَوْ تَرَى أَذْمَجِرْمُونَ نَاكِسْوَا  
رَءُوسَهُمْ عَنْ رِبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرَنَا  
وَسَمِعَنَا فَارِجُعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا  
مُوْقِنُونَ ⑬

১৩. আমি চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হেদায়াত দিয়ে দিতাম, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে সে ঘোষণা আজ সত্য প্রমাণিত হলো, আমি মানুষ ও জীবদের মধ্য থেকে (এদের) সবাইকে দিয়ে জাহানাম পূর্ণ করবো।

وَلَوْ شَئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُنَّ بِهَا وَلَكِنْ  
حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَامْلَئَنَ جَهَنَّمَ مِنْ  
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ⑭

১৪. অতপর (বলা হবে,) যাও, তোমরা শান্তি আস্থাদন করো, যেভাবে তোমরা আজকের এ সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও (আজ তেমনি) তোমাদের ভুলে গেলাম, যাও- তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসেবে (জাহানামের) চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করো।

فَلَوْ قَوَّا بِمَا نَسِيْمَ لِقاءً يَوْمَ مَكْرُ هَلْ ۝  
إِنَّا نَسِيْنَكُمْ وَذَوْقُوا عَنْ أَبَ الْخَلِيلِ بِمَا  
كَتَمْ تَعْمَلُونَ ⑮

১৫. আমার আয়াতসমূহের ওপর তারাই ঈমান আনে, যাদের যখন সে (আয়াত দ্বারা) উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সাথে সাথেই সাজাবন্ত হয়ে পড়ে, উপরন্তু তারা তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং নিজেরা কখনো অহংকার করে না।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِيْتَنَا الَّلَّى يَنَ إِذَا ذَكْرُوا بِهَا  
خَرْوَ سَجَدَ ا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ⑯

১৬. তাদের পার্শ্বদেশ (রাতের বেলায়) বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা (নিশ্চিত রাতে আয়াবের) ভয়ে এবং (জান্নাতের) আশায় তাদের মালিককে ডাকে, তদুপরি আমি তাদের যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

تَتَجَافِي جِنُوبَهُمْ عَنِ الْمَفَاجِعِ يَدِ عَوْنَ (رَبِّهِمْ)  
خَوْفًا وَطَعْمًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْقِعُونَ ⑰

১৭. কোনো মানুষই জানে না, কি ধরনের নয়ন প্রীতিকর (বিনিময়) তাদের জন্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (মূলত) তাই হবে তাদের কাজের (যথার্থ) পুরকার।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قِرَاءَةٍ  
أَعْيُنٌ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑱

১৮. যে ব্যক্তি মোমেন, সে কি না-ফরমান ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে? (না,) এরা কখনো এক সমান হতে পারে না।

أَفَمِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا  
لَا يَسْتَوْنَ ⑲

১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে (সুরম্য) জাহানে বাসস্থান হবে, এ মেহমানদারী হবে তাদের (নেক) কাজের পুরকার, যা তারা (দুনিয়ায়) করছিলো।

أَمَّا الَّلَّى يَنَ أَمْنَوْا وَعَمَلُوا الصَّلِحَاتِ  
فَلَهُمْ جَنْتُ الْمَأْوَى نُزَّلَابِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ⑳

২০. যারা (আল্লাহ তায়ালার) নাফরমানী করেছে তাদের বাসস্থান হবে (জাহানামের) আগুন; যখনি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে, তখনি তাদের (ধাক্কা দিয়ে) তার ভেতরে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, যাও, আগুনের সে আয়ার ভোগ করে নাও, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে!

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَهْمُ النَّارِ كُلُّهُ  
أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعْيُدُ وَافِيهَا  
وَقَيْلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي  
كُنْتُمْ بِهِ تُكَلِّبُونَ ②০

২১. (জাহানামের) বড়ো আয়াবের আগে আমি অবশ্যই তাদের (দুনিয়ার) ছোটোখাটো আয়াবও আস্থাদন করাবো— আশা করা যায়, তারা (আমার দিকে) ফিরে আসবে।

وَلَنْ يَقْنَمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنِي دُونَ  
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَمُهُ يَرْجِعُونَ ④

২২. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে ব্যক্তিকে তার মালিকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হয়, অতপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; অবশ্যই আমি না-ফরমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবো।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذِكْرِ رَبِّهِ ثُمَّ  
أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ  
مُنْتَقِمُونَ ④

২৩. (হে নবী,) আমি মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে কোনোরকম সন্দেহ করো না, (আমি যে কিতাব দিয়েছি) তাকে আমি বনী ইসরাইলদের জন্যে পথপদর্শক বানিয়ে দিয়েছিলাম,

وَلَقَنَ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَلَا تَكُنْ فِي  
مَرْيَةٍ مِنْ لَقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُنَّى لِبَنِي  
إِسْرَائِيلَ ③৩

২৪. আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নেতৃ বানিয়েছিলাম, তারা আমার আদেশে মানুষদের হেদয়াত করতো, যখন তারা (অত্যাচারের সামনে) দৈর্ঘ্য ধারণ করেছে, (সর্বোপরি) তারা আমার আয়াতের ওপর বিশ্বাস করতো।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا  
صَبَرُوا ثُمَّ وَكَانُوا بِإِيمَانِنَا يُوقَنُونَ ④

২৫. অবশ্যই (হে নবী), তোমার মালিক কেয়ামতের দিন সেসব কিছুর ফয়সালা করে দেবেন যেসব বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ④

২৬. (হে নবী,) তাদের কি এ থেকেও হেদয়াত আসেনি, আমি তাদের আগে কতো জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসস্থানসমূহের মাঝ দিয়ে তারা চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে জানা ও চেনার) অনেক নির্দশন রয়েছে; এরপরও কি এরা শুনবে না!

أَوَلَئِنَّهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ  
مِنَ الْقَرْوَنِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ أَفَلَا يَسْعَوْنَ ④

২৭. ওরা কি লক্ষ্য করেনি, আমি (কিভাবে) উর্বর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করি এবং তারই সাহায্যে আমি সে ভূমি থেকে ফসল বের করে আনি, যা থেকে তাদের গৃহপালিত জন্মগুলো যেমনি খাবার গ্রহণ করে,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا نَسْوُقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ  
الْجَرْزَ فَنَخْرُجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ

তেমনি খায় তারা নিজেরাও, এ সত্ত্বেও এরা কি  
(আল্লাহ তায়ালার কুদরতের চিহ্ন) দেখতে পায় না?

وَأَنْفَسْهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ ۝

২৮. তারা বলে, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে (বলো) সে বিজয় কখন আসবে  
(যার ভয় তোমরা দেখাচ্ছো)।

مُدْقِيَنَ ۝

২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, যারা কুফরী করেছে, বিজয়ের দিন তাদের স্মৃতি কোনোই কাজে আসবে  
না, না তাদের সেদিন কোনো রকম অবকাশ দেয়া  
হবে!

إِيمَانَهُمْ وَلَا هُرِيْ يَنْظَرُونَ ۝

৩০. অতএব (হে নবী,) তুমি এদের (এসব কথাবার্তা)  
থেকে বিমুখ থাকো এবং তুমি (শেষ দিনের) অপেক্ষা  
করো, নিসন্দেহে তারাও (সেদিনের) অপেক্ষা করছে।

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَرْ أَنْهُمْ مُنْتَظَرُونَ ۝

৩  
রুকু

আয়াত ৭৩  
রুকু ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আহয়াব  
মদীনায় অবস্থীর্ণ

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, কাফেরের ও  
মোনাফেকদের আনুগত্য করো না; অবশ্যই আল্লাহ  
তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ কুশলী,

يَا يٰ النَّبِيِّ اتْقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفَّارِينَ  
وَالْمُنْفَقِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلٰيْهَا حَكِيْمًا ۝

২. তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা  
কিছু ওহী নায়িল করা হয় তুমি শুধু তারই অনুসরণ  
করো; তোমার যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই  
সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন,

وَاتْبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۝ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

৩. (হে নবী,) তুমি (শুধু) আল্লাহ তায়ালার ওপরই  
নির্ভর করো; চূড়ান্ত কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ  
তায়ালাই (তোমার জন্যে) যথেষ্ট।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

৪. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের  
জন্যে তার বুকে দুটো অস্তর পয়সা করেননি, না তিনি  
তোমাদের স্ত্রীদের, যাদের সাথে তোমরা (তোমাদের  
মায়েদের তুলনা করে) ‘যেহার’ করো, তাদের সত্য  
সত্য তোমাদের মা বানিয়েছেন, (একইভাবে) তিনি  
তোমাদের পালক পুত্রদেরও তোমাদের পুত্র বানাননি;  
(আসলে) এগুলো হচ্ছে (নিছক) তোমাদের মুখেরই  
কথা; সত্য কথা তো আল্লাহ তায়ালাই বলেন এবং  
তিনিই তোমাদের পথ প্রদর্শন করেন।

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ  
وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ  
أَمْهَتُكُمْ ۝ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۝  
ذُلْكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَقُولُ  
الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝

৫. (হে ঈমানদাররা,) তোমরা (যাদের পালক পুত্র  
হিসেবে গ্রহণ করেছো) তাদের পিতার পরিচয়েই  
ডাকো, এটাই আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে অধিক  
ন্যায়সংগত, যদি তোমরা তাদের পিতাদের না  
জানো, তাহলে (এটাই মনে করবে যে,) তারা  
তোমাদের দীনী ভাই ও তোমাদের (দীনী) বন্ধু;

أَدْعُوكُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عَنْهُ  
اللَّهُ ۝ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ  
فَأَخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۝ وَمَوَالِيْكُمْ ۝

এ ব্যাপারে (আগে) যদি তোমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাতে তোমাদের জন্যে কোনো গুনাহ নেই, তবে তোমাদের মন যদি সেছায় এমন কিছু করে (তাহলে তোমরা গুনাহগার হবে); নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬. (আল্লাহর) নবী মোমেনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতেও বেশী অধিকার রাখে এবং নবীর স্ত্রীরা হচ্ছে তাদের মা (সমান, কিন্তু); আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী (যারা) আভীয় স্বজন (তারা) সব মোমেন মোহাজের ব্যক্তির চাইতে একজন আরেকজনের বেশী নিকটতর, অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে কিছু সদাচরণ করতে চাও সেটা আলাদা; এ সব (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاطَمْ بِهِ  
وَلِكُنْ مَا تَعْمَلُونَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا ④

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِ  
وَأَزَوَّجَهُمْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بِعَضِهِمْ  
أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِئِكُمْ  
مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ⑤

৭. (হে নবী, স্বরণ করো,) যখন আমি নবী রসূলদের কাছ থেকে (আমার বিধান পৌছে দেয়ার) প্রতিশ্রূতি নিয়েছিলাম, (প্রতিশ্রূতি নিয়েছিলাম) তোমার কাছ থেকে, নৃহ, ইবরাহীম, মূসা এবং মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও, এদের কাছ থেকে আমি (দীন পৌছানোর) পাকাপোক ওয়াদা নিয়েছিলাম,

وَإِذَا خَلَ نَاهِيَّ مِنَ النَّبِيِّ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ  
وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنَيْ  
مَرِيَمَ وَأَخْلَنَاهُ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ⑥

৮. যাতে করে (আল্লাহ তায়ালা) এসব সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে জিজেব করতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে পীড়াদায়ক আয়ার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

لِيَسْئَلَ الصِّلْقَيْنَ عَنْ صِلْقَهُمْ وَأَعْلَمُ  
لِلْكُفَّارِ عَنْ أَبِيهِمْ ⑦

৯. হে (মানুষ), তোমার যারা দীমান এনেছো, তোমরা নিজেদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের কথা স্বরণ করো, যখন শক্ত সৈন্য তোমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিলো, অতপর আমি তাদের ওপর এক প্রচন্ড বায়ু প্রেরণ করেছি এবং (তাদের কাছে) আমি পাঠিয়েছি এমন সব সৈন্য, যাদের তোমরা কখনো দেখতে পাওনি; তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা দেখছিলেন,

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ اذْجَاءَتُكُمْ جَنُودًا فَأَرْسَلْنَا  
عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجَنُودًا لِّرْتَرَوْهَا وَكَانَ  
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ⑧

১০. যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে, তোমাদের নীচ থেকে তোমাদের ওপর (হামলা করার জন্য) আসছিলো, যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু বিক্ষেপিত হয়ে পড়েছিলো, প্রাণ হয়ে পড়েছিলো কঠিগত এবং (আল্লাহর সাহায্যে বিলম্ব দেখে) তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা রকমের ধারণা করতে লাগলে!

إِذْجَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ  
وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ  
الْحَنَاجِرَ وَتَظَنُونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ ⑨

১১. এ (কঠিন) সময়ে দীমানদাররা চরমভাবে পরাক্রিত এবং মারাত্মকভাবে কম্পিত হয়ে পড়েছিলো।

هَنَالِكَ ابْتُلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّلُوا  
زُلْزَلًا شَدِيدًا ⑩

১২. সে সময় মোনাফেক এবং যাদের মনে (সন্দেহের) <sup>وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ</sup> ব্যাধি ছিলো তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ তায়ালা ও <sup>مَرْضٌ مَا وَعَنَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرْوَرًا</sup> তাঁর রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা (মূলত) প্রতারণা ছাড়া কিছুই ছিলো না।

১৩. যখন তাদের একটি দল বললো, হে ইয়াসরেবের অধিবাসীরা, (আজ শক্রদের সামনে) তোমাদের দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই, অতএব তোমরা ফিরে যাও, (এমনকি) তাদের একাংশ নবীর কাছে (এই বলে ফিরে যাবার) অনুমতিও চাইছিলো যে, <sup>لَمَقَامَ لَكُمْ فَارِجُونَ وَيَسْتَأْذِنُ فِرِيقٍ</sup> আমাদের বাড়ীঘরগুলো সবই অরক্ষিত, অথচ (আল্লাহ তায়ালা জানেন) তা মোটেই অরক্ষিত ছিলো না; এরা <sup>مِنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيْوَنَّا عَوْرَةً</sup> আসলে (ময়দান থেকে) পালাতে চেয়েছিলো।

১৪. যদি শক্র দল নগরীর চারপাশ থেকে ওদের ওপর ঢাঁও হতো এবং (যারা মোনাফেক) তাদের যদি (বিদ্রোহের) ফেতনা খাড়া করার জন্যে বলা হতো, তবে তারা নির্দিষ্য তাতে ঝাপিয়ে পড়তো, এ ব্যাপারে তারা মোটেই বিলম্ব করতো না।

১৫. (অথচ) এ লোকেরাই ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালার সাথে ওয়াদা করেছিলো যে, তারা (ময়দান থেকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, আল্লাহ তায়ালার (সাথে সম্পাদন করা) ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই (তাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৬. (হে নবী, এদের) তুমি বলো, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাও অথবা (কেউ তোমাদের) হত্যা (করবে) এ কারণে সরে পড়তে চাও, তাহলে এই পালানো তোমাদের কোনোই উপকার দেবে না, তেমন অবস্থায় মাত্র সামান্য কয়দিনের ভোগই তোমাদের করতে দেয়া হবে।

১৭. (হে নবী,) এমন কে আছে যে তোমাদের আল্লাহ তায়ালা (-র সিদ্ধান্ত) থেকে বাঁচাতে পারবে, যদি তিনি তোমাদের কোনো অমংগল করতে চান অথবা চান তোমাদের ওপর দয়া করতে, তাহলে তুমি বলো, (এ উভয় অবস্থায়) এরা (সেদিন) আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিত কোনো অভিভাবক পাবে না, না পাবে কোনো সাহায্যকারী;

১৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব (মোনাফেক) লোকদের চেনেন, যারা (জেহাদ থেকে অন্যদের বাধা দেয় এবং) তাদের ভাই বন্ধুদের বলে, তোমরা আমাদের কাছে এসে যাও, (আসলে) ওদের অল্লসংখ্যক লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে!

<sup>وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَأْهُلُ يَشْرِبَ</sup>

<sup>لِمَقَامِ لَكُمْ فَارِجُونَ وَيَسْتَأْذِنُ فِرِيقٍ</sup>

<sup>مِنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيْوَنَّا عَوْرَةً</sup>

<sup>وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يَرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا</sup>

<sup>وَلَوْ دُخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا نَمْ سُلْطُوا</sup>

<sup>الْفِتْنَةَ لَأَتْوَهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا</sup>

<sup>وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يَوْلُونَ</sup>

<sup>الْأَدَبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْوُلًا</sup>

<sup>قُلْ لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنِ</sup>

<sup>الْمُؤْتَمِرِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا</sup>

<sup>قَلِيلًا</sup>

<sup>قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنِ اللَّهِ إِنْ</sup>

<sup>أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا</sup>

<sup>يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا</sup>

<sup>نَصِيرًا</sup>

<sup>قَدْ يَعْلَمَ اللَّهُ الْمُعَوْقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَاتِلِينَ</sup>

<sup>لَا يَخُونُهُمْ هُلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ</sup>

<sup>الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا</sup>

১৯. (যে ক্যাজন অংশ নিয়েছে তারাও) তোমাদের (বিজয়ের) ওপর কুষ্ঠিত থাকে, অতপর যখন (তোমাদের ওপর) কোনো বিপদ আসে, তখন তুমি তাদের দেখবে তারা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে এমনভাবে তাকাছে যেন তার ওপর মৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, অতপর তয় যখন দূরীভূত হয়ে যায় তখন এরাই (যুদ্ধলব্দ) সম্পদের ওপর লোভী হয়ে তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে; (আসলে) এ লোকগুলো কখনোই ঈমান আনেনি, আল্লাহ তায়ালা ওদের সব কাজই বিনষ্ট করে দিয়েছেন; আর এ কাজটা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যে অত্যন্ত সহজ।

أَشَّهَّ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ  
رَأَيْتُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكُمْ تَنْوِيرًا  
كَالَّذِي يُغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا  
ذَهَبَ الْخُوفُ سَلَقُوكُمْ بِالسَّنَةِ حَلَادَ  
أَشَّهَّ عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا  
فَاحْبَطْ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  
يَسِيرًا

২০. (অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও) এরা মনে করে (এখনো) শক্রবাহিনী চলে যায়নি এবং শক্রপক্ষ যদি (আবার) এসে ঢ়াও হয়, তখন এরা মনে করবে, কতো ভালো হতো যদি তারা (মরহুমির) বেদুইনদের সাথে (ওখানেই) থেকে যেতে পারতো এবং (সেখানে বসেই ফিরে আসা নিরাপদ কিনা) তোমাদের এ খবর নিতে পারতো, যদিও এরা (এখনও) তোমাদের মাঝে আছে, (কিন্তু) এরা খুব কম লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَلْهُبُوا وَإِنْ  
يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمًا لَوْلَمْ يَأْمُدُونَ  
فِي الْأَعْرَابِ يَسَّالُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ  
وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

২১. (হে মুসলমানরা,) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের (জীবনের) মাঝে উভয় আদর্শ রয়েছে— এটা এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ এবং পরকালের (মৃত্যির) আশা করে, (সর্বোপরি) সে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে;

لَقَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأَ حَسَنَةً  
لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ  
اللَّهَ كَثِيرًا

২২. ঈমানদাররা যখন (শক্র) বাহিনীকে দেখলো, তখন তারা বলে উঠলো, এ তো হচ্ছে তাই, যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে (আগেই) করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল অবশ্যই সত্য কথা বলেছেন, (এ ঘটনার ফলে) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেলো;

وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا  
هُنَّا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا  
وَتَسْلِيمًا

২৩. ঈমানদারদের মাঝে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে (জীবনবাজির) যে ওয়াদা করেছিলো তা সত্য প্রমাণ করলো, তাদের কিছুস্থৎক (মানুষ) তো নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ (করে শাহাদাত লাভ) করলো, আর কেউ এখনো (শাহাদাতের) অপেক্ষা করছে, তারা কখনো (তাদের আসল লক্ষ্য) পরিবর্তন করেনি,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ مَّنْ قَوَّا مَا عَاهَدُوا  
اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ  
مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَمَّا بَلَّوْا تَبَدَّلْ يَل্লًا

২৪. (যুদ্ধ তো এ জন্মেই যে,) এতে করে সত্যবাদীদের  
আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্যবাদিতার দ্বারা পুরস্কার  
দেবেন, আর মোনাফেকদের তিনি চাইলে শাস্তি  
দেবেন কিংবা তিনি তাদের ওপর ক্ষমাপরবশ হবেন,  
নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

**لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصِّلْقَيْنَ بِصَلْقِهِمْ  
وَيَعْذِبَ الْمُنْفَقِيْنَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ  
عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا** ⑥

২৫. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের তাদের (যাবতীয়) ক্রোধসহ (এমনিই মদীনা থেকে) ফিরিয়ে দিলেন, (এ অভিযানে) তারা কোনো কল্যাণই লাভ করতে পারেনি; আল্লাহ তায়ালাই (এ) যুদ্ধে মোমেনদের জন্যে যথেষ্ট প্রমাণিত হলেন; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী,

**وَرَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوهَا  
خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ مُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ  
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا** ⑦

২৬. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা (এ যুদ্ধে) তাদের সাহায্য করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরও দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের অস্তরে (মুসলমানদের সম্পর্কে এমন) ভীতির সঞ্চার করালেন যে, (আজ) তোমরা (তাদের) এক দলকে হত্যা করছো, আরেক দলকে বন্দী করছো,

**وَأَنْزَلَ اللَّهُ يَنِّيْنَ ظَاهِرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ  
مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَلْفَ فِي قَلْوَبِهِمُ الرُّعَابَ  
فَرِيقًا تَقْتَلُونَ وَتَسِرُّونَ فَرِيقًا**

২৭. তিনি তোমাদের তাদের যমীন, বাড়ীঘর ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন, (তিনি তোমাদের) এমন সব ভূখণ্ডেরও (অধিকারী বানিয়ে দিলেন) যেখানে তোমরা এখনো কোনো (সামরিক) অভিযান পরিচালনাই করোনি; (সত্যেই) আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপর (একক) ক্ষমতাবান।

**وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  
وَأَرْضَالِهِمْ تَطْئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
شَيْئًا قَدِيرًا** ⑧

২৮. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভোগবিলাস কামনা করো তাহলে এসো, আমি তোমাদের (তার কিছু অংশ) অবশ্যই দিয়ে দেবো এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেবো।

**يَا يَاهَا النَّبِيِّ قُلْ لِإِلَّا وَاجْلَكَ إِنْ كُنْتَ  
تُرِدَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ  
مَتَعْكِنَ وَأَسِرْحَكِنَ سَرَاحًا جَمِيلًا** ⑨

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা করো তাহলে (জেনে রেখো), তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

**وَإِنْ كُنْتَنَ تُرِدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِي  
الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ لِلْمُحْسِنِتِ مِنْكُمْ  
أَجْرًا عَظِيمًا** ⑩

৩০. হে নবীপঞ্জীয়া, তোমাদের মধ্যে যারা খোলাখুলি কোনো অশীল কাজ করবে, তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হবে; আর এ কাজ আল্লাহ তায়ালার জন্যে অত্যন্ত সহজ।

**يَنْسَاءَ النَّبِيِّ مِنْ يَأْتِيْنَكِ بِفَاحِشَةٍ  
مَبِينَةٍ يَضْعَفُ لَهَا الْعَنَابُ ضَعْفَيْنِ  
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا** ⑪

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

৩১. (হে নবীপট্টিরা,) তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক কাজ করবে, আমি তাকে দুর্বার তার কাজের পুরকার দান করবো, আমি তো (পরকালে) তার জন্যে সম্মানজনক রেখেক প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَمَن يَقْنِتْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ  
صَالِحًا نُوتَهَا أَجْرَهَا مَرْتَبَيْنِ «وَاعْتَلَنَّ  
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ⑥

৩২. হে নবীপট্টিরা, তোমরা অন্য নারীদের মতো (সাধারণ নারী) নও, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তাহলে (অন্য পুরুষদের সাথে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না, (যদি এমন করো) তাহলে যার অস্তরে ব্যাধি আছে সে তোমার ব্যাপারে প্রলুক হয়ে পড়বে, (তবে) তোমরা (সর্বদাই) ভালোভাবে কথাবার্তা বলবে,

৩৩. তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যমানার (নারীদের) মতো কখনো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না, তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে; আল্লাহ তায়ালা এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার (তথা) তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে দেবেন এবং তিনি (তোমাদের) ভালো করে পাক সাফ করে দিতে চান,

৩৪. তোমাদের ঘরে আল্লাহ তায়ালার কিতাবের আয়াত ও তাঁর জ্ঞান কৌশলের যেসব কথা তেলাওয়াত করা হয়- তোমরা তা শ্বরণ রেখো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সম্যক অবগত।

৩৫. অবশ্যই মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারী, মোমেন পুরুষ মোমেন নারী, ফরম্বার্দীর পুরুষ ফরম্বার্দীর নারী, সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ দানশীল নারী, ঝোয়াদার পুরুষ ঝোয়াদার নারী, যৌন অংগসমূহের হেফায়তকারী পুরুষ (এ অংগসমূহের) হেফায়তকারী নারী, (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে শ্বরণকারী পুরুষ শ্বরণকারী নারী- এদের সবার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপুরকার ঠিক করে রেখেছেন।

৩৬. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মোমেন পুরুষ ও কোনো মোমেন নারীর তাদের সে ব্যাপারে নিজেদের কোনো রকম এখতিয়ার থাকবে না

يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتِنَ كَاحِلٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ  
اتِّيقِتِنَ فَلَا تَخْضَعِنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي  
فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنِ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑦

وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرْجَنَ تَبَرْجَ  
إِبْاهَلِيَّةِ الْأَوَّلِ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَأَتِينَ  
الرِّكْوَةَ وَأَطْعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ  
اللَّهُ لِيَنِّ هِبَ عَنْكِرُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيَطْهِرْ كَمْ تَطْهِيرًا ⑧

وَأَذْكُرْنَ مَا يَتْلُى فِي بِيُوتِكُنَ مِنْ أَيْتِ  
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ⑨

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِتَ وَالْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنِتَ وَالْقَنْتِيَنَ وَالْقَنْتِيَنَ وَالصِّدِّقِينَ  
وَالصِّدِّقِنَ وَالصِّرِّيَنَ وَالصِّرِّيَنَ وَالْخَشْعِينَ  
وَالْخَشْعِتَ وَالْمَتَصَدِّقِينَ وَالْمَتَصَدِّقِتَ  
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّئِمِتَ وَالْحَفْظِيَنَ فِرَوْجِمِ  
وَالْحَفْظِتَ وَالْلَّكِرِيَنَ اللَّهُ كَثِيرًا وَاللَّكِرِتَ  
أَعْلَمَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ⑩

(যে, তারা তাতে কোনো রদবদল করবে); যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে, সে নিসন্দেহে সুপ্রস্ত গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে;

أَمْرِهِرْ ۝ وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
فَلَّا مُبِينًا ۝

৩৭. (হে নবী, আরণ করো), যখন তুমি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলছিলে- যার ওপর আল্লাহ তায়ালা (বিরাট) অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও (নিজের পুত্র বানিয়ে) যার ওপর অনুগ্রহ করেছো- (তুমি তাকে বলেছিলে), তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিয়ে বন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, (কিন্তু এ পর্যায়ে) তোমার মনের ভেতরে যে কথা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ তায়ালা পরে তা প্রকাশ করে দেন, (আসলে তোমার পালক পুত্রের তালাকপ্রাণী স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে) তুমি মানুষদের (কথাকেই) ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশী হকদার; অতপর (এক সময়) যখন যায়দ তার (স্ত্রীর) কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন শেষ করে (তাকে তালাক দিয়ে) দিলো, তখন আমি তোমার সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন করে দিলাম, যাতে করে (ভবিষ্যতে) মোমেনদের ওপর তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ের মাঝে (আর) কোনো সংকীর্ণতা না থাকে, (বিশেষ করে) তারা যখন তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজন শেষ করে (তাদের তালাক দিয়ে) দেয়, (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালার আদেশই (সর্বত্র) কার্য্যকর হবে।

৩৮. আল্লাহ তায়ালা নবীর জন্যে যে সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন, সে (ব্যাপারে) নবীর ওপর কোনো বিধি নিয়ে সংকীর্ণতা নেই; আগের (নবীদের) ক্ষেত্রেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার বিধান; আর আল্লাহ তায়ালার বিধান তো (আগে থেকেই) নির্ধারিত হয়ে আছে,

৩৯. যারা (মানুষদের কাছে) আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌছে দিতো, তারা তাঁকেই ভয় করতো, তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করতো না; (কেননা মানুষের) হিসাব নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

৪০. (হে মানুষ তোমরা জেনে রেখো), মোহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং (সে হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং নবীদের সিলমোহর (শেষনবী), আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে অবগত।

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  
وَأَتَقِ اللَّهُ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا إِلَهٌ  
مُبِدِّيٌ وَتَخْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ  
أَنْ تَخْشِيَهُ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ  
زَوْجَكَمَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاهُمْ إِذَا قَضُوا  
مِنْهُنَّ وَطَرَأً ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَغْفِلًا ۝

৪১. (হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ  
اللَّهُ لَهُ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  
قَبْلٍ ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ۝

الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَخْشَونَهُ  
وَلَا يَخْشَونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ  
حَسِيبًا ۝

مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ  
وَلِكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ۖ وَكَانَ  
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِأُ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

পারা ২২ ওয়া মাইয়াক্সনুত

৪২. সকাল সন্ধ্যায় তোমরা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা  
করো ।

وَسِبْحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا <sup>৪২</sup>

৪৩. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা, যিনি) তোমাদের  
ওপর অনুগ্রহ (বর্ষণ) করেন, তাঁর ফেরেশতারাও  
(আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা চেয়ে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ  
করে), যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অঙ্গকার  
থেকে (ইসলামের) আলোর দিকে বের করে আনতে  
পারেন; (বস্তুত) তিনি হচ্ছেন মোমেনদের জন্যে পরম  
দয়ালু ।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَئَكُتُهُ  
لِيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ  
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا <sup>৪৩</sup>

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ  
করবে, সেদিন তাঁর দরবারে তাদের সালাম (দ্বারা  
অভিবাদন) করা হবে, তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক  
পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ।

تَحِيَّتْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ <sup>৪৪</sup> وَاعْلَمُهُمْ  
آجَارًا كَرِيمًا <sup>৪৪</sup>

৪৫. হে নবী, আমি তোমাকে (হেদোয়াতের) সাক্ষী  
(বানিয়ে) পাঠিয়েছি, আরো বানিয়েছি (জান্নাতের)  
সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী,  
মুশৰা ও নদিরা <sup>৪৫</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا  
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا <sup>৪৫</sup>

৪৬. আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে (তোমাকে) তাঁর  
দিকে আহবানকারী ও (হেদোয়াতের) এক সুস্পষ্ট <sup>৪৬</sup>  
প্রদীপ বানিয়েছি ।

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا <sup>৪৬</sup>

৪৭. তুমি মোমেনদের (এই মর্মে) সুসংবাদ দাও  
যে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক  
মহাঅনুগ্রহ রয়েছে ।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا  
كَبِيرًا <sup>৪৭</sup>

৪৮. তুমি কখনো কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য  
করো না, তাদের যাবতীয় নির্যাতন উপেক্ষা করে চলো,  
আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করো; কর্মবিধায়ক  
হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট ।

وَلَا تُطِعِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفَقِينَ وَدَعْ أَذْنِهِ  
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا <sup>৪৮</sup>

৪৯. হে মোমেনরা, যখন তোমরা মোমেন রমণীদের  
বিয়ে করো, অতপর তাদের স্পর্শ করার আগেই  
(যদি) তাদের তালাক দাও, তাহলে (এ অবস্থা)  
তাদের ওপর (বাধ্যতামূলক) কোনো ইন্দিত নেই যে,  
তোমরা তা গুণতে শুরু করবে, তবু তোমরা তাদের  
কিছু ভরণ পোষণ দেবে এবং (সৌজন্যের সাথেই)  
তাদের বিদায় করে দেবে ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّمَا أَنْتَ مُّنْذِرٌ  
الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا كَمْ عَلِيهِنَّ مِنْ عِلْمٍ  
تَعْلَمُونَهَا فَمِتْعَوْهُنَّ وَسِرِّهُوْهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا <sup>৪৯</sup>

৫০. হে নবী, আমি তোমার জন্যে সেসব  
স্ত্রীদের হালাল করেছি, যাদের তুমি (যথার্থ)  
মোহর আদায় করে দিয়েছো, (সেসব মহিলাদেরও  
তোমার জন্যে আমি হালাল করেছি) যারা তোমার  
অধিকারভূক্ত, যাদের আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দান  
করেছেন- আরো রয়েছে তোমার চাচাতো বোন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ  
الَّتِي أَتَيْتَ أَجْوَرَهُنَّ وَمَا مَلَكْتَ  
يَمْيِنَكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتَ عَمِّكَ

ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে, (তাদের মধ্য থেকেও তুমি চাইলে কাউকে বিয়ে করতে পারো, তা ছাড়া) যদি কোনো মোমেন নারী নিজেকে নবীর জন্যে নিবেদন করে তাহলে নবী চাইলে তাকে বিয়ে করতে পারবে। এ বিশেষ (অনুমতি শুধু) তোমার জন্যে, অন্য মোমেনদের জন্যে নয়; (সাধারণ) মোমেনদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে আমি তাদের ওপর যে বিধি বিধান নির্ধারণ করেছি, তা আমি (ভালো করেই) জানি, (তোমার ব্যাপারে এ সুবিধা আমি এ জন্যেই দিয়েছি) যেন তোমার ওপর কোনো ধরনের সংক্রিতা না থাকে; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَبَنِتْ عَمِّتَكَ وَبَنِتْ خَالِكَ وَبَنِتْ  
خُلْتَكَ الَّتِي هَاجَرَنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً  
مُؤْمِنَةً أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ  
أَرَادَ النَّبِيُّ إِنَّ يَسْتَنِكُهُمَا حَالَصَةً لَكَ  
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا  
عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
لِكِيلًا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا ⑤

৫১. তুম ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে (নিজের কাছ থেকে) দূরে রাখতে পারো, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের কাছেও রাখতে পারো; যাকে তুমি দূরে রেখেছো তাকে যদি (পুনরায়) তুমি (নিজের কাছে) রাখতে চাও, তাতেও তোমার ওপর কোনো গুনাহ নেই; এ (বিশেষ সুযোগ তোমাকে) এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যেন ওদের কচ্ছু শীতল থাকে, তারাও (অথবা) দুঃখ না পায় এবং তুমি ওদের যা দেবে তাতেই যেন ওরা সবাই সন্তুষ্ট থাকতে পারে; তোমাদের মনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা (ভালো করেই) জানেন, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও পরম সহনশীল।

تَرْجِي من تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤْتِي إِلَيْكَ  
مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتَغِيَتْ مِنْ عَزَلَتْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ آدَنِي أَنْ تَقْرَأَ  
أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزُنَ وَيُرْضِيَنَ بِمَا أَتَيْتُهُنَّ  
كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلَيْهَا حَلِيَّاً ⑥

৫২. (হে নবী, এর বাইরে) তোমার জন্যে বৈধ নয় যে, তুমি তোমার (বর্তমান) স্ত্রীদের বদলে (অন্য নারীদের স্ত্রীরূপে) প্রহণ করবে, যদিও সেসব নারীর সৌন্দর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে, অবশ্য তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের কথা আলাদা, স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ  
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ  
حَسْنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينَكَ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ⑦

৫৩. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না, অবশ্য যখন তোমাদের খাওয়ার জন্যে (আসার) অনুমতি দেয়া হয়, তখন এমন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রবেশ করো, যাতে তোমাদের (খাওয়ার জন্যে) অপেক্ষা করতে না হয়, কিন্তু কখনো যদি তোমাদের ডাকা হয় তাহলে (সময়মতোই) প্রবেশ করো, অতপর যখন খাবার শেষ করে ফেলবে তখন সাথে সাথে (সেখান থেকে) চলে যেয়ো

يَا يَاهَا الِّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيَوْمَ  
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ  
غَيْرِ نَظَرِيِّينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ  
فَادْخُلُوهُ أَفَإِذَا طِعْمَتُمْ فَأَنْتَ شَرِّوْ

এবং (সেখানে কোনো অর্থহিন) কথাবার্তায় নিমগ্ন হয়ো না; তোমাদের এ বিষয়টি নবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের (এ কথা বলতে) লজ্জা বোধ করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য বলা থেকে মোটেই লজ্জা বোধ করেন না; (হ্যাঃ) তোমাদের যদি নবীপঞ্জীদের কাছ থেকে কোনো জিনিসপত্র চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিয়ো, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরেকে পাক সাফ রাখার জন্যে অধিকতর উপযোগী; তোমাদের কারো জন্যেই এটা বৈধ নয়, তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেবে- (না এটা তোমাদের জন্যে বৈধ যে,) তোমরা তাঁর পরে কখনো তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করবে, নিসন্দেহে এটা আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি বড়ো (অপরাধের) বিষয়।

وَلَامْسَتِنَسِينَ لَحَدِيْثٍ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ  
بِئْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ  
لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ  
مَتَاعًا فَسَئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقْلُوبِكُمْ وَقُلُوبُهُنَّ وَمَا  
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنَا رَسُولُ اللهِ وَلَا أَنْ  
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنْ  
ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا

(৩)

৫৪. তোমরা কোনো জিনিস প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো- অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তা) সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।

إِنْ تَبْدِلَا شَيْئًا أَوْ تَخْفُهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمَا

(৩)

لَاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ  
وَلَا أَخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخْوَانِهِنَّ وَلَا  
أَبْنَاءَ أَخْوَاتِهِنَّ وَلَا نَسَائِهِنَّ وَلَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانِهِنَّ وَأَتَقْيَنَ اللهُ إِنَّ اللهَ  
كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

৫৫. নবীপঞ্জীদের ওপর তাদের পিতা, ছেলে, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, (সব সময়ে আসা যাওয়া করা) মহিলা এবং নিজেদের অধিকারভূক্ত দাসীদের (সামনে আসা ও তাদের কাছ থেকে পর্দা না করার) ব্যাপারে কোনো অপরাধ নেই, (হে নবীপঞ্জীরা), তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

إِنَّ اللهَ وَمَلِكُتَهُ يَصْلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يَاهِ  
الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً

(৩)

৫৬. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরদ পাঠান; (অতএব) হে দ্বিমানদার ব্যক্তিরা, তোমরাও তাঁর ওপর দরদ পাঠাতে থাকো এবং (তাঁকে) উত্তম অভিবাদন (পেশ) করো।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمْ  
الَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعْلَمُهُمْ عَنِ ابْ  
مَهِينَا

(৩)

৫৭. নিসন্দেহে যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের ওপর তিনি দুনিয়া আখেরাত (উভয় জায়গায়ই) অভিশপ বর্ষণ করেন, তিনি তাদের জন্যে অপমানজনক আয়াব ঠিক করে রেখেছেন।

وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ  
إِثْمًا مُّبِينًا

(৩)

৫৮. যারা মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের কষ্ট

দেয়- তেমন ধরনের কিছু (দোষ) তারা না করা

সন্ত্রেও (যারা এমনটি করে) তারা (মূলত) অপবাদ ও

সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝাই বহন করে চলে।

৫৯. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রী, মেয়ে ও সাধারণ মোমেন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের নিজেদের ওপর তাদের চাদেরের কিয়দাংশ টেনে দেয়, এতে করে তাদের (পরিচয়) চেনা সহজ হবে এবং তাদের কোনোরকম উত্তৃত্ব করা হবে না, (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

يَا يَاهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْجَكَ وَبَنِتَكَ  
وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ  
جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنِي آنِ يَعْرِفُ  
فَلَأِيْدِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا

৬০. মোনাফেক দল, (তাদের সাথে) যাদের অস্তরে কুফরীর ব্যাধি রয়েছে ও যারা মদীনায় (তোমার বিরুদ্ধে) গুজব রটনা করে, তারা যদি (তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ থেকে) বিরত না হয়, তাহলে (হে নবী), আমি অবশ্যই তোমাকে তাদের ওপর প্রবল করে (বিসিয়ে) দেবো, অতপর এরা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে সামান্য কিছু দিনই থাকতে পারবে,

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفَقُونَ وَالَّذِينَ فِي  
قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْمَرْجُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ  
لَنْفَرِيْنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاهِرُونَكَ فِيْهَا  
الْأَقْلِيلًا

৬১. তারা থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, অতপর তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং (বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে) তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

مَلْعُونِيْنَ هُنَّا إِيْنَمَا تُقْفِيْوَا أَخْنُ وَاقْتِلُوْا  
تَقْتِيْلًا

৬২. (তোমার) আগে যারা (বিশ্বাসঘাতক ছিলো, তারা) অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারেও এ ছিলো আল্লাহ তায়ালার নিয়ম, আল্লাহ তায়ালার নিয়মে তুমি কখনো কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না।

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ  
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِّلَ يَلَّا

৬৩. মানুষ তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজেস করে, তুমি (তাদের) বলো, তার জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে; (হে নবী,) তুমি এ বিষয়টি কি করে জানবে- সম্ভবত কেয়ামত খুব নিকটেই (এসে গেছে)!

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ أَنَّهَا  
عُلِّمَهَا عَنِ اللَّهِ وَمَا يُنْبَيِّرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ  
تَكُونُ قَرِيبًا

৬৪. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কাফেরদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের শাস্তির জন্যে প্রজ্ঞালিত আগুনের শিথাও তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَعَنِ الْكُفَّارِيْنَ وَأَعْدَلَهُمْ سَعِيرًا

৬৫. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, (সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে) তারা কোনো রকম অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না,

خَلِيلِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا  
نَصِيرًا

৬৬. সেদিন তাদের (চেহারাসমূহ) ওলট পালট করে (প্রজ্ঞালিত) আগুনে রাখা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়, (কতো ভালো হতো) আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করতাম!

يَوْمَ تَقْبَلُ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ  
يَلْيَيْتَنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَآتَيْنَا الرَّسُولَ

৬৭. তারা বলবে, হে আমাদের রব, (দুনিয়ার জীবনে) আমরা আমাদের নেতো ও বড়োদের কথাই মেনে

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَاءَنَا

চলেছি, তারাই আমাদের তোমার পথ থেকে গোমরাহ  
করে দিয়েছে।

فَأَصْلِوْنَا السَّبِيلَ  
Rَبَّنَا أَتَهِمُ عِصْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْمَرِ

৬৮. হে আমাদের রব, ওদের তুমি (আজ) দ্বিগুণ <sup>۸۰۸۱</sup> পরিমাণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড়ো রকমের  
অভিশাপ পাঠাও।  
Lَعْنَا كَبِيرًا  
يَا يَاهَا إِلَّيْهَا أَمْنَوْا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

৬৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা তাদের মতো  
হয়ে না যারা (নানাভাবে) মূসাকে কষ্ট দিয়েছে,  
আল্লাহ তায়ালা তাকে সেসব কিছু থেকে নির্দোষ  
প্রমাণিত করলেন, যা তারা (তার বিরুদ্ধে) বলেছে,  
সে ছিলো আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে বড়ো মর্যাদাবান  
ব্যক্তি;  
يَا يَاهَا إِلَّيْهَا أَمْنَوْا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

৭০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে  
ভয় করো এবং সত্য কথা বলো,  
يَا يَاهَا إِلَّيْهَا أَمْنَوْا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا  
Qوْلًا سَيِّدًا<sup>۹۰</sup>

৭১. (তাহলে) তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকাণ্ড  
শুধরে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহকাঠা মাফ করে  
দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের  
আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ  
করবে।  
يَصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ  
وَمِنْ يَطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا<sup>۹۱</sup>  
عَظِيمًا<sup>۹۲</sup>

৭২. অবশ্যই আমি (কোরআনের এ) আমানত  
আসমানসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ  
করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন  
করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশ্যে  
মানুষই তা বহন করে নিলো; নিসন্দেহে সে (মানুষ  
ছিলো) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার  
গুরুত্ব সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ।  
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَالْجِبَالِ فَبَآبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَا وَأَشْفَقُنَا  
مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِلَيْنَا إِنَّهُ كَانَ ظَلْمًا<sup>۹۳</sup>  
جِهَوْلًا<sup>۹۴</sup>

৭৩. আল্লাহ তায়ালা যেন মোনাফেক পুরুষ, মোনাফেক  
নারী, মোশরেক পুরুষ, মোশরেক নারীদের (এ)  
আমানতের দায়িত্বে অবহেলার জন্যে) কর্তৃর শাস্তি  
দিতে পারেন এবং আল্লাহ তায়ালা মোমেন পুরুষ  
মোমেন নারীদের ওপর (আমানতের দায়িত্ব পালনে  
ভুল ক্রটির জন্যে) ক্ষমাপরবশ হতে পারেন; নিসন্দেহে  
আল্লাহ তায়ালা একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।  
لِيَعْلَمَ اللَّهُ الْمُنْفَقِينَ وَالْمُنْفَقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ  
وَالْمُشْرِكَتِ وَيَتَوَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا<sup>۹۵</sup>

আয়াত ৫৪  
রংকু ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা সাবা  
মুকায় অবর্তীর্ণ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আকাশমন্ডলী  
ও যমীনে যা কিছু আছে সবই যার একক মালিকানাধীন  
এবং পরকালেও সব প্রশংসা থাকবে একমাত্র তাঁর  
জন্যে; তিনি প্রজাময়, তিনি সব খবর রাখেন।  
أَحْمَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَلَهُ الْحِلْمُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَظِيمُ<sup>۹۶</sup>

يَعْلَمُ مَا يَلْجُّ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا  
وَهُوَ الرَّحِيمُ الرَّغُورُ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ  
قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِنِكُمْ عَلِيِّ الرَّفِيفِ  
لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَثْقَلٌ ذَرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ  
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا  
أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ ③

لِيَحِزِّي الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَ  
أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④

وَالَّذِينَ سَعَوْفَى أَيْتَنَا مَعِجزَتِنَا أُولَئِكَ  
لَهُمْ عَلَى أَبِ مِنْ رِجْزِ الْأَيْمَرِ ⑤

وَيَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي  
أَنْزَلْ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي  
إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَبِيبِ ⑥

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدْلُكُمْ عَلَى  
رَجْلِ يَنْبَئُكُمْ إِذَا مِرْقَمْ كُلَّ مَزْقِ  
إِنْكَمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑦

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِّيْبًا أَمْ بِهِ جَنَّةٌ بَلْ  
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ  
وَالْفَلْلِ الْبَعِيدِ ⑧

১৯. তারা কি তাদের সামনে পেছনে যে আকাশ ও <sup>وَمَا</sup> خَلْفُهُ  
পৃথিবী রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে (তাদের স্মষ্টাকে  
খুঁজে) দেখে নাঃ আমি চাইলে ভূমিকে তাদের  
নিজেদেরসহ ধসিয়ে দিতে পারি, কিংবা পারি  
তাদের ওপর কোনো আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাতে;  
এতে অবশ্যই এমন প্রতিটি বান্দার জন্যে কিছু  
নির্দর্শন রয়েছে যারা একান্তভাবে (আল্লাহ তায়ালার)  
অভিমুখী হয়।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَابَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُ  
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَانًا خَسْفَ بِهِمْ  
الْأَرْضَ أَوْ نُسْقَطْ عَلَيْهِمْ كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ  
إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْ يَمِّينِ

১০. আমি (নবী) দাউদকে আমার কাছ থেকে  
(অনেকগুলো) অনুগ্রহ দান করেছিলাম (আমি  
পাহাড়কেও এই বলে আদেশ দিয়েছিলাম যে), হে  
পর্বতমালা, তোমরাও তার সাথে আমার তাসবীহ পাঠ  
করো, (একই আদেশ আমি) দিয়েছিলাম পাথীকুলকেও,  
আমি তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম,

وَلَقَنْ أَتَيْنَا دَاؤَدَ مَنَّا فَضْلًا يَجِبَّالُ أَوْبِي  
مَعَهُ وَالْطَّيْرُ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدُ

১১. (আমি তাকে বলেছিলাম, বিগলিত লোহা দ্বারা) তুমি  
পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করো এবং সেগুলোর  
কড়াসমূহকে থাথ্যথভাবে সংযুক্ত করো, তোমরা  
নেক কাজ করো; তোমরা যা কিছু করো, আমি তা  
পর্যবেক্ষণ করি।

أَنْ أَعْمَلْ سِبْغَتْ وَقَنْ رِفِي السِّرْدِ وَاعْمَلُوا  
مَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

১২. আমি সোলায়মানের জন্যে বাতাসকে (তার)  
অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, তার প্রাতকালীন ভ্রমণ  
ছিলো এক মাসের (পথ), আবার সান্ধ্যকালীন ভ্রমণও  
ছিলো এক মাসের (পথ), আমি তার জন্যে (গলিত)  
তামার একটি বর্ণ প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম; তার  
মালিকের অনুমতিক্রমে জিনদের কিছুসংখ্যক (কর্মী)  
তার সামনে থেকে (তার জন্যে) কাজ করতো, (আমি  
বলেছিলাম) তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমার (ও  
আমার নবীর) আদেশ অমান্য করে, তাহলে তাকে  
আমি জুলত আঙুলের শাস্তি আবাদন করাবো।

وَلَسْلَيمِ الرِّيحَ غَلَّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا  
شَهْرٌ وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمَنْ أَجْرَى  
مِنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَذِنِ رَبِّهِ وَمَنْ  
يَزْغُّ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِّقُهُ مِنْ عَذَابِ  
السَّعِيرِ

১৩. সোলায়মান যা কিছু চাইতো তারা তার জন্যে  
তাই তৈরী করে দিতো, (যেমন সুরম্য) প্রাসাদ, (নানা  
ধরনের) ছবি, পুকুরের ন্যায় (বড়ো বড়ো) থালা ও  
(জন্ম-জানোয়ারসহ সবার আতিথেয়তার উপযোগী)  
চুলার ওপর স্থাপন করার বৃহদাকারের ডেগা; (আমি  
বলেছি,) হে দাউদ পরিবারের লোকেরা, তোমরা  
(আমার) শোকর আদায় করতে নেক কাজ করো;  
(আসলে) আমার বান্দাদের মাঝে খুব অল্লসংখ্যক  
মানুষই শোকর আদায় করে।

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ  
وَتَمَاثِيلَ وَجَفَانَ كَاجِوَابَ وَقَدْرَرَ  
رِسِيْتَ اِعْمَلُوا أَلَّ دَاؤَدَ شَكْرًا وَقَلِيلَ  
مِنْ عَبَادِي الشَّكُورِ

১৪. যখন আমি তার ওপর মৃত্যুর আদেশ জারি  
করলাম, তখন তাদের (জিন ও মানুষ কর্মীবাহিনীর) কেউই বাইরের লোকদের তার মৃত্যুর খবর দেখায়নি,  
(দেখিয়েছে) কেবল একটি (ক্ষুদ্র) ঘূন পোকা, যা  
(তখনো) তার লাঠিটি খেয়ে যাচ্ছিলো, (সোলায়মানের  
লাঠি পোকায় খাওয়ায়) যখন সে (মাটিতে) পড়ে গেলো,  
তখন জিনেরা বুঝতে পারলো (সোলায়মান জীবিত নেই),

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُ  
عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ  
مِنْ سَاتَةً فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ

তারা যদি গায়বের বিষয় জানতো, তাহলে তাদের  
(এতো সময়) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে থাকতে হতো  
না;

أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا  
فِي الْعَدَابِ الْمُهِيمِينَ ⑥

১৫. ‘সাবা’ (নগরের) অধিবাসীদের জন্যে তাদের  
(স্থীয়) বাসভূমিতে (আল্লাহর কুদরতের) নির্দশন  
(মজুদ) ছিলো— দুই (সারি) উদ্যান— একটি ডান  
দিকে আরেকটি বাঁ দিকে, (আমি বলেছিলাম,  
তোমরা) তোমাদের মালিকের দেয়া রেখেক খাও  
এবং তাঁর শোকর আদায় করো; (কতো) সুন্দর নগরী  
এটা! কতো ক্ষমাশীল (এ নগরীর) রব (আল্লাহ  
তায়ালা)! ।

১৬. (কিন্তু পরে) ওরা (আমার আদেশ থেকে) ফিরে  
গেলো, ফলে আমি তাদের ওপর এক বাঁধভাঙ্গা  
বন্যা প্রবাহিত করে দিলাম, তাদের সে (সুফলা)  
উদ্যান দুটোও এমন দুটো উদ্যান দ্বারা বদলে  
দিলাম, যাতে থেকে গেলো বিস্বাদ ফল, বাঁটগাছ  
এবং কিছু কুল (বৃক্ষ) ।

১৭. আমিই তাদের এ (শাস্তি) দিয়েছিলাম, কেননা  
তারা (নেয়ামতকে) অস্বীকার করেছে; আমি কি  
অকৃতজ্ঞ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেই?

لَقَلْ كَانَ لِسَبَّا فِي مَسْكَنِهِمْ أَيْةٌ جَنَتِي  
عَنْ يَمِينٍ وَشَمَائِلٍ كُلُّوا مِنْ رَزْقِ رَبِّكُمْ  
وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَّةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ⑦

فَاعْرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمَ  
وَبِلِّنْهِمْ بِجَنْتِيْهِمْ جَنَتِيْنِ دَوَاتِيْ أَكْلِي  
خَمِطٌ وَأَثْلٌ وَشَيْءٌ مِنْ سِلْرِ قَلِيلٍ ⑧

১৮. আমি (সাবা) নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেসব  
জনপদের ওপরও বরকত দান করেছিলাম, উভয়ের  
মাঝে আরো কিছু দৃশ্যমান জনবসতি আমি স্থাপন  
করেছিলাম এবং তাতে আমি (সফরের) মনফিল ও  
নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (আমি বলেছিলাম) তোমরা  
সেখানে দিনে কিংবা রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করো ।

১৯. তারা বললো, হে আমাদের রব, আমাদের  
সফরে তুমি দূরত্ব স্থাপন করো, তারা নিজেদের ওপর  
যুলুম করলো, ফলে আমিও (শাস্তি দিয়ে) তাদেরকে  
(অন্যান্য মানুষদের জন্যে) একটি কাহিনীর বিষয়ে  
পরিণত করে দিলাম, আমি ওদের ছিন্ন বিছিন্ন করে  
(তচন্ছ করে) দিলাম, অবশ্যই এতে প্রত্যেকটি  
ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্মেই (শিশুণ্য) নির্দশন  
রয়েছে ।

২০. ইবলীস তাদের ব্যাপারে নিজের ধারণাকে সত্য  
পেয়েছে, অতপর তারা তারই আনুগত্য করেছে,  
অবশ্য ঈমানদারদের একটি দল ছাড়া,

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرَى الَّتِيْ بِرَكَتَا  
فِيهَا قَرْيَ ظَاهِرَةً وَقَدْ رَأَيْ فِيهَا السَّيْرَ  
سَيْرًا فِيهَا لَيَالِيًّا وَآيَامًا أَمْنِيَّنَ ⑨

২১. (অথচ) তাদের ওপর শয়তানের কোনোরকম  
আধিপত্য ছিলো না, (আসলে) আমি জানতে  
চেয়েছিলাম তোমাদের মাঝে কে আখেরাতের ওপর  
ঈমান আনে, আর কে সে ব্যাপারে সন্ধান;

فَقَالُوا رَبَّنَا بِعْنَ بَيْنَ آسْفَارِنَا وَظَلَمَوْ  
أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزْقَهُمْ  
كُلَّ مَزْقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِكُلِّ  
صَبَارٍ شَكُورٍ ⑩

وَلَقَلْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ أَبْلِيسُ ظَنَهُ فَاتَّبَعُوهُ  
إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑪

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا نَعْلَمْ  
مِنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ

তোমার রব তো সবকিছুর ওপরই নেগাহবান!

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظِي ④

২২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে শরীক মনে করো তাদের ডাকো, তারা আসমানসমূহ ও যামীনের এক অঙ্গ পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, এ দুটোর মাঝে যা কিছু আছে সে ব্যাপারেও তাদের কোনো অংশ নেই, না তাঁর জন্যে তাদের কোনো সাহায্যকারী রয়েছে।

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
لَا يَمْلُكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا  
فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شُرُكٍ وَمَا  
لَهُمْ مِنْ هُنْمَانٍ ④

২৩. (ক্ষেয়ামতের দিন) তাঁর সামনে কারো সুপারিশ কাজে আসবে না, অবশ্য তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যক্তির কথা আলাদা, এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূরভূত করে দেয়া হবে, তখন তারা (একে অপরকে) বলবে (কি ব্যাপার), তোমাদের রব (কি) বলেছেন, তারা বলবে, তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সমৃচ্ছ, তিনি মহান।

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ الْأَلَمِينَ أَذْنَ اللَّهِ  
حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قَلْوَبِهِمْ قَالُوا مَاذَا  
قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ  
الْكَبِيرُ ④

২৪. (হে নবী,) তুমি জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের আসমানসমূহ ও যামীন থেকে রেয়েক সরবরাহ করে; তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা। অবশ্যই আমরা কিংবা তোমরা— হয় হেদায়াতের ওপর আছি না হয় উভয়ে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে আছি।

قُلْ مَنْ يَرْزَقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
قُلْ إِلَهُنَا وَإِنَّا أَوْ إِيمَانُكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ④

২৫. তুমি বলো, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না, আবার তোমরা যা (অপরাধ) করছো সে ব্যাপারেও আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

قُلْ لَا تَسْتَعْلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْئِلُ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ ④

২৬. তুমি বলো, (ক্ষেয়ামতের দিন) আমাদের মালিক আমাদের সবাইকে (এক জায়গায়) জড়ে করবেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে (হেদায়াত ও গোমরাহীর) যথার্থ ফয়সালা করে দেবেন; তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

قُلْ يَجْمِعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُرَيْفَتْجَ بَيْنَنَا  
بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيُّ ④

২৭. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা আমাকে তাদের দেখাও, যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক বানিয়ে তাঁর সাথে মিলিয়ে রেখেছো, জেনে রেখো; (তাঁর কোনো শরীক নেই) বরং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন পরাক্রমশালী, কুশলী।

قُلْ أَرَوْنِيَ الَّذِينَ احْتَمَرُبْ شِرْكَاءَ كَلَا  
بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ ④

২৮. (হে নবী,) আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহানামের) সতর্ককারীরপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا  
وَنَنِيرًا وَلِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ④

২৯. তারা বলে (হে মুসলমানরা), যদি তোমরা <sup>مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كَنْتُمْ</sup> সত্যবাদী হও তাহলে বলো, (তোমাদের) এ ওয়াদা <sup>صَلِّ قَيْنَ</sup> করে (বাস্তবায়িত) হবে।

৩০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমাদের জন্যে যে <sup>قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ</sup> দিনের ওয়াদা করা হয়েছে তোমরা তার থেকে এক <sup>سَاعَةً وَلَا تَسْتَقِلُونَ</sup> মুহূর্ত (যেমনি) পিছিয়ে থাকতে পারবে না, (তেমনি) তোমরা এক মুহূর্ত এগিয়েও আসতে পারবে না।

৩১. কাফেররা বলে, আমরা কোনেদিনই এ কোরআনের ওপর ঈমান আনবো না এবং আগের কিতাবগুলোর ওপরও (ঈমান আনবো না, হে নবী, সেই ভয়াবহ দৃশ্য) যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালেমদের তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা একজন আরেকজনের ওপর (অভিযোগ) চাপাতে থাকবে, যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো তারা অহংকারীদের বলবে, যদি তোমরা না থাকতে তাহলে অবশ্যই আমরা মোমেন হতাম!

<sup>وَقَالَ اللَّهُ يَنَّ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهِمْ إِنَّ</sup>  
<sup>الْقُرْآنَ وَلَا بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا</sup>  
<sup>تَرَى إِذَا الظَّلَمُونَ مُوقَفُونَ عِنْدَ رِبِّهِمْ</sup>  
<sup>يَرْجِعُ بِعِصْمِهِ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ</sup>  
<sup>إِنَّمَا يَنَّ أَسْتَعْفُوُا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لَوْ</sup>  
<sup>لَا أَنْتَ لَكُمْ كَمَّا مُؤْمِنِينَ</sup>

৩২. (এ কথার জবাবে) অহংকারী লোকেরা- যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিলো তাদের বলবে, আমরা কি তোমাদের হেদয়াতের (পথে চলা) থেকে জন্যে বাধ্য করেছিলাম? (বিশেষ করে) যখন হেদয়াত তোমাদের কাছে পৌছে গিয়েছিলো, আসলে তোমরা নিজেরাই ছিলে না-ফরমান।

<sup>قَالَ اللَّهُ يَنَّ أَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ</sup>  
<sup>أَسْتَعْفُوُا أَنَّحُنْ مِنْ دُنْكِرْ عَنِ الْهَدِي</sup>  
<sup>بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلِ كَنْتُمْ مُجْرِمِينَ</sup>

৩৩. যাদের পদানত করে রাখা হয়েছিলো, এবার তারা অহংকারী নেতাদের বলবে, (তোমাদের) রাত দিনের চক্রান্ত আমাদের (নাফরমানী করতে) বাধ্য করেছিলো, (বিশেষ করে) যখন তোমরা আমাদের আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে অঙ্গীকার করি এবং অন্যদের তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাই; (এভাবে একে অপরকে অভিযুক্ত করতে করতে) যখন তারা (ভয়াবহ) আয়াব দেখতে পাবে; তখন তারা মনে মনে ভীষণ অনুত্পাদ করতে থাকবে; (সেদিন) যারা (আমাকে) অঙ্গীকার করেছে আমি তাদের গলদেশে শেকল পরিয়ে দেবো; (তুমই বলো,) স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে এদের (এর চাইতে ভালো) কোনো বিনিময় কি দেয়া যাবে?

<sup>وَقَالَ اللَّهُ يَنَّ أَسْتَعْفُوُا لِلَّذِينَ</sup>  
<sup>أَسْتَكْبَرُوا بِلِ مَكْرُ الْيَلِ وَالنَّهَارِ إِذْ</sup>  
<sup>تَأْمَرُونَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ</sup>  
<sup>أَنَّدَادًا وَأَسْرَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا</sup>  
<sup>الْعَذَابَ وَجَعَلُنَا الْأَغْلَى فِي أَعْنَاقِ</sup>  
<sup>الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَحْزُنُ إِلَّا مَا كَانُوا</sup>  
<sup>يَعْمَلُونَ</sup>

৩৪. (কথনো এমন হয়নি যে,) আমি কোনো জনপদে (জাহান্মারের) সতর্ককারী (-রূপে কোনো নবী) পাঠিয়েছি, অথচ তাদের বিন্দুশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, তোমাদের যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে- আমরা তা অঙ্গীকার করি।

<sup>وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا قَالَ</sup>  
<sup>مَتَرْفُوهَا إِنَّا بِهَا أَرْسَلْنَا بِهِ كَفِرُونَ</sup>

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا  
جَنَّ (তোমাদের চাইতে) سমৃদ্ধশালী এবং (পরকালে)  
আমাদের কথনোই আয়াব দেয়া হবে না ।

نَحْنُ بِهِ عَلَيْهِ بَيْنَ ④

৩৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার রব যাকে ইচ্ছা  
করেন তার রেয়েক প্রশ্ন করে দেন, (যাকে ইচ্ছা)  
সংকুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা)  
জানে না ।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَيَقِنِ رُولِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤

৩৭. (হে মানুষ,) তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের  
সন্তান-সন্ততি এমন (কোনো বিষয়) নয় যে, এগুলো  
তোমাদের আমার নৈকট্য লাভ করতে সহায় করবে,  
তবে যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী)  
নেক কাজ করেছে (তার কথা আলাদা), এ ধরনের  
লোকদের জন্যেই (কেয়ামতে) দ্বিগুণ পুরুষারের  
ব্যবস্থা রয়েছে, তারা জান্মাতের (সুরম্য) বালাখানায়  
নিরাপদে অবস্থান করবে, কেননা তারা নেক আমল  
করেছে ।

وَمَا أَمْوَالُ الْكُرْمَ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْتِي  
تَقْرِبُكُمْ عَنْ نَارِ زَلْفَيِ إِلَّا مَنْ أَمْنَ وَعَمَلَ  
صَالِحًا فَأَوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْفِضْلِ بِمَا  
عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغَرْفَةِ أَمْنُونَ ⑥

৩৮. যারা (নানা কৌশলে) আমার আয়াতসমূহকে  
ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে, তারাই হচ্ছে ওসব লোক  
যারা আয়াবেই পড়ে থাকবে ।

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي أَيْتَنَا مُعْجِزِينَ  
أَوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ⑦

৩৯. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার রব তাঁর বান্দাদের  
মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার রেয়েক বাড়িয়ে  
দেন, (আবার যার প্রতি ইচ্ছা) তার জন্যে (তা)  
সংকুচিত করে দেন; তোমরা যা কিছু (আল্লাহর পথে)  
খরচ করবে, তিনি (অবশ্যই) তার প্রতিদান দেবেন,  
তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেয়েকদাতা ।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادَةٍ وَيَقِنِ رَلَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ  
شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ⑧

৪০. একদিন তিনি এদের সকলকে (হাশরের ময়দানে)  
একত্রিত করবেন, অতপর ফেরেশতাদের উদ্দেশ করে  
তিনি বলবেন, এ (মানুষ)-রা কি (দুনিয়াতে) শুধু  
তোমাদেরই এবাদাত করতো?

وَيَوْمَ يَحْشِرُهُمْ جِبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ  
أَهْلَأَ إِبَّا كَمْرَ كَانُوا يَعْبُدُونَ ⑨

৪১. ফেরেশতারা বলবে (হে আমাদের রব), তুমি  
মহান, তাদের বদলে তুমই আমাদের অভিভাবক,  
ওরা তো বরং জিন্দেরও এবাদাত করতো এবং এদের  
অধিকাংশ লোক তাদের ওপর বিশ্বাস করতো ।

قَالُوا سَبِّحْنَاكَ أَنْتَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ  
كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ⑩

৪২. আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা  
অপকার কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই; (সেদিন)  
যালেমদের আমি (আরো) বলবো, যে আগনের  
আয়াবকে তোমরা অঙ্গীকার করতে, (আজ) তারই  
মজা উপভোগ করো ।

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لَبَعْضٍ نَفْعًا  
وَلَا ضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا  
ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا  
تُكَلِّبُونَ ⑪

৪৩. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়তসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি (আমাদের মতো) একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। তোমাদের পূর্বুরঘরা যাদের এবাদাত করতো, সে তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং (কোরআন সম্পর্কে) তারা বলতো, এটা তো মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এ কাফেরো সত্য (ধীন) সম্পর্কে— যখন কোনো সত্য এসে তাদের কাছে হায়ির হয়— তখন তারা বলে, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪৪. (অথচ) আমি এদের কখনো কোনো (আসমানী) কিতাব দেইনি যা তারা পড়তে (পড়তে পারে), না আমি তোমার আগে এদের কাছে অন্য কোনো সর্তর্কারী পাঠ্যযোছি;

৪৫. এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, (অথচ) আমি তাদের যা কিছু দান করেছিলাম তার এক দশমাংশ পর্যন্তও এরা পৌছুতে পারেনি, অতপর (যখন) তারা আমার নবীদের অস্থীকার করেছে, (তখন তুমি দেখেছো) আমার আযাব কতো ভয়ংকর ছিলো!

৪৬. (হে নবী,) তুমি বলো (এসো), আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই উপদেশ দিছি, তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে (সত্যের ওপর) দাঁড়িয়ে যাও, দু'দুজন করে— (কিংবা) একা একা, অতপর ভালো করে চিন্তা করো, তোমাদের সাথী (মোহাম্মদ) পাগল নয়; সে তো হচ্ছে তোমাদের জন্যে আসন্ন তয়াবহ আযাবের একজন সর্তর্কারী মাত্র।

৪৭. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের কাছে (হেদয়াত পৌছাবার জন্য) কোনো পারিশ্রমিক দাবী করিনি, (এ কাজের যা কল্যাণ) তা তো তোমাদেরই জন্যে, আমার পাওনা আল্লাহ তায়ালার কাছেই, তিনি (মানুষের) প্রতিটি বিষয়ের ওপরই সাক্ষী।

৪৮. তুমি বলো, আমার মালিক সত্য দিয়ে বাতিলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন, যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত।

৪৯. তুমি বলো, সত্য এসে গেছে, বাতিল না প্রথমবার প্রসারিত হয়েছে, না পুনরায় প্রসারিত হবে।

وَإِذَا تَنْلَى عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بَيْنَ قَالُوا مَا هَذِهِ إِلَّا رَجْلٌ يَرِيدُ أَنْ يَصْدِكُمْ عَمَّا كَانَ  
يَعْبُدُ أَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذِهِ إِلَّا أَفْتَنَ  
مَفْتَنٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمْ  
جَاءُهُمْ إِنْ هَذِهِ إِلَّا سِحْرٌ مِّنْ<sup>(৪)</sup>

وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِّنْ كِتَابٍ يُلْرَسُونَهَا وَمَا  
أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّلِي<sup>(৫)</sup>

وَكُلَّ بِالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا<sup>(৬)</sup>  
مَعْشَارًا مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَلَّ بِوَارْسِلَيْ<sup>(৭)</sup>  
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ<sup>(৮)</sup>

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا  
لِلَّهِ مَشْنِي وَفَرَادِي ثُرَّ تَتَفَكَّرُوا<sup>(৯)</sup>  
بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ<sup>(১০)</sup>  
لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شِلِّي<sup>(১১)</sup>

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ  
أَجْرٍ إِلَّا عَلِيِّ اللَّهِ وَهُوَ أَكْلِ شَيْ<sup>(১২)</sup>  
شَهِيدٌ<sup>(১৩)</sup>

قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ<sup>(১৪)</sup> عَلَمْ  
الْغَيْوَب<sup>(১৫)</sup>

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ<sup>(১৬)</sup> وَمَا يُبْلِي<sup>(১৭)</sup> الْبَاطِلُ<sup>(১৮)</sup> وَمَا<sup>(১৯)</sup>  
يُعِيلُ<sup>(২০)</sup>

৫০. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি যদি (সত্য পথ থেকে) বিচ্ছুত হয়ে যাই, তাহলে আমার এ বিচ্ছুতির পরিণাম আমার ওপরই বর্তাবে, আর যদি আমি হেদয়াতের ওপর থাকি তবে তা শুধু এ জন্যে, আমার রব সেটা আমার প্রতি ওহী করেন; আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং (সবার) একান্ত নিকটে অবস্থান করছেন।

قُلْ إِنَّمَا أَصِيلُ عَلَى نَفْسِي  
وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيْ رَبِّي  
إِنَّمَا سَمِيعٌ قَرِيبٌ<sup>①</sup>

৫১. (হে নবী,) যদি তুমি (সেদিনটি) দেখতে পেতে, যখন এরা ভীতবিহীন হয়ে ঘূরতে থাকবে এবং তাদের জন্যে পালানোর পথ থাকবে না- একান্ত কাছ থেকেই (সেদিন) তাদের পাকড়াও করা হবে,

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَاقَوْتَ وَأَخْذُوا  
مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ<sup>②</sup>

৫২. (এ সময়) তারা বলতে থাকবে (হ্যাঁ), আমরা তাঁর ওপর দুমান আনলাম, কিন্তু এখন (এতো) দূর থেকে (ঈমানের) নাগাল তারা (কিভাবে) পাবে?

وَقَالُوا أَمَنَّا بِهِ وَأَنِّي لَهُمُ التَّنَاؤشُ  
مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ<sup>③</sup>

৫৩. অথচ এরাই ইতিপূর্বে তাকে অঙ্গীকার করেছে, দূর থেকে (ভালো করে) না দেখে (শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই) কথা বলছে।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْلِفُونَ  
بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ<sup>④</sup>

৫৪. (আজ) তাদের মাঝে ও তাদের (জান্নাত পাওয়ার) কামনা-বাসনার মাঝে একটি দেয়াল (দাঁড় করিয়ে) দেয়া হবে, যেমনি করা হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তী (মোশরেক) সাথীদের বেলায়, (মূলত) ওরা সবাই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্দিহান ছিলো।

وَحِيلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهِونَ كَمَا فُعِلَ  
بَا شَيْءٍ مِمَّا كَانُوا فِي شَكٍ  
مَرِيبٍ<sup>⑤</sup>



১. সব তারিফ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যিনি (স্বীয়) বাণীবাহক (ফেরেশতা)-দের সৃষ্টিকর্তা, (যারা) দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট (শক্তির প্রতীক); তিনি চাইলে সৃষ্টির মাঝে (তাদের ক্ষমতা) আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ের ওপর সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ  
الْمَلَكَةَ رَسِلًا أُولَئِنَّ أَجْنَحَةً مَثْنَى وَتَلْكَ  
وَرَبَعَ يَزِينُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>⑥</sup>

২. আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে কোনো অনুগ্রহের পথ খুলতে চাইলে কেউই তার পথেরোধকারী নেই, (আবার) তিনি যা বক্ষ করে রাখেন তারপর তা কেউই তার জন্যে পাঠাতে পারে না, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

مَا يَفْتَحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَامِسَكَ  
لَهَا وَمَا يُمْسِكُ لَفَلَامِرِسَلَ لَهُ مِنْ بَعْلٍ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ<sup>⑦</sup>

৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের কথা শ্বরণ করো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো স্মষ্টি আছে— যে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রেখেক সরবরাহ করে; তিনি ছাড়া আর কোনোই মারুদ নেই, তারপরও তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে? يَا يَهْمَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ

৪. (হে নবী,) যদি এরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করে (তাহলে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা), তোমার আগেও নবীদের (এভাবে) মিথ্যা প্রতিপন্থ করা হয়েছিলো; আর সব কিছু তো (একদিন) আল্লাহ তায়ালার কাছেই প্রত্যাবিত্ত হবে। وَإِنْ يَكُنْ بُوكَ فَقَدْ كُنْ بْتَ رَسُولِنِي قَبْلَكَ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجُعُ الْأُمُورُ

৫. হে মানুষ, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, অতপর দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে। কোনো প্রতারক যেন তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কখনো ধোকায় না ফেলে। يَا يَهْمَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِيَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الْأُنْيَادُ وَلَا يَغْرِيَنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

৬. শয়তান হচ্ছে তোমাদের শক্তি, অতএব তোমরা তাকে শক্তি হিসেবেই গ্রহণ করো; সে তার দলবলদের এ জন্যেই আহ্বান করে যেন তারা (আর আনুগত্য করে) জাহানামের বাসিন্দা হয়ে যেতে পারে; إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُرُّ عَلَى فَاتِخْلُوهُ عَلَوْا إِنَّمَا يَلْعَبُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السُّعِيرِ

৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অধীকার করে তাদের জন্যে এক কঠিন শাস্তি রয়েছে, (অপরাদিকে) যারা (তার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

৮. অতপর সে ব্যক্তি— যার খারাপ কর্মকাণ্ড তার জন্যে শোভন করে রাখা হয়েছে, সে অবশ্য তাকে উত্তম (কাজ) হিসেবেই দেখতে পায়; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (তাকে) গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান (তাকে) তিনি হেদয়াত দান করেন, তাই (হে নবী,) তাদের ওপর আক্ষেপ করতে গিয়ে (দেখো,) তোমার জীবন যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়; ওরা যা কিছু করে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন। أَفْمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْلِكُ مِنْ يَشَاءُ فَلَاتَّلِهِبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি (তোমাদের জন্যে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا

পরে তাকে আমি (এক) নিজীর ভূখণ্ডের দিকে (উড়িয়ে) নিয়ে যাই, এরপর (এক পর্যায়ে) তা দিয়ে যমীনকে তার নিজীর হওয়ার পর পুনরায় আমি জীবন্ত করে তুলি; ঠিক এভাবেই (একদিন মানুষেরও) পুনর্গংথান (হবে)।

فَسَقَنَهُ إِلَى بَلْدٍ مِّنْ فَاحِيْبِنَا بِهِ الْأَرْضَ  
بَعْدَ مَوْتِهَا كَنْ لِكَ النَّشْوَرُ ⑤

১০. যদি কেউ মান মর্যাদা কামনা করে (তার জানা উচিত), যাবতীয় মান মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তাঁর দিকে শুধু পবিত্র বাকাই উঠে আসতে পারে, আর নেক কাজই তাকে (উচ্চাসনে) ওঠায়; যারা (সত্যের বিরুদ্ধে) নানা ধরনের মন্দ কাজের ফল্দি আঁটে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আয়াব; তাদের সব চক্রান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবে।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا  
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ  
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ  
السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرٌ  
أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ⑥

১১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন, অতপর একবিন্দু শুক্র থেকে (তিনি জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন), এরপর তোমাদের তিনি (নর নারীর) জোড় বানিয়েছেন; (এখানে) কোনো নারীই গর্ভবতী হয় না এবং সে কোনো সন্তানও প্রসব করে না, যার জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (পূর্বান্বেই মজনু) থাকে না; (আবার) কারো বয়স একটু বাড়ানো হয় না এবং একটু কমানোও হয় না, যা কোনো গ্রহে (সংরক্ষিত) নেই; অবশ্যই এটা আল্লাহ তায়ালার জন্যে সহজ ব্যাপার।

وَالله خَلَقَكُم مِّنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ  
جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْنَى  
وَلَا تَضَعُ أَلَا بِعْلِيهِ وَمَا يَعْرُمُ مِنْ مَعْرِ  
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمْرٍ أَلَا فِي كِتْبٍ إِنَّ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦

১২. দুটো (পানির) সমুদ্র এক সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটি হচ্ছে লোনা ও বিস্বাদ; তোমরা (এর) প্রত্যেকটি থেকেই (মাছ শিকার করে তার) তাজা গোশত আহার করো এবং (মাঝে মাঝে মুক্তার) অলংকার বের করে আনো (অতপর) তোমরা তা পরিধান করো, তোমরা আরও দেখতে পাও কিভাবে সেখানে জলযানসমূহ (পানি চিরে) চলাচল করে, যাতে করে তোমরা তাঁর দেয়া রেয়েক অনুসন্ধান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা (তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرُنَ هُنَّا عَذَابٌ  
فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابٌ وَهُنَّا مَلْحٌ أَجَاجٌ  
وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا  
وَتَسْتَخِرُجُونَ حِلَيَّةَ تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى  
الْفَلَكَ فِيهِ مَوَاحِرٌ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑧

১৩. তিনিই রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের ভেতর, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এরা সবাই এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করবে; তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তোমাদের সবার রব,

يُولِجُ الْيَلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي  
الْيَلِ وَسَخِّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ  
يَحْرِي لِأَجِلٍ مَسْمَى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ

যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্য যেসব (মারুদ)-কে ডাকো তারা তো তুচ্ছ একটি (খেজুরের) আঁটির বাইরের ঝিল্লিটির মালিকও নয়।

لَهُ الْمُلْكُ وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ  
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قُطْبِهِ<sup>৩৩</sup>

১৪. যদি তোমরা তাদের ডাকো—(গ্রথমত) তারা তো তোমাদের ডাক শুনবেই না, যদি তারা তা শোনেও তবে তারা তোমাদের ডাকের কোনো উভর দেবে না; (উপরন্ত) কেয়ামতের দিন তারা (নিজেরাই) তোমাদের শেরেককে অঙ্গীকার করবে; (এ সম্পর্কে) একমাত্র সুবিজ্ঞ সন্তা (আল্লাহ তায়ালা) ছাড়া অন্য কেউই তোমাকে কিছু অবহিত করতে পারবে না।

إِنْ تَدْعُوهُرَ لَا يَسْمَعُو دَعَاءَكُمْ وَلَوْ  
سَمِعُوا مَا أَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمةِ  
يُكَفِّرُونَ بِشَرِّكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ  
خَبِيرٍ<sup>৩৪</sup>

১৫. হে মানুষ, তোমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার সামনে অভাবগ্রস্ত, আর আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অভাবযুক্ত, (যাবতীয়) প্রশংসার মালিক।

يَا يَاهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ  
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيمُ<sup>৩৫</sup>

১৬. তিনি যদি চান তাহলে (দুনিয়ার বুক থেকে) তোমাদের (উঠিয়ে) নিয়ে যেতে পারেন এবং তোমাদের জায়গায় নতুন এক সৃষ্টিকে তিনি (এখানে) নিয়ে আসতে পারেন,

إِنْ يَشَاءُ يُنْهِيْ هَبَكْرَ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَلِيلٍ<sup>৩৬</sup>

১৭. আর এ (কাজ)-টি আল্লাহ তায়ালার জন্যে মোটেই কঠিন নয়।

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ<sup>৩৭</sup>

১৮. (কেয়ামতের দিন) কেউ কারো (গুনাহের) বোৰা বইবে না, কোনো ব্যক্তির ওপর (গুনাহের) বোৰা ভারী হলে সে যদি তা বইবার জন্যে (অন্য কাউকে) ডাকে, তাহলে তার কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও তা সরানো হবে না, (যাকে সে ডাকলো—) সে (তার) নিকটাত্তীয় হলেও নয়; (হে নবী,) তুমি তো কেবল সে লোকদেরই (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করতে পারো যারা গায়ব থেকে তাদের মালিককে ভয় করে, (উপরন্তু) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে; কেউ নিজের পরিশুল্কি সাধন করতে চাইলে সে তা করবে সম্পূর্ণ তার (নিজের কল্যাণের) জন্যে; চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের জায়গা তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أَخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ  
مُشْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحَمِّلُ مِنْهُ شَرِيعَةٌ  
لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنَذِّرُ الَّذِينَ  
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَمَنْ تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ  
اللَّهَ الْمَصِيرُ<sup>৩৮</sup>

১৯. একজন চক্ষুঘান ব্যক্তি ও একজন অঙ্গ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না—

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ<sup>৩৯</sup>

২০. না আঁধার ও আলো (কখনো সমান হতে পারে),

وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ<sup>৪০</sup>

২১. ছায়া এবং রোদও (তো সমান) নয়,

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرَوْر<sup>৪১</sup>

২২. (একইভাবে) একজন জীবিত মানুষ এবং একজন মৃত মানুষও সমান নয়; আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে (ভালো কথা) শোনান, তুমি এমন মানুষকে কিছু শোনাতে পারবে না— যে কবরের অধিবাসী (হয়ে গেছে)।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْمَوْاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسِّعٍ  
مِّنِ الْقُبُورِ

২৩. (আসলে) তুমি তো (জাহানামের) একজন সতর্ককারী বৈ আর কিছুই নও।

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ

২৪. অবশ্যই আমি তোমাকে সত্য (দীন)-সহ (জাহানাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহানামের) সতর্ককারীরপেই পাঠিয়েছি; কখনো কোনো উদ্যত এমন ছিলো না, যার জন্যে কোনো সতর্ককারী অতিবাহিত হয়নি!

إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحِقِّ بَشِّيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَفَهَا نَذِيرٌ

২৫. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে (এর জন্যে তুমি উৎকর্ষিত হয়ে না,) এদের আগের লোকেরাও (নবীদের) মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছিলো, (যদিও) তাদের নবীরা তাদের কাছে (নবুওতের) দীপ্তিমান গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলো!

وَإِنْ يَكُنْ بِكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءُهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزِبْرِ وَبِالْكِتَبِ الْمُنِيرِ

২৬. অতপর যারা (নবীদের) অস্বীকার করেছে, আমি তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি, কতো ভয়ংকর ছিলো আমার আবার!

ثُمَّ أَخْذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانُوا نَكِيرٌ

২৭. (হে মানুষ,) তুমি কি (এ বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা করো না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর এ (পানি) দ্বারা আমি (যমীনের বুকে) রং-বেরংয়ের ফলমূল উদ্গত করি, পাহাড়সমূহও রয়েছে (নানা রংয়ের, কোনোটা) সাদা (কোনোটা) লাল, এর রংও বিচিত্র রকমের, কোনোটা আবার নিকষ কালো।

أَلْرَّتَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرٍ مُخْتَلِفًا لَوْاْنَاهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جَدَّ بِيْضٍ وَحِمْرٍ مُخْتَلِفًا لَوْاْنَاهَا وَغَرَابِيبٍ سُودٍ

২৮. একইভাবে মানুষ, (যমীনের ওপর) বিচরণশীল জীবজন্তু এবং পশুসমূহও রয়েছে নানা রংয়ের; আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর বান্দাদের মাঝে সেসব লোকেরাই বেশী ভয় করে যারা (এ সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে) জানে, আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفَ الْوَانَهُ كَلِّ لَكَ أَنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعَلَمُؤُا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

২৯. যারা আল্লাহ তায়ালার কিতাব পাঠ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আমি তাদের যে রেয়েকে দিয়েছি তা থেকে যারা (আমারই উদ্দেশে) গোপনে কিংবা

إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَّنَ كِتَبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا

প্রকাশ্যে দান করে, (মূলত) তারা এমন এক ব্যবসার আশায় আছে যা কখনো ধৰ্ষস হবে না;

وَلَعْنَيَّ يِرْجُونَ تِجَارَةً لِّنَتْبُورَ ﴿١﴾

৩০. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) তিনি যেন তাদের কাজের পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাদের (পাওনা) আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন; অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

لِيُوْفِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيلُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ  
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢﴾

৩১. (হে নবী,) যে কিতাব আমি তোমার ওপর ওহী করে পাঠিয়েছি তাই একমাত্র সত্য, এর আগের যেসব (কিতাব) রয়েছে (এ কিতাব) তার সমর্থনকারী; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভালো করে জানেন ও দেখেন।

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ  
هُوَ الْحَقُّ مُصِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
بِعِبَادَةِ الْخَبِيرِ بِصَمِيرٍ ﴿٣﴾

৩২. অতপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে তাদের সে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যাদের আমি (এ কাজের জন্যে) বাছাই করেছি, তারপর তাদের কিছু লোক নিজেই নিজের ওপর যালেম হয়ে বসলো, তাদের মধ্যে কিছু মধ্যপন্থীও ছিলো, তাদের মাঝে আবার এমন কিছু লোক (ছিলো) যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে নেক কাজে ছিলো অগ্রগামী; এটাই হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) বড়ো অনুগ্রহ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِي نَأَيْنَا مِنْ  
عَبَادَانَا، فَمِنْهُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ  
مَقْتَصِّلٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخِيرِتِ بِأَدْنِ  
اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٤﴾

৩৩. (সেদিন) তারা এক চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তাদের সোনায় বাঁধানো ও মুক্তাখচিত কাঁকন পরানো হবে, সেখানে তাদের গোশাক হবে রেশমের।

جَنَّتُ عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ يُؤْخَلُونَ فِيهَا  
مِنْ أَسَاوِرِ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلَبَاسُهُمْ  
فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٥﴾

৩৪. তারা বলবে, সমস্ত তারিফ আল্লাহর, যিনি (আজ) আমাদের কাছ থেকে (যাবতীয় দুঃখ) কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন; অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী,

وَقَالُوا إِنَّمَا لِهُ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنَ  
إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٦﴾

৩৫. যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের (এতো সুন্দর) নিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের (আর) কোনো রকম কষ্ট স্পর্শ করবে না, স্পর্শ করবে না আমাদের কোনো রকম ক্লান্তি (ও অবসাদ)!

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسِنَا  
فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا لَغْوَبٌ ﴿٧﴾

৩৬. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদের ওপর এমন আদেশ হবে না যে, তারা মরে যাবে- না তাদের থেকে জাহান্নামের আয়ার লম্বু করা হবে; আমি প্রতিটি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দেই।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمُ لَا يَقْضِي  
عَلَيْهِمْ فَيُمْتَوْا وَلَا يَخْفَ عنْهُمْ مِنْ  
عَلَّابِهَا، كُلُّ لَكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٨﴾

৩৭. (আয়াবের কষ্টে) তারা সেখানে আর্তনাদ করবে, আর বলবে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের এ (আয়াব থেকে) বের করে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, (আগে) যা কিছু করতাম (এবার) তার বদলে (ভিন্ন কিছু করবো); (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়ায় এক দীর্ঘ জীবন দান করিনি? সাবধান হতে চাইলে কেউ কি সেখানে সাবধান হতে পারতো না? (তাছাড়া) তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী (নবী)-ও এসেছিলো; সুতরাং (এখন) তোমরা আয়াবের মজা উপভোগ করো, (মূলত) যালেমদের (সেখানে) কোনোই সাহায্যকারী নেই।

৩৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনের (যাবতীয়) গায়ব সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, (মানুষের) মনের ভেতরে যা কিছু লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কেও তিনি ভালো করে জানেন।

৩৯. তিনিই (এ) যমীনে তোমাদের (তাঁর) প্রতিনিধি বানিয়েছেন; অতপর যে কোনো ব্যক্তিই (খানে) কুফরী করবে, তার কুফরী (ও কুফরীর ফলাফল) তার নিজের ওপরই (পড়বে); কাফেরদের জন্যে (এ) কুফরী কেবল (তাদের প্রতি) তাদের মালিকের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি করে, কাফেরদের এ কুফরী (তাদের নিজেদের) বিনাশ ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

৪০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের (সেসব) শরীকদের কথা ভেবে দেখেছো কি? যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে ডাকো, তোমরা আমাকে দেখাও তো তারা এ যমীনের কিছু সৃষ্টি করেছে কিনা— কিংবা আকাশমণ্ডল সৃষ্টির (পরিকল্পনার) মাঝে তাদের কোনো অংশ আছে কিনা— না আমি তাদের কোনো কিতাব দান করেছি যে, তার কোনো দলীল প্রমাণের ওপর তারা নির্ভর করতে পারে, বরং এরা হচ্ছে যালেম, এরা একে অপরকে শুধু প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।

৪১. (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই আসমানসমূহ ও যমীনকে স্থির করে রেখেছেন, যাতে করে ওরা (স্বীয় কক্ষপথ থেকে) বিচ্যুত না হতে পারে, যদি (কখনো) ওরা কক্ষচ্যুত হয়েই পড়ে তাহলে (বলো), তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে এদের উভয়কে (পুনরায়) স্থির করতে পারবে, অবশ্যই ④ আহল মৃত্যু বেঁচে নাবে কান খালিয়া গ্ফুরা ⑤ তিনি মহা সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۝ رَبُّنَا أَخْرَجَنَا  
نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ  
أَوْلَمْ نَعْمِرْ كَمْ مَا يَتَنَزَّلُ كَرْ فِيهِ مَنْ تَنَزَّلَ  
وَجَاءَ كَمْ النَّبِيرُ ۝ فَنَّ وَقَوْا فَمَا لِلظَّالِمِينَ  
مِنْ نِصْبٍ ④

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذِلِّ الصَّدَرِ ⑤

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ  
فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ وَلَا يَبْيَدُ الْكُفَّارُ  
كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَنَأً وَلَا يَبْيَدُ  
الْكُفَّارُ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ⑥

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شَرْكَاءَ كَمِ الَّذِينَ تَلَّعَنَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْوَنَى مَا ذَا خَلَقُوا مِنْ  
الْأَرْضِ أَتَمْ لَهُمْ شُرُكٌ فِي السَّمَوَاتِ  
أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ  
بَلْ إِنْ يَعْلَمُ الظَّالِمُونَ بِعِصْمِهِمْ بَعْضًا إِلَّا  
غَرُورًا ⑦

إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ  
تَرْوِلَةَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ  
أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۝ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ⑧

৪২. এরাই (এক সময়) আল্লাহ তায়ালার নামে ۸۰ مَوْسُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانَهُ لَئِنْ جَاءَهُمْ  
সুদৃঢ় কসম করে বলতো, যদি তাদের কাছে (আল্লাহ তায়ালার) কোনো সতর্ককারী (নবী) আসে, তাহলে  
তারা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা (তার প্রতি)  
অধিকতর আনুগত্যশীল হবে, অতপর (সত্যিই)  
যখন তাদের কাছে সতর্ককারী (নবী) এলো, তখন  
তার আগমন এদের (সত্য-) বিমুখতাই শুধু বাড়িয়ে  
দিলো,

نَذِيرٌ لَّيْكُونَ نَذِيرٌ مِّنْ إِحْدَى  
الْأَمْرِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادُهُمْ إِلَّا  
نَفْرَا ④

৪৩. (বাড়িয়ে দিলো আল্লাহর) যমীনে এদের অহংকার  
প্রকাশ ও কুটিল ঘড়্যন্ত। কুটিল ঘড়্যন্ত (জাল অবশ্য)  
ঘড়্যন্তকারী ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করে না, তবে  
কি তারা অতীতে (ঘড়্যন্তকারীদের সাথে) যা কিছু  
ঘটেছে তেমন কিছুর প্রতীক্ষা করছে? (যদি তাই হয়,  
তবে শুনে রাখো,) তুমি (এদের বেলায়ও) আল্লাহর  
বিধানের কোনো পরিবর্তন দেখবে না, না কখনো তুমি  
(এ ব্যাপারে) আল্লাহর বিধানকে নড়াচড়া অবস্থায়  
(দেখতে) পাবে।

إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيْئِ  
وَلَا يَحِيقُ الْمُكْرَ السَّيْئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهُمْ  
يَنْظَرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْأَوْلَيْنَ فَلَنْ تَجِدْ  
لِسْنَتِ اللَّهِ تَبَيَّنَ يَلَاهُ وَلَنْ تَجِدْ لِسْنَتِ  
اللَّهِ تَحْوِيلًا ⑤

৪৪. তারা কি যমীনে পরিভ্রমণ করেনি, তারা  
কি তাদের আগের (বিদ্রোহী) লোকদের পরিণাম  
দেখেনি, তা কেমন (ভয়াবহ) ছিলো! অথচ তারা  
এদের তুলনায় ছিলো অনেক শক্তিশালী; (কিন্তু  
আল্লাহর সিদ্ধান্ত যখন এলো, তখন) আসমানসমূহ  
ও যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালাকে ব্যর্থ  
করে দিতে পারলো না; অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, ۱۰  
সর্বশক্তিমান।

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظَرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا  
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْجِزَ  
مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا قَدِيرًا ⑥

৪৫. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার (বিদ্রোহমূলক)  
আচরণের জন্যে পাকড়াও করতে চাইলে ভূগৃহের  
কোনো একটি জীব জন্মুকেও তিনি রেহাই দিতেন  
না, কিন্তু তিনি তাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত  
অবকাশ দেন, অতপর যখন তাদের (সে নির্দিষ্ট)  
সময় আসবে (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করবেন),  
আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর বান্দাদের যাবতীয়  
কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا  
تَرَكَ عَلَى ظَهِيرَهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ  
إِلَى آجَلٍ مَسْمُىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ⑦

৫  
কুরু

আয়াত ৮৩  
রুকু ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা ইয়াসীন  
মকায় অবতীর্ণ

১. ইয়াসীন,

يَسِّ

২. জানগর্ত কোরআনের শপথ,

وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ⑧

৩. তুমি অবশ্যই রসূলদের একজন,

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ③

৪. তুমি (প্রতিষ্ঠিত রয়েছো) সরল পথের ওপর,

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ④

৫. পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আল্লাহ তায়ালা)-এর  
কাছ থেকেই এ (কোরআনের) অবতরণ;

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ⑤

৬. যাতে করে (এর মাধ্যমে) তুমি এমন একটি জাতির (লোকদের) সতর্ক করে দিতে পারো, যাদের বাপদাদাদের (ঠিক এভাবে) সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফেল (রয়ে গেছে)।

غَفْلُونَ ⑥

৭. তাদের অধিকাংশ লোকের ওপরই (আল্লাহ তায়ালা) বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।

لَا يُؤْمِنُونَ ⑦

৮. আমি ওদের গলদেশসমূহে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি,  
অতপর তা তাদের চিরুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে, ফলে  
তারা উর্ধ্মরূপী হয়ে আছে।

إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعِنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِيهِمَا إِلَىٰ

الْأَذْقَانِ فِيهِمْ قَمْحَوْنَ ⑧

৯. আমি তাদের সামনে পেছনে (অঙ্ককারের) প্রাচীর  
দাঁড় করিয়ে দিয়েছি তাদের (দৃষ্টি) ঢেকে দিয়েছি,  
ফলে তারা দেখতে পায় না।

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغَشَيْنَاهُمْ فِيهِمْ لَا

يَبْصِرُونَ ⑨

১০. (এ অবস্থায়) তুমি তাদের (আল্লাহর আয়াব সম্পর্কে) সাবধান করো বা না করো, উভয়টাই তাদের  
জন্যে সমান কথা, তারা ঈমান আনবে না।

لَا يُؤْمِنُونَ ⑩

১১. তুমি তো কেবল এমন লোককেই সতর্ক করতে  
পারো যে (আমার) উপদেশ মেনে চলে এবং দয়াময়  
(আল্লাহ তায়ালা)কে গায়ব থেকে ভয় করে, (যে  
ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে) তাকে তুমি ক্ষমা  
ও মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দান করো।

إِنَّمَا تُنَذِّرُ مِنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ

الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ هَبَشَرَةٌ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٌ

كَرِيمٌ ⑪

১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি, তারা যা কিছু  
আমল (আল্লাহর কাছে) পাঠিয়ে দিয়েছে সেগুলোকে  
আমি যথাযথ লিখে রাখি, নিজেদের (কর্মকাণ্ডে)  
চিহ্ন হিসেবে যা কিছু তারা (দুনিয়ায়) রেখে যায়  
তাও আমি (লিখে রাখি); প্রতিটি জিনিসকে আমি  
একটি সুস্পষ্ট কিতাবে গুনে গুনে (জমা করে)  
রেখেছি।

إِنَّا نَحْنُ نُحْكِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا

قَدْ مَوَىٰ وَأَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

إِمَامٍ مُبِينٍ ⑫

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ  
دُعْتُهُمْ بِهِمْ فَلَمْ يَأْتُوكُمْ  
جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ⑯

১৩. (হে নবী,) এদের কাছে তুমি একটি জনপদের  
দৃষ্টিভঙ্গ পেশ করো, যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ  
থেকে কয়েকজন রসূল এসেছিলো,

إِذَا دَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ أَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا  
فَعَزَّزْنَا بِشَالِيٍّ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ  
مَرْسَلُونَ ⑯

১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছি  
তখন তারা এদের উভয়কেই অস্বীকার করেছে, এরপর  
আমি তৃতীয় একজন দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিলাম,  
অতপর তারা (তাদের কাছে এসে) বললো, আমরা  
অবশ্যই তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে আবিভূত  
হয়েছি।

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا  
أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا  
تَكُونُونَ ⑯

১৫. (এ কথা শুনে) তারা বললো, তোমরা তো  
(দেখছি) আমাদের মতো কতিপয় মানুষ ছাড়া আর  
কিছুই নও, (আসলে) দয়াময় (আল্লাহ তায়ার  
আমাদের জন্যে) কিছুই পাঠাননি, তোমরা (অথবাই)  
মিথ্যা কথা বলছো!

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْকُمْ لَمَرْسَلُونَ ⑯

১৬. তারা বললো, আমাদের রব জানেন,  
আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে (তাঁর পাঠানো)  
রসূল।

وَمَا عَلِيَّنَا إِلَّا بَلَغَ الْمُبْيِنَ ⑯

১৭. তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (আল্লাহর বাণী)  
গৌছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব  
নেই।

১৮. তারা বললো, (কিন্তু) আমরা তো তোমাদেরই  
(আমাদের সব) অমংগলের কারণ মনে করি, যদি  
তোমরা (খেঞ্চে এসব কাজ থেকে) ফিরে না আসো  
তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের পাথর মারবো,  
(উপরন্তু) তোমাদের অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে  
(আরো) কঠিন শাস্তি স্পর্শ করবে।

قَالُوا إِنَّا تَطَهَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ  
تَنْتَهُوا لِنَرْجُمْنَكُمْ وَلَيَهْسِنْكُمْ مِّنْ  
عَلَّابِ الْيَمِّ ⑯

১৯. তারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য (অকল্যাণ)  
তো তোমাদের সাথেই লেগে আছে; তোমাদের (যে  
ভালো কাজের কথা) শ্রবণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে (এটা  
কি অমংগলের কাজ)? আসলে তোমরা হচ্ছে একটি  
সীমালংঘনকারী জাতি।

قَالُوا طَائِرٌ كُرْمٌ مَعْكُرٌ أَئِنْ ذِكْرَتِ  
أَنْتَ قَوْمًا مَسْرِفُونَ ⑯

২০. (এমন সময়) নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি  
ছুটে এলো এবং (সে এসে সবাইকে) বললো, হে  
আমার জাতির লোকেরা, তোমরা (আল্লাহর) রসূলদের  
অনুসরণ করো,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمِيَانِ رَجُلٌ يَسْعِي  
قَالَ يَقُولُمْ أَتَبِعُوا الْمُرْسِلِينَ ⑯

২১. অনুসরণ করো এমন এক রসূলের, যে তোমাদের  
কাছে (হেদয়াতের) কোনো প্রতিদান চায় না,  
(আসলে যারা তার অনুসরণ করবে) তারা হবে  
হেদয়াতপ্রাপ্ত।

اتَّبِعُوا مِنْ لَا يَسْعِلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ  
مُهْتَدِونَ ⑯

২২. আমার জন্যে এমন কি (অজুহাত) থাকতে পারে যে, আমি তাঁর এবাদাত করবো না যিনি আমাকে পয়দা করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে (একদিন) ফিরে যেতে হবে!

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي  
تَرْجَعُونَ

২৩. আমি কি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মারুদ গ্রহণ করবো? (অর্থ) দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা) যদি (আমায়) কোনো ক্ষতি পৌছাতে চান তাহলে ওদের কোনো সুপারিশই তো আমার কোনো কাজে আসবে না, না তারা কেউ আমাকে (সে ক্ষতি থেকে) উদ্ধার করতে পারবে,

أَتَخْلُ مِنْ دُونِهِ الْهَمَّةُ إِنْ يَرِدْ  
الرَّحْمَنُ بِصَرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ  
شَيْئًا وَلَا يَنْقُلُونِ

২৪. (আমি যদি তেমন কিছু করি) তাহলে অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবো।

إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

২৫. অবশ্যই আমি (এ গোমরাহীর বদলে) তোমাদের মালিকের ওপর দুমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো;

إِنِّي أَمْتَ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

২৬. (মেরে ফেলার পর) তাকে বলা হলো, যাও, তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো; সে বললো, আফসোস, যদি আমার জাতি (আমার এ সৌভাগ্যের কথাটা) জানতে পারতো যে-

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي  
يَعْلَمُونَ

২৭. আমার রব আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি সম্মানিত (মানুষ)-দের দলে শামিল করে নিয়েছেন।

بِمَا غَفَرَ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرِمِينَ

২৮. তার (হত্যাকাণ্ডের) পর (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) আমি তার জাতির ওপর আসমান থেকে কোনো বাহিনী পাঠাইনি, না আমার (তেমন) কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন ছিলো!

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جِنِّي

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كَنَا مِنْ زَلِيلَ

২৯. (আমি যা করেছি) তা ছিলো একটিমাত্র বিকট গর্জন, (তাতেই) ওরা সবাই নিখর নিষ্ঠক হয়ে গেলো!

إِنْ كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ  
رَسُولٌ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِنُونَ

৩০. আফসোস বান্দাদের ওপর, তাদের কাছে এমন একজন রসূলও আসেনি, যাদের সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি!

يَحْسَرَةً عَلَى الْعَبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ  
رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِنُونَ

৩১. তারা কি (এ বিষয়টি) লক্ষ্য করেন যে, তাদের আগে আমি কতো জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি, যারা (আর কোনোদিনই) তাদের কাছে ফিরে আসবে না;

أَلَّا يَرِوْا كَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ  
أَنْهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ

৩২. তাদের সবাইকেই (একদিন) আমার সামনে এনে হায়ির করা হবে।

وَإِنْ كُلَّ لِمَّا جَمِيعَ لَنَّ بِنَا مَحْضُورُونَ

৩৩. তাদের জন্যে আমার (কুদরতের) একটি নির্দেশন হচ্ছে

وَأَيَّةً لِهِمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ

(এই) মৃত যমীন, যাকে আমি (পানি বর্ষণ করে) জীবন দান করি এবং তা থেকে শস্যদানা বের করে আনি, অতপর তা থেকেই তারা (নিজ নিজ) খাবার খায়।

أَحَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فِيهِ يَا كُلُونَ

৩৪. আমি তাতে (আরো) সৃষ্টি করি (নানা প্রকার) খেজুর ও আংগুরের বাগান, প্রবাহিত করি অসংখ্য (নদীনালার) প্রস্রবণ,

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَتَ مِنْ نَخْلٍ وَأَعْنَابٍ  
وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْنِ

لِيَا كُلُونَ مِنْ ثَمَرٍ «وَمَا عَيْلَتْهُ أَيْدِيْ يَهْرَ  
أَفَلَا يَشْكُرُونَ

(৩)

৩৫. যাতে করে তারা এর ফলমূল উপভোগ করতে পারে, (আসলে) এগুলোর কোনোটাই তো তাদের হাতের অর্জন নয়, (তারপরও) কি তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না?

لِيَا كُلُونَ مِنْ ثَمَرٍ «وَمَا عَيْلَتْهُ أَيْدِيْ يَهْرَ  
أَفَلَا يَشْكُرُونَ

৩৬. পরিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সরকিছু জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, (চাই তা) যমীনের উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে হোক, কিংবা (হোক) স্বয়ং তাদের নিজেদের থেকে, অথবা এমন সব সৃষ্টি থেকে হোক, যাদের (সম্পর্কে) মানুষ (এখনো) আদৌ কিছু জানেই না।

سَبَحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ لِكُلِّهَا مِنَ  
تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

(৩)

৩৭. তাদের জন্যে (আমার আরেকটি) নির্দশন হচ্ছে (এই) রাত, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, ফলে এরা সবাই (এক সময়) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,

وَآيَةٌ لِهُمُ الْأَيْلُ مَنْ سَلَخَ مِنْ النَّهَارَ  
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ

(৩)

৩৮. সূর্য তার জন্যে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট গতির মাঝে আবর্তন করে; এটা হচ্ছে মহাপ্রাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার ইহ সুনির্ধারিত (নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা);

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍ لَهَا ذَلِكَ  
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ

(৩)

৩৯. (আরো রয়েছে) চাঁদ, তার জন্যে আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্ধারণ করেছি, (এমনকি এক সময়) তা পুরনো খেজুরের একটি (পাতলা) ডালের মতো (ক্ষীণ) হয়ে পড়ে।

وَالْقَمَرُ قَدْ رَنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ  
كَالْعَرْجُونِ الْقَلِيلِ

(৩)

৪০. সূর্যের এ ক্ষমতা নেই, সে চাঁদকে নাগালের মাঝে পাবে— না রাত (কখনো) দিনকে ডিঙিয়ে আগে চলে যেতে পারবে; (মূলত চাঁদ সুরুজসহ) প্রত্যেকেই শূন্যলোকে সাঁতার কেটে চলেছে।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ  
الْقَمَرُ وَلَا الْأَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي  
فَلَكَ يَسْبُحُونَ

(৩)

৪১. তাদের জন্যে (আরেকটি) নির্দশন হচ্ছে, আমি তাদের বংশধরদের (এক সময় একটি) তরা নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম;

وَآيَةٌ لِهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذِرَيْتَمْ فِي الْفَلَكِ  
الْمَشْحُونِ

(৩)

৪২. তাদের জন্যে আমি সে নৌকার মতো একটি যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে (মাল সামানসহ) তারা আরোহণ করছে।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

(৩)

৪৩. (অথচ) আমি চাইলে (মাল সামানসহ) এদের সবাইকে ডুবিয়ে দিতে পারি, সে অবস্থায় তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, না এদের (তখন) উদ্ধার করা হবে।

وَإِنْ شَاءْنَفِرْ قَمْرٌ فَلَا مَرِيخٌ لَهُمْ وَلَا  
هُمْ يَنْقُولُونَ

(৩)

৪৪. তবে (এটা) আমার অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না এবং (এটা ছিলো) এক সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (তাদের এ বৈষয়িক) সম্পদ (উপভোগ করা)।

৪৫. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা তোমাদের সামনে ^ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَقْوَا مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ<sup>৪৪</sup> যে (অবশ্যগতী আবাদ) রয়েছে তাকে ভয় করো, (ভয় করো) যা (কিছু) পেছনে আছে (তাকেও), আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

৪৬. তাদের মালিকের নির্দর্শনসমূহ থেকে তাদের কাছে এমন কোনো নির্দর্শন আসেনি যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি!

৪৭. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে (কিছু অংশ) ব্যয় করো, তখন (এ) কাফেররা ঈমানদারদের বলে, আমরা কেন তাদের খাওয়াতে যাবো যাদের আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে নিজেই খাবার দিতে পারতেন (হে নবী, তুমি বলো), আসলেই তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) আছো!

৪৮. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে ^ وَيَقُولُونَ مَتَى هُنَّا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ<sup>৪৫</sup> (বলো, কেয়ামতের) প্রতিশ্রূতি করে (পূর্ণ) হবে? صِلْقَيْنَ<sup>৪৬</sup>

৪৯. যে বিষয়টির জন্যে এরা অপেক্ষা করছে, তা তো ^ مَا يَنْظَرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخِلُهُمْ<sup>৪৭</sup> এক মহাগর্জন, (হঠাতে করেই) তা এদের পাকড়াও করবে এবং (দেখা যাবে তখনো) তারা (এ ব্যাপারে) বাকবিত্তা করেই চলেছে।

৫০. তারা (তখন শেষ) উসিয়তটুকু পর্যন্ত করে যেতে ^ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَّا أَهْلَهُمْ<sup>৪৮</sup> সক্ষম হবে না, না তারা তাদের পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে আসবে।

৫১. (দ্বিতীয় বার) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে ^ وَنَفْخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجَاثِ<sup>৪৯</sup> তখন মানুষগুলো সব নিজেদের কবর থেকে বেরিয়ে নিজেদের মালিকের দিকে ছুটতে থাকবে।

৫২. তারা (হতভুব হয়ে) বলবে, হায় (কপাল আমাদের)! কে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো (ফেরেশতারা বলবে), এ হচ্ছে (সে কেয়ামত), দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যার ওয়াদ করেছিলেন, আর নবী রসূলরাও সত্য কথা বলেছেন।

৫৩. (মূলত) এটি এক মহাগর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়, ^ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ<sup>৫০</sup> (এরপর) সাথে সাথে সবাইকে (হাশরের ময়দানে) আমার সামনে এনে হায়ির করা হবে।

**إِلَّا رَحْمَةً مِنَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ**<sup>৪৪</sup>

**وَمَا خَلَقْنَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**<sup>৪৫</sup>

**وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ أَقَالَ**  
**الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعْمُ مِنْ**  
**لَوْيَشَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُمْ إِنْ آتَنَا إِلَيْهِمْ**  
**ضَلَلٌ مِّبِينٌ**<sup>৪৬</sup>

**وَهُمْ يَخِصِّمُونَ**<sup>৪৭</sup>

**يَرْجِعُونَ**<sup>৪৮</sup>

**قَالُوا يُوْلَيْنَا مِنْ بَعْدِنَا مِنْ مَرْقَلِ نَادِي**  
**هُنَّا مَا وَعَنَ الرَّحْمَنِ وَصَلَقَ الْمَرْسَلُونَ**<sup>৪৯</sup>

**إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ**<sup>৫০</sup>

**جَمِيعُ لَلَّيْنَا مَحْسُرُونَ**<sup>৫১</sup>

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلِمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا  
تُجزِّونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ④

৫৫. অবশ্যই জান্মাতের অধিবাসীরা সেদিন এক মহা **إِنَّ أَصْحَبَ الْجِنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فِيهِنَّ** ⑤  
আনন্দে থাকবে,

৫৬. তারা এবং তাদের সংগী-সংগিনীরা (আরশের) **هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ لَيْلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ**  
সুশীল ছায়ায় (সুসজ্জিত) আসনের ওপর হেলান  
দিয়ে বসবে। **مَتَكِّعُونَ** ⑥

৫৭. সেখানে তাদের জন্যে (মজুদ) থাকবে (নানা  
প্রকারের) ফলমূল, তাদের জন্যে (আরো থাকবে)  
এমন সব কিছু, যা তারা কামনা করবে। **لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَلْعَبُونَ** ⑦

৫৮. পরম দয়ালু মালিকের পক্ষ থেকে তাদের বলা  
হবে, (তোমাদের ওপর) সালাম (বর্ধিত হোক)। **سَلَّمَ تَقْوَلَّا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ** ⑧

৫৯. (অপরদিকে পাপীদের বলা হবে,) হে অপরাধীরা,  
তোমরা (আজ আমার ঈমানদার বান্দাদের কাছ  
থেকে) আলাদা হয়ে যাও। **وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيْمَانَ الْمُجْرِمُونَ** ⑨

৬০. হে আদমের সন্তানরা, আমি কি তোমাদের (এ  
মর্মে) নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের গোলামী  
করো না, অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন,  
**أَلْرَأَعْمَلُ إِلَيْكُمْ يَبْيَنِي أَدَمَ أَنَّ لَا تَعْبُدُونَ وَالشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَى مَبِينٍ** ⑩

৬১. তোমরা শুধু আমারই এবাদাত করো, এটিই হচ্ছে  
সহজ সরল পথ। **وَأَنِ اعْبُدُونِي هُنَّ أَصْرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** ⑪

৬২. (আর শয়তান)- সে তো (আগেও) অনেক **وَلَقَدْ أَفْلَى مِنْكُمْ جِبْلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ**  
লোককে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে; (তা দেখেও) কি তোমরা বুঝতে পারছো না?  
**تَكُونُوا تَعْقِلُونَ** ⑫

৬৩. (হ্যাঁ,) এ (হচ্ছে) সেই জাহানাম, তোমাদের  
সাথে যার ওয়াদা করা হচ্ছিলো। **هُنَّ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تَوَعَّدُونَ** ⑬

৬৪. আজ তোমরা তাতে গিয়েই প্রবেশ করো, যাকে  
(দুনিয়ায়) তোমরা অঙ্গীকার করছিলে। **إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كَنْتُمْ تَكْفُرُونَ** ⑭

৬৫. আজ আমি তাদের মুখের ওপর মোহর মেরে  
দেবো, তাদের হাতগুলো (এখন) আমার সাথে কথা  
বলবে, তাদের পা-গুলো সাঞ্চ দেবে- (দুনিয়ায়)  
তারা যা কিছু অর্জন করছিলো। **أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَنَكْلِمُنَا أَيْلِ يَمِّهِمْ وَتَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** ⑮

৬৬. আমি যদি চাইতাম, আমি এদের (চোখ থেকে)  
দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করে দিতাম, (সে অবস্থায়) এরা  
কিভাবে (চলার পথ) দেখে নিতো!  
**وَلَوْ نَشَاءُ لَطَهِسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّি يَبْصِرُونَ** ⑯

৬৭. (তাছাড়া) আমি যদি চাইতাম তাহলে তাদের নিজ  
নিজ জায়গায়ই তাদের আকৃতি বিনষ্ট করে দিতে পারতাম,  
**وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانِتِهِمْ**

সে অবস্থায় এরা সামনের দিকেও যেতে পারতো না,  
আবার পেছনেও ফিরে আসতে পারতো না!

فَمَا أَسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ<sup>৩৫</sup>

৬৮. যাকেই আমি দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকেই আমি  
সৃষ্টিগত (দিক থেকে) তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে  
নিয়ে যাই; তারা কি (কিছুই) বুঝতে পারে না?

وَمِنْ نِعْمَةٍ نُنِكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا  
يَعْقِلُونَ<sup>৩৬</sup>

৬৯. (জেনে রেখো,) আমি এ (রসূল)-কে কাব্য  
(রচনা) শেখাইনি এবং এটা তার (নবী মর্যাদার)  
পক্ষে শোভনীয়ও নয়; (তার আনন্দ হস্ত) একটি  
উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمَا عَلِمْنَا الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ  
হُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مِّبْينٌ<sup>৩৭</sup>

৭০. যাতে করে সে তার দ্বারা যে (অন্তর) জীবিত-  
তাকে (জাহান্মারের ব্যাপারে) সতর্ক করে দিতে পারে  
এবং (যার দ্বারা) কাফেরদের ওপর শাস্তির ঘোষণাও  
সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

لِيَنِلِ رَمَنْ كَانَ حَيَا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى  
الْكُفَّارِ<sup>৩৮</sup>

৭১. এরা কি লক্ষ্য করেন যে, আমার নিজের হাত  
দিয়ে বানানো সৃষ্টির মাঝে আমি তাদের (বহুবিধ  
কল্যাণের) জন্যে পশু পয়ন্দা করেছি, আর (এখন)  
তারা (নিজেরাই) এগুলোর মালিক হয়ে বসেছে!

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُ  
أَيْدِيهِنَا آنَعَامًا فَهُمْ لَهَا مِلْكُونَ<sup>৩৯</sup>

৭২. আমিই এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি,  
এর কিছু হচ্ছে তাদের বাহন, আর কিছু এমন যার  
(গোশত) থেকে তারা (নিজেদের) খাদ্য প্রাপ্ত করে।

وَذَلِيلُنَا لَهُمْ فِيهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا  
يَأْكُلُونَ<sup>৪০</sup>

৭৩. তার মধ্যে তাদের জন্যে (আরো) উপকারিতা  
রয়েছে, রয়েছে পানীয় বস্তু; তবুও কি তারা (তাঁর)  
শোকর আদায় করবে না!

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ<sup>৪১</sup>

৭৪. তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের মারুদ  
বানায়, (তাও) এ আশায় যে, তাদের সাহায্য করা  
হবে!

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْهَمَةً لَعَلَّهُمْ  
يُنْصَرُونَ<sup>৪২</sup>

৭৫. (অথচ) তারা তাদের কোনো রকম সাহায্য করার  
ক্ষমতাই রাখে না, বরং (কেয়ামতের দিন তাদের)  
সবাই দলবদ্ধভাবে (জাহান্মামে এসে) জড়ে হবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنَاحٌ  
مَحْضُরُونَ<sup>৪৩</sup>

৭৬. (হে নবী,) এদের (এসব) কথাবার্তা যেন  
তোমাকে উদ্বিগ্ন না করে। অবশ্যই আমি জানি যা কিছু  
এরা গোপন করে এবং যা কিছু এরা প্রকাশ্যে বলে।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا  
يُسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ<sup>৪৪</sup>

৭৭. এ মানুষগুলো কি দেখে না যে, আমি তাদের  
একটি (ক্ষুদ্র) শুক্রকীট থেকে পয়ন্দা করেছি, অথচ  
(ক্ষুদ্র কীটের) সে (ক্ষুদ্র মানুষটিই একদিন আমার  
সৃষ্টির ব্যাপারে) খোলাখুলি বিভক্তাকারী হয়ে পড়লো!

أَوَلَمْ يَرَ إِلَّا إِنْسَانٌ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ نُطْفَةٍ  
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مِّبْينٌ<sup>৪৫</sup>

৭৮. সে আমার সম্পর্কে (নানা) কথা রচনা (করতে  
শুরু) করলো (এবং) সে লোকটি তার নিজ সৃষ্টিকাকে  
ভুলে গেলো; সে বললো, কে (মানুষের) হাড়গুলোকে  
পুনরায় জীবিত করবে যখন তা পচে গলে যাবে!

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ  
يَحْكِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ<sup>৪৬</sup>

৭৯. (হে নবী,) তুমি বলো, হ্যা, তাতে প্রাণ সঞ্চার তিনিই করবেন যিনি প্রথম বার এতে জীবন দিয়েছিলেন; তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি (কৌশল) সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন,

৮০. যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপাদন করেছেন এবং তা দ্বারাই তোমরা (আজ) আগুন জ্বালাচ্ছো।

৮১. যিনি নিজের ক্ষমতাবলে আকাশমণ্ডল ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি (পুনরায়) তাদেরই মতো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? (হ্যা) নিশ্চয়ই তিনি মহাসূষ্ঠো ও সর্বজ্ঞ।

৮২. তিনি যখন কিছু একটা (সৃষ্টি) করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল এটুকুই বলেন- ‘হও’, অতপর সাথে সাথেই তা (তৈরী) হয়ে যায়।

৮৩. পবিত্র ও মহান সে সত্তা আল্লাহ তায়ালা, প্রত্যেক বিষয়ের ওপর একক সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর হাতে এবং তাঁর কাছেই (একদিন) তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

আয়াত ১৮২  
রুকু ৫

১. শপথ (সে সব ফেরেশতার) যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

২. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা সজোরে ধর্মক দেয়,

৩. শপথ (সেসব ফেরেশতার) যারা (সদা আল্লাহর) কিতাব তেলাওয়াত করে,

৪. অবশ্যই তোমাদের মাঝে হচ্ছে একজন;

৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুর ও রব, (তিনি) রব (সূর্যোদয়ের স্থান) পূর্বালোকের;

৬. অবশ্যই আমি (তোমাদের) নিকটবর্তী আসমানকে (নয়নাভিরাম) নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি;

৭. (তাকে) আমি হেফায়ত করেছি প্রত্যেক না-ফরমান শয়তান থেকে,

৮. ফলে তারা উর্ধজগতের কিছুই শুনতে পায় না, (কিছু শুনতে চাইলেই) প্রত্যেক দিক থেকে তাদের ওপর (উক্তা) নিষিদ্ধ হয়,

قُلْ يُحَبِّيْهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ  
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهِمْ ⑨

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْفَرِ  
نَارًا فَإِذَا آتَيْتُمْ مِنْهُ تُوقِّلُونَ ⑩

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ بِقِرْبَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ  
بَلِّيٰ وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ⑪

إِنَّمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ  
كُنْ فَيَكُونُ ⑫

فَسَبَحَ النَّبِيُّ بِيَدِهِ مَلَكُوتَ كُلِّ  
شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ⑬

سُرَّা আছ ছাফফাত  
মকাব অবতীর্ণ

وَالصَّفَّ ⑭

فَالرِّزْجِرِتْ رَجَراً ⑮

فَالتِّلِيلِتْ ذِكْرًا ⑯

إِنِ الْمَكْرُ لَوَاحِدٌ ⑰

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ⑱

إِنَّا زَيَّنَاهُ السَّمَاءَ الَّذِي نَبْرَيْنَاهُ الْكَوَافِرِ ⑲

وَحِفَاظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ مَارِدٍ ⑳

لَا يَسْمِعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيَقْلُفُونَ  
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ㉑

৯. (এই) তাড়িয়ে দেয়াই (শেষ) নয়, তাদের জন্যে  
রয়েছে অবিরাম শাস্তি,
১০. (এরপরও) যদি (শয়তান) গোপনে হঠাতে করে  
কিছু শুনে ফেলতে চায়, তখন জুলন্ত উক্ষাপিত্ত সাথে ④  
সাথেই তার পশ্চাদ্বাবন করে।
১১. (হে নবী,) তুমি এদের কাছে জিজেস করো,  
তাদের সৃষ্টি করা বেশী কঠিন-না (আসমান যমীনসহ)  
অন্য সব কিছু- যা আমি পয়দা করেছি (সৃষ্টি করা  
বেশী কঠিন); অবশ্যই এ (মানুষ)-দের আমি (সামান্য  
কিছু) আঠাল মাটি দিয়ে পয়দা করেছি।
১২. (হে নবী,) তুমি (এদের কথায়) বিস্ময়বোধ  
করছো, অথচ (তোমার কথা নিয়েই) ওরা ঠাট্টা বিদ্রূপ  
করছে,
১৩. এদের যখন উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা (তা)  
স্মরণ করে না,
১৪. (তদুপরি) কোনো নির্দর্শন দেখলে (তা নিয়ে)  
তারা উপহাস করে,
১৫. তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর  
কিছুই নয়,
১৬. (তারা প্রশ্ন করে, এ আবার কেমন কথা,) আমরা  
যখন মরে গিয়ে হাড় ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো,  
তখনও কি আমাদের (পুনরায়) জীবিত করা হবে?
১৭. আমাদের পিতৃপুরুষদেরও (কি ওঠানো হবে)?
১৮. (হে নবী,) তুমি বলো, হ্যাঁ (অবশ্যই, সেদিন)  
তোমরা লাঞ্ছিত হবে,
১৯. তা হবে, একটি মাত্র প্রচণ্ড গর্জন, সাথে সাথেই ⑤  
এরা (কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) দেখতে পাবে।
২০. (যারা অস্তীকার করেছিলো) তারা (সেদিন)  
বলবে, পোড়া কপাল আমাদের, এটাই তো হচ্ছে  
(শেষ) বিচারের দিন!
২১. (তাদের বলা হবে) হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত  
ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন  
করতে।
২২. (কেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে যাও,) তোমরা  
যালেমদের এবং তাদের সংগী-সংগিনীদের (ধরে ধরে)  
জমা করো, (জমা করো) তাদের (দোসরদের)-ও,  
যারা তাদের গোলামী করতো।
২৩. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (যাদের এরা মাঝুদ  
বানাতো) তাদেরও (এদের সাথে) জাহানামের রাস্তা ⑥  
দেখিয়ে দাও।
- دَحْوَرًا وَلِهِمْ عَلَّابٌ وَاصْبَرْ ④
- إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَافَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ⑤
- فَاسْتَفِتُهُمْ أَهْرَأْشَنْ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقَنَا ⑥
- إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ⑦
- بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑧
- وَإِذَا ذُكْرُوا لَا يَذْكُرُونَ ⑨
- وَإِذَا رَأَوْا أَيَّةً يَسْتَخِرُونَ ⑩
- وَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ لَا سِحْرَ مِبْيَنٍ ⑪
- إِذَا مَتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا إِنَّا ⑫
- لَمَبْعَثُونَ ⑬
- أَوَابَاؤُنَا لَا وَلُونَ ⑭
- قُلْ نَعَمْ وَأَنْتَمْ دَاخِرُونَ ⑮
- فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ ⑯
- يَنْظَرُونَ ⑰
- وَقَالُوا يَاوْ يِلَّانَا هَذِهِ يَوْمُ الِّيْنِ ⑱
- هَذِهِ يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ⑲
- تَكْبِيْ بُونَ ⑲
- أَحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا ⑳
- كَانُوا يَعْبُدُونَ ⑳
- مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْلَ وَهْرَ إِلَى صَرَاطِ الْجَحِيْمِ ㉑

২৪. হ্যা, তাদের (একটুখানি) দাঢ় করাও, অবশ্যই  
তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে,

وَقَفُوا هِمْ أَنْهَر مَسْئُولُونَ ④٤

২৫. এ কী হলো তোমাদের, (জবাব দেয়ার সময়)  
তোমরা আজ একে অপরকে সাহায্য করছো না যে!

مَالِكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ ④৫  
بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسِلُونَ ④৬

২৬. বরং আজ (দেখছি) এরা সত্য সত্যিই (এক  
একজন) আস্তসমর্পণকারী (বনে গেছে)!

২৭. (এ সময়) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে  
পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْسَاءَلُونَ ④৭

২৮. (দুর্বল দলটি শক্তিশালী দলকে) বলবে,  
তোমরাই তো তোমাদের ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কাছে ④৮  
আসতে,

২৯. তারা বলবে (আমাদের দোষারোপ করছো কেন),  
তোমরা তো আদৌ (আল্লাহতে) বিশ্বাসীই ছিলে না,

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ④৯

৩০. তোমাদের ওপর আমাদের কোনো (জবর-  
দস্তিমূলক) কর্তৃত তো ছিলো না, বরং তোমরা  
নিজেরাই ছিলে মারাত্মক সীমালংঘনকারী।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ بَلْ  
كَنْتُمْ قَوْمًا طَغِيَّةً ⑤০

৩১. (এ সময় তারা বলবে,) আজ আমাদের ওপর  
আমাদের মালিকের ঘোষণাই সত্য হয়েছে, (আজ)  
আমরা (উভয়েই জাহান্নামের) শাস্তি আস্তাদনকারী  
(হবো)।

فَحَقٌ عَلَيْنَا قَوْلٌ رَبِّنَا إِنَّا  
لَنَّا إِنْقُونَ ⑤১

৩২. আমরা (আসনেই সেদিন) তোমাদের বিভাস্ত  
করেছিলাম, আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভাস্ত!

فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كَنَا غُوَّابِينَ ⑤২

৩৩. অবশ্যই সেদিন তারা (সবাই) এই আয়াবে  
সমভাগী হবে।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِنَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ⑤৩

৩৪. আমি অবশ্যই না-ফরমান লোকদের সাথে এ  
ধরনের আচরণ করি।

إِنَّا كَنِّيْلَكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِيْمِينَ ⑤৪

৩৫. এরা এমন (বিদ্রোহী) ছিলো, যখন এদের বলা  
হতো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মারুদ নেই,  
তখন তারা অহংকার করতো,

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
يَسْتَكْبِرُونَ ⑤৫

৩৬. এরা বলতো, আমরা কি একজন পাগল  
কবিয়ালের কথায় আমাদের মারুদদের (আনুগত্য)  
ছেড়ে দেবো?

وَيَقُولُونَ أَئْنَا لَتَارِكُوا الْهَمَنَ لِشَاعِرٍ  
مَجْنُونٍ ⑤৬

৩৭. (আমার নবী কোনো কাব্য নিয়ে আসেনি,) বরং  
সে এসেছে সত্য (ঘীন) নিয়ে এবং সে (আগের)  
নবীদের (সত্যতাও) স্বীকার করেছে।

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الرَّسُلَيْنَ ⑤৭  
إِنَّكُمْ لَنَّا إِنْقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ⑤৮

৩৮. (হে অপরাধীরা,) তোমাদের (আজ) অবশ্যই  
(জাহান্নামের) ভয়াবহ আ্যাব ভোগ করতে হবে,

إِنَّكُمْ لَنَّا إِنْقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ⑤৯

৩৯. তোমরা যা কিছু (দুনিয়ায়) করতে (এখানে)  
তোমাদের কেবল তারই প্রতিফল দান করা হবে,

وَمَا تُجْزِوْنَ إِلَّا مَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑥০

৪০. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা,	الْأَبْعَادُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَآكِهُ وَهُرَمَكْرُمُونَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُّ مَتَقْبِلِيْنَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِنْ مَعِيْنِ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُرْغَبٌ وَعِنْدَهُمْ قِصْرٌ الطَّرِيفِ عِيْنٌ كَانُهُمْ بِيْضٌ مَكْنُونٌ فَاقْبِلْ بِعَضِّهِمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْسَاءِلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْسِيْ كَانَ لِيْ قَرِيْبٌ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصْلِقِيْنَ إِذَا مَتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِيْنُونَ قَالَ هَلْ أَنْتَ مَطْلُعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيْمِ قَالَ تَاهِلَّ إِنْ كِلَّتْ لَتَرْدِيْنِ وَلَوْلَا نَعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمَحْسُرِيْنَ
৪১. তাদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার) সুনির্দিষ্ট রেখেকের ব্যবস্থা থাকবে,	۸۱
৪২. (সেখানে থাকবে) রকমারি ফলমূল, (তদুপরি) তারা হবে (মহাসম্মানে) সম্মানিত,	۸۲
৪৩. নেয়ামতে ভরপুর জান্মাতে (তারা অবস্থান করবে),	۸۳
৪৪. তারা পরম্পর মুখোমুখি হয়ে (মর্যাদার) আসনে সমাচীন থাকবে।	۸۴
৪৫. ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা তাদের পরিবেশন করা হবে,	۸۵
৪৬. শুভ সমুজ্জ্বল- যা (হবে) পানকারীদের জন্যে সুস্থানু,	۸۶
৪৭. তাতে মাথা ঘুরানির মতো ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তার কারণে তারা মাতালও হবে না।	۸۷
৪৮. তাদের সাথে (আরো) থাকবে সলজ্জ, ন্যৰ ও আয়তলোচনা তরঙ্গীরা,	۸۸
৪৯. তারা যেন (স্বয়ন্ত্রে) লুকিয়ে রাখা ডিমের মতো উজ্জ্বল গৌর বর্ণের (সুন্দরী)।	۸۹
৫০. অতপর এরা একজন আরেক জনের দিকে ফিরে (নিজেদের অবস্থা) জিজেস করবে।	۹۰
৫১. (এ সময়) তাদের মাঝ থেকে একজন বলে ওঠবে, (হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনে) আমার একজন সাথী ছিলো,	۹۱
৫২ যে (আশৰ্য হয়েই আমাকে) বলতো, তুমি কি (কেয়ামত) বিশ্বাসীদের একজন?	۹۲
৫৩. (তুমি কি বিশ্বাস করো যে,) আমরা যখন মরে যাবো এবং যখন হাড়ি ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো, তখন (আমরা পুনরুত্থিত হবো এবং) আমাদেরকে (আমাদের কাজকর্মের) প্রতিফল দেয়া হবে?	۹۳
৫৪. (এ সময় তাদের বলা হবে, আচ্ছা) তোমরা কি একটু উঁকি দিয়ে (তোমাদের সে সাথীকে এক নয়র) দেখতে চাও?	۹۴
৫৫. অতপর সে তাকে দেখতে পাবে, জাহানামের (ঠিক) মাঝখানে।	۹۵
৫৬. (তাকে আয়াবে জ্বলতে দেখে) সে বলবে, আল্লাহ তায়ালার কসম, (দুনিয়াতে) তুমি তো আমাকে প্রায় ধৰ্মসই করে ফেলেছিলে,	۹۶
৫৭. (আমার ওপর) আমার মালিকের অনুগ্রহ না থাকলে আমি ও আজ (তোমার মতো আয়াবে) হোফতার হওয়া এ (লোকদের) দলে শামিল থাকতাম।	۹۷

৫৮. (হ্যাঁ, এখন তো) আমাদের আর মৃত্যু হবে না!

أَنَّمَا نَحْنُ بِمِيَتِينَ ﴿٢٧﴾

৫৯. তবে আমাদের প্রথম মৃত্যুর কথা আলাদা- (এখন তো) আমাদের (আর কোনো রকম) আয়ার দেয়া হবে না। ④

إِلَّا مُوتَتَّنَا الْأَوَّلُ وَمَانَحْنُ بِمَعْلِبِيْنَ ﴿٢٨﴾

৬০. অবশ্যই এটা হচ্ছে এক বড়ো ধরনের সাফল্য।

إِنْ هُنَّ لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٢٩﴾

৬১. এ ধরনের (মহাসাফল্যের) জন্যে কর্ম সম্পাদনকারীদের অবশ্যই কাজ করা উচিত।

لِمِثْلِ هَذِهِ فَلَيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴿٣٠﴾

৬২. (বলো আল্লাহর বান্দাদের জন্যে) এ মেহমানদারী ভালো- না (আয়াবের) যাক্কুম বৃক্ষ (ভালো)?

أَذْلَكَ خَيْرٌ نَّلَّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقَوْمِ ﴿٣١﴾

৬৩. যালেমদের জন্যে আমি তাকে বিপদস্বরূপ বানিয়ে রেখেছি।

إِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِّلظَّلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৬৪. (মূলত) তা হচ্ছে এমন একটি গাছ, যা জাহানামের তলদেশ থেকে উদ্গত হয়,

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٣٣﴾

৬৫. তার ফলগুলো এমন (বিশ্রী), মনে হবে তা বুঝি (একেকটা) শয়তানের মাথা;

طَلَعَهَا كَانَهُ رَعْسُ الشَّيْطِيْنِ ﴿٣٤﴾

৬৬. (যারা জাহানামের অধিবাসী) তারা অবশ্যই এ থেকেই ভক্ষণ করবে এবং এ দিয়েই তারা তাদের পেট ভর্তি করবে;

فَإِنَّهُمْ لَا كُلُونَ مِنْهَا فَمَا لَئُونَ مِنْهَا  
الْبَطْوَنَ ﴿٣٥﴾

৬৭. অবশ্যই (পান করার জন্যে) তাদের ফুট্ট পানি (ও পুঁজি) মিলিয়ে দেয়া হবে,

ثُمَّ إِنْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَّبًا مِنْ حَمِيْرٍ ﴿٣٦﴾

৬৮. তারপর নিসন্দেহে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে (অতলাস্ত) জাহানামের দিকে।

ثُمَّ إِنْ مَرْجِعُهُمْ لِأَلَّا الْجَحِيْمِ ﴿٣٧﴾

৬৯. নিসন্দেহে তারা তাদের মাতাপিতাকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছে,

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا أَبَاءَهُمْ ضَالِّيْنَ ﴿٣٨﴾

৭০. (তারপরেও) তারা তাদের (গোমরাহ পিতা মাতাদের) পদাংক অনুসরণ করেছে।

فَهُمْ عَلَىٰ أُثْرِهِمْ يَمْرِعُونَ ﴿٣٩﴾

৭১. তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলো,

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٤٠﴾

৭২. তাদের মধ্যেও আমি সর্তর্কারী (নবী) পাঠিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مِنْ رِبِّيْنَ ﴿٤١﴾

৭৩. অতএব (হে নবী), তৃষ্ণি একবার (চেয়ে) দেখো, যাদের সর্তর্ক করা হয়েছিলো তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে,

فَإِنْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنَذِّرِيْنَ ﴿٤٢﴾

৭৪. অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা (তারা আয়াব থেকে নিরাপদ)।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلَّصِيْنَ ﴿٤٣﴾

৭৫. (নবী) নৃহও আমাকে ডেকেছিলো, (তার জন্যে) কতো উত্তম সাড়াদানকারী (ছিলাম) আমি!

وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلَنَعِنَّ الْمُجِيْمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৭৬. তাকে এবং তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্বার করেছি,

وَنَجَيْنَاهُ وَآهَلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٥﴾

৭৭. তার বংশধরদের আমি (দুনিয়ায়) অবশিষ্ট রেখে দিয়েছি,	وَجْعَلْنَا ذِرِيَّتَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْبَقِينَ ১
৭৮. অনাগত মানুষদের মাঝে আমি তার (উত্তম) স্মরণ অব্যাহত রেখেছি,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَيْنَ ২
৭৯. সৃষ্টিকুলের মাঝে নৃহের ওপর সালাম (বর্ষিত হোক)।	سَلَمَ فِي نُوحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ৩
৮০. অবশ্যই আমি এভাবে সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।	إِنَّا كَنَّا لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ৪
৮১. নিসন্দেহে সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্যতম।	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ৫
৮২. অতপর (তার জাতির) অবশিষ্ট সকলকে আমি (বন্যার পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি।	ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرَيْنَ ৬
৮৩. নৃহের (পথ অনুসারি) দলের মাঝে ইবরাহীমও ছিলো একজন।	وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَا يُبْرَهِيْرَ ৭
৮৪. যখন সে বিশুদ্ধ মনে তার মালিকের কাছে হাফির হয়েছিলো।	إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ ৮
৮৫. যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে জিজেস করেছিলো (আচ্ছা)! তোমরা (সবাই এসব) কিসের পূজা করছো?	إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ৯
৮৬. তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মনগড়া মাবুদদেরই পেতে চাও?	أَيْكَفَا أَلِهَّةً دُونَ اللَّهِ تَرِيْدُونَ ১০
৮৭. (বলো,) এ সৃষ্টিকুলের মালিক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?	فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ১১
৮৮. অতপর সে একবার (সত্যের সন্ধানে) তারকারাজির দিকে তাকালো,	فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النَّجْوِ ১২
৮৯. অতপর সে বললো, সত্যই আমি অসুস্থ।	فَقَالَ إِنِّي سَقِيْمٌ ১৩
৯০. লোকেরা (তার থেকে নিরাশ হয়ে) সবাই চলে গেলো।	فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُلْبِرِيْبَنَ ১৪
৯১. পরে সে (ছুপি ছুপি) তাদের দেবতাদের (মন্দিরের) কাছে গেলো এবং (তামাশাচ্ছলে) বললো, কি ব্যাপার (এতো প্রসাদ পড়ে আছে) তোমরা খাচ্ছো না যে!	فَرَاغَ إِلَى الْمَهِمِمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكِلُونَ ১৫
৯২. এ কি হলো তোমাদের, তোমরা কি কথাও বলো না?	مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ১৬
৯৩. অতপর সে ডান হাত দিয়ে ওদের ওপর সবলে আঘাত হানলো।	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِيْنِ ১৭
৯৪. লোকেরা তখন দৌড়াতে দৌড়াতে তার দিকে ছুটে এলো।	فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفِيْزُونَ ১৮
৯৫. (তাকে জিজেস করলে) সে বললো, তোমরা কি এমন কিছুর পূজা করো, যাদের তোমরা নিজেরাই খোদাই করে নির্মাণ করো,	قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ১৯

৯৬. অথচ আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন  
এবং (সৃষ্টি করেছেন) তোমরা যা কিছুকে (মারুদ)  
বানাও তাদেরও ।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢﴾  
قَالُوا إِنَّا بْنِيَّا لَهُ بَنِيَّا نَفَّأْلَقُوهُ فِي  
الْجَحِيمِ ﴿٣﴾

৯৭. (এ কথা শুনে) তারা বললো, তার জন্যে একটি  
অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করো, অতপর জলস্ত আগুনে তাকে  
নিষেপ করো ।

৯৮. তারা (এর মাধ্যমে আসলে) তার বিরহে একটা  
ষড়যন্ত্র আঁটতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমি তাদের (চক্রা) ④  
ত ব্যর্থ ও হীন করে দিলাম ।

৯৯. সে বললো, আমি এবার আমার মালিকের দিকে  
বেরিয়ে পড়লাম, অবশ্যই তিনি আমাকে সঠিক পথে ⑤  
পরিচালিত করবেন ।

১০০. (অতপর সে দোয়া করলো,) হে আমার  
রব, তুমি আমাকে নেককারদের মধ্য থেকে একটি  
(সন্তান) দান করো ।

১০১. এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের  
সুসংবাদ দিলাম ।

১০২. সে যখন তার (পিতার) সাথে দৌড়ানোড়ি  
করার মতো (বয়সের) অবস্থায় উপনীত হলো,  
তখন সে (একদিন ছেলেকে) বললো, হে বৎস,  
আমি স্বপ্নে দেখি, আমি (যেন) তোমাকে যবাই  
করছি, (বলো এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কি? ৬  
সে বললো, হে আমার (ম্রেহপরায়ণ) আবাজান,  
আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন  
করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের  
মাঝে পাবেন ।

১০৩. অতপর যখন তারা (পিতাপুত্র) দুজনই  
(আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে) আত্মসমর্পণ  
করলো এবং সে তাকে (যবাই করার উদ্দেশে) কাত  
করে শুইয়ে দিলো,

১০৪. তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে  
ইবরাহীম, ৭  
وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَأْبِرْ هِيمِ ﴿٤﴾

১০৫. তুমি অবশ্যই (তোমার) স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ  
করেছো, (তোমরা উভয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো)  
নিসদেহে আমি এভাবেই সৎকর্মশীল মানুষদের  
পুরুষকার দিয়ে থাকি!

১০৬. এটা ছিলো (তাদের উভয়ের জন্যে) একটা  
সুস্পষ্ট পরীক্ষা মাত্র! ৮  
إِنْ هَذَا لَهُو الْبَلُؤُ الْمُبِينُ ﴿٥﴾

১০৭. আমি (ছেলের) পরিবর্তে একটা বড়ো কোরবানী  
(-র জন্ম) তাকে দান করলাম ।

১০৮. (অনাগত মানুষদের মাঝে এভাবেই) তার  
স্মরণকে আমি অব্যাহত রেখে দিলাম ।

১০৯. শান্তি (বর্ষিত হোক) ইবরাহীমের ওপর।

سَلَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١﴾

১১০. এভাবেই আমি (আমার) নেক বান্দাদের পুরক্ষার দিয়ে থাকি!

كُلَّ لَكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾

১১১. অবশ্যই সে ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের একজন।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

১১২. (পরে) আমি তাকে (এ মর্মে) ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দান করলাম যে, সে (হবে) নবী ও আমার নেক বান্দাদের একজন।

১১৩. আমি তার ওপর ও ইসহাকের ওপর বরকত নায়িল করেছি: তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে কিছু সংকর্মশীল মানুষ আছে, আছে কিছু না-ফরমানও, যারা নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে স্পষ্ট অত্যাচারী (হয়ে গেছে)।

১১৪. আমি মূসা ও হারুনের ওপর (অনেক) অনুগ্রহ করেছি,

وَبِرَّكَنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذِرِّ يَتَهَا  
مَحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿٤﴾

১১৫. আমি তাদের দুজনকে ও তাদের জাতিকে বড়ো (রকমের) সংকট থেকে উদ্বার করেছি,

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ  
الْعَظِيْمِ ﴿٥﴾

১১৬. আমি (ফেরাউনের মোকাবেলায়) তাদের সাহায্য করেছি, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে,

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلَيْبُونَ ﴿٦﴾

১১৭. আমি তাদের উভয়কে বিশদ গ্রন্থ (তাওরাত) দান করেছি,

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿٧﴾

১১৮. তাদের উভয়কে আমি (ঘীনের) সহজ পথ বাতলে দিয়েছি,

وَهُدَىٰ يَنْهَمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيرَ ﴿٨﴾

১১৯. আমি তাদের উভয়ের ওপর তাদের উভম স্মরণকে অব্যাহত রেখেছি,

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿٩﴾

১২০. সালাম (বর্ষিত হোক) মূসা ও হারুনের ওপর।

سَلَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ﴿١٠﴾

১২১. অবশ্যই আমি এভাবে নেককার লোকদের পুরক্ষার দিয়ে থাকি!

إِنَّا كُلَّ لَكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾

১২২. অবশ্যই এরা দুজন ছিলো আমার মোমেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

১২৩. (আমার বান্দা) ইলিয়াসও ছিলো রসূলদের একজন;

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَيْلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣﴾

১২৪. যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা কি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে না?

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقَوَّنَ ﴿١٤﴾

১২৫. তোমরা কি 'বাল' দেবতাকেই ডাকতে থাকবে, এবং (আল্লাহ তায়ালা-) যিনি শ্রেষ্ঠ স্মষ্টা, তাঁকে (এভাবেই) পরিত্যাগ করবে?

أَتَلَّعُونَ بَعْلًا وَتَلَّرُونَ أَحْسَنَ  
الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

- الله ربكم ورب آباءكم الأولين ﴿١﴾
- فَكُلْ بُوه فَإِنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُونَ ﴿٢﴾
- اَلَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٣﴾
- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿٤﴾
- سَلَّمَ عَلَى اَلْيَاسِيْنَ ﴿٥﴾
- اَنَا كُلُّكُمْ نَجِزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦﴾
- اَنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧﴾
- وَانْ لَوْطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨﴾
- اَذْ نَجِيْنَاهُ وَاهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩﴾
- اَلَا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ ﴿١٠﴾
- ثُمَّ دَمْرَنَا اَلْآخِرِيْنَ ﴿١١﴾
- وَانْكِرْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مَصِيْحِيْنَ ﴿١٢﴾
- وَبِالْيَلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣﴾
- وَانْ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤﴾
- اَذْ أَبَقَ اِلَى الْفَلَكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٥﴾
- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَصِيْنَ ﴿١٦﴾
- فَالْتَّقْمِهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مَلِيْمٌ ﴿١٧﴾
- فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْبِحِيْنَ ﴿١٨﴾
১২৬. আল্লাহ তায়ালা- যিনি তোমাদের রব, রব তোমাদের পূর্ববর্তী বাগ দাদাদেরও।
১২৭. (কিন্তু) তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, অতপর তাদের অবশ্যই (দড় ভোগ করার জন্যে) হায়ির করা হবে,
১২৮. তবে আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা।
১২৯. আমি অনাগত মানুষদের মধ্যে তার উভয় স্মরণকে অব্যাহত রেখে দিয়েছি,
১৩০. সালাম (বর্ষিত হোক) ইলিয়াস (-এর অনুসারী নেক বান্দা)-দের ওপর।
১৩১. আমি অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ মানুষদের পুরকার দিয়ে থাকি!
১৩২. অবশ্যই সে ছিলো আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
১৩৩. নিসন্দেহে লৃতও ছিলো রসূলদের একজন;
১৩৪. যখন আমি তাকে এবং তার সকল পরিবার পরিজনকে (আয়ার থেকে) উদ্ধার করেছি,
১৩৫. একজন বৃদ্ধা মহিলা বাদে, সে ছিলো পেছনে পড়ে থাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত।
১৩৬. এরপর অবশিষ্ট সবাইকেই আমি বিনাশ করে দিয়েছি।
১৩৭. তোমরা তো (প্রতিনিয়তই) তাদের সে (ধ্বংসাবশেষ)-গুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রম করে থাকো,
১৩৮. (অতিক্রম করো) প্রতি (সক্ষ্য ও) রাতের বেলায়ও; তবুও কি তোমরা (এ থেকে) কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে না?
১৩৯. ইউনুসও ছিলো রসূলদের একজন;
১৪০. (এটা সে সময়ের কথা) যখন সে পালিয়ে গিয়ে একটি (মাল)-ভর্তি নৌযানে পৌছলো,
১৪১. (নৌকাটি অচল হয়ে যাওয়ায়) আরোহীদের মাঝে অলঙ্কুণে ব্যক্তি কে, লটারির মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হলো এবং (ফলাফল অনুযায়ী) সে (ইউনুসই অলঙ্কুণে) অপরাধী সাব্যস্ত হলো,
১৪২. অতপর একটি (বড়ো) মাছ এসে তাকে গিলে ফেললো এবং সে নিজেকে ধিকার দিতে লাগলো।
১৪৩. যদি সে (তখন আল্লাহ তায়ালার) পবিত্রতা ও মাহায় ঘোষণা না করতো,

- لَلْبِثُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ ١٨٨
148. তাহলে সে তার পেটে কেয়ামত পর্যন্ত কাটাতো! ১
- فَنَبْلَذَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيرٌ ١٨٩
149. অতপর আমি তাকে (মাছের পেট থেকে বের করে) একটি গাছপালাইন প্রাস্তরে নিষ্কেপ করলাম, (এ সময়) সে ছিলো অসুস্থ, ১
- وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٩٠
150. (সেখানে) তার ওপর আমি একটি (লতাবিশিষ্ট) লাউ গাছ উদ্গত করলাম, ১
- وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ أَوْيَزِيْدِ وَنَ ١
151. তাকে আমি এক লক্ষ লোকের কিংবা আরো বেশী (জনবসতির) কাছে (নবী বানিয়ে) পাঠলাম; ১
- فَأَمْنَوْا فِيمَتَعْنَمُهُ إِلَى حِينِ ١
152. এরপর তারা (তার ওপর) ঈমান আনলো, ফলে আমিও তাদের একটি (সুনির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করলাম; ১
- فَاسْتَفْتَهُمْ أَرِبَّ الْبَنَاتِ وَلَهُمْ ١
- কি মনে করে যে,) তোমার রবের জন্য কল্যাণ সন্তান রয়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে (সব) পুত্র সন্তান? ১
- الْبَنَوْنَ ١
153. আমি কি ফেরেশতাদের মহিলা করেই বানিয়েছিলাম এবং (বানাবার সময়) তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিলো? ১
- أَلَا إِنَّمِنِ أَفْكِمِ لَيَقُولُونَ ٢
154. জেনে রেখো, তারা কিন্তু এসব কথা নিজেরা নিজেদের মন থেকেই বানিয়ে বলে যে- ১
- وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّمِنِ لَكُنِّ بُونَ ٣
155. আল্লাহ তায়ালা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। (আসলে) ওরা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) মিথ্যাবাদী। ১
- أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ٤
156. তিনি কি ছেলেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে (নিজের জন্যে) কল্যাণ সন্তানদেরই পছন্দ করেছেন? ১
- مَالِكُرْتِ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٥
157. এ কি (হলো) তোমাদের? কেমন (অর্থহীন) সিদ্ধান্ত করছো তোমরা? ১
- أَفَلَا تَنْكِرُونَ ٦
158. তোমরা কি সদুপদেশ গ্রহণ করবে না? ১
- أَلَّمْ كَمْ سُلْطَنٌ مَبِينٌ ٧
159. অথবা আছে কি (এর পক্ষে) তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ? ১
- فَأَتُوا بِكِتَبِكُمْ إِنْ كَنْتُمْ صَلِّيْقِينَ ٨
160. তোমরা তোমাদের কিতাব নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও! ১
- وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَنَ ٩
161. এ লোকেরা আল্লাহ তায়ালা ও জিন্ন জাতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থির করে রেখেছে; অথচ জিন্নেরা জানে (তাদের মধ্যে যারা বদকার) তাদের অবশ্যই (শাস্তির জন্যে) একদিন উপস্থিত করা হবে। ১
- عَلِمَتِ الْجِنَّةِ إِنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُونَ ١
162. এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) যেসব (বেহুদা) কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র ও মহান, ১
- سَبَحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١



১৬০. তবে যারা আল্লাহ তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা-  
তারা আলাদা ।
১৬১. অতএব (হে কাফেররা), অবশ্যই তোমরা এবং  
তোমার যাদের গোলামী করো,
১৬২. (সবাই মিলেও) তাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে  
বিভাস্ত করতে পারবে না,
১৬৩. তোমরা কেবল তাদেরই গোমরাহ করতে  
পারবে - যারা জাহানামের অধিবাসী ।
১৬৪. (ফেরেশতারা বলেছিলো,) আমাদের মধ্য থেকে  
প্রত্যেকের জন্যে একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে,
১৬৫. আমরা তো (আল্লাহ তায়ালার সামনে সদা)  
সারিবদ্ধভাবে দণ্ডযামান থাকি
১৬৬. আমরা (সর্বদা) তাঁর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য  
ঘোষণা করি ।
১৬৭. এসব লোকেরা (কোরআন নাযিলের আগে)  
বলতো-
১৬৮. পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবের মতো যদি  
আমাদের (কাছেও) উপদেশ (গ্রহ্ণ) থাকতো,
১৬৯. তাহলে (তার মাধ্যমে) আমরাও আল্লাহ  
তায়ালার নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে যেতাম!
১৭০. অতপর (যখন তাদের কাছে সত্যি সত্যিই  
আল্লাহর কিতাব এলো), তখন তারা তা অঙ্কীকার  
করলো, অচিরেই তারা (কিন্তু এ আচরণের পরিণাম)  
জানতে পারবে ।
১৭১. আমার (খাস) বান্দা রসূলদের ব্যাপারে আমার  
এ কথা সত্য হয়েছে যে,
১৭২. তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে-
১৭৩. এবং আমার বাহিনীই (সর্বশেষে) বিজয়ী  
হবে ।
১৭৪. অতএব (হে নবী), কিছু কালের জন্যে তুমি  
এদের উপেক্ষা করো,
১৭৫. তুমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকো,  
অচিরেই তারা (বিদ্রোহের পরিণাম) দেখতে পাবে ।
১৭৬. এরা কি সত্যিই আমার আয়াব ত্বরান্বিত করতে  
চায়?
১৭৭. যাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তাদের আঙিনায়  
যখন শাস্তি নেমে এলো, তখন (এই গ্যবের) সকালটা  
তাদের জন্যে কতো মন্দ ছিলো!
১৭৮. অতএব (হে নবী), কিছুকালের জন্যে তুমি  
এদের উপেক্ষা করো,

الْعَبَادُ لِلَّهِ الْمُكْلِصِينَ

فَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ حَسِيرٌ

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ

وَإِنَّا كَانُوا لِيَقُولُونَ

لَوْ أَنِّي عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوْلِيَّنِ

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُكْلِصِينَ

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا الْمَرْسِلِيْنَ

إِنْهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

وَإِنَّ جَنَّنَّا لَهُمُ الْغَلِيبُونَ

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَيْنِ

وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ

أَفَيُعَذَّابِنَا يَسْتَعِجِلُونَ

فَإِذَا نَزَّلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحٌ

الْمَنْذِرِيْنَ

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَيْنِ

১৭৯. তুমি (গুরু) ওদের পর্যবেক্ষণই করে যাও, শৈতান  
ওরা (সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণাম) প্রত্যক্ষ করবে।

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ ⑤

১৮০. তোমার মালিকের মহান সত্তা, তারা (তাঁর সম্পর্কে) যা কিছু কথা বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র।

১৮১. শান্তি (বর্ষিত হোক) রসূলদের ওপর,

وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرْسَلِينَ ⑥

১৮২. সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ  
তায়ালার জন্যে।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑦

আয়াত ৮৮  
রক্ত ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা ছোয়াদ  
মকাব অবতীর্ণ

১. সোয়াদ, উপদেশভরা কোরআনের শপথ (তুমি  
অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার রসূল);

صَوْلَاقَ وَالْقُرْآنِ ذِي النَّكْرِ ⑧

২. কিন্তু কাফেররা (তাদের) উদ্দত্য ও গোঁড়ামিতে  
(ভুবে) আছে।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشَقَاقٍ ⑨

৩. এদের আগে আমি কতো জনপদকে ধ্বংস করে  
দিয়েছি, (সাহায্যের জন্যে) তারা আর্তনাদ করেছে,  
কিন্তু সে সময় তাদের (পালানোর) কোনো উপায়  
ছিলো না।

كَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْبٍ فَنَادُوا  
وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِي ⑩

৪. এরা এ কথার ওপর আশ্চর্যবোধ করেছে যে,  
তাদের কাছে তাদেরই মাঝ থেকে একজন সতর্ককারী  
(নবী) এলো, (নবীকে দেখে) কাফেররা বললো, এ  
হচ্ছে একজন মিথ্যাবাদী যাদুকর,

وَعِجِّبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مِنْ رِبِّهِمْ وَقَالَ  
الْكُفَّارُ هَلْ أَسْحَرْ كَنَابٌ ⑪

৫. সে কি অনেক মাদুদকে একজন মাদুদ বানিয়ে  
নিয়েছে? এটা তো আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছাড়া কিছুই  
নয়।

أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا  
لَشَيْءٌ عَجَابٌ ⑫

৬. তাদের সর্দাররা এই বলে (মজিলিস) থেকে সরে  
পড়লো যে, যাও, তোমরা তোমাদের দেবতাদের  
(এবাদাতের) ওপরই দৈর্ঘ্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই  
এর (দাওয়াতের) মধ্যে কোনো বিশেষ অভিসন্ধি  
(লুকানো) রয়েছে।

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَائِكَةُ أَمْشِوْا وَأَصْبِرُوا  
عَلَى الْمَتَكْرِمِ إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يَرَادُ ⑬

৭. আমরা তো এসব কথা আগের বিধানের মধ্যেও  
শুনিনি, (আসলে) এ একটি মনগড়া উক্তি ছাড়া আর  
কিছুই নয়,

مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ  
هَذَا إِلَّا خُلَاقٌ ⑭

৮. আমাদের মধ্যে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি ছিলো,  
যার ওপর (কোরআন) ও উপদেশ নায়িল হলো;  
(আসলে) ওরা আমার উপদেশ (পূর্ণ কোরআন)-এর  
ব্যাপারেই সন্দিহান, (কেননা) তারা (তখনও) আমার  
আয়াবের স্বাদ আস্বাদন করেনি;

إِنْزَلَ عَلَيْهِ الْنَّكْرِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ  
فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَئِدْ وَقُوَا  
عَلَّابٌ ⑮

۹. (হে নবী,) তাদের কাছে কি তোমার মালিক-  
মহাপ্রাক্রমশালী ও মহান দাতার অনুগ্রহের কোনো  
ভান্ডার পড়ে আছে,  
**الْوَهَابٌ** ⑥

۱۰. আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর  
(ওপর) আছে কি তাদের কোনো সার্বভৌমত্ব থাকলে  
তারা সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানে আরোহণের ব্যবস্থা  
করতে।  
**آمِّ الْهَرَمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
بَيْنَهُمَا تَقْوَى فِي الْأَسْبَابِ** ⑦

۱۱. (আল্লাহর মোকাবেলায়) অন্য বহু বাহিনীর মতো  
এ বাহিনীও পরাজিত হবে।  
**جَنْدُ مَا هَنَالِكَ مَهْزُونٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ** ⑧

۱۲. এদের পূর্বেও নৃহ, আদ ও কীলক বিশিষ্ট  
ফেরাউনের জাতি রসূলদের (এভাবে) মিথ্যাবাদী  
বলেছিলো,  
**كَلَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ  
ذُو الْأَوْتَادِ** ⑨

۱۳. সামুদ, লৃত সম্প্রদায় এবং বনের অধিবাসীরাও  
(তাদের স্ব স্ব নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছে, প্রভাব  
প্রতিপত্তির দিক থেকে বড়ে) দল তো ছিলো  
সেগুলোই।  
**وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ لُوطٌ وَأَصْحَابُ لَئِيكَةٍ  
أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ** ⑩

۱۴. ওদের প্রত্যেকেই রসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছে,  
ফলে আমার (আয়াবের) ফয়সালা (ওদের ওপর) প্রযোজ্য হয়ে গেছে।  
**إِنْ كُلُّ إِلَّا كَلْبُ الرَّسُولِ فَحَقٌّ عِقَابٌ** ⑪

۱۵. এরা সবাই অপেক্ষা করছে এক মহা গর্জনের,  
(আর এমন অবস্থায়) কিন্তু কারোই কোনো অবকাশ  
থাকবে না।  
**وَمَا يَنْظَرُ هُؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً  
مَالَهَا مِنْ فَوَاقِي** ⑫

۱۶. এরা বলে, হে আমাদের রব, হিসাব কিতাবের  
দিনের আগেই আমাদের পাওনা তুমি মিটিয়ে দাও!  
**وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ  
الْحِسَابِ** ⑬

۱۷. (হে নবী,) এরা যেসব কথাবার্তা বলে, তুমি  
এর ওপর ধৈর্য ধারণ করো এবং (ধৈর্যের প্রশাক্ষণের  
জন্যে) আমার শক্তিমান বান্দা দাউদকে শ্রমণ করো,  
সে ছিলো একান্ত নিবিষ্ট।  
**إِصْبَرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤَ  
ذَا الْأَيْدِيْنَ إِنَّهُ أَوَّابٌ** ⑭

۱۸. আমি অবশ্যই পর্বতমালাকে তার সাথে বশীভূত  
করে দিয়েছিলাম, এগুলোও সকাল সন্ধিয় তার সাথে  
(সাথে) আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো,  
**إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يَسِّبِحُ  
بِالْعَشِّ وَالْأَشْرَاقِ** ⑮

۱۹. পাথীকুলকেও (আমি বশীভূত করে দিয়েছিলাম),  
তারা (তার পাশে) জড়ো হতো, সকলেই ছিলো তার  
অনুসরার।  
**وَالْطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ** ⑯

۲۰. আমি তার সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেছিলাম এবং (সে  
সাম্রাজ্য চালাবার জন্যে) আমি তাকে প্রজ্ঞা ও সর্বোত্তম  
বাণিতার শক্তি দান করেছিলাম।  
**وَشَدَّنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ  
الْخِطَابِ** ⑰

وَهُلْ أَتْسِكَ نَبِئْا الْخَصِيرِ مِإْذَ تَسَوّرُوا  
الْمِحْرَابَ ④

إِذْ دَخَلُوا إِلَى دَاؤَدَ فَقَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا  
تَخْفِيَ خَصْمِنَ بَغْيَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ  
فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَأَهْلَنَا  
إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ④

إِنْ هَلْ أَخْيَ تَلَهْ تَسْعَ وَتِسْعُونَ  
نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً تَفَقَّلَ  
أَكْفَلِنِيهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ ④

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتَكَ إِلَى  
نَعْجَهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخَلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّلْحَتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ  
دَاؤَدَ أَنَّمَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفِرْ رَبِّهِ وَخَرَأَعَا

সাজদা  
৪৪  
وَأَنَابَ

২৪. (বিবাদটি হচ্ছে এই যে,) এ আমার ভাই। এর কাছে নিরানবইটি দুষ্প্র আছে, আর আমার কাছে আছে (মাত্র) একটি। (এ সত্ত্বেও) সে বলে, আমাকে তোমার এ (দুষ্প্র)-টিও দিয়ে দাও, সে কথায় কথায় আমার ওপর বল প্রয়োগ করে।

২৫. অতপর সে জন্যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, অবশ্যই আমার কাছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দরতম আবাসস্থল রয়েছে।

২৬. হে দাউদ, আমি তোমাকে (এই) যমীনে (আমার) খলিফা বানালাম, অতএব তুমি মানুষদের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো (নিজের) খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, (তেমনটি করলে) এ বিষয়টি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে; (আর) অবশ্যই যারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা মহাবিচারের দিনটিকে ভুলে গেছে।

২৭. আমি আসমান যমীন এবং এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিন;

فَفَقَرَنَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرْلَفِي  
وَحَسْنَ مَأْبِ ④

يَدْأَوْدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ  
فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبَعِ  
الْهَوْى فَيُفَضِّلُكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ  
يَفْلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  
بِمَا نَسْوَأَ يَوْمَ الْحِسَابِ ④

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِأَطْلَالٍ

ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ  
(সৃষ্টিকর্তাকেই) অস্থীকার করে, আর যারা  
(সৃষ্টিকর্তাকে) অস্থীকার করেছে তাদের জন্যে  
জাহান্মারে দুর্ভোগ রয়েছে;

كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ⑨

২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি কি তাদের সেসব লোকের মতো করে দেবো যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, অথবা আমি কি পরহেয়গার লোকদের গুণহারদের মতো (একই দলভুক্ত) করবো?

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلَحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ  
نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفَجَارِ ⑯

২৯. আমি এ ঘোবারক গ্রন্থটি তোমার ওপর নাখিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানবান লোকেরাও (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে;

كَتَبَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبَرَّكَ لِيَدِ بِرْوَةِ  
أَيْتَهُ وَلِيَتَنَّ كَرَّ أُولُوا الْأَلَابِ ⑭

৩০. আমি দাউদকে (ছেলে হিসেবে) সোলায়মান দান করেছি; সে ছিলো (আমার) উত্তম বান্দা; সে অবশ্যই নিষ্ঠাবান ছিলো;

وَوَهَبْنَا لَنَا أُودْ سُلَيْমَىٰ نِعْمَرُ الْعَبْلِ  
إِنَّهُ أَوَّابٌ ⑩

৩১. এক অপরাহ্নে যখন তার সামনে (দ্রুতগামী ও) উৎকৃষ্ট (কয়েকটি) ঘোড়া পেশ করা হলো,

إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصِّفْنَتُ الْجِيَادُ ⑦

৩২. (তখন) সে বললো, আমি তো আমার মালিকের অ্যারগের কারণে (এদের) পছন্দ করেছিলাম, (অতপর সে তাদের চালাবার আদেশ দিলো) দেখতে দেখতে তা পর্দার আড়াল হয়ে গেলো।

فَقَالَ إِنِّي أَحَبِبْتُ حَبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذَكْرِ  
رَبِّيِّ هَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ⑨

৩৩. (সে বললো,) সেগুলো আমার সামনে নিয়ে এসো; অতপর সে সেগুলোর পা ও গলদেশসমূহে (মেহের) হাত বুলিয়ে দিলো।

رَدَوْهَا عَلَىٰ فَطَقِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ  
وَالْأَعْنَاقِ ⑪

৩৪. আমি (নানাভাবেই) সোলায়মানকে পরীক্ষা করেছি, (একবার) আমি তার সিংহাসনের ওপর একটি (নিপ্পাণ) দেহ রেখে দিয়েছিলাম, অতপর সে আমার দিকে ফিরে এলো।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْমَىٰ وَالْقَيْنَىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّ  
جَسَلًّا أَتْرَىٰ أَنَابَ ⑫

৩৫. সে (আরো) বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান করো, যা আমার পরে আর কারো জন্যে শোভনীয় হবে না, তুমি নিশ্চয়ই মহাদাতা।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِ وَهَبْ لِي مُلْكًا  
يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنْتَ  
الْوَهَابُ ⑬

৩৬. আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিয়েছি, তা তার ইচ্ছানুযায়ী সেখানেই নিয়ে যেতো- যেখানে সে যেতে চাইতো,

فَسَخْرَنَاهُ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءُ  
حَيْثُ أَصَابَ ⑭

৩৭. শয়তান (জিন)-দেরও (আমি তার অনুগত বানিয়ে দিয়েছি), যারা ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী ও (সমুদ্রে) ডুরুরী,

وَالشَّيْطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَامِيٍّ ⑮

৩৮. শৃঙ্খলিত (আরো) অনেককেও (আমি তার অধীন করে দিয়েছিলাম)।

وَآخَرِينَ مَقْرُنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ④

৩৯. (আমি বললাম,) এ সবই হচ্ছে আমার দান, (এ থেকে) তুমি (অন্যদের) কিছু দাও কিংবা নিজের কাছে রাখো—(এগুলো সবই) হচ্ছে হিসাব ছাড়া।

هُنَّا عَطَاؤُنَا فَامْنِنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ  
حِسَابٍ ⑤

৪০. অবশ্যই তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দর নিবাস।

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزِلْفِي وَحَسَنَ مَأْبِ ⑥

৪১. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দা আইযুবের কথা স্মরণ করো। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান আমাকে (ভীষণ) যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে (তুমি আমার কষ্ট দূর করে দাও);

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ مِإِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي  
مَسْنَى الشَّيْطَنُ بِنَصِيبٍ وَعَلَى ابِ ⑦

৪২. আমি বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো (আঘাত করার পর পানির একটি কৃপ বেরিয়ে এলে আমি আইযুবকে বললাম), এ হচ্ছে (তোমার কষ্ট দূর করা,) গোসল করা ও পান করার (উপযোগী) পানি।

أَرْكَضْ بِرْ جِلْكَ هُنَّا مُفْتَسَلْ بَارِدَ  
وَشَرَابٍ ⑧

৪৩. আমি তার সাথে তার পরিবার পরিজন ও তাদের মতো লোকদের সাথে একই পরিমাণ অনুগ্রহ দান করলাম, এটা ছিলো আমার পক্ষ থেকে রহমত ও জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে উপদেশ।

وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً  
مِنَا وَذِكْرِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ ⑨

৪৪. আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার হাতে এক মুঠো ত্বক্রান্ত নাও এবং তা দিয়ে (শপথ পুরো করার মানসে তোমার স্তুর শরীরে মদু) আঘাত করো, তুমি কখনো শপথ ভঙ্গ করো না; অবশ্যই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি; কতো উত্তম বান্দা ছিলো সে; সে ছিলো আমার প্রতি নিবেদিত!

وَخُلِّ بِيَنِ لَكَ ضَغْثَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا  
تَحْنَثْ إِنَّا وَجَلَنَهُ صَابِرًا نَعْمَرْ  
الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ ⑩

৪৫. (হে নবী,) তুমি আমার বান্দাদের (মধ্যে) ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ করো, ওরা (সবাই) ছিলো শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
أُولِي الْأَيْمَنِي وَالْأَبْصَارِ ⑪

৪৬. আমি একটি বিশেষ ব্যাপার— পরকাল দিবসের স্মরণ ‘গুণের’ কারণে তাদের (নেতৃত্বের জন্যে) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম,

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ ⑫

৪৭. অবশ্যই এরা সবাই ছিলো আমার কাছে মনোনীত উত্তম বান্দাদের অস্তর্ভুক্ত।

وَانْهِ عِنْدَنَا لِمَنِ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ⑬

৪৮. (হে নবী,) তুমি স্মরণ করো ইসমাইল, ইয়াসা' ও যুল কিফলের কথা; এরা সবাই ভালো মানুষের অস্তর্ভুক্ত ছিলো;

وَاذْكُرْ أَسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ  
وَكُلَّ مِنَ الْأَخْيَارِ ⑭

৪৯. এ হচ্ছে (মহৎ) একটি উপদেশ; অবশ্যই পরহেয়েগার লোকদের জন্যে (পরকালে) উত্তম আবাসের ব্যবস্থা রয়েছে,

هُنَّا ذِكْرٌ وَانَّ لِلْمُتَقِيْنَ لَحْسَنَ مَأْبِ ⑮

৫০. (সে উত্তম আবাস হচ্ছে) চিরস্থায়ী এক জান্মাত, যার দরজা (হামেশাই) তাদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে,

جَنَّتِ عَلَيْنِ مَفْتَحَةُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ⑯

৫১. সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, مُتَكَبِّئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ  
সেখানে তারা পর্যাণ পরিমাণ ফলমূল ও পানীয় =  
সরবরাহের আদেশ দেবে।

كَثِيرَةٌ وَشَرَابٌ ④

৫২. তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না, سَمَوَاتُ الْأَطْرَافِ أَتْرَابٌ  
তরুণীরা। وَعَنْ هُرْ قِصْرَتِ الْأَطْرَافِ أَتْرَابٌ ④

৫৩. (হে ইমানদাররা,) এ হচ্ছে সেসব (নেয়ামত)- বিচার  
দিনের জন্যে তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। هُدًى أَمَاتُهُ عَلَوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ④

৫৪. অবশ্যই এ হচ্ছে আমার দেয়া রেয়েক- যা  
কখনো নিঃশেষ হবে না, إِنَّ هُنَّا لَرِزْقَنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ ④

৫৫. এ হচ্ছে (নেককারদের পরিণাম, অপরদিকে)  
বিদ্রোহী পাপীদের জন্যে থাকবে নিকৃষ্টতম ঠিকানা,  
হَلْ أَوَانَ لِلطَّفِينِ لَشَرِّ مَأْبِ ④

৫৬. আর তা হচ্ছে জাহান্নাম- যেখানে তারা গিয়ে  
প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট নিবাস এটি! جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ④

৫৭. এ হচ্ছে (পাপীদের পরিণাম), অতএব তারা তা  
আস্থাদন করুক, (আস্থাদন করুক) ফুটস্ট পানি ও পুঁজ,  
হَلْ أَفْلَيْذَ وَقْوَةً حَمِيرٍ وَغَسَاقٍ ④

৫৮. (তাদের জন্যে) রয়েছে এ ধরনের আরো  
(বীভৎস শাস্তি); وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ آزِوَاجٍ ④

৫৯. এ হচ্ছে (আরেকটি) বাহিনী, (যারা) তোমাদের  
সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশ করার জন্যে (ধেয়ে)  
আসছে, তাদের জন্যে কোনো রকম অভিনন্দনের  
ব্যবস্থা এখানে নেই; এরা জাহান্নামে গিয়ে পতিত  
হবে। هُلْ أَفَوْجَ مَقْتَحِمٍ مَعْكُرٍ لَامْرَحَبًا بِهِمْ ④  
إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ④

৬০. তারা বলবে, বরং তোমরাই (হচ্ছে) অভিশপ্ত,  
(আজ এখানে) তোমাদের জন্যেও কোনো অভিনন্দন  
নেই। তোমরাই তো আমাদের এ (মহা-) বিপদের  
সম্মুখীন করেছো, কতো নিকৃষ্ট (তাদের) এ  
আবাসস্থল ! قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ تَلَامِعُونَ حَبَّاً بِكُمْ أَنْتُمْ  
قَدْ مَتَمُوا لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ ④

৬১. (যারা এদের অনুসরণ করেছে) তারা বলবে, হে  
আমাদের রব, যে ব্যক্তি (আজ) আমাদের এ দুর্গতির  
সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তুমি তার শাস্তি দ্বিগুণ  
বাড়িয়ে দাও। قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدْ مَلَأَ لَنَا هُنَّا هَلْ أَفْزِدُهُمْ عَلَىٰ أَبِي  
ضِعَفًا فِي النَّارِ ④

৬২. তারা (আরো) বলবে, একি হলো আমাদের, وَقَالُوا مَا لَنَا لَا تَرِي رِجَالًا كَنَا نَعْلَمُ  
আমরা (আজ জাহান্নামে) সেসব মানুষদের দেখতে  
পাচ্ছি না কেন- যাদের আমরা দুনিয়ায় খারাপ  
লোকদের দলে শামিল করতাম; مِنَ الْأَشْرَارِ ④

৬৩. তবে কি আমরা তাদের অহেতুকই ঠাট্টা বিদ্রূপের  
পাত্র মনে করতাম, না (আমাদের) দৃষ্টিশক্তি তাদের  
কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। أَتَخَلَّ نَهْمَ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ  
الْأَبْصَارُ ④

৬৪. জাহান্নামীদের (নিজেদের মাঝে) এ বাকবিতভা  
(সেদিন) হবে অবশ্যভাবী। إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصِرٌ أَهْلِ النَّارِ ④

৬৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো (জাহানামের) একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মারুদ নেই, তিনি একক, তিনি মহাপ্রাক্রমশালী,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ بِمَا مِنْ أَنْهَا لِإِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَّمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

৬৬. (তিনি) আসমানসমূহ ও যমীনের রব- (রব তিনি) এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তারও, তিনি প্রাচুর ক্ষমতাশালী, মহা ক্ষমাশীল।

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝  
الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

৬৭. তুমি বলো, এ (কেয়ামত) হচ্ছে একটি বড়ো ধরনের সংবাদ,

قُلْ هُوَ نَبِئَ عَظِيمٌ ۝

৬৮. আর তোমরা এ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিছো!

أَنْتُرْ عَنْهُ مَعْرِضُونَ ④

৬৯. (হে নবী, তুমি বলো,) আমার তো উর্ধ্ব-জগতের ফেরেশতাদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিলো না, (বিশেষ করে) যখন তারা (মানুষ সৃষ্টির বিষয় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে) বিতর্ক করছিলো।

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلِائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِّمُونَ ⑤

৭০. (এ সব) আমার কাছে ওহী করা হয়েছে, আমি (তোমাদের জন্য) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।

إِنْ يَوْمَى إِلَيْ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑥

৭১. (শ্রণ করো,) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মাটি থেকে মানুষ বানাতে যাচ্ছি।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلملائِكَةِ انِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ⑦

৭২. যখন আমি তাকে বানিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থাম করে নেবো এবং ওতে আমার (কাছ থেকে) রুহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার প্রতি সাজাদাবন্ত হবে।

فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سُجِّلْ بِينَ ⑧

৭৩. অতপর ফেরেশতারা সবাই (তাকে আল্লাহর ভুকুমে) সাজাদা করলো,

فَسَجَّلَ الْمَلِائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ⑨

৭৪. একমাত্র ইবলীস ছাড়া; সে অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অস্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ ⑩

৭৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইবলীস, তোমাকে কোন জিনিসটি তাকে সাজাদা করা থেকে বিরত রাখলো- যাকে আমি স্বয়ং নিজের হাত দিয়ে বানিয়েছি, তুমি কি এমনিই ঔদ্দত্য প্রকাশ করলে, না কি তুমি ছিলে কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কেউ?

قَالَ يَাِبِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُلَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي ۝ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيِّينَ ⑪

৭৬. সে বললো (হঁ), আমি তো তার চাইতে উত্তম; তুমি আমাকে আগুন থেকে বানিয়েছো আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে।

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ⑫

৭৭. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এখান থেকে  
এঙ্গুনি বের হয়ে যাও, অবশ্যই তুমি অভিশঙ্গ,

قَالَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ  
<sup>(১)</sup>

৭৮. তোমার ওপর আমার অভিশাপ থাকবে শেষ  
বিচারের দিন পর্যন্ত।

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ  
<sup>(২)</sup>

৭৯. সে বললো, হে আমার রব, তুমি আমাকে সেদিন  
পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন সব মানুষদের (দ্বিতীয়  
বার) জীবিত করে তোলা হবে।

قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ  
<sup>(৩)</sup>

৮০. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), যাদের  
অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি অবশ্যই তাদের অস্তর্ভুক্ত,

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ  
<sup>(৪)</sup>

৮১. অবধারিত সময়টি আসার সে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত  
(তুমি অবকাশ পাবে)।

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  
<sup>(৫)</sup>

৮২. সে বললো (হ্যাঁ), তোমার ইয়যতের কসম,  
আমি তাদের সবাইকেই বিপথগামী করে ছাড়বো,

قَالَ فَبِعِزْتِكَ لَا غُوْنِيْمَ أَجْمَعِيْنَ  
<sup>(৬)</sup>

৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার একনিষ্ঠ বান্দা-  
তাদের কথা আলাদা।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ  
<sup>(৭)</sup>

৮৪. তিনি বললেন, (এ হচ্ছে) চূড়ান্ত সত্য, আর আমি  
সত্যই বলি,

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ  
<sup>(৮)</sup>

৮৫. আমি অবশ্যই তোমার ও তোমার অনুসারীদের  
সবাইকে দিয়ে জাহান্ম পূর্ণ করবো।

لَامَلَئِنْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ  
<sup>(৯)</sup>

أَجْمَعِيْنَ  
<sup>(১০)</sup>

৮৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি এ কাজের ওপর  
তোমাদের কাছে কোনো পারিশামিক চাই না, না আমি  
তাদের দলের লোক যারা লৌকিকতা করে!

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا  
مِنَ الْمَتَكَلِّفِيْنَ  
<sup>(১১)</sup>

৮৭. সে (কোরআন)টি তো সৃষ্টিকুলের জন্যে একটি  
উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْنَ  
<sup>(১২)</sup>

৮৮. আর কিছুকাল পরই (যখন কেয়ামত সংঘটিত  
হবে, তখন) তোমার অবশ্যই তার (সত্যতা) সম্পর্কে  
জানতে পারবে।

وَلَتَعْلَمُنَ نَبَاهَ بَعْدَ حِينِ  
<sup>(১৩)</sup>



১. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ  
থেকেই (এই) গ্রন্থের অবতরণ।

تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنْ أَنْفُسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  
<sup>(১)</sup>

২. আমি এ (কিতাব) তোমার কাছে যথার্থভাবেই  
নায়িল করেছি, অতএব তাঁর জন্যে একান্ত নিষ্ঠাবান  
হয়ে তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো;

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدْ  
اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ إِلَيْنَ  
<sup>(২)</sup>

৩. জেনে রেখো, একনিষ্ঠ এবাদাত আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; ۖ

أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
<sup>(৩)</sup>

যারা আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের এবাদাত এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে করি না যে, এরা আমাদের আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে দেয়; কিন্তু তারা যে বিষয় নিয়ে মতভেদ করছে, আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) অবশ্যই সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে কখনো হেদায়াত করেন না যে মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞ।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ مَا  
نَعْبَلُ هُمْ إِلَّا لِيَقِرُّ بُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفِيٍّ إِنَّ  
اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  
إِنَّ اللَّهَ لَأَيْمَلِيٌّ مِنْ هُوَ كُلُّ بَكَارٍ ⑥

৪. আল্লাহ তায়ালা যদি সস্তান গ্রহণ করতেই চাইতেন, তাহলে তিনি তার সৃষ্টির মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই বাছাই করতে পারতেন, তাঁর সস্তা অনেক পরিবর্ত; তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি একক, মহাপ্রাক্রমশালী।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْخَلُّ وَلَدًّا لِاَصْطَفِي  
مَمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ «سَبَحْنَهُ هُوَ اللَّهُ  
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑧

৫. তিনি আসমান ও যমীন সঠিকভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রাতকে দিনের ওপর লেপটে দেন আবার দিনকে রাতের ওপর লেপটে দেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে (একটি নিয়মের) অধীন করে রেখেছেন; এগুলো সবই একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) বিচরণ করতে থাকবে; জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ  
اللَّيلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْأَيَّلِ  
وَسُخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ بِحْرٍ  
لِأَجْلِ مَسِيٍّ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ ④

৬. তিনি তোমাদের সবাইকে (আদমের) একই সস্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি সেই (সস্তা) থেকে তার যুগল বানিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার পশু (-এর বিধান) অবরীণ করেছেন; তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেটে পর্যায়ক্রমে পয়দা করেছেন- তিনটি অন্ধকারে একের পর এক (অবয়ব দিয়ে গেছেন); এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই তোমাদের রব, তাঁর জন্যেই যাবতীয় সার্বভৌমত্ব, তিনি ছাড়া কোনো মারুদ নেই, তারপরও (সত্য) থেকে তোমাদের কোথায় কোথায় ঢোকর খাওয়ানো হচ্ছে।

خَلَقَ كُمْرًا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا  
زَوْجًا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً  
أَزْوَاجًا يَخْلُقُ كُمْرًا فِي بُطُونِ أَمْهَتِكُمْ  
خَلَقَ لَقَمْرًا مِنْ بَعْدِ خَلَقٍ فِي ظُلْمِتِ ثَلِثٍ  
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ فَإِنَّى تُصْرِفُونَ ⑥

৭. (হে মানুষ,) তোমরা যদি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কারোই মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দার এ অকৃতজ্ঞ (আচরণ) পছন্দ করেন না, তোমরা যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো তাহলে তিনি তোমাদের ওপর সম্মুষ্ট হবেন; (কেয়ামতে) কেউই কারো (গুনাহের) তার ওঠাবে না: অতপর তোমাদের ফিরে যাবার জায়গা হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছে, সেদিন তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা কে কি করতে; তিনি নিশ্চয়ই জানেন যা কিছু অস্তরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে।

إِنْ تَكْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا  
يَرْضِي لِعَبَادَةُ الْكُفَّارِ وَإِنَّ تَشْكِرُوا  
يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُّ وَازْرَةً وَذُرُّ أَخْرَى  
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَلِكَ  
الصَّوْرِ ⑨

৮. মানুষকে যখন কোনো দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার মালিকের দিকে ধাবিত হয়,

وَإِذَا مَسَ الْأَنْسَانَ ضَرَّ دُعَا بِهِ مُنْبِياً إِلَيْهِ

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

পরে যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছ থেকে নেয়া মত দিয়ে তার ওপর অনুগ্রহ করেন, তখন সে যে জন্যে আগে তাঁকে ডেকেছিলো তা ভুলে যায়, সে (অন্যকে) আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ বানায়, যাতে করে সে (অন্যদের) তাঁর পথ থেকে বিভাস্ত করে দিতে পারে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, নিজের কুফরীর সাথে (সামান্য) কয়টি দিনের জন্যে (এই) আরাম আয়োশ ভোগ করে নাও, (পরিণামে) তুমি অবশ্যই জাহানার্থী।

تُمْ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَأْكَانَ  
يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ اللَّهُ أَنْدَادًا  
لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَّعِ بِكُفْرِكَ  
قِيلَّاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ④

১৯. যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের সাথে সাজাদাবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে (আল্লাহ তায়ালার) এবাদাত করে সে পরকালের (আয়াবের) ভয় করে এবং তার মালিকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে; (হে নবী, তুমি) বলো, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) জানে আর যারা (তাঁকে) জানে না, তারা কি এক সমান? (আসলে একমাত্র) জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

أَمْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا  
يَحْلِلُ رُبُّ الْآخِرَةِ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ  
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَّعَذَّ كُرَّ أَوْلَى الْأَلْبَابِ ⑤

১০. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার বান্দারা, যারা ঈদ্যান এনেছে, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যারা এ দুনিয়ায় কোনো কল্যাণকর কাজ করবে তাদের জন্যে (পরকালেও) মহাকল্যাণ (থাকবে), আল্লাহ তায়ালার যমীন অনেক প্রশংস্ত; (উপরন্তু) ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরক্ষার দেয়া হবে।

قُلْ يَعْبَادُ الَّذِينَ لَا يَأْمُنُوا أَتَقْوَا رَبَّكُمْ  
لِلَّذِينَ لَا يَحْسِنُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ حَسَنَةٌ  
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يَوْمُ فِي الصِّرَاطِ  
أَجْرٌ هُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑥

১১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে একান্ত নির্ণয় সাথে আমি যেন ধীনকে আল্লাহ তায়ালার জন্যে নিবেদন করে তাঁর এবাদাত করি,

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا  
لِهِ الَّذِينَ ⑦

১২. আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার সামনে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম হই।

وَأُمِرْتُ لِإِنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑧

১৩. তুমি বলো, আমি যদি আমার মালিকের না-ফরমানী করি তাহলে আমি আমার ওপর এক মহাদিনের শাস্তির ভয় করি।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي  
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑨

১৪. তুমি বলো, আমি একান্ত নির্ণয়বান হয়েই আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করি,

قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهِ دِينِي ⑩

১৫. অতপর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যারই চাও গোলামী করো; (হে নবী,) তুমি বলো, ভারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা, যারা (অন্যের গোলামী করার কারণে) কেয়ামতের দিন নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদের ভীষণ ক্ষতি করবে; তোমরা জেনে রেখো, (আখেরাতের) সে ক্ষতিই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

فَاعْبُدْنَا وَمَا شَعَّتْ مِنْ دُونِهِ قُلْ  
إِنَّ الْخَسِيرِينَ الَّذِينَ لَا يَسْرُوا أَنْفَسَهُمْ  
وَأَهْلِيَّمِهِمْ يَوْمًا الْقِيَمَةِ لَا ذِلْكَ هُوَ  
الْخَسِيرَانِ الْمُبْيِنِ ⑪

১৬. তাদের জন্যে তাদের ওপর থেকে (ছায়াদানকারী) <sup>لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْلَلٌ ۚ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً ۖ يُعْبَادُ فَاتِقُونِ</sup> ৫৫

আগুনের মেঘমালা থাকবে, তাদের নীচের দিক থেকেও থাকবে আগুনেরই বিছানা; এ হচ্ছে সে (বীভৎস) আয়াব, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ভয় দেখাচ্ছেন; (অতএব) হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে ভয় করো।

১৭. যারা (আল্লাহ বিরোধী) শয়তানী শক্তির গোলামী করা থেকে বেঁচে থেকেছে এবং (একনিষ্ঠভাবে) <sup>وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشْرِيَّ فَبَشِّرْ عِبَادِ</sup> ৪৪

আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফিরে এসেছে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাসুসংবাদ, অতএব (হে নবী), তুমি আমার (এমন সব) বান্দাদের সুসংবাদ দাও-

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে (আমার) কথা শোনে এবং তার ভালো কথার অনুসরণ করে; এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) লোক যাদের আল্লাহ তায়ালা সংগ্রথে পরিচালিত করেন, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ। <sup>الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هُنَّ هُنْ بِهِمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ</sup> ৫৬

১৯. (হে নবী,) যে ব্যক্তির ওপর (আল্লাহ তায়ালার) আয়াবের হৃকুম অবধারিত হয়ে গেছে (তাকে কে বাঁচাবে); তুমি কি (তাকে) বাঁচাতে পারবে যে জাহানামে (চলে গেছে), <sup>أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَإِنَّ تُنْقِلُ مَنْ فِي النَّارِ</sup> ৫৫

২০. তবে যারা তাদের মালিককে ভয় করে তাদের জন্যে (বেহেশতে) প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ বানানো থাকবে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে; (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা; আল্লাহ তায়ালা কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। <sup>لِكِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبِّهِمْ لَهُمْ غَرْفَ مِنْ فَوْقِهِمَا غُرْفَ مِبْنَيَةٍ تَجْرِيٌّ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ وَعَنَّ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادُ</sup> ৫৭

২১. (হে মানুষ,) তুমি কি কখনো এটা পর্যবেক্ষণ করোনি, আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তিনি তা যমীনের প্রস্রবণগুলোতে প্রবেশ করান, তিনিই (আবার) তা দিয়ে (যমীন থেকে) রং বেরংয়ের ফসল বের করে আনেন, পরে তা (আবার) শুকিয়েও যায়, ফলে তোমরা তাকে পীতবর্ণের (ফসল হিসেবে) দেখতে পাও, অতপর তিনিই তাকে আবার খড়কুটায় পরিণত করেন; অবশ্যই এতে জানীদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। <sup>أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٍ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلَوْ أَنَّهُ ثُمَّ يَهْبِطُ مَصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حَطَامًا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ</sup> ৫৮

২২. যার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (পাওয়া) একটি (হেদায়াতের) নূরের ওপর রয়েছে; দুর্ভোগ হচ্ছে সেসব লোকের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার শ্রবণ থেকে কঠোর হয়ে গেছে; (মূলত) এরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে। <sup>أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَلَّى رَبَّ الْإِسْلَامِ فَمَوْ قِيلَ نُورٌ مِنْ رِبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَّةِ قُلْوَبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ</sup> ৫৯

۲۳. آللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحِلَّ يُّسِّرُ كِتَابًا مُتَشَابِهً  
مَثَانِيٌ تَقْسِعُهُ مِنْهُ جَلْوَدُ الدِّينِ يَخْشُونَ  
رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جَلْوَدَهُمْ وَقَلْوَبَهُمْ إِلَى  
ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُنَّى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ  
يَشَاءُ وَمَنْ يُصْلِلَ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادِ<sup>⑭</sup>

۲۴. يَهْ دِيْكِيْ كেয়ামতের দিন তার মুখকে কঠিন  
শাস্তি থেকে বাঁচতে চাইবে, (সে কি তার মতো হবে  
যাকে সে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে, সেদিন)  
যালেমদের বলা হবে, তোমরা (দুনিয়ায়) যা কামাই  
করছিলে আজ তারই মজা ভোগ করো!

أَفَمِنْ يَتَقْرِبُ بِوْجِهِ سَوَّءَ الْعَذَابِ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ وَقَيْلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كَنْتُمْ  
تَكْسِبُونَ<sup>⑮</sup>

۲۵. তাদের আগের লোকেরাও (নবীদের ওপর) <sup>وَم</sup>  
মিথ্যা আরোপ করেছে, অতপর এমন দিক থেকে  
(আল্লাহ তায়ালার) আয়াব তাদের ওপর এসে তাদের  
গ্রাস করলো যে, তারা টেরই পায়নি।

كَذَّبَ الَّلَّهِنَّ يَنْ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّهُمْ  
فَإِذَا قَهَرَ اللَّهُ الْحَزِيْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَلَعْدَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ<sup>⑯</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

۲۶. আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার জীবনে অপমানের  
মজা উপভোগ করালেন, (তাদের জন্যে) আবেরাতের  
আয়াব হবে (আরো) গুরুতর। (কতো ভালো হতো)  
যদি তারা (কথটা) জানতো!

وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ  
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لِعِلْمِهِ يَتَنَّكِرُونَ<sup>⑰</sup>

۲۷. আমি এ কোরআনে মানুষদের (বোঝানোর)  
জন্যে সব ধরনের উদাহরণই পেশ করেছি, যাতে  
করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে,  
বাঁচতে পারে।

قَرَأْنَا عَرِبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لِعِلْمِهِ يَتَقْنُونَ<sup>⑱</sup>

۲۸. এ কোরআনকে (আমি বিশুদ্ধ) আরবী ভাষায়  
(নায়িল করেছি), এতে কোনো জটিলতা নেই, আশা  
করা যায় তারা (আল্লাহ তায়ালার না-ফরমানী থেকে)  
বাঁচতে পারে।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ  
مَتَشْكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ  
يَسْتَوِيْنِ مَثَلًا أَحْمَلُ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ<sup>⑲</sup>

۲۹. আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের জন্যে) একটি উদাহরণ  
উপস্থাপন করেছেন, (উদাহরণটি দু'জন মানুষের, এদের)  
একজন (হচ্ছে গোলাম), যার বেশ ক'জন মালিক  
রয়েছে- যার (আবার) পরম্পর বিরোধী- (থ্রয়েকেই  
গোলামটিকে নিজের দিকে টানতে চাচ্ছে), আরেক ব্যক্তি,  
যে কেবল একজনেরই (গোলাম); তুমিই বলো, এ দু'জন  
কি সমান হবে? (না, কখনো নয়,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ  
তায়ালার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مِيْتُونَ<sup>⑳</sup>

۳۰. অবশ্যই তুমি মরণশীল- তারাও নিসন্দেহে  
মরণশীল,

ثُمَّ إِنَّكَ مِيْتٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكَمْ  
تَخْتَصِمُونَ<sup>㉑</sup>

۳۱. অতপর (নিজেদের অপরাধের জন্যে একে অপরকে  
দায়ী করে) তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের  
মালিকের সামনে বাকবিতভা করতে থাকবে।

৩২. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে- যে  
আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং  
একবার তার কাছে সত্য (দীন) এসে যাওয়ার পরও  
সে তা মিথ্যা প্রতিপন্থ করে; (এমন সব) কাফেরদের  
ঠিকানা কি জাহানামের মধ্যে (হওয়া উচিত) নয়?  
**فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَنَّبَ  
بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمِ  
مَثْوَى لِلْكُفَّارِينَ**

৩৩. যে ব্যক্তি স্বয়ং এ সত্য (দীন) নিয়ে এসেছে এবং  
যে ব্যক্তি এ সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাদের  
(এ আয়ার থেকে) বাঁচিয়ে দেয়া হবে।  
**وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ**

৩৪. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে সেসব  
কিছুই খাকবে যা তারা (পেতে) চাইবে; (মূলত)  
এটাই হচ্ছে নেককার মানুষদের পুরক্ষার,  
**لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ  
جَزْءُ الْمَحْسِنِينَ**

৩৫. এরা যা কিছু মন্দ কাজ করেছে আল্লাহ তায়ালা  
যেন তাদের (আমলনামা) থেকে তা মিটিয়ে দিতে  
পারেন, তাদের কর্মকান্ডের জন্যে তিনি তাদের উত্তম  
পুরক্ষার দেবেন।  
**لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الذِّي عَمِلُوا  
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي  
كَانُوا يَعْمَلُونَ**

৩৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দা (মোহাম্মদের  
হেফায়ত)-এর জন্যে যথেষ্ট নন? (হে নবী,) এরা  
তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে (অন্যদের) ভয়  
দেখায়; আল্লাহ তায়ালা যাকে বিভাস করেন তার  
(আসলেই) কোনো পথপ্রদর্শক নেই,  
**إِلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدٌ وَيَخْوِفُونَكَ  
بِالْأَنْبَيْنِ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يَضْلِلِ اللَّهُ  
فَمَالَهُ مِنْ هَادِ**

৩৭. আবার যাকে আল্লাহ তায়ালা পথ প্রদর্শন করেন  
তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আল্লাহ তায়ালা কি  
পরাক্রমশালী (কঠোর) প্রতিশোধ গ্রহণকারী) নন?  
**وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلٍ إِلَيْسَ  
اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي اثْرَقَامِ**

৩৮. (হে নবী,) যদি তুমি এদের কাছে জিজেস করো,  
আকাশমালা ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, (জবাবে)  
অবশ্য ওরা বলবে, আল্লাহ তায়ালাই (এসব সৃষ্টি  
করেছেন); এবার তাদের তুমি বলো, তোমরা কখনো  
ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে  
কোনো কষ্ট পৌছাতে চান তাহলে আল্লাহ তায়ালা  
ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো তারা কি সে কষ্ট দূর  
করতে পারবে? কিংবা তিনি যদি আমার ওপর (তাঁর)  
অনুগ্রহ করতে চান, (তাহলে) এরা কি তাঁর সে অনুগ্রহ  
রোধ করতে পারবে? (হে নবী,) তুমি বলো, আমার  
জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; যারা নির্ভর করতে চায়  
তাদের তো তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত।  
**وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قَلْ أَفْرَءِيْتَ مَا  
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ  
بِضْرٍ هَلْ هُنْ كُشِفَتْ ضَرَّةً أَوْ أَرَادَنِيَ  
بِرَحْمَةً هَلْ هُنْ مِمْسَكَ رَحْمَتِهِ قَلْ  
حَسِيبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ**

৩৯. (হে নবী) তুমি বলো, হে আমার জাতি, তোমরা  
তোমাদের জায়গায় কাজ করে যাও, অবশ্যই আমি  
(আমার) কাজ করে যাচ্ছি, শীঘ্রই তোমরা (তোমাদের  
পরিণাম) জানতে পারবে—  
**قُلْ يَقُولُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي  
عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ**

৪০. কার ওপর (দুনিয়ায়) অপমানকর আয়ার আসবে এবং (আখেরাতেই বা) কার ওপর স্থায়ী আয়ার নাখিল হবে (তাও জানতে পারবে)!

মَنْ يَأْتِيهِ عَنْ أَبٍ يُخْزِيهِ وَيَحْلِلْ عَلَيْهِ  
عَلَّ أَبٍ مَقِيرٌ<sup>৪০</sup>

৪১. (হে নবী,) আমি মানুষের জন্যে তোমার ওপর সত্য (ধীন)-সহ (এ) কিভাব নাখিল করেছি, অতপর যে কেউ হোয়াত পেতে চাইবে সে তা করবে একান্ত তার নিজের (ভালোর) জন্যে, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়ে যায়, তার এ গোমরাহীর ফল তার নিজের ওপরই বর্তাবে, আর তুমি তো তাদের ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নও!

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ لِلنَّاسِ  
بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَ فَلَنَفْسِهِ وَمَنِ  
ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ  
بِوَكِيلٌ<sup>৪১</sup>

৪২. আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের) মৃত্যুর সময় তার প্রাণবায়ু বের করে নেন, আর যারা ঘুমের সময় মরেনি তিনি তাদেরও (রুহ বের করেন), অতপর যার ওপর তিনি মৃত্যু অবধারিত করেন তার প্রাণবায়ু তিনি (ছেড়ে না দিয়ে) রেখে দেন এবং বাকী (রুহ)-দের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছেড়ে দেন; এর (ব্যব স্থাপনার) মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দর্শন রয়েছে যারা (বিষয়টি নিয়ে) চিন্তা ভাবনা করে।

الله يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا  
وَالَّتِي لَمْ تَمْتَ في مَنَامَهَا فَيُمِسِّكُ  
الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرِسِّلُ  
الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مَسْمَى إِنْ فِي ذَلِكَ  
لَا يَلِيقُ مِنْ يَتَفَكَّرُونَ<sup>৪২</sup>

৪৩. এরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সুপারিশকারী (হিসেবে) গ্রহণ করেছে? (হে নবী,) তুমি বলো, যদিও তোমাদের এসব সুপারিশকারী কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, না তাদের কোনো জ্ঞান বুদ্ধি আছে।

أَمْ أَتَخْنُ وَآمِنْ دُونِ اللهِ شَفَاعَاءَ  
قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا  
يَعْقُلُونَ<sup>৪৩</sup>

৪৪. বলো (হে নবী), যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই নিবেদিত; অতপর তোমাদের সবাইকে তার দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جِمِيعًا لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>৪৪</sup>

৪৫. যখন তাদের কাছে এক আল্লাহ তায়ালার কথা বলা হয়, তখন যারা আখেরাতের ওপর দীমান আনে না, তাদের অন্তর নিতান্ত সংকৃতিত হয়ে পড়ে, অপরদিকে যখন (আল্লাহ তায়ালার) বদলে, অন্য (দেবতা)-গুলোর আলোচনা করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লিখিত হয়।

وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَزَّ قُلُوبَ  
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ  
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشُونَ<sup>৪৫</sup>

৪৬. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আল্লাহ, (হে) আসমান যমীনের প্রস্তা, (হে) দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব কিছুর পরিজ্ঞাতা, তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দাও, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে।

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَيْ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ  
عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ<sup>৪৬</sup>

৪৭. যদি এ যালেমদের কাছে সেসব (সম্পদ) মজুদ থাকে, যা এ পৃথিবীর মাঝে (ছড়িয়ে) আছে,

وَلَوْ أَنِّي لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جِمِيعًا

তার সাথে সম্পরিমাণ (সম্পদ) আরো যদি তার কাছে থাকে, কেয়ামতের দিন আয়াবের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে তারা সবকিছুই দিয়ে দিতে চাইবে; সে সময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে সে (আয়াব) এসে উপস্থিত হবে, যার কল্পনাও তারা করতে পারেন।

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَّوْا بِهِ مِنْ سُوءِ  
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَأَ الْهَمْرَ مِنْ  
اللَّهِ مَا لَرِيْكُونَوا يَحْتَسِبُونَ ④৫

৪৮. এরা (যেভাবে) আমল করতে থাকবে, আস্তে আস্তে (সেভাবে) তার মন্দ ফলও প্রকাশ পেতে থাকবে, যেভাবে (আয়াবের প্রতি) এরা হাসি বিদ্রূপ করতো তা তাদের (আমলের মতোই) তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলবে।

وَبَدَأَ الْهَمْرَ سَيَّاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ  
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ④৬

৪৯. মানুষদের (অবস্থা হচ্ছে), যখন কোনো দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে, অতপর আমি যখন (তা দূর করে) তাকে আমার কাছ থেকে কোনো রকম নেয়ামত দান করি তখন সে বলে, এটা তো আমার জ্ঞানের (যোগ্যতার) ওপরই দেয়া হয়েছে। না (আসলে তা নয়); বরং এটা হচ্ছে পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

فَإِذَا مَسَ الْأَنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ظُمْرًا إِذَا  
خَوَّلَنَاهُ نِعْمَةً مِنْنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ  
عَلَى عَلِيٍّ بْلَهِيْ فِتْنَةً وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُ  
لَا يَعْلَمُونَ ④৭

৫০. এদের আগের লোকেরাও এ ধরনের (কথাবার্তা) বলতো, কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি।

قُنْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى  
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ④৮

৫১. যা কিছু তারা কামাই করেছে তার মন্দ পরিণাম তাদের সামনে আসবেই; এদের মধ্যে যারা যুলুম করে তারাও (একদিন) তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে, এরা (আমাকে) অক্ষম করে দিতে পারবে না।

فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ  
ظَلَمُوا مِنْ هُؤُلَاءِ سَيِّصِبُهُمْ سَيَّاتُ مَا  
كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ④৯

৫২. এরা কি জানে না, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (তার) রেয়েক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্যে চান তাকে) সংকুচিত করে দেন; অবশ্যই এর মাঝে দ্বিমানদার লোকদের জন্যে অনেক নির্দশন রয়েছে।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ بِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ  
بِيُؤْمِنُونَ ④১০

৫৩. (হে নবী,) তুমি বলো, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছো— আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই (মানুষের) সমুদয় গুণাহ ক্ষমা করে দেবেন, অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى  
أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ  
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ④১১

৫৪. তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করো— তোমাদের ওপর আয়াব আসার আগেই, (আয়াব এসে গেলে) অতপর তোমাদের আর কোনো রকম সাহায্য করা হবে না।

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنَصَّرُونَ ④১২

৫৫. তোমাদের আজান্তে তোমাদের ওপর অতিরিক্তভাবে  
কোনো রকম আয়াব নায়িল হ্বার আগেই তোমাদের  
কাছে তোমাদের মালিক যে উৎকৃষ্ট (গ্রস্ত) নায়িল  
করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ  
رِّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنِ يَاتِيَكُمُ الْعَذَابُ  
بِغَتَّةً وَأَنْتُرْ لَا تَشْعُرُونَ ⑥

৫৬. (এমন যেন না হয় যে,) কেউ বলবে, হায়  
আফসোস! আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমার কর্তব্য  
পালনে আমি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি, আমি  
ছিলাম ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদেরই একজন!

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي  
جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ⑦

৫৭. কিংবা (কেউ) যেন না বলে, যদি আল্লাহ তায়ালা  
আমাকে হেদায়াত দান করতেন তাহলে আমি অবশ্যই  
পরহেঁগারদের দলে শামিল হয়ে যেতাম,  
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هُنَّنِي لَكُنْتُ  
مِّنَ الْمُتَقِيْنَ ⑧

৫৮. অথবা সে যখন (জাহানামের) আয়াব সামনে  
দেখবে তখন বলবে, আহা, যদি আমার (আবার)  
দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তাহলে আমি নেক  
বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম!

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ  
لِكَرَّةَ فَاكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ⑨

৫৯. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হ্যাঁ, অবশ্যই আমার  
আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসে পৌছেছিলো, কিন্তু  
তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, তুমি অহংকার  
করেছিলে, তুমি ছিলে অঙ্গীকারকারীদেরই একজন।

بَلِّيْ قَدْ جَاءَتْكَ أَيْتِيْ فَكَلِّ بَتْ بِهَا  
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفَّارِينَ ⑩

৬০. কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহ  
তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো  
সব কদাকার (বিশ্রী হয়ে গেছে), জাহানাম কি উদ্ধৃত  
পোষণকারীদের ঠিকানা (হওয়া উচিত) নয়?  
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَلَّبُوا عَلَى  
اللَّهِ وَجْهُهُمْ مَسْوَدَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمِ  
مَثُوَّلِيْ لِلْمُتَكَبِّرِينَ ⑪

৬১. (অপরদিকে) যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে,  
আল্লাহ তায়ালা তাদের সাফল্যের সাথে (আয়াব থেকে)  
উদ্ধার করবেন, অকল্যাণ তাদের কথনে শৰ্শ করবে  
না, না তারা কথনে কোনো ব্যাপারে উদ্ধিষ্ঠ হবে!

وَيَنْجِيْ اللَّهُمَّ إِنَّمَا تَقُولُ أَنَّقَوْا بِمَفَازِتِهِمْ  
لَا يَمْهِمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑫

৬২. আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর স্বষ্টা, তিনিই হচ্ছেন  
সব কিছুর ওপর তত্ত্বাধায়ক!  
اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
وَكِيلٌ ⑬

৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় চাবি (-কাঠি)  
তো তাঁর কাছেই; যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ  
অঙ্গীকার করে তারাই হচ্ছে এমন লোক যারা  
ক্ষতিগ্রস্ত।  
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّنِّيْ  
كَفَرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ⑭

৬৪. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, হে মূর্খ ব্যক্তিরা,  
তোমরা কি (এরপরও) আমাকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া  
অন্য কারো গোলামী করতে বলবে?  
قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَامُورُونِيْ أَعْبُدُ أَيْمَانِ  
الْجَهَلُونَ ⑮

৬৫. (অথচ হে নবী,) তোমার কাছে এবং সেসব (নবীদের) কাছেও - যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ (মর্মে) ওই পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি (আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের) শরীক করো তাহলে অবশ্যই তোমার (সব) আমল নিষ্কল হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে।

৬৬. তুমি বরং একাত্মভাবে আল্লাহ তায়ালারই এবাদাত করো এবং শোকরগোষার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।

৬৭. (আসলে) এ (মূর্খ) লোকগুলো আল্লাহ তায়ালার সেভাবে মূল্যায়নই করেনি যেভাবে তাঁর মূল্যায়ন করা উচিত, কেবামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানগুলো (একে একে) ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে; পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা (তাঁর সাথে) যা কিছু শেরেক করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।

৬৮. (যখন প্রথমবার) শিংগায় ফুর্তকার দেয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তার (সব কিছুই) বেহশ হয়ে যাবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা চান (তা আলাদা); অতপর আবার শিংগায় ফুর্তকার দেয়া হবে, তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে যাবে (এবং সে বীভৎস দৃশ্য) তারা দেখতে থাকবে।

৬৯. (এ সময়) যমীন তার মালিকের নূরের বলকে উদ্ভুত হয়ে উঠবে, মানুষের (কর্মফলের) নথিপত্র (সামনে) রাখা হবে, নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের এনে হাযির করা হবে, তাদের সবার সাথেই ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের কারো ওপরই যুলুম করা হবে না।

৭০. প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ কাজ সে করে এসেছে, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন যা কিছু তারা করতে।

৭১. যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের দলে দলে জাহানামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে; এমনি (তাড়া খেতে খেতে) যখন তারা জাহানামের (দেরগোড়ায়) পৌছুবে তখন (সাথে সাথেই) তার (সদর) দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার রক্ষী (ফেরেশতা)-রা ওদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের (কিতাবের) আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতো এবং তোমাদের এমনি একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতো; ওরা বলবে (হ্যাঁ), অবশ্যই এসেছিলো, কিন্তু কাফেরদের ওপর (আল্লাহ তায়ালার) আয়ার (সম্পর্কিত) ওয়াদাই (আজ) বাস্তবায়িত হয়ে গেলো।

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑥

بِاللَّهِ فَاعْبُلْ وَكَنْ مِنَ الشَّكِيرِينَ ⑦

وَمَا قَلَرُوا اللَّهُ حَقَ قَدْرَهُ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٍ بِيَمِينِهِ سَبَكَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَرَكُونَ ⑧

وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُرْ قِيَامٌ يُنْظَرُونَ ⑨

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضَعَ الْكِتَبُ وَجَاءَهُ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَدَاءِ وَقَضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑩

وَفَيْتَ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ⑪

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ رَمَّا حَتَّى إِذَا جَاءُهُمْ فَتَحَتْ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتْهَا أَلْرَبِ يَاتِكُمْ رَسْلٌ مِنْ كُرْ يَتَلَوْنَ عَلَيْكُمْ أَيْتِ رَبِّكُمْ وَيَنْ رَوْنَكُمْ لِقاءَ يَوْمَ كُمْرٍ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ فِي الْكُفَّارِينَ ⑫

৭২. ওদের (তখন) বলা হবে, যাও, প্রবেশ করো  
জাহান্মারের দরজাগুলো দিয়ে, (তোমরা) সেখানেই  
চিরদিন থাকবে, উদ্দত্য প্রকাশকারীদের জন্যে কতো  
নিকৃষ্ট হবে এ ঠিকানা!

৭৩. (অপরদিকে) যারা তাদের মালিককে ভয়  
করেছে তাদের সবাইকে দলে দলে জাহানের দিকে  
নিয়ে যাওয়া হবে; এমনি করে যখন সেখানে  
তারা এসে হায়ির হবে (তখন দেখা যাবে) তার  
দরজাসমূহ (তাদের অভিবাদনের জন্যে আগেই)  
খুলে রাখা হয়েছে, (উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে) তার  
রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি  
সালাম, তোমরা সুখে থাকো, চিরস্তন জীবন কাটানোর  
জন্যে তোমরা এখানে দাখিল হয়ে যাও!

৭৪. তারা (সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে) বলবে, সব তারীফ  
আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের দেয়া তাঁর প্রতিশ্রূতি  
পূরণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী  
বানিয়ে দিয়েছেন, এখন আমরা (এ) জাহানের  
যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসবাস করবো, (সৃ) কর্ম  
সম্পাদনকারীদের পুরক্ষার কতোই না উত্তম!

৭৫. (হে নবী, সেদিন) তুমি ফেরেশতাদের দেখতে  
পাবে, ওরা আরশের চারদিকে ধিরে তাদের মালিকের  
সম্পর্শস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে,  
(সেদিন) ইনসাফের সাথে সবার বিচার (-কার্য যথন)  
সম্পন্ন হবে, (চারদিক থেকে) একই ঘোষণা ধ্বনিত  
হবে— সবটুকু প্রশংসাই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ  
তায়ালার জন্যে।

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِيْنَ  
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ  
زَمِّرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفَتَحَتْ  
أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَّنْتُمَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ  
طِبَّتِمْ فَادْخُلُوا هَا خَلِيلِيْنَ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَلَّقَنَا وَعَلَّ  
وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأْ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ  
نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِيْنَ

আয়াত ৮৫  
রুকু ৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোমেন  
মকায় অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,

حَمْ

২. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এই গ্রন্থের অবতরণ,  
তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ,

تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

৩. (তিনি মানুষের) গুনাহ মাফ করেন, তাওবা করুল  
করেন, (অপরাধীদের) শাস্তিদানে (তিনি) কঠোর,  
(তিনি) বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক; তিনি ছাড়া  
আর কোনো মারুদ নেই, তাঁর দিকেই (সবার  
প্রত্যাবর্তনস্থল) ফিরে যেতে হবে।

غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبَ شَدِيدٌ  
الْعِقَابُ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
إِلَيْهِ الْمِصِيرُ

৪. (হে নবী,) আল্লাহ তায়ালার (অবতীর্ণ এ)  
আয়াতসমূহ নিয়ে শুধু তারাই বিতর্কে লিঙ্গ হয় যারা  
কুফরী করে। (মনে রেখো) শহরে (বন্দরে) তাদের  
বিচরণ যেন (কোনোদিনই) তোমাকে প্রতারিত করতে  
না পারে।

مَا يُجَادِلُ فِي أَيْتِ اللَّهِ إِلَّا أَلَّا إِلَّيْنَ كَفَرُوا  
فَلَا يَغُরُّكَ تَقْلِبَهُمْ فِي الْبِلَادِ

৫. তাদের আগে নহের জাতি (সে যমানার নবীকে) ۱۸  
মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো, আবার তাদের পর অন্যান্য  
দলও (নবীদের অঙ্গীকার করেছে), প্রত্যেক জাতিই  
তাদের নবীদের পাকড়াও করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে  
অভিসন্ধি এটেছিলো এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার  
জন্যে তারা অন্যায়ভাবে যুক্তি তর্কে লিঙ্গ হয়েছিলো,  
(পরিণামে) আমিও তাদের পাকড়াও করেছি। (চেয়ে  
দেখো), কেমন (ভীতিকর) ছিলো আমার আযাব!

كَلَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نَوْحٌ وَالْأَحْزَابُ مِنْ  
بَعْدِهِمْ وَهُمْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ  
لِيَاخْلُوهُ وَجَلَّ لَوْا بِالْبَاطِلِ لِيُلْحِضُوا بِهِ  
الْحَقُّ فَآخَلَّهُمْ تَفْكِيفُهُ كَانَ عِقَابُ ⑥

৬. এভাবেই কাফেরদের ওপর তোমার মালিকের  
বাণী সত্য প্রমাণিত হলো যে, এরা সত্য সত্যিই  
জাহান্নামী।

وَكَلَّ لَكَ حَقَّتْ كَلْمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑦

৭. যেসব (ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার) আরশ বহন  
করে চলেছে এবং যারা এর চারদিকে (কর্তব্যরত)  
রয়েছে, তারা নিজেদের মালিকের পবিত্রতা ও মহিমা  
ঘোষণা করছে, তারা তাঁর ওপর ঈমান রাখে, তারা  
(এই বলে) ঈমানদারদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া  
করে, হে আমাদের রব, তুমি তোমার অনুগ্রহ ও  
জ্ঞানসহ সবকিছুর ওপর ছেয়ে আছো, সুতরাং সেসব  
লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তাওবা করে  
এবং যারা তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের  
জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمِنْ حَوْلِهِ  
يَسِّحُونَ بِحَمْلِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ  
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ بَيْنَ أَمْنِوَاءِ رَبِّنَا  
وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلَيْهَا فَاغْفِرُ  
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَرُ  
عَلَّابَ الْجَيْمِيرِ ⑧

৮. হে আমাদের রব, তুমি তাদের সেই স্থায়ী  
জান্মাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের  
দিয়েছো, তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও  
তাদের সন্তান-সন্তির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে  
তাদেরও তুমি (জান্মাতে প্রবেশ করাও), নিশ্চয়ই তুমি  
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,

رَبِّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّتَ عَلَيْنِ الَّتِي  
وعَلَيْهِمْ وَمِنْ صَلَحِ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ  
وَذِرِيتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ ⑨

৯. তুমি (কেয়ামতের দিন) তাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে  
রক্ষা করো, সেদিন তুমি যাকেই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে  
দেবে, তাকে তুমি (বড়ো বেশী) দয়া করবে, আর  
এটাই (হবে সেদিনের) সবচাইতে বড়ো সাফল্য।

وَقِيمُ السِّيَّاَتِ وَمَنْ تَقَ السِّيَّاَتِ يُوْمَنِ  
فَقُلْ رَحْمَتِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑩

১০. বিসন্দেহে যারা কুরুরী করেছে, তাদের জন্যে  
ঘোষণা হবে, (আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি  
তোমাদের যে রোষ- তার চাইতে আল্লাহ তায়ালার  
রোষ আরো বেশী, (বিশেষ করে), যখন তোমাদের  
ঈমানের দিকে ডাকা হচ্ছিলো আর তোমারা তা  
অঙ্গীকার করছিলে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ  
أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفَسَكُمْ إِذْ تَلْعَونَ  
إِلَى الْأَيَّامِ فَتَكْفِرُونَ ⑪

১১. তারা বলবে, হে আমাদের রব, তুমি তো দু'বার  
আমাদের মৃত্যু দিলে, আবার দু'বার জীবনও দিলে,  
আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি, আমাদের  
জন্যে এখান থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা  
আছে কি?

قَالُوا رَبِّنَا أَمْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحِيتَنَا  
اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِئْ نُوبِنَا فَهَلْ إِلَى  
خَرْوَجٍ مِنْ سَبِيلٍ ⑫

১২. (তাদের বলা হবে), তোমাদের (এ শাস্তি) তো  
এ জন্যে যে, যখন তোমাদের এক আল্লাহর দিকে  
ডাকা হতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, যখন  
তাঁর সাথে শরীক করা হতো তখন তোমরা তা মেনে  
নিতে; (আজ) সর্বময় সিদ্ধান্তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ  
তায়ালা- তিনি সর্বোচ্চ, তিনি মহান।

১৩. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের তাঁর  
(কুদরতের) নির্দশনসমূহ দেখান এবং আসমান থেকে  
তিনি তোমাদের জন্যে রেঘেক পাঠান, (আসলে  
এ থেকে) তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা (আল্লাহ  
তায়ালার দিকে) নিবিট হয়।

১৪. (হে মুসলমানরা), তোমরা (তোমাদের) দ্বীনকে  
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্বেদিত করে  
শুধু তাঁকেই ডাকো, যদিও কাফেররা (এটা) পছন্দ  
করে না।

১৫. তিনি সুউচ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মহান  
অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর  
ইচ্ছা তাঁর আদেশসহ তার ওপর ওহী পাঠান, যাতে  
করে সে (রসূল আল্লাহর সাথে) সাক্ষাত লাভের  
দিনটির ব্যাপারে (বান্দাদের) সাবধান করে দিতে  
পারে,

১৬. সেদিন মানুষ (হাশেরের ময়দানে) বেরিয়ে পড়বে,  
তাদের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে  
গোপন থাকবে না; (বলা হবে), আজ সর্বময় রাজত্ব  
ও কর্তৃত্ব কার জন্যে? (জবাব আসবে,) প্রবল  
পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালার জন্যে।

১৭. আজ প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া  
হবে যে পরিমাণ সে (দুনিয়ায়) অর্জন করে এসেছে;  
আজ কারও প্রতি কোনোরকম অবিচার হবে না, অবশ্যই  
আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণে তৎপর।

১৮. (হে নবী,) তুমি তাদের আসন্ন (কেয়ামতের)  
দিন সম্পর্কে সর্তক করে দাও, যখন কষ্টে তাদের প্রাণ  
কঠ্বাগত হবে, (চারদিক থেকে) দম বন্ধ হবার উপক্রম  
হবে; সেদিন যালেমদের (আসলেই) কোনো বন্ধু  
থাকবে না, থাকবে না এমন কোনো সুপারিশকারী,  
যার সুপারিশ (তখন) গ্রাহ্য করা হবে;

১৯. তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে (যেমন) জানেন,  
(তেমনি জানেন) যা কিছু (মানুষের) মন গোপন করে  
রাখে (সে সব কিছুও)।

২০. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর বান্দাদের মাঝে) ন্যায়বিচার  
করেন; (কিন্তু) ওরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে  
তারা কোনো রকম বিচার ফয়সালা করতে সক্ষম নয়;

ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دَعَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرُتُمْ  
وَإِن يُشَرِّكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْكَفَرُ  
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

٩٦  
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَيْتِهِ وَيَنْزِلُ لَكُمْ  
مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَنَزَّلُ كُرْلَا مَنْ  
يُنِيبُ

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الِّيْنَ وَلَوْ  
كَرَةُ الْكُفَّارِ

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي  
الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  
لِيُنِذِ رَبَّ يَوْمَ التَّلاقِ

يَوْمَ بِرْزَوْنَ لَا يَخْفِي عَلَى اللَّهِ  
مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ  
الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

الْيَوْمَ تَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا  
ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

وَأَنِّرْهُمْ يَوْمًا لِازْفَةً إِذَا الْقُلُوبُ  
لَدِي الْحَنَاجِرِ كُظُمِينَ هَمَّا لِلظَّالِمِينَ  
مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالِّيْنَ يَنْ  
بِلْ عَوْنَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ  
كَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثْرَارًا فِي  
الْأَرْضِ فَآخَنَ هُمُّ اللَّهِ بِذِنْبِهِمْ وَمَا  
كَانَ لَهُمْ مِنْ أَلِهَّ مِنْ وَاقٍ ۝

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا تَاتِيَهُمْ رَسُولُهُ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَنَ هُمُّ اللَّهِ إِنَّهُ  
قَوْىٰ شَدِيدٌ الْعِقَابُ ۝

مُبَيِّنٌ ۝

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

নিসদ্দেহে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

২১. এ লোকগুলো কি (আমার) যমীনে ঘোরাফেরা করে না? (যুরলে) তারা দেখতো এদের আগের লোকগুলোর কি পরিণাম হয়েছিলো; অথচ শক্তিমত্তার দিক থেকে (হোক) এবং যেসব কীর্তি তারা দুনিয়ায় রেখে গেছে (সে দ্রষ্টিতে হোক), যমীনে তারা ছিলো অনেক বেশী প্রবল, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করলেন; আল্লাহ তায়ালার গ্যব থেকে তাদের রক্ষা করার মতো কেউই ছিলো না ।

২২. এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে (সুম্পষ্ট) নির্দশনসহ রসূলদের আগমন সত্ত্বেও ওরা তাদের অঙ্গীকার করেছিলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন, অবশ্যই তিনি শক্তিশালী, শাস্তিদানেও তিনি কঠোর ।

২৩. আমি আমার আয়াতসমূহ ও সুম্পষ্ট দলীল প্রমাণ দিয়ে মুসাকে পাঠিয়েছিলাম,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَانًا وَسُلْطَنًا

مُبَيِّنٌ ۝

২৪. (আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম) ফেরাউন, হামান ও কার্কনের কাছে, ওরা বললো, এ তো হচ্ছে এক চরম মিথ্যাবাদী যাদুকর ।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا

سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۝

২৫. অতপর যখন সে আমার কাছ থেকে সত্য (দ্বীন) নিয়ে তাদের কাছে এলো, যখন তারা বললো, যারা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের তোমরা হত্যা করো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখো; (কিন্তু) কাফেরদের ঘড়যন্ত্র (তো) ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا  
إِقْتُلُوهُمْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكُفَّارُ  
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

২৬. ফেরাউন (তার পারিষদদের) বললো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও- আমি মুসাকে হত্যা করবো, ভাকুক সে তার রবকে । আমি আশংকা করছি সে তোমাদের জীবন যাপনের পদ্ধতিকেই পাল্টে দেবে এবং (এ) যমীনে সে (নানারকমের) বিপর্যয় ঘটাবে ।

وَقَالَ فِرْعَوْنٌ ذَرْنِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ  
وَلَيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ  
دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يَظْهِرَ فِي الْأَرْضِ  
الْفَسَادَ ۝

২৭. মুসা বললো, প্রতিটি উদ্ভিত ব্যক্তি- যে হিসাব নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না, আমি তার (অনিষ্ট) থেকে আমার রব ও তোমাদের রব-এর কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি ।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ  
مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمَ الْحِسَابِ ۝

২৮. একজন মোমেন ব্যক্তি- যে ছিলো (স্বয়ং) ফেরাউনের গোত্রেরই লোক

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ

(এবং) যে ব্যক্তি (এদিন পর্যন্ত) নিজের ঈমান গোপন করে আসছিলো, (সব শুনে) বললো (আচ্ছা), তোমরা কি একজন লোককে (শুধু এ জন্যেই) হত্যা করতে চাও, যে ব্যক্তি বলে— আমার বর হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (অথচ) সে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রয়াগসহই তোমাদের কাছে এসেছে; যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার (এ) মিথ্যা তো তার ওপরই (বর্তাবে), আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে যে (আয়াবের) ব্যাপারে সে তোমাদের কাছে ওয়াদা করছে তার কিছু অংশ হলেও তো তোমাদের পাকড়াও করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে সঠিক পথ দেখান না যে সীমালংঘনকারী, চরম মিথ্যাবাদী।

يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتَلُونَ رَجُلًاٌ نَّيْقُولَ  
رَبِّنَا اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ  
رِّبِّكُمْ وَإِنْ يَكُنْ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَلْبُهُ  
وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يَصْبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي  
يَعْلَمُ كُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْمِلُ إِنْ هُوَ  
مَسْرِفٌ كَلَّا أَبْ ④৬

২৯. (সে বললো,) হে আমার জাতি আজ (মনে হচ্ছে), তোমাদের জন্যেই এ যমীনের বাদশাহী, (কিন্তু আগামীকাল) আমাদের ওপর (আয়াব) এসে গেলে কে আমাদের আল্লাহর (পাঠানো) দুর্বোগ থেকে সাহায্য করবে; ফেরাউন বললো, আমি (এ ব্যাপারে) তোমাদের সে রায়ই দেবো, যেটা আমি (ঠিক) দেখবো, আমি তোমাদের সত্য পথ ছাড়া অন্য কিছুই দেখাবো না।

يَقُومُ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهِيرَيْنِ فِي  
الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاسِ اللَّهِ إِنَّ  
جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنَ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا  
أَرَىٰ وَمَا أَهْلِ يَكْرِمِ الْأَسَبِيلِ الرَّشَادِ ④৭

৩০. (যে ব্যক্তি গোপনে) ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতোই (আয়াবের) দিনের আশংকা করছি,

وَقَالَ النَّبِيُّ أَمَّا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ  
عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ④৮

৩১. যেমনটি (হয়েছিলো) নৃহের জাতি, আদ, সামুদ ও তাদের পরে যারা এসেছিলো (তাদের সবার); আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করতে চান না।

مِثْلَ دَآبِ قَوِّ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ  
وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يَرِيدُ  
ظُلُمًا لِلْعَبَادِ ④৯

৩২. হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে প্রচন্ড হাঁক ডাকের (কেয়ামত) দিবসের (আয়াবের) আশংকা করি,

وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ④১০

৩৩. সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পালাবে, (সেদিন) আল্লাহ তায়ালার (পাকড়াও) থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না, আল্লাহ তায়ালা যাকে পথব্রষ্ট করেন তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শনকারীই থাকে না।

يَوْمَ تُوَلَّوْنَ مِنْ بَيْنِ هَمَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ  
عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فِيهَا لَهُ مِنْ هَادِ ④১১

৩৪. এর আগে তোমাদের কাছে (নবী) ইউসুফ সুস্পষ্ট কিছু নির্দর্শন নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সে যে বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তোমরা তাতে (শুধু) সন্দেহই পোষণ করেছো; এমনকি যখন সে মরে গেলো তখন তোমরা এও বলতে শুরু করলে যে,

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زَلَّتُمْ فِي شَكٍّ مَّا  
جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ ④১২

আল্লাহ তায়ালা তারপর আর কখনো কোনো রসূল পাঠাবেন না; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এভাবেই (নানা বিভিন্নতে ফেলে) সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদের পথব্রহ্ম করেন,

৩৫. যারা তাদের নিজেদের কাছে আসা দলীল প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নিয়ে বিতভায় লিঙ্গ হয়; তাদের এ আচরণ আল্লাহ তায়ালা ও ঈমানদারদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই প্রতিটি অহংকারী ও বৈরুচারী ব্যক্তির হৃদয়ের ওপর মোহর মেরে দেন।

لَنْ يَبْعِثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ  
يُفْلِحُ اللَّهُ مِنْ هُوَ مُسَرِّفٌ مُرْتَابٌ  
الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي أَيْتِ اللَّهِ بِغَيْرِ  
سُلْطَنٍ أَتَهُمْ كَبَرٌ مَقْتَانَا عَنْ اللَّهِ وَعَنْ  
الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ  
قُلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَارٍ

৩৬. ফেরাউন (একদিন তার উর্ধীর হামানকে) বললো, হে হামান, আমার জন্যে তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে করে আমি (আকাশে ঢুকার) কিছু একটা অবলম্বন পেতে পারি,

وَقَالَ فِرْعَوْنٌ يَهَامِنْ أَبِنِ لِ صَرَّاحًا  
لَعَلِّي أَبْلَغُ الْأَسْبَابَ

৩৭. আকাশে ঢুকার অবলম্বন (এমন হবে) যেন আমি মূসার মাবুদকে দেখে আসতে পারি, অবশ্য আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার এ নিকৃষ্ট কাজকে শোভনীয় বানিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে (এর দ্বারা সত্য থেকে) নিবৃত্ত করা হলো; (মূলত) ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ধ্রংস ছাড়া আর কিছু নয়।

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى  
وَأَنِّي لَأَظْنَهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيْنٌ  
لَفِرْعَوْنَ سَوْءَ عَمَلِهِ وَصَلَ عَنِ السَّبِيلِ  
وَمَا كَيْنَ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ

৩৮. যে ব্যক্তিটি ঈমান এনেছিলো সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিছি,

وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَقُولُ اتَّبِعُونِ  
أَهْلِ كُمْرِ سَبِيلِ الرَّشَادِ

৩৯. হে আমার জাতি, অবশ্যই তোমাদের এ জীবন মাত্র কয়েকদিনের উপভোগের বস্তু মাত্র। নিসদেহে আখেরাত হচ্ছে (মোমেনদের) স্থায়ী নিবাস!

يَقُولُ إِنَّمَا هُنَّةُ الْحَيَاةُ الَّتِيَا مَتَاعٌ  
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

৪০. যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তাকে সে কাজের পরিমাণের চাইতে বেশী প্রতিফল দেয়া হবে না, পুরুষ হোক কিংবা নারী, যে কেউই নেক কাজ করবে সে-ই মোমেন (হিসেবে গণ্য হবে, হাঁ), এরাই হচ্ছে সে (সৌভাগ্যবান মানুষ) যারা স্বাচ্ছন্দে জান্মাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের অপরিমিত রেয়েক দেয়া হবে।

مِنْ عَمَلِ سَيِّئَةٍ فَلَا يَجزِي إِلَّا مِثْلَهَا  
وَمِنْ عَمَلِ صَالِحٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثِي وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَأَوْلَئِكَ يَلْخَلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزَقُونَ  
فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

৪১. হে আমার জাতি, এ কি আশৰ্য, আমি তোমাদের (জাহানাম থেকে) মুক্তির দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহানামের দিকে!

وَيَقُولُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَيْ النَّجْوَةِ  
وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ

৪২. তোমরা আমাকে ডাকছো যেন আমি আল্লাহ তায়ালাকে অঙ্গীকার করি এবং তাঁর (সাথে) অন্য কাউকে শরীক করি,

تَدْعُونِي إِلَى كُفَّارِ بِاللَّهِ وَأَشْرَكَ بِهِ

যার (সমর্থনে) আমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, (পক্ষা স্তরে) আমি তোমাদের ডাকছি আল্লাহ তায়ালার দিকে, যিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَّأَنَا آدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَارِ  
④

৪৩. যে বিষয়টির প্রতি তোমরা আমাকে ডাকছো, দুনিয়াতে তার দিকে ডাকা (কোনো মানুষের জন্যেই) শোভনীয় নয়, পরকালে তো (মোটেই) নয়, অবশ্যই আমাদের সবাইর ফিরে যাবার শেষ জায়গা আল্লাহ তায়ালার কাছেই, (সত্যি কথা হচ্ছে) যারা সীমালংঘন করে তারা অবশ্যই জাহানামের অধিবাসী।

لَا جَرَأْتَ أَنَّمَا تَلَعَّبْنَيِ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعَوَةً فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ  
④

৪৪. (আজ) আমি তোমাদের যা কিছু বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে, আর আমি তো আমার কাজকর্ম- (বিষয় আসয় সব) আল্লাহ তায়ালার কাছেই সোপর্দ করছি, নিসদেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন।

فَسَتَلَ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ  
④

৪৫. অতপর ওরা (তাঁর বিরঞ্জে) যতো ষষ্ঠ্যন্ত করলো আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তা থেকে রক্ষা করলেন, (অপর দিকে একটা) কঠিন শাস্তি (এসে) ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিলো,

فَوَقَمَ اللَّهُ سَيِّدُ مَا مَكْرُوا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ  
④

৪৬. (জাহানামের) আগুন, যার সামনে তাদের সকাল সন্ধ্যায় হায়ির করা হবে, আর যেদিন কেয়ামত ঘটবে (সেদিন ফেরেশতাদের বলা হবে), ফেরাউনের দলবলকে কঠিন আয়াবে নিষ্কেপ করো।

أَنَّ النَّارَ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا غُلْ وَأَعْشِيَاءَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تَدْخُلُوا إِلَيْهَا فِرْعَوْنَ أَشَدُ الْعَذَابِ  
④

৪৭. যখন এ লোকেরা জাহানামে বসে পরম্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, অতপর (যারা) দুর্দল (ছিলো) তারা এমন সব লোকদের বলবে- যারা ছিলো অহংকারী- আমরা তো (দুনিয়ায়) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, (এখন জাহানামের) আগুনের কিছু অংশ কি তোমরা আমাদের কাছ থেকে নিবারণ করতে পারবে?

وَإِذَا يَتَحَاجِجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعُوفُ إِلَيْهِنَّ يَسْتَكْبِرُونَ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ  
④

৪৮. অহংকারীরা বলবে (কিভাবে তা সম্ভব), আমরা সবাই তো নিশ্চিতভাবে তার ভেতরেই পড়ে আছি, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মাঝে (চূড়ান্ত) ফয়সালা করে দিয়েছেন।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ  
④

৪৯. (তারপর) যারা জাহানামে (পড়ে) থাকবে তারা (খ্রানকার) প্রহরীদের বলবে, তোমরা (আমাদের জন্যে) তোমাদের মালিকের কাছে দোয়া করো, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আয়াব কম করে দেন।

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخْفِفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ  
④

৫০. তারা বলবে, এমনকি হয়নি যে, তোমাদের কাছে তোমাদের নবীরা সুস্পষ্ট নির্দশন নিয়ে এসেছিলো, তারা বলবে হ্যাঁ (এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি), তারা বলবে, তাহলে (তোমাদের) দোয়া তোমরা নিজেরাই করো, (আর সত্য কথা হচ্ছে), কাফেরদের দোয়া ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়!

৫১. নিচয়ই আমি আমার নবীদের ও (তাদের ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের এ বৈষ্ণিক দুনিয়ায় (যেমন) সাহায্য করি, (তেমনি সাহায্য করবো সেদিনও) যেদিন (তাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে একে একে) সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে যাবে,

৫২. সেদিন যালেমদের ওয়ার আপত্তি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে (শুধু থাকবে) অভিশাপ, তাদের জন্যে আরো থাকবে নিঃস্তুতম আবাস।

৫৩. আমি মূসাকে অবশ্যই হেদায়াত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাইলদের (আমার) কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম,

৫৪. জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে (তা ছিলো) হেদায়াত ও (সুস্পষ্ট) উপদেশ।

৫৫. অতপর তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করো, আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, তুমি (বরং) তোমার গুনাহখাতার জন্যে (আল্লাহ তায়ালার কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

৫৬. নিজেদের কাছে কোনো দলীল প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তায়ালার নাখিল করা আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে কেবল অহংকারই (ছেয়ে) থাকে, তারা কখনো সে (সাফল্যের) জায়গায় পৌছবার (যোগ্য) নয়, অতএব (হে নবী), তুমি (এদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্টি।

৫৭. নিসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করার চাইতে আরো বড়ো (বিষয়), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুঘান ব্যক্তি (কখনো) সমান হয় না, (ঠিক তেমনি) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারা এবং দুর্ভিপরায়ণ ব্যক্তি (কখনো) সমান নয়;

قَالُواٰ أَوْلَرْ تَكْ تَأْتِيْكُمْ رَسْلُكُمْ  
بِالْبَيْنِتِ ۝ قَالُواٰ بَلِيٰ ۝ قَالُواٰ فَادْعُوَا  
وَمَا دَعَوْا الْكُفَّارِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَّلٍ ۝

إِنَّا لَنَنْصَرُ رَسْلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ ۝  
الْعَنْتَهُ وَلَهُ سُوءُ الدِّارِ ۝

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْهَدِيْ ۝ وَأَوْرَثْنَا  
بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَبَ ۝

هَلِي وَذَكْرِي لِأُولَي الْأَلَابَ ۝

فَاصْبِرْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ  
لِنَبَّكَ وَسَبِعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيْ  
وَالْأَبْكَارِ ۝

إِنَّ الَّذِيْنَ يَجَادِلُونَ فِيْ أَيْتِ اللَّهِ  
بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهْمَرْ إِنْ فِيْ صُلْوَرِهِ  
الْأَكْبَرْ مَا هِيْ بِبَالْغِيْهِ فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ  
إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ ۝

لَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ  
خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ ۝

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِيْنَ  
أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ وَلَا الْمُسْئِ

(আসলে) তোমাদের কমসংখ্যক লোকই (আমার হেদয়াত থেকে) উপদেশ প্রাপ্ত করে।

قِلِّيًّا مَا تَنَزَّلَ كَرْوَانٌ  
④

৫৯. অবশ্যই কেয়ামত আসবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই (এ অমোgh সত্যে) বিশ্বাস করে না।

إِنَّ السَّاعَةَ لَأَتْيَةً لَارِيبٍ فِيهَا وَلِكِنْ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ  
⑤

৬০. তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো; নিসন্দেহে যারা অহংকারের কারণে আমার এবাদাত থেকে না-ফরমানী করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহানামে প্রবেশ করবে।

وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونَى أَسْتَحِبْ لَكُمْ  
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي  
سَيِّدُ خَلْقِهِنَّ جَهَنَّمَ دُخِرُّ بِنَ  
⑥

৬১. আল্লাহ তায়ালা— যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্বাম নিতে পারো এবং দিনকে পর্যবেক্ষণকারী আলোকেজ্জুল করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে তাঁর) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

إِلَهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَى لِتَسْكُنُوا  
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُلُّ وَفَضْلٌ  
عَلَى النَّاسِ وَلِكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا  
يَشْكُرُونَ  
⑦

৬২. এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তোমাদের রব, প্রত্যেকটি জিনিসের (একক) স্মষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই, অতপর তোমাদের (কোথায়) কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?

ذُلُّكُمْ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مَلَّا  
إِلَهٌ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ  
⑧

৬৩. (বিভিন্ন যুগে) যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াত অঙ্গীকার করেছে তাদেরও এভাবে (দ্বারে দ্বারে) ঠোকর খাওয়ানো হয়েছিলো!

كَنِّيْلَكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِأَيْمَانِ اللَّهِ  
يَجْحَلُونَ  
⑨

৬৪. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে ভূমিকে বাসোপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন, আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ, তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, তোমাদের আকৃতিকে তিনি সুন্দর করে গঠন করেছেন এবং ভালো ভালো জিনিস থেকে তোমাদের রেয়েক দান করেছেন; এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনি তোমাদের রব, কতো মহান বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা!

إِلَهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا  
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصُورَكُمْ فَاحْسِنُ صُورَكُمْ  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذُلُّكُمْ رَبُّ  
رَبِّكُمْ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ  
⑩

৬৫. তিনি চিরজীব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব একান্ত নিষ্ঠাবান হয়ে তোমরা তাঁর এবাদাত করো; সব তারীফ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালার জন্যে!

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الِّيْلَ يَنِّيْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ  
⑪

৬৬. (হে নবী,) ভূমি বলো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেন আমি তাদের এবাদাত না করি, যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকো,

قُلْ إِنِّي نُهِمِّيْتُ أَنْ آعْبُرَ  
الَّذِينَ يَنِّيْلَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
⑫

لَمَّا جَاءَنِي الْبَيْتُ مِنْ رَبِّيٍّ وَأَمْرَتَ  
أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(বিশেষ করে) যখন আমার কাছে আমার মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ এসে গেছে, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সুষ্ঠিকুলের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-এর অনুগত বান্দা হয়ে যাই।

৬৭. তিনিই (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দ করেছেন, অতপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রঞ্জ থেকে (বানিয়ে) তোমাদের শিশু হিসেবে বের করে আনেন, তারপর তোমরা ঘোবনপ্রাণ হও, (এক সময়) তোমরা উপনীত হও বার্ধকে, তোমাদের কাউকে আবার আগেই মৃত্যু দেয়া হয়, (এসব প্রক্রিয়া এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যেন তোমরা (সবাই তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা) নির্দিষ্ট সময়ে পৌছুতে পারো এবং আশা করা যায়, তোমরা বুঝতে পারবে।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ  
نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طَفْلًا  
ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّ كِرْمَتِكُمْ لَتَكُونُوا شَيْوَهَا  
وَمَنْكُمْ مِنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا  
أَجَلًا مَسْمَى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

৬৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জীবন দান করেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তিনি যখন কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু এটুকুই বলেন 'হও', অতপর তা 'হয়ে যাও'।

هُوَ الَّذِي يَحْيِي وَيَمْبَيِتْ فَإِذَا قَضَى  
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كَمْ فَيَكُونُ ۝

৬৯. (হে নবী,) তুমি কি ওদের (অবস্থার) দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যারা আল্লাহ তায়ালার (নাখিল করা) আয়াত সম্পর্কে নানা বিতর্কে লিঙ্গ হচ্ছে; বলতে পারো— ওদের (আসলে) কোন দিকে ধারিত করা হচ্ছে?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي أُبَيْتِ  
اللَّهِ أَنَّمَا يَصْرِفُونَ ۝

৭০. (ওরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা (এ) কিতাব অঙ্গীকার করে, (অঙ্গীকার করে) সেসব কিতাবও, যা আমি (ইতিপূর্বে) নবীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। অতিশীত্রই তারা (নিজেদের পরিণাম) জানতে পারবে,

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا  
بِهِ رُسُلَنَا تَفَسُّوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

৭১. যেদিন ওদের গলদেশে (আয়াবের) বেড়ি ও শেকেল থাকবে, (সেদিন) তাদের টেনে হেঁচড়ে (জাহানামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে,

إِذَا الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلِسْلُ  
يَسْجِبُونَ ۝

৭২. ফুটস্ট পানিতে (তাদের নিক্ষেপ করা হবে), অতপর তাদের আগুনে দণ্ডিভূত করা হবে,

فِي الْحَمِيرٍ ثُرُّ فِي النَّارِ يَسْجِرُونَ ۝

৭৩. অতপর তাদের বলা হবে, কোথায় (আজ) তারা— যাদের তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক করতে?

ثُرِّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كَنْتُمْ تَشْرِكُونَ ۝

৭৪. আল্লাহ তায়ালার বদলে (যাদের তোমরা ডাকতে তারা আজ কোথায়?) তারা বলবে, তারা তো (আজ সবাই) আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, (আসলে) আমরা তো আগে (কখনো) এমন কিছুকে ডাকিনি; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই কাফেরদের বিভাস করেন।

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوْا عَنِّا بَلْ لَمْ  
نَكُنْ نَذِعُوا مِنْ قَبْلٍ شَيْئًا كَلِّ لَكَ  
يُضِلِّ اللَّهُ الْكُفَّارُ ۝

৭৫. (আজ) এ কারণেই তোমাদের (এ পরিণাম) হয়েছে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাসে মেঠে থাকতে

ذَلِكُمْ بِمَا كَنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقْقِ ۝

এবং তোমরা (অথবা) অহংকার করতে,

৭৬. وَبِمَا كُنْتُرْ تَمْرَحُونَ ⑥

৭৬. সুতরাং (এখন) তোমরা জাহানামের দরজাসমূহে  
(ভেতরে) প্রবেশ করো, সেখানে তোমরা চিরকাল  
থাকবে, কতো নিকৃষ্ট অহংকারীদের এ আবাসস্থল!

أَدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ فِيهَا  
فَبَيْشَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ⑦

৭৭. (হে নবী,) তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করো, আল্লাহ হ  
তায়ালার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আমি তাদের কাছে  
যে (শাস্তির) ওয়াদা করেছি (তার) কিছু অংশ যদি  
তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) যদি  
আমি তোমাকে মৃত্যু দেই (তাতেও অবস্থার কোনো  
পরিবর্তন হবে না), তাদের তো অতপর আমার কাছে  
ফিরে আসতেই হবে।

فَاصْبِرْ إِنْ وَعَنَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَا  
بَعْضَ الَّذِي نَعْلَمُ هُمْ أَوْ نَتَوْ فِينَكَ  
فَالْيَنَا يَرْجِعُونَ ⑧

৭৮. (হে মোহাম্মদ,) আমি তোমার আগে (অনেক)  
রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা  
আমি তোমাকে শুনিয়েছি, (আবার এমনও আছে যে,)  
তাদের কথা তোমার কাছে আমি (আদৌ) বর্ণনাই  
করিন; (আসলে) আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া  
কোনো নির্দশন উপস্থিত করা কোনো রসূলের কাজ  
নয়, আর যখন আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এসে যাবে  
তখন তো সব কিছুর যথাযথ মীমাংসা হয়েই যাবে,  
আর (তখন) একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلَقَنْ أَرْسَلَنَا رَسْلًا مِّنْ قَبْلَكَ مِنْهُمْ مِّنْ  
قَصْصًا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لِمْ نَقْصُصَ  
عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِأَيَّةً  
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ  
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هَنَالِكَ الْمُبْطَلُونَ ⑨

৭৯. আল্লাহ তায়ালাই সেই (মহান) সত্তা যিনি  
তোমাদের জন্যে চতুর্পদ জন্ম পয়দা করেছেন, যেন  
তোমরা তার (কতেক জন্মুর) ওপর আরোহণ করো,  
আর তার (মধ্যে কতেক জন্মুর) তোমরা গোশত  
খাও,

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكِبُوا  
مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكِلُونَ ⑩

৮০. তোমাদের জন্যে তাতে (আরো) বহুবিধ কল্যাণ  
রয়েছে, তোমরা তার ওপর আরোহণ করো, তোমাদের  
নিজেদের (মনের ইচ্ছা ও) প্রয়োজনের স্থানে (তাদের  
নিয়ে) উপনীত হতে পারো, (তোমরা) তার ওপর  
(যেমনি আরোহণ করো, তেমনি) নৌকার ওপরও  
তোমাদের আরোহণ করানো হয়;

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلَتَبْلِغُوا عَلَيْهَا  
حَاجَةً فِي مُدُورِكَمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكِ  
تَحْمِلُونَ ⑪

৮১. আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে (কুদরতের আরো)  
নির্দশন দেখাচ্ছেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার কোন্ কোনু  
নির্দশন অঙ্গীকার করবে!

وَبِرِّيْكَمْ أَيْتَهُ فَإِنْ أَيْتَ اللَّهَ تَنْكِرُونَ ⑫

৮২. এরা কি যমীনে চলাফেরা করেনি, (করলে)  
অতপর তারা দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তী লোকদের  
পরিণাম কি হয়েছিলো; তারা সংখ্যায় এদের চাইতে  
ছিলো অনেক বেশী, শক্তি ক্ষমতা এবং যমীনে রেখে  
যাওয়া কীর্তিতেও তারা (ছিলো) অনেক প্রবল, কিন্তু  
তারা যা কিছু কাজকর্ম করেছে তা তাদের কোনোই  
কাজে আসেনি।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا  
أَكْثَرَ مِنْهُمْ أَشَدُ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ  
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑬

৮৩. যখন তাদের নবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট  
প্রমাণগত নিয়ে হায়ির হলো, তখন তাদের কাছে  
জ্ঞানের যা কিছু ছিলো তা নিয়ে তারা গর্ব করলো  
এবং (দেখতে দেখতে) সে আয়ার তাদের এসে ঘিরে  
ফেললো, যা নিয়ে তারা ঠাঁটা-বিদ্যুৎ করতো।

فَلِمَّا جَاءَتْهُمْ رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا  
بِمَا عَنَّاهُمْ هُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا  
كَانُوا يَهُدِّي بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑭

৮৪. অতপর তারা যখন (সত্যি সত্যিই) আমার  
আয়ারকে আসতে দেখলো তখন বলে উঠলো, হাঁ,  
আমরা এক আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনলাম,  
যাদের আমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) শরীক  
করতাম তাদের আমরা অঙ্গীকার করলাম।

فَلَمَّا مَارَأُوا بَاسْنَاً قَالُوا أَمَّا بِإِلَهِ وَهَذَا  
وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ⑯

৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার আয়ার দেখলো, তখন  
তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারেই এলো না;  
আল্লাহ তায়ালার এ নীতি (সবসময়ই) তাঁর বান্দাদের  
মাঝে (কার্যকর) হয়ে আসছে, আর এখানে কাফেরাই  
চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

فَلَمَّا يَكُنْ يَنْقَعِهِمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا  
بَاسْنَةً سُنْتَ اللَّهُ التَّيْمِنْ قَدْ خَلَتْ فِي  
عِبَادَةٍ وَخَسِرَ هُنَّا لِكَ الْكُفَّارُونَ ⑭



১. হা-মী-ম,

১  
ঠ  
১  
১  
১  
১

২. রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (এ  
কিতাব-এর) অবতরণ।

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ⑤

৩. (এটি এমন এক) কিতাব, যার আয়াতসমূহ খুলে  
খুলে বর্ণনা করা হয়েছে, (এ) কোরআন আরবী ভাষায়  
এমন এক সম্প্রদায়ের জন্যে (নায়িল করা হয়েছে)  
যারা (এর ভাষা) জানে,

كَتَبَ فَصِّلَتْ أَيْتَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ⑥

৪. (এ কিতাব হচ্ছে জান্নাতের) সুসংবাদদাতা  
আর (জাহান্মারের) ভীতি প্রদর্শনকারী, (মানুষদের)  
অধিকাংশই (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং  
তারা (এ কিতাবের কথা) শোনে না।

بَشِّيرًا وَنَذِيرًا فَاعْرَضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ  
لَا يَسْمَعُونَ ⑧

৫. তারা বলে, যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের  
ডাকছো তার জন্যে আমাদের অস্তরসমূহ আবরণে  
আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানেও রয়েছে  
বধিগতি এবং (এই কারণে) আমাদের ও তোমার  
মধ্যে একটি দেয়াল (দাঁড়িয়ে) আছে, তুমি তোমার  
কাজ করো আর আমরা আমাদের কাজ করি।

وَقَالُوا قَلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مَا تَلَعَّنَا إِلَيْهِ  
وَفِي أَذَانِنَا وَقَرْمَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ  
حِجَابٌ فَاعْمِلْ إِنَّا عِمْلُونَ ⑨

৬. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদেরই  
মতো একজন মানুষ, কিন্তু আমার ওপর (এ মর্মে)  
ওহী নায়িল হয় যে, তোমাদের মারুদ হচ্ছেন একমাত্র  
মারুদ, অতএব (হে মানুষ), তোমরা তাঁর এবাদাতে  
অবিচল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো;  
আর (যাবতীয়) দুর্ভোগ তো মোশরেকদের জন্যেই,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بُو حِيَ إِلَى  
أَنَّمَا الْمَكْرُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ  
وَاسْتَغْفِرُوا وَوَلِلْمُشْرِكِينَ ⑩

৭. (দুর্ভোগ তাদের জন্যে) যারা যাকাত দেয় না এবং  
যারা পরাকালের ওপর বিশ্বাস করে না ।

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الْزَكَوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ  
هُمْ كُفَّارٌ

৮. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং  
নেক কাজ করে, তাদের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন পুরকারের  
ব্যবস্থা রয়েছে ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি তাঁকে অঙ্গীকার  
করতে চাও যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং  
তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? (অথচ) এই  
হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের (আসল) রব,

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفِرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ  
الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ

أَنْدَادًا، ذَلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ

১০. তিনি এর ওপরিভাগ থেকে এর ভেতরে পাহাড়সমূহ  
গেড়ে দিয়েছেন ও তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে  
দিয়েছেন এবং তাতে (তাদের) আহারের পরিমাণ  
নির্ধারণ করেছেন, (এসব তিনি সম্পন্ন করেছেন) চার  
দিন সময়ের ভেতর; যারা জানতে চায় তাদের জন্যে  
(সৃষ্টির সময়ের পরিমাণ) সমান সমান (হয়ে গেলো) ।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقَهَا وَبَرَكَ  
فِيهَا وَقَنَ رَفِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ  
سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ

১১. অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ  
করলেন, যা (তখন) ছিলো ধূম্রকুঞ্জ বিশেষ, এরপর  
তিনি তাকে ও যমীনকে আদেশ করলেন, তোমরা  
উভয়েই এগিয়ে এসো— ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়;  
তারা উভয়েই বললো, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি ।

ثُمَّ أَسْتَوْى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ  
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا  
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

১২. (এই একই সময়ে) তিনি দুদিনের ভেতর এ  
(ধূম্রকুঞ্জ)-কে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং  
প্রতিটি আকাশে তার (উপর্যোগী) আদেশনামা পাঠালেন;  
পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি  
দ্বারা সাজিয়ে দিলাম এবং (তাকে শয়তান থেকে)  
সংরক্ষিত করে দিলাম, এটি অবশ্যই পরাক্রমশালী ও  
সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা ।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ  
وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ  
السَّمَاءَ الَّذِيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفَاظًا ذَلِكَ  
تَقْرِيرُ الرَّعِيزِ الْعَلِيِّ

১৩. (এর পরও) যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে  
তুমি বলো, আমি তো তোমাদের এক ভয়াবহ আয়াব  
থেকে সতর্ক করলাম মাত্র, ঠিক যেরূপ ভয়াবহ আয়াব  
এসেছিলো আদ ও সামুদ্রের ওপর!

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذِرْ تَكْرِيرٌ صِعْقَةٌ مِثْلُ  
صِعْقَةِ عَادٍ وَثِمُودٍ

১৪. যখন তাদের কাছে ও তাদের আগের লোকদের  
কাছে আমার রসূলরা (এই মর্মে কথা) বলেছিলো যে,  
তোমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত  
করো না; তারা বলেছিলো, আমাদের রব যদি চাইতেন  
তাহলে তিনি ফেরেশতাদেরই (নবী করে) পাঠানে, (অবশ্য)  
তোমাদের যা কিছু দিয়েই পাঠানো হোক না  
কেন, আমরা তাকে অঙ্গীকার করি ।

أَذْجَاءُهُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَيْنِ آيِّيهِمْ  
وَمَنْ خَلَفَهُمْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا  
لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكَةً فَإِنَّا بِمَا  
أَرْسَلْتَمْ بِهِ كُفَّارُونَ

୧୫. ଅତପର ଆ'ଦ (ଜାତିର ଘଟନା ଛିଲୋ), ତାରା  
(ଆଶ୍ରାମ ତାଯାଲାର) ସମୀନେ ଅନ୍ୟାଯଭାବେ ଦେଖିବାରେ ଘୁରେ  
ବେଡ଼ାତୋ ଏବଂ ବଳତୋ, ଆମାଦେର ଚାହିତେ ଶକ୍ତିଶାଲୀ  
ଆର କେ ଆଛେ? ଓରା କି ଚିତ୍ତା କରେ ଦେଖେନ ଯେ, ଆଶ୍ରାମ  
ତାଯାଲା ଯିନି ତାଦେର ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ତିନି ଶକ୍ତିର ଦିକ  
ଥିକେ ତାଦେର ଚାହିତେ ଅନେକ ବେଶୀ ପ୍ରବଳ; (ଆସଲେ)  
ଓରା ଆମାର ଆୟତ୍ତମହିତେ ଅଞ୍ଚିକାର କରନ୍ତୋ ।

فَامَا عَادَ فَاسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ وَقَالُوا مِنْ أَشَدِ مَنَّا قُوَّةً أَوْلَمْ  
يَرَوَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ  
مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ٥٤

১৬. অতপর আমি কতিপয় অশ্বত দিনে তাদের ওপর প্রচন্ড তুফান প্রেরণ করলাম, যেন আমি তাদের দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনিক শাস্তির স্বাদ উপভোগ করিয়ে দিতে পারি, আর আখেরাতের আয়াব তো আরো বেশী অপমানকর; (সেদিন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না.

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مُرْسَأً فِي أَيَّامٍ نَحْسَابٍ  
 لِنُنِيَّقُمُ عَذَابَ الْخَرِيْفِ فِي الْحَبْوَةِ الْأَنْتِيَا  
 وَلَعْدَابَ الْآخِرَةِ أَخْرِيْفٌ وَهُرَّ لَا يَنْصُرُونَ ⑤

১৭. আর সামুদ (জাতির অবস্থা ছিলো), আমি তাদেরও সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের ওপর অন্তর্ভুক্ত করলো, অতপর তাদের (অন্যায়) কাজকর্মের জন্যে আমি তাদের ওপর অপমানজনক শাস্তির ক্ষণাঘাত হালনাম.

وَأَمَّا ثَمُودٌ فَهُلْ يَنْهِمُ فَاسْتَحْبُوا الْعُمَى  
عَلَى الْهَدِيٍ فَأَخْلَقَ تَهْرِئَ صُعْقَةً الْعَذَابِ  
الْمُهَاجِرُ، بِسَارَ كَانَهُ أَبَكِيسِيَّةٍ،

১৮. (এ প্রলয়ংকরী) শাস্তির (কষাঘাত) থেকে আমি  
শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম, যারা ঈমান এনেছে এবং  
(অপরাধ থেকে) বেঁচে থেকেছে।

وَنَجِيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

১৯. যে দিন আল্লাহ তায়ালার দুশ্মনদের জাহানামের দিকে (নিয়ে যাওয়ার জন্যে) জড়ো করা হবে, (সেদিন) তারা বিভিন্ন দলে (উপদলে) বিন্যস্ত হবে।

وَيُوَمَ يَحْشِرُ أَعْلَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ  
- ١٥٦ -

২০. যেতে যেতে তারা যখন তার (বিচারের পাল্লার) কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের (যাবতীয়) কাজের ওপর সাঙ্ঘর্ষ দেবে যা কিছু দুনিয়ায় তার করছিলো।

২১. (তখন) তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে,  
তোমরা (আজ) আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন?  
(উত্তর) তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা— যিনি সব  
কিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি (আজ)  
আমাদেরও কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই  
তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর কাছেই  
তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

وَقَالُوا إِجْلُودِهِ لِمَ شَهِدَ تَمَرٌ عَلَيْنَا  
قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ أَنْتِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  
وَهُوَ خَلَقُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ

২২. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) তোমরা (দুনিয়াতে) কোনো কিছুই (তো এদের কাছ থেকে) গোপন (করার চেষ্টা) করতে না, (এটা ভাবতেও পারোনি) তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের চামড়া (কখনো) তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, বরং তোমরা তো মনে করতে, তোমারা যা কিছু করছিলে তার অনেক কিছু (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাও (বুঝি) জানেন না।

وَمَا كُنْتُرْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهُدَ عَلَيْكُمْ  
سَعْكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ  
وَلِكُنْ ظَنْنُتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا  
مَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

## ২৩. তোমাদের ধারণা— যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে পোষণ করতে,

وَذَلِكَمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنِنتُم بِرَبِّكُمْ

(মূলত) তাই তোমাদের (আজ) ভরাত্তুরি ঘটিয়েছে,  
ফলে তোমরা (মারাঞ্চক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছো।

أَرْدِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ ④

২৪. (আজ) যদি ওরা দৈর্ঘ্য ধারণ করে তাতেও (কোনো উপকার হবে না) জাহানামই হবে তাদের ঠিকানা, (আল্লাহ তায়ালার কাছে) অনুগ্রহ চাইলেও (কোনো লাভ হবে না, আজ) তারা কোনো অবস্থায়ই অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না।

فَإِنْ يَصِرُّوْا فَإِلَنَارٍ مَثْوَى لَهُمْ وَإِنْ  
يَسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَيْبِينَ ④

২৫. আমি (দুনিয়ার জীবনে) তাদের ওপর এমন কিছু সংগী (সাথী) বসিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পেছনের কাজগুলোকে (তাদের সামনে) শোভায়ী (এবং লোভনীয়) করে রেখেছিলো, পরিশেষে জিন্ন ও মানুষদের সে দলের সাথে— তাদের ব্যাপারেও (আল্লাহ তায়ালার) সিদ্ধান্ত সত্যে পরিণত হলো, যারা তাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে, নিসদেহে এরা ছিলো নিদারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَقِيسْنَا لَهُمْ قَرْنَاءً فِي نِوَالِهِمْ مَا بَيْنَ  
آيَيْهِمْ وَمَا خَلَقْهُمْ وَحْقٌ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ  
فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ  
وَالْإِنْسِ إِنْهُمْ كَانُوا خَسِيرِينَ ④

২৬. যারা কুরুরী করেছে তারা (একজন আরেকজনকে) বলে, তোমরা কখনো এ কোরআন শুনবে না, (কোরআন ও) তার (চর্চার) মাঝে শোরগোল করো, হয় তো (এ কোশল দ্বারা) তোমরা জয়ী হতে পারবে।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمِعُوا لِهِنَّا  
الْقُرْآنَ وَالْغَوَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَغْلِبُونَ ④

২৭. আমি অবশ্যই কাফেরদের কঠিন আয়াবের স্বাদ আস্বাদন করাবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের সে কাজের প্রতিফল দেবো, যে আচরণ তারা (আমার কিটাবের সাথে) করে এসেছে।

فَلَنْدِيْقَنِيْلَذِيْنَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيْدًا وَ  
لَنْجِزِيْمِرَأْسَوَا الَّذِيْ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ④

২৮. এ (জাহানাম)-ই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার শক্তদের (যথৰ্থ) পাওনা, সেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী (আয়াবের) ঘর থাকবে; তারা যে আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করতো, এটা হচ্ছে তারই প্রতিফল।

ذَلِكَ جَزَاءٌ أَعْلَمُ اللَّهُ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارٌ  
الْخَلِيلُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِأَيْتَنَا يَجْحُلُونَ ④

২৯. কাফেররা (সেদিন) বলবে, হে আমাদের রব, যেসব জিন্ন ও মানুষ (দুনিয়ায়) আমাদের গোমরাহ করেছিলো, আজ তুমি তাদের (এক নয়র) আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের (উভয়কে) আমাদের পায়ের মীচে রাখতে চাই, যাতে করে তারা (আরো বেশী) লাঞ্ছিত হয়।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِيْ  
أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ  
أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ ④

৩০. (অপরদিকে) যারা বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের রব, অতপর (ঈমানের ওপর) তারা অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতারা নাখিল হবে এবং তাদের বলবে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না; (উপরন্তু) তোমাদের কাছে যে জান্মাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো।

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُرَّ اسْتَقَامُوا  
تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِئَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا  
تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ  
تَوْعَدُوْنَ ④

৩১. আমরা (ফেরেশতারা) দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু (ছিলাম), আর আখেরাতেও (আমরা তোমাদের বন্ধু), সেখানে তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে তাই তোমাদের জন্যে মজুদ থাকবে

نَحْنُ أَوْلَيُوكُمْ فِي الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَفِي  
الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَتَّهِيْ نَفْسُكُمْ  
পারা ২৪ ফার্মান আয়লামু

এবং যা কিছুই তোমরা সেখানে তলব করবে তা  
তোমাদের সামনে থাকবে;

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ⑩

نَزَّلَ مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

৩২. পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ  
থেকে (এ হচ্ছে তোমাদের সেদিনের) মেহমানদারী!

৩৩. তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন্ ব্যক্তির হতে  
পারে যে মানুষদের আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকে  
এবং সে (নিজেও) নেক কাজ করে এবং বলে, আমি  
মুসলমানদেরই একজন।

وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلَاتِهِ مِنْ دُعَاءِ إِلَيْهِ وَعَمَلَ  
مَالِحًا وَقَالَ إِنَّمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑩

৩৪. (হে নবী,) ভালো আর মন্দ কখনোই সমান  
হতে পারে না; তুমি ভালো (কাজ) দ্বারা মন্দ (কাজ)  
প্রতিহত করো, তাহলেই (তুমি দেখতে পাবে) তোমার  
এবং যার সাথে তোমার শক্তি ছিলো, তার মাঝে  
এমন (অবস্থা সৃষ্টি) হয়ে যাবে, যেন সে (তোমার)  
অন্তরংগ বদ্ধ।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِذْ يُفْعَلُ  
بِالْتَّيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلَّى الَّذِي بَيْنَكَ  
وَبَيْنَهُ عَلَى أَوَّلَ كَانَهُ وَلَيْ حِيمَر ⑩

৩৫. আর এটি শুধু তাদের (ভাগ্যেই) জোটে- যারা  
ধৈর্য ধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই  
হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।

وَمَا يُلْقِي هَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا  
يُلْقِي هَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ⑩

৩৬. যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে  
প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে  
আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِنْ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑩

৩৭. আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাত  
দিন, সূর্য ও চন্দ্র (কয়েকটি মাত্র); অতএব তোমরা  
সূর্যকে সাজদা করো না- চাঁদকেও নয়, বরং তোমরা  
সাজদা করো আল্লাহ তায়ালাকে, যিনি এর সব  
কয়টি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একান্তভাবে  
তাঁরই এবাদাত করতে চাও (তাহলে তোমরা তাকেই  
সাজদা করো)।

وَمِنْ أَيْتَهُ الْيَلَى وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ  
وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ وَاللَّشَمِسُ وَلَا  
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ وَإِلَهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِنَّ  
مَنْ تَرَكَ إِيمَانَهُ تَرَكَ دِينَهُ تَرَكَ  
كُنْتَرِي إِيَاهَا تَعْبُدُ وَنَ ⑩

৩৮. অতপর (হে নবী), এরা যদি অহংকার করে  
(তাহলে তুমি ভেবো না), যারা তোমার মালিকের  
সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো রাত দিন তাঁরই পবিত্রতা  
ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা (বিন্দুমাত্রও এতে) ক্লান্ত  
হয় না।

فَإِنْ أَسْتَكِرُ وَأَفَالِلِينَ عِنْ رَبِّكَ يَسْبِحُونَ  
سَاجِدًا لِلَّهِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ⑩

৩৯. তাঁর (কুদরতের) আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, তুমি  
যমীনকে দেখতে পাচ্ছো- (তা) শুক্র অনুর্বর হয়ে পড়ে  
আছে, অতপর তার ওপর আমি যখন পানি বর্ষণ করি  
তখন সহসাই তা শস্য শ্যামল হয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে,  
অবশ্যই যে আল্লাহ তায়ালা এ (মৃত যমীন)-কে জীবন  
দান করেন তিনি মৃত (মানুষ)-কেও জীবিত করবেন;  
নিসদ্দেহে তিনি সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنَّكَ تَرَى الْأَرَضَ خَائِشَةً  
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَتْ  
رَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمْحِي  
الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ ⑩

৪০. যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা  
কিন্তু কেউই আমার (দৃষ্টির) অগোচরে নয়;

إِنَّ الَّذِينَ يَلْهَلِلُونَ فِي أَيْتَنَا لَا يَخْفَونَ عَلَيْنَا

তুমই বলো, যে ব্যক্তি জাহানামে নিষ্কণ্ঠ হবে সে ভালো—না যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন শান্তি ও নিরাপত্তির সাথে (আমার সামনে) হায়ির হবে— সে ভালো? (এরপরও তোমাদের চৈতন্যেদয় না হলে) তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, (তবে মনে রেখো,) তোমরা যাই করো আল্লাহ তায়ালা তা অবলোকন করছেন।

أَفْمَنْ يُلْقِي فِي النَّارِ خَيْرًا مَّا مِنْ يَاتَى  
أَمْنًا يُوَمِّ الْقِيَمَةَ إِعْمَلُوا مَا شَتَمَ رَبِّهِ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
④

৪১. অবশ্যই যারা (কোরআনের মতো) স্মরণিকা (গ্রন্থটি) তাদের কাছে আসার পর তা অঙ্গীকার করে (তারা অচিরেই এর পরিণাম টের পাবে), মূলত সেটি হচ্ছে এক সম্মানিত গ্রন্থ,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالِّذِي كَرِّرَ لَمَا جَاءَهُمْ  
وَإِنَّهُ لَكَتَبَ عَزِيزٌ  
⑤

৪২. এতে বাতিল কিছু অনুপ্রবেশ করে না— তার সামনের দিক থেকেও নয়, তার পেছনের দিক থেকেও নয়; এটা বিজ্ঞ, কুশলী, প্রশংসিত সভার কাছ থেকে নাখিল করা হয়েছে।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا  
مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيلٍ  
⑥

৪৩. (হে নবী,) তোমার সম্পর্কে (আজ) সেসব কিছু বলা হচ্ছে যা তোমার আগে (অন্যান্য) নবীদের ব্যাপারেও বলা হয়েছিলো; নিসন্দেহে তোমার রব (যেমনি) পরম ক্ষমাশীল, (তেমনি) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা (-ও বটে)।

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرَسُولِ  
مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَدُوْ مَغْفِرَةٍ وَذِ  
عِقَابٌ أَلِيمٌ  
⑦

৪৪. আমি যদি এ কোরআন (আরবী ভাষার বদলে অন্যরব) আজীবী (ভাষায়) বানাতাম, তাহলে এরা বলতো, কেন এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হলো না, (তারা বলতো,) এটা কি আজীবী (ভাষায়) (নায়িল করা হয়েছে)? অথচ (এর বাহক) আরবী; (হে রসূল,) তুমি বলো, (আসলে) তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে দেহায়ত ও (যাবতীয় রোগ ব্যাধির) নিরাময়; কিন্তু যারা ঈমান আনে না তাদের কানে (বধিরতার) ছিপি আঁটা আছে, (তাই) কোরআন তাদের ওপর (যেন) একটি অঙ্গীকার (পর্দা); তাদের (যেন) অনেক দ্রু থেকে ডাকা হচ্ছে (তাই কিছুই ওরা বুঝতে পাচ্ছে না)।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قِرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا  
فَصَلَّتْ أَيْتَهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ  
هُوَ لَلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ  
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقَرَ  
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَئِكَ يُنَادِونَ مِنْ  
مَكَانٍ بَعِيدٍ  
৫

৪৫. (হে নবী, তোমার আগে) আমি মুসাকেও কিতাব দান করেছিলাম, অতপর তাতে (বহু) মতবিরোধ ঘটানো হয়েছিলো; তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (কেয়ামত সংক্রান্ত) ঘোষণা যদি না থাকতো, তাহলে কবেই (আয়াব এসে) এদের মাঝে (চূড়ান্ত একটা) ফয়সালা করে দেয়া হতো, এরা এ সম্পর্কে এক বিভাস্তির সন্দেহে (নিমজ্জিত)।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ  
وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ  
وَإِنَّهُمْ لَغَيْرِ شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٌ  
⑧

৪৬. যে কোনো ব্যক্তিই কোনো নেক কাজ করবে— (মূলত) সে (তা) করবে (একান্ত) তার নিজের (কল্যাণের) জন্যে, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে (তার অঙ্গু ফল একান্ত) তার ওপরই গিয়ে পড়বে; তোমার রব তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কখনো যালেম নন।

مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ فَلَنَفْسِهِ وَمِنْ أَسَاءَ  
فَعَلَيْهَا وَمَا رَبَّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ  
৯

৪৭. কেয়ামত (সংক্রান্ত) জ্ঞান (ও তথ্য) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফেরানো যায়, কোনো একটি ফল ও নিজের খোসা ছেড়ে বাইরে বেরোয় না, কোনো একটি নারীও নিজের গর্ভে সন্তান ধারণ করে না— না সে সন্তান প্রসব করে, যার পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার কাছে (মজুদ) থাকে না; যেদিন তিনি ওদের ডেকে বলবেন, কোথায় (আজ) আমার অংশীদাররা, তারা বলবে (হে রব), আমারা তোমার কাছে নিবেদন করছি, (আজ) আমাদের মাঝে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে কেউই মজুদ নেই,

৪৮. এরা আগে যাদের ডাকতো তারা (আজ) হারিয়ে যাবে, এরা বুঝতে পারবে, তাদের উদ্ধারের কোনো জায়গাই অবশিষ্ট নেই।

৪৯. মানুষ কখনো (কোনো বৈষয়িক) কল্যাণ লাভের জন্যে দোয়া (করা) থেকে ক্লান্তি বোধ করে না, অবশ্য যখন কোনো দুঃখ দৈন্য তাকে স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।

৫০. যদি দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি তাকে অনুগ্রহ (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাই, তখন আবার সে বলে, এ তো আমারই (প্রাপ্তি), আমি এটাও মনে করি না, (সত্যি সত্যিই) কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, (আর) যদি আমাকে (একদিন) আমার মালিকের কাছে ফেরত পঠানোই হয়, তাহলে আমার জন্যে তাঁর কাছে শুধু কল্যাণই থাকবে। আমি (সেদিন) কাফেরদের অবশ্যই বলে দেবো, (দুনিয়ার জীবনে) তারা কি করতো, অতপর (সে অনুযায়ী) আমি তাদের কঠোর আঘাত আস্বাদন করাবো।

৫১. আমি যখন মানুষের ওপর কোনো অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উল্লেখ দিকে ফিরে যায়, আবার যখন তাকে কোনো অনিষ্ট এসে স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ দোয়া নিয়ে (আমার সামনে) হাধির হয়।

৫২. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কখনো (একথা) ভেবে দেখেছো কি, যদি এ কোরআন (সত্যিই) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসে থাকে অতপর তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তার চাইতে বেশী গোমরাহ আর কে হবে— যে ব্যক্তি (এর) মারাত্মক বিরঞ্জাচরণে লিঙ্গ আছে।

৫৩. অচিরেই আমি দিগন্ত বলয়ে আমার (কুদরতের) নির্দেশনসমূহ প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও (তা আমি দেখিয়ে দেবো), যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ (কোরআনই মূলত) সত্য;

إِلَيْهِ يَرْدَعُهُ السَّاعَةُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ

تَمْرِيتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْشَى

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَيَوْمًا يَنَادِيهِمْ أَيْنَ

شَرِّكَاءِ عِيْدِيْلٍ قَالُوا أَذْنَكَ «مَا مِنْ شَهِيْلٍ

وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِّنْ مَحِيْصٍ

لَا يَسْئِمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنَّ

مَسْدَدَ الشَّرِّ فَيَئُوسٌ قُنُوتٌ

وَلَئِنْ أَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَدِه

لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَيْهِ وَمَا أَظَنَ الْإِنْسَانَ قَائِمَةً

وَلَئِنْ رَجَعْتَ إِلَى رَبِّيْكَ إِنَّهُ إِلَيْهِ عِنْدَهُ

لَلْحَسْنَىٰ فَلَنْتَيْئِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَ

عَمَلِهِمْ وَلَنْ يَقْنَمُهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ

وَإِذَا آتَيْنَاكَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ

بِجَانِيْهِ وَإِذَا مَسَدَ الشَّرِّ فَلَنْ دُعَاءٌ

عَرِيْضٍ

قُلْ أَرَءَيْتَمِنَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تُمَرِّ

كَفَرْتَمِنِهِ مِنْ أَصْلِ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ

بَعِيْلٌ

سَنْرِيْمِرِ أَيْتِنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي

أَنْفِسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

(হে নবী, তোমার জন্যে) একথা কি যথেষ্ট নয়, ۝  
তোমার রব (তোমার) সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

شَمِيلٌ  
④

৫৪. জেনে রেখো, এরা অবশ্যই এদের মালিকের ۝  
সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে সন্দিহান; আরো জেনে ۝  
রেখো, (এদের) সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন  
করে আছেন ।

أَلَا إِنَّهُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا  
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَّحِيطٌ ۝  
④

আয়াত ৫৩  
রংকু ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-

সূরা আশ শুরা  
মকায় অবর্তীণ

১. হা-মীম,

ହର୍ମ ୧

২. আ-ইন-সী-ন-কা-ফ ।

عَسْقٌ ୧

৩. (হে নবী,) এভাবেই (কিছু বর্ণমালা দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা  
তোমার ওপর (এ সূরাগুলো) নাখিল করছেন, তোমার  
পূর্ববর্তী (নবী)-দের কাছেও (তিনি তা এভাবেই নাখিল  
করেছেন), আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

كَلِّ لَكَ يُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكَ «اللَّهُ أَعْزِيزُ الْحَكِيمُ ④

৪. আসমানসমূহে যা কিছু আছে- যা কিছু আছে  
যমীনে, সবকিছুই তাঁর জন্যে নিবেদিত; তিনি সমুন্নত,  
(তিনি) মহান ।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ  
عَلَىٰ الْعَظِيمِ ⑤

৫. (আল্লাহ তায়ালার ভয়ে) আসমানসমূহ তাদের ۝  
উপরিভাগ থেকে (কিছু অংশ) ফেটে পড়ার উপক্রম  
হয়েছিলো, (এ সময়) ফেরেশতারা তাদের মহান  
মালিকের পবিত্রতা ঘোষণা করতে শুরু করে, তারা  
দুনিয়াবাসীদের জন্যেও (আল্লাহ তায়ালার কাছে) ক্ষমা  
প্রার্থনা করে; জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন  
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَقَطَّرُنَّ مِنْ فَوْقِهِنَّ  
وَالْمَلِئَكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ  
اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥

৬. (হে নবী,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে  
অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, তিনি তাদের  
ওপর সদা নয়র রাখছেন, তুমি তো এদের ওপর  
তত্ত্ববধায়ক নও ।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ  
حَفِيظَ عَلَيْهِمْ نَّطِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ⑦

৭. এভাবেই (হে নবী, এ) আরবী কোরআন আমি  
তোমার ওপর নাখিল করেছি, যাতে করে তুমি (এর  
দ্বারা) মক্কা ও তার আশেপাশে যারা বসবাস করে  
তাদের (জাহান্নামের আঘাত সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে  
পারো, তাদের তুমি (কেয়ামতের) মহাসমাবেশের  
দিন সম্পর্কেও ভুঁশিয়ার করতে পারো; যে দিনের  
(ব্যাপারে) কোনো রকম সন্দেহ নেই, আর (সেদিনের  
বিচারে) একদল লোক জান্মাতে আরেক দল লোক  
জাহান্নামে (প্রবেশ করবে) ।

وَكَلِّ لَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُر'اً نَّا عَرَبِيًّا  
لِتَنذِرَ رَأْمَ الْقُرَى وَمِنْ حَوْلَهَا وَتَنذِرَ  
يَوْمَ الْجَمِيعِ لَارِبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ  
وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑧

৮. আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের সমগ্র মানবজাতিকে একটি (অখন্দ) জাতিতে পরিগণ করতে পারতেন, (কিন্তু) তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে নিজ অনুগ্রহে প্রবেশ করান; আর যারা যালেম তাদের কোথাও কোনো অভিভাবক থাকবে না, থাকবে না কোনো সাহায্যকারীও।

৯. এরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (অথচ) অভিভাবক কেবল আল্লাহ তায়ালাই, তিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সর্ববিষয়ের ওপর শক্তিমান।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ  
يَّ إِنْ خُلُّ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ  
مَالَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ<sup>১০)</sup>

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلَيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحِيِّ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>১১)</sup>

১০. (হে মানুষ,) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা তো আল্লাহ তায়ালারই হাতে; (বলো হে নবী,) এই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই আমার রব, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাবো।

وَمَا اخْتَلَفَتْ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَحَكِيمٌ إِلَيْ  
اللَّهِ ذِلِّكُمُ اللَّهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكِّلُ  
وَالَّهِ أَنِيبٌ<sup>১২)</sup>

১১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন, (তিনি) পশ্চদের মাঝেও (তাদের) জোড়া সৃষ্টি করেছেন, (এভাবেই) তিনি সেখানে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; (সৃষ্টিলোকের) কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, (তিনি) সর্বদষ্ট।

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامَ أَزْوَاجًا  
يَئِنْ رَءُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ  
السَّبِيعُ الْبَصِيرُ<sup>১৩)</sup>

১২. আসমানসমূহ ও যমীনের সব চাবি (-কাঠি) তাঁর হাতে, তিনি যার জন্যে ইচ্ছা করেন রেখেক বাড়িয়ে দেন, আবার (যার জন্যে চান) সংরূচিত করেন; অবশ্যই তিনি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسِطُ  
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلَيْمٌ<sup>১৪)</sup>

১৩. (হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সে বিধানই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নহকে এবং যা আমি তোমার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি, (উপরন্তু) যার আদেশ আমি ইবরাহীম, মুসা ও দুসাকে দিয়েছিলাম (এদের সবাইকে আমি বলেছিলাম), তোমরা (এ) বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং (কখনো) এতে অনেক্য সৃষ্টি করো না; (অবশ্য) তুম যে (যীনের) দিকে আহ্বান করছো, এটা মোশেরেকদের কাছে একান্ত দুর্বিষহ (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকেই চান তাকে বাছাই করে তাঁর নিজের দিকে নিয়ে আসেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর অভিমুখী হয় তিনি তাকে (হেদয়াতের পথে) পরিচালিত করেন।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الْبَيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا  
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ  
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الْبَيْنَ وَلَا  
تَنْفَرُوا فِيهِ بَكْرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَ  
إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْمِي  
إِلَيْهِ مَنْ يَنْبِي<sup>১৫)</sup>

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ  
بِغِيَّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ  
رَبِّكَ إِلَى آجِلٍ مَسْمَى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ  
وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ هُنَّ  
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرِيبٌ ⑯

১৫. এতএব (হে নবী), তুমি (মানুষদের) এ (ধীনের) দিকে ডাকতে থাকো, তোমাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই তুমি (এর ওপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকো, তুমি ওদের খোয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, তুমি বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা কিতাবের যা কিছুই অবর্তী করেন না কেন, আমি তার ওপরই দ্রুমান আনি, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করি; আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব এবং তোমাদের রব; আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের মাঝে কোনো বিতর্ক নেই; আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে (এক জায়গায়) জড়ে করবেন, আর (সবাইকে) তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে;

১৬. যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করে, (বিশেষত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) তা মেনে নেয়ার পর এদের বিতর্ক তাদের মালিকের কাছে সম্পূর্ণ অসার, তাদের ওপর রয়েছে (তাঁর) গ্যব, তাদের জন্যে আরো রয়েছে (তাঁর) কঠিন শাস্তি।

وَالَّذِينَ يَحْاجِجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  
اسْتُحْيِيْبَ لَهُ حِجْتَمِرْ دَاحْضَةً عَنْدَ رَبِّهِمْ  
وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ⑭

১৭. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি সত্য (ধীন)-সহ কিতাব ও (ইনসাফের) মানদণ্ড নাযিল করেছেন; (হে নবী,) তুম কি জানো, সম্ভবত কেয়ামত একান্ত কাছে (এসে গেছে)!

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ  
وَمَا يُنْدِرُ رِيْأَكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ⑯

১৮. যারা সে (কেয়ামতের) বিষয়টিকে বিশ্বাস করে না, তারা কামনা করে তা ত্বরান্বিত হোক, (অপরদিকে) যারা তা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে, (কেননা) তারা জানে সে (দিন)-টি একান্ত সত্য; জেনে রেখো, অবশ্যই যারা কেয়ামত সম্পর্কে বাকবিতভা করে তারা মারাত্মক গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।

يُسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا  
وَالَّذِينَ أَمْنَوْا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ  
أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُهَارُونَ فِي  
السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيْدٍ ⑯

১৯. আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবহিত আছেন, তিনি যাকে চান রেয়েক দেন, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مِنْ يِشَاءُ وَهُوَ  
الْقَوْيُ الْعَزِيزُ ⑯

২০. যে ব্যক্তি পরকালের (কল্যাণের) ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে তা বাড়িয়ে দেই, আর যে ব্যক্তি (শুধু) দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে আমি তাকে (অবশ্য দুনিয়ায়) তার কিছু অংশ দান করি, কিন্তু পরকালে তার জন্যে (সে ফসলের) কোনো অংশ থাকে না।

২১. এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্যে এমন জীবনবিধান প্রণয়ন করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা কখনো দান করেননি; যদি (তাদের ওপর আযাবের) সিদ্ধান্ত নেয়া হতো তাহলে কবেই তাদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো; অবশ্যই যালেমদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

মَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرثَ الْآخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِي حَرثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حِرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿৩﴾

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ رَبَّهُمْ شَرَكُوا بِحِلْمِهِ مَالِهِ يَأْذِنُ بِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿৪﴾

২২. (হে নবী, সেদিন) তুমি (এ) যালেমদের দেখতে পাবে তারা নিজেদের কর্মকাণ্ড থেকে ভীত সন্তুষ্ট (থাকবে), কেননা (কর্মকাণ্ডে যে পরিণাম) তা তাদের ওপর পতিত হবেই; যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, (তারা) জান্নাতের মনোরম উদ্যানসমূহে থাকবে, তারা যা কিছু চাইবে তাদের মালিকের কাছ থেকে তাদের জন্যে তাই (স্থানে মজুদ) থাকবে; এটা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) মহা অনুগ্রহ।

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿৫﴾

২৩. সেটা হচ্ছে সে মহা সুসংবাদ- যা আল্লাহ তায়ালা তার সেসব বান্দাদের দান করেন, যারা (এর ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তোমাদের কাছ থেকে এর (ধীন প্রচারের) ওপর কোনো পারিশ্রমিক চাই না, তবে (তোমাদের সাথে) আঙ্গীয়তা (সৃত্রে) যে সোহার্দ (আমার) রয়েছে সেটা আলাদা; যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করে তার জন্যে আমি তার (সে নেক) কাজে অতিরিক্ত কিছু সৌন্দর্য যোগ করে দেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿৬﴾

২৪. (হে নবী,) তারা কি বলে এ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে, (অথচ) আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারতেন; আল্লাহ তায়ালা বাতিলকে (এমনিই) মিটিয়ে দেন এবং সত্যকে তার বাণী দ্বারা সত্য বলে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন; অবশ্যই (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।

بِذِاتِ الصَّدْرِ ﴿৭﴾

২৫. তিনিই আল্লাহ তায়ালা- যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা করুল করেন এবং তাদের গুনাহ খাতা তিনি ক্ষমা করে দেন, তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কেও তিনি জানেন,

وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْلَمُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿৮﴾

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا  
الصَّلَحَاتِ وَيَزِيلُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكُفَّارُ  
لَمْ يَعْلَمُوا بِشَيْءٍ

১৬. তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে তাদের (পাওনার চাইতে) বেশী (সওয়াব) দান করেন; (হ্যাঁ,) যারা (তাঁকে) অঙ্গীকার করে তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

২৭. যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর (সব) বান্দাদের রেখেকে প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা নিসন্দেহে যামীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, তিনি বরং পরিমাণমতো যাকে (যতেটুকু) চান তার জন্যে তত্তেটুকু (রেখেকই) নায়িল করেন; অবশ্য তিনি নিজের বান্দাদের (প্রয়োজন) সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ওয়াকেফহাল রয়েছেন, তিনি (তাদের প্রয়োজনের দিকেও) ন্যায় রাখেন।

২৮. তিনিই আল্লাহ তায়ালা- তারা যখন (বৃষ্টির ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং (এভাবেই) যামীনে তিনি তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন; (মূলত) তিনিই অভিভাবক, (তিনিই) প্রশংসিত।

২৯. তাঁর (কুদরতের) নির্দর্শন হচ্ছে আসমানসমূহ ও যামীনের সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝাখানে যতো থাণী আছে তা তিনিই ছড়িয়ে রেখেছেন; তিনি যখন চাইবেন তখন (আবার) এদের সবাইকে জমা করতেও সক্ষম হবেন।

৩০. (হে মানুষ,) যে বিপদ আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের হাতের অর্জন, (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনেক (অপরাধ এমনিই) ক্ষমা করে দেন।

৩১. তোমরা যামীনে কথনে তাঁকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

৩২. তাঁর (কুদরতের) নির্দর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রে বাতাসের বেগে বয়ে চলা পাহাড়সম জাহাজগুলো অন্যতম;

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস স্তুক করে দিতে পারেন, ফলে এসব (নৌযান) সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে; নিশ্চয়ই এর (প্রতিয়ার) মাঝে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্যে প্রচুর নির্দর্শন রয়েছে,

৩৪. অথবা তিনি চাইলে (বাতাস তৈরি করে) তাদের কৃতকর্মের কারণে (তাদের) ধূংস করে দিতে পারেন, (অবশ্য) অনেক কিছু তিনি তো (আবার) ক্ষমাও করে দেন,

وَلَوْبَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغْوَافِ  
الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ  
بِعِبَادَةِ خَيْرٍ بِصَرِيرٍ

وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَنُوا  
وَيَنْشِرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

وَمَنْ أَيْتَهُ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
بَثَ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِذَا  
يَشَاءُ قَدْ يُرِيكُمْ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُ  
آيَيْنِ يَكْمِرُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا  
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

وَمَنْ أَيْتَهُ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

إِنْ يَشَا يَسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلُ رَوَاكِنَ عَلَيْ  
ظَهَرِهِ إِنْ فِي ذِلِّكَ لَا يَلِمُ لِكُلِّ صَبَّارٍ  
شَكُورٌ

أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ  
كَثِيرٍ

৩৫. যারা আমার (কুদরতের) নির্দশনসমূহের ব্যাপারে  
(খামাখা) বিতর্ক করে (তারা যেন জেনে রাখে),  
তাদের কিন্তু পালানোর কোনো জায়গা নেই।

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي أَبْتِنَاءِ مَا  
لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ④

৩৬. তোমাদের যা কিছুই (এখানে) দেয়া হয়েছে  
তা দুনিয়ার কতিপয় (অস্থায়ী) ভোগের সামগ্ৰী মাত্ৰ,  
কিন্তু (পুরক্ষার হিসেবে) যা আল্লাহ তায়ালার কাছে  
আছে তাই হচ্ছে উভম ও স্থায়ী, আর তা হচ্ছে সেসব  
লোকের জন্যে যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে এবং  
সর্বাবস্থায়ই তারা তাদের মালিকের ওপর নির্ভৰ করে,

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الَّذِيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ⑤

৩৭. (এরা হচ্ছে সেসব মানুষ) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ  
ও অশীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে, (বিশেষ  
করে) যখন রাগার্বিত হয় তখন তারা (অন্যদের  
ভুলক্রটি) ক্ষমা করে দেয়,

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرًا إِثْرًا وَالْفَوَاحِشَ  
وَإِذَا مَا غَصِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ⑥

৩৮. যারা তাদের মালিকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায  
প্রতিষ্ঠা করে, যাদের কাজকর্মগুলো (সম্পাদনের সময়)  
তাদের পারম্পরিক পরামর্শই হয় তাদের (কর্ম-) পত্তা,  
আমি তাদের যে রেয়েক দান করেছি তা থেকে তারা  
(আমারই পথে) খরচ করে,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۚ وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ ⑦

৩৯. যারা (এমন ধরনের মানুষ যে,) যখন তাদের  
ওপর বাড়াবাড়ি করা হয় (একমাত্র) তখনই তারা  
প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ⑧

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (হবে), কিন্তু যে  
(ব্যক্তি মন্দ না করে) ক্ষমা করে দেয় এবং আপস করে  
চলে, আল্লাহ তায়ালার কাছে অবশ্যই তার (জন্যে)  
যথাযথ পুরক্ষার রয়েছে; নিশ্চয়ই তিনি যালেমদের  
পছন্দ করেন না।

وَجَزِئًا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِثْلَهَا فَمِنْ عَفَا وَأَصْلَحَ  
فَاجْرَةٌ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلَمِينَ ⑨

৪১. কোনো ব্যক্তি যদি তার সাথে যুলুম (সংঘটিত)  
হওয়ার পর (যালেমের কাছ থেকে সম্পরিমাণ)  
প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাতে তাদের ওপর কোনো  
অভিযোগ নেই;

وَلَمَّا انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا  
عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ⑩

৪২. অভিযোগ তো হচ্ছে তাদের ওপর, যারা মানুষদের  
ওপর অত্যাচার করে এবং যামীনের বুকে অন্যায়ভাবে  
বিদ্রোহের আচরণ করে বেড়ায়; এমন লোকদের  
জন্যেই রয়েছে কঠোর আ্যাব।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ  
وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ أُولَئِكَ  
لَهُمْ عَلَى أَبْلَيْمٍ ⑪

৪৩. যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা  
করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে), অবশ্যই এটা হচ্ছে  
সাহসিকতার কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম।

وَلَمَّا صَرَّ وَغَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزَّزَ  
الْأَمْوَارُ ⑫

৪৪. (হে নবী,) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা পথভ্রষ্ট করে দেন, তার জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক থাকে না; তুমি যালেমদের দেখবে, যখন তারা (জাহান্মারে) আয়াব পর্যবেক্ষণ করবে তখন বলবে, (হে আল্লাহ, আজ এখান থেকে) ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?

৪৫. তুম তাদের দেখতে পাবে (যখন) তাদের জাহান্মারের কাছে এনে হায়ির করা হবে, তখন তারা অপমানে অবনত (হয়ে যাবে), ভয়ে তারা অর্ধ নির্মালিত চোখে তাকিয়ে থাকবে; (এ অবস্থা দেখে) যারা ঈমান এনেছিলো তারা বলবে, সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত লোক তো তারা যারা (আজ) কেয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (এভাবেই) ক্ষতি সাধন করেছে; (হে নবী,) জেনে রেখো, নিসদেহে যালেমরা স্থায়ী আয়াবে থাকবে।

৪৬. (আয়াব এসে গেলে) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের এমন কোনো অভিভাবক থাকবে না, যারা (তখন) তাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে; (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালা যাকে গোরাহ করেন তার জন্যে (বাঁচার) কোনোই উপায় নেই;

৪৭. (হে মানুষ,) সে দিনটি আসার আগেই তোমরা তোমাদের মালিকের ডাকে সাড়া দাও, (মনে রেখো) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে যে দিনটির প্রতিরোধকারী কেউই থাকবে না; সেদিন তোমাদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না, আর না তোমাদের পক্ষে সেদিন (অপরাধ) অঙ্গীকার করা (সম্ভব) হবে!

৪৮. অতপর যদি এরা (হেদোয়াত থেকে) মৃত্যু ফিরিয়ে নেয় তাহলে (তুমি জেনে রেখো), আমি তোমাকে তাদের ওপর দারোগা করে পাঠাইনি; তোমার দায়িত্ব হচ্ছে (তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার বাণী) শুধু পৌছে দেয়া; যখন আমি মানুষদের আমার রহমত (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাই তখন সে তাতে (ভীষণ) উল্লিখিত হয়, আবার যদি তাদেরই (কোনো) কর্মকান্ডের কারণে তাদের ওপর কোনো দুঃখ কষ্ট আসে, তখন (মনে হবে) মানুষ অবশ্যই বড়েই অকৃতজ্ঞ।

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও যমীনের (সমুদয়) সার্বভৌমত্ব (একমাত্র) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; যাকে চান তাকে কল্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন,

وَمِنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فِيهَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ  
وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ  
يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرْدِ مِنْ سَبِيلٍ  
৪৪

وَتَرَهُمْ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا حُشْعِينَ مِنْ  
الَّذِلِّ يُنْظَرُونَ مِنْ طَرِفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ  
الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّ الْخَسِيرَينَ الَّذِينَ  
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَآهَلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمةِ  
أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ  
৪৫

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلَيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَمِنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فِيهَا لَهُ مِنْ  
سَبِيلٍ  
৪৬

إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ  
يَوْمٌ لَا مَرْدَلَةٌ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ  
يُوْمَئِنْ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ  
৪৭

فَإِنْ أَعْرَضُوا فِيمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا  
إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا أَذْقَنَا  
إِلَّا إِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِنَّ  
تَصِبُّهُمْ سِيَّئَةٌ بِمَا قَلِّ مَتْ أَبِيلَ يَهْمَرْ فَإِنْ  
إِلَّا إِنْسَانَ كَفُورٍ  
৪৮

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا  
يَشَاءُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا ثُمَّ وَيَهْبِطُ لِمَنْ  
يَشَاءُ الْلَّهُ كَوَرٌ  
৪৯

१० अमेरिका की विजय (३)

۵۰. যাকে চান তাকে পুত্র কন্যা (উভয়ই) দান  
করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে  
দেন; নিসন্দেহে তিনি জানেন, ক্ষমতাও তিনি বেশী  
রাখেন।

أَوْبِرْ جَهْرٍ ذَكْرًا نَّا وَأَنْثَى وَيَجْعَلُ مِنْ  
يَشَاءُ عَقِيْمَاً أَنَّهُ عَلِيْمٌ قَلْ بِرْ ②

৫১. (আসলে) কোনো মানুষের জন্যেই এটা সম্ভব  
নয় যে, আল্লাহ তায়ালা (সরাসরি) তার সাথে কথা  
বলবেন, অবশ্য ওহী (দ্বারা) অথবা পর্দার অন্তরাল  
থেকে কিংবা তিনি কোনো দূর্ত (তার কাছে) পাঠাবেন  
এবং সে (দূর্ত) তাঁরই অনুমতিক্রমে তিনি (যখন)  
যেভাবে চাইবেন (বান্দার কাছে) ওহী পৌছে দেবে;  
নিচয়ই তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাময় কুশলী ।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكُلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا  
أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يَرِسِّلَ رَسُولًا  
فَيُوحَىٰ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ

৫২. (হে নবী,) এমনিভাবেই আমি আমার আদেশে  
 (ঘীনের এ) 'রহ' তোমার কাছে ওহী করে পাঠ্যেছি;  
 (নতুবা) তুমি তো (আদৌ) জানতেই না (আল্লাহ  
 তায়ালার) কিতাব কি, না (তুমি জানতে) ঈমান  
 কি, কিন্তু আমি এ (রহ)-কে একটি 'নূরে' পরিণত  
 করে দিয়েছি, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের যাকে  
 চাই তাকে (ঘীনের) পথ দেখাই। অবশ্যই (আমার  
 আদেশক্রমে) তুমি (মানুষদের) সঠিক পথ দেখিয়ে  
 যাচ্ছে,  
 وَكُلِّ لَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا  
 مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ  
 وَلِكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ  
 مِنْ عَبَادَنَا وَأَنِّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ  
 مُسْتَقِيرٍ ﴿১﴾



## १. हा-मी-म,

١

## ২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,

৩. আমি একে আরবী (ভাষার) কোরআন বানিয়েছি, আশা করা যায় তোমরা (এটা) অনধাৰণ কৰতে পাৱৰে.

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قَرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٨٥﴾

৪. অবশ্যই এ (মহা) গ্রন্থ (কোরআন) আমার কাছে  
(লওহে মাহফয়ে) সমন্বিত ও অটল রয়েছে।

وَانه فِي أَمْكَنْتُ لَدَيْنَا لَعْلَى حَكِيمٍ ⑧

৫. (হে নবী তুমি বলো,) আমি কি (সংশোধনের কর্মসূচী থেকে) সম্পর্কহীন হয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়ার কাজ (শুধু এ কারণেই) ছেড়ে দেবো যে, তোমরা একটি সীমালংঘনকরী সম্পদাদ্য!

فَأَنْضِرْ بِ عَنْكُمُ الْكُرْ صَفَّاً أَنْ كُنْتُمْ  
قَوْمًا مُسْرِفِينَ ⑥

৬. আগের লোকদের মাঝে কতো নবীই না আমি  
পাঠিয়েছি!

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑥

وَمَا يَأْتِي هُم مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ<sup>১</sup>

৮. তাদের মধ্যে যারা শক্তি সামর্থ্যে প্রবল ছিলো আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি, (এদের) পূর্ববর্তী লোকদের উদাহরণ তো আগেই অতিবাহিত হয়ে গেছে।

৯. তুম যদি ওদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে যে, এগুলো তো সবই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ সত্তা (আল্লাহ তায়ালা)-ই পয়দা করেছেন।

১০. যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা (সদ্শ) করেছেন, তাতে পথঘাট বানিয়েছেন আশা করা যায় তোমরা এতে করে (গন্তব্যস্থলে) পৌছুতে পারবে, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَلُونَ<sup>২</sup>

১১. তিনি আসমান থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেছেন এবং (তা দিয়ে) মৃত ভূখর্দকে তিনি জীবন দান করেছেন, (ঠিক এভাবেই) তোমরা (একদিন) পুনরুত্থিত হবে। وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بَقَرِيرًا فَإِنْ شَرِكْتُمْ بِهِ بَلَّةً مِّيتًا كُلُّ لَكَ تُخْرِجُونَ<sup>৩</sup>

১২. তিনি সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের জন্যে নৌকা ও চতুর্পদ জন্ম বানিয়েছেন, যার ওপর তোমরা আরোহণ করো, وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَاتَرَكَبُونَ<sup>৪</sup>

১৩. যাতে করে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো, তার ওপর সুস্থির হয়ে বসার পর তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং বলো, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি আমাদের জন্যে একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা তো তা বশীভূত করার কাজে সামর্থবান ছিলাম না—

১৪. এবং নিসন্দেহে আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাবো। وَإِنَّا إِلَى رِبِّنَا لَمْنَقِلِبُونَ<sup>৫</sup>

১৫. এরা আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্য থেকে কারো কারো জন্যে (তাঁর সার্বভৌমত্বের) কিছু অংশ নির্দৃষ্ট করে, অবশ্যই মানুষ স্পষ্টত বড়ো অকৃতজ্ঞ; وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادَةِ جُزُءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ<sup>৬</sup>

১৬. আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি থেকে (নিজের জন্যে) কন্যা সন্তানই বাছাই করেছেন, আর তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তানদের! أَمْ أَتَخَلَّ مِمَّا يَخْلُقُ بَنِتٍ وَأَصْفِكُرْ بِالْبَنِينَ<sup>৭</sup>

১৭. (অথচ) যখন এদের কাউকে (কন্যা সন্তান জন্যের) সে সুসংবাদ দেয়া হয়, যার বর্ণনা ওরা দয়ায়ার আল্লাহ তায়ালার জন্যে দিয়ে রেখেছে— তখন তার (নিজের) চেহারাই কালো হয়ে যায় এবং সে মনস্তাপক্রিষ্ট হয়ে পড়ে। وَإِذَا بَشَّرَ أَهْلَهُمْ بِمَا يَأْتِي لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مَسْوِدًا وَهُوَ كَظِيمٌ<sup>৮</sup>

১৮. একি (সে কন্যা সন্তান!) যারা (সাজ) অলংকারে  
লালিত পালিত হয়, যারা (নিজেদের সমর্থনে) যুক্তি  
তর্কের বেলায়ও অগ্রণী হতে পারে না-

٨٠ ٨١  
غَيْرِ مُبِينٍ ④

১৯. (শুধু তাই নয়,) এরা ফেরেশতাদেরও- যারা  
দয়াময় আল্লাহ তায়ালার বান্দা মাত্র, নারী (বলে)  
স্থির করে; ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় এরা কি  
সেখানে মজুদ ছিলো (যে, তারা জানে- এরা নর  
না নারী), তাদের এ দাবীগুলো লিখে রাখা হবে  
এবং (অচিরেই) তাদের (এ ব্যাপারে) জিজেস করা  
হবে।

وَجَعَلُوا الْمَلِكَةَ الَّتِي يَنْهَا عِبْدَ  
الرَّحْمَنِ إِنَّا ثُمَّ أَشَهَدُ وَأَخْلَقَهُمْ سَتَكْتَبُ  
شَهَادَتَهُمْ وَيُسْئَلُونَ ④

২০. এরা (আরো) বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা  
ইচ্ছা না করলে আমরা কথনো এ (ফেরেশতা)-দের  
এবাদাত করতাম না; এদের কাছে (আসলে) এ  
ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই নেই, এরা শুধু অনুমানের  
ওপরই (ভর করে) চলে;

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبْدُ نَهْمَ مَالَهُ  
بِنْ لَكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُنْ لَا يَخْرُصُونَ ④

২১. অথবা আমি কি এর আগে তাদের (অন্য)  
কোনো কিতাব দিয়েছিলাম যাকে ওরা (এখনো)  
আঁকড়ে ধরে আছে!

أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ  
مُسْتَمِسُونَ ④

২২. তারা বরং বলে, আমরা আমাদের বাপ দাদাদের  
এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে) পেয়েছি এবং আমরা  
তাদের পথেই পরিচালিত হচ্ছি।

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا  
عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثْرِهِمْ مَهْتَدُونَ ④

২৩. (হে নবী,) আমি তোমার আগে যখনি  
কোনো জনপদে এভাবে সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছি,  
তখনি তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের  
বাপ-দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী (হিসেবে)  
পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসারী।

وَكَلَّ لَكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِنْ  
نَنِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا  
عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا بِمَا أَرْسَلْتَنَا

عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثْرِهِمْ مَهْتَدُونَ ④

২৪. (হে নবী,) তুমি বলো, যদি আমি তার চাইতে  
উৎকৃষ্ট কোনো পথনির্দেশ তোমাদের কাছে নিয়ে  
আসি, যার ওপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের  
পেয়েছো- (তারপরও তোমরা তাদের অনুসরণ  
করবে?) তারা বললো, যে (বীন) দিয়ে তোমাকে  
পাঠানো হয়েছে আমরা তা অঙ্গীকার করছি।

قَلْ أَوْلَوْ جِئْتَكُمْ بِآهَلِي مِمَا وَجَدْتُمْ  
عَلَيْهِ أَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتَنَا  
كُفِرُونَ ④

২৫. অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (বিদ্রোহের) কি  
প্রতিশোধ নিয়েছি, তুমি দেখে নাও মিথ্যাবাদীদের কি  
(ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছিলো!

فَانْتَقَهُنَا مِنْهُ فَانْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمَكْنَّ بَيْنَ ④

২৬. যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতিকে  
বললো, আমি অবশ্যই তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত  
যাদের তোমরা পূজা করো,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي  
بَرَأَءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ④

২৭. (হ্যাঁ, আমি এবাদাত শুধু তাঁরই করি) যিনি আমাকে সুষ্ঠি করেছেন, নিসন্দেহে তিনি আমাকে সংপথে পরিচালিত করবেন।

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِنَاينَ ④

২৮. সে এ কথা তার পরবর্তী বংশধরদের কাছে (তাওহিদের) একটি স্থায়ী ঘোষণা (হিসেবে) রেখে গেলো, আশা করা গিয়েছিলো, তারা (এদিকে) প্রত্যাবর্তন করবে।

وَجَعَلَهُمَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَهُمْ بَلْ مَتَعْتَ هُؤْلَاءِ وَأَبَاءِهِمْ حَتَّى جَاءَهُمْ الْحَقُّ وَرَسُولُ مِبِينٍ ⑤

২৯. এ সত্ত্বেও আমি তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের (পার্থিব) সম্পদ দান (করা) অব্যাহত রেখেছি, যতোক্ষণ না তাদের কাছে সত্য (দীন) ও পরিষ্কার ঘোষণা নিয়ে (আরেকজন) নবী এসে হায়ির হয়েছে।

بَلْ مَتَعْتَ هُؤْلَاءِ وَأَبَاءِهِمْ حَتَّى جَاءَهُمْ الْحَقُّ وَرَسُولُ مِبِينٍ ⑤

৩০. কিন্তু যখন তাদের কাছে সত্য (দীন) এসে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, এ তো হচ্ছে যাদু, আমরা অবশ্যই তা অঙ্গীকার করি।

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنْ بَدَّ كُفَّارُونَ ⑥

৩১. তারা (এও) বললো, এ কোরআন (এই) দুটো জনপদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর নায়িল হলো না কেন?

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ⑦

৩২. (হে নবী,) তারা কি (নিজেরাই) তোমার মালিকের রহমত বন্টন করছে, (অথচ) আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, আমি তাদের একজনের ওপর আরেক-জনের (বৈষয়িক) মর্যাদা সমুন্নত করেছি, যাতে করে তারা একজন অপরজনকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তোমার মালিকের রহমত অনেক উৎকৃষ্ট, তারা যেসব সম্পদ জমা করে তা তার চেয়ে বড়ো।

أَهْمَرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتْ لِيَتَخَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّاً وَرَحْمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمِعُونَ ⑧

৩৩. যদি (এ কথার) আশংকা না থাকতো যে, (দুনিয়ার) সব মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে, তাহলে দয়াময় আল্লাহ তায়ালাকে যারা অঙ্গীকার করছে তাদের ঘরের জন্যে আমি রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম, যার ওপর দিয়ে তার উঠতো (নামতো),

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَنِ يَكْفِرُ بِالرَّحْمَنِ لِبِيوْتَهُمْ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ⑨

৩৪. তাদের ঘরের জন্যে (সাজিয়ে দিতাম) রৌপ্য নির্মিত দরজা ও পালংক, যার ওপর তারা হেলান দিয়ে বসতো,

وَلِبِيوْتِهِمْ أَبُوا بَابًا وَسِرَّا عَلَيْهَا يَتَكَبُّونَ ⑩

৩৫. (কিংবা, তা হতো) স্বর্গ নির্মিত, (আসলে) এর সব কয়টি জিনিসই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ; আর (হে নবী,) আখেরোত (ও তার আসল সম্পদ) তোমার মালিকের কাছে রয়েছে, (তা একান্তভাবে তাদের জন্যে) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে।

وَرَزْخَرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذِلْكَ لَمَّا مَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ ⑪

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে  
মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান  
নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই (সর্বক্ষণ) তার  
সাথী হয়ে থাকে।

وَأَنْهُمْ لَيَصِدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  
١٩- ١٨- ١٧- ١٦- ١٥- ١٤- ١٣- ١٢- ١١- ١٠- ٩- ٨- ٧- ٦- ٥- ٤- ٣- ٢- ١-  
وَبِحَسِيبِهِ، أَنْهُمْ مُمْتَنَىٰ

٣٨. (এ) ব্যক্তি যখন (কেয়ামতের দিন) আমার  
সামনে হায়ির হবে, তখন সে (তার শয়তান সাথীকে  
দেখে) বলবে, হায় (কতো ভালো হতো) যদি  
(আজ) আমার ও তোমার মাঝে দুই উদ্যাচলের  
ব্যবধান থাকতো, কতো নিকৃষ্ট সাধী (ছিলে তুমি  
আমার)!

٣٩. (বলা হবে,) তোমরা যেহেতু (শ্যাতানকে  
সাথীরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর) যুলুম করেছো,  
তাই তোমরা (এই) আয়াবেও একজন আরেকজনের  
অংশীদার হয়ে থাকো। আজ এগুলো তোমাদের  
কোনো রকম উপকারই দেবে না ।

وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ أَذْظَلْتُمْ أَنْكَرِي  
الْعَنْ أَبِ مُشْتَرِكُونَ ⑤

**۸۰. (হে নবী), তুমি কি বধিরকে (কিছু) শোনাতে  
পারবে, অথবা পারবে কি অন্ধকে পথ দেখাতে - যে  
সুষ্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত (তাকেই কি সঠিক  
পথে আনতে পারবে)?**

৪১. অতপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে  
নিয়ে গেলেও আমি এদের কাছ থেকে অবশ্যই **فَآمَّا نَلْهَبِنِ بَكَ فَإِنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ**<sup>(৫)</sup> (বিদ্রোহের) প্রতিশোধ নেবো,

৪২. অথবা তোমার (জীবদ্ধায়) তোমাকে সে **أَوْنِرِ يَنْكَ الَّذِي وَعَلَّ نَهْرٍ فَإِنَا عَلَيْهِمْ**<sup>۸۴</sup> (শাস্তির) বিষয় দেখিয়ে দেয়ার ওয়াদা আমি  
তাদের দিয়েছি (তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না),  
আমি অবশ্যই তাদের ওপর ক্ষমতাবান ।

فَاسْتَهِسِلُكْ بِالْأَنْجَى أُوْحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৮. নিসন্দেহে এ (কোরআন) হচ্ছে তোমার ও **وَإِنَّ لَنِكَ لَكَ وَلَقَوْمَكَ وَسُوفَ تُسْئَلُونَ**<sup>৪৪</sup> তোমার জাতির জন্যে উপদেশ, অঠিবেই তোমাদের (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৪৫. (হে নবী,) তোমার আগে আমি যেসব রসূল  
পাঠিয়েছিলাম, তুমি তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি  
কি (কখনো তাদের জন্যে) দয়াময় আল্লাহ তায়ালা  
ছাড় অন্য কোনো মারুদ ঠিক করে দিয়েছিলাম-  
যাদের (আসলেই) কোনো এবাদাত করা যেতো!  
وَسْئَلَ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا  
أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ أَلِهَّةٌ يَعْدِلُونَ ٦٦

৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন  
ও তার পারিষদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতপর সে  
(তাদের) বললো, আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের  
রসূল। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِاِيْتِنَا إِلَى فَرْعَوْنَ  
وَمَلَائِهٖ فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
১৬)

৪৭. যখন সে আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে  
এলো, তখন সাথে সাথে তারা সেসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা  
করতে লাগলো। فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِاِيْتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا  
يَضْحَكُونَ  
১৭)

৪৮. আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখাতাম তা হতো  
আগেরটাৰ চাইতে বড়ো, (পরিশেষে) আমি তাদের  
আয়াব দিয়ে পাকড়াও করলাম, আশা ছিলো তারা  
(আমার দিকে) ফিরে আসে। وَمَا نَرِيهِمْ مِنْ اِيَّاهٍ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتَهَا  
وَآخْلَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَمُرِيرَجِعُونَ  
১৮)

৪৯. (আয়াব দেখলেই তারা মূসাকে বলতো,) হে  
যাদুকর, তোমার রব তোমার সাথে যে ওয়াদা  
করেছেন তাঁর ভিত্তিতে তার কাছে আমাদের জন্যে  
দোয়া করো, (এবার নিষ্কৃতি পেলে) আমরা অবশ্যই  
সঠিক পথে চলবো। وَقَالُوا يَا يَهُوَ السَّاحِرُ ادعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا  
عَهِلَ عِنْدَكَ اِنَّا لَمُهْتَدُونَ  
১৯)

৫০. অতপর আমি যখন তাদের ওপর থেকে আয়াব  
সরিয়ে নিলাম, তখনই তারা (মূসাকে দেয়া) অংগীকার  
ভঙ্গ করে বসলো। فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ  
يَنْكُثُونَ  
২০)

৫১. (একদিন) ফেরাউন তার জাতিকে ডাকলো  
এবং বললো, হে আমার জাতি (তোমরা কি বলো),  
মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? এ নদীগুলো কি  
আমার অধীন নয়? তোমরা কি (কিছুই) দেখতে  
পাচ্ছে না?

وَتَادِي فِرَعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُولُ  
اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهِيَ الْأَنْهَرُ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِيْ اَفَلَا تَبْصِرُونَ  
২১)

৫২. আমি কি এই ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই যে (খুব) أَنَّ  
নীচু (জাতের) এবং সে তো কথাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট خَيْرٌ مِنْ هَذَا الْلِدْنِي হো মহীন هُوَ مَهِينٌ  
করে বলতে পারে না। وَلَا يَكَادْ يُبَيِّنُ  
২২)

৫৩. (তাছাড়া নবী হলে) তাকে সোনার কংকণ  
পরানো হলো না কেন, কিংবা তার সাথে দল বেঁধে  
(আসমানের) ফেরেশতারাই বা কেন এলো না?  
فَلَوْلَا اُلْقَى عَلَيْهِ اَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ  
أَوْجَاءَ مَعَ الْمِلَكَةِ مُقْتَرِنِينَ  
২৩)

৫৪. (এসব বলে) সে তার জাতিকে বেকুব বানিয়ে  
দিলো, (এক পর্যায়ে) তারা তার কথা মেনেও নিলো;  
নিসন্দেহে ওরা ছিলো এক নাফরমান সম্প্রদায়ের  
লোক!

فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَاطَّاعُوهُ اِنْهُمْ كَانُوا  
قَوْمًا فَسِقِينَ  
২৪)

৫৫. (এসব করে) তারা যখন আমাকে দারণভাবে  
ক্রোধাপ্তি করলো তখন আমি ও তাদের কাছ থেকে  
প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে আমি  
(পানিতে) ডুবিয়ে দিলাম। فَلَمَّا اسْفَوْنَا اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ  
أَجْعِينَ  
২৫)

৫৬. আমি পরবর্তী বংশধরদের জন্যে তাদেরকে ইতিহাসের (উল্লেখযোগ্য) ঘটনা ও (শিক্ষণীয়) একটা দৃষ্টিস্মৃতি করে রাখলাম।

৫৭. (হে নবী, তাদের কাছে) যখনই মারইয়াম পুত্রের উদাহরণ পেশ করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা সে কারণে (খুশীতে) চীৎকার করে উঠে।

৫৮. তারা বললো, আমাদের মাঝুদুরা ভালো না— সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা ভালো, আসলে); এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশেই এসব কথা উপস্থাপন করে; বরং এরা হচ্ছে ভীষণ কলহপরায়ণ জাতি।

৫৯. (মূলত) সে (ঈসা) ছিলো আমারই একজন বান্দা, যার ওপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, তাকে বনী ইসরাইলদের জন্যে আমি (আমার কুন্দরতের) একটা আদর্শ বানিয়েছিলাম;

৬০. আমি চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে আমি ফেরেশতাদের বানিয়ে দিতাম, (সে অবস্থায়) তারাই (দুনিয়ায়) প্রতিনিধিত্ব করতো!

৬১. সে (মারইয়াম পুত্র ঈসা) হবে (মূলত) কেয়ামতের একটি নির্দশন (হে নবী, তুমি বলো), তোমরা সে (কেয়ামতের) ব্যাপারে কখনো সন্দেহ পোষণ করো না, তোমরা আমার আনুগত্য করো; (কেননা) এটাই (তোমাদের জন্যে) সহজ সরল পথ।

৬২. শয়তান যেন কোনো অবস্থায়ই তোমাদের (এ পথ থেকে) বিচ্যুত করতে না পারে, নিসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন!

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে এলো তখন সে (তার লোকদের) বললো, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা (আমাকে নিয়ে আজ) নানা মতবিরোধ করছো (একদিন) আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দেবো, অতএব তোমরা আঁশ্বাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

৬৪. অবশ্যই আঁশ্বাহ তায়ালা হচ্ছেন আমার রব, তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; এটাই হচ্ছে সরল পথ।

৬৫. (এ সন্ত্রেণ) তাদের বিভিন্ন দল (তাকে নিয়ে) নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর দুর্ভোগ ও কঠিন দিনের আয়াব তাদের জন্যেই (নির্ধারিত থাকলো) যারা (অথবা) বাড়াবাঢ়ি করলো।

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمِثْلًا لِلَّآخِرِينَ ⑥

وَلَمَّا ضَرِبَ أَبْنَ مَرِيمٍ مِثْلًا إِذَا قَوْمًا  
مِنْهُ يَصِلُونَ ⑦

وَقَالُوا إِنَّهُمْ نَحْنُ أَكْبَرُ  
أَلَّا جَدَّ لَأَبْلَهُمْ قَوْمًا خَصِمُونَ ⑧

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا  
لِبْنِي إِسْرَائِيلَ ⑨

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلِئَةً فِي  
الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ⑩

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا  
وَاتَّبِعُونِ هَلْ أَصِرَاطًا مُسْتَقِيمَ ⑪

وَلَا يَصِلُ نَكْرُ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَى وَ  
مِبْيَنِ ⑫

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ  
جِئْتَكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ  
الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُونِ ⑬

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلْ  
صِرَاطًا مُسْتَقِيمَ ⑭

فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ  
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَقِيرِ ⑮

৬৬. তারা কি (এ ফয়সালার জন্যে) কেয়ামতের <sup>هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَنْ تَأْتِيهِمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup>  
অপেক্ষা করছে, তা (কিন্তু একদিন) আকস্মিকভাবেই  
তাদের ওপর এসে পড়বে এবং তারা টেরও পাবে  
না।

<sup>بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup>

৬৭. সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা সবাই একে অপরের <sup>الْأَخْلَاقُ يَوْمَئِنْ بِعِصْمِهِ لَبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَا</sup>  
দুশ্মন হয়ে যাবে, অবশ্য যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) <sup>وَلَا</sup>  
ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা।

<sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup>

৬৮. (সেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের বলবেন,) হে <sup>يُعَبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ</sup>  
আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, না <sup>أَنْتُمْ</sup>  
তোমরা আজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে,  
<sup>تَحْزَنُونَ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup>

৬৯. (এরা হচ্ছে সেসব লোক,) যারা (দুনিয়াতে) <sup>أَلَّذِينَ أَمْنَوْا بِأَيْنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup>  
আমার আয়াতসমূহের ওপর দুঃমান এনেছে, এবং যারা <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup>  
ছিলো (আমার) অনুগত বান্দা।

৭০. (তাদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের <sup>أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تَحْبِرُونَ</sup>  
সংগী সংগঠনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে  
তোমাদের (সম্মানজনক) মেহমানদারী করা হবে!

৭১. সেখানে তাদের ওপর সোনার থালা ও পানপাত্রের  
প্রচুর আনাগোনা চলবে, যা কিছুই (তাদের) মন  
চাইবে এবং যা কিছুই তাদের (দৃষ্টিতে) ভালো লাগবে  
তা সবই (সেখানে মজুদ) থাকবে (উপরন্তু তাদের  
বলা হবে), তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে,

<sup>يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ</sup>  
<sup>وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشَهِّدُهُ أَنْفُسُ</sup>  
<sup>وَتَلَّلَ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِونَ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup>

৭২. আর এটা হচ্ছে সেই (চিরস্থায়ী) জান্নাত, <sup>وَتَلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ</sup>  
যার (আজ) তোমরা উত্তরাধিকারী হলে, এটা হচ্ছে  
তোমাদের সে (নেক) আমলের বিনিয়য় যা তোমরা  
(দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছো।

৭৩. (এখানে) তোমাদের জন্যে প্রচুর পরিমাণ ফল-মূল  
(মজুদ) থাকবে, যা থেকে তোমরা (প্রাণভরে) খেতে  
পারবে,

৭৪. (অপরদিকে) অপরাধীরা নিসন্দেহে থাকবে <sup>إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَلِونَ</sup> <sup>وَمِنْهُمْ</sup>  
জাহানামে, সেখানে তারা থাকবে চিরদিন,

৭৫. (মুহূর্তের জন্যেও) তাদের থেকে (শাস্তি) লঘু  
করা হবে না এবং (একান্ত) হতাশ হয়েই তারা  
সেখানে পড়ে থাকবে,

৭৬. (আয়াব দিয়ে) আমি তাদের ওপর মোটেই যুলুম  
করিনি, বরং (বিদ্রোহ করে) তারা নিজেরাই নিজেদের  
ওপর যুলুম করেছে।

৭৭. ওরা (জাহানামের প্রহরীকে) ডেকে বলবে, ওহে  
প্রহরী, (আজ) তোমার রব (যদি মৃত্যুর মাধ্যমে)  
আমাদের শেষ করে দিতেন (তাহলেই ভালো হতো);  
সে (প্রহরী) বলবে, (না,) তোমরা (এখানে) চিরকাল  
পড়ে থাকবে।

لَقُلْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلِكُنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ  
৭৮. (নবীরা বলবে,) আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে সত্য (দীন) নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দ করেছে।

كُرْهُونَ ④

৭৯. তারা কি (নবীকে কষ্ট দেয়ার) পরিকল্পনা করেই ফেলেছে? (তাহলে তারা শুনে রাখুক), আমিও (নবীকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর) আমার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছি,

آمَّا أَبْرَمْتَ أَمْرًا فَإِنَّا مَبْرُمُونَ ⑤

৮০. তারা কি ধরে নিয়েছে যে, আমি তাদের গোপন কথা ও সলাপরামর্শসমূহ শুনতে পাই না, অবশ্যই (আমি তা শুনতে পাই, তাছাড়া) আমার পাঠানো (ফেরেশতা)- যারা তাদের (ঘাড়ের) পাশে আছে, তারাও সব লিখে রাখছে।

أَمْ يَخْسِبُونَ أَنَا لَا نَسْعِ سِرْهُمْ وَنَجْوَاهُمْ  
بَلِّي وَرَسَلْنَا لَدَنِي مِنْ يَكْتَبُونَ ⑥

৮১. (হে নবী), তুমি বলো, যদি দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কোনো সন্তান থাকতো, তাহলে আমিই তার প্রথম এবাদাত করতাম!

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَلَمْ يَكُنْ فَإِنَّا أَوَّلُ  
الْعَبْدِينَ ⑦

৮২. তিনি অনেক পবিত্র, তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব, মহান আরশের তিনি অধিপতি, এরা যা কিছু তাঁর সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে পবিত্র।

سَبَحَنَ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ  
الْعَرْشِ عَمَّا يَصْفُونَ ⑧

৮৩. অতএব (হে নবী), তুমি এদের (সেদিন পর্যন্ত) অর্থহীন কথাবার্তা ও খেলাধুলায় (মন্ত্র) থাকতে দাও, (এমনি করে) দেখতে দেখতে তারা সে দিনটির সম্মুখীন হবে, যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছে।

فَلَرَهِ يَخْوِضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يَلْقَوْا  
يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْعَدُونَ ⑨

৮৪. তিনিই হচ্ছেন (আল্লাহ তায়ালা) যিনি আসমানে মারুদ, যমীনেও মারুদ; তিনি বিজ্ঞ, কুশলী, সর্বজ্ঞ।

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ  
إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ⑩

৮৫. (প্রভৃতি) বরকতময় তিনি, যার জন্যে আসমানসমূহ, যমীন ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তার একক সার্বভৌমত্ব নিবেদিত, কেয়ামতের সঠিক খবর তাঁর কাছেই রয়েছে, পরিশেষে তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعَنْهُمْ عَلِمَ  
السَّاعَةَ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ⑪

৮৬. তাঁকে বাদ দিয়ে এরা অন্য যাদের ডাকে, তারা তো (আল্লাহ তায়ালার কাছে) সুপারিশের (কোনো) ক্ষমতাই রাখে না, তবে যারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ দেবে এবং (সত্য) জানবে (তাদের কথা আলাদা)।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ  
الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِمَ بِالْحَقِّ وَهُوَ  
يَعْلَمُونَ ⑫

৮৭. (হে নবী, তুমি) যদি তাদের জিজেস করো, কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা বলবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা, (তাহলে বলো) তারপরও তাদের কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ  
فَإِنَّى يُؤْفِكُونَ ⑬

৮৮. (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর (রসূলের) এ বক্তব্য (সম্পর্কেও জানেন), হে আমার রব, এরা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা দ্বিমান আনবে না।

৮৯. (হে রসূল), অতপর তুমি এদের থেকে বিমুখ থাকো, (এদের) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো এবং (তাদের উদ্দেশে) সালাম বলো; অচিরেই ওরা (সত্য মিথ্যা) জানতে পারবে।

وَقَيْلٌ يَرِبِّ إِنْ هُوَ لَأَقْوَمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

فَاصْفَحْ عَنْهُ وَقُلْ سَلَّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

আয়াত ৫৯  
রূকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আদ দোখান  
মকাব অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,

حَمْ

২. সুম্পট কিতাবের শপথ,

وَالْكِتَبُ الْمُبِينُ ﴿٢﴾

৩. আমি একে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি, **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مِنْ رِبِّنَا** **أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُّرْسِلِينَ** **﴾٣﴾**

৪. তার (নাযিলের রাতের) মধ্যে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফয়সালা হয়-

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ﴿٤﴾

৫. (তা স্থিরীকৃত হয়) আমারই আদেশগ্রন্থে, অবশ্যই আমি (আমার) দৃত পাঠাই,

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُّرْسِلِينَ **﴾٥﴾**

৬. (দৃত পাঠানো হয়) তোমার মালিকের একান্ত অনুগ্রহে; অবশ্যই তিনি (সবকিছু) শোনেন, (সবকিছু) জানেন।

رَحْمَةً مِّنْ رِبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ **﴾٦﴾**

৭. তিনি আসমানসম্মত, যমীন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার সব কিছুর রব। যদি তোমরা ঈমানদার হও (তাহলে তাঁর এ সত্য থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না)।

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتَ مَوْقِنِينَ **﴾٧﴾**

৮. তিনি ছাড়া আর কোনোই মারুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও রব।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمْيِتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمْ إِلَّا وَلِيْنَ **﴾٨﴾**

৯. (এ সত্ত্বেও) তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে (এর সাথে) খেল তামাশা করে চলেছে।

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ **﴾٩﴾**

১০. অতএব (হে নবী), তুমি সেদিনের অপেক্ষা করো যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া ছেড়ে দেবে,

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلْ خَانٍ **﴾١٠﴾**

مَبْيِنٍ **﴾١٠﴾**

১১. তা মানুষদের দ্রুত থাস করে ফেলবে; এটা হবে এক কঠিন শাস্তি।

يَغْشَى النَّاسَ هُنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ **﴾١١﴾**

১২. (তখন তারা বলবে), হে আমাদের রব, আমাদের কাছ থেকে এ আয়াব সরিয়ে নাও, অকশ্যই আমরা ঈমানদার।

رَبَّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

১৩. (কিন্তু এখন) আর তাদের উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ কোথায়, তাদের কাছে সুস্পষ্ট রসূল তো আগেই এসে গেছে,

أَنِّي لَهُمُ الظِّلْكُরِي وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

১৪. (তা সত্ত্বেও) তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা বলেছে, (এগুলো হচ্ছে) পাগল ব্যক্তির শেখানো কতিপয় বুলি মাত্র!

لَمْ تَوْلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مَعْلِمٌ مَّجْنُونٌ ﴿٣﴾

১৫. আমি (যদি) কিছু সময়ের জন্যে আয়াব সরিয়েও দেই (তাতে কি লাভ?) তোমরা তো নিসদ্দেহে আবারও তাই করবে।

إِنَّا كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنْكُرْ عَائِلَ وَنَ ﴿٤﴾

১৬. একদিন আমি কঠোরভাবে এদের পাকড়াও করবো (সেদিন) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ নেবো।

يَا أَنْبَطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿٥﴾

১৭. এদের আগে আমি ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করেছি, তাদের কাছে আমার একজন সম্মানিত রসূল (মূসা) এসেছিলো,

وَلَقَنْ فَتَنًا قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿٦﴾

১৮. (মূসা ফেরাউনকে বললো,) আল্লাহ তায়ালার (এই) বান্দাদের তোমরা আমার কাছে দিয়ে দাও; অবশ্যই আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত নবী,

أَنْ أَدْوَ إِلَيْ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكَمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٧﴾

১৯. তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহ করো না, অবশ্যই আমি (নবুওতের) সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি;

وَأَنْ لَا تَعْلُوْا عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتِيكُمْ بِسْلَطْنِي مُبِينٍ ﴿٨﴾

২০. তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পারো, সে জন্যে আমি আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে (আগেই) পানাহ চেয়ে নিয়েছি,

وَأَنِّي عُلْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ آنَ تَرْجُونَ ﴿٩﴾

২১. যদি তোমরা আমার ওপর ঈমান না আনো তাহলে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।

وَأَنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ ﴿١٠﴾

২২. অতপর সে তার মালিকের কাছে দোয়া করলো (হে আমার রব), এরা হচ্ছে একটি না-ফরমান জাতি (তুমি আমাকে এদের কাছ থেকে মুক্তি দাও)।

فَعَالْ رَبِّهِ أَنْ هُوَ لَاءُ قَوْمًا مَّجِرْمُونَ ﴿١١﴾

২৩. (আমি বললাম), তুমি আমার বান্দাদের সাথে করে রাতে রাতেই (এ জনপদ থেকে) বেরিয়ে পড়ো, (সাবধান থেকে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে কিন্তু) তোমাদের পশ্চাদ্বাবন করা হবে,

فَآسِرْ بِعِبَادِي لَيَلَّا إِنْكُرْ مَتَّبِعُونَ ﴿١٢﴾

وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنَاحٌ  
২৪. সমুদ্রকে শান্ত রেখে তুমি (পার হয়ে) যেও; নিসন্দেহে তারা হবে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত বাহিনী।

مَفْرُونٌ  
১৪

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَاحٍ وَعَيْنٍ  
২৫. (যাবার সময়) ওরা নিজেদের পেছনে কতো উদ্যান, কতো ঝর্ণা ফেলে গেছে,

وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ  
২৬. (ফেলে গেছে) কতো ফেতের ফসল, কতো সুরম্য প্রাসাদ,

وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَكِيمٍ  
২৭. কতো (বিলাস) সামগ্রী, যাতে ওরা (সব সময়) নিমগ্ন থাকতো,

كَنِّلَكَ تَ وَأَرْثَنَاهَا قَوْمًا أَخْرَى  
২৮. এভাবেই আমি আরেক জাতিকে এসব কিছুর উভরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

فَمَا بَكَثَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا  
কَانُوا مُنْظَرٍ  
২৯. (এ ঘটনায়) ওদের ওপর না আসমান কোনো রকম কান্নাকাটি করলো— না যমীন (কাঁদলো, আয়াব আসার পর) তাদের তো কোনো অবকাশই দেয়া হলো না।

وَلَقَنْ تَجْيِينًا بَنَى إِسْرَائِيلَ مِنْ  
الْعَذَابِ الْمُهِمِّينَ  
৩০. আমি অবশ্যই বনী ইসরাইলদের অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি—

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ  
الْمُسْرِفِينَ  
৩১. (উদ্ধার করেছি) ফেরাউন (ও তার গোলামীর শৃঙ্খল) থেকে, অবশ্যই সে ছিলো সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

وَلَقَنْ أَخْتِرُهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَلَمِينَ  
৩২. অবশ্যই আমি জ্ঞানের ওপর তাদের (জাতি বনী ইসরাইলদের) দুনিয়ার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি,

وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَتِ مَافِيهِ بَلُوًا مُبِينٍ  
৩৩. আমি তাদের (এমন কতিপয়) নির্দর্শন দিয়েছি, যাতে (তাদের জন্যে) সুস্পষ্ট পরীক্ষা (নিহিত) ছিলো।

إِنْ هُوَ لَا إِلَيْهِ لِيَقُولُونَ  
৩৪. অবশ্যই এ (মূর্খ) লোকেরা বলতো—

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلُ وَمَا نَحْنُ  
بِمَنْشِرِينَ  
৩৫. এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম মৃত্যু, আমরা (আর) কখনো পুনর়ূপিত হবো না।

فَأَتُوا بِأَبَائِنَا إِنْ كَنْتُمْ صَلِيقِينَ  
৩৬. (তারা আরো বলতো) তোমরা যদি (পুনর়ূপ সম্পর্কে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে উঠিয়ে) নিয়ে এসো!

أَهْرَخْتُمْ أَمْ قَوْمًا تَبِعُهُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
৩৭. (শক্তি সামর্থের দিক থেকে) কি তারা বড়ো, না 'তুরুবা' জাতি ও তাদের আগে যারা ছিলো তারা (বড়ো); আমি তাদের (মতো শক্তিশালীদেরও) ধ্বংস করে দিয়েছি, (কেননা) তারা ছিলো না-ফরমান জাতি।

أَهْلَكْتُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ  
১৫

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا  
মাখলقانَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

لَعِبِينَ ④

৩৯. এগুলো আমি যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়াও সৃষ্টি করিনি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ সম্পর্কে) জানে না।

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑤

৪০. অবশ্যই এদের (সবার পুনরুত্থান ও) বিচার ফয়সালার দিনক্ষণ নির্ধারিত রয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجَمَعِينَ ⑥

৪১. সেদিন এক বন্ধু আরেক বন্ধুর কোনোই কাজে আসবে না, না তাদের (সেদিন কেনো রকম) সাহায্য করা হবে!

يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ⑦

৪২. অবশ্য যার ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন (তার কথা আলাদা); নিসন্দেহে তিনি মহাপ্রাত্মশালী, দয়ালু।

إِلَامِ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑧

৪৩. নিসন্দেহে (জাহানামে) যাকুম (নামের একটি) গাছ থাকবে,

إِنْ شَجَرَتِ الزَّقْرِ ⑨

৪৪. (তা হবে) পাপীদের (জন্যে সেখানকার) খাদ্য,

طَعَامُ الْأَشْيَاءِ ⑩

৪৫. গলিত তামার মতো তা পেটের ভেতর ফুটতে থাকবে,

كَالْمُهْلِثِ يَغْلِي فِي الْبَطْوَنِ ⑪

৪৬. (তা হবে) ফুটন্ত গরম পানির মতো!

كَفَلَى الْحَمِيرِ ⑫

৪৭. (ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে,) ধরো একে-অতপর হেঁচড়ে জাহানামের মধ্যস্থলের দিকে নিয়ে যাও,

خُلُوْهَ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ⑬

৪৮. তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আয়াৰ ঢেলে দাও;

ثُرِصِبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَلَابِ الْحَمِيرِ ⑭

৪৯. (তাকে বলা হবে, আয়াবের) স্বাদ আস্বাদন করো, তুমি অবশ্যই ছিলে শক্তিশালী একজন অভিজাত মানুষ!

ذُقْ إِنَّكَ آتَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ⑮

৫০. এ (শাস্তি) সম্পর্কে তোমরা (অভিজাত লোকগুলোই) ছিলে বেশী সন্দিহান!

إِنْ هَلَّا مَا كَنْتَ مِنْ بِهِ تَمْتَرُونَ ⑯

৫১. (অপরদিকে) আল্লাহভার লোকেরা নিরাপদ (অনাবিল) শাস্তির জায়গায় থাকবে,

إِنَّ الْمُتَقِيِّنَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ⑰

৫২. (থাকবে মনোরম) উদ্যানে ও (অমিয়) ঝর্ণাধারায়,

فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ ⑱

৫৩. মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এরা (একে অপরের) সামান্যামানি হয়ে বসবে,

يَلْبِسُونَ مِنْ سَنْدَلٍ سِ وَإِسْتَبْرَقٍ  
مَتَقْبِيلِيَّنَ ⑲

৫৪. এমনই হবে (তাদের পুরকার, উপরস্তু) তাদের আমি দেবো আয়তলোচনা (পরমা সুন্দরী) হুর;

৫৫. তারা সেখানে প্রশান্ত মনে সব ধরনের ফল ফলারিন অর্ডার দিতে থাকবে,

৫৬. প্রথম মৃত্যু ছাড়া (যা দুনিয়াতেই এসে গেছে), সেখানে (তাদের আর) মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে না, (তাদের রব) তাদের জাহানামের আয়াব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন,

৫৭. (হে নবী, এ হচ্ছে মোমেনদের প্রতি) তোমার মালিকের দয়া অনুগ্রহ; এটাই হচ্ছে (সেদিনের) মহাসাফল্য।

৫৮. (হে নবী), আমি এ (কোরআন)-কে তোমার (মাত্র)-ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তারা (এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৫৯. সুতরাং তুমি (এদের পরিণাম দেখার জন্যে) অপেক্ষা করতে থাকো, আর ওরা তো প্রতীক্ষা করেই যাচ্ছে!

كُلَّ لَكَ تِنْ وَزَوْجِنِهِ بِحُورٍ عَيْنٍ<sup>১৪</sup>

بَلْ عَوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمْنِينَ<sup>১৫</sup>

لَا يَدْوِقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ  
الْأَوَّلِ وَقِيمَهُ عَذَابَ الْجَحِيرِ<sup>১৬</sup>

فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ<sup>১৭</sup>

فَإِنَّمَا يَسِرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِعَلَمْ يَتَنَاهُ كَرُونَ<sup>১৮</sup>

فَارْتَقِبْ إِنْهِمْ مُرْتَقِبُونَ<sup>১৯</sup>

৩  
রুকু

আয়াত ৩৭  
রুকু ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বুহুমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল জাহিয়া  
মকায় অবতীর্ণ

১. হা-মী-ম,

৩  
রুকু

২. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ।

تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنْ أَنْفُسِ الْعَزِيزِ الْكَبِيرِ<sup>২০</sup>

৩. নিসদেহে আকাশমালা ও যমীনে ঈমানদারদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে জানার অগণিত) নির্দশন রয়েছে;

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ  
لِلْمُؤْمِنِينَ<sup>২১</sup>

৪. নির্দশন রয়েছে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মাঝে এবং যমীনে বিচরণশীল জীবজন্মের মাঝেও, যাদের তিনি (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, নির্দশন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে।

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِنْ دَابَّةٍ أَيْتَ  
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ<sup>২২</sup>

৫. (নির্দশন রয়েছে) রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে, যে রেয়েকে আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পাঠান, যা দিয়ে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে তোলেন (তার মাঝেও! এ) বায়ুর পরিবর্তনেও (তাঁর কুদরতের) নির্দশন ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যে, যারা চিন্তা (গবেষণা) করে।

وَأَخْتِلَافِ الْلَّيلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ  
بِعَلْمَ مَوْتَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ أَيْتَ لِقَوْمٍ  
يُعْلَمُونَ<sup>২৩</sup>

৬. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ, যা আমি যথাযথভাবে তোমার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি,

অতপর (তুমি কি বলতে পারো) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর এ নির্দশনের পর আর কোন্ কথার ওপর তারা ঈমান আনবে?

فِيَأَيِّ حَلِّ يُثِّبَ بَعْدَ إِلَهٍ وَأَيْتَهُ يُؤْمِنُونَ ⑥

৭. দুর্ভোগ প্রতিটি মিথ্যাবাদী পাপাচারীর জন্যে,

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثَيْمٍ ⑦

৮. আল্লাহ তায়ালার আয়াত যখন তার ওপর তেলাওয়াত করা হয় তখন সে (তা) শোনে, (কিন্তু) একটু পরেই সে অহংকারী হয়ে এমনভাবে জেদ ধরে যেন সে তা শুনতেই পায়নি, সুতরাং তুমি তাকে এক কঠিন আয়াবের সুসংবাদ দাও!

يَسْمَعُ أَيْتَ اللَّهُ تَتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُّ  
مُسْتَكِبِرًا كَانَ لَمَرْ يَسْمِعُهَا فَبَشِّرْهُ  
بِعَنْ أَبِ الْيَمِيرِ ⑦

৯. যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে একে পরিহাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে; এমন ধরনের লোকদের জন্যে অপমানজনক আয়াব রয়েছে;

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ أَيْتَنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُزْوًا  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑦

১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং সেসব জিনিস যা তারা (দুনিয়া থেকে) অর্জন করে এনেছে তা তাদের কোনো কাজেই এলো না, না সেসব (মারুদ তাদের কোনো কাজে এলো)- যাদের তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (নিজেদের) অভিভাবক বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের সবার জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) কঠোর শাস্তি;

مِنْ وَرَأِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَا  
كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
أَوْلَيَاءٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَبْعَدُ ⑦

১১. এ (কোরআন) হচ্ছে (সম্পূর্ণত) হেদয়াত, (তা সত্ত্বেও) যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করে তাদের জন্যে অতিশয় নিরুৎ ও কঠোরতর আয়াব রয়েছে।

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتٍ  
رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ الْيَمِيرِ ⑦

১২. আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁরই আদেশক্রমে নৌযানসমূহে (আরোহণ করে) তাতে চলতে পারো, এবং এর দ্বারা তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সঞ্চান করতে পারো, আশা করা যায় তোমরা (এজন্যে) তাঁর শোকর আদায় করবে,

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي  
الْفَلَكُ فِيهِ بَأْمَرٍ، وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكِرُونَ ⑨

১৩. (একইভাবে) তাঁর (অনুগ্রহ) থেকে তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন অবশ্যই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্পদায়ের জন্যে (অনেক) নির্দশন রয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَنْ  
لِقُوَّمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑩

১৪. (হে নবী,) ঈমানদারদের তুমি বলো, যারা আল্লাহ তায়ালার (অমোদ বিচারের) দিনগুলো থেকে কিছুই আশা করে না, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা এ (বিশেষ) দলকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে (পরকালে) পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন।

قُلْ لِلَّذِينَ أَمْنَوْا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ  
لَا يَرْجُونَ آيَةً اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا  
কَانُوا يَكْسِبُونَ ⑪

১৫. (তোমাদের মাঝে) কেউ যদি কোনো নেক কাজ করে, তা সে করে তার নিজের ভালোর জন্যেই, (আবার) কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ করে, তার (প্রতিফল কিন্তু) তার ওপরই (পড়বে) অতপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের মালিকের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

১৬. আমি বনী ইসরাইলদের কিতাব, রাষ্ট্রক্ষমতা ও নবুওত দান করেছিলাম, আমি তাদের উৎকৃষ্ট রেয়েক দিয়েছিলাম, (এসব কিছুর মাধ্যমে) আমি তাদের সৃষ্টিকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম,

مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ فَلَنْفَسِهِ وَمِنْ أَسَاءَءَ فَعَلَيْهَا شَرٌّ إِلَى رِبِّكُمْ تَرْجِعُونَ  
وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ  
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزْقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبِ  
وَفَضْلَنَاهُمْ فِي الْعِلْمِينَ<sup>(১)</sup>

১৭. দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমি তাদের বিশদভাবে দান করেছি, অতপর যে মতবিরোধ তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে (তা তারা করেছে) তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পর, (করেছে) তাদের পারম্পরিক জেদের কারণে; (হে নবী,) কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমার মালিক তাদের মধ্যে সেসব (বিষয়ের) ফয়সালা করে দেবেন যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়ায়) মতবিরোধ করেছে।

১৮. অতপর (হে নবী,) আমি তোমাকে দ্বিনের এক (বিশেষ) পদ্ধতির ওপর এনে স্থাপন করেছি, অতএব তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো, (শরীয়তের ব্যাপারে) সেসব লোকদের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না যারা (আখেরোত সম্পর্কে) কিছুই জানে না।

১৯. আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলায় এরা তোমার কোনোই কাজে আসবে না; যালেমরা অবশ্যই একজন আরেকজনের বন্ধু, আর পরহেয়গার লোকদের (আসলা) বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং)।

২০. এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট দলীল, (সর্বোপরি) বিশ্বাসীদের জন্যে তা হচ্ছে জ্ঞানের কথা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ।

২১. যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে নিয়েছে, আমি কি তাদের (পরিণতি) সে লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জীবন ও তাদের মরণও কি একই ধরণের হবে? কতো নিম্নান্তের ধারণা পোষণ করছে এরা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে)!

২২. আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীনকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন,

وَأَتَيْنَاهُمْ بِيَمِنِ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا  
إِلَّا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ مِنْ عِلْمٍ يُبَغِّيَ  
بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ<sup>(২)</sup>  
لَمْ يَعْلَمْكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا  
وَلَا تَتَبَعُ أَهْوَاءَ النِّفَّيْنِ لَا يَعْلَمُونَ<sup>(৩)</sup>  
إِنَّمَا يَغْنِو عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ  
الظَّالِمِينَ بِعِصْمِهِمْ أَوْلَيَاءَ بَعْضٍ وَاللَّهُ  
وَلِلْمُتَّقِينَ<sup>(৪)</sup>

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السُّيُّلَاتِ  
أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا  
الصَّلَحتِ لَا سُوءَ مَحِيَّا هُمْ وَمَمَاتُهُمْ  
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ<sup>(৫)</sup>

যাতে করে (এ দু'য়ের মাঝে বসবাসরত) প্রতিটি <sup>وَلْتُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُنَّ لَا يَظْلِمُونَ</sup> <sup>۸۰</sup> বাসিন্দার কাজ কর্মের ঠিক বিনিয়য় দেয়া যেতে পারে, (কেয়ামতের দিন) তাদের কারো প্রতি যুলুম করা হবে না।

২৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছো- যে নিজের খোয়াল খুশীকে নিজের মাঝুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং (পর্যাপ্ত পরিমাণ) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন, তার কান ও তার অঙ্গে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন, তার চোখে তিনি পর্দা ঢেঁটে দিয়েছেন; এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার পর কে পথনির্দেশ দেবে? তারপরও কি তোমরা কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২৪. এ (মূর্খ) লোকেরা এও বলে, এ দুনিয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো জীবনই নেই, আমরা (এখানেই) মরি বাঁচি, কালের আবর্তন ছাড়া অন্য কিছু আমাদের ধর্মসংও করেনা। (মূলত) এদের এ ব্যাপারে কোনোই জ্ঞান নেই, এরা শুধু আন্দায় অনুমানের ভিত্তিই কথা বলে।

২৫. যখন এদের কাছে আমার (কিতাবের) সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পড়া হয়- তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো যুক্তি থাকে না যে, তারা বলে, তোমরা যদি (মৃত্যুপরবর্তী জীবনের দাবীতে) সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের (কবর থেকে) নিয়ে এসো।

২৬. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, তিনিই (আবার) কেয়ামতের দিন তোমাদের পুনরায় একত্রিত করবেন, এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) জানে না।

২৭. আকাশমন্ডলী ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন এ বাতিলপস্থীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৮. (হে নবী, সেদিন) তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে (মহাবিচারকের সামনে) তারা ভয়ে আতঙ্কে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবে। প্রত্যেক জাতিকেই তাদের আমলনামার দিকে ডাক দেয়া হবে; (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার (যথাযথ) প্রতিফল দেয়া হবে।

২৯. (বলা হবে) এ হচ্ছে আমার (কাছে সংরক্ষিত তোমাদের) নথিপত্র, যা তোমাদের (কর্মকান্ডের) ওপর ঠিক ঠিক বর্ণনাই পেশ করবে; তোমরা যখন যা করতে আমি তা লিখে রাখছিলাম।

أَفَرَئِيهِتْ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهَهُوَهُ وَأَنْشَأَهُ  
اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ  
عَلَى بَصَرِهِ غُشْوَةً فَمَنْ يَهْدِي يَهْدِي مِنْ بَعْدِ  
اللهِ أَفَلَا تَرَكُونَ <sup>۸۱</sup>

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَا تَنَا إِلَى نِيَّا نَمُوتُ  
وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الْهَرَرُ وَمَا لَهُمْ  
بِنِ لَكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُرَّ إِلَّا يَظْنُونَ <sup>۸۲</sup>

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بَيْنَتْ مَا كَانَ  
حَجَتْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّوْا بِأَبَائِنَا إِنْ  
كَنْتُمْ صِلْقِينَ <sup>۸۳</sup>

قُلِ اللَّهُ يَحْيِي كُمْ تَمْرِيْمَ يَمْتَكِمْ تَمْرِيْ  
يَجْعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ  
وَلِكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <sup>۸۴</sup>

وَإِلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ  
السَّاعَةِ يَوْمَ يَمْنَلِيْنَ يَخْسِرُ الْبَطِلُونَ <sup>۸۵</sup>

وَتَرِى كُلُّ أُمَّةَ جَاثِيَّةً تَكُلُّ أُمَّةً تُلْعَنِي  
إِلَى كِتَبِهَا أَلَيْوَمْ تَجْزَوْنَ مَا كَنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ <sup>۸۶</sup>

هَنَّا كَتَبْنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا  
نَسْتَنْسِخُ مَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ <sup>۸۷</sup>

৩০. যারা দ্বিমান এনেছে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করেছে, (আজ) তাদের রব তাদের তাঁর অনুগ্রহে (জাহানে) দাখিল করাবেন; আর এটাই হবে (সেদিনের) সুস্পষ্ট সাফল্য।

فَآمَّا الَّذِينَ يَنْهَا وَعَمِلُوا الصَّلَحَاتِ  
فَيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ  
الْغُরْزَ الْمَبِينُ ④

৩১. অপরদিকে যারা কুফরী অবলম্বন করেছে (আমি তাদের বলবো), তোমাদের সামনে কথনো কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হতো না? অতপর তোমরা উদ্ধৃত্য প্রকাশ করেছিলে, (মূলত) তোমরা ছিলে নাফরমান জাতি!

وَآمَّا الَّذِينَ يَنْهَا كَفَرُوا تَكُنْ أَيْتِي  
تَتْلِي عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبِرُ تِرْ وَكَنْتِرْ قَوْمًا  
مُجْرِمِينَ ⑤

৩২. যখন (তোমাদের) বলা হতো, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত (সংঘটিত হবে) এর মধ্যে কোনো রকম সন্দেহ নেই, তখন তোমরা (অহংকার করে) বলতে, আমরা জানি না কেয়ামত (আবার) কি, আমরা (এ ব্যাপারে) আন্দায অনুমান ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না, আমরা (তাতে) বিশ্বাসীও নই!

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا  
رَبَّ فِيهَا قَلْتُرْ مَانَدِ رَبِّي مَا السَّاعَةُ لَا  
نَظَنَ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ ⑥

৩৩. (সেদিন) তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়বে এবং সে বিষয়টিই তাদের পরিবেষ্টন করে নেবে- যে ব্যাপারে তারা হাসি ঠাট্টা করে বেড়াতো।

وَبَدَأَ الْهَمْ سِيَّاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ  
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑦

৩৪. বলা হবে, আজ আমি তোমাদের (সেভাবে) ভুলে যাবো, যেভাবে তোমরা (দুনিয়ায় থাকতে) এ দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে, (আজ) তোমাদের ঠিকানা হবে (জাহানামের) আগুন, (খানে) তোমরা কোনোই সাহায্যকারী পাবে না।

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِكِمْ كَمَا نَسِيَتُمْ لِقَاءَ  
يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكِمْ النَّارُ وَمَا لِكُمْ مِنْ  
نُصْرِينَ ⑧

৩৫. এটা এ কারণে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি তামাশা করতে এবং পার্থিব জীবন দারুণভাবে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, (সুতরাং) আজ তাদের সেখান থেকে বের করা হবে না- না (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) তাদের কোনো রকম অজ্ঞাত গেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।

ذِلِّكُمْ بِأَنَّكُمْ أَتَخْلُلُ تِرْ أَيْتِ اللَّهِ هَرْ  
وَغَرْتِكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا  
يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُرِيْ يَسْتَعْبُونَ ⑨

৩৬. সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আসমানসমূহের রব, তিনি যমীনের রব, তিনি রব গোটা সৃষ্টিকুলের!

فَلَلَّهِ الْحَمْلُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ  
رَبِّ الْعَلَمِينَ ⑩

৩৭. আকাশমণ্ডলী এবং যমীনের সব গৌরব মাহাত্ম্য তাঁর জন্যেই (নিবেদিত), তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَلَهُ الْكِبْرَيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑪

১. হা, মী-ম,

১  
ঠ

২. আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (এ) কিতাবের অবতরণ, (তিনি) মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ③

৩. আকাশমণ্ডলী, যমীন ও তাদের উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলো আমি যথাযথ (লক্ষ্য) ছাড়া সৃষ্টি করিনি এবং (আমি এগুলোকে) এক সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (পয়দ করেছি), (কিন্তু) যারা অঙ্গীকার করে- তারা যে যে জিনিস দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিলো তার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়।

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مَسْمِيٌّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُغَرِّضُونَ ④

৪. (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, তোমরা কি কখনো (ভেবে) দেখেছো, যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাকছো- আমাকে একটু দেখাও তো, তারা এ যমীনের কোনো অংশও কি বানিয়েছে, অথবা এ আকাশমণ্ডলী বানানোর কাজে তাদের কি কোনো অংশ আছে? এর আগের কিতাবপত্র কিংবা সে সূত্র ধরে চলে আসা জ্ঞানের (অন্য) কোনো অবশিষ্ট প্রমাণ (যদি তোমাদের হাতে মজুদ থাকে,) তাহলে তাও এনে আমাকে দাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

قُلْ أَرَءَيْتَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْوَنِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِيْتَوْنِيْ بِكِتَبٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثْرَةً مِنْ عِلْمٍ أَنْ كَنْتُمْ صَلِّيْقِيْنَ ⑤

৫. তার চাইতে বেশী বিভ্রান্ত ব্যক্তি কে হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কেয়ামত পর্যন্ত (ডাকলেও) তার ডাকে সাড়া দেবে না, তারা তো তাদের (ভক্তদের) ডাক থেকে সম্পূর্ণ বেখবর।

وَمِنْ أَفْلَى مِنْ يَدِ عَوْنَوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ لَهُ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ⑥

৬. যখন গোটা মানব জাতিকে জড়ো করা হবে, তখন এরা তাদের দুশ্মনে পরিগত হয়ে যাবে এবং এরা তাদের এবাদাতকেও সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করবে।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْلَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفَّارِيْنَ ⑦

৭. যখন এদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়- (তখন) কাফেররা সে সত্য সম্পর্কে বলে, যা (ইতিমধ্যেই) তাদের সামনে এসে গেছে- এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট যানু!

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَهَا جَاءَهُمْ لَهُ أَسْحَرُ مِنِيْنَ ⑧

৮. তারা কি একথা বলে যে, সে (রসূল) নিজেই তা বানিয়ে নিয়েছে; তুমি তাদের বলো, সত্যই যদি এমন কিছু আমি (আল্লাহর নামে) বানিয়ে পেশ করি, তাহলে আল্লাহ (-র ক্রোধ) থেকে আমার (বাঁচানোর) জন্যে তোমরা তো কোনো ক্ষমতাই রাখো না; তিনি ভালো করেই জানেন তোমরা তার মধ্যে কি কি কথা নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে বলছো

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِيْ مِنِ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيَّضُونَ فِيْهِ ⑨

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

এবং তোমাদের ও আমার মাঝে (কে কথা বানাচ্ছে; এ কথার) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট; আর তিনি একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

كَفِيْ بِهِ شَهِيْلٌ أَبِيْنِي وَبِيْنِكُمْ وَهُوَ  
الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ⑦

৯. তুমি বলো, রসূলদের মাঝে আমি তো নতুন নই, আমি এও জানি না, আমার সাথে কি (ধরনের আচরণ) করা হবে এবং তোমাদের সাথেই বা কী (ব্যবহার করা) হবে; আমি শুধু সেটুকুরই অনুসরণ করি যেটুকু আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়, আর আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই।

قُلْ مَا كُنْتُ بِلِّيْلٍ عَمِّ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي  
مَا يَفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْعُ الْأَمَّا  
يُوحِي إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑧

১০. তুমি (আরো) বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো যে, এ (মহাগ্রাহ)-টা যদি আল্লাহর কাছ থেকে (নায়িল) হয়ে থাকে এবং তোমরা যদি তা অঙ্গীকার করো (তাহলে এর পরিণাম কি হবে)- এবং এর ওপর বনী ইসরাইলের একজন সাক্ষী যেখানে সাক্ষ্য প্রদান করে তার ওপর ঈমানও এনেছে, (তারপরও) তোমরা অহংকার করলে, (জেনে রেখো) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

قُلْ أَرَأَيْتَمِ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
وَكَفَرَتْمِ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِيدٌ مِّنْ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَّنَ وَأَسْتَكْبَرَتْ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِيْلِي الْقَوْمَ الظَّلَمِيْنَ ⑨

১১. যারা কুফুরী করেছে তারা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে, যদি (ঈমান আনার মাঝে) সত্যিই কোনো কল্যাণ থাকতো তাহলে (সমাজের সাধারণ মানুষরা) আমাদের আগে তার দিকে এগিয়ে যেতো না, যেহেতু এরা নিজেরা কখনো পথের কোনো দিশা পায়নি, তাই অচিরেই তারা বলতে শুরু করবে, এ তো হচ্ছে একটি পুরনো (ও মিথ্যা) অপবাদ!

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ يَنْ أَمْنَوْا لَوْ كَانَ  
خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْلَمْ يَهْتَدِيْلَ وَإِ  
فَسَيِّقُوْلُونَ هَذَا إِفْلَكَ قَلْ يَمِرُ ⑩

১২. এর আগে (মানুষদের) পথপ্রদর্শক ও (আল্লাহর) রহমত হিসেবে মূসার কিতাব (তাদের কাছে মজুদ) ছিলো; আর এ কিতাব তো (পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যতা স্বীকার করে, (এটা এসেছে) আরবী ভাষায়, যেন তা সীমালংঘনকারীদের সাবধান করা এবং ন্যায়বানদের জন্যে সুসংবাদ হতে পারে।

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْ مُوسَى إِسَامًا وَرَحْمَةً  
وَهَذَا كِتَبٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَنْزَلَ  
الَّذِيْنَ ظَلَمُوا نَصَّ وَبِشْرَى لِلْمُحْسِنِيْنَ ⑪

১৩. অবশ্যই যারা বলে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন আমাদের রব, অতপর তারা (এর ওপর) অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের জন্যে কোনো ভয় শুঁকা নেই এবং তাদের (কখনো) উদ্বিগ্ন হতে হবে না,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَاتُلُوا رَبَّنَا اللَّهَ تَعَالَى اسْتَقَامُوا  
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑫

১৪. তারাই হবে জাল্লাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, এ হচ্ছে তাদের সেই কাজের পুরক্ষার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَلِيلٌ يَنْ فِيهَا  
جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑬

১৫. আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে; (কেননা) তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدٍ يَدِ احْسَانًا  
حَمَلَتْهُ أَمْمَةٌ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ⑭

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

(এভাবে) তার গর্ভধারণ ও (জন্মের পর) তাকে দুধ পান করানোর সময় হচ্ছে তিবিশ মাস; অতপর সে তার পূর্ণ শক্তি (অর্জনের বয়স) পর্যন্ত পৌছায় এবং (একদিন) সে চালিশ বছরে এসে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, এবার তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও— তুমি আমার ওপর (শুরু থেকে) যেসব অনুগ্রহ করে এসেছো এবং আমার পিতা মাতার ওপর যে অনুগ্রহ তুমি করেছো, আমি যেন এর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, (সর্বোপরি) আমি যেন (এমন সব) ভালো কাজ করতে পারি যার ফলে তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবে, আমার সন্তান-সন্ততিদের মাঝেও তুমি সংশোধন এনে দাও; অবশ্যই আমি তোমার দিকে ফিরে আসছি, অবশ্যই আমি তোমার অনুগত বান্দাদের একজন।

১৬. (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ, যারা (দুনিয়ায়) যেসব ভালো কাজ করে তাদের কাছ থেকে তা আমি (যথাযথভাবে) গ্রহণ করি, আর তাদের মন্দ কাজগুলো আমি উপেক্ষা করি, (এরা জান্নাতবাসীদের অঙ্গুভুক্ত,) এদের কাছে প্রদত্ত (আল্লাহর) ওয়াদা, যা সত্য প্রমাণিত হবে।

১৭. (তবে সে ব্যক্তির কথা আলাদা,) যে ব্যক্তি (নিজ) পিতা মাতাকে বলে, ধিক তোমাদের প্রতি, তোমরা কি আমাকে (এই বলে) প্রতিশ্রূতি দিচ্ছে যে, আমাকে (কবর থেকে) বের করে আনা হবে, অথব আমার আগে বহু সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, (যাদের একজনকেও কবর থেকে বের করে আনা হয়নি, এ কথা শুনে) পিতা মাতা উভয়েই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং (সন্তানকে) বলে, ওহে, তোমার দুর্ভোগ হোক! (তুমি আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য (তারপরও) সে হতভাগা বলে, (হাঁ, তোমাদের) এসব কথা তো অতীতকালের কিছু উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়!

১৮. এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর মানুষ ও জীবন্দের পূর্ববর্তী দলের মতো (আল্লাহর) শাস্তির বিধান অবধারিত হয়ে গেছে, এরা তাদের দলে শামিল হয়ে যাবে, আর এরা হচ্ছে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯. (এদের) প্রত্যেকের জন্মেই তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী (মান) মর্যাদা রয়েছে, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজের যথার্থ বিনিময় দেবেন, আর তাদের ওপর (সেদিন কোনো) অবিচার করা হবে না।

وَحَمْلَهُ وَفِصْلَهُ تِلْثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ  
إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
قَالَ رَبِّيْ أَوْزَعْنِيْ أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ  
الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ  
أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضِيهِ وَأَصْلِحَ لِيْ فِي ذِرَّ  
يَتِيْ هُنَّا نِيْ تُبَتِ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
الْمُسْلِمِيْنَ ⑯

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقْبِلُ عَنْهُمْ أَحَسَّنَ  
مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاؤْزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي  
أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدِّيقِ الَّذِيْ  
كَانُوا يَوْعَدُونَ ⑯

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِيْ لِكَمَا  
أَتَعْدُنِيْ أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ  
الْقَرْوَنِ مِنْ قَبْلِيْ وَهُمَا يَسْتَغْيِثُ  
اللَّهُ وَيَلْكَ أَمِنْ هُنَّا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  
فَيَقُولُ مَاهِدِيْ إِلَّا سَاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ ⑯

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي  
أَمْرِيْ قَدْ خَلَتِ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ  
وَالْإِنْسِيْنِ كَانُوا خَسِيرِيْنَ ⑯

وَلَكُلِّ درجتِ مَا عَمِلُوا وَلِيُوْفِيْهِمْ  
أَعْمَالَهُمْ وَهُنْ لَا يَظْلِمُونَ ⑯

২০. যেদিন কাফেরদের (জাহান্নামের) আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে); তোমরা তো তোমাদের (ভাগের) যাবতীয় নেয়ামত (দুনিয়াতেই) বিনষ্ট করে এসেছো এবং তোমাদের পার্থিব জীবনে তা দিয়ে (নানা) ফায়দাও তোমরা হাসিল করে নিয়েছো, আজ তোমাদের এক চরম অপমানকর আয়াব দেয়া হবে, আর তা হচ্ছে (আল্লাহর) যমীনে অন্যান্যভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং (আল্লাহর সাথে) তোমাদের বিদ্রোহমূলক কাজের শাস্তি।

২১. হে নবী, (এদের) তুমি আ'দ (সম্প্রদায়)-এর ভাই (হৃদ নবী)-র কাহিনী শোনাও; যে 'আহকাফ' উপত্যকায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের (আল্লাহর আয়াবের) ভয় দেখিয়েছিলো, তার আগে পরে আরো বহু সতর্ককারী (নবী) এসেছিলো, (তাদের মতো) সেও বলেছিলো (হে মানুষ), তোমরা এক আল্লাহ' তায়ালা ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না; আমি অবশ্যই তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আয়াবের আশংকা করছি।

২২. তারা বললো, আমাদের মাঝুদদের বন্দেগী থেকে আমাদের ভিন্ন পথে চালিত করার জন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছো? যাও, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে সেই আয়াব নিয়ে এসো যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদের দিচ্ছো।

২৩. সে বললো, সব জ্ঞান তো একান্তভাবে আল্লাহ' তায়ালার কাছেই, আমি তো শুধু সে কথাটুকুই তোমাদের কাছে পৌছে দিতে চাই- (ঠিক) যেটুকু দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, তোমরা হচ্ছে এক নির্বোধ জাতি।

২৪. অতপর যখন তারা দেখতে পেলো, (বড়ো) একটি মেঘখন্ড তাদের জনপদের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তারা (সমস্তরে) বলে ওঠলো, এ তো এক খন্ড মেঘ মাত্র! (সম্ভবত) আমাদের ওপর তা বৃষ্টি বর্ষণ করবে; (হৃদ বললো, না,) এ হচ্ছে সে (আয়াব), যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে, (মূলত) এ হচ্ছে এক (প্রলয়করী) বাঢ়, যার মাঝে রয়েছে ভয়াবহ আয়াব।

২৫. এ (বড়) তার মালিকের নির্দেশে সব কিছুই ধ্বনি করে দেবে, তারপর তাদের অবস্থা (সত্যিই) এমন হলো যে, তাদের বসতবাড়ী (ও তার ধ্বনলীলা) ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না; আমি এভাবেই অপরাধী জাতিসমূহকে (তাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَيَوْمَ يَعْرِضُ اللَّهُ يَنِّي كَفَرُوا فِي النَّارِ  
أَذْهَبْتُمْ طَبِيتُكُمْ فِي حَيَاةٍ تَكُمُ الْأَنْيَ  
وَاسْتَعْتَمْتُ بِهَا قَالَ يَوْمًا تُجْزَوْنَ عَلَى أَبَ  
الْهُونِ بِمَا كَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كَنْتُمْ تَفْسُقُونَ

وَأَذْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أَنْلَ رَقْمَهُ بِالْأَحْقَافِ  
وَقَدْ خَلَتِ النَّارُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ  
خَلْفِهِ لَا تَعْبُلُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ  
عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمًا عَظِيمٌ

(৩)

قَالُوا أَجَئْنَا لِتَافِكَنَا عَنِ الْمَهْنَانِ فَاتَّنَا  
بِمَا تَعْنَى نَاهِيَ إِنْ كَنْتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ

(৪)

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عَنِ اللَّهِ دُطْ وَأَبْلَغْتُمْ  
مَا أَرْسَلْتُ بِهِ وَلِكِنِّي أَرِيكُمْ قَوْمًا  
تَجْهَلُونَ

(৫)

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتْهُمْ  
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطَرُنَا بَلْ هُوَ  
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ  
أَلِيمٌ

(৬)

تَلَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبَحُوا  
لَا يَرْبِي إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَلِّ لَكَ نَجْزِي  
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

(৭)

২৬. (এ যমীনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে) তাদের যা যা আমি দিয়েছিলাম তা (অনেক কিছুই) তোমাদের দেইনি; (শোনার জন্যে) আমি তাদের কান, (দেখার জন্যে) চোখ ও (অনুধাবনের জন্য) হৃদয় দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তাদের সে কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোনোই কাজে আসেনি, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করতেই থাকলো, যে (আয়াবের) বিষয় নিয়ে তারা হসি তামাশা করতো, একদিন সত্যি সত্যিই তা তাদের ওপর এসে পড়লো।

وَلَقَدْ مَكْنُهْرٌ فِيمَا أَنْ مَكْنُهْرٌ فِيهِ  
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمِعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً  
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ  
وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا  
يَحْكُلُونَ وَلَا يَأْبَيْتُ اللَّهُ وَحْدَهُ بِهِمْ مَا  
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿৩﴾

২৭. তোমাদের চারপাশের অনেকগুলো জনপদকে আমি (এ কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আমি (ওদের কাছে) আমার নির্দশনসমূহ বর্ণনা করেছি, আশা করা যায় তারা (আমার দিকে) ফিরে আসবে।

وَلَقَدْ آهَلْكَنَا مَاحْلُوكَمِنَ الْقَرِي  
وَصَرَفْنَا الْأَلَيْتِ لَعَلَمْرِ يَرْجِعُونَ ﴿৪﴾

২৮. তারা কেন (সেদিন) তাদের সাহায্য করতে পারলো না, যাদের তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নৈকট্য হাসিলের জন্যে ‘মাবুদ’ বানিয়ে নিয়েছিলো; বরং (আয়াব দেখে) তারাও তাদের ছেড়ে উঞ্চাও হয়ে গেলো, (মূলত) এ হচ্ছে তাদের (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) তাদের মিথ্যা ও যাবতীয় অলীক ধারণা, যা তারা পোষণ করতো!

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ  
دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا لِهِمْ بَلْ صَلَوَاتُهُمْ عَنْهُمْ  
وَذِلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿৫﴾

২৯. যখন একদল জিনকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (তোমার) কোরআন (পাঠ) শুনছিলো, যখন তারা সে স্থানে উপনীত হলো, তখন তারা বলতে লাগলো, সবাই চুপ হয়ে যাও, অতপর যখন (কোরআন পাঠের) কাজ শেষ হয়ে গেলো তখন তারা নিজের সম্প্রদায়ের কাছে (আল্লাহর আয়াব থেকে) সতর্ককারী হিসেবেই ফিরে গেলো।

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ أَجْنِ  
يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا  
أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ  
مِنْ رِبِّينَ ﴿৬﴾

৩০. তারা বললো, হে আমাদের জাতি, আজ আমরা এমন এক গ্রন্থ (ও তার তেলাওয়াত) শুনে এসেছি, যা মুসার পরে নাফিল করা হয়েছে, (এ গ্রন্থ) আগের পাঠানো সব গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে, এ (গ্রন্থ)-টি (সবাইকে) সত্য অবিচল ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

قَالُوا يَقُولُونَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ  
بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ  
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿৭﴾

৩১. হে আমাদের জাতি, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তার ওপর দৈমান আনো, (তাহলে) তিনি তোমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের কঠিন আয়াব থেকে মুক্তি দেবেন।

يَقُولُونَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمِنُوا بِهِ  
يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرِّكُمْ مِنْ  
عَذَابِ أَلِيِّمٍ ﴿৮﴾

৩২. আর যদি কেউ আল্লাহর পথের এ আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় (তবে তার জানা উচিত),

وَمَنْ لَا يَحِبْ بَدَاءِيَ اللَّهِ  
❖ ৫৯৩ ❖ www.alquranacademylondon.org

فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ  
كُفْرًا حَتَّىٰ سَمِعَ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ  
أَوْ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْ لَيْسَ لَهُ مِنْ  
(আল্লাহর কাছে) তার কোনোই সাহায্যকারী পাবে  
না; এ ধরনের লোকেরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে  
নিমজ্জিত।

৩৩. এরা কি এটা বুঝতে পারে না যে, যে মহান  
আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমীন বানিয়েছেন  
এবং এ সব কিছুর সৃষ্টি যাঁকে সামান্যতম ক্লাস্টও  
করতে পারেন, তিনি কি মৃতকে পুনরায় জীবন দান  
করতে সক্ষম নন? হাঁ, অবশ্যই তিনি সব কিছুর ওপর  
ক্ষমতাবান!

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعِيْ  
بِقُدْرَاتِهِ أَنْ يَحْسِنَ إِلَيْهِ الْمَوْتَىَ  
إِنَّهُ لِيْلَ شَيْءٍ قَدْ يُرِيكُ  
④

৩৪. সেসব কাফেরদের যখন (জ্বলন্ত) আগুনের  
সামনে দাঁড় করানো হবে (তখন তাদের বলা হবে;  
আয়াবের) এ (প্রতিক্রিতি) কি সত্য (ছিলো?) তারা  
বলবে, হাঁ আমাদের মালিকের শপথ (এটা অবশ্যই  
সত্য); আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এবার (তোমরা)  
শান্তি উপভোগ করো, (এ হচ্ছে সে আয়াব) যাকে  
তোমরা অঙ্গীকার করতে!

وَيَوْمَ يَعْرَضُ اللَّهُ أَنَّ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ  
أَلَيْسَ هُنَّا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلِي وَرَبِّنَا  
قَالَ فَلَذُّ وَقْوَالِلَعْدَابِ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفُرُونَ  
⑤

৩৫. অতপর (হে নবী,) তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করো- (ঠিক)  
যেমন করে দৈর্ঘ্য ধারণ করেছিলো আমার (আগের)  
নবীরা, এ (নির্বোধ) ব্যক্তিদের ব্যাপারে তুমি কথনো  
তাড়াহুড়ো করো না; যেদিন সত্যিই তারা সেই আয়াব  
(নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে- যার ওয়াদা তাদের  
কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন,  
যেন দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত  
করে এসেছে; (মূলত এটি) একটি ঘোষণামাত্র, (এ  
ঘোষণা) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের ছাড়া আর  
কাউকে কি সেদিন ধ্বংস করা হবে?

فَاصْبِرْ كَمَا صَرَرْ أُولُو الْعَزَمِ مِنَ الرَّسُلِ  
وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ  
مَا يُوعَدُونَ لَمَرْ يَلْبِثُوَا إِلَّا سَاعَةً مِنْ  
نَهَارٍ بَلْغَ فَمَلِ يَمْلَكُ إِلَّا الْقُوْمُ  
الْفَسِّقُونَ  
⑥

৪

আয়াত ৩৮  
রুকু ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা মোহাম্মদ  
মদীনায় অবরুদ্ধ

১. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করেছে এবং  
(অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে  
দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের (সব) কর্মই বিনষ্ট  
করে দেবেন।

أَلَيْسَ بِهِمْ  
أَنَّ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ  
أَفَلَأَعْمَلُهُمْ  
⑦

২. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে  
এবং তালো কাজ করেছে, মোহাম্মদ-এর ওপর যা  
কিছু নাফিল করা হয়েছে তার ওপরও ঈমান এনেছে  
যা একান্তভাবে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে আসা  
সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাদের সব গুনাহ খাতা মাফ  
করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন।

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلْحَ  
وَأَمْنَوْا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ  
مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُ عَنْهُمْ سِيَّئَتِهِمْ وَأَصْلَحَ  
بَالْهُمْ  
⑧

৩. (এগুলো) এ জন্যে যে, যারা (আল্লাহকে) অস্তীকার করে তারা মূলত মিথ্যারই অনুসরণ করে, (অপর দিকে) যারা ঈমান আনে তারা তাদের মালিকের কাছ থেকে পাওয়া সত্ত্বের অনুসরণ করে; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا  
الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا  
الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذِلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ  
لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ①

৪. (যুদ্ধের ময়দানে) তোমরা যখন কাফেরদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করো, অতপর (এভাবে) তাদের যখন তোমরা হত্যা করবে তখন (বন্দীদের) তোমরা শক্ত করে বেঁধে রাখো, এরপর বন্দীদের মুক্ত করবে— না তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেবে (এটা একান্তই তোমাদের ব্যাপার), তবে যতোক্ষণ যুদ্ধ তার (অশ্বের) বোঝা ফেলে না দেবে (ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও অন্ত সংবরণ করো না), অথবা আল্লাহ তায়ালা এটা চাইলে (যুদ্ধ ছাড়াই) তাদের পরাজয়ের শাস্তি দিতে পারতেন, তিনি একদলকে দিয়ে আরেক দলের পরীক্ষা নিতে চাইলেন; যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তিনি তাদের কর্ম কখনো বিনষ্ট করবেন না।

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرِبُ  
الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمْتُهُمْ فَشَوَّا  
الْوَتَاقَ فَإِمَامًا بَعْدَ وَإِمَامًا فَلَأَءَ حَتَّىٰ  
تَضَعَ الْحَرَبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ  
يَشَاءُ اللَّهُ لَا تَنْصُرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَّيَبْلُوَا  
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتْلُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَئِنْ يُضْلَلْ أَعْمَالَهُمْ ②

৫. তিনি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের (সার্বিক) অবস্থাও তিনি শুধরে দেবেন,

سَيِّهِمْ وَيَصْلِحُ  
بَالَّهُمْ ③

৬. তিনি তাদের জাহানে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, যার পরিচয় তিনি তাদের কাছে (আগেই) করিয়ে রেখেছেন।

وَيَدِ  
خَلْمَمْ  
الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ④

৭. ওহে (মানুষ), যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান অনেছো, তোমরা যদি (দীন প্রতিষ্ঠায়) আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও (দুনিয়া আখেরাতে) তোমাদের সাহায্য করবেন এবং (মিথ্যার মোকাবেলায়) তিনি তোমাদের পা-সমূহকে ম্যবুত রাখবেন।

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهُ  
يَنْصُرُكُمْ وَيُبَشِّرُتُمْ أَقْدَامَكُمْ ⑤

৮. যারা (আল্লাহকে) অস্তীকার করেছে, তাদের জন্যে (রয়েছে) নিশ্চিত ধৰ্ষণ, তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلُ  
اللَّهُمْ وَأَصْلِ  
أَعْمَالَهُمْ ⑥

৯. এটা (এ জন্যে যে,—) আল্লাহ তায়ালা (তাদের জন্যে) যা কিছু পাঠ্যেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, ফলে তিনিও তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ  
أَعْمَالَهُمْ ⑦

১০. এ লোকগুলো কি (আল্লাহর) যামীনে পরিভ্রমণ করে দেখতে পারে না যে, (বিদ্রোহের পরিণামে) তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কি অবস্থা হয়েছিলো; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর ধৰ্ষণ (-কর আয়াব) পাঠ্যেছেন, যারা (আল্লাহকে) অস্তীকার করেছে তাদের জন্যেও সেই একই ধরনের (আয়াব) রয়েছে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمْرَ اللَّهِ  
عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفَّارِينَ أَمْثَالُهَا ⑧

১১. এটা (এ জন্যে)- যারা (আল্লাহতে) বিশ্বাস করে-  
আল্লাহই হন তাদের (একমাত্র) রক্ষক, (প্রকারান্তরে)  
যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাদের (কোথাও) কোনো  
সাহায্যকারী থাকে না ।

ذَلِكَ بَأْنَ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ  
الْكُفَّارِيْنَ لَمْوَلَى لَهُمْ ⑤

১২. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো  
কাজ করেছে, আল্লাহর তায়ালা অবশ্যই সেসব লোকদের  
এমন এক (সুরম্য) জায়াতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ  
দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে; অপরদিকে যারা  
কুফরী করেছে তারা জীবনের ভোগবিলাসে মন্ত থাকে,  
জন্ম জানোয়ারদের মতো তারা নিজেদের উদর পূর্তি করে,  
(পরিশেষে) জাহানামই হবে তাদের (চূড়ান্ত) নিবাস!

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلَاحَتِ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ بِيَاكُلُونَ كَيْمًا  
تَكَلِّلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَيٌ لَهُمْ ⑤

১৩. (হে নবী,) তোমার (এই) জনপদ- যারা (এক  
সময়) তোমাকে বের করে দিয়েছিলো, তার চাইতে  
অনেক শক্তিশালী বহু জনপদ ছিলো, সেগুলোকেও  
আমি ধ্রংস করে দিয়েছি, (সেদিন) তাদের কোনো  
সাহায্যকারীই ছিলো না ।

وَكَائِنٍ مِنْ قَرِيَّةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ  
قَرِيَّتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ إِلَيْهِنَّمْ فَلَا  
نَاصِرٌ لَهُمْ ⑤

১৪. যে ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আসা সুম্পষ্ট  
সমুজ্জল নির্দর্শনের ওপর রয়েছে, তার সাথে এমন  
ব্যক্তির তুলনা কি তাবে হবে যার (চোখে তার) মন্দ  
কাজগুলো শোভনীয় করে রাখা হয়েছে এবং তারা  
নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে ।

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رِبِّهِ كَمْنَ زَيْنَ  
لَهُ سُوءٌ عِمَلٌ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ⑤

১৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তাদের  
যে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে; সেখানে  
নির্মল পানির ফোয়ারা রয়েছে, রয়েছে দুধের এমন  
কিছু ঝর্ণাধারা যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হয় না,  
পানকারীদের জন্যে রয়েছে সুধার (সুপেয়) নহরসমূহ,  
রয়েছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা, (আরো) রয়েছে সব  
ধরনের ফলমূল (দিয়ে সাজানো সুরম্য বাগিচা,  
সর্বোপরি), সেখানে রয়েছে তাদের মালিকের কাছ  
থেকে (পাওয়া) ক্ষমা; এ ব্যক্তি কি তার মতো- যে  
ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে জুলন্ত আঙুনে পৃথুতে থাকবে  
এবং সেখানে তাদের এমন ধরনের ফুট্ট পানি পান  
করানো হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুড়ি কেটে (ছিন্ন  
বিচ্ছিন্ন করে) দেবে ।

مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقْوِنِ فِيهَا  
أَنَّهُ مِنْ مَاءِ غَيْرِ أَسِنٍ وَأَنَّهُ مِنْ لَبِنَ  
لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمَهُ وَأَنَّهُ مِنْ خَمْرٍ لَنَّ  
لِلشَّرِّبِينَ وَأَنَّهُ مِنْ عَسَلٍ مَصْفَى  
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرِّ وَمَغْفِرَةً مِنْ  
رِبِّهِمْ كَمْنَ هُوَ خَالِلٌ فِي النَّارِ وَسَقْوَا  
مَاءً حَمِيَّاً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ⑤

১৬. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা  
তোমার দিকে কান পাতে, কিন্তু যখন তারা তোমার  
কাছ থেকে বাইরে যায় তখন যাদের (আল্লাহর পক্ষ  
থেকে) জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এমন সব লোকদের  
কাছে এসে বলে- ‘এ মাত্র কি (যেন) বললো লোকটি?’  
(মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ তায়ালা  
যাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং (এ কারণেই)  
এরা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে চলে ।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ هَتَّى إِذَا  
خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّهِ الَّذِينَ أَوْتُوا  
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفَاقَ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ⑤

১৭. যারা সৎপথে চলবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের  
(এই) সৎপথে চলা আরো বাড়িয়ে দেন এবং তাদের  
(অন্তরে) তিনি তাঁর ভয় দান করেন ।

وَالَّذِينَ اهْتَلَ وَازْدَادُهُمْ هَذِهِ وَاتَّهَمُ  
تَقْوِيَهُمْ ⑤

১৮. হঠাতে করে কেয়ামতের ক্ষণ তাদের ওপর এসে **فَمَهْلِ يَنْظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ آنَ تَاتِيَهُمْ** পড়ুক তারা কি সে অপেক্ষায় দিন গুচ্ছে? অথচ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে, আর একবার যখন কেয়ামত এসে পড়বে তখন তারা কিভাবে তাদের উপদেশ গ্রহণ করবে!

**إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ** ৩৫

১৯. অতপর তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাঝুদ নেই, তাঁর কাছেই তুমি নিজের ভুলক্ষণটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, (ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার সাথী) মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের জন্যে; আল্লাহ তায়ালা (যেমন) তোমাদের গতিবিধির খবর রাখেন, (তেমনি তিনি) তোমাদের নিবাস সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন!

**فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَنَّ نَبَكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَعْلَمُ مَتَقْلِبَكُمْ وَمَشْوِكَمْ** ৩৬

২০. যারা ঈমান এনেছে তারা (অত্যন্ত উৎসাহের সাথেই) বলে, কতো ভালো হতো যদি (আমাদের প্রতি জেহাদের আদেশ সংশ্লিষ্ট) কোনো সূরা নাখিল করা হতো, অতপর (সত্য সত্যিই) যখন সেই (যুদ্ধের আদেশ সংশ্লিষ্ট সূরাটি) নাখিল করা হলো, তখন যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে (তারা এটা শুনে) তোমার দিকে মৃত্যুর ভয় ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো; তাদের জন্যেই রয়েছে শোচনীয় পরিণাম,

**وَيَقُولُ الَّذِينَ أَمْنَوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا نُزِّلَتْ سُورَةً مَحْكَمَةً وَذِكْرٍ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ** ৩৭

২১. (অথচ প্রদত্ত) আদেশের আনুগত্য করা এবং সুন্দর কথা বলাই (ছিলো তাদের কর্তব্য।) যখন (জেহাদের) সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে তখন তাদের জন্যে আল্লাহর সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার পূরণ করাই ছিলো উভয়,

**طَاعَةً وَقَوْلًا مَعْرُوفًا فَإِذَا عَزَّمَ الْأَمْرَ فَلَوْمَدَنْ قُوَا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ** ৩৮

২২. তোমাদের কাছ থেকে এর চাইতে বেশী কি প্রত্যাশা করা যাবে যে, তোমরা (একবার) যদি (খানে) শাসন ক্ষমতায় বসতে পারো তাহলে (আল্লাহর) যামীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং যাবতীয় আত্মায়তার বদ্ধন ছিন্ন করে ফেলবে।

**فَمَهْلِ عَسِيْتَمْ إِنْ تُولِيْتَمْ أَنْ تَفْسِلُ وَ فِي الْأَرْضِ وَتَقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ** ৩৯

২৩. এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিসম্পাত করেন, তিনি তাদের বোৰা করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কথা বলতে পারে না) এবং তাদের তিনি অন্ধ করে দিয়েছেন (তাই তারা সত্য কি তা দেখতেও পায় না)।

**أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصْهَمُوهُ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ** ৪০

২৪. তবে কি এরা কোরআন সম্পর্কে (কোনোরকম চিন্তা) গবেষণা করে না! না কি এদের অন্তরসমূহের ওপর তালা (বুলে) আছে।

**أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَفْغَالُهَا** ৪১

২৫. যাদের কাছে হেদয়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে <sup>و</sup> যাওয়ার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান এদের (মন্দ কাজগুলো) শোভনীয় করে দেয় এবং তাদের নানা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে রাখে।

**إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا فِي أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهَدَى «الشَّيْطَنُ سَوْلَ لَهُمْ وَآمْلَى لَهُمْ** ৪২

২৬. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নায়িল করেছেন তা যারা পছন্দ করে না- এরা তাদের বলে, আমরা (ইমানদারদের দলে থাকলেও) কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদের কথামতোই চলবো, আল্লাহ তায়ালা এদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে খবর রাখেন।

২৭. কেমন হবে (সেদিনটি)- যেদিন (আল্লাহর) ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানতে হানতে তাদের মৃত্যু ঘটবে।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿৩﴾

২৮. এটা এ জন্যে যে, তারা এমন সব পথের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করেছে, তাঁর সন্তুষ্টি তারা কখনো পছন্দ করেনি, এ কারণেই তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبْعَاهُمْ أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ آعْمَالَهُمْ ﴿৪﴾

২৯. যেসব মানুষের মনে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে তারা কি এ কথা বুঝে নিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বিদ্বেজনিত আচরণ (অন্যদের সামনে) বের করে দেবেন না!

آمَّا حَسَبَ الَّذِينَ فِي قُوَّبِيمِ مَرْضٍ آنَّ لَنْ يَخْرُجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿৫﴾

৩০. আমি তো ইচ্ছা করলেই তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতে পারি, অতপর তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনে নিতে পারবে, তুমি তাদের কথবার্তার ধরন দেখে তাদের অবশ্যই চিনে নিতে পারবে; নিসদেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

وَلَوْ نَشَاءُ لَرَيْنَكُمْ فَلَعْرَفْتُمْ بِسِيمِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿৬﴾

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করে যাবো- যতোক্ষণ না আমি একথা জেনে নেবো যে, কে তোমাদের মাঝে (সত্যিকারভাবে আল্লাহর পথের) মোজাহেদ- আর কে (জেহাদের ময়দানে) বৈর্য ধারণকারী এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের খোঁজ খবর যাচাই বাছাই করে না নেবো।

وَلَنْبِلُو نَكْرٌ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهَدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ «وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴿৭﴾

৩২. যারা (নিজেরা) কুফরী করে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের কাছে হেদয়াতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও যারা (আল্লাহর) রসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনো আল্লাহ তায়ালার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না; আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَهٌ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يُضْرِبُوا وَاللَّهُ شَيْئًا وَسِيَّحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ﴿৮﴾

৩৩. হে (মানুষ), যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, কখনো তোমরা নিজেদের কাজকর্ম বিনষ্ট করো না।

يَا مَشَّاَءِ الَّذِينَ أَمْنَوْا أَطْبَعُوا اللَّهُ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿৯﴾

৩৪. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে এবং (অন্য মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿১০﴾

তুম্হি মাতো ও হে কুফার ফলে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ করবেন না।

১০৫

৩৫. অতএব তোমরা কখনো হতোদয়ম হয়ো না এবং (গায়ে পড়ে কাফেরদের) সন্ধির দিকে ডেকো না, (কেননা) বিজয়ী তো তোমরাই, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথেই রয়েছেন, তিনি কখনো তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করবেন না।

৩৬. অবশ্যই এ দুনিয়ার জীবন হচ্ছে খেলাধুলা ও হাসি তামাশামাত্র, (এতে মন্ত না হয়ে) তোমরা যদি (আল্লাহর ওপর) স্মান আনো এবং (সর্ববিশ্বায়ই আল্লাহকে) ভয় করো, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের এ কাজের (যথার্থ) বিনিয়ম প্রদান করবেন, (এর বদলে) তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কোনো) ধন সম্পদ ছাইবেন না।

৩৭. যদি (কখনো) তিনি (তোমাদেরই কল্যাণের জন্যে) তোমাদের ধন-সম্পদ (-এর কিছু অংশ) দাবী করেন এবং এর জন্যে তিনি যদি তোমাদের ওপর প্রবল চাপও প্রদান করেন, তাহলেও তোমরা তা দিতে গিয়ে কার্পণ্য করবে, (এক সময়) তোমাদের বিদ্রোহ (-জনিত আচরণ)-গুলো তিনি বের করে দেবেন।

৩৮. হাঁ, এ হচ্ছে তোমরা! তোমাদেরই ডাকা হচ্ছে আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার জন্যে, (আর এখনই) তোমাদের একদল লোক কার্পণ্য করতে শুরু করলে, অথচ যারা কার্পণ্য করে তারা (প্রকারাস্তরে) নিজেদের সাথেই কার্পণ্য করে; কারণ আল্লাহ তায়ালা (এমনিই যাবতীয়) প্রয়োজনমুক্ত এবং তোমরাই হচ্ছে অভাবগত, (এরপরও) যদি তোমরা (আল্লাহর পথে) ফিরে না আসো, তাহলে তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য (কোনো) এক জাতির উত্থান ঘটাবেন, অতপর তারা (কখনো) তোমাদের মতো হবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালাৰ নামে-

১. (হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি,

اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ①

২. যাতে করে (এর দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তোমার আগে পরের যাবতীয় ক্রটি বিচুতি ক্ষমা করে দিতে পারেন, তোমার ওপর তাঁর (যাবতীয়) অনুদানও তিনি পূরণ করে দিতে পারেন এবং তোমাকে সরল অবিচল পথে পরিচালিত করতে পারেন,

لِيغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتِيَ وَيَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَمْلِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ②

৩. আর (এ ঘটনার মধ্য দিয়ে) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বড়ো রকমের একটা সাহায্য করবেন।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ③

৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ঈমানদারদের মনে গভীর প্রশ়াস্তি দান করেছেন, যাতে করে তাদের (বাইরের) ঈমান তাদের (ভেতরের) ঈমানের সাথে মিলে তা আরও বৃদ্ধি পায়; (আসলে) আসমান যমীনের সমুদয় সৈন্য সামন্ত তো একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছে সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে প্রজ্ঞাময়।

**هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ  
الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ  
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا**

৫. (এর মাধ্যমে) তিনি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের এমন এক (স্থায়ী) জান্মাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, তিনি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন; আর আল্লাহ তায়ালার কাছে (মোমেনদের) এটা হচ্ছে মহাসাফল্য,

**لِلَّهِ خَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلَ بَيْنَ  
فِيهَا وَيَكْفِرُ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ  
عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا**

৬. (এর দ্বারা) তিনি মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী, (আল্লাহর সাথে) যারা শেরেক করে এমন পুরুষ ও নারী এবং আরো যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানাবিধ খারাপ ধারণা পোষণ করে- তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করবেন; (আসলে) খারাপ পরিণাম তো ওদের চারদিক থেকে ঘিরেই আছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর গঘব পাঠিয়েছেন, তাদের তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, অতপর তাদের জন্যে তিনি জাহানাম তৈরী করে রেখেছেন; আর জাহানাম (হচ্ছে একটি) নিকৃষ্ট ঠিকানা!

**وَيَعْذِبُ الْمُنْفَقِينَ وَالْمُنْفَقَتَ  
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ  
ظَنَ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ  
وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنُهُمْ وَأَعْذَلَهُمْ  
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا**

৭. আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় বাহিনী আল্লাহ তায়ালার জন্যেই এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছে পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

**وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ  
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا**

৮. (হে নবী,) অবশ্যই আমি তোমাকে (মানুষের কাছে) সত্যের সাক্ষী এবং (জান্মাতের) সুসংবাদ বহনকারী ও (জাহানামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি,

**إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِيلًا وَمُبْشِرًا وَنَذِيرًا**

৯. যাতে করে তোমরা আল্লাহর ওপর এবং তাঁর নবীর ওপর ঈমান আনো, (দীন প্রতিষ্ঠার কাজে) তাঁকে সাহায্য করো, (আল্লাহর নবী হিসেবে) তাঁকে সম্মান করো; (সর্বোপরি) সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

**لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِزُوهُ  
وَتَوْقِرُوهُ وَتَسْبِحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا**

১০. নিসদেহে যারা (আজ) তোমার কাছে বায়াত করছে, তারা তো প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছেই বায়াত করলো; (কেননা) আল্লাহর হাত ছিলো তাদের হাতের ওপর, তাদের কেউ যদি এ বায়াত ভঙ্গ করে তাহলে এর (ভয়াবহ) পরিণাম তার নিজের ওপরই এসে পড়বে, আর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করে, তিনি অচিরেই তাকে মহাপুরুষের দান করবেন।

**إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَ نَاكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ  
اللَّهَ بِيَمِنِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ  
فَإِنَّمَا يَنْكَثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِ  
عَهْدَ اللَّهِ فَسَيِّئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا**

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلِفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ  
شَغَلَتْنَا أَمْوَالَنَا وَاهْلَنَا فَاسْتَغْفِرُ لَنَا  
يَقُولُونَ بِالسِّنَّتِهِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ  
أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ  
كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑤

بَلْ ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقِلِبَ الرَّسُولُ  
وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيَّهُمْ أَبَدًا وَزَيْنَ  
ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ السُّوءِ  
وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ⑥

وَمِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا  
أَعْتَدْنَا لِلّٰكُفَّارِ سَعِيرًا <sup>(٥)</sup>

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ  
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعِذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ  
اللّٰهُ غَفُوراً رَّحِيمًا ﴿٥٨﴾

سَيَقُولُ الْمَخْلُفُونَ إِذَا انطَّلَقْتُمْ إِلَى  
مَغَانِيمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمْ  
يُرِيدُونَ أَن يُبَلِّوْكُمْ اللَّهُ قُلْ  
لَنْ تَتَبِعُونَا كَنْ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ  
فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُلُونَا بَلْ كَانُوا  
لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑤

قُل لِّمَخْلُفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَنْ عَوْنَ  
إِلَى قَوْمٍ أُولَئِكَ شَدِيدُ تُقَاتُلُونَ هُمْ

কোরআন শরীফ সহজ সহজে বাংলা অনুবাদ

১১. বেদুইনদের যেসব লোক (তোমার সাথে যোগ না দিয়ে) পেছনে পড়ে থেকেছে, তারা অচিরেই তোমার কাছে এসে বলবে (হে নবী), আমাদের মাল সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছিলো, অতএব তুমি আমাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, (হে নবী, তুমি এদের কথায় প্রতিরিত হয়ো না), এরা মুখে এমন সব কথা বলে যার কিছুই তাদের অন্তরে নেই; বরং তুমি (এদের) বলে দাও, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা কোনো উপকার করতে চান, তাহলে কে তোমাদের ব্যাপারে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে; বরং তোমরা যা যা করছো আল্লাহ তায়ালা কিন্তু সে সম্পর্কে সম্মত ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

১২. তোমরা মনে করেছিলে, রসূল ও (তাঁর সাথী) মোমেনরা কোনো দিনই (এ অভিযান থেকে) নিজেদের পরিবার পরিজনের কাছে (জীবিত) ফিরে আসতে পারবে না, আর এ ধারণা তোমাদের কাছে খুবই সুখকর লেগেছিলো এবং তোমরা (তাদের সম্পর্কে) খুব খারাপ ধারণা করে রেখেছিলে, (আসলে) তোমরা হচ্ছে একটি নিশ্চিত ধর্মসৌন্ধর্য জাতি!

১৩. যারা আশ্বাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর কথনো  
বিশ্বাস করেনি, আমি অবশ্যই (সে) অবিশ্বাসীদের  
জন্যে জলান্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব  
(এককভাবে) আল্লাহর জন্যে (নির্দিষ্ট, অতএব); তিনি  
যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন আবার যাকে ইচ্ছা  
তাকে শান্তি প্রদান করেন; আল্লাহ তায়ালা (মানুষদের  
প্রতি) একান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. (অতপর) যখন তোমরা যুদ্ধলক্ষ সম্পদ হাসিল  
করতে যাবে তখন পেছনে পড়ে থাকা এ লোকগুলো  
(তোমাকে) বলবে, আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে  
দাও, (এভাবে) তারা আল্লাহর ফরমানই বদলে দিতে  
চায়; তুমি বলে দাও, তোমরা কিছুতেই (খন)  
আমাদের সাথে চলতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা  
তো আগেই তোমাদের ব্যাপারে অনুরূপ ঘোষণা  
দিয়ে রেখেছেন, (একথা শুনে) তারা বলবে, তোমরা  
আসলে আমাদের প্রতি বিদ্যমে পোষণ করছো, কিন্তু এ  
লোকগুলো বুঝে নিতান্ত কর্ম।

১৬. পেছনে পড়ে থাকা (আরব) বেদুইনদের তুমি (আরো) বলো, অচিরেই তোমাদের একটি শক্তিশালী জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্যে ডাক দেয়া হবে তোমার আদর্শ সাথে যান্ত করবে

অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে, (তোমরা যদি) এ **أَوْ يُسْلِمُونَ، فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتَكُمْ أَلْهَ**  
**نِير্দেশ মেনে চলো তাহলে আল্লাহর তায়ালা তোমাদের**  
**উত্তম পুরস্কার দান করবেন, আর তোমরা যদি তখনও**  
**আগের মতো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো, তাহলে জেনে রেখো,**  
**তিনি তোমাদের কঠোর দণ্ড দেবেন।**

**أَجَّراً حَسَنَاً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ**  
**مِنْ قَبْلِ يَعْلَمُ بِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا** ১৫

১৭. (তবে) অঙ্ক লোকের ওপর কোনো গুনাহ নেই-  
না আছে কোনো গুনাহ পংশু কিংবা রংগু ব্যক্তির  
ওপর, (জেহাদের ময়দানে না এলে) এদের কোনো  
গুনাহ নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর তায়ালা ও তাঁর  
রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন এক  
জান্মাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা  
প্রবাহমান থাকবে, আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর আনুগত্য  
থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে তিনি তাকে মর্মস্তুদ শান্তি  
দেবেন।

**لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ**  
**حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ**  
**يَطْبَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَدْ خَلْهُ جَنْتَ**  
**تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ**  
**يَعْلَمُ بِهِ عَذَابًا أَلِيمًا** ১৬

১৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা যখন গাছের নীচে বসে তোমার  
হাতে (আনুগত্যের) বায়াত করছিলো, (তখন) আল্লাহর  
তায়ালা (তাদের ওপর) সস্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি তাদের  
মনের (উদ্দেশ্যান্বিত) অবস্থার কথা ভালো করেই  
জানতেন, তাই তিনি (তা দূর করার জন্যে) তাদের  
ওপর মানসিক প্রশান্তি নাফিল করলেন এবং আসন্ন  
বিজয় দিয়ে তাদের তিনি পুরস্কৃত করলেন,

**لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ**  
**يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا**  
**فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ**  
**وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا** ১৭

১৯. (তাদের জন্যে আরো রয়েছে) বিপুল পরিমাণ  
যুদ্ধলক্ষ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে; আল্লাহর তায়ালা  
অনেক শক্তিশালী, প্রজাময়।

**وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٌ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ**  
**عَزِيزًا حَكِيمًا** ১৮

২০. আল্লাহর তায়ালা তোমাদের (আরো) প্রতিশ্রুতি  
দিয়েছেন, (আগামীতেও) তোমরা বিপুল পরিমাণ  
যুদ্ধলক্ষ সম্পদ লাভ করবে; এরপর তিনি এ  
(বিজয়)-কে তোমাদের জন্যে ভূরাভিত করেছেন এবং  
মানুষদের হাতকে তোমাদের থেকে নির্বৃত করেছেন  
যাতে করে এটা মোমেনদের জন্যে (আল্লাহর তায়ালার)  
একটা নির্দশন হতে পারে এবং এর দ্বারা তিনি  
তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন,

**وَعَدَ كُمْ الرَّحْمَنُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا**  
**فَعَجَلَ لِكُمْ هُنَّ هَوَّةٌ وَكَفَ أَيْدِي النَّاسِ**  
**عَنْكُمْ وَلَتَكُونَ أَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ**  
**وَيَمْدِيْكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا** ১৯

২১. এছাড়াও অনেক (সম্পদ) রয়েছে, যার ওপর  
এখনও তোমাদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি;  
(আসমান যমীনের সমুদয় সম্পদ,) তা তো আল্লাহর  
তায়ালা নিজেই পরিবেষ্টন করে আছেন; আর আল্লাহর  
তায়ালা সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

**وَآخْرِي لَمْ تَقْرِرْ رَوْا عَلَيْهَا قَلْ أَحَادِثُ اللَّهِ**  
**بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْ بِرًا** ২০

২২. (সেদিন) যদি কাফেররা তোমাদের সাথে  
সম্মুখসমরে এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা পৃষ্ঠ  
প্রদর্শন করে পালিয়ে যেতো, অতপর তারা কোনো  
সাহায্যকারী ও বন্ধু পেতো না।

**وَلَوْ قَتَلَكُمُ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا لَوْلَوْا الْأَدَبَارَ**  
**نُّمْ لَأْ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** ২১

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلٍ  
وَلَنْ تَجِدَ لِسْنَةً إِلَّا تَبَلِّغًا

২৩. (এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার নিয়ম, যা আগে থেকে (একই ধারায়) চলে আসছে, তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালার নিয়মের কোনো রদবদল (দেখতে) পাবে না।

২৪. (তিনিই মহান আল্লাহ,) যিনি মক্কা নগরীর অদূরে তাদের ওপর তোমাদের নিশ্চিত বিজয়দানের পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নির্বৃত করেছেন; আর তোমরা যা করছিলে আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছিলেন।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْمَنِ يَمِيرٍ عَنْكُمْ وَأَيْمَنِ يَكْرِمٍ  
عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرْتُكُمْ  
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

২৫. তারা হচ্ছে সেসব (অপরাধী) মানুষ, যারা (আল্লাহর তায়ালা ও তাঁর রসূলকে) অঙ্গীকার করেছে এবং (আল্লাহর ঘর) মাসজিদে হারাম (-এর তাওয়াফ করা) থেকে তোমাদের বাধা দিয়েছে এবং কোরাবানীর পশ্চগুলোকে তাদের নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত পৌছতে বাধা দিয়েছে; যদি (সেদিন মক্কা নগরীতে) এমন সব যোমেন পুরুষ ও নারী অবস্থান না করতো— যাদের অনেককেই তোমরা জানতে না, (তাছাড়া যদি এ আশংকাও না থাকতো, একান্ত অজাণ্টে) তোমরা তাদের পদদলিত করে দেবে এবং এ জন্যে তোমরা (পরে হয়তো) অনুত্পন্ন হবে (তাহলে এ যুদ্ধ বৰ্দ্ধ করা হতো না— যুদ্ধ তো এ কারণেই বৰ্দ্ধ করা হয়েছিলো), এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে আসেন, যদি (সেদিন) তারা (কাফেরদের থেকে) পৃথক হয়ে যেতো তাহলে (মক্কায় অবশিষ্ট) যারা কাফের ছিলো তাদের আমি কঠিন ও মর্মান্তিক শান্তি দিতাম।

هُرُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وَكَرُ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمُهْدِيَ مَعْكُوفًا أَنْ  
يَبْلُغَ مَحْلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ  
وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ  
تَطْئُهُمْ فَتُصْبِكُمْ مِنْهُمْ مُعْرَةً بِغَيْرِ  
عِلْمٍ لِيَلِدُ خَلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِنْ يِشَاءُ  
لَوْتَزِيلُوا لَعْنَ بَنَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ  
عَلَّابًا أَلِيمًا

২৬. যখন এ কাফেররা নিজেদের মনে জাহেলিয়াতের উদ্ভাব জমিয়ে নিয়েছিলো, তখন (তাদের যোকাবেলায়) আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের ওপর ও (তাঁর সারী) যোমেনদের ওপর এক মানসিক প্রশান্তি নায়িল করে দিলেন এবং (এ অবস্থায়ও) তিনি (আল্লাহকে) ভয় করে চলার (নীতির) ওপর তাদের কায়েম রাখলেন, (মূলত) তারাই ছিলো (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি পাওয়ার) অধিকতর যোগ্য ও হকদার ব্যক্তি; আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ব্যাপারেই যথার্থ জ্ঞান রাখেন।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ  
حَمِيمَةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى  
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَزْمَهْرَ كَلِمَةَ  
الْتَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَآهَلُهَا وَكَانَ  
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمَا

২৭. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের স্বপ্ন সতে পরিণত করে দেখিয়েছেন, (রসূল স্বপ্নে দেখেছিলো, একদিন) অবশ্যই তোমরা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় নিরাপদে 'মাসজিদুল হারাম' প্রবেশ করবে, তোমাদের কেউ (তখন) থাকবে মাথা মুণ্ড করা অবস্থায় আবার কেউ থাকবে মাথার চুল কাটা অবস্থায়, তোমরা (তখন) আর কাটুকে ভয় করবে না, (স্বপ্নের) এ কথা তিনি তালো করেই জানতেন, যার কিছুই তোমাদের জানা ছিলো না, অতপর এ (বড়ো বিজয়) টা আসার আগেই তিনি তোমাদের আশু বিজয় দান করেছেন।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرَّءَيَا بِالْحَقِّ  
لَتَنْ خُلِّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ شَاءَ اللَّهُ  
أَمْنِينَ «مُحَلِّقِينَ دَرْوَسَكِرْ وَمَقْصِرِينَ»  
لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالِهِ تَعْلَمُوا فَاجْعَلْ  
مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا

২৮. তিনিই হচ্ছেন মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে (যথার্থ) পথনির্দেশ ও সঠিক জীবনবিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি (দুনিয়ার) অন্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারেন, (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ  
وَدِينِ الْقِرْتَابِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

২৯. মোহাম্মদ আল্লাহ তায়ালার রসূল; অন্য যেসব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি (যখনই) তাদের দেখবে, (দেখবে) তারা রক্ত ও সাজাবন্ত অবস্থায় রয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের (বাহ্যিক) চেহারায়ও (এ আনুগত্যের) সাজাদার চিহ্ন রয়েছে; তাদের এ উদাহরণ যেমন (বর্ণিত রয়েছে) তাওরাতে, (তেমনি) তাদের উদাহরণ রয়েছে ইঞ্জিলেও, (আর তা হচ্ছে) যেমন একটি বীজ— যা থেকে বেরিয়ে আসে একটি (ছোট) কিশলয়, অতপর তা শক্ত ও মোটা তাজা হয় এবং (পরে) স্বীয় কান্দের ওপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, (চারা গাছটির এ অবস্থা তখন) চায়ীর মনকে খুশীতে উৎফুল্প করে তোলে, (এভাবে একটি মোমেন সম্পন্ন দায়ের পরিশীলনের ঘটনা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মনে (হিংসা ও) জ্বালা সৃষ্টি করেন; (আবার) এদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তাঁর ক্ষমা ও মহাপুরুষারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَاءُ  
عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ رَكِعَ  
سَجَدًا يَبْغِفُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا نَأْنًا  
سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَنْرِ السَّجُودِ  
ذَلِكَ مَثَلُمُهُ فِي التَّوْرِيْةِ وَمَثَلُمُهُ فِي  
الْإِنْجِيلِ ۝ كَزَرَعَ أَخْرَجَ شَطَئَهُ فَازَرَهُ  
فَأَسْغَلَهُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ  
الرَّزَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَنِ اللَّهِ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَ مِنْهُمْ  
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

৪

৪

আয়াত ১৮  
রক্তু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল হজুরাত  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. হে (মানুষ), তোমরা যারা ঈমান অনেছো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সামনে (কখনো) অঘনী হতে যেয়ো না এবং আল্লাহকে ডয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং দেখেন।

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرِنُ مَوَابَيْنَ  
يَلَّا يَ إِلَهَ وَرَسُولُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلَيْهِ ①

২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, কখনো নিজেদের আওয়ায়কে নবীর আওয়ায়ের ওপর উঁচু করো না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু আওয়ায় ব্যবহার করো— নবীর সামনে কখনো সে ধরনের উঁচু আওয়ায়ে কথা বলো না, এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমাদের সব কাজকর্ম (এ কারণেই) বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা জানতেও পারবে না।

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ  
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَأْخُمُوا اللَّهَ  
بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ لَبِعْضَ  
تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ②

৩. যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের গলার আওয়ায় নিঙ্গামী করে রাখে,

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ

তারা হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের মন (মগ্য)-কে **أَوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهَ قُلُوبَهُمْ** আল্লাহ তায়ালা তাকওয়ার জন্যে যাচাই বাছাই করে নিয়েছেন; এমন ধরনের লোকদের জন্যেই রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও অসীম পুরক্ষার।

৪. (হে নবী,) যারা (সময় অসময়) তোমাকে তোমার কক্ষের বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই **إِنَّ الَّذِينَ يُنَادِونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ** ④

৫. যতোক্ষণ তুমি তাদের কাছে বের হয়ে না আসো, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো, তাহলে এটা তাদের জন্যে হতো খুবই উত্তম; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি কোনো দুষ্ট (প্রকৃতির) লোক তোমাদের কাছে কোনো তথ্য নিয়ে আসে, তবে তোমরা (তার সত্যতা) পরিষ্কার করে দেখবে, (কখনো যেন আবার এমন না হয়), না জেনে তোমরা কোনো একটি সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেললে, অতপর নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরই অনুত্তম হতে হলো!

৭. তোমরা জেনে রাখো, (সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে) তোমাদের মাঝে (এখনো) আল্লাহর রসূল মজুদ রয়েছে; (আর) সে যদি অধিকাংশ ব্যাপারে তোমাদের মতেরই অনুসরণ করে চলে, তাহলে তোমরা সংকটে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তা চাননি বলেই) তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের অস্তরে সে ঈমানকে (আকর্ষণীয় ও) শোভনীয় বিষয় করে দিয়েছেন, আবার তোমাদের কাছে কুফরী, সত্যবিমুখতা ও গুনাহের কাজকে অপ্রিয় বিষয় করে দিয়েছেন; এ লোকগুলোই সঠিক পথের অনুসারী,

৮. (আসলে এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার এক মহা অনুগ্রহ ও নেয়ামত, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

৯. মোমেনদের দুটো দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতপর তাদের এক দল যদি আরেক দলের ওপর যুলুম করে, তাহলে যে দলটি যুলুম করছে তার বিবরণেই তোমরা লড়াই করো— যতোক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি আল্লাহর হৃকুমের দিকে ফিরে না আসে, (হাঁ,) যদি সে দলটি (আল্লাহর হৃকুমের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দুটো দলের মাঝে ন্যায় ও ইন্সাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

১০. মোমেনরা (একে অপরের) ভাই, অতএব (বিবেচ দেখা দিলে) তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।

୧୧. ହେ ମାନୁସ! ତୋମରା ଯାରା ଈମାନ ଏଣ୍ଠେ,  
ତୋମାଦେର କୋନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେବେ ଅପର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକେ  
(ନିଯେ) କୋନେ ଉପହାସ ନା କରେ, (କେନନା) ଏମନାବେ  
ତୋ ହତେ ପାରେ, (ଯାଦେର ଆଜ ଉପହାସ କରା  
ହଛେ) ତାରା ଉପହାସକାରୀଦେର ଚାଇତେ ଉତ୍ତମ, ଆବାର  
ନାରୀରାଓ ଯେବେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଦେର ଉପହାସ ନା କରେ,  
କାରଣ, ଯାଦେର ଉପହାସ କରା ହୟ, ହତେ ପାରେ ତାରା  
ଉପହାସକାରୀଦେର ଚାଇତେ ଅନେକ ଭାଲୋ, ଏକଜନ  
ଆରେକଜନକେ (ଅୟଥା) ଦୋଷାରୋପ କରବେ ନା, ଆବାର  
ଏକଜନ ଆରେକଜନକେ ଖାରାପ ନାମ ଧରେଓ ଡାକବେ  
ନା, (କାରଣ) ଈମାନ ଆନାର ପର କାଉକେ ଖାରାପ ନାମେ  
ଡାକା ଏକଟା ବଡ଼ୋ ଧରନେର ଅପରାଧ, ଯାରା ଏ ଆଚରଣ  
ଥେକେ ଫିରେ ନା ଆସବେ ତାରା ଯାଲେମ ।

يَا يَهُآ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ  
قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا  
نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا  
مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوهُنَّ وَلَا تَنَازِعُوهُنَّ  
بِالْأَلْقَابِ بِعَيْنِ الْإِسْمِ الرَّفِيقِ بَعْدَ  
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَرِيَتْ بَعْدَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

১২. হে দ্বিমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা বেশী বেশী অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো, কিছু কিছু অনুমান (আসলেই) অপরাধ এবং একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্যে তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, একজন আরেকজনের গীবত করো না; তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত থেতে পছন্দ করবে— (অবশ্যই) তোমরা এটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করো; আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাওয়া করুন করেন তিনি একান্ত দয়ালু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا  
مِّنَ الظَّنِّ؛ أَنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْرِيفٌ  
وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
أَيُّحِبُّ أَهْلَ كُرْمٍ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ  
مِيتًا فَكَرْهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

১৩. হে মানব সম্পদায়, অবশ্যই আমি তোমাদের একটি  
পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি  
তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে  
(এর মাধ্যমে) তোমারা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে  
পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক  
মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বেশী  
ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং  
সব কিছুর (পুঁথুনপুঁথি) খবর রাখেন।

يَا يَهُآ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَرَّةٍ  
وَأَن شَفِى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنَّمَا أَتَقْرِبُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ

১৪. (আরব) বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি;  
তুমি বলো, না, তোমরা (সঠিক অর্থে এখনও) ঈমান  
আনেনি, তোমরা (বরং) বলো, আমরা (তোমাদের  
রাজনৈতিক) বশ্যতা স্বীকার করেছি মাত্র, (কারণ  
যথার্থ) ঈমান তো এখনো তোমাদের অস্ত্রে প্রবেশই  
করেনি; যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর  
রসূলের আনুগত্য করো, তাহলে তিনি তোমাদের  
কর্মফলের সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না; আল্লাহ  
তায়ালা নিসন্দেহে পরম ক্ষমাশীল, একান্ত দয়ালু।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنَا قُلْ لَرْ تَوْمِنُوا  
 وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلَ  
 الْإِيمَانُ فِي قَلْبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَكِرُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا  
 ﴿٤٦﴾ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৫. সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ইমান আনে, অতপর (আল্লাহ তায়ালার বিধানে) সামান্যতম সন্দেহও তারা পোষণ করে না

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

ওَجْهُهُ وَبِأَمْوَالِهِرْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَيِّلٍ  
জেহাদ করে; (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ।

اللهُ أَولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ ⑯

১৬. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি তোমাদের <sup>اللهُ بِإِيمَنِكُمْ</sup> <sup>وَاللهُ يَعْلَمُ</sup> <sup>مَمْلُوكُونَ</sup> ক্ষমতারে আল্লাহ তায়ালাকে অবহিত করতে চাও; অথচ এই আকাশমণ্ডলী এবং এ যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন; আল্লাহ তায়ালা সর্বিদ্যয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

১৭. এরা তোমার কাছে প্রতিদান চায় এ জন্যে, তারা (তোমার) বশ্যতা স্বীকার করেছে; তুমি (তাদের) বলো, তোমরা তোমাদের এ বশ্যতা স্বীকার করার প্রতিদান আমার কাছে চেয়ে না, বরং যদি তোমরা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো তাহলে (জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত (করে তোমাদের ধন্য) করেছেন।

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় 'গায়ব' সম্পর্কে অবগত আছেন, (এ যমীনে) তোমরা যা করো তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সুরা কৃষ্ণ  
মুক্তির অবতীর্ণ

আয়াত ৪৫  
রুক্মু ৩

১. কৃষ্ণ, মর্যাদাসম্পন্ন কোরআনের শপথ (অবশ্যই তুমি আল্লাহর রসূল),

قَنْ وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ ⑤

২. (এ কথা অনুধাবন না করে) বরং তারা বিশ্ববোধ করে যে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে (কি করে) একজন সতর্ককারী (নবী) তাদের কাছে এলো, কাফেররা বলে, এ তো (আসলেই) একটা আশ্র্যজনক ব্যাপার,

৩. আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো (তখন আমাদের জীবন দেয়া), এ তো সত্যই এক সুন্দরপরাহত ব্যাপার!

إِذَا مِتْنَا وَكَنَا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ⑥

৪. আমি জানি, (মৃত্যুর পর) তাদের (দেহ) থেকে কতটুকু অংশ যমীন বিনষ্ট করে, আমার কাছে একটি এষ্ট আছে (যেখানে এ সব বিবরণ) সংরক্ষিত রয়েছে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ  
وَعَنْدَنَا كِتْبٌ حَفِيظٌ ⑦

৫. উপরন্তু এদের কাছে যখনি সত্য এসে হায়ির হয়েছে, তখনি তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অতপর তারা সংশয়ে দোদুল্যামান (থাকে)।

بَلْ كَذَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي  
آمِرٍ مِّرِيجٍ ⑧

৬. এ লোকগুলো কি কখনো তাদের ওপরে (ভাসমান) আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনি, কিভাবে

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ

তা আমি বানিয়ে রেখেছি এবং কিভাবে আমি তাকে  
সাজিয়ে রেখেছি, কই, এর কোথাও তো কোনো  
ফাটল নেই!

৭. আমি যশীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, (নড়াচড়া থেকে  
রক্ষা করার জন্যে) আমি তার মধ্যে মযবুত (অনড়)  
পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছি, আবার এ যশীনে আমি  
উদ্গত করেছি সব ধরনের চোখ জুড়নো উঙ্গিদ,

৮. প্রতিটি মানুষ- যে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসতে  
চায়, (এগুলো) তার চোখ খুলে দেবে এবং তাকে  
(আল্লাহর কথা) মনে করিয়ে দেবে।

৯. আকাশ থেকে আমি বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ  
করেছি এবং তা দিয়ে উদ্যানমালা ও এমন শস্যারাজি  
পয়দা করেছি, যা (কেটে কেটে) আহরণ করা হয়;

১০. (আরো পয়দা করেছি) উচু উচু খেজুর বৃক্ষ, যার  
গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর (সাজানো) রয়েছে,

১১. (এগুলো আমি) বান্দাদের জীবিকা (হিসেবে)  
দান করেছি এবং আমি তা দিয়ে মৃত ভূমিকে জীবন  
দান করি; এমনি করেই (মৃত মানুষদের কবর থেকে)  
বেরিয়ে আসার ঘটনাও (সংঘটিত হবে)।

১২. এর আগেও নৃহের জাতি, রাস্ত-এর অধিবাসী ও  
সামুদ্র জাতির লোকেরা (তাদের নবীদের) অস্বীকার  
করেছে,

১৩. (অস্বীকার করেছে) আ'দ, ফেরাউন ও লৃতের  
ভাই বৃন্দাও,

১৪. বনের অধিবাসী এবং তুরো সম্পদায়ের লোকেরাও  
(তাই করেছে); এরা সবাই (আল্লাহর) রসূলদের  
মিথ্যাবাদী বলেছে, অতপর তাদের ওপর (আমার)  
প্রতিশ্রূত আয়ার আপত্তি হয়েছে।

১৫. আমি কি মানুষদের প্রথমবার সৃষ্টি করতে গিয়ে  
(এতেই) ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এরা আমার নতুন সৃষ্টি  
করার কাজে সন্দেহ পোষণ করছে!

১৬. নিসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি, তার  
মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয় সে সম্পর্কেও  
আমি ঝোত আছি, (কারণ) আমি তার ঘাড়ের রগ  
থেকেও তার অনেক কাছে।

১৭. (আমার এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) সেখানে  
আরো দু'জন (ফেরেশতা)- একজন তার ডানে  
আরেকজন তার বামে বসে (তার প্রতিটি তৎপরতা  
সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত) আছে।

১৮. (মুদ্র) একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না, যা  
সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার  
পাশে নিয়োজিত থাকে না!

بَنِينَهَا وَزَيْنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرْوَحٍ ⑥

وَالْأَرْضَ مَذْدُونَهَا وَالْقَيْنَاءِ فِيهَا رَوَاسِيَ

وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بِمِيقَةٍ ⑦

تَبَصِّرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مِنِّيْبٍ ⑧

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِنْهُ كَفَانِبَتْنَا

بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ⑨

وَالنَّخْلَ بِسْقَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْلٌ ⑩

رِزْقًا لِلْعَبَادِ وَأَحِيَّنَا بِهِ بَلَلَةً مِيْتَانًا

كَلِّ لَكَ الْخَرْوَجِ ⑪

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبَ

الرَّسِّ وَثَمُودَ ⑫

وَعَادَ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ⑬

وَأَصْحَبَ الْأَيْكَةَ وَقَوْمًا تَبْيَعُ كُلُّ كَذَّبَ

الرَّسُّلَ فَحَقَّ وَعَيْنِ ⑭

أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُرْفِي

لَبَسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيلٍ ⑮

وَلَقَنْ خَلَقْنَا إِلَانْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا

تَوَسُّسُ بِهِ نَفْسَهُ ⑯ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرَبِينِ ⑰

إِذْ يَتَلَقَّى الْمَتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ

الشِّمَاءِ قَعِينَ ⑱

مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيلٌ ⑲

পারা ২৬ হা-মী-ম

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

۱۹. مُتْرُّجَةٌ يَسْكُنُونَ الْمَوْتَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا وَجَاءَتْ سَكِّرَةٌ الْمَوْتُ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنْتَ مَنْهُ تَحْيِيْنَ<sup>۱۶</sup>

٢٠. অতপর (সবাইকে একত্রিত করার জন্যে) **وَنُفَخَ فِي الصُّورِ بِذِلِّكَ يَوْمُ الْوَعِيلِ** ২০  
শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে (তখন বলা হবে), এ হচ্ছে  
সেই (প্রতিশ্রূত) শাস্তির দিন!

২১. (সেদিন) প্রতিটি মানুষ (আল্লাহর আদালতে এমনভাবে) হাযির হবে, তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সাথে একজন (ফেরেশতা) থাকবে, অপরজন হবে (তার যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রতাক্ষ) সাক্ষী।

٢٢. (একজন বলবে, এ হচ্ছে সেদিন,) যে (দিন) সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে, এখন আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব, (আজ) তোমার দৃষ্টিশক্তি হবে প্রথম (সবকিছুই তুমি দেখতে পাবে)।

২৩. তার (অপর) সাথী (ফেরেশতা) বলবে (হে  
মালিক), এ হচ্ছে (আসামী, আর এ হচ্ছে) আমার  
কাছে রঞ্জিত (তার জীবনের) নথিপত্র:

২৪. (অতপর উভয় ফেরেশতাকে বলা হবে,) তোমরা দু'জন মিলে (একে এবং এর সাথে) প্রতিটি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী কাফেরদের জাহানামে নিষ্কেপ করো।

﴿الْقِيَافِيُّ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيهِ﴾

২৫. এরা ভালো কাজে বাধা দিতো, সীমালংঘনকারী  
 (স্বয়ং আন্তর ব্যাপারেও) এরা সন্দেহ পোষণকারী,  
 সবাইকে জাহানামে নিক্ষেপ করো,

۲۶. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে  
মানুদ বানিয়ে নিতো, তাকেও (আজ) জাহানামের  
কঠিন আয়াবে নিষ্কেপ করো ।

২৭. (এ সময়) তার সহচর (শয়তান) বলে উঠবে, **قَالَ قَرِينِهِ رَبِّنَا مَا أَطْفَيْتَهُ وَلِكِنْ كَانَ** হে আমাদের রব, আমি (কিন্তু) এ ব্যক্তিকে **فِي شَلَّ بَعِيدٌ** (তোমার) বিদ্রোহী বানাইনি, (বস্তুত) সে নিজেই (ঘোর) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো। **(৩)**

٢٨. آنلیاہ تاہلیا بولبئن، اخن تومرا آماں سامنے وکیتند کرؤا نا، آمی تو آگئی توما دنر (ا دینر آیا ب سپکرے) سرک کرے دیوھلیا م ।

۲۹. آমার এখানে কোনো কথারই রাদবদল হয় না, **مَأْيِدُ الْقُولُ لَنِّي وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ** (যে, সতর্ক না করেই তাদের আয়ার দেবো)!

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هِلْ أَمْتَلَئِتْ وَتَقُولُ هِلْ مِنْ مَزِيلٍ ④

৩০. সেদিন আমি জাহানামকে (লক্ষ্য করে বলবো, তুমি কি সত্যি সত্যিই পূর্ণ হয়ে গেছোঁ? জাহানাম বলবে, (হে রব, এখানে আসার মতো) আরো কেউ আছে কি?

৩১. (অপরাদিকে) জান্মাতকে মোতাবাকীদের কাছে নিয়ে আসা  
হবে, (সেদিন তাদের জন্যে তা) মোটেই দূরে থাকবে না।

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

৩২. (বলা হবে,) এ হচ্ছে সে জায়গা, যার প্রতিশ্রুতি ٤٦  
তোমাদের দেয়া হয়েছিলো, (এটি) এমন প্রতিটি  
মানুষের জন্যে, যে (আল্লাহর পথে) ফিরে আসে এবং  
(তা) হেফায়ত করে।

৩৩. (এবং তার জন্যও) যে ‘গায়ব’ থেকে পরম  
দয়ালু (আল্লাহ)-কে ভয় করেছে এবং বিনয় চিন্তে  
(আল্লাহ তায়ালার কাছে) হায়ির হয়েছে,  
**بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝**

৩৪. (সেদিন তাদের বলা হবে, হাঁ, আজ) তোমরা  
প্রশান্তির সাথে এতে দাখিল হয়ে যাও; এ হচ্ছে  
(তোমাদের) অনন্ত যাত্রার দিন।  
**أَدْخُلُوهَا بِسْلِمٍ ۝ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝**

৩৫. সেখানে তারা যা যা পেতে চাইবে তার সবই  
থাকবে, আমার কাছে তাদের জন্যে আরো থাকবে  
(অপ্রত্যাশিত পুরস্কার)।  
**لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرْزِيدٌ ۝**

৩৬. আমি তাদের আগেও অনেক মানবগোষ্ঠীকে  
ধৰ্ম করে দিয়েছি, যারা ছিলো শক্তি সামর্থে এদের  
চাইতে অনেক বড়ো, (দুনিয়ার) শহর বন্দরগুলো  
তারা চেয়ে বেড়িয়েছে; কিন্তু (আল্লাহর আয়াব থেকে  
তাদের) পলায়নের কোনো জায়গা কি ছিলো?  
**وَكَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ  
بَطْشًا فَنَقْبَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ هُلْ مِنْ مُحِيطٍ ۝**

৩৭. এর মাঝে সে ব্যক্তির জন্যে (থচুর) শিক্ষণীয়  
বিষয় রয়েছে, যার (কাছে একটি জীবন্ত) মন রয়েছে,  
অথবা যে ব্যক্তি একাথচিতে (সে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ)  
শুনতে চায়।  
**إِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ  
أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝**

৩৮. আমি আকাশমালা, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যা  
কিছু আছে তার সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, (এই  
সৃষ্টি প্রক্রিয়া) কোনো ক্লাস্তিই আমাকে স্পর্শ করেনি।  
**وَلَقَنْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا  
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۝ وَمَا مَسَنَّا مِنْ لَغْوٍ ۝**

৩৯. অতএব (হে নবী,) এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য  
ধারণ করো, তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের  
পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করো—সূর্য উদয়ের আগে  
এবং সূর্য অন্ত যাবার আগে,  
**فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسِجْنِ يَحْمِدِ رَبِّكَ  
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغَرْوِبِ ۝**

৪০. রাতের একাংশেও তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা)  
ঘোষণা করো এবং সাজাদা আদায় করে (পুনরায়)  
তাঁর তাসবীহ পাঠ করো।  
**وَمِنَ الْأَلَيْلِ فَسِبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السَّجْدَةِ ۝**

৪১. কান পেতে শোনো, যেদিন একজন আহ্লানকারী  
একান্ত কাছে থেকে (সবাইকে) ডাকতে থাকবে,  
**وَاسْتَعِمْ يَوْمَ يَنِادِ الْمَنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ۝**

৪২. সেদিন তারা কেয়ামতের মহাগর্জন ঠিকমতোই  
শুনতে পাবে; সে দিনটিই (হবে কবর থেকে) বের  
হবার দিন।  
**يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۝ ذَلِكَ  
يَوْمُ الْخَروْجِ ۝**

৪৩. আমিই (সবার) জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু  
ঘটাই এবং আমার কাছেই (সবার) প্রত্যাবর্তনস্থল।  
**إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۝**

৪৪. সেদিন তাদের ওপর থেকে (কবরের) মাটি ফেটে  
যাবে, মানুষরা (দ্রুত হাশেরের মাঠের দিকে) দৌড়াতে  
**يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ۝ ذَلِكَ**

থাকবে; (বলা হবে,) এ হচ্ছে হাশরের দিন, (মূলত) আমার জন্যে এটি (ঘটানো) একটি সহজ কাজ।

৪৪ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ

৪৫. (হে নবী,) এরা যা কথাবার্তা বলে তার সব কিছুই আমি জানি, (আসলে) তুমি তো তাদের ওপর জোর জবরদস্তি করার কেউ নও। অতপর এ কোরআন দিয়ে তুমি সে ব্যক্তিকে সদৃশদেশ দাও, যে (আমার) শাস্তিকে ভয় করে।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَارٍ فَلَكَرِبَالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِينٌ

আয়াত ৬০  
রুক্মি ৩

১. (ঝঞ্চাবিষ্কুল) বাতাসের শপথ, যা ধূলাবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়,

২. (মেঘমালার) শপথ যা পানির বোৰা বয়ে চলে,

৩. (জলযানসমূহের) শপথ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে,

৪. ফেরেশতাদের শপথ, যারা (আল্লাহর) আদেশ মোতাবেক প্রত্যেক বস্তু বন্টন করে,

৫. (ক্রেয়ামতের) যে দিনের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা (অবশ্য়ভাবী) সত্য,

৬. অবশ্যই বিচারের দিনটি সংঘটিত হবে;

৭. বহু কক্ষ বিশিষ্ট আকাশের শপথ,

৮. অবশ্যই তোমরা (এ দিনটির ব্যাপারে) নানা রকম কথাবার্তার মধ্যে (নিমজ্জিত) রয়েছো;

৯. (মূলত) যে ব্যক্তিকে সত্যবন্ধ করা হয়েছে তাকে যাবতীয় (কল্যাণ) থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে;

১০. ধৰ্মস হোক, যারা শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে (কথা বলে),

১১. যারা জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত হয়ে (সত্য থেকে) উদাসীন হয়ে পড়েছে,

১২. এরা (হাসি তামাশার ছলে) জিজেস করে, বিচারের দিনটি করে আসবে?

১৩. (তুমি বলো,) যেদিন তাদের আগুনে দঞ্চ করা হবে (সেদিন কেয়ামত হবে)।

১৪. (সেদিন বলা হবে,) তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে থাকো; এই হচ্ছে (সেদিন) যার জন্যে তোমরা তাড়াভড়ো করছিলে!

১৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তারা জান্নাতে ও ঝর্ণাধারায় (চির শাস্তিতে) থাকবে,

سُورَةُ الْأَعْلَمْ بِجَارٍ فَلَكَرِبَالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِينٌ

وَاللَّهُ رَبِّ ذَرَوْا

فَالْحِمْلِتِ وَقَرَأ

فَاجْرِيْتِ يَسِرًا

فَالْمَقْسِمِ اَمْرًا

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقًا

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ

وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُكْمِ

إِنْكِرَلَغِيْ قَوْلٌ مُخْتَلِفٌ

يُؤْفَكُ عَنْهُ مِنْ أَفْكَ

قُتْلَ الْخَرْصُونَ

اللَّنِيْنَ هَرِيْ فِي غَمَرَةِ سَاهُونَ

يَسْئَلُونَ أَيَانَ يَوْمَ الْيَиْنِ

يَوْمَ هُرَى النَّارِ يُفْتَنُونَ

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا اللَّنِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ

إِنَّ الْمُتَقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَعِيْوَنٍ

১৬. সেদিন তাদের রব তাদের যা (যা পুরকার) দেবেন, তা সবই তারা (সানন্দ চিঞ্চে) গ্রহণ করতে থাকবে; নিসন্দেহে এরা আগে সৎকর্মশীল ছিলো;
- أَخْلِيَّنَ مَا أَتَيْهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا  
فَقَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنُونَ<sup>৩৫</sup>
১৭. তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমিয়ে কাটাতো।
- كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْيَلِ مَا يَهْمِعُونَ<sup>৩৬</sup>
১৮. রাতের শেষ প্রহরে তারা (আল্লাহর কাছে ক্ষমা) প্রার্থনা করতো।
- وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ<sup>৩৭</sup>
১৯. (এরা বিশ্বাস করতো,) তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।
- وَفِي آمَوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ<sup>৩৮</sup>
২০. যারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো, তাদের জন্যে পৃথিবীর মাঝে (আল্লাহকে চেনা জানার) অসংখ্য নির্দর্শন (ছাড়িয়ে) রয়েছে।
- وَفِي الْأَرْضِ أَيْتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ<sup>৩৯</sup>
২১. তোমাদের নিজেদের (দেহের) মধ্যেও তো (আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নির্দর্শন) রয়েছে; তোমরা কি দেখতে পাও না?
- وَفِي آنفِسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ<sup>৪০</sup>
২২. আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রেয়েক এবং তোমাদের দেয়া যাবতীয় প্রতিশৃঙ্খি।
- وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ<sup>৪১</sup>
২৩. অতএব আসমান যমীনের মালিকের শপথ, এ (গ্রস্ত)-টা নির্ভুল, ঠিক যেমনি তোমরা (এখন) একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলছো।
- فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ  
مَا أَنْكَرَ تَنْطِقُونَ<sup>৪২</sup>
২৪. (হে নবী,) তোমার কাছে ইবরাহীমের (সেই) সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌছেছে কি?
- هَلْ أَتَيْكَ حِلٌّ يُثْبِتُ فِيْ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرِمِينَ<sup>৪৩</sup>
২৫. যখন (ফেরেশতাদের বেশে) তারা তার ঘরে প্রবেশ করলো, তখন তারা (তাকে) ‘সালাম’ পেশ করলো; সেও (উভয়ে) বললো সালাম, (কিন্তু তার কাছে এদের একটি) অপরিচিত দল বলে মনে হলো,
- إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ  
قَوْمٌ مُنْكَرُونَ<sup>৪৪</sup>
২৬. এরপর (চুপে চুপে) সে নিজ ঘরের লোকদের কাছে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর সে একটি (ভুন করা) মোটা তাজা বাচ্চুসহ (তাদের কাছে ফিরে) এলো,
- فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيعٍ<sup>৪৫</sup>
২৭. অতপর সে তা তাদের সামনে পেশ করলো এবং বললো, কি ব্যাপার, তোমরা খাচ্ছো না যে!
- فَقَرَبَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاتِكُونَ<sup>৪৬</sup>
২৮. (তাদের খেতে না দেখে) সে মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় পেলো, তারা বললো, তুমি ভয় করো না; (ইতিমধ্যেই) তারা তাকে জ্ঞানবান একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।
- فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةً قَالُوا لَا تَتَخَفَّ  
وَبَشِّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلَيْهِ<sup>৪৭</sup>
২৯. (এটা শুনে) তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং (খুশীতে) নিজের মাথায় হাত মারতে মারতে বললো (কি ভাবে তা সম্ভব), আমি তো বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ্য।
- فَاقْبَلَتْ أُمَّهُ أَتَهُ فِي مَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا  
وَقَالَتْ عَجَزٌ عَقِيرٌ<sup>৪৮</sup>
৩০. (তারা বললো,) হাঁ এভাবেই হবে, তোমার রব বলেছেন। অবশ্যই তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সব কিছু জানেন।
- قَالُوا كُنْ لَكَ «قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ  
الْحَكِيمُ الْعَلِيُّ<sup>৪৯</sup>

قَالَ فَمَا حَطَبُكَ أَيْمًا الْمُرْسَلُونَ ③

৩১. সে বললো, হে প্রেরিত (মেহমান)-রা, বলো, তোমাদের (এখানে আসার) ব্যাপারটা কি?

৩২. তারা বললো, আমাদের একটি অপরাধী জাতির কাছে (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) পাঠানো হয়েছে,

৩৩. (বলা হয়েছে,) আমরা যেন মাটির (শক্ত) পাথর তাদের ওপর বর্ষণ করি,

৩৪. (সেখানে তাদের নামধার) তোমার মালিকের কাছ থেকে চঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে, (এটা হচ্ছে) সীমালংঘনকারী যালেমদের শাস্তি।

৩৫. অতপর আমি সেই (জনপদ) থেকে এমন প্রতিটি মানুষকে বের করে এনেছি, যারা ঈমানদার ছিলো,

৩৬. (আসলে) সেখানে মুসলমানদের একটি বসতি ছাড়া (উদ্ধার করার মতো) কোনো ঘরই আমি পাইনি,

৩৭. (অতপর) আমি এমন সব (পরবর্তী) মানুষের জন্যে একটি নির্দেশ সেখানে রেখে এসেছি, যারা আমার কঠিন আবাকে ভয় করে;

৩৮. (নির্দেশ রেখেছি) মূসার (কাহিনীর) মাঝেও, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

৩৯. সে তার দলবলসহ (হেদয়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সে বললো, (এ তো হচ্ছে) যাদুকর কিংবা পাগল।

৪০. অতপর আমি তাকে এবং তার লয় লশকরদের (এ বিদ্রোহের জন্যে) চরমভাবে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, (আসলেই) সে ছিলো এক ভয়ংকর অপরাধী ব্যক্তি,

৪১. আ'দ জাতির (ঘটনার) মাঝেও (শিক্ষণীয়) উপদেশ রয়েছে, যখন আমি তাদের ওপর এক সর্ববিধৃৎসী (বাড়) বাতাস পাঠিয়েছিলাম,

৪২. এ (বিধ্বংসী) বাতাস যা কিছুর ওপর দিয়ে (ধেয়ে) এসেছে, তাকেই পচা হাড়ের মতো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে;

৪৩. (নির্দেশ রয়েছে) সামুদ জাতির (কাহিনীর) মাঝেও, যখন তাদের বলা হয়েছিলো, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা (আমার নেয়ামত) ভোগ করতে থাকো।

৪৪. (কিন্তু) তারা তাদের মালিকের কথার নাফরমানী করলো, অতপর এক প্রচন্ড বজ্রাঘাত তাদের ওপর এসে পড়লো এবং তারা (অসহায়ের মতো) চেয়েই থাকলো।

قَالُوا إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مَجْرِيمِينَ ⑦

لِنَرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ⑧

مَسُومَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلمسِرِفِينَ ⑨

فَآخَرَ جَنَانَ مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

فَهَا وَجَدَنَا نِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑪

وَتَرَكَنَا فِيهَا أَيَّةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ⑫

الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑬

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ ⑭

بِسْلَطِنٍ مُبِينٍ ⑮

فَتَوَلَّ بِرْكَنِهِ وَقَالَ سَحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ⑯

فَآخَلَ نَهْ وَجْنُودَهُ فَنَبَلَ نَهْمِ فِي الْيَمِّ وَهُوَ

مَلِيمٌ ⑰

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيرَ ⑱

مَاتَلُ رِمَّ شَيْءٌ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْمِيْمِ ⑲

وَفِي ثَمُودٍ إِذْ قَيْلَ لَهُمْ تَمَعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ⑳

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَآخَلَ تَهْمُ الصُّعَقَةُ ㉑

وَهُمْ يَنْظَرُونَ ㉒

৪৫. (আয়াবের সামনে) তারা (একটুখানি) দাঢ়াবার শক্তি ও পেলো না - না এ আয়াব থেকে তারা নিজেদের বাঁচাতেও পারলো,

৪৬. এর আগে (ধৰ্মসের তালিকায় ছিলো) নৃহের জাতি; নিসন্দেহে তারাও ছিলো একটি পাপী সম্প্রদায়।

فَسَقِيْنَ

৪৭. আমি (আমার) হাত দিয়েই আসমান বানিয়েছি, নিসন্দেহে আমি মহাক্ষমতাশালী।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيِّ وَإِنَّا لَمُسْعُونَ

৪৮. আমি এ যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি, (তোমাদের সুবিধার জন্যে) আমি একে কতো সুন্দর করেই না (সমতল) করে রেখেছি!

وَالْأَرْضَ فَرَشَنَا فَيَعْمَرَ الْمِهْدَوْنَ

৪৯. (সৃষ্টি জগতের) প্রত্যেকটি বস্তুকে আমি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি, যাতে করে (এ নিয়ে) তোমরা চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

تَلَكْرُونَ

৫০. অতএব তোমরা (এ সবের আসল স্মৃষ্টি) আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধ্বনিত হও; আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে (আগত) তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সর্তর্ককারী (রসূল) মাত্র,

مِبْيَنٍ

৫১. তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে মারুদ বানিয়ে নিয়ে না; আমি তোমাদের জন্যে তাঁর (পক্ষ) থেকে একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী (নবী) মাত্র,

مِنْهُ نَلِيْر مِبْيَنٍ

৫২. (রসূলদের ব্যাপার) এমনই (হয়ে এসেছে), এর আগের মানুষদের কাছে এমন কোনো রসূল আসেনি, যাদের তারা যাদুকর কিংবা পাগল বলেনি,

رَسُولٌ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

৫৩. (একি ব্যাপার!) এরা কি একে অপরকে এই একই পরামর্শ দিয়ে এসেছে (যে, বংশানুক্রমে সবাই একই কথা বলছে), না, আসলে এরা ছিলো সীমালংঘনকারী জাতি,

أَتَوَاصَوْبَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

৫৪. অতএব (হে নবী), তুমি এদের উপেক্ষা করো, (এ জন্যে) তুমি (কোনোক্রমেই) অভিযুক্ত হবে না,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمُلْوٍ

৫৫. তুমি (মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথে চলার) উপদেশ দিতে থাকো, অবশ্যই উপদেশ ঈমানদারদের উপকারে আসে।

وَذِكْرِ فِيْنَ الِّلَّهِ كَرِيْ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

৫৬. আমি মানুষ এবং জীবন জাতিকে আমার এবাদাত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে সৃষ্টি করিনি।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

৫৭. আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রকম জীবিকা দাবী করি না, তাদের কাছ থেকে আমি এও চাই না, তারা আমাকে খাবার যোগাবে।

مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يَطْعُمُنِ

৫৮. নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহকারী, তিনি মহাপ্রাক্রমশালী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّبِينَ ④٧

৫৯. অতএব যারা সীমালংঘনকারী যালেম তাদের জন্যে প্রাপ্য আয়াবের অংশ ততোই নির্দিষ্ট থাকবে— যতোই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ভোগ করেছে, অতপর (আয়াবের ব্যাপারে) তারা যেন তাড়াভড়ো না করে।

فَإِنَّ لِلَّهِ يَنِ ظَلَمُوا ذَنْبًا مِثْلَ ذَنْبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ④٨

৬০. দুর্ভোগ তো তাদের জন্যে যারা শেষ বিচারের দিনকে অঙ্গীকার করেছে, যার প্রতিশ্রূতি তাদের (বার বার) দেয়া হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلَّهِ يَنِ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي  
يُوعِدُونَ ④٩

আয়াত ৪৯  
রাখু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আত্তুর  
মকায় অবতীর্ণ

১. শপথ তুর (পাহাড়)-এর, وَالظُّরُفُ ①
২. শপথ (সে উপত্যকায় অবতীর্ণ) লিখিত ছাত্রের, وَكِتْبٌ مَسْطُورٌ ②
৩. (যা রক্ষিত আছে) উন্মুক্ত পত্রে। فِي رَقٍ مَنْشُورٌ ③
৪. শপথ 'বায়তুল মামুর'-এর, وَالْبَيْتِ الْمَعْوُرِ ④
৫. শপথ সমুন্নত ছাদ (আকাশ)-এর, وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ⑤
৬. (আরো) শপথ উদ্দেশিত সমুদ্রে, وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ⑥
৭. তোমার মালিকের আয়াব অবশ্যই সংঘটিত হবে, إِنَّ عَلَى بَرِّبَكَ تَوْاقِعٌ ⑦
৮. তাকে প্রতিরোধ করার কেউই থাকবে না, مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ⑧
৯. যেদিন আসমান ভীষণভাবে আন্দোলিত হবে, يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءِ مَوْرًا ⑨
১০. পাহাড়সমূহ দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে; وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑩
১১. (সেদিন) দুর্ভোগ হবে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদের, فَوَيْلٌ يَوْمَئِنْ لِلْمَكِنِ بَيْنَ ⑪
১২. যারা (দুনিয়ায়) তামাসোছলে নানা অর্থহীন খেলাধুলা করছিলো। الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ⑫
১৩. যেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে জাহানামের আঙুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمِ دَعَا ⑬
১৪. (তাদের বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই (ভয়াবহ) আগুন, (দুনিয়ার জীবনে) যাকে তোমরা অঙ্গীকার করতে! هِنَّهُ النَّارُ الَّتِي كَنْتُمْ بِهَا تُكْلِبُونَ ⑯

১৫. এটাকে কি (তোমাদের কাছে আজ) যাদু (মনে হয়)? না তোমরা দেখতেই পাচ্ছে না!

أَفَسْحِرُهُنَّ أَمْ أَنْتَ لَاتَبْصِرُونَ ﴿٥﴾

১৬. (আজ) তোমরা এতেই জুলতে থাকো, (এখানে) তোমরা ধৈর্য ধারণ করো কিংবা না করো, (কার্য্যত) তা তোমাদের জন্যে সমান; তোমাদের (ঠিক) সে (ধরনের) বিনিময়ই (আজ) প্রদান করা হবে, যে (ধরনের) কাজ তোমরা করতে।

إِصْلَوْهَا فَامْسِرُوا أَوْ لَا تَصِرُّوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ  
إِنَّا تَجْزِيُنَا مَكْنِتِرَ تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

১৭. (অপরদিকে) যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা জাহানের (সুরম্য) উদ্যানে ও (অফুরন্ত) নেয়ামতে অবস্থান করবে,

إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي هَذِهِ جِنَّتٍ وَنَعِيمٌ ﴿٧﴾

১৮. তাদের রব তাদের যা দেবেন তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে, তাদের রব তাদের জাহানামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।

فَكِيمْيَنِ بِمَا أَتَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَمْرَ رَبُّهُمْ  
عَلَّابَ الْجَحِيمِ ﴿٨﴾

১৯. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যেমন আমল করতে তার বিনিময়ে (পরিত্তির সাথে আজ) পানাহার করতে থাকো,

كُلُّوا وَاشْرِبُوا هِنِيئًا بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

২০. তারা সারিবদ্ধভাবে পাতা আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় সমাসীন হবে, আর আমি সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হৃরের সাথে তাদের মিলন ঘটিয়ে দেবো।

بِحُورِ عَيْنٍ ﴿١٠﴾

২১. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ঈমানের ব্যাপারে তাদের অনুবর্তন করেছে, আমি (জাহানে) তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের (নিজ নিজ পিতা মাতার) সাথে মিলিয়ে দেবো, আর এ জন্যে আমি তাদের (পিতা মাতার) পাওনার কিছুই হাস করবো না, (বস্তুত) প্রত্যেক ব্যক্তিই (দুনিয়ায়) যা অর্জন করেছে তার হাতে বন্দী।

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَاتَّبَعُوهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ  
بِإِيمَانِ الْحَقَّنَا بِمِمْ رَذِيرَتُهُمْ وَمَا آتَنَاهُمْ  
مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أُمْرٍ يُبَيَّنُ  
كَسَبَ رَهِيفِينَ ﴿١١﴾

২২. (সেখানে) আমি তাদের এমন (সব) ফলমূল ও গোশত পরিবেশন করবো যা তারা পেতে চাইবে।

وَأَمْ دَنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْيَ مِمَا يَشْتَهُونَ ﴿١٢﴾

২৩. সেখানে তারা একে অপরের কাছ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে পানীয় নিতে থাকবে, সেখানে কোনো অর্থহীন কিছু থাকবে না এবং থাকবে না কোনো রকম গুনাহর বিষয়ও।

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَاسًا لَالْغُوْثِ فِيهَا وَلَا  
تَأْثِيمِرَ ﴿١٣﴾

২৪. তাদের চারপাশে তাদের (সেবার) জন্যে নিয়োজিত থাকবে কিশোরদের দল, তারা যেন এক একটি লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ غِلَامٌ لَمَّا كَانُوا لَوْلَوْ  
مَكْنُونٌ ﴿١٤﴾

২৫. তারা একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে (দুনিয়ার জীবনের নানা) কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٥﴾

২৬. তারা বলবে (হঁ), আমরা তো আগে আমাদের পরিবারের মাঝে (সব সময় জাহানামের) ভয়ে জীবন কাটাতাম ।

**قَالُوا إِنَّا كَنَا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ** ⑥

২৭. (এ কারণেই আজ) আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, (সর্বোপরি) তিনি আমাদের (জাহানামের) গরম আঙ্গনের শাস্তি থেকেও রক্ষা করেছেন ।

**فِي اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَلَى بَابِ السَّوْمِ** ⑦

২৮. আমরা আগেও তাঁকেই ডাকতাম, তিনি **إِنَّا كَنَا مِنْ قَبْلِ نَدْعَوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ** অনুগ্রহশীল, দয়ালু ।

**الرَّحِيمُ** ⑧

২৯. অতএব (হে নবী, মানুষদের) তুমি (এ দিনের কথা) স্মরণ করাও, তোমার মালিকের অনুগ্রহে তুমি কোনো গণক নও, তুমি কোনো পাগলও নও;

**فَلَكَرْ فِيمَا أَنْتَ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنْ وَلَا مَجْنُونٌ** ⑨

৩০. তারা কি বলতে চায় যে, এ ব্যক্তি একজন কবি এবং সে কোনো দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হোক আমরা তো সে অপেক্ষায়ই আছি ।

**أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرْبَصُ بِهِ رَبِّ الْمَنَوْنِ** ⑩

৩১. তুমি (তাদের) বলো, হাঁ, তোমরাও অপেক্ষা করো, আমি তোমাদের সাথে (সেদিনের) অপেক্ষা করবো;

**قُلْ تَرْبَصُوا فَإِنِّي مَعْكُرٌ مِّنَ الْمُتَرْبِصِينَ** ⑪

৩২. ওদের জ্ঞান বৃদ্ধি কি ওদের এসব কথাই বলে, না **أَمْ تَأْمِرُهُمْ أَحَلَّمُهُمْ بِهِنَّدًا أَمْ هُمْ قَوْمٌ** (আসলে) ওরা (একটি) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়! **طَاغُونَ** ⑫

৩৩. অথবা এরা কি বলতে চায় যে, সে (রসূল) নিজেই (কোরআনের) কথাগুলো রচনা করে নিয়েছে, কিন্তু (সত্য কথা হচ্ছে) এরা তো ঈমানই আনে না,

**أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ** ⑬

৩৪. তারা যদি (নিজেদের কথায়) সত্যবাদী হয় তবে তারাও এ (কোরআনে)-র মতো কিছু একটা (রচনা করে) নিয়ে আসুক না!

**فَلَيَأْتُوا بِحَدِّ يِثْ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَلِّيْقِينَ** ⑭

৩৫. তারা কি কোনো কিছু ছাড়া এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা;

**أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلَقُونَ** ⑮

৩৬. না কি তারা নিজেরা এ আকশমস্তুল ও ভূমস্তুল সৃষ্টি করেছে? (আসল কথা হচ্ছে,) এরা (আল্লাহ তায়ালাকে) বিশ্বাসই করে না;

**أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ** ⑯

৩৭. তাদের কাছে কি তোমার মালিকের (সম্পদের) ভাস্তার পড়ে আছে, না তারা নিজেরাই (সে সম্পদের) পাহারাদার;

**أَمْ عِنْدَهُمْ حَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمَصْيَطِرُونَ** ⑰

৩৮. অথবা তাদের কাছে কি (আসমানে উঠার) কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা (সেখানকার) কথা শুনতে পায়?

**أَمْ لَهُمْ سَلَمٌ يَسْتِهْعِونَ فِيهِ**

তাহলে তারা (সেসব) শোনা বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ এনে হায়ির করুক;

فَلِيَاْتِ مُسْتَعِمِهِ بِسْلَطِنِ مُبِينِ ﴿٥﴾

৩৯. অথবা (তোমরা কি আসলেই মনে করো,) সব কন্যা সন্তানগুলো আল্লাহ তায়ালার জন্যে, আর তোমাদের ভাগে থাকবে শুধুই ছেলেগুলো!

اَمْ لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنْوَنَ ﴿٦﴾

৪০. কিংবা তুমি কি (আল্লাহর বিধানসমূহ পৌছানোর বিনিময়ে) তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো, যা তাদের কাছে (দুর্বিষ্঵হ) জরিমানা বলে মনে হচ্ছে;

اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُّقْتَلُونَ ﴿٧﴾

৪১. অথবা তাদের কাছে রয়েছে গায়ব সংক্রান্ত (এমন) কিছু- যা তারা লিখে রাখছে;

اَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ﴿٨﴾

৪২. এরা কি তোমার বিরলদে কোনো ষড়যন্ত্র করার ফন্দি আঁটতে চায়? যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকার করে তারাই (পরিণামে) ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়;

اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمُكَيْدُونَ ﴿٩﴾

৪৩. আল্লাহ তায়ালার বদলে এদের কি অন্য কোনো মাবুদ আছে? আল্লাহ তায়ালা এদের শেরেকী কর্মকান্ত থেকে পবিত্র।

اَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سَبَّحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾

৪৪. এরা যদি (কখনো) দেখতে পায়, আসমান থেকে (মেঘের) একটি টুকরো ভেংগে পড়ছে, তাহলে (তাকে আল্লাহর কোনো নির্দেশন মনে না করে) এরা বলবে যে, এ তো হচ্ছে পুঞ্জীভূত এক খন্দ মেঘমাত্র!

وَإِنْ يَرُوا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿١١﴾

৪৫. (হে নবী,) তুমি এদের ছেড়ে দাও এমন সময় পর্যন্ত- যখন তারা সে দিনটির সাক্ষাত পাবে- যেদিন তাদের বেহৃশ করে দেয়া হবে,

فَلَرَبِّهِمْ حَتَّى يُلْقَوْا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ﴿١٢﴾

৪৬. সেই (সর্বনাশ) দিনে তাদের কোনো ষড়যন্ত্রই কাজে লাগবে না, না সেদিন তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে।

يَوْمَ لَا يَغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٣﴾

৪৭. যারা যুলুম করেছে অবশ্যই তাদের জন্যে এ ছাড়া আয়াব রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَإِنْ لَلَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى ابْنَاءِ دُونَ ذِلْكِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

৪৮. (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের সিদ্ধান্তের জন্যে ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (অবশ্যই) আমার চোখের সামনে আছো, তুমি যখন (শয্যা ত্যাগ করে) উঠো তখন তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿١٥﴾

৪৯. রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ করো, (রাতের শেষে) তুমি তারাগুলো অন্তমিত হবার পরও (তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো)।

وَمَنِ الْيَلِ فَسِبِّهِ وَإِدْبَارَ النَّجْوِ ﴿١٦﴾

১. নক্ষত্রের শপথ যখন তা ডুবে যায়,  
**وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ①**
২. তোমাদের সাথী পথ ভুলে যায়নি, সে পথভৃষ্টও  
হয়নি,  
**مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ②**
৩. না সে কখনো নিজের থেকে কোনো কথা বলে,  
**وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ③**
৪. বরং (সে যা বলে) তা হচ্ছে ‘ওহী’, যা (তার  
কাছে) পাঠানো হয়,  
**إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ④**
৫. একজন তাকে এটা শিখিয়ে দিয়েছে, সে প্রবল  
শক্তির অধিকারী (ফেরেশতা),  
**عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ⑤**
৬. (সে) সহজাত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী; অতপর সে  
নিজ আকৃতিতে দাঁড়ালো,  
**ذُوْمَرَةٌ فَاسْتَوْى ⑥**
৭. সে উর্ধ্বাকাশের উপরিভাগে (অধিষ্ঠিত);  
**وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ⑦**
৮. তারপর সে কাছে এলো, অতপর সে আরো কাছে  
এলো,  
**ثُمَّ دَنَا فَتَنَلَ ⑧**
৯. (এ সময়) তাদের (উভয়ের) মাঝে ব্যবধান থাকলো  
(মাত্র) দুই ধনুকের (সমান), কিংবা তার চাইতেও কম!  
**فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ⑨**
১০. অতপর সে (আল্লাহর) বান্দার কাছে ওহী পৌঁছে  
দিলো, যা তার পৌছানোর (কথা) ছিলো;  
**فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ⑩**
১১. (বাইরের চোখ দিয়ে) সে যা কিছু দেখেছে (তার  
ভেতরের) অন্তর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।  
**مَا كَلَّ بِالْفَوَادِ مَارَأَى ⑪**
১২. তোমারা কি সে বিষয়ে বিতর্কে লিঙ্গ হতে চাচ্ছে  
যা সে নিজের চোখে দেখেছে!  
**أَفَتَمِرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ⑫**
১৩. সে (কিন্তু) তাকে আরেকবারও দেখেছিলো,  
**وَلَقَدْ رَأَهَا نَزَلَةً أُخْرَى ⑬**
১৪. (সে তাকে দেখেছিলো) ‘সেদরাতুল মোত্তাহ’-র  
কাছে,  
**عِنْ سِلْرَةِ الْمَنْتَهِيِّ ⑭**
১৫. যার কাছে রয়েছে (মোমেনদের) ঠিকানা  
জান্নাত;  
**عِنْ هَا جَنَّةِ الْمَأْوَى ⑮**
১৬. সে ‘সেদরাটি’ (তখন) এমন কিছু (জ্যোতি)  
দিয়ে আচ্ছন্ন ছিলো, যা দ্বারা তার আচ্ছন্ন হওয়া  
(শোভনীয়) ছিলো,  
**إِذْ يَغْشِي السِّلْرَةَ مَا يَغْشِي ⑯**
১৭. (এখানে তার) কোনোরকম দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি  
এবং তার দৃষ্টিও সীমালংঘন করেনি।  
**مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفِي ⑰**
১৮. অবশ্যই সে তার মালিকের বড়ো বড়ো  
নির্দশনসমূহ দেখেছে।  
**لَقَدْ رَأَى مِنْ أَيْتِ رَبِّهِ الْكَبْرَى ⑱**

১৯. তোমরা কি 'লাত' ও 'ওয়ায়া' সম্পর্কে ভেবে দেখেছো?

أَفَرَءَيْتَ رَبَّ اللَّهِ وَالْعَزِيزَ

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি (দেবী) 'মানাত'

وَمِنْوَةَ الْثَالِثَةِ الْآخِرِيِّ

২১. (তোমরা কি মনে করে নিয়েছো,) পুত্র সন্তান সব তোমাদের জন্যে, আর কন্যা সন্তান সব আল্লাহর জন্যে?

أَكْمَلُ الَّذِي كَرَّ وَلَهُ الْأَنْشِي

২২. (তা হলে তো) এ (বন্টন) হবে নিতাত্তই একটা অসংগত বন্টন!

تِلْكَ إِذَا قَسَمَتِنَا بِضَيْزِي

২৩. (মূলত) এগুলো কতিপয় (দেব দেবীর) নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা ঠিক করে নিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা এ (নামে)-র সমর্থনে কোনো রকম দলীল প্রমাণ নায়িল করেননি; এরা (নিজেদের) আন্দায অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং এরা নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছা আকাংখার ওপর চলে, অথচ তাদের কাছে (ইতিমধ্যেই) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদয়াত এসে গেছে।

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيتَهُ مَا أَنْتَمْ  
وَأَبْأَوْ كَمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ  
يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ  
وَلَقَنْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهَدِي

২৪. (এদের কাছ থেকে) মানুষ যা পেতে চায় তা কি সে কখনো পাবে-

أَمْ لِلنَّاسِ مَا تَمَنَّى

২৫. দুনিয়া ও আখেরাত তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই।

فِلْلَهُ الْأَخِرَةُ وَالْأُولَى

২৬. কতো ফেরেশতাই তো রয়েছে আসমানে, (কিন্তু) তাদের কোনো সুপারিশই ফলপ্রসূ হয় না- যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা এবং যাকে ভালোবাসেন তাকে তার জন্যে অনুমতি না দেন।

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي  
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ آنِ يَادَنَ اللَّهُ  
لِمَنْ يُشَاءُ وَيُرِضِي

২৭. যারা পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তারাই ফেরেশতাদের (দেবী তথা) নারীবাচক নামে অভিহিত করে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسِّمُونَ  
الْمَلَائِكَةَ تَسْبِيَةً الْأَنْشِي

২৮. (অথচ) এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো জ্ঞানই নেই; তারা তো কেবল আন্দায অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর সত্যের মোকাবেলায় (আন্দায) অনুমান তো কোনো কাজেই আসে না,

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا  
الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  
شَيْئًا

২৯. অতএব (হে নবী), যে ব্যক্তি আমার অবরণ থেকে সরে গেছে, তার ব্যাপারে তুমি কোনো পরোয়া করো না, (কারণ) সে তো পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না;

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ  
يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

৩০. তাদের জ্ঞানের দৌড় তো ওটুকুই;

ذِلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

(এ কথা) একমাত্র তোমার মালিকই ভালো জানেন  
কে তার পথ থেকে বিচ্ছুত হয়ে গেছে এবং তিনি ই  
ভালো করে বলতে পারেন কে সঠিক পথের সন্ধান  
পেয়েছে।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلٍ  
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ۝

৩১. আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই আল্লাহ  
তায়ালার জন্যে, এতে করে যারা খারাপ কাজ করে  
বেড়ায় তিনি তাদের (খারাপ) প্রতিফল দান করবেন  
এবং যারা ভালো কাজ করে তাদের তিনি (এ জন্যে)  
মহাপুরস্কার প্রদান করবেন;

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ يَسِّرُونَا بِمَا عَمِلُوا  
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنِي ۝

৩২. (এই পুরস্কার তাদের জন্যে) যারা বড়ো বড়ো  
গুণাহ ও অশ্রুলতা থেকে বেঁচে থাকে, ছোটোখাটো  
গুণাহর কথা আলাদা, অবশ্যই তোমার মালিকের ক্ষমা  
(-র পরিধি) অনেক বিস্তৃত; তিনি তোমাদের তখন  
থেকেই ভালো করে জানেন, যখন তিনি তোমাদের  
(এ) যমীন থেকে পয়দা করেছেন, (তিনি তোমাদের  
জানতেন) যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের  
পেটে (ক্ষুদ্র একটি) ভৃগের আকারে, অতএব কখনো  
নিজেদের পরিব্রতা যাহির করো না; আল্লাহ তায়ালাই  
ভালো জানেন কে (তাঁকে) বেশী ভয় করে।

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْرِ  
وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَرَ إِنْ رَبَّكَ وَاسِعٌ  
الْمَغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا نَشَأْكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذَا نَتَمَرَ أَجْنَةً فِي بُطُونِ  
أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تُرْكِزُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمِنْ أَتَقْنَى ۝

৩৩. (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখোনি, যে  
(আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো,

أَفْرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّ ۝

৩৪. যে ব্যক্তি সামান্য কিছুই দান করলো, অতপর  
(নিজের) হাত গুটিয়ে নিলো।

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَرَ ۝

৩৫. তার কাছে কি গায়বের কোনো জ্ঞান ছিলো (যে,  
তা দিয়ে) সে দেখতে পাচ্ছিলো!

أَعْنَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرِى ۝

৩৬. তাকে কি (একথা) জানানো হয়নি যে, মূসার  
(কাছে পাঠানো) সহীফাসমূহে কি (কথা) আছে,

أَمْ لَمْ يَرِبَّ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى ۝

৩৭. (তাকে কি) ইবরাহীমের কথা জানানো হয়নি-  
যে (আল্লাহর) বিধান পুরোপুরিই পালন করেছে,

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفِي ۝

৩৮. (তাকে কি বলা হয়নি যে,) কোনো মানুষই  
অন্যের (পাপের) বোৰা উঠাবে না,

أَلَا تَرَرُ وَازْرَةً وَزَرَ أَخْرَى ۝

৩৯. মানুষ ততোটুকুই পাবে যতোটুকু সে চেষ্টা  
করেছে,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعِي ۝

৪০. অবশ্যই তার কাজকর্ম অবশ্যই (পরীক্ষা-নিরীক্ষা  
করে) দেখা হবে,

وَأَنْ سَعِيهِ سَوْفَ يُرِى ۝

৪১. অতপর তাকে তার পুরোপুরি বিনিময় দেয়া  
হবে,

تُمْ يَجْزِيهِ الْجَزَاءَ الْأَوْفِي ۝

৪২. পরিশেষে (সবাইকে একদিন) তোমার মালিকের  
কাছেই পৌছতে হবে,

وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهِي ۝

৪৩. তিনিই (সবাইকে) হাসান, তিনিই (সবাইকে) **وَأَنْهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى** ⑩
- কাঁদান,
৪৪. তিনিই (মানুষকে) মারেন, তিনিই (তাদের) **وَأَنْهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا** ⑪
- বঁচান,
৪৫. তিনিই নর নারীর যুগল পয়দা করেছেন, **وَأَنْهُ خَلَقَ الزَّوْجِينَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى** ⑫
৪৬. (পয়দা করেছেন তাদের) এক বিন্দু (স্থালিত) **مِنْ نَطْفَةٍ إِذَا تَمَنَّى** ⑬
- শুক্র থেকে,
৪৭. পুনরায় এদের জীবন দান করার দায়িত্বও **وَأَنَّ عَلَيْهِ النِّشَاءَ الْأُخْرَى** ⑭
- (কিন্তু) তাঁর,
৪৮. তিনিই (তাকে) ধনশালী করেন এবং তিনিই (তার পুঁজি) স্থায়ী রাখেন, **وَأَنْهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى** ⑮
৪৯. তিনি 'শেরা' (নামক) নক্ষত্রেরও রব, **وَأَنْهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِي** ⑯
৫০. তিনিই প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে **وَأَنْهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأَوَّلِ** ⑰
- দিয়েছেন,
৫১. (ধ্বংস করেছেন) সামুদ জাতিকে (এমনভাবে) **وَتَمُودًا فِيمَا آبَقَى** ⑱
- যে, তাদের একজনকেও তিনি অবশিষ্ট রাখেননি,
৫২. এর আগে (তিনি ধ্বংস করেছেন) নূহের **وَقَوْمًا نُوحٍ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظَلَّرَ وَأَطْفَلِ** ⑲
- জাতিকে— কেননা তারা ছিলো ভীষণ যালেম ও চরম বিদ্রোহী;
৫৩. তিনি একটি জনপদকে ওপরে উঠিয়ে উল্টো **وَالْمُؤْتَفَكَةَ آهُوِي** ⑳
- করে ফেলে দিয়েছেন।
৫৪. অতপর সে জনপদের ওপর তিনি ছেয়ে দিলেন এমন এক (ভয়ংকর) আয়াব, যা (তাকে পুরোপুরিভাবে) ছেয়ে দিলো, **فَغَشَّهَا مَا غَشِي** ㉑
৫৫. তারপরও (হে নির্বোধ মানুষ,) তুমি তোমার মালিকের কোন্ কোন্ নির্দশনে সন্দেহ প্রকাশ করো! **فِيَابِيٰ أَلَّا إِرَبَّكَ تَتَمَارِي** ㉒
৫৬. (আয়াবের) সতর্ককারী (এ নবী তো) আগের সতর্ককারীদেরই (মতোই) একজন! **هُنَّا نَذِيرٌ مِنَ النَّذِيرِ الْأَوَّلِ** ㉓
৫৭. (ত্বরিত আগমনকারী কেয়ামতের) ক্ষণটি (আসলেই) আসন্ন হয়ে গেছে, **أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ** ㉔
৫৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউই সে ক্ষণটির (তথ্য) উদঘাটন করতে পারবে না; **لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ** ㉕
৫৯. এগুলোই কি সেসব বিষয়— যার ব্যাপারে তোমরা (রীতিমতে) বিশ্যবোধ করছো, **أَفَمِنْ هُنَّا الْحَلِيلُ يُبَيِّنُ تَعْجِبُونَ** ㉖
৬০. (এসব বিষয় নিয়ে) তোমরা হাসাহাসি করছো, অথচ (পরিণামের কথা ভেবে) তোমরা মোটেই কাঁদছো না, **وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ** ㉗
৬১. (মনে হচ্ছে) তোমরা সবাই উদাসীন হয়ে রয়েছো। **وَأَنْتُمْ سِمِّلُونَ** ㉘

৬২. অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে  
সাজদাবন্ত হও এবং তাঁরই এবাদাত করো।

আয়াত ৫৫  
রঞ্জু ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبِّهِمْ أَلَّا يَنْهَا تَأْلِمَانِ

সূরা আল কুমার  
মকাব অবতীর্ণ

১. কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ  
হয়ে গেছে !

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ①

২. (কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যদি কোনো <sup>وَ</sup> <sup>أَنْ</sup> <sup>يَرَوْا</sup> <sup>أَيَّةً</sup> <sup>يَعْرِضُوا</sup> <sup>وَيَقُولُوا</sup> <sup>سَحْرٌ</sup>  
নির্দর্শন দেখে তাহলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়  
এবং বলে, এটা হচ্ছে এক চিরাচরিত যাদুকরী  
(ব্যাপার) ।

وَأَنْ يَرَوْا أَيَّةً يَعْرِضُوا وَيَقُولُوا سَحْرٌ

ষ্ট-<sup>أَنْ</sup> مستির

৩. তারা (সত্যকে) অস্তীকার করে এবং নিজেদের  
খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, (আসলে) প্রত্যেকটি  
(কাজেরই) একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি (-র সময়)  
রয়েছে।

وَكَذَّ بُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ

ষ্ট-<sup>أَنْ</sup> مستির

৪. অবশ্যই এ লোকদের কাছে (অতীত জাতিসমূহের  
আয়াবের) সংবাদ এসেছে, (এমন সংবাদ) যাতে  
(শাস্তির) হৃশিয়ারী রয়েছে,

وَلَقَ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مِزْدَجْرٌ ②

৫. এগুলো হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানসমৃদ্ধ ঘটনা, যদিও  
এসব সতর্কবাণী তাদের কোনোই উপকারে আসে  
না,

حِكْمَةٌ بِالْغَيْثَةِ فَمَا تَعْنِي النَّذِرُ ③

৬. (হে নবী,) তুমি এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে  
নাও। (যেদিন কেয়ামত হবে) সেদিন একজন  
আহ্বানকারী এদের একটি অপ্রিয় বিষয়ের দিকে  
আহ্বান করবে—

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمًا يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى

شَيْئِ نُكَرٍ ④

৭. (সেদিন) তারা অবনত দৃষ্টি নিয়ে (একে একে)  
কবর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেন বিক্ষিণ্ণ  
পঞ্জপালের দল,

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ

الْأَجَانِثِ كَانُهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ⑤

৮. তারা সবাই (তখন সেই) আহ্বানকারীর দিকে  
দৌড়াতে থাকবে; যারা (এ দিনকে) অস্তীকার  
করেছিলো, তারা বলবে, এ তো (আসলেই) একটি  
ভয়াবহ দিন!

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفَّارُ

هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ⑥

৯. এদের আগে নৃহের জাতিও (এসব কথা)  
অস্তীকার করেছিলো, তারা আমার বান্দা (নৃহ)-কে  
মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা তাকে পাগল বলে  
আখ্যায়িত করেছে, তাকে (নানাভাবে) ধর্মকও দেয়া  
হয়েছিলো।

كَلَّ بَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ فَكَلَّ بُوا عَبْدَتَ

وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَذْدِرٌ ⑦

১০. অতপর সে তার মালিককে ডাকলো (এবং  
বললো) আমি একান্ত অসহায়, অতএব তুমি (এদের  
কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও।

فَلَعَّا رَبِّهِ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ ⑧

فَتَّحْنَا لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مِّنْهُ<sup>১১</sup>

১১. এরপর আমি (তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং) প্রবল বৃষ্টির পানি বর্ষণের জন্যে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম,

وَفَجَرْنَا لِلأَرْضَ عِيُونًا فَالْتَّقَى الْمَاءُ<sup>১২</sup>  
عَلَى آمْرِقَ قُلَرَ<sup>১৩</sup>

১২. ভূমির স্তর (বিদীর্ণ করে তাকে পানির) প্রচন্ড প্রস্তরবণে পরিগত করলাম, অতপর (আসমান ও যমীনের) পানি এক জায়গায় মিলিত হলো এমন একটি কাজের জন্যে, যা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিলো,

وَهَمْلَنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدِ وَدَسِّ<sup>১৪</sup>

১৩. তখন আমি তাকে কাঠ ও পেরেক (নির্মিত একটি) যানে উঠিয়ে নিলাম,

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفَّارَ<sup>১৫</sup>

১৪. যা আমার (প্রত্যক্ষ) দৃষ্টির সামনে (দিয়ে) বয়ে চললো, এটি ছিলো সে ব্যক্তির জন্যে একটি (বড়ো ধরনের) পুরক্ষার, যাকে অধীকার করা হয়েছিলো।

وَلَقَنْ تَرْكَنَاهَا أَيَّةً فَهَلْ مِنْ مَلِكِ<sup>১৬</sup>

১৫. আমি (জলযানসদৃশ) সে জিনিসটিকে (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) একটি নির্দর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি, কে আছে (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنَذِرِ<sup>১৭</sup>

১৬. (দেখে নাও,) কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আয়াব এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

وَلَقَدْ يَسِّرَنَا الْقُرْآنَ لِلنِّكْرِ فَهَلْ مِنْ<sup>১৮</sup>  
মَلِكِ<sup>১৯</sup>

১৭. আমি অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (এর থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

كَلَّ بَثْ عَادَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنَذِرِ<sup>২০</sup>

১৮. আ'দ জাতির লোকেরাও (নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (দেখে নাও তাদের জন্যে) আমার আয়াব কেমন (কঠোর) ছিলো এবং (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّافًا فِي يَوْمٍ<sup>২১</sup>  
نَحْسِ مُسْتَهْرِ<sup>২২</sup>

১৯. এক স্থায়ী কুলক্ষণের দিনে আমি তাদের ওপর ঝাঙ্গা বিকুঠু বায়ু প্রেরণ করেছিলাম,

تَنْزَعُ النَّاسَ «كَانُهُمْ أَعْجَازُ تَخْلِ<sup>২৩</sup>  
منَعِ<sup>২৪</sup>

২০. যা মানুষদের এমনভাবে ছুঁড়ে মারছিলো, যেন তা খেজুর গাছের এক একটি উৎপাটিত কান্দ!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنَذِرِ<sup>২৫</sup>

২১. (দেখে নাও) কেমন ছিলো আমার আয়াব আর (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

وَلَقَدْ يَسِّرَنَا الْقُرْآنَ لِلنِّكْرِ فَهَلْ مِنْ<sup>২৬</sup>  
মَلِكِ<sup>২৭</sup>

২২. অবশ্যই আমি উপদেশ গ্রহণের জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

২৩. সামুদ সম্প্রদায়ও (আয়াবের) সতর্ককারী (নবী ও রসূল)-দের মিথ্যা প্রতিগ্রন্থ করেছিলো ।

كَلَّ بَثْ ثَمُودٍ بِالنَّدْرِ ③

فَقَالُوا إِبْشِرًا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي نَدْلٍ وَسُرْعٍ

২৪. তারা বলেছিলো, আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন লোকের কথা মেনে চলবো? তার আনুগত্য করলে আমরা গোমরাহী ও পাগলামিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বো ।

২৫. আমাদের মাঝে সে-ই কি একমাত্র ব্যক্তি ছিলো- যার ওপর (আল্লাহর) ওহী নাযিল করা হয়েছে, (আসলে) সে হচ্ছে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও অহংকারী ব্যক্তি ।

২৬. আগামীকাল (মহাবিচারের দিন) তারা জানতে পারবে, তাদের মধ্যে কে ছিলো মিথ্যাবাদী ও অহংকারী!

২৭. অবশ্যই আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে একটি উদ্ধৃতি পাঠাবো, তুমি একান্ত কাছে থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য করো এবং দৈর্ঘ্য ধরো,

২৮. তাদের জনিয়ে দাও, (কুয়ার) পানি অবশ্যই তাদের (ও উদ্ধৃতির) মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সবাই (পালাত্রামে) কুয়ার পাশে হামির হবে ।

২৯. অতপর তারা (বিদ্রোহের জন্যে) তাদের বন্ধুকে ডাকলো, সে (উদ্ধৃতিকে ছুরি দিয়ে) আক্রমণ করলো এবং (তার পায়ের) নলি কেটে ফেললো ।

৩০. (পরিণামে তোমরা দেখেছো) কেমন ছিলো আমার আয়াব, (কতো সত্য ছিলো) আমার সতর্কবাণী!

৩১. আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম মাত্র একটি গর্জন, এতেই তারা শুক শাখাপল্লুর নির্মিত জন্ম জানোয়ারদের দলিত খোঁয়াড়ের মতো হয়ে গেলো ।

৩২. বোবার জন্যে আমি কোরআনকে সহজ করে নাযিল করেছি, কে আছে (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করার?

৩৩. লৃতের জাতির লোকেরাও সতর্ককারী (নবী)-দের মিথ্যাবাদী বলেছিলো ।

৩৪. অবশ্যই আমি তাদের ওপর পাথর (নিক্ষেপকারী) বৃষ্টি প্রেরণ করলাম, লৃতের পরিবার পরিজন ও তার অনুবর্তনকারীদের বাদে; রাতের শেষ প্রহরেই আমি তাদের উদ্ধার করে নিয়েছিলাম,

كَلَّ بَثْ قَوْمٌ لُّو طِبِالنَّدْرِ ③

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا لُوطٌ نَجِيَنَاهُ بِسَحْرٍ ③

نَعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كُلُّ لِكَ نَجْزِي مِنْ  
৩৫. এটা ছিলো আমার পক্ষ থেকে একটা অনুগ্রহ; যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা আদায় করে আমি তাকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

شَكَرٌ

৩৬. লৃত আমার কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে তাদের ভয় দেখিয়েছিলো; কিন্তু এ সতর্কীকরণে তারা বাকবিতভা শুরু করে দিলো।

وَلَقَدْ أَنْ رَهْبَرْ بَطْشَتَنَا فَتَهَارَوا بِالنَّدِيرِ

৩৭. (একপর্যায়ে) তারা তার কাছে এসে (কুমতলবের জন্যে) তার মেহমানদের (নিয়ে যাবার) দাবী করলো, আমি (তখন) তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম, (আমি তাদের বললাম), এবার তোমরা আমার আযাব উপভোগ করো এবং সতর্ককারী (নবীদের অবজ্ঞা করার পরিণামটা)-ও ভোগ করো!

৩৮. প্রত্যুষেই তাদের ওপর আমার অমোঘ আযাব প্রচন্ড আঘাত হানলো,

وَلَقَدْ صَبَحَمْ بَكْرَةً عَذَّابٌ مُسْتَقْرِ

৩৯. (আমি বললাম,) অতপর তোমরা আমার এ আযাব আঙ্গাদন করতে থাকো এবং (আমার) সতর্ককারীদের উপেক্ষা করার পরিণামটাও ভোগ করো।

فَلْ وَقُوا عَذَّابِي وَنُذِيرِ

৪০. আমি এ কোরআনকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে সহজ (করে নায়িল) করেছি, কিন্তু কেউ আছে কি (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার?

وَلَقَدْ يَسِّرَنَا الْقُرْآنَ لِلنِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

مِنْ كِرِ

৪১. ফেরাউনের জাতির লোকদের কাছেও আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী এসেছিলো,

وَلَقَدْ جَاءَ أَلْ فِرْعَوْنَ النَّذِيرَ

৪২. (কিন্তু) তারা আমার আয়াতসমূহকে অধীকার করেছে, (পরিণামে) আমি তাদের পাকড়াও করলাম— ঠিক যেমনি করে সর্বশক্তিমান সত্তা (বিদ্রোহীদের) পাকড়াও করে থাকেন।

كَنْ بُوا بِأَيْتَنَا كِلَّهَا فَأَخَلَّ نَهْمَ أَخْلَ عَزِيزٍ

مُقْتَلِرِ

৪৩. তোমাদের (সমাজের) এ কাফেররা তোমাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের চাইতে কি (শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে) উৎকৃষ্ট? অথবা (আমার) কিতাবের কোথাও কি তোমাদের জন্যে অব্যাহতি (-মূলক কিছু) রয়েছে?

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ

فِي الزِّبْرِ

৪৪. তারা কি বলছে যে, আমরা হচ্ছি একটি অপরাজেয় দল!

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جِمِيعٌ مُنْتَصِرٌ

৪৫. অচিরেই (তুমি দেখবে) এ (অপরাজেয়) দলটিই শোচনীয়ভাবে পেরাজিত হয়ে যাবে এবং (সম্মুখসমরে) তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে।

سَيْهَمْ أَمْ أَبْعَجُ وَيَوْلُونَ الْبَرِ

৪৬. তাছাড়া তাদের (শাস্তিদানের) নির্ধারিত ক্ষণ কেয়ামত তো রয়েছেই, আর কেয়ামত হবে বড়োই কাঠ্ঠন ও বড়োই তিক্ত।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِلٌ هُمْ وَالسَّاعَةُ آدِهٌ

وَأَمْرٌ

৪৭. অবশ্যই এসব অপরাধীরা (নির্দারণ) বিভাসি ও  
বিকারঠান্তরার মাঝে পড়ে আছে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْدَرٌ

৪৮. যেদিন তাদের উপুড় করে (জাহানামের) আগুনের দিকে ঢেলে নেয়া হবে (তখন তাদের বলা হবে); এবার তোমার জাহানামের (আয়াবের) স্বাদ উপভোগ করো,

يَوْمَ يُسْجِبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ  
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ⑧٢٧

৪৯. অবশ্যই আমি সব কয়টি জিনিসকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছি।

٨٦) اَنَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنِه بِقَدْرِ

৫০. (আর) আমার হৃকুম! সে তো এক নিম্নোচ্চে  
চোখের পলকের মতোই (কার্যকর হয়)।

وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِيعٌ بِالْبَصَرِ ②

৫১. তোমাদের বহু (বিদ্রোহী) জাতিকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করার মতো কেউ?

وَلَقَنَ أَهْلَكُنَا أَشْيَا عَكْرَمَ فَهَلْ مِنْ مُلْكٍ<sup>②</sup>

৫২. তারা যা কিছু করছে (তার) সবটুকুই (তাদের আমলনামায়) সংরক্ষিত আছে।

وَكُلْ شَيْءٍ فَعَلَوْهُ فِي الزَّبْرِ

৫৩. (সেখানে রয়েছে) প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়, লিপিবদ্ধ  
আছে প্রতিটি বড়ো বিষয়ও।

وَكُلْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ

৫৪. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহকে) ভয় করেছে,  
তারা অনাদিকাল (সুরম্য) জন্মাতে ও (প্রবাহমান)  
ঝর্ণাধারায় থাকবে,

أَنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّةٍ وَنَهَرٍ<sup>٢٨</sup>

৫৫. (তারা অবস্থান করবে) সম্মানজনক জায়গায়,  
বিশাল ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ  
তায়ালার সানিধ্যে।

**فِي مَقْعَدِ صَلْقٍ عَنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَلٍ رَّ**



১. পরম করুণাময় (আল্লাহ তায়ালা), الْرَّحْمَنُ ۝
  ২. তিনি (তোমাদের) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন; عَلَمَ الرَّقْبَانِ ۝
  ৩. তিনি মানুষ বানিয়েছেন, خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝
  ৪. তিনি তাকে (কথা) বলা শিখিয়েছেন। عَلَمَ الْبَيَانَ ④
  ৫. সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক  
(তাদের কক্ষপথে) চলছে, الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَسْبَانٍ ۝
  ৬. (যমীনে উৎপাদিত যাবতীয়) লতাপাতা ও  
গাছগাছড়া তাঁরই সামনে সাজাদাবন্ত হয়, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُ ۝
  ৭. আসমান— তাকে তিনি সমুন্নত করে রেখেছেন  
এবং (ভারসাম্যের জন্যে) তিনি একটি মানদণ্ড স্থাপন  
করেছেন, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

৮. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে,) যেন তোমরা কখনো মানদণ্ডে  
সীমা অতিক্রম না করো।

أَلَا تَطْغُوا فِي الْبَيْرَانِ<sup>⑥</sup>  
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا  
الْمِيزَانَ<sup>⑦</sup>

৯. ইনসাফ মোতাবেক তোমরা ওয়ন প্রতিষ্ঠা করো  
এবং (ওয়নে কম দিয়ে) তোমরা (এই) মানদণ্ডের  
ক্ষতি করো না।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلَّانَامٌ<sup>⑧</sup>

১০. আল্লাহ তায়ালা (ভূমণ্ডলকে) সৃষ্টিরাজির জন্যে  
(বিছিয়ে) রেখেছেন,

১১. তাতে রয়েছে (অসংখ্য) ফলমূল, (রয়েছে)  
খেজুর, যা খোসার আবরণে (ঢাকা),  
فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ<sup>⑨</sup>

وَأَكْبَرُ ذُو الْعَصْفِ وَالرِّيحَانُ<sup>⑩</sup>

১২. (রয়েছে) ভূষিযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধিযুক্ত  
(ফল),

فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑪</sup>

১৩. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের  
মালিকের কোন নেয়ামত অঙ্গীকার করবে!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ<sup>⑫</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑬</sup>

১৪. তিনি মানুষকে বানিয়েছেন পোড়ামতো শুকনো  
ঠনঠনে এক টুকরো মাটি থেকে-

وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ نَارٍ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

১৫. এবং জিন্দের বানিয়েছেন আগুন থেকে,

فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

১৬. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের  
মালিকের কোন নেয়ামত অঙ্গীকার করবে!

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

১৭. (তিনি দুই মওসুমের) দুই উদয়াচলের রব এবং  
রব দুই অস্তাচলেরও।

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

১৮. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের  
মালিকের কোন নেয়ামত অঙ্গীকার করবে!

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

১৯. তিনি দুটি সমুদ্রকে (বয়ে চলার জন্যে) ছেড়ে  
দিয়ে রেখেছেন যেন তা একে অপরের সাথে মিশে  
যেতে পারে,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنِ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

২০. (তারপরও) তাদের উভয়ের মাঝে একটি  
অস্তরাল (থেকে যায়)- যার সীমা তারা অতিক্রম করে  
না,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنِ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

২১. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের  
মালিকের কোন নেয়ামত অঙ্গীকার করবে!

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

২২. উভয় (সমুদ্র) থেকেই তিনি প্রবাল ও মুক্তা বের  
করে আনেন,

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

২৩. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের  
মালিকের কোন নেয়ামত অঙ্গীকার করবে!

وَلَهُ الْجَوَارُ الْمَنْشَئُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ<sup>⑯</sup>  
فِيَابِي أَلَاءِ رَبِّكَمَا تَكَلِّبُ بِنِ<sup>⑯</sup>

২৫. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নেয়ামত অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا رَبِّكَمَا تَكُنْ بِّيٰ ۝

২৬. (যদীন ৩) তার ওপর যা কিছু আছে তা সবই (একদিন) বিলীন হয়ে যাবে,

كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

২৭. বাকী থাকবে শুধু তোমার মালিকের সত্তা - যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব,

وَيَقِيٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ۝

২৮. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নির্দর্শন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا رَبِّكَمَا تَكُنْ بِّيٰ ۝

২৯. এই আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে যতো কিছু আছে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর কাছেই চায়; (আর) প্রতিদিন (প্রতি ক্ষণ) কোনো না কোনো কাজে তিনি তৎপর রয়েছেন,

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ  
يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ ۝

৩০. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নির্দর্শন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا رَبِّكَمَا تَكُنْ بِّيٰ ۝

৩১. (এই তৎপরতার মাঝেও কিন্তু) আমি তোমাদের (হিসাবের) জন্যে সময় বের করে নেবো,

سَنَفِرْغُ لَكُمْ أَيْدِيَ الشَّقْلِيٰ ۝

৩২. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নির্দর্শন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا رَبِّكَمَا تَكُنْ بِّيٰ ۝

৩৩. হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়, যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমারেখা অতিক্রম করার তোমাদের সাধ্য থাকে তাহলে (যাও!) তা অতিক্রম করেই দেখো; (কিন্তু আমার দেয়া) ক্ষমতা ছাড়া তোমরা কিছুতেই (এ সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না,

يَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ  
تَنْفِذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
فَانْفِلْرُوا لَا تَنْفِلُونَ إِلَّا بِسُلطَنِيٰ ۝

৩৪. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নির্দর্শন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا رَبِّكَمَا تَكُنْ بِّيٰ ۝

৩৫. (ক্যোমতের দিন) তোমাদের উভয় সম্প্রদায়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাঠানো হবে, তোমরা (তা) প্রতিরোধ করতে পারবে না,

يَرْسَلَ عَلَيْكُمَا شَوَّاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنَحَاسٌ  
فَلَا تَنْتَصِرُنِ ۝

৩৬. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নির্দর্শন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا رَبِّكَمَا تَكُنْ بِّيٰ ۝

৩৭. যখন আসমান ফেটে যাবে তখন তা (লাল) চামড়ার মতো রক্তবর্ণ হয়ে পড়বে,

فَإِذَا أَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً  
كَالْدِهَانِ ۝

৩৮. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন্ নির্দর্শন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا رَبِّكَمَا تَكُنْ بِّيٰ ۝

৩৯. সেদিন কোনো মানুষ ও জিনের (কাছ থেকে তার) অপরাধ সম্পর্কে (কোনো কৈফিয়ত) জানতে চাওয়া হবে না,

فِيَوْمَئِنِ لَا يَسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا  
جَانٌ ۝

৪০. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নির্দশন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا إِرَبِكَمَا تَكْنِبِينَ  
৪০)

৪১. অপরাধীরা তাদের চেহারা দিয়ে (সেদিন এমনই) চিহ্নিত হয়ে যাবে, (অপরাধের নথি অনুযায়ী) তাদের কপালের চুল ও পা ধরে ধরে (চেঁচড়ে) নেয়া হবে,

يَعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بِسِيمِهِمْ فَيُؤْخَلُ  
بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَارِ  
৪১)

৪২. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নির্দশন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا إِرَبِكَمَا تَكْنِبِينَ  
৪২)

৪৩. (সেদিন বলা হবে,) এ হচ্ছে সেই জাহানাম, যাকে অপরাধী ব্যক্তিরা মিথ্যা বলতো,

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا  
الْمَجْرِمُونَ  
৪৩)

৪৪. (সেদিন) তারা তার ফুটস্ট পানি ও জাহানামের মাঝে ঘুরতে থাকবে,

يَطْفَوُنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيرٍ أَنِ  
৪৪)

৪৫. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নির্দশন অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا إِرَبِكَمَا تَكْنِبِينَ  
৪৫)

৪৬. যে ব্যক্তি তার নিজের মালিকের সামনে দাঁড়াবার (সময়কে) ভয় করবে, তার জন্যে থাকবে দুটো (সুরম্য) বাগিচা,

وَلَئِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَتِي  
৪৬)

৪৭. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অবীকার করবে,

فِيَابِيٰ أَلَّا إِرَبِكَمَا تَكْنِبِينَ  
৪৭)

৪৮. সে (বাগিচা) দুটো হবে ঘন শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট,

ذَوَاتًا أَفَنَانِ  
৪৮)

৪৯. অতপর (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا إِرَبِكَمَا تَكْنِبِينَ  
৪৯)

৫০. সেখানে দুটো বর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে,

فِيهِمَا عَيْنِ تَجَرِيْ  
৫০)

৫১. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অঙ্গীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا إِرَبِكَمَا تَكْنِبِينَ  
৫১)

৫২. সেখানে প্রতিটি ফল থাকবে দু' দু'প্রকারের,

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجِينَ  
৫২)

৫৩. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অবীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّا إِرَبِكَمَا تَكْنِبِينَ  
৫৩)

৫৪. (জান্নাতীরা সেখানে) রেশমের আস্তর দিয়ে মোড়ানো পুরু ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে, (এ সময়) উভয় উদ্যান (ফলসহ তাদের সামনে) ঝুলস্ত অবস্থায় থাকবে,

مَتَكَيْنَ عَلَى فِرْشٍ بَطَائِنَهَا مِنْ إِسْتَبْرِقٍ  
وَجَنَا الْجَنْتَيْنِ دَانِ  
৫৪)

৫৫. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অবীকার করবে!

فِيَابِيٰ أَلَّা إِرَبِكَمَا تَكْنِبِينَ  
৫৫)

৫৬. সেখানে (আরো) থাকবে আয়তনয়না হুর, যাদের এদের আগে কোনো মানুষ কিংবা জিন কখনো স্পর্শ পর্যন্ত করেনি,

فِيهِنْ قَصْرُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِهِنْ  
إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ  
৫৬)



৭৭. অতএব (হে মানুষ ও জিন), তোমরা তোমাদের মালিকের কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে,

فَبِأَيِّ الْأَءِ رَبِّكُمَا تَكْنِبُونَ ⑨

৭৮. কতো মহান তোমার মালিকের নাম, তিনি মহাথ্রাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল। ৯৮

تَبَرَّكَ أَسْمُرَبَّكَ ذِي الْجَلِيلِ وَالْاَكْرَامِ ৯৮

আয়াত ৯৬  
রূকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল ওয়াক্তেয়াহ  
মকায় অবতীর্ণ

১. যখন (কেয়ামতের অবশ্যভাবী) ঘটনাটি সংঘটিত হবে,

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①

২. (তখন) কেউই তার সংঘটিত হওয়ার অস্বীকারকারী থাকবে না।

لَيْسَ لِوَقْتَهَا كَاذِبٌ ②

৩. এ (ঘটনা)-টি হবে (কারো মর্যাদা) ভুলুষ্টিকারী, আর (কারো মর্যাদা) সমুন্নতকারী,

خَافِضَةً رَافِعَةً ③

৪. পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে,

إِذَا رَجَتِ الْأَرْضُ رَجًا ④

৫. পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,

وَبَسْتِ الْجِبَالِ بَسًا ⑤

৬. অতপর তা বিক্ষিপ্ত ধুলাবালিতে পরিণত হয়ে যাবে,

فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْبِثًا ⑥

৭. আর তোমরা (মানুষরা তখন) তিন ভাগ হয়ে যাবে;

وَكَنْتُمْ أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑦

৮. (প্রথমত হবে) ডান দিকের দল, (তোমরা কি জানো এ) ডান দিকের লোক কারা?

فَاصْحَابُ الْبَيْتَنَاهُ مَا أَصْحَابُ الْمَيْتَنَاهُ ⑧

৯. (দ্বিতীয়ত হবে) বাম দিকের দল, কারা এ বাম দিকের লোক (তা কি তোমরা জানো)?

وَاصْحَابُ الْمَشْئَمَهُ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَهُ ⑨

১০. (তৃতীয়ত হবে) অগ্রবর্তী (ঈমান আনয়নকারী) দল, এরা (হবে) অহঙ্গামী দল,

وَالسَّبِقُونَ السَّبِيقُونَ ⑩

১১. এরা হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার) একান্ত ঘনিষ্ঠ বান্দা,

أُولَئِكَ الْمَقْرُوبُونَ ⑪

১২. (এরা) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্মাতসমূহে (অবস্থান করবে)।

فِي جَنَّتِ النَّعِيرِ ⑫

১৩. (এদের) বড়ো অংশটি (হবে) আগের লোকদের মধ্য থেকে,

ثُلَّةً مِنَ الْأَوْلَيْنِ ⑬

১৪. আর সামান্য (একটি অংশই) থাকবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকে;

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِيْنِ ⑭

১৫. (তারা) স্বর্ণখচিত আসনের ওপর (উপবিষ্ট থাকবে),

عَلَى سِرِّ مَوْضُونَةٍ ⑮

১৬. তার ওপর তারা (একে অপরের) মুখোযুথি (আসনে) হেলান দিয়ে (বসবে)।

مَتَكَبِّئِينَ عَلَيْهَا مَتَقْبِلِيْنَ ⑯

১৭. তাদের চারপাশে (তাদের সেবার জন্যে) চির  
কিশোরদের একটি দল ঘুরতে থাকবে,  
**يَطْوِفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانْ مَخْلُونَ** ୧୨
১৮. পানপাত্র ও প্রবাহমান সুরা ভর্তি পেয়ালা নিয়ে  
(এরা প্রস্তুত থাকবে),  
**بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ هُوَ كَاسٍ مِّنْ مَعِينٍ** ୧୩
১৯. সেই (সুরা পান করার) কারণে তাদের  
কোনো শিরপীড়া হবে না, না তারা (কোনো রকম)  
নেশাধৃষ্ট হবে,  
**لَا يُصْعِنَ عَوْنَانَهَا وَلَا يَنْزِفُونَ** ୧୪
২০. (সেখানে থাকবে) তাদের নিজ নিজ পছন্দমতো  
ফলমূল,  
**وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخْبِرُونَ** ୧୫
২১. (থাকবে) তাদের মনের চাহিদা মোতাবেক  
(রকমারি) পাখীর গোশত;  
**وَلَحْمٌ طَيْرٌ مِّمَّا يَشْتَهِونَ** ୧୬
২২. (তাদের জন্যে মজুদ থাকবে) সুন্দরী সুনয়না  
সাথীরা,  
**وَحْوَرٌ عَيْنٌ** ୧୭
২৩. তারা যেন (স্বত্ত্বে) ঢেকে রাখা এক একটি  
মুক্তা,  
**كَامْثَالٌ الْلَّوْلُؤُ الْمَكْنُونِ** ୧୮
২৪. (এগুলো হচ্ছে তাদের) সে (কাজের) পুরক্ষার যা  
তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।  
**جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** ୧୯
২৫. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন কথাবার্তা শুনতে  
পাবে না, না শুনতে পাবে কোনো পাপের কথা!  
**لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيْمًا** ୨୦
২৬. বরং বলা হবে (শুধু) শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি!  
**إِلَّا قِيلَادْ سَلَمًا سَلَمًا** ୨୧
২৭. (এরপর থাকবে) ডান পাশের লোক, আর কারা  
(এ) ডান পাশের লোক; (তা কি তুমি জানো?)  
**وَاصْحَبُ الْيَمِينِ مَا مَأْمُوذُ الْيَمِينِ** ୨୨
২৮. (তারা অবস্থান করবে এমন এক উদ্যানে,)  
যেখানে থাকবে কাঁটাবিহীন বরই গাছ,  
**فِي سِلْرِ مَخْضُودٍ** ୨୩
২৯. (থাকবে) কাঁদি কাঁদি কলা,  
**وَطَلْحٌ مَنْضُودٌ** ୨୪
৩০. ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকবে,  
**وَظَلٌ مَمْدُودٌ** ୨୫
৩১. আরও থাকবে প্রবাহমান (ঝর্ণাধারার) পানি,  
**وَمَاءً مَسْكُوبٍ** ୨୬
৩২. পর্যাণ (পরিমাণ) ফলমূল,  
**وَفَاكِهَةَ كَثِيرَةٍ** ୨୭
৩৩. যার সরবরাহ কখনো শেষ হবে না এবং (যার  
ব্যবহার কখনো) নিয়ন্ত করা হবে না,  
**لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْتُوعَةٌ** ୨୮
৩৪. থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা;  
**وَفِرْشٌ مَرْفُوعَةٌ** ୨୯
৩৫. আমি তাদের (সাথী হৃদের) বানিয়েছি (-ঠিক)  
বানানোর মতো (করেই),  
**إِنَّا نَشَانَهُمْ إِنْشَاءٌ** ୩୦

৩৬. (তাদের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য,) আমি তাদের চির কুমারী করে রেখেছি,

فَجَعَلْنَاهُمْ أَبَكَارًا ۝

৩৭. তারা (হবে) সমবয়সী প্রেম সোহাগিনী,

عَرَبًا أَتَرَابًا ۝

৩৮. (এসব হচ্ছে প্রথম দলের) ডান পাশের লোকদের জন্যে;

لِاصْحَبِ الْيَيْمِينِ ۝

৩৯. (এ ডান পাশের লোকদের) এক বিরাট অংশই হবে (কিন্তু) আগের লোকদের মাঝ থেকে,

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝

৪০. (আবার) অনেকে হবে পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকেও;

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝

৪১. (অতপর থাকবে) বাম পাশের লোক, (তুমি কি জানো) এ বাম পাশের লোক কারা;

وَاصْحَبُ الشَّمَائِلَ مَا مَأْصَبُ الشِّمَائِلِ ۝

৪২. (তাদের অবস্থান হবে জাহানামের) উন্নত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে-

فِي سَمَوٍ وَّهَمِيمٍ ۝

৪৩. এবং (ঘন) কালো রঙের ধোয়ার ছায়ায়,

وَظِيلٌ مِّنْ يَحْمُورٍ ۝

৪৪. (সে ছায়া যেমন) শীতল নয়, (তেমনি তা কোনো রকম) আরামদায়কও নয়।

لَا يَبَدِّدُ وَلَا كَرِيمٍ ۝

৪৫. নিসন্দেহে এরা (সেসব লোক যারা) এর আগে (দুনিয়ায়) অত্যন্ত সুখ সম্পদে কাটাতো,

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ ۝

৪৬. এরা বার বার বড়ো বড়ো পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো,

وَكَانُوا يَصْرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ۝

৪৭. এরা বলতো, আমরা যখন মরে যাবো আমরা যখন মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো- তখনও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে?

وَكَانُوا يَقُولُونَ هَذِئِنَا مَتَّنَا وَكَنَا تَرَابًا  
وَعَظَامًا إِنَّا لَمَبْعَثُونَ ۝

৪৮. আমাদের বাপদাদা এবং পূর্বপুরুষদেরও কি (জীবিত করা হবে)?

أَوْ أَبَاؤنَا الْأَوْلَوْنَ ۝

৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই আগে পরের সব লোককেই-

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ۝

৫০. একটি নির্দিষ্ট দিনে (একটা নির্দিষ্ট সময়ে) জড়ে করা হবে !

لَمْ يَجْمُعُونَ هَذِهِ مِيقَاتٍ يَوْمًا مَعْلُومٍ ۝

৫১. অতপর (কাফেরদের বলা হবে,) ওহে পথভ্রষ্ট ও (এ দিনের আগমনকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিরা,

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْمَانُ الظَّالِمِينَ الْمَكِينِ بُونَ ۝

৫২. (আজ) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে 'ঘাক্কুম' (নামক একটি) গাছের অংশ,

لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقْوَنِ ۝

৫৩. তা দিয়েই তোমরা (আজ তোমাদের) পেট ভরবে,

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبَطْوَنَ ۝

৫৪. তার ওপর তোমরা পান করবে (জাহানামের) ফুটন্ত পানি,

فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيرِ ۝

৫৫. তাও আবার পান করতে থাকবে (মরণভূমির) তৎস্মাত্ত উট্টর মতো করে;

فَشَرِبُونَ شَرَبَ الْمَهِيرِ ⑩

৫৬. এই হবে (সেদিন) তাদের (যথার্থ) মেহমানদারী;

هَذَا نَزَّلَهُرُ يَوْمَ الْلِيْلِ ⑪

৫৭. আমি (যে) তোমাদের সবাইকে পয়দা করেছি- (এ কথাটা) তোমরা কি স্বীকার করো না?

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَلِّقُونَ ⑫

৫৮. তোমরা যে (সন্তান উৎপাদনের জন্যে এক বিন্দু) বীর্যপাত করে আসো, সে সম্পর্কে (কখনো) কি ভেবে দেখেছো?

أَفَرَءَ يَتَمِّرِ مَا تَمْنَوْ ⑬

৫৯. (বলো তো,) তাকে কি তোমরা (পূর্ণাংগ) মানুষ বানিয়ে দাও- না আমিই তার স্বৃষ্টি?

إِنَّتِرَ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ⑭

৬০. তোমাদের মাঝে (সবার) মৃত্যু আমিই নির্ধারণ করি এবং আমি এ ব্যাপারে মোটেই অক্ষম নই যে-

نَحْنُ قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ  
بِمُسْبِقِينَ ⑮

৬১. তোমাদের মতোই আরেক দল মানুষ দিয়ে তোমাদের বদল করে দেবো এবং তোমাদেরই (আবার) এমনভাবে তৈরী করবো যে, তোমরা কিছুই জানতে পারবে না।

عَلَىٰ أَنْ نَبْلِلَ آمَثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑯

৬২. তোমরা (যখন) তোমাদের প্রথম সৃষ্টির ঘটনাটা জানতে পেরেছো, (তখন দ্বিতীয় সৃষ্টির ঘটনাকে) কেন শ্বরণ করছো না?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَآةَ الْأَوَّلِ فَلَوْلَا  
تَذَكَّرُونَ ⑰

৬৩. তোমরা (যমীনে) যে বীজ বপন করে আসো সে সম্পর্কে কি কখনো চিন্তা করেছো?

أَفَرَءَ يَتَمِّرِ مَا تَحْرُونَ ⑱

৬৪. (তা থেকে) ফসলের উৎপাদন কি তোমরা ঘটাও- না আমিই তার উৎপাদক?

إِنَّتِرَ تَرْزَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْرَّزِّعُونَ ⑲

৬৫. অর্থ আমি যদি চাই তাহলে (অংকুরিত সব) বীজ খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি, আর (তা দেখে) তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়বে,

لَوْنَشَاءٌ لَجَعْلَنَهُ حَطَامًا فَظَلَّتِرِ تَفْكُهُونَ ⑳

৬৬. (তোমরা তখন বলবে, হায়! আজ তো) আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেলো,

إِنَّا لَمْغَرِمونَ ㉑

৬৭. আমরা তো (ফসল থেকে) বঞ্চিতই থেকে গেলাম!

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ㉒

৬৮. কখনো কি তোমরা সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেছো যা তোমরা পান করো;

أَفَرَءَ يَتَمِّرِ الْمَاءَ الْلِيْلِيَّ تَشَرِبُونَ ㉓

৬৯. (আকাশের) মেঘমালা থেকে এ পানি কি তোমরা নিজেরা বর্ষণ করো- না আমি এর বর্ষণকারী?

إِنَّتِرَ أَنْزَلَتِمْوَهُ مِنَ الْمَزِّنِ أَمْ نَحْنُ  
الْمَنْزِلُونَ ㉔

৭০. অর্থ আমি চাইলে এ (সুপেয়) পানি লবণাক্ত করে দিতে পারি, কতো ভালো হতো- তোমরা যদি আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে!

لَوْنَشَاءٌ جَعْلَنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكَّرُونَ ㉕

৭১. আগুন- যা (প্রতিদিন) তোমরা প্রজ্ঞালিত করো-  
তা সম্পর্কে কি কথনো ভেবে দেখেছো?

أَفَرَءِيْتَمِ الْنَّارَ الَّتِي تُورُونَ<sup>৭১</sup>  
أَنْتَمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَنْحَى  
الْمَشْئُونَ<sup>৮১</sup>

৭২. তার (জ্বালানোর) গাছটি কি তোমরা সৃষ্টি হাঁচড়ে করেছো- না আমি এর স্রষ্টা?

৭৩. (মূলত) আমিই একে (সভ্যতার) নির্দশন করে রেখেছি এবং একে ভ্রমণকারীদের জন্যে প্রয়োজন পূরণের সামান বানিয়ে দিয়েছি।

نَحْنُ جَعَلْنَا تَلَكَرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ<sup>৭২</sup>

৭৪. অতপর (হে নবী), তুমি তোমার মহান মালিকের নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।

فَسَبِّحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ<sup>৭৩</sup>

৭৫. আমি শপথ করছি তারকাণ্ডের অস্তাচলের,

فَلَا أَقْسِرْ بِمَوْقِعِ النَّجْوِ<sup>৭৪</sup>

৭৬. সত্যই তা হচ্ছে এক মহা শপথ, যদি তোমরা কথাটা জানতে!

وَإِنَّهُ لَقَسَرَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمِ<sup>৭৫</sup>

৭৭. অবশ্যই কোরআন এক মর্যাদাবান গ্রন্থ।

إِنَّهُ لِقُرْآنَ كَرِيمٍ<sup>৭৬</sup>

৭৮. এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি (স্যত্তে) রক্ষিত প্রস্ত্রে,

فِي كِتَابِ مَكْنُونٍ<sup>৭৭</sup>

৭৯. যাদের পৃত পবিত্র বানানো হয়েছে- তারা ব্যতিরেকে তা কেউই স্পর্শ করে না;

لَا يَمْسِدُ إِلَّا الْمَطْهَرُونَ<sup>৭৮</sup>

৮০. (তা) নাফিল করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে।

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>৭৯</sup>

৮১. তোমরা কি এ (গ্রন্থের) বাণীকে সাধারণ কথা মনে করো?

أَفَبِهِدَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُلْهُونٌ<sup>৮০</sup>

৮২. এবং (এভাবে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটাকেই কি তোমরা তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নেবে?

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكَرْ تَكْبِيْتَ بُونَ<sup>৮১</sup>

৮৩. যখন কোনো (মানুষের) প্রাণ (তার) কঠনালীতে এসে পৌছে যায়,

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقَةَ<sup>৮২</sup>

৮৪. তখন তোমরা (সেখানে অসহায়ের মতো) তাকিয়ে থাকো,

وَأَنْتُمْ حِينَئِنَ تَنْظَرُونَ<sup>৮৩</sup>

৮৫. (এ সময় তো বরং) তোমাদের চাইতে আমিই সেই (মুমুর্শ) ব্যক্তির বেশী কাছে থাকি, (কিন্তু) তোমরা এর কিছুই দেখতে পাও না।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا  
تُبَصِّرُونَ<sup>৮৪</sup>

৮৬. যদি তোমরা কারো অধীন ও অক্ষম না-ই হও-

فَلَوْلَا إِنْ كَنْتُمْ غَيْرَ مَلِينِينَ<sup>৮৫</sup>

৮৭. তোমরা যদি (তোমাদের ক্ষমতার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে কেন সে (বেরিয়ে যাওয়া) প্রাণকে (পুনরায় তার দেহে) ফিরিয়ে আনো না!

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كَنْتُمْ صَلِيقِينَ<sup>৮৬</sup>

৮৮. (হাঁ)- যদি সে (মৃত) ব্যক্তিটি আল্লাহর নেকট্যপ্রাণ  
(প্রথম দলের) একজন হয়,

فَآمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرِئِينَ<sup>১৩</sup>

৮৯. তাহলে (তার জন্যে) থাকবে আরাম আয়েশ,  
উন্নত মানের আহার্য ও নেয়ামতে ভরপুর (চিরস্তন)  
জাল্লাত,

فَرَحْ وَرِيَاحَانٌ وَجْنَتٌ نَعِيمٌ<sup>১৪</sup>

৯০. আর যদি সে হয় ডান পাশের (দ্বিতীয় দলের) কেউ,

وَآمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَيْمِينِ<sup>১৫</sup>

৯১. তাহলে (তাকে এই বলে অভিনন্দন জানানো হবে যে,) তোমার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শাস্তি (আর শাস্তি, কারণ), তুমি (ছিলে) ডান পাশেরই (একজন);

فَسَلَّمَ لِكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَيْمِينِ<sup>১৬</sup>

৯২. আর যদি সে হয় (আল্লাহ তায়ালাকে) অঙ্গীকারকারী মিথ্যাবাদী পথভ্রষ্ট দলের কেউ-

وَآمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِّنِ بَيْنَ الصَّالِحِينَ<sup>১৭</sup>

৯৩. তাহলে ফুটন্ট পানি দ্বারা (তার) আপ্যায়ন করা হবে-

فَنَزَلَ مِنْ حَمِيرٍ<sup>১৮</sup>

৯৪. এবং সে জাহানামের (কঠিন) আগুনে উপনীত হবে।

وَتَصْلِيهَةَ جَحِيرٍ<sup>১৯</sup>

৯৫. নিশ্চয়ই এ হচ্ছে একটি অমোgh সত্য (ঘটনা)।

إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ<sup>২০</sup>

৯৬. অতএব (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করো।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ<sup>২১</sup>



আয়াত ২৯  
রুক্ম ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালাকের নামে-

সূরা আল হাদীদ  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রা এবং মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

سَبَحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ<sup>②</sup>

২. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, তিনি সব কিছুর ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْكِي  
وَيُبَيِّنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>③</sup>

৩. তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>④</sup>

৪. তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি হয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তাঁর আরশে সমাচীন হন; তিনি জানেন যা কিছু এ ভূমির ভেতরে প্রবেশ করে, (আবার) যা কিছু ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে। আসমান থেকে যা অবতীর্ণ হয় (তা যেমন তিনি জানেন- আবার) আসমানের দিকে যা কিছু ওঠে (তাও তিনি অবগত আছেন);

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي  
سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
وَمَا يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا<sup>⑤</sup>

তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন; তোমরা যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখছেন।

وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
⑧

৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যে, তোমরা যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْوَالُ  
ترجع الأمور ④

৬. তিনি রাতকে মিশিয়ে দেন দিনের সাথে, (আবার) দিনকে মিশিয়ে দেন রাতের সাথে; তিনি মনের (কোণে লুকিয়ে থাকা) বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত রয়েছেন।

يُولَّجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُولَّجُ النَّهَارَ فِي  
اللَّيلِ وَهُوَ عَلَيْهِ بِذَاتِ الصَّدْرِ ⑤

৭. (হে মানুষ,) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর, আর তিনি তোমাদের যে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে (তাঁরই পথে) তোমরা ব্যয় করো; অতপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং (আল্লাহর নির্ধারিত পথে) অর্থ ব্যয় করবে, জেনে রেখো, তাদের জন্যে (রয়েছে) এক মহাপুরুষকার।

أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ  
مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۚ فَالَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْكُمْ  
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ④

৮. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর ওপর ঈমান আনছো না? (অর্থ) আল্লাহর রসূল তোমাদের ডাক দিয়ে বলছেন, তোমরা তোমাদের মালিকের ওপর ঈমান আনো এবং তিনি তো (এ মর্মে) তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলেন, যদি তোমরা সত্যেই ঈমানদার হও (তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করো)।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ  
يَعْلَمُكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ  
مِشَاقِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑥

৯. তিনিই সে মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দার ওপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাখিল করেছেন, যেন তিনি তোমাদের (এর দ্বারা জাহেলিয়াতের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে নিতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু, একান্ত করণাময়।

هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَتٍ بَيْنَ  
لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَّةِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ  
اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑤

১০. তোমাদের এ কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে চাও না, (অর্থ) আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুর মালিকানা তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই; তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম (মর্যাদার অধিকারী) হবে না, যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং (মর্যাদানেও) যুদ্ধ করেছে; তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশী যারা বিজয় সাধিত হবার পর (আল্লাহর পথে) অর্থ ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে; (অবশ্য) আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরুষকার প্রদানের ওয়াদি দিয়েছেন;

وَمَا لَكُمْ لَا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُ  
مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي  
مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتحِ وَقَتَلَ  
أَوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا  
مِنْ بَعْدِ وَقْتِلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى ⑥

তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে  
পূর্ণাংগভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ

১১. কে আছে- যে ব্যক্তি আল্লাহকে ঝণ দেবে-  
উত্তম ঝণ, (যার বিনিময়) তিনি (পরকালে) তাকে  
কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্যে (থাকবে  
আরো) বড়ো ধরনের পুরস্কার,

مِنْ ذَاذِلِيَّيْرِضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا  
فِيْعِصْفَةَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ

১২. যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার  
মহিলাদের এগিয়ে যেতে দেখতে পাবে- (দেখবে)  
তাদের সামনে দিয়ে এবং তাদের ডান পাশ দিয়ে  
নূরের এক জ্যোতি ও এগিয়ে চলেছে, (এ সময় তাদের  
উদ্দেশে বলা হবে), আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ-  
(সুসংবাদ হচ্ছে) জান্নাতের, যার পাদদেশ দিয়ে  
(সুপোর্য) ঝার্ণাধারা বাইতে থাকবে, সেখানে (তোমরা)  
থাকবে অনন্তকাল; আর এটাই হচ্ছে চরম সাফল্য,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى  
نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْمَانِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ  
بَشِّرُكُمْ الْيَوْمَ جَنَتٌ تَحْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلٌ يَنْ فِيهَا دُلْكٌ هُوَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১৩. সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীরা  
ঈমানদারদের বলবে, তোমরা আমাদের দিকে একটু  
তাকাও, যাতে করে আমরা তোমাদের নূর থেকে  
কিছু নিজেরা গ্রহণ করতে পারি, তাদের বলা হবে,  
তোমরা (আজ) পেছনে ফিরে যাও এবং (সেখানে  
গিয়ে) আলোর সন্ধান করো; অতপর এদের (উভয়ের)  
মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, এতে  
একটি দরজাও থাকবে; যার ভেতরের দিকে থাকবে  
(আল্লাহর) রহমত, আর তার বাইরের দিকে থাকবে  
(ভয়াবহ) আয়াব;

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفَقُونَ وَالْمُنْفَقَتُ  
لِلَّذِينَ أَمْنَوا انْظَرْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ  
نُورُكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَّمِسُوا  
نُورًا فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ  
بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَهُ مِنْ قَبْلِهِ  
الْعَذَابُ

১৪. তখন (যারা মোনাফেক) তারা ঈমানদারদের  
ডেকে বলবে, আমরা কি (দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের  
সাথী ছিলাম না; তারা বলবে, হাঁ (অবশ্যই ছিলে),  
তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ্ধস্ত করে  
দিয়েছো, তোমরা (সব সময় সুযোগের) অপেক্ষায়  
থাকতে, (নানা রকমের) সন্দেহ পোষণ করতে,  
(আসলে দুনিয়ার) মোহ তোমাদের (ভীষণভাবে)  
প্রতারিত করে রেখেছিলো, আর এভাবেই (একদিন)  
আল্লাহর (পক্ষ থেকে মৃত্যুর) ফয়সালা এসে হায়ির  
হলো এবং এভাবেই সে (শ্যাতান) তোমাদের আল্লাহ  
তায়ালা সম্পর্কে ধোকায় ফেলে রেখেছিলো।

يَنَادِونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعْكُمْ قَالُوا بَلِي  
وَلِكِنَّكُمْ فَتَنَتُمْ أَنْفَسَكُمْ وَتَرَبَصْتُمْ  
وَارْتَبَتُمْ وَغَرَّتُمُ الْأَمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ  
أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّ كُمْ بِالْغَرُورِ

১৫. আজ (আয়াব থেকে বাঁচানোর জন্যে) তোমাদের  
কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা  
হবে না, আর না তাদের কাছ থেকে কোনো  
রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে, যারা (আল্লাহ  
তায়ালাকে) অঙ্গীকার করেছে; (আজ) তোমাদের  
(উভয়ের) ঠিকানা হবে (জাহানামের) আগুন;

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلَيْلَةٌ وَلَا مِنْ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أُوْكِرَ النَّارُ

(আর তাই) হবে তোমাদের সাথী; কতো নিক্ষেট  
তোমাদের (এ) পরিণাম!

১৬. ঈমানদারদের জন্যে এখনো কি সে ক্ষণটি  
এসে পৌছুয়নি যে, আল্লাহর (আয়াবের) আরণে-  
এবং তিনি যে সত্য (কিতাব) নাখিল করেছেন তার  
আরণে তাদের অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে। সে  
(কখনোই) তাদের মতো হবে না, যাদের এর আগে  
কিতাব দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের ওপর এক  
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলো, (ফলে) তাদের  
মনও কঠিন হয়ে গেলো; এদের মধ্যে এক বি঱াট  
অংশই হচ্ছে না-ফরমান।

১৭. তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালাই এ  
ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেন;  
অবশ্যই অমি (আমার) যাবতীয় নির্দশন তোমাদের  
জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করেছি, আশা করা যায়  
তোমরা অনুধাবন করতে পারবে।

১৮. যেসব পুরুষ ও নারী (আল্লাহর পথে) দান করে  
এবং আল্লাহকে উত্তম ঝণ প্রদান করে, তাদের (সে  
ঝণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) বহু গুণ বাঢ়িয়ে  
দেয়া হবে, (উপরত্ব) তাদের জন্যে (থাকবে আরো)  
সম্মানজনক পুরস্কার।

১৯. আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, ঈমান  
এনেছে তাঁর রসূলদের ওপর, তারাই হচ্ছে যথার্থ  
সিদ্ধীক (সত্যবাদী) ও শহীদ- তাদের মালিকের  
সামনে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী, তাদের সবার  
জন্যে রয়েছে তাদের (মালিকের পক্ষ থেকে) পুরস্কার  
এবং তাদের নিজেদের নূর (যা তাদের সাফল্যের  
প্রমাণ বহন করবে, অপরদিকে), যারা (আল্লাহকে)  
অস্ত্রীকার করেছে এবং আমার নির্দশনসমূহকে মিথ্যা  
সাব্যস্ত করেছে, তারা হবে জাহানামের বাসিন্দা।

২০. তোমরা জেনে রাখো, (তোমাদের এ) পার্থির  
জীবনটা খেলাধুলা, (হাসি) তামাশা, জাঁকজমক  
(প্রদর্শন), পরম্পর অহংকার প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা,  
ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি বাড়ানোর চেষ্টা সাধনা  
ছাড়া আর কিছুই নয়; (এটা) যেন (আকাশ থেকে  
বর্ষিত এক পশলা) বৃষ্টি, যার (উৎপাদিত) ফসলের  
সমাহার ক্ষমতের মনকে খুশীতে ভরে দেয়, অতপর  
(একদিন) তা শুকিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে তুমি  
দেখতে পাও তা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে,  
তারপর তা (অর্থহীন) খড়কুটায় পরিণত হয়ে যায়,

هِيَ مَوْلِكُهُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ<sup>১৪</sup>

الْأَمْرُ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ تَخْشَعَ  
قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ<sup>১৫</sup>  
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ  
قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْلَ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ<sup>১৬</sup>  
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسَقُونَ<sup>১৭</sup>

اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَحِيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا<sup>১৮</sup>  
قُلْ بَيْنًا لَكُمْ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>১৯</sup>

إِنَّ الْمَصْدِيقَيْنِ وَالْمَصْدِيقَتِ وَأَفْرَضُوا<sup>২০</sup>  
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ<sup>২১</sup>  
كَرِيمٌ<sup>২২</sup>

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِئِنْكَ هِرْ<sup>২৩</sup>  
الصِّلْيَقُونَ<sup>২৪</sup> وَالشَّهَدَاءُ عِنْ دِيْنِهِمْ لَهُمْ<sup>২৫</sup>  
أَجْرٌ هُرْ وَنُورٌ هُرْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّ بِوَا<sup>২৬</sup>  
بِأَيْتِنَا وَلِئِنْكَ أَصْحَبُ الْجَحِيرِ<sup>২৭</sup>

إِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ<sup>২৮</sup>  
وَزِينَةٌ وَتَفَاهُ بِيَنْكُمْ وَتَكَانُ<sup>২৯</sup>  
الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ<sup>৩০</sup>  
أَعْجَبَ الْكَفَارَ نَبَاتَهُ ثُمَّ يَهْيَجُ فَتَرْهِ<sup>৩১</sup>  
مُصْفَرًا اَمْرَ يَكُونُ حَطَاماً<sup>৩২</sup>

(এ তো হচ্ছে তাদের দুনিয়ার জীবন); আর পরকালের জীবনে (তাদের জন্যে থাকবে) কর্তৃর আশার এবং (ঈমানদারদের জন্যে থাকবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁর) ক্ষমা ও সন্তুষ্টি (সত্য কথা হচ্ছে), দুনিয়ার এ জীবন কতিপয় ধোকা প্রতারণার সামর্থ্য বৈ কিছুই নয়।

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ  
اللَّهِ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا  
مَتَاعُ الْفَرِّارِ ⑩

২১. (এ সব অর্থহীন প্রতিযোগিতা পরিহার করে) তোমরা (বরং) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (প্রতিশ্রুত) ক্ষমা ও চিরস্তন জাল্লাত পাওয়ার জন্যে এগিয়ে যাও, (এমন জাল্লাত) যার আয়তন আসমান যমীনের সমান প্রশস্ত, তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর (পাঠানো) রসূলদের ওপর ঈমান এনেছে; (মূলত) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এক অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তাকে এ (অনুগ্রহ) প্রদান করেন; আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল।

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَاهَا  
كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْلَمُ  
لِلَّهِ يَعْلَمُ مَنِ امْنَأَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلٌ  
اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْقَوْلِ  
الْعَظِيمِ ⑪

২২. (সামগ্রিকভাবে গোটা) দুনিয়ার ওপর কিংবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের ওপর কোনো বিপর্যয়ই আসে না— যা সৃষ্টির (বহু) আগেই (বিস্তারিত বিবরণসহ) তা একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তায়ালার জন্যে এ কাজ অত্যন্ত সহজ,

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي  
أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتْبٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا  
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑫

২৩. (এ ব্যবস্থা এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু হারিয়ে গেছে তার জন্যে তোমরা আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশী হৰ্ষেৎফুল্ল না হও; আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না— যারা ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে,

لَكِيلًا تَاسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا  
بِمَا أَتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ  
فَخُورٌ ⑬

২৪. (আল্লাহ তায়ালা তাদেরও ভালোবাসেন না) যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, আবার অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ দেয়; যে ব্যক্তি (আল্লাহর হৃকুম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তার জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি মহাপ্রশংসায় প্রশংসিত।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ  
بِالْبَخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ  
الْحَمِيلُ ⑭

২৫. আমি অবশ্যই আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নির্দেশনসমূহসহ (মানুষদের কাছে) পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কিতাব পাঠিয়েছি, আরো পাঠিয়েছি এক ন্যায়দণ্ড, যাতে করে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে। তাদের জন্যে আমি লোহা নায়িল করেছি, যার মধ্যে (রয়েছে) বিশুল শক্তি,

لَقَنَّا رَسُلَنَا بِالْبَيِّنِتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ  
الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولَّ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

(আরো রয়েছে) মানুষের বহুবিধি উপকার, এর মাধ্যমে ۴۰۰۰۰۰  
 (মূলত) আল্লাহ তায়ালা জেনে নিতে চান কে তাঁকে ও  
 তাঁর রসূলদের না দেখেও সাহায্য করতে এগিয়ে  
 আসে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রচন্ড শক্তিমান,  
 মহাপ্রাকৃতশক্তিমালী।

وَمِنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ  
 وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ  
 عَزِيزٌ

২৬. আমি অবশ্যই নৃহ ও ইবরাহীমকে (আমার  
 রসূল হিসেবে) প্রেরণ করেছি এবং তাদের উভয়ের  
 বংশধরদের মাঝে আমি নবুওত ও কিতাব (প্রেরণের  
 ব্যবস্থা করে) রেখেছি, অতপর তাদের মাঝে কিছু  
 কিছু লোক সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, (অবশ্য)  
 তাদের অধিকাংশ লোকই ছিলো না-ফরমান।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَابْرَاهِيمَ وَجَعْلَنَا فِي  
 ذِرِّيهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَبَ فِيهِمْ مُهَتَّلٍ  
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسَقُونَ

২৭. তারপর তাদের পথ ধরে একের পর এক অনেক  
 রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, (এক পর্যায়ে) আমি  
 মারহায়াম পুত্র দ্বিসাকে (রসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছি  
 এবং তাকে আমি (হেদায়াতের গ্রন্থ) ইঞ্জিল দান  
 করেছি, (এর প্রতিষ্ঠায়) যারা তার আনুগত্য করেছে  
 তাদের মনে (তার প্রতি) দয়া ও করুণা দান করেছি;  
 আর (এ) সন্যাসবাদ! এর উক্তব ঘটিয়েছে তারা  
 নিজেরাই, আমি কখনো এটা তাদের জন্যে নির্ধারণ  
 করিনি, (আমি তাদের শুধু বলেছিলাম) আল্লাহর  
 সন্তুষ্টি অর্জন করতে, তারা এর যথাযথ হক আদায়  
 করেনি, তারপর তাদের মধ্যে যারা দ্বিমান এনেছে  
 তাদের আমি (যথার্থ) পুরুষার দিয়েছি, কিন্তু তাদের  
 অধিকাংশ লোকই ছিলো গুনাহগৱার।

تُمْ قَفِينَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِرَسُولِنَا وَقَفِينَا  
 بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتِّيَنَهُ الْإِنْجِيلَ  
 وَجَعْلَنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً  
 وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَلَ عَوْهَا مَا كَتَبْنَا  
 عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ فِيمَا رَعَوْهَا  
 حَقَّ رِعَايَتِهِمْ فَاتَّيَنَا الَّذِينَ امْنَوْا مِنْهُمْ  
 أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسَقُونَ

২৮. হে ঈমানদার বান্দরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে  
 ভয় করো এবং তাঁর প্রেরিত রসূলের ওপর ঈমান  
 আনো, এর ফলে তিনি তোমাদের দ্বিশুণ অনুগ্রহে  
 ভূষিত করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে স্থাপন করবেন  
 সেই আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে  
 সক্ষম হবে, (উপরন্তু) তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা)  
 মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম  
 দয়ালু,

يَا يَاهَا الَّذِينَ امْنَوْا اتَّقُوا اللَّهَ وَامْنُوا  
 بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كَفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ  
 وَيَعْلَمُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ  
 لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

২৯. আহলে কিতাবরা যেন একথাটা (ভালো করে)  
 জেনে নিতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের ওপর  
 তাদের সামান্যতম কোনো অধিকারও নেই, অবশ্যই  
 যাবতীয় অনুগ্রহ সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালারই হাতে,  
 তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এ (অনুগ্রহ) দান করেন;  
 (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সুমহান, অনুগ্রহশীল।

لَئِلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَبِ أَلَا يَقْنُونَ  
 عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ  
 اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ  
 الْعَظِيمِ

আয়াত ২২  
রুক্কু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহিম আলাই তায়ালার নামে-

সূরা আল মোজাদালাহ  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. (হে রসূল,) তার কথা আল্লাহ তায়ালা (যথার্থই) শুনেছেন, যে (মহিলা) তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিলো এবং (নিজের অসুবিধার জন্যে) আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলো, (আসলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের কথাবার্তাই শুনেছেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন।

২. তোমাদের মধ্যে যারা (তাদের মায়েদের পীঠের সাথে তুলনা করে) নিজ স্ত্রীদের সাথে 'যেহার' করে (তাদের জেনে রাখা উচিত), তাদের স্ত্রীরা কিন্তু কখনো তাদের মা নয়; মা তো হচ্ছে তারা, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে; (এ কাজ করে) তারা (মূলত) অন্যায় ও মিথ্যা কথাই বলে; (তারপরও) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (মানুষের) গুণাহ মোচনকারী, পরম ক্ষমাশীল।

৩. যারা (এভাবে) তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যেহার' করে, অতপর (অনুত্ত হয়ে) যা কিছু বলে ফেলেছে তা থেকে ফিরে আসতে চায়- (তাদের জন্যে বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে শ্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দান করা; এ (বিধানে)-র মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের করণীয় কি- তা বলে দিচ্ছেন, (কেননা) তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন।

৪. যে ব্যক্তি (মুক্তিদানের জন্যে কোনো দাস) পাবে না (তার বিধান হচ্ছে), তাদের একে অপরকে শ্পর্শ করার আগে একাধারে দু'মাসের রোয়া পালন (করা, কোনো কারণে) যে ব্যক্তি (রোয়া রাখার) সামর্থ রাখবে না তার জন্যে ঘাট জন মেসকীনকে (গেট ভরে) খাওয়ানো; এ বিধান এ জন্যেই (দেয়া হয়েছে) যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো; এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, যারা (এ সীমা) অঙ্কীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে মর্মসূদ শাস্তি।

৫. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিবরণাচরণ করে তাদের তেমনিভাবে অপদষ্ট করা হবে, যেমনি করে তাদের আগের (বিদ্রোহী) লোকদের অপদষ্ট করা হয়েছিলো, আমি তো আমার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট করে নায়িল করে দিয়েছি; যারা (এসব আয়াত) অঙ্কীকার করে তাদের জন্যে অবশ্যই অপমানকর শাস্তি রয়েছে,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْعِ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصَيْرٍ ⑤

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مُنْكَرًا مِنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمْتَهِمْ إِنْ أَمْتَهِمُ إِلَّا أُنَيْ وَلَدُنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعْدُونَ لِمَا قَاتَلُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًّا شَهْرِيًّا مُتَتَابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَأَطْعَامًّا سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلِكَ حَلْوَدُ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِ يَنْ عَذَابَ أَلِيمٍ ⑥

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِّتُوا كَمَا كُبِّتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا أَيْتَ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكُفَّارِ يَنْ عَذَابَ مُهِينٍ ⑦

৬. যেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের সবাইকে পুনরায় জীবন দান করবেন তখন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা (কে) কি করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সে কর্মকাড়ের পুঁথানুপুঁথ হিসাব রেখেছেন, অথচ তারা নিজেরা সে কথা ভুলে গেছে; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তাদের সব কিছুর ওপর সাক্ষী।

৭. তুমি কি কখনো এটা লক্ষ্য করোনি যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন; কখনো এমন হয় না যে, তিনি ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলা পরামর্শ হয় এবং (সেখানে) 'চতুর্থ' হিসেবে তিনি (উপস্থিত) থাকেন না এবং পাঁচ জনের মধ্যে (কোনো গোপন পরামর্শ হয়, যেখানে) 'ষষ্ঠ' হিসেবে তিনি থাকেন না, (এ সংখ্যা) তার চাইতে কম হোক কিংবা বেশী, তারা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তাদের সাথেই আছেন, অতপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বলে দেবেন তারা (দুনিয়ায়) কি কাজ করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।

৮. তুমি কি তাদের লক্ষ্য করো না, যাদের (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সম্পর্কে) গোপন কানাঘুমা করতে নিয়েধ করা হয়েছিলো; (কিন্তু) তারা (ঠিক) তারই পুনরাবৃত্তি করলো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিলো, তারা একে অপরের সাথে সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ, মাত্রাত্তিরিক্ত বাঢ়াবাঢ়ি ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে কানাঘুমা করতে লাগলো, (অথচ) এরা যখন তোমার সামনে আসে তখন তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন জানায়, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালাও কখনো তোমাকে অভিবাদন জানান না, (আর এ প্রতারণার সময়) ওরা মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কোনো প্রকার শান্তি দিচ্ছেন না কেন? (তুমি বলো,) জাহান্নামই তাদের (শাস্তির) জন্যে যথেষ্ট, তার আগনে তারাই দঞ্চ হবে, কতো নিকৃষ্ট (সেই) বাসস্থান।

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন একে অপরের সাথে গোপনে কোনো কথা বলো, তখন কখনো কোনো পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের বিরোধিতা সম্পর্কিত কথা বলো না; বরং গোপনে কিছু বলতে হলে একে অপরকে ভালো কাজ ও (আল্লাহকে) ভয় করার কথাই বলো; (সর্বোপরি) সে সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে ভয় করো, যার সামনে তোমাদের (সবাইকেই একদিন) সমবেত করা হবে।

১০. (আসলে এদের) গোপন সলাপরামর্শ তো হচ্ছে একটা শয়তানী প্ররোচনা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদার লোকদের কষ্ট দেয়া

يَوْمَ يُبَعْثِرُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِينَيْهِمْ بِإِيمَانِهِمْ أَحَصَدَ اللَّهُ وَنْسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑤

الْمَرْتَأَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَأَبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا تَمَّ يَنْبَئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ④

الْمَرْتَأَنَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوَى تَمَّ يَعْدُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْأَشْرِ وَالْعَنْ وَإِنَّهُمْ مَعَصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَهُوكَ حَيْوَكَ بِمَا لَمْ يَحِيكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يَعْلَمُ بِنَا اللَّهُ بِمَا تَقُولُ مَحْسِبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَشْرِ وَالْعَنْ وَإِنَّهُمْ مَعَصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْأَشْرِ وَالْعَنْ وَمَعَصِيَتِ الرَّسُولِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑤

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا

(অথচ এরা জানে না), আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা ঈমানদারদের বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; (তাই) ঈমানদারদের উচিত আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা।

وَلَيْسَ بِصَارِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَمْ  
اللَّهُ فَلِيَتُوكلُّ الْمُؤْمِنُونَ ④

১১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন মজলিসসমূহে তোমাদের (একটু নড়েছড়ে) জায়গা প্রশংস্ত করে দিতে বলা হয়, তখন তোমরা জায়গা প্রশংস্ত করে দিও, (তাহলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (জান্নাতে) এভাবে জায়গা প্রশংস্ত করে দেবেন, (আবার) কখনো যদি (জায়গা ছেড়ে) ওঠে দাঁড়াতে বলা হয়, তাহলে ওঠে দাঁড়িয়ে যেও, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কেয়ামতের দিন তাদের মহার্মাদা দান করবেন; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে পূর্ণ খবর রাখেন।

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ  
تَفْسِحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسُحُوا يَفْسَحَ  
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اشْرُزُوا فَانْشُرُوا  
يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ  
أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ ④

১২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যদি কখনো রসূলের সাথে একাকী কোনো কথা বলতে চাও, তাহলে (অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা নিয়ন্ত্রনের কৌশল হিসেবে) তোমরা কিছু দান (সাদাকা) আদায় করে নেবে; এটা তোমাদের (সবার) জন্যে মংগলজনক ও পবিত্রতম পছ্টা, অবশ্য সাদাকা আদায় করার মতো তোমরা যদি কিছু না পাও তাহলে (দৃশ্চিন্তা করো না, কেননা,) আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ  
الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِيكُمْ  
صَلَّةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ  
لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ④

১৩. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সাদাকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় করণ্ণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাকো এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছো আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

إِشْفَقُتِمْ أَنْ تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ  
نَجْوِيكُمْ صَلَّى قَتْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا  
وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَأَطْيِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ④

১৪. (হে নবী,) তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ্য করোনি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায় যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন; এ (সুযোগসন্ধানী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়, (তেমনি) তারাও ওদের আপন নয়, এরা জেনে শুনে মিথ্যার ওপর শপথ করে।

أَمَرْتَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ  
اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ  
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ④

১৫. আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে (জাহানামের) কঠোর আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছেন;

অবশ্যই তারা যে কাজ করছিলো তা (জগ্ন্য)  
অপরাধের কাজ।

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑥

১৬. তারা তাদের শপথগুলোকে (স্বার্থ রক্ষার) ঢাল  
বানিয়ে নিতো, অতপর তারা মানুষদের আল্লাহর পথ  
থেকে ফিরিয়ে রাখতো, তাদের জন্যেই (রয়েছে) নানা  
লাঞ্ছনিক শাস্তি।

أَتَخْذِلُهُمْ وَأَيْمَانَهُمْ جَنَّةً فَصَدَّوْا عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمَرْعَنَّ أَبْ مُهِمِّينَ ⑥

১৭. আল্লাহ তায়ালা (-র শাস্তি) থেকে (তাদের  
বাঁচানোর জন্যে) সেদিন তাদের ধন সম্পদ, সন্তান  
সন্ততি কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না; (কেননা)  
তারা হচ্ছে দোষথেরই বাসিন্দা, সেখানে তারা চিরকাল  
অবস্থান করবে।

لَنْ تَغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  
مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُرَفِّيَّهَا خَلِدُونَ ⑥

১৮. যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে  
পুনরুজ্জীবিত করবেন- (সেদিনও) তারা তাঁর সামনে  
(মিথ্যা) শপথ (করে দায়িত্বভূক্তির চেষ্টা) করবে,  
যেমনি করে তারা (আজ) তোমাদের সাথে মিথ্যা  
শপথ করছে, তারা ভাববে, (সেখানেও বুঝি এর  
মাধ্যমে) কিছু (উপকার) পাওয়া যাবে; (জেনে রেখো)  
নিসন্দেহে এরা হচ্ছে মিথ্যাচারী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِي حَلْفَوْنَ لَهُ  
كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ  
عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُرَفِّيَّ الْكَنْبُونَ ⑥

১৯. (আসলে) শয়তান এদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব  
বিস্তার করে নিয়েছে, শয়তান এদের আল্লাহর অরণ  
(সম্পূর্ণ) ভুলিয়ে দিয়েছে; এরাই হচ্ছে শয়তানের  
দল; জেনে রাখো, শয়তানের দল মারাত্মকভাবে  
ক্ষতিগ্রস্ত।

إِشْتَحَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ فَأَنْسَمُهُمْ  
ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَنِ أَلَا  
إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ هُرَفِّيَّ الْخَسِرُونَ ⑥

২০. যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরক্তাচরণ  
করে, তারা অবশ্যই (সেদিন) চরম লাষ্টিংতদের  
অন্তর্ভুক্ত হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ ⑥

২১. আল্লাহ তায়ালা (এই) সিদ্ধান্ত করেছেন যে,  
‘আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়ী হবো,’  
নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلَبِنَا أَنَا وَرَسُولِيٌّ إِنَّ اللَّهَ  
قَوْيٌ عَزِيزٌ ⑥

২২. (হে রসূল,) আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর  
ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্পদায়কে তুমি পাবে  
না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ  
তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরক্তাচরণ করে, যদি সে  
(আল্লাহবিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই  
কিংবা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয় (ত্বরিত  
নয়); এ (আপসহীন) ব্যক্তিরাই হচ্ছে সেসব লোক,  
যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান লিখে দিয়েছেন  
এবং নিজস্ব (গায়বী) মদদ দিয়ে তিনি (এ দুনিয়ায়) তাদের  
শক্তি বৃদ্ধি করেছেন; কেয়ামতের দিন  
তিনি তাদের এমন এক জান্মাতে প্রবেশ করাবেন

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ يَوْمَ دُنْيَا حَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ  
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ  
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأَيْمَانَ وَأَيْمَانُ  
بِرْوَحٍ مِّنْهُ وَبَيْنِ خَلْمَهُ جَنَتٍ  
❖ ৬৪৬ ❖ www.alquranacademylondon.org

যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে ত্রিকাল থাকবে; (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর প্রসন্ন হবেন এবং তারাও (সেদিন) তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এরাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাহিনী, আর হাঁ, আল্লাহর বাহিনীই (শেষতক) কামিয়াব হয়।

تَجْرِيٌّ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلٌ يَنْ فِيهَا  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ  
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আয়াত ২৪  
রুকু ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল হাশর  
মদীনায় অবতীর্ণ

سبح اللہ مَا فی السمواتِ وَمَا فی الارضِ  
আল্লাহ তায়ালার (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা  
করছে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

2. তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কিতাবদের মাঝে যারা (আল্লাহকে) অঙ্গীকার করেছে— তাদের প্রথম নির্বাসনের দিনেই তাদের নিজ বাড়িগুর থেকে বের করে এনেছিলেন; (অথচ) তোমরা তো (কখনো) কল্পনাও করোনি যে, ওরা (কোনোদিন এ শহর থেকে) বেরিয়ে যাবে, তারা (তো বরং) ভেবেছিলো, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গঙ্গলো তাদের আল্লাহ তায়ালা (-র বাহিনী) থেকে বাঁচিয়ে দেবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন একদিক থেকে তাদের ধরে ফেললেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি, তাঁর সে পাকড়াও তাদের অস্তরে প্রচণ্ড ভীতির সংঘর্ষ করলো, (ফলে) তারা নিজেদের হাত দিয়ে এবং (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) মোমেনদের হাত দিয়ে নিজেদের বাড়িগুর ধ্বংস করে দিলো, অতএব হে চক্ষুঘান ব্যক্তিরা, (এসব ঘটনা থেকে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

হُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوْلَى الْحَشَرِ  
مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنَنُوا أَنْهُمْ  
مَانِعُهُمْ حَصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُ  
مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فَيْ  
قُلُوبُهُمُ الرَّاعِبُ يَخْرِبُونَ بِيَوْمِهِمْ  
بِأَيْمَانِهِمْ وَأَيْمَانِ الْمُؤْمِنِينَ  
فَاعْتَبِرُوا يَا وَلِيَ الْأَبْصَارِ ③

3. যদি আল্লাহ তায়ালা ওদের ওপর নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না লিখে দিতেন, তাহলে (আগের জাতিসমূহের মতো) তিনি তাদের এ দুনিয়ায় (রেখে)-ই কঠোর শাস্তি দিতেন; (অবশ্য) তাদের জন্যে পরকালে আগন্তুর আ্যাব তো (প্রস্তুত) রয়েছেই।

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبْلَاءً  
لَعَنْ بَهْرَفِ الْأَنْتِيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
عَذَابُ النَّارِ ④

4. (গুটা) এজনেই যে, তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বস্তুলের (সম্পষ্ট) বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আর যে কেউই আল্লাহর বিরোধিতা করে (তার জন্ম উচিত), আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمِنْ  
يَسَّاقٍ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شِئَ يَلِدُ الْعِقَابِ ⑤

5. (নির্বাসনের সময়) তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো এবং যেগুলো (না কেটে) তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা ছিলো সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমেই,

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةً أَوْ تَرَكْتُمُوهَا  
قَائِمَةً عَلَى أَصْوَلِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

(আর এটা এ জন্মেই), যেন তিনি এ দ্বারা  
না-ফরমানদের অপমানিত করতে পারেন।

৬. (এ ঘটনার ফলে) আল্লাহ তায়ালা যেসব ধন সম্পদ  
তাদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিয়েছেন (তা  
ছিলো তাঁর একান্ত অনুগ্রহ), তোমরা তো এ (গুলো  
পাওয়া)-র জন্যে ঘোড়ায় কিংবা উন্ত্রে আরোহণ (করে  
কোনো অভিযান পরিচালনা) করোনি, (আসলে)  
আল্লাহ তায়ালা যার ওপর চান তার ওপরই তাঁর  
রসূলদের কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন; আর আল্লাহ  
তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপরই শক্তিমান।

৭. (ধন সম্পদের) যা কিছু (সেই) জনপদের  
মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর  
রসূলকে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, রসূলের  
জন্যে, (রসূলের) আঞ্চীয় স্বজন, এতীম মেসকীন  
ও পথচারীদের জন্যে, (তোমাদের সম্পদ তোমরা  
এমনভাবে বেঠন করবে) যেন তা (কেবল) তোমাদের  
বিত্তশালী লোকদের মাঝেই আবর্তিত না হয়।  
(আল্লাহর) রসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি)  
দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা কিছু সে  
নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, তোমরা আল্লাহ  
তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কঠোর  
শাস্তিদাত।

৮. (এ সম্পদ) সেসব অভাবগ্রস্ত মোহাজেরদের জন্যে,  
যাদের (আল্লাহর ওপর ঈমানের কারণেই) নিজেদের  
ভিটেমাটি ও সহায় সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া  
হয়েছে, অথচ এ লোকগুলো শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও  
তাঁর সন্তুষ্টিই হাসিল করতে চায় এবং আল্লাহ তায়ালা  
ও তাঁর রসূলের সাহায্য সহযোগিতায় (সদা) তৎপর  
থাকে; (মূলত) এ লোকগুলোই হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী,

৯. (এ সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে) যারা  
এ (মোহাজের)দের আগমনের আগ থেকেই এ  
(জনপদ)-কে (নিজেদের) নিবাস বানিয়েছিলো,  
তাদের কাছে যে হিজরত করে এসেছে তারা তাকে  
ভালোবাসে। (রসূলের পক্ষ থেকে) তাদের যা কিছু  
দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে  
অতিরিক্ত কোনো রকমের প্রয়োজন অনুভব করে  
না - তারা তাদের (মোহাজের সাথীদের) প্রয়োজনকে  
নিজেদের (প্রয়োজনের) ওপর অগ্রাধিকার দেয়,  
যদিও তাদের নিজেদেরও (অনেক) অভাবগ্রস্ততা  
রয়েছে, (আসলে) যাদেরকে মনের কার্পণ্য (ও  
সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হচ্ছে  
(সত্যিকার) সফলকাম,

## وَلِيُّخْرَى الْفَسِيقِينَ ④

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا  
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَ  
لَكُنَّ اللَّهُ يَسْلِطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى  
فَلَلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ  
كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُلِّوْهُ وَمَا  
نَهِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥

لِلْفَقَرَاءِ الْمَهْجُুِينَ الَّذِينَ اخْرَجُوا  
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِإِيمَانِهِمْ  
مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا أَنَا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُرَّ الصِّلْقُونَ ⑦

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ هَاجِرَ إِلَيْهِمْ  
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا  
أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ  
بِهِمْ خَاصَّةً ۚ وَمَنْ يُوقَ شَحَ نَفْسِهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑧

১০. (সফলকাম তারাও-) যারা তাদের (মোহাজের ও আনসারদের) পরে (দুনিয়ায়) এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের মাফ করে দিয়ো, আমাদের আগে আমাদের যে ভাইয়েরা স্মান এনেছে তুমি তাদেরও মাফ করে দাও এবং আমাদের মধ্যে যারা স্মান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ রেখো না, হে আমাদের রব, তুমি অবশ্যই মেহেরবান ও পরম দয়ালু ।

وَالَّذِينَ جَاءُوكُمْ مِنْ بَعْدِ هِرِيقَلْوَنْ  
رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلَا خَوَانِنَا الَّذِينَ  
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا  
غَلَّلَلَّذِينَ أَمْنَوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ  
رَحِيمٌ

১১. (হে রসূল,) তুমি কি তাদের (আচরণ) লক্ষ্য করোনি, যারা মোনাফেকী করে, যারা তাদের কাফের 'আহলে কেতাব' ভাইদের বলে, যদি তোমাদের (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে (খান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনো অন্য কারো আনুগত্য করবো না, আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো; আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ দিচ্ছেন যে, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী ।

الْمَرْتَأَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ  
لَا إِخْوَانَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجْنَ مَعَكُمْ  
وَلَا نُطْبِعْ فِي كُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنَّ  
قُوْتِلْتُمْ لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ  
لَكُنْ بُونَ

১২. (সত্য কথা হচ্ছে,) যদি তাদের বের করে দেয়া হয়, তাহলে এরা (কখনো) তাদের সাথে বের হবে না; আবার (যুদ্ধে) আক্রান্ত হলে এরা তাদের সাহায্য ও করবে না, যদি এরা তাদের সাহায্য করেও, তবুও (এক সময়) এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতপর এ লোকদের আর কোনো সাহায্য করা হবে না ।

لَئِنْ أُخْرِجْوَا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ  
وَلَئِنْ قُوْتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ  
نَصْرُوهُمْ لَيُوْلَنَ الْأَدَبَارَ تُثْمَرْ  
لَا يَنْصُرُونَ

১৩. (আসলে) এদের অন্তরে আল্লাহর চাইতে তোমাদের ভয়ই (থাকে) বেশী; (এর কারণ হচ্ছে,) এরা হচ্ছে এমন এক জাতি, যারা (সঠিক কথা) বুঝতে পারে না ।

لَا تَنْتَرِ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صَلْوَاهُمْ مِنْ اللَّهِ  
ذِلِّكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

১৪. এরা কখনো ঐক্যবন্ধ হয়ে তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসবে না, (যদি করেও তা করবে) কোনো সুরক্ষিত জনপদের ভেতর বসে, অথবা (নিরাপদ) পাচিলের আড়ালে থেকে; এদের নিজেদের পারস্পরিক শক্তি খুবই মারাত্মক; তুমি তো এদের মনে করো এরা বুঝি ঐক্যবন্ধ, কিন্তু এদের অন্তরঙ্গলো শতধা বিচ্ছিন্ন, কেননা এরা হচ্ছে নির্বোধ সম্পন্দয়, শত্তি ।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرْبَى  
مَحْصَنَةَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جَلَرَ بَاسِهِمْ بِيَنْهِمْ  
شَلِيلَ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ  
شَتِّي । ذَلِّكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

১৫. এদের অবস্থাও সেই আগের লোকদের মতো; যারা মাত্র কিছু দিন আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম (হিসেবে বিতাড়িত হবার) শাস্তি ভোগ করেছে, (পরকালে) এদের জন্যে কঠিন আয়ার রয়েছে,

كَمَّلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا  
وَبَالْأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَلَى أَبِيلِيرَ

১৬. এদের (আরেকটি) উদাহরণ হচ্ছে শয়তানের মতো, শয়তান এসে যখন মানুষকে বলে, (তুমি আল্লাহকে) অঙ্গীকার করো, অতপর (সত্যিই) যখন সে (আল্লাহকে) অঙ্গীকার করে তখন (মুহূর্তেই) সে (বোল পাল্টে ফেলে) বলে, আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি (নিজেই) সৃষ্টিলোকের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি।

**كَمَلَ الشَّيْطَنُ إِذْ قَالَ لِلنَّاسَ أَكْفَرُهُ  
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي  
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ⑥**

১৭. অতপর (শয়তান ও তার অনুসারী) এ দু'জনেরই পরিণাম হবে জাহানাম, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে; আর এটাই হচ্ছে যালেমদের শাস্তি!

**فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِيْبِ  
فِيهِمَا وَذِلِّكَ جَزَءُ الظَّلَمِيْنَ ⑥**

১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, প্রত্যেকটি মানুষেরই লক্ষ্য করা উচিত, আগামীকাল (আল্লাহর সামনে পেশ করার) জন্যে সে কি (আমলনামা) পেশ করতে যাচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; তোমরা যা কিছু করছো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظِرُ  
نَفْسَكُمْ مَا قَدْ مَتَ لَغَنِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑥**

১৯. তোমরা তাদের মতো হয়ে না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং এর ফলে আল্লাহ তায়ালাও তাদের ভুলিয়ে দিয়েছেন; (আসলে) এরাই হচ্ছে গুনাহগর।

**وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ يَنْسُوا اللَّهَ فَإِنْ سَمِّهُمْ  
أَنْفَسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ ⑥**

২০. জাহানামের অধিবাসী ও জাহানাতের অধিবাসীরা (কখনো) এক হতে পারে না; জাহানাতবাসীরাই সত্যিকার (অর্থে) সফলকাম।

**لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ  
الجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ ⑥**

২১. আমি যদি এ কোরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাখিল করতাম তাহলে তুমি (অবশ্যই) তাকে দেখতে, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ঘ হয়ে পড়ছে। আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্যে এ কারণেই বর্ণনা করছি, যেন তারা (কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে) চিন্তা ভাবনা করতে পারে।

**لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ  
خَاصِعاً مُتَصَلِّغاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتَلَقَّ  
الْأَمْثَالُ نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَفَكَّرُونَ ⑥**

২২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাঝুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তাঁর জানা, তিনি দয়াময়, তিনি করণ্মায়।

**هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيِّ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحِيمُ ⑥**

২৩. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া কোনো মাঝুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পৃত পবিত্র, তিনি শাস্তি (দাতা), তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্ম্যের একক অধিকারী;

**هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ  
الْقَوْسُ السَّلِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّيْنُ  
الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ ⑥**

তারা যেসব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে) শেরেক করছে,  
আল্লাহ তায়ালা সেসব কিছু থেকে পবিত্র।

سبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٤٠﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর রূপকার তিনি, তাঁর জন্যেই (নিরবিদিত) সকল উভয় নাম; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি অবল প্রজ্ঞাময়।

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصْوَرُ لِهِ الْأَسْمَاءُ  
الْحَسَنِيٌّ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٠﴾

আয়াত ১৩  
রুক্ম ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোমতাহেনা  
মদীনায় অবর্তীণ

১. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশ্মনদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে এহণ করো না, (এটা কেমন কথা,) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছো! (অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (ধীন) এসেছে তারা তা অঙ্গীকার করেছে, তারা (আল্লাহর) রসূল এবং তোমাদেরকে (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে, শুধু এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো; যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (যরবাঢ়ি থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে (আবার) তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে পারো! তোমরা যে কাজ গোপনে করো আর যে কাজ প্রকাশে করো আমি তা সম্যক অবগত আছি; তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশ্মনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজ করে, তাহলে (বুবাতে হবে) সে (ধীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا وَالْعُدُوِّيَّ  
وَعَدُوكُمْ كُلَّ أُلْيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْدَةِ  
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْقِ  
يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا  
بِإِلَهٍ رَّبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرْجَتُمْ جَهَادًا  
فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرُونَ  
إِلَيْهِمْ بِالْمَوْدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُ  
وَمَا أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُهُمْ مِّنْكُمْ فَقَلْ  
ضَلَّ سَوَاءَ السَّيِّئِيْلِ ﴿٥﴾

২. (অথচ) এরা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের শক্তি পরিণত হবে, (শুধু তাই নয়), এরা নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, (আসলে) এরা তো এটাই চায় তোমরাও (তাদের মতো) কুফরী করো;

أَنْ يَشْقَوْكُمْ يَكُونُوا كُلُّ كُمْ أَعْلَاءَ  
وَيُبَسِّطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ وَالْأَسْنَتِهِمْ  
بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفِرُونَ ﴿٦﴾

৩. কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, সেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন; তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧﴾

৪. তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মাঝে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিলো, আমরা

قَلَّ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ  
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا

তোমাদের থেকে এবং তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে উপাসনা করো তাদের থেকে মুক্ত, আমরা তোমাদের এ সব দেবতাদের অস্থিকার করি, (এ কারণে) আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্যে এক শক্রতা ও বিদ্রেশ শুরু হয়ে গেলো— যতেদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহই তায়ালাকে মারুদ (বলে) স্থির করবে, কিন্তু (এ ব্যাপারে) ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম— যখন সে বলেছিলো), আমি তোমার জন্যে (আল্লাহর দরবারে) অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্য আল্লাহর কাছ থেকে তোমার জন্যে (ক্ষমা আদায় করার) আমার কোনোই এখতিয়ার নেই; (ইবরাহীম ও তার অনুসারীরা বললো,) হে আমাদের রব, আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং তোমার কাছেই (আমাদের) ফিরে যাবার জায়গা।

بِرَءَةٌ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ؛ كَفَرَنَا بِكُمْ وَبَلَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبْدَلَا حَتَّى تُؤْمِنُوا  
بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلًا إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ  
لَا سْتَغْفِرُنَّ لَكَ وَمَا أَمْلَكْتَ لَكَ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ  
أَنْبَنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

৫. হে আমাদের রব, তুমি আমাদের (জীবনকে) কাফেরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম কুশলী।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
الْكَبِيرُ ④

৬. তাদের (জীবন চরিত্রের) মাঝে অবশ্যই তোমাদের জন্যে এবং সে লোকের জন্যে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং শেষ বিচারের দিনে কিছু পাবার আশা করে; আর যদি কেউ (আল্লাহ তায়ালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কারো মুখাপেশ্চী নন এবং তিনি সকল প্রশংসন্সার মালিক।

لَقَنْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَشْوَةٌ حَسْنَةٌ لِمِنْ  
كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمِنْ  
يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيمُ ④

৭. আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং যাদের সাথে আজ তোমাদের শক্রতা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মাঝে (একদিন) বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা (সবই) করতে পারেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ  
عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مُوَدَّةً وَاللَّهُ قَدْ يُرِكِّبُ  
غُفْرَ رَحِيمُ ④

৮. যারা দ্বিনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বের করে দেয়েনি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তায়ালা কখনো নিষেধ করেন না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ  
فِي الَّذِينَ وَلَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  
أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ④

৯. আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বিনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ④

এবং (একই কারণে) তোমাদের তারা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, (এর পরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা অবশ্যই যালেম।

وَآخِرْ جَوْمُرٍ مِنْ دِيَارِ كُفَّرٍ وَظَهَرُوا عَلَىٰ  
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلُهُمْ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑤

১০. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যখন কোনো ঈমানদার নারী হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা তাদের (ঈমানের ব্যাপারটা ভালো করে) পরিষ করে নিয়ো; (যদিও) তাদের ঈমানের বিষয়টা আল্লাহ তায়ালাই তালো জানেন, (পরিষ করার পর) যদি তোমরা জানতে পারো— তারা (অসলেই) ঈমানদার, তাহলে কোনো অবস্থায়ই তাদের তোমরা কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না; কারণ (যারা ঈমানদার নারী) তারা তাদের (কাফের স্বামীদের) জন্যে (আর কোনো অবস্থায়ই) ‘হালাল’ নয় এবং (যারা কাফের) তারাও তাদের (ঈমানদার স্ত্রীদের) জন্যে হালাল নয়; (এমতাবস্থায়) তোমরা তাদের (আগের) স্বামীরা (তাদের জন্যে) যা খরচ করেছে তা ফেরত দিয়ে দিয়ো; অতপর তোমরা যখন তাদের মোহর আদায় করে দেবে তখন তোমরা (কেউ) যদি তাদের বিয়ে করো, তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না; (একইভাবে) তোমরাও কাফের নারীদের সাথে (দাম্পত্য) সম্পর্ক বজায় রেখো না, (এ ক্ষেত্রে) তোমরা তাদের যে মোহর দিয়েছে তা তাদের থেকে চেয়ে নাও, একই নিয়মে (যারা কাফের স্বামী) তারা তাদের (মুসলমান স্ত্রীদের) যে মোহর দিয়েছে তাও ফেরত চেয়ে নেবে; এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান; এভাবেই তিনি তোমাদের মাঝে (এ বিষয়টির) ফয়সালা করে দিয়েছেন; আর আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞনী ও পরম কুশলী।

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়— (এমতাবস্থায়) যারা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদের জন্যে তারা যে পরিমাণ খরচ করেছে তোমরাও তার সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে দেবে; তোমরা সে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যাঁর ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَىٰ  
الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتَّوْا اللِّلَّيْنِ ذَهَبْتُمْ  
أَزْوَاجَهُمْ مِثْلَ مَا آنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللِّلَّهُ  
الَّذِي آنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑥

১২. হে নবী, যখন ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে আসবে এবং এই বলে তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করবে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাডিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتِ  
يُبَأِ يُعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا  
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْزِقْنَ وَلَا يَقْتَلْنَ أَوْ لَا دَهْنَ

নিজের হাত ও নিজের পায়ের মাঝখান সংক্রান্ত (বিষয় - তথ্য অন্যের উৎসজাত সত্ত্বানকে নিজের স্বামীর বলে দাবী করার) মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসবে না এবং কোনো সৎকাজে তোমার না-ফরমানী করবে না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের (আগের কার্যকলাপের) জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يُفْتَرِّيْنَهُ بَيْنَ  
أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجَلِهِمْ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي  
مَعْرُوفٍ فَبَأْيَهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿১﴾

১৩. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, আল্লাহ তায়ালা যে জাতির ওপর গঘব দিয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সেভাবেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনভাবে কাফেররা (তাদের) কবরের সাথীদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا  
غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَعْسُوُا مِنَ الْآخِرَةِ  
كَمَا يَعْسَى الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿২﴾



আয়াত ১৪  
রুক্মু ২

সূরা আস সাফ  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই সবুজের আল্লাহর (পবিত্রতা ও) মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়।

سَبِّعَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿১﴾

২. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, এমন কথা তোমরা কেন বলো যা তোমরা (নিজেরা) করো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا  
لَا تَفْعَلُونَ ﴿২﴾

৩. আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ যে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে- যা তোমরা করবে না!

كَبَرَ مَقْتَأِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا  
تَفْعَلُونَ ﴿৩﴾

৪. আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লাড়াই করে, যেন তারা এক শিশাটালা সুদৃঢ় প্রাচীর।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي  
سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوهُمْ بَنِيَانٍ مَرْصُوصٍ ﴿৪﴾

৫. (স্মরণ করো,) যখন মূসা নিজের জাতিকে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা জানো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর (পাঠানো) একজন রসূল; অতপর লোকেরা যখন বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহ তায়ালা ও তাদের মন বাঁকা করে দিলেন; আল্লাহ তায়ালা না-ফরমান জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেন না।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُ مِنْ  
تَؤْذِنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ  
اللَّهِ الْأَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ  
قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْفَسَقِينَ ﴿৫﴾

৬. (স্মরণ করো,) যখন মারহিয়াম পুত্র ঈসা তাদের বললো, হে বনী ইসরাইলের লোকেরা,

আমি তোমাদের কাছে (পাঠানো) আল্লাহর রসূল, আমার আগের তাওরাত কিতাবে যা কিছু আছে আমি তার সত্যতা স্বীকার করি এবং তোমাদের জন্যে আমি হচ্ছি একজন সুসংবাদাতা, (এর একটি সুসংবাদ হচ্ছে), আমার পরে এক রসূল আসবে, তার নাম আহমদ; অতপর (আজ) যখন সে (সত্যি সত্যিই) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হায়ির হলো তখন তারা বললো, এ হচ্ছে এক সুস্পষ্ট যাদু!

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْيَكْرَمَ مَصِّدٌ قَالَ لَهَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرِيهِ وَمَبْشِرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمَهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مَّبْيِنٌ

৭. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, (অথচ) তাকে ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারী জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُنْهَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهِلِّي بِالْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ

৮. এ লোকেরা তাদের মুখের ফুর্তকারেই আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ আল্লাহ তাঁর এ নূর পরিপূর্ণ করে দিতে চান; কাফেররা তাকে যতোই অপছন্দ করুক না কেন!

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمِّنُ نُورَهُ وَلَوْكَرَةُ الْكَفَّارُونَ

৯. তিনি তাঁর রসূলকে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সঠিক জীবনবিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি একে দুনিয়ার সব কয়টি জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, মোশরেকরা তাকে যতোই অপছন্দ করুক না কেন!

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرَّةً مُشْرِكُونَ

১০. হে দ্বিমানদার ব্যক্তিরা, আমি কি তোমাদের এমন একটি (লাভজনক) ব্যবসার সন্ধান দেবো যা তোমাদের (জাহানামের) কঠোর আয়াব থেকে বাঁচিয়ে দেবে!

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا هَلْ أَدْلُكْمَرْ عَلَى تِجَارَةِ تَنْحِيَكِمْ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ

১১. (হ্যা, সে ব্যবসাটি হচ্ছে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে পারো,

تَعْمَلُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا مَوْالِيْكُمْ وَأَنفَسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

১২. আল্লাহ তায়ালা (এর ফলে) তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং (শেষ বিচারের দিন) তোমাদের তিনি প্রবেশ করাবেন এমন এক (সুরম্য) জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে ঝাঁঝাঁধারা প্রবাহিত থাকবে, (সর্বোপরি) তিনি তোমাদের আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের সুন্দর ঘরসমূহে; আর এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড়ো সাফল্য,

يَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ وَيَنْهَا خَلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَمَسِكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَلَيْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১৩. আরো একটি (বড়ো) অনুগ্রহ (রয়েছে) যা তোমাদের একান্ত কাম্য (এ তা হচ্ছে), আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও (ময়দানের) আসন্ন বিজয়; (তোমরা মোমেনদের) সুসংবাদ দাও।

وَآخْرِيٌّ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ  
قَرِيبٌ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ⑤

১৪. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমনি করে মারহিয়াম পুত্র ইস্মা (তাঁর) সংগী সাথীদের বলেছিলো, কে আছে তোমরা আল্লাহর (দীনের) পথে আমার সাহায্যকারী হবে? (তার) সাথীরা বলেছিলো, হঁ, আমরা আছি আল্লাহর (পথে তোমার) সাহায্যকারী, অতপর বনী ইসরাইলের একটি দল (সাহায্যের প্রতিক্রিতি দিয়ে তাঁর ওপর) ঈমান আনলো, আরেক দল (তা সম্পূর্ণ) অঙ্গীকার করলো, অতপর তাদের (অঙ্গীকারকারী) দুশ্মনদের ওপর আমি ঈমানদারদের সাহায্য করলাম, ফলে (যারা ঈমানদার) তারাই বিজয়ী হলো।

يَا إِيمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا كَوْنَوْا أَنْصَارَ اللَّهِ  
كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِبِينَ  
مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِبِينَ  
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمْنَتْ طَائِفَةً مِّنْ بَنِي  
إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةً فَأَيْدِنَا الَّذِينَ  
آمَنُوا عَلَى عَلِّيهِمْ فَاصْبَحُوا ظَهِيرَيْنَ ⑤

আয়াত ১১  
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালাল নামে-

সূরা আল জুময়াহ  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পৃত পবিত্র, তিনি মহাপরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজাময়।

يَسِّبِحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

২. তিনিই সেই মহান সন্তা, যিনি (সাধারণ জনগোষ্ঠীর) নিরক্ষর (লোকদের) মাঝে থেকে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের জীবনকে পবিত্র করবে, তাদের (আসমানী) কিতাবের কথা ও (সে অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার) কৌশল শিক্ষা দেবে, অথচ এ লোকগুলোই (রসূল আসার) আগে (পর্যন্ত) এক সুস্পষ্ট গোরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ  
يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعْلَمُهُمْ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ  
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑤

৩. তাদের মধ্যকার সেসব (ব্যক্তির জন্যেও)- যারা এখনো (এসে) এদের সাথে মিলিত হয়নি; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম কুশলী।

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

৪. এটা (মানুষদের ওপর) আল্লাহ তায়ালার বিরাট অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑤

৫. যাদের (আল্লাহর কিতাব) তাওরাত বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো- অতপর তারা কখনো এটা বহন করেনি, তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধার মতো, যে (কিতাবের) বোাই শুধু বহন করলো (এর থেকে কোনো কল্যাণই সে লাভ করতে পারলো না); তার চাইতেও নিকট উদাহরণ সে জাতির, যারা আল্লাহর আয়াত অঙ্গীকার করলো;

مَثَلُ الَّذِينَ حِمَلُوا التَّوْرِيدَ ثُمَّ لَمْ  
يَحْمِلُوهَا كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ آسْفَارًا  
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّ بُوَا بِأَبِيَتِ اللَّهِ  
↓  
১১খ

আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের) যালেম জাতিকে হেদয়াত  
করেন না।

وَاللَّهُ لَا يَمْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ

৬. (হে রসূল,) তুমি বলো, হে ইহুদীরা, যদি তোমরা <sup>وَمَنْ</sup> মনে করো, অন্য সব লোক বাদে কেবল তোমরাই <sup>أَنْ</sup> <sup>زَعْمَتْ</sup> হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু, তাহলে (সে পুরকার পাওয়ার <sup>وَمَ</sup> জন্যে) তোমরা মৃত্যু কামনা করো- যদি তোমরা <sup>وَمَ</sup> সত্যবাদী হও!

أَنْكِرُوا لِيَاءَ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُوا  
الْمَوْتَ أَنْ كَنْتُمْ صِلْقِينَ

৭. (কিন্তু জীবনভর) এরা নিজেদের হাত দিয়ে যা  
করেছে (তার পরিণাম চিন্তা করে) এরা কখনো <sup>وَ</sup>  
মৃত্যু কামনা করবে না; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের  
কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَلَا يَتَمَنُونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدِ مَتْ أَيْنِ يَهُمْ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالظَّلِيمِينَ

৮. (হে নবী,) তুমি বলো, অবশ্যই (তোমাদের) সে  
মৃত্যু যার কাছ থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছা,  
(একদিন) তোমাদের তার সামনা সামনি হতেই হবে,  
তারপর তোমাদের সে মহান সত্তা আল্লাহর দরবারে  
হায়ির করা হবে, যিনি মানুষের দেখা অদেখা যাবতীয়  
কিছু সম্পর্কেই জ্ঞান রাখেন, অতপর তিনি সেদিন  
তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন তোমরা দুনিয়ার  
জীবনে কে কি করছিল!

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ  
مُلْكِيْكُمْ ثُمَّ تَرْدُونَ إِلَىٰ عَلِيِّ الرَّغَبِ  
وَالشَّهَادَةِ فِي نِبْئِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

৯. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, জুম্যার দিনে যখন  
তোমাদের নামাযের জন্যে ডাক দেয়া হবে তখন  
তোমরা (নামাযের মাধ্যমে) আল্লাহর স্মরণের দিকে  
দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও এবং (সে সময়ের জন্যে)  
কেনাবেচা ছেড়ে দাও, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম  
যদি তোমরা তা জানো!

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ  
مِنْ يَوْمِ الْجَمْعَةِ فَاصْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

১০. অতপর যখন (জুম্যার) নামায শেষ হয়ে যাবে  
তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর  
অনুগ্রহ তালাশ করো, আর আল্লাহকে বেশী বেশী  
স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ  
করতে পারবে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي  
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

১১. (এ সত্ত্বেও) এরা যখন কোনো ব্যবসায়িক  
কাজকর্ম কিংবা ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পায়, তখন  
সেদিকে দ্রুত গতিতে দৌড়ায় এবং তোমাকে (নামাযে)  
একা দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে যায়; তুমি বলো,  
আল্লাহ তায়ালার কাছে যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই  
খেলাধুলা ও বেচাকেনার চাইতে উৎকৃষ্ট, (মূলত)  
আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম রেয়েকদাতা।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُوا  
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْنَ اللَّهِ  
خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ تِبْعَدْ عَنِ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ  
خَيْرُ الرِّزْقِينَ

১. মোনাফেকরা যখন তোমার কাছে আসে, (তখন) তারা বলে (হে মোহাম্মদ), আমরা সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। (হাঁ), আল্লাহ তায়ালা জানেন তুমি নিসন্দেহে তাঁর রসূল; (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ দিচ্ছেন, মোনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী,
- إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفَقُونَ قَالُوا نَشْهُدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولٍ وَاللّٰهُ يَشْهُدُ أَنَّ الْمُنْفَقِينَ لَكُلِّ بُونَ ①
২. এরা তাদের শপথকে (স্বার্থ উদ্বারের একটা) ঢাল বানিয়ে রাখে এবং (ভাবেই) তারা (মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; কতো নিকৃষ্ট ধরনের কার্যকলাপ যা এরা করছিলো!
- إِتَّخِذُوا إِيمَانَهُمْ جَنَّةً فَصَلُّوْعَانَ سَبِيلٍ اللّٰهُ أَنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②
৩. এটা এ কারণেই যে, এরা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে ওদের মনের ওপর সিল মেরে দেয়া হয়েছে, ওরা (আসলে) কিছুই বুঝতে পারছে না।
- ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقِهُونَ ③
৪. তুমি যখন তাদের দেখবে, তখন তাদের (বাইরের) দেহাবয় তোমাকে খুশী করে দেবে; আবার যখন তারা তোমার সাথে কথা বলবে তখন তুমি (আঘাতভরে) তাদের কথা শুনবেও; (এর উদাহরণ হচ্ছে)- যেমন দেয়ালে ঠেকানো কতিপয় (নিষ্পাণ) কাঠের টুকরো; (শুধু তাই নয়,) প্রতিটি (বড়ো) আওয়ায়কেই তারা মনে করে তাদের ওপর (আপত্তি) এটা (বড়ো) বিপদ; এরা আসলেই (তোমাদের) দুশ্মন, এদের থেকে তোমরা ছাশিয়ার থেকো; আল্লাহর মার তো তাদের জন্যেই, (বলতে পারো) কোথায় কোথায় এদের ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে?
- وَإِذَا رَأَيْتُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانُوهُمْ خَشِّبَ مَسْنَدٌ ۚ يَحْسِبُونَ كُلَّ صِحَّةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَلَوْ فَأَحْلَلَ رَهْبَةَ قُتْلِهِمُ اللّٰهُ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ④
৫. এদের যখন বলা হয়, তোমরা এসো (আল্লাহর রসূলের কাছে), তাহলে আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন এরা (অবজ্ঞাভরে) মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি দেখতে পাবে, তারা অহংকারের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে।
- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوْ رَأُوْسُهُمْ وَرَأْيَتُمْ يَصِّدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ⑤
৬. (আসলে) তুমি এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না করো- (দুটোই) তাদের জন্যে সমান; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না; আল্লাহ তায়ালা কোনো গুণাহগার জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।
- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ أَنْ اللّٰهُ لَا يَهِيِّئُ الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ⑥
৭. এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা (আনসারদের) বলে, আল্লাহর রসূলের (মোহাজের) সাথীদের জন্যে তোমরা অর্থ ব্যয় করো না, (তাহলে আর্থিক সংকটের কারণে) এরা (রসূলের কাছ থেকে) সরে পড়বে;
- هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ۚ

অথচ (এরা জানে না,) আসমানসমূহ ও যামীনের অসমূদয় ধনভান্ডার তো আল্লাহ তায়ালারই, কিন্তু মোনাফেকরা কিছুই বুঝতে পারে না।

وَلِلَّهِ خَلْقَنِيْنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِكُنْتِيْنِ مِنَ الْمُنْفَقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ④

৮. তারা বলে, আমরা যদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সবল দলটি (মুসলমানদের) দুর্বল দলটিকে সে শহর থেকে অবশ্যই বের করে দেবে; (আসলে) যাবতীয় শক্তি সম্মান তো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও (তাঁর অনুসারী) মোমেনদের জন্যে, কিন্তু মোনাফেকরা জানে না!

يَقُولُوْنَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنِيْنِ الْأَعْزَمِيْنَ مِنْهَا الْأَذَلُّوْنَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِكُنْ الْمُنْفَقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑥

৯. হে মানুষ, যারা দৈমান এনেছো (দেখো), তোমাদের ধন সম্পদ ও সত্ত্বান সন্তুতি যেন কখনো তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়, (কেননা) যারা এ কাজ করবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يَا يَاهَا إِنَّيْنِيْنِ أَمْنَوْا لَأَتْلِهِمْ كُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُوْنَ ⑦

১০. আমি তোমাদের যা কিছু অর্থ সম্পদ দিয়েছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই- (মৃত্যু এসে গেলে সে বলবে), হে আমার রব, তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কালের অবকাশ দিতে তাহলে আমি তোমার পথে দান করতাম এবং (এভাবেই) আমি তোমার নেক বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যেতাম।

وَأَنْفَقُوْمِنْ مَا رَزَقْنِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتْنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْنَقَ وَأَكْنِ مِنَ الصَّلِيْحِينَ ⑧

১১. (কিন্তু) কারো (নির্ধারিত) ‘সময়’ যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা কখনোই তাকে (এক মুহূর্ত) অবকাশ দেবেন না; তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করছো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلَهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑨

আয়াত ১৮  
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আত্ তাগাবুন  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. আসমানসমূহ ও যামীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, (যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা তাঁর জন্যে, তিনি সকল কিছুর লে الْمَلِكُ وَلَهُ الْحِجْمُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
يَسْبِحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ  
ওপর ক্ষমতাবান।

قَدْ يَرِ ⑩

২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদের কিছু লোক (একথা বিশ্বাস করে) মোমেন হয়ে গেলো আবার কিছু লোক (অবিশ্বাস করে) কাফের থেকে গেলো; (আসলে) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা দেখেন।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ⑪

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাদের (মানুষের) আকৃতি দিয়েছেন, অতি সুন্দর করে তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তাঁর কাছেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  
وَصَوَرَ كُمْ فَأَحَسَنَ صُورَ كُمْ وَالْيَهِ  
الْمَصِيرُ ③

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন, তিনি জানেন তোমরা যা কিছু গোপন করো, আর যা কিছু প্রকাশ করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মনের কথা জানেন।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ  
مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ  
بِدَّ اتِ الْصَّدْرُ ④

৫. তোমাদের কাছে কি সেসব লোকের খোঁজ খবর কিছুই পেঁচনি যাবা এর আগে (বিভিন্ন নবীর সময়ে) কুফরী করেছিলো, অতপর তারা (দুনিয়াতেই) নিজেদের কর্মফল ভোগ করে নিয়েছে, তাদের জন্যে (পরিকালেও) কর্তৃৰ যন্ত্রণাদায়ক আয়াৰ রয়েছে।

الْمَرْيَاتِ كُمْ نَبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ  
فَذَاقُوا أَوَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْ يَرَ عَذَابَ  
الْيَمِيرِ ⑤

৬. (এটা) এ কারণে যে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে যখনি (আল্লাহর) কোনো রসূল আসতো তখনি তারা বলতো, (কতিপয়) মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবেং অতএব তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করলো এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো, অবশ্য আল্লাহ তায়ালার (তাদের কাছ থেকে) কিছুই পাওয়ার ছিলো না, আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন, তিনি চির প্রশংসিত।

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رِسْلَهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرْ يَهِدِ وَنَـا  
فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَاسْتَغْفَنَى اللَّهُ وَاللَّهُ  
غَنِيٌّ حَمِيلٌ ⑥

৭. কাফেররা ধারণা করে নিয়েছে যে, একবার মরে গেলে কখনো তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না; তুমি বলো, নাতা কখনো নয়; আমার মালিকের শপথ, অবশ্যই মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে (কবর থেকে) ওঠানো হবে এবং তোমাদের বলে দেয়া হবে তোমরা কি কাজ করে এসেছো; আর আল্লাহ তায়ালার পক্ষে এটা অত্যন্ত সহজ।

زَعْمَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يَبْعُثُوا أَقْلَ  
بَلِي وَرَبِّي لَتَبْعَثُنِي ثُرَلَتَبْئُنِي بِمَا  
عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল এবং আমি (কোরআনের আকারে) যে আলো (তোমাদের জন্যে) নায়িল করেছি তার ওপর ঈমান আনো; (জনে রেখো) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন।

فَأَمِنُوا بِإِلَهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي  
أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑧

৯. যেদিন তোমাদের (সবাইকে) মহাসমাবেশের দিনটির জন্যে একত্র করা হবে, (সেদিন বলা হবে), আজকের দিনটিই হচ্ছে (আসল) লাভ লোকসনারের দিন; (লাভের দিন তার জন্যে) যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তিনি (আজ) তার গুনাহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝৰ্ণাধারা প্রবাহিত হবে,

يَوْمَ يَجْمِعُ كُمْ لَيْوَمٍ الْجَمِيعِ ذَلِكَ يَوْمٌ  
الْتَّغَابُنِ وَمَنْ يَوْمَنِ بِإِلَهِ وَيَعْمَلُ  
صَالِحًا يَكْفُرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلُ  
جَنَّتَ تَجْرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ⑨

তারা সেখানে অনস্তকাল অবস্থান করবে; (আর) এটই হচ্ছে (সেদিনের) পরম সাফল্য।

خَلِيلٌ بَيْنِ فِيهَا أَبْدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ①

১০. (লোকসানের দিন তাদের জন্যে,) যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্ত্রীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে, এরা হচ্ছে জাহান্মানের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; কতো নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُلُّ بُوْبَا يَأْتِينَا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَلِيلٌ بَيْنِ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ②

১১. আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত (কারো ওপর) কোনো বিপদই আসে না; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরেকে সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছেন।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِأَذْنِ اللَّهِ وَمِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③

১২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের, তোমরা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রেখো), আমার রসূলের ওপর দায়িত্ব (হচ্ছে আমার কথাগুলো) সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْمَّا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ④

১৩. আল্লাহ তায়ালা (মহান), তিনি ছাড়া কোনো মারুদ নেই, অতএব ঈমানদার বান্দাদের উচিত সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِي ۖ الْمُؤْمِنُونَ ⑤

১৪. হে ঈমানদাররা, অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মাঝে তোমাদের (কিছু) দুশ্মন রয়েছে, অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো, অবশ্য তোমরা যদি (তাদের) অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাদের দোষগুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের মাফ করার নীতি অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তায়ালা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا آزُوْجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَلَى الْكِرْفَاحَلِ رَوْهَرْ وَانْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑥

১৫. তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের সন্তান সন্ততি (তোমাদের জন্যে) পরীক্ষা মাত্র; (পরীক্ষায় সফল হতে পারলে) অবশ্যই (এর জন্যে) আল্লাহ তায়ালার কাছে মহাপুরুষার রয়েছে।

إِنَّمَا آمَوْالُ الْكِرْمٍ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑦

১৬. অতএব তোমরা সাধ্য মোতাবেক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তোমরা (রসূলের আদেশ) শোনো এবং (তাঁর) কথামতো চলো, আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ থেকে (তাঁরই উদ্দেশে) খরচ করো, এটি তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর; যে ব্যক্তিকে তার মনের লোভ লালসা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে (সে এবং তার মতো) লোকেরাই হচ্ছে সফলকাম।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لَا نَفْسُكُمْ بِمِنْ يُوقَ شَحَ نَفْسِهِ فَأَوْلَئِكَ هُرْمَلِفْلُونَ ⑧

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে খণ্ড দাও- উভয় খণ্ড, তাহলে তিনি তা বছণ্ড বাড়িয়ে দেবেন

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَكُمْ ⑨

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيلٌ<sup>১৬</sup>

এবং তিনি তোমাদের (গুনাহ খাতা) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা বড়েই গুণগ্রাহী ও পরম ধৈর্যশীল,

১৮. তিনি জানেন দেখা-অদেখা (সব কিছুই), তিনি পরাক্রমশালী, প্রজাময়।

عَلَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الْكَبِيرِ<sup>১৭</sup>

১৭

আয়াত ১২  
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
বরহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আত্‌ তালাক  
মদীনায় অবতীর্ণ

১. হে নবী, (সাথীদের বলো), যখন তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের তালাক দাও (বা দিতে ইচ্ছা করো), তখন তাদের ইদতের (অপেক্ষার সময়ের) প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিয়ো, ইদতের যথার্থ হিসাব রেখো, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের রব, ইদতের সময় (কোনো অবস্থায়ই) তাদের নিজেদের বস্তবাড়ি থেকে বের করে দিয়ো না, তারা নিজেরাও যেন (এ সময়) তাদের ঘর থেকে বের হয়ে না যায়, তবে যদি তারা কোনো জঘন্য অশ্রীলতা (জনিত অপরাধে অপরাধী) হয়ে আসে (তাহলে স্টেট ভিত্তি কথা।) এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা; যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সীমারেখা অতিক্রম করে সে (মূলত এর দ্বারা) নিজের ওপর নিজেই যুরুম করে। তুমি তো জানো না এর পর আল্লাহ তায়ালা হয়তো (পুনরায় তোমাদের মাঝে সহনযোগী কোনো) একটা পথ বের করে দেবেন।

২. অতপর যখন তারা তাদের (ইদতের) সে নির্ধারিত সময়ে (-র শেষ প্রান্তে) উপনীত হয়, তখন তাদের হয় সম্মানজনক পছায় (বিয়ে বন্ধনে) রেখে দেবে, না হয় সম্মানের সাথে তাদের আলাদা করে দেবে এবং (উভয় অবস্থায়ই) তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বিনিয়ে রাখবে, (সাক্ষীদেরও বলো) তোমরা শুধু আল্লাহর জন্যেই (এ) সাক্ষী দান করবে; যারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান আনে, তাদের সবাইকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হচ্ছে; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে (সংকট উত্তরণের) একটা পথ তৈরী করে দেন-

৩. এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রেখেক দান করেন যার (উৎস) সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই; যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের কাজ পূর্ণ করেই নেন; আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিসের জন্যেই একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يَوْمٌ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَمَنْ يَتَقَبَّلْ  
اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا<sup>১৮</sup>

وَيَرِزِقْهُ مَنْ حَيَثُ لَا يَكْتَسِبُ<sup>১৯</sup>  
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِبُهُ<sup>২০</sup> إِنَّ اللَّهَ بِالْعَ  
أَمْرِهِ<sup>২১</sup> قَلْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا<sup>২২</sup>

وَالَّتِي يَعْسِنَ مِنَ الْمَحِيطِ<sup>২৩</sup> مِنْ نِسَائِكُمْ<sup>২৪</sup>

তাদের (ইদতের) ব্যাপারে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে (তোমরা জনে রেখো,) তাদের ইদত হচ্ছে তিন মাস, (এ তিন মাসের বিধান) তাদের জন্যেও, যাদের এখনও ঝুঁতুকাল শুরুই হয়নি; গৰ্ভবতী নারীর ইদতকাল হচ্ছে তার স্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত; (বস্তুত) কেউ যদি আল্লাহকেই ভয় করে, তাহলে (নানাভাবে) তিনি তার জন্যে তার কাজকে সহজ করে দেন।

ان ارتبتىر فَعِلْ تَهْنِ شَلْعَةً أَشْهُرٍ وَالْأَيْمَنِ  
لَمْ يَحْضُنْ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلْهُمْ  
أَن يَفْسَعَ حَمْلَهُمْ وَمَن يَتَقَّى اللَّهُ  
يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا ④

৫. (তালাক ও ইদতের ব্যাপারে) এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আদেশ, যা তিনি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার গুণাহকার মুছে দেবেন এবং তিনি তার পুরক্ষারকেও বড়ো করে দেবেন।

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن  
يَتَقَّى اللَّهُ يَكْفُرُ عَنْهُ سِيَّاتِهِ وَيُعَظِّمُ لَهُ  
أَجْرًا ⑤

৬. (ইদতের সময়ে) তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের সে ধরনের বাড়িতে থাকতে দিয়ো— যে ধরনের বাড়িতে তোমরা নিজেরা থাকো, কোনো অবস্থায়ই সংকট সংঘট করার মতলবে তাদের কষ্ট দিয়ো না; আর যদি তারা সন্তানসম্বন্ধী হয়, তাহলে (ইদতের নিয়ম অনুযায়ী) তারা স্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের খোরপোষ দিতে থাকো, (স্তান জন্মাদের পর) যদি তারা তোমাদের সন্তানদের (নিজেদের) বুকের দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা (সে জন্যে) তাদের পারিশ্রমিক আদায় করে দেবে এবং (এ ব্যাপারটা) তোমরা ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে ন্যায়সংগত পছায় সমাধান করে নেবে, যদি তোমরা একে অন্যের সাথে জেদ করো, তাহলে অন্য একজন (মহিলা) এ সন্তানকে দুধ খাওয়াবে;

أَسِكِنُوهُنَّ مِنْ حِيثِ سَكَنْتُمْ مِنْ  
وَجْدِ كُمْرٍ وَلَا تُضْسِرُوهُنَّ لِتُضْيِقُوا  
عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا  
عَلَيْهِمْ حَتَّى يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ  
وَأَتَمِرُوا بِأَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَسَّرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أَخْرَى ⑥

৭. বিকল্পালী ব্যক্তি তার সংগতি অনুযায়ী (স্ত্রীদের) খোরপোষ দেবে; আবার যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সংগতি সীমিত করে দেয়া হয়েছে সে ব্যক্তি ততটুকু পরিমাণই খোরপোষ দেবে যতেটুকু আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছেন; আল্লাহ তায়ালা যাকে যে পরিমাণ সামর্থ দান করেছেন তার বাইরে কখনো (কোনো) বোঝা তার ওপর তিনি চাপান না; (আল্লাহর ওপর নির্ভর করলে) আল্লাহ তায়ালা (তাকে) অচিরেই অভাব অন্টনের পর সচলতা দান করবেন।

لِيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُلَّ  
عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيَنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ  
لَا يُكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَّاجِعْ  
الله بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا ⑦

৮. কতো জনপদের মানুষই তো নিজেদের রব ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো, অতপর আমি তাদের কাছ থেকে (সে জন্যে) কঠিন হিসাব আদায় করে নিয়েছি এবং আমি ওদের কঠোর শাস্তি দিয়েছি।

وَكَائِنٌ مِنْ قَرِيَّةٍ عَتَّ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا  
وَرَسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حَسَابًا شَدِيدًا  
وَعَنْ بَنَاهَا عَذَّابًا تَكْرَأً ⑦

৯. এরপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করলো, (মূলত) তাদের (এ) কাজের পরিণাম ফল

فَذَاقُتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا

(ছিলো) চরম ক্ষতি।

خسراً

١০. আল্লাহ তায়ালা (পরকালে) তাদের জন্যে এক কঠিন আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছেন, অতএব (হে মানুষ), তোমরা যারা জ্ঞানসম্পন্ন, তোমরা যারা নিঃশ্বাস নেওয়া আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছো- তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে অবশ্যই (তাঁর) উপদেশবাণী নাখিল করেছেন,

১১. (তিনি) রসূল (পাঠিয়েছেন), যে (রসূল) তোমাদের আল্লাহর সুম্পন্থ আয়াতসমূহ পড়ে শোনায়, যাতে করে সে তোমাদের- যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে তাদের (জাহেলিয়াতের) অঙ্ককার থেকে (হেদায়াতের) আলোতে নিয়ে আসতে পারে; তোমাদের যে কেউই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন- (এমন এক জান্নাত)- যার তলদেশ দিয়ে ঝৰ্ণধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; এমন লোকের জন্যে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা উত্তম রেয়েকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

১২. আল্লাহ তায়ালা- যিনি সাত আসমান ও তাদের অনুরূপ সংঘর্ষক যমীন সৃষ্টি করেছেন; (আবার) উভয়ের মাঝখানে (যা আছে তাদের জন্যে) তাঁর নির্দেশ জারি হয়, যাতে করে তোমরা একথা অনুধাবন করতে পারো যে, (আকাশ পাতালের) সকল কিছুর ওপর আল্লাহ তায়ালাই (একক) ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান (এ সৃষ্টিলোকের) প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

رسوَّلٌ لَّمْ يَتَلَوَّ عَلَيْكُمْ أَيْتَ اللَّهُ مَبِينٌ  
لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّلَحَتِ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ وَمِنْ  
يَوْمٍ بِالْيَوْمِ وَيَعْلَمُ مَا لَهَا يَوْمًا خَلَهُ جَنْتَ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلَدٌ يَوْمًا فِيهَا  
أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

اللَّهُمَّ إِنِّي خَلَقْتَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ  
الْأَرْضِ مِثْلَمَ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ  
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

আয়াত ১২  
রুকু ২

سُورা আত্তাহরীম  
মদীনায় অবস্থীর্ণ

سُورা আত্তাহরীম  
রহমান বহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

১. হে নবী, আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তা তুমি (কসম করে) নিজের ওপর কেন হারাম করছো, তুমি কি (এর মাধ্যমে) তোমার স্ত্রীদের খুশী কামনা করতে চাও? (আসলে) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ক্ষমার আধার, পরম দয়ালু।

يَا إِيَّاهَا النَّبِيِّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ  
تَبَتَّغِي مَرَضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
১. (রহিম)

২. আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের শপথ থেকে রেহাই পাবার জন্যে (কাফফারার) একটা পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, (মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র সহায়, তিনিই সর্বজ্ঞ, তিনিই প্রজ্ঞাময়।

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِةَ آيَمَانَكُمْ  
وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

৩. যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে চুপিসারে কিছু একটা কথা বললো এবং সে যখন (তা অন্যদের কাছে) প্রকাশ করে দিলো,

وَإِذَا سَرَّ النَّبِيِّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَلَّ يَشَا

তখন আল্লাহ তায়ালা তার এ বিষয়টা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) জানিয়ে দিলেন, রসূল কিছু কথা (গোপনীয় বিষয় প্রকাশকারী স্ত্রীকে) জানিয়ে দিলো, (আবার) কিছু কথা এড়িয়েও গেলো, অতপর নবী খন্থন তার সে স্ত্রীকে সে বিষয়টা জানালো, তখন সে বললো, আপনাকে এ খবরটা কে জানালো; নবী বললো, আমাকে জানিয়েছেন (সেই মহান আল্লাহ তায়ালা), যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক জ্ঞাত ।

فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَضٌ  
بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا  
بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هُنَّا قَالَ نَبَانِي  
الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ⑤

৪. (যে দু'জন স্ত্রী এর সাথে জড়িত, নবী তাদের উভয়কে ডেকে বললো,) তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো— (তাহলে তা তোমাদের জন্যে ভালো) কেননা তোমাদের উভয়ের মন অন্যায় ও বাঁকা পথের দিকে (কিছুটা) ঝুঁকে পড়েছিলো, আর যদি তোমরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করো (তাহলে জেনে রাখো), আল্লাহ তায়ালাই তাঁর (নবীর) সহায়, তাছাড়াও তাঁর সাথে রয়েছে জিবরাস্ল (ফেরেশতা) ও নেককার মুসলমানের দল, এরপরও সমগ্র ফেরেশতা তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে ।

إِنْ تَتَوَبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَإِنْ تَظْهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُوْلَيْهِ  
وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمَلِئَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑥

৫. (আজ) নবী যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাঁর মালিক তোমাদের বদলে এমন সব স্ত্রী তাকে দিতে পারেন, যারা তোমাদের চাইতে হবে উত্তম, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বস্ত, ফরমাঁবরদার, অনুশোচনাকারী, অনুগত, রোধাদার— (হতে পারে তারা) কুমারী, (হতে পারে) অকুমারী ।

عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَقْكُنَّ أَنْ يَبْلِغَنَّ لَهُ أَزْوَاجًا  
خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنْتَتْ تَبْتَ  
عِبْلَتٍ سَيْحَتْ ثَبِيتٍ وَأَبْكَارًا ⑥

৬. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের (জাহানামের সেই কঠিন) আগুন থেকে বাঁচাও, তার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর, (সে) জাহানামের (প্রহরা যাদের) ওপর (অর্পিত), সেসব ফেরেশতা সবাই হচ্ছে নির্মম ও কঠোর, তারা আল্লাহর কোনো আদেশই অমান্য করবে না, তারা তাই করবে যা তাদের করার জন্যে আদেশ করা হবে ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفَسَكُمْ  
وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودَهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئَكَةٌ غَلَاظٌ شَرِادٌ  
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمِرونَ ⑦

৭. হে কাফেররা, আজ তোমরা (দোষ ছাড়ানোর জন্যে) কোনো রকম অজুহাত তালাশ করো না; (আজ) তোমাদের সে বিনিময়ই দেয়া হবে যা তোমরা দুনিয়ায় করছিলে !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَنِ رُوَا الْبَوَاءُ  
إِنَّمَا تُحَذِّرُونَ مَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧

৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর দরবারে তাওবা করো— একান্ত খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের রব তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন

এবং এর বিনিময়ে (পরকালে) তিনি তোমাদের এমন (সুরম্য) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে (সুপ্রেয়) ঝর্ণাধারা, সেদিন আল্লাহ তায়ালা (তাঁর) নবী এবং তার সাথী ঈমানদারদের অপমানিত করবেন না, (সেদিন) তাদের (ঈমানের) জ্যোতি তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশ দিয়ে (বিচ্ছুরিত হবে,) তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্যে আমাদের (ঈমানের) জ্যোতিকে পূর্ণ করে দাও, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

وَيَدْ خَلْكُرْ جَنْتٍ تَحْرِيٌ مِنْ تَحْتَهَا  
الْأَنْهَرُ يَوْمًا لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيٌّ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورٌ هُمْ يَسْعَى  
بَيْنَ أَيْلِ يَمِيرٍ وَبَأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا<sup>۱۸۸</sup>  
آتِنَا نُورًا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ  
شَيْ قَدِيرٌ<sup>۱۸۹</sup>

৯. হে নবী, তুমি কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করো; (কেননা) তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহানাম; আর তা (হচ্ছে) এক নিকৃষ্ট ঠিকানা।

يَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ  
وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ  
الْمَصِيرُ<sup>۱۹۰</sup>

১০. আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্যে নৃহ ও লুতের স্তৰীদের উদাহরণ পেশ করছেন; তারা দু'জনই ছিলো আমার দু'জন নেক বান্দার অধীনস্থ স্তৰী, কিন্তু তারা উভয়েই সে দু'জন বান্দার সাথে বিশ্বাসাতকতা করেছে, অতএব আল্লাহর (আযাব) থেকে তারা (নবী হওয়া সন্ত্রেণ) কিছুই এদের বাঁচতে পারলো না, বরং (তাদের) বলা হলো, তোমরা (আজ) প্রবেশ করো জাহানামের আগুনে— যারা এখানে প্রবেশ করেছে তাদের সবার সাথে।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتَ  
نُوحٍ وَأَمْرَاتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ  
عَبْدَنِينَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا  
فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ  
ا دَخْلًا النَّارَ مَعَ الْدُّخْلِينَ<sup>۱۹۱</sup>

১১. (একইভাবে) আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে ফেরাউনের স্তৰীকে (অনুকরণযোগ্য) এক উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন, (সে প্রার্থনা করেছিলো) হে রব, জান্নাতে তোমার পাশে তুমি আমার জন্যে একথানা ঘর বানিয়ে দিয়ো, আর (দুনিয়ার এ ঘরে) তুমি আমাকে ফেরাউন ও তার (যাবতীয়) কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচিয়ে রেখো, তুমি আমাকে যা যালেম সম্পদায় (-এর যাবতীয় অন্তার) থেকে উদ্ধার করো।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَاتَ  
فِرْعَوْنَ مِإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ  
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ  
وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَمِينَ<sup>۱۹۲</sup>

১২. (আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্যে দৃষ্টান্ত পেশ করছেন) ইমরানের মেয়ে মারহিয়ামের, যে (আজীবন) তার সতীত্ব রক্ষা করেছে, অতপর আমি আমার (সৃষ্টি) রূহগুলো থেকে একটি (রূহ) তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম, সে তার মালিকের কথা ও তাঁর (প্রেরিত) কিতাবসমূহের ওপর পুরোপুরিই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; (সত্যিই) সে ছিলো আমার একান্ত অনুগত বান্দারেই একজন!

وَمَرِيمَ ابْنَتَ عِمْرَنَ التِّيْ أَحْصَنْتَ  
فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَلَقْتَ  
بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكَتَبْهُ وَكَانَتْ مِنَ  
الْقَنْتِينَ<sup>۱۹۳</sup>

١. (কতো) মহান সেই পুণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে  
(রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়া) সার্বভৌমত, (সৃষ্টি  
জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান,  
**تَبَرَّكَ اللَّذِي بَيَّنَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ**
٢. যিনি মৃত্যু ও জন্ম সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি  
তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন যে, কর্মক্ষেত্রে  
কে তোমাদের মধ্যে উন্নত। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি  
অসীম ক্ষমাশীল,  
**الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كَمْ أَيْمَرَ أَحْسَنَ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ**
৩. যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন, একটার ওপর  
আরেকটা (স্থাপন করেছেন); অসীম দয়ালু আল্লাহ  
তায়ালার (নিপুণ) সৃষ্টির কোথাও তুমি কোনো খুঁত  
দেখবে না; আবার (তাকিয়ে) দেখো তো, (এর)  
কোথাও কি তুমি কোনো রকম ফাটল দেখতে পাও?  
**الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورٍ**
৪. অতপর (তোমার) দৃষ্টি ফেরাও (নভোমন্ডলের  
প্রতি), আরেকবার (তোমার দৃষ্টি ফেরাও দেখবে,  
তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ ও ঝাউত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে  
আসবে।  
**ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَمْ تَبَيَّنَ يَنْقِلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ**
৫. নিকটবর্তী আকাশটিকে (দেখো, কিভাবে)  
প্রদীপমালা দিয়ে আমি তাকে সাজিয়ে রেখেছি, (উ  
ধর্মলোকের দিকে গমনকারী) শয়তানদের তাড়িয়ে  
বেড়ানোর জন্যে এ (প্রদীপ)-গুলোকে আমি (ক্ষেপণা  
স্ত্র হিসেবে) সংস্থাপন করে রেখেছি, (চূড়ান্ত বিচারের  
দিন) এদের জন্যে জুলন্ত অগ্নিকুণ্ডলীর ভয়াবহ শাস্তি  
ব্যবস্থাও আমি (যথাযথভাবে) প্রস্তুত করে রেখেছি।  
**وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الَّذِيَا بِهِ صَابِيَّ وَجَعَلْنَاهُ رُجُومًا لِلشَّيْطَنِينَ وَأَعْتَنَاهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ**
৬. (এতো নির্দশন সত্ত্বেও) যারা তাদের মালিককে  
অধীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের  
(কঠোরতম) শাস্তি; জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্টতম  
স্থান!
৭. এর মধ্যে যখন তাদের ছুঁড়ে ফেলা হবে তখন  
(নিষ্ক্রিয় হবার আগেই) তারা শুনতে পাবে, তা ক্ষিণ  
হয়ে বিকট গর্জন করবে,  
**إِذَا أَقْوَا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفَوَّرُ**
৮. (মনে হবে) তা যেন প্রচল ক্রোধের কারণে  
ফেটে দীর্ঘ বিদীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে; যখনই একদল (নতুন  
পাপী)-কে সেখানে নিষ্কেপ করা হবে তখনই তার  
প্রহরীরা তাদের জিজেস করবে, (এ আঘাবের কথা  
বলার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী  
কি আসেনি?
৯. তারা বলবে, হাঁ, আমাদের কাছে (আঘাবের)  
সাবধানকারী (নবী রসূল) এসেছিলো, কিন্তু  
আমরা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি,  
**قَالُوا بَلِي قَدْ جَاءَنَا نَلِيরٌ فَكَلَّ بَنَ**

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

ওَقْلَنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتَمْ  
كিছুই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেননি; বরং তোমরা ^ ^ ^ ^ ^  
নিজেরাই চরম বিভাস্তিতে ডুবে আছো ।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي  
إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ①

১০. তারা বলবে, কতো ভালো হতো (যদি সেদিন)  
আমরা (নবী রসূলদের কথা) শুনতাম এবং (তা)  
অনুধাবন করতাম! (তাহলে আজ) আমরা জুলস্ত  
আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্য হতাম না ।

১১. অতপর তারা নিজেরাই নিজেদের (যাবতীয়)  
অপরাধ স্থীকার করে নেবে, ধিক্কার জাহানামের  
অধিবাসীদের ওপর!

فَاعْتَرَفُوا بِإِنْ تَبِعُونَ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ  
السَّعْيِ ②

১২. (অপর দিকে) সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যারা ^ ^ ^ ^ ^  
নিজেরা গায়ব থেকে তাদের রবকে ভয় করেছে,  
নিসন্দেহে তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার)  
ক্ষমা ও মহাপূরক্ষার ।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ  
مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ③

১৩. তোমরা তোমাদের কথা লুকিয়ে রাখো কিংবা ^ ^ ^ ^ ^  
(তা) প্রকাশ করো (আল্লাহর কাছে এর উভয়টাই  
সমান); অবশ্যই তিনি মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা  
বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল ।

وَآسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ  
بِذِنَاتِ الصُّورِ ④

১৪. তিনি কি (সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে) জানবেন না-  
যিনি (এগুলো) বানিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত সুস্পন্দনীয় ৫ ^ ^  
এবং সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত ।

১৫. তিনিই মহান সন্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের  
অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যেভাবে চাও)  
এর অলিগনির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর  
থেকে (উদ্গত) রেঁয়েক তোমরা উপভোগ করো;  
(অবশ্যে) তাঁর দিকেই (হবে সবার) প্রত্যাবর্তন ।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِولًا  
فَامْشُوا فِي مَنَابِكُمْ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ⑤

১৬. তোমরা কি তাঁর কাছ থেকে নিরাপদ যিনি ^ ^ ^ ^ ^  
আকাশে (সব কিছুর মালিক)? তিনি কি তোমাদেরসহ  
ভূমঙ্গলকে গেড়ে দেবেন না? (এমন অবস্থা যখন  
হবে) তখন তা (ভীষণভাবে) কম্পমান হবে,

إِنَّمَنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ  
الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ⑥

১৭. অথবা তোমরা কি আকাশের অধিপতি আল্লাহ  
তায়ালা থেকে নিরাপদ যে, তিনি তোমাদের ওপর  
(প্রস্তর নিক্ষেপকারী) প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করবেন  
না? তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কেমন (ভয়াবহ  
হতে পারে) আমার সাবধানবাণী!

إِنَّمَنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ  
حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تَنْبِئُونَ ⑦

১৮. তাদের আগেও যারা (আমার সাবধানবাণী)  
মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে, দেখো, কেমন (ছিলো তাদের  
প্রতি) আমার আচরণ!

وَلَقَنْ كَنْبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ  
كَانَ نَكِيرٌ ⑧

১৯. এ সব লোকেরা কি তাদের মাথার ওপর (দিয়ে উড়ে যাওয়া) পাখিগুলোকে দেখে নাঃ (কিভাবে এরা) নিজেদের পাখা মেলে রাখে, (আবার) এক সময় (তা) গুটিয়েও নেয়, পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে এদের (মহাশূন্যে) স্থির করে রাখেন, অবশ্যই তিনি (তাঁর সৃষ্টির ছোটো বড়ো) সব কিছুই দেখেন।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوَهْرَ مِنْ  
وَيَقْبِضُ مِنْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ  
إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءًا بَصِيرٌ ⑤

২০. (বলো তো,) তোমাদের মধ্যে এমন কে এখানে আছে যার কাছে (এমন) একটি সৈন্যবাহিনী আছে, (যা দিয়ে) তারা অসীম দয়ালু আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবে? (আসলে) এ অঙ্গীকারকারী ব্যক্তিরা (সব সময়ই) বিআভিতে নিমজ্জিত থাকে,

أَمْ هُنَّ الَّذِي هُوَ جنْدٌ لِّكُمْ يَنْصُرُكُمْ  
مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفَّارَ إِلَّا فِي  
غَرْرٍ ⑥

২১. যদি তিনি তোমাদের রেয়েক বন্ধ করে দেন, তাহলে এখানে এমন আর কে আছে যে তোমাদের (পুনরায়) রেয়েক সরবরাহ করতে পারবে? (আসলে) এরা (আল্লাহ তায়ালার) বিদ্রোহ এবং গোঁড়মিতেই (নিমজ্জিত) রয়েছে।

أَمْ هُنَّ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكْتُمْ  
رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عَتُوٍ وَنَفُورٍ ⑦

২২. যে ব্যক্তি যামীনে উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হেদায়াতপ্রাপ্ত, না যে (ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে) সঠিক পথ ধরে চলে সে (বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত)?

أَفَمِنْ يَمْشِي مَكِبَاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْلِي أَمْ  
يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيرٍ ⑧

২৩. (হে নবী,) তুমি বলো, (হাঁ), তিনিই তোমাদের পয়নি করেছেন, তিনি তোমাদের (শোনার ও দেখার জন্যে) কান এবং চোখ দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন (চিন্তা করার মতো) একটি অতর; কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ  
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا مَا  
تَشْكِرُونَ ⑨

২৪. তুমি বলো, তিনি এ ভূখণ্ডে তোমাদের (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার (একদিন চারদিক থেকে) তাঁরই সম্মুখে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ  
تَحْشِرُونَ ⑩

২৫. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে (বলো) কবে এটা (সংঘটিত) হবে?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُنَّا الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمْ  
صِلِّي قِبَلَ ⑪

২৬. তুমি বলো, (এ) তথ্য তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, আমি তো একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র!

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْ أَنَّهُ وَإِنَّمَا أَنَّمِنْ يُرِيزْ  
فَلَمَّا رَأَوْهُ زَلْفَةَ سِيَّئَتْ وَجْهُهُ الَّذِي يَنْ  
كَفِرُوا وَقَيْلَ هُنَّا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ  
مَبِينٍ ⑫

২৭. যখন (সত্য সতীই) এ (প্রতিশ্রুতি)-টি তারা (সংঘটিত হতে) দেখে- যারা (দুনিয়ায় একে) অঙ্গীকার করেছিলো, তখন তাদের সবার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং (তাদের তখন) বলা হবে, এ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زَلْفَةَ سِيَّئَتْ وَجْهُهُ الَّذِي يَنْ  
كَفِرُوا وَقَيْلَ هُنَّا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ  
مَبِينٍ ⑬

হচ্ছে সেই (মহাধৰ্ঘস), যাকে তোমরা পেতে চাইতে!

২৮. তুমি বলো, তোমরা কি এ কথা ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে এবং আমার সংগী সাথীদের ধ্রংস করে দেন, কিংবা (ধ্রংস না করে) তিনি যদি আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করেন (এ উভয় অবস্থায়), কিন্তু (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা অস্থীকার করেছে তাদের এ ভয়াবহ আয়াব থেকে কে বাঁচাবে?

২৯. তুমি বলো (হাঁ, সেদিন বাঁচাতে পারেন একমাত্র) দয়াময় (আল্লাহ তায়ালা)-ই, তাঁর ওপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর ওপরই নির্ভর করেছি, আচরেই তোমরা জানতে পারবে (আমাদের মধ্যে) কে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে নিমজ্জিত ছিলো?

৩০. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের (এই) পানি যদি কখনো উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদের জন্যে এ (পানির) প্রবাহধারা (পুনরায়) বের করে আনবে?

قُلْ أَرَءَيْتَ رَبِّ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعَنِي  
أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يَجِدُ الرُّكْبَرِينَ مِنْ  
عَلَى إِلَيْهِ<sup>④</sup>

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَنَا  
فَسَتَعْلِمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ<sup>⑤</sup>

আয়াত ৫২  
রুক্মু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল কুলাম  
মক্কায় অবস্থীর্ণ

১. নূ-ন-, শপথ কলমের, (আরো শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে- তার,

نَ وَالْقَارِئُ وَمَا يَسْطِرُونَ<sup>⑥</sup>

২. তোমার মালিকের দয়ায় তুমি কোনো পাগল নও,

مَا أَنْتَ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ<sup>⑦</sup>

৩. তোমার জন্যে অবশ্যই এমন পুরকার রয়েছে যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না,

وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَ مِنْ نِونٍ<sup>⑧</sup>

৪. নিসদেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো।

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ<sup>⑨</sup>

৫. অচিরেই তুমি ও (তোমাকে যারা পাগল বলে) তারা সবাই দেখতে পাবে-

فَسْتَبْصِرُ وَيَصْرُونَ<sup>⑩</sup>

৬. তোমাদের মধ্যে কে ছিলো বিকারগত্ত (পাগল)!

بِأَيْكَمُ الْمَفْتুনِ<sup>⑪</sup>

৭. অবশ্যই তোমার রব ভালো করেই জানেন (তোমাদের মধ্যে) কোন ব্যক্তি তাঁর পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, (আবার) যারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে তিনি তাদের সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ فَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ  
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمَهْتَدِينَ<sup>⑫</sup>

৮. অতএব তুমি মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুসরণ করো না।

فَلَا تُطِعِ الْمَكْلِبِينَ<sup>⑬</sup>

১৯. তারা (তো তোমার এ নমনীয়তাটুকুই) চায়,  
তুমি যদি (তাদের কিছু) গ্রহণ করো অতপর তারাও  
(তোমার কিছু) গ্রহণ করবে।

وَدْوَلَوْ تَلِهِنْ فِي لِهِنْونَ ⑥

২০. যারা বেশী বেশী কসম করে (পদে পদে) লাঞ্ছিত  
হয়, এমন সব মানুষদের তুমি কখনো অনুসরণ করো না,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَفٍ مَهِينٍ ⑦

২১. যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (খামাখা) অভিশাপ  
দেয় এবং চোগলখোরী করে-

هَمَازٌ مَشَاءٌ بِنَمِيمٍ ⑧

২২. যে ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে, (অন্যায়ভাবে)  
সীমালংঘন করে, (সর্বোপরি) যে পাপিষ্ঠ-

مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مَعْتَلٌ آثِيرٍ ⑨

২৩. যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী, এরপর যে (জন্ম  
পরিচয়ের দিক থেকেও) জারজ,

عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَفِيرٍ ⑩

২৪. যেহেতু সে (বিপুল) ধনরাশি ও (অনেকগুলো)  
সন্তান সন্তির অধিকারী-

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ⑪

২৫. এ লোককে যখন আমার আয়াতসমূহ পড়ে  
শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো তো হচ্ছে  
আগের দিনের গল্প কাহিনী মাত্র!  
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ آسَاطِيرٌ  
الْأَوْلَيْنَ ⑫

২৬. অচিরেই আমি তার শুড়ে দাগ দিয়ে (তাকে  
চিহ্নিত করে) দেবো।

سَنَسِمَهُ عَلَى الْخَرْطُومِ ⑬

২৭. অবশ্যই আমি এদের পরীক্ষা করেছি, যেমনি  
(অতীতে) আমি একটি ফলের বাগানের কতিপয়  
মালিককে পরীক্ষা করেছিলাম, (তা ছিলো এমন  
যে, একদিন) তারা সবাই শপথ করে বলেছিলো,  
অবশ্যই তারা সকাল বেলায় গিয়ে (বাগানের) ফল  
পাঢ়বে,

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذ  
أَقْسَمُوا لِيَصِرِّ منَهَا مُصْبِحِينَ ⑯

২৮. তারা (তাদের শপথে) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা  
অভিপ্রায় (সম্বলিত) কিছুই যোগ করেনি।

وَلَا يَسْتَشْنُونَ ⑭

২৯. (ভোর হতে না হতেই) তোমার মালিকের পক্ষ  
থেকে তার ওপর এক বিপর্যয় এসে পড়লো (তখনে)  
তারা ছিলো নিদামগ্ন ।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رِبَّكَ وَهُنْ  
نَأْمَوْنَ ⑯

৩০. অতপর সকাল বেলায়ই তা মধ্যরাতের ক্ষণ  
বর্ণের মতো কালো হয়ে গেলো।

فَآصِبَحَتْ كَالصَّرِيرِ ⑭

৩১. (এদিকে) সকাল হতেই তারা একে অপরকে  
ডাকাডাকি করতে লাগলো-

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ⑮

৩২. তোমরা যদি (সত্যিই) ফল আহরণ করতে  
চাও তাহলে সকাল সকাল নিজেদের বাগানের দিকে  
চলো।

أَنِ اغْلِوْ وَأَنْ حَرِثِمْ إِنْ كَنْتُمْ صَرِمِينَ ⑯

৩৩. (অতপর) তারা সেদিকে রওনা দিলো, (পথের  
মধ্যে) তারা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি  
করতে লাগলো,

فَانْطَلَقُوا وَهُنْ يَتَخَافَّونَ ⑭

২৪. কোনো অবস্থায়ই আজ যেন কোনো (দুষ্ট) মেসকীন ব্যক্তি তোমাদের ওপর (টেক্কা) দিয়ে বাগানে এসে প্রবেশ করতে না পারে,

أَنْ لَا يَنْخُلُنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ ۝

২৫. তারা সকাল বেলায়ই সংকল্পবদ্ধ হয়ে এসে হায়ির হলো, (যেন) তারা নিজেরাই (আজ সব ফসল তুলতে) সক্ষম হবে।

وَغَدَ وَأَعْلَى حَرَدٍ قِلْ رِينَ ۝

২৬. অতপর যখন তারা সে (বাগানের) দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখন বলতে লাগলো (একি!), আমরা নিশ্চয়ই পথদ্রষ্ট (হয়ে পড়েছি)।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ۝

২৭. (না, আসলেই) আমরা (আজ সবকিছু থেকে) বঞ্চিত হয়ে গেছি!

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝

২৮. (এ সময়) তাদের মধ্যকার একজন ভালো মানুষ বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, (সব কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে), কতো ভালো হতো যদি তোমরা (আল্লাহ তায়ালার নামের) ‘তাসবীহ’ করতে!

قَالَ أَوْسَطُهُمْ مِّنَ الْمُرْأَقِلْ لَكُمْ لَوْلَا تَسْبِحُونَ ۝

২৯. তারা বললো, আমাদের মালিক অনেক পবিত্র, (তাঁর নাম না নিয়ে) আমরা (সত্যেই) যালেম হয়ে পড়েছিলাম।

قَالُوا سَبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كَنَا ظَلَمِينَ ۝

৩০. তারা পরম্পরকে তিরঙ্কার করে একে অপরের ওপর দোষারোপ করতে লাগলো।

فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاقُونَ ۝

৩১. তারা বললো, দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তো (আসলেই) সীমালংঘনকারী।

قَالُوا يَوْ يَلْنَا إِنَّا كَنَا طَغِيْنَ ۝

৩২. আশা করা যায় আমাদের রব (এর) বদলে (আখেরাতে) এর চাইতে উৎকৃষ্ট (কিছু আমাদের) দান করবেন, আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাচ্ছি।

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَلِّغَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِمُونَ ۝

৩৩. আয়াব এভাবেই (নায়িল) হয়, আর পরকালের আয়াব, তা তো অনেক গুরুতর। কতো ভালো হতো যদি তারা তা জানতো!

كُنْ لِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ  
أَكْبَرُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

৩৪. (অপরদিকে) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে অবশ্যই তাদের মালিকের কাছে নেয়ামতে ভরপুর জাল্লাত রয়েছে।

إِنَّ لِلْمُتَقِيْنَ عِنْدِ رَبِّهِمْ جَنَّتُ النَّعِيْمِ ۝

৩৫. যারা আমার আনুগত্য করে তাদের সাথে আমি কি অপরাধীদের মতো আচরণ করবো?

أَفَنْجَعَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝

৩৬. এ কি হলো তোমাদের! (আমার ইনসাফ সম্পর্কে) কি সিদ্ধান্ত করছো তোমরা?

مَا الْكَرْتَهُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝

৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো কিতাব আছে যাতে তোমরা (এটি) পড়েছো।

أَمْ لَكُمْ كِتَبٌ فِيهِ تَلَهُ رَسُونَ ۝

৩৮. সেখানে তোমাদের জন্যে সে ধরনের সব কিছুই সরবরাহ করা হবে, যা তোমরা তোমাদের জন্যে পছন্দ করবে,

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخْرِيْجُونَ ④

৩৯. না আমি তোমাদের সাথে কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি- এমন চুক্তি, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানা বাধ্যতামূলক হবে, (এবং) তোমরা যা কিছু দাবী করো তাই তোমরা পাবে,

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةٍ إِلَى يَوْمٍ  
الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ⑤

৪০. তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কে এ দায়িত্ব নিতে পারে,

سَلَّمُوا إِبْرَاهِيمَ بْنِ لَكَ رَعِيْمَ ⑥

৪১. তাদের কি (অন্য কোনো) অংশীদার আছে? যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারা তাদের অংশীদারদের সবাইকে নিয়ে আসুক!

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ  
كَانُوا مُهْلِقِيْنَ ⑦

৪২. যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে, তখন তাদের সাজাদবন্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, এসব (হতভাগ্য) ব্যক্তিরা (কিন্তু সেদিন সাজাদা করতে) সক্ষম হবে না,

يَوْمَ يُكَشَّفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى  
السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ⑧

৪৩. (সেদিন) তাদের দৃষ্টি নিম্নগামী হবে, অপমান তাদের ভারাক্রান্ত করে রাখবে; (দুনিয়ায়) যখন তাদের (আল্লাহর সম্মুখে) সাজাদা করতে ডাকা হয়েছিলো, (তখন) তারা সুস্থ (সক্ষম) ছিলো।

خَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهِقْمِ ذَلَّةً وَقَدْ كَانُوا  
يَلْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ⑨

৪৪. অতপর তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, যে আমার এ (কিতাব)কে অঙ্গীকার করে (আমি তার থেকে প্রতিশোধ নেবো), আমি দীরে দীরে এদের (ধ্বংসের) দিকে ঢেলে নিয়ে যাবো যে, এরা তার কিছুই টের পাবে না,

فَلَرْبِنِيْ وَمَنْ يَكْلِبُ بِهِنَّا الْحَدِيْثَ  
سَنِسْتَلِ رَجْهُمِ مِنْ حِيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ⑩

৪৫. আমি এদের অবকাশ দিয়ে রাখি, (অপরাধীদের ধরার) আমার এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর।

وَأَمْلِيْ لَهُمْ إِنَّ كَيْلِيْ مِنْ مَتِيْنَ ⑪

৪৬. তুমি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, তারা জরিমানার বোঝায় ভারী হয়ে পড়েছে।

أَمْ تَسْتَلِهِمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرِبِ  
مَشْقُولُونَ ⑫

৪৭. না তাদের কাছে অজানা জগতের কোনো খবর রয়েছে যা তারা লিখে রাখে!

أَمْ عِنْدَهُمْ غَيْبٌ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ⑬

৪৮. (হে নবী,) তুমি (বরং) তোমার মালিকের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসার জন্যে ধৈর্য ধারণ করো এবং (এ ব্যাপারে) মাছের ঘটনার সাথী (নবী ইউনুস)-এর মতো হয়ো না। যখন সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে (আল্লাহ তায়ালাকে) ডেকেছিলো;

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ  
الْحَوْتِ مِإِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ⑭

৪৯. তখন যদি তার মালিকের অনুগ্রহ তার ওপর না থাকতো তাহলে তাকে নিন্দিত অবস্থায় সাগরের খোলা তীরে ফেলে রাখা হতো।

لَوْلَا إِنْ تَلَرَكَهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَنْبَدَ  
بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ⑮

فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ⑤٠

৫০. অতপর তার রব তাকে বাছাই করলেন এবং তিনি তাকে (তাঁর) নেক বান্দাদের (কাতারে) শামিল করে নিলেন।

৫১. কাফেররা যখন (আল্লাহর) কিতাব শোনে তখন এমনভাবে তাকায়, এক্ষণ্ট বুবি এরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ঘায়েল করে দেবে, তারা (একথাও) বলে, (এই কিতাবের বাহক) সে একজন পাগল।

৫২. (আসলে) এ কিতাব তো মানবমন্ডলীর জন্যে একটি উপদেশ বৈ কিছুই নয়!

وَإِن يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلُقُونَ إِنَّمَا بَأْبَصَارُهُمْ لِمَا سَمِعُوا إِنَّمَا كَرِيْقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ⑤١

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ⑤٢

আয়াত ৫২  
রুক্মি ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল হাকাহ  
মকায় অবতীর্ণ

১. একটি অনিবার্য সত্য (ঘটনা)!

الْحَقَّةُ ۝ ۱

২. কি (সেই) অনিবার্য সত্য (ঘটনা)?

الْحَقَّةُ ۝ ۲

৩. তুমি কি জানো (সেই) অনিবার্য সত্য ঘটনাটা কি?

وَمَا آدْرِنَاكَ مَا الْحَقَّةُ ۝ ۳

৪. আ'দ ও সামুদ জাতির লোকেরা মহাপ্রলয় (সংক্রান্ত এই সত্য ঘটনা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

كَلَّ بَتْ ثَمُودَ وَعَادَ بِالْقَارِعَةِ ۝ ۴

৫. (দাঙ্গিক) সামুদ গোত্রের লোকদের (এই কারণেই) এক প্রলয়ংকরী বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

فَمَا ثَمُودَ فَاهْلَكُوا بِالْطَّاغِيَةِ ۝ ۵

৬. আর (শক্তিশালী গোত্র) আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচন্ড এক ঝাঙ্গাবায়ুর আঘাতে,

وَآمَّا عَادَ فَاهْلَكُوا بِرِبِيعِ صَرَصِّ عَاتِيَةٍ ۝ ۶

৭. টানা সাত রাত ও আট দিন ধরে তিনি তাদের ওপর দিয়ে এ প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করে রেখেছিলেন, (তাকালে) তুমি (সে) জাতিকে দেখতে পেতে, তারা যেন মৃত খেজুর গাছের কতিপয় অস্তসারশূন্য কান্দের মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে!

سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتِئْمِيَّةً آيَيْ ۝  
حَسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۝  
كَانُهُمْ أَعْجَازٌ نَّخْلٌ خَارِيَّةٍ ۝ ۷

৮. তুমি কি দেখতে পাচ্ছো— তাদের একজনও কি এ (গব) থেকে রক্ষে পেয়েছে?

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝ ۸

৯. (দাঙ্গিক) ফেরাউন, তার আগের কিছু লোক এবং উপড়ে ফেলা জনপদের অধিবাসীরাও (একই) অপরাধ করেছিলো,

وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ مَ بِالْخَاطِئَةِ ۝ ۹

১০. এরা তাদের মালিকের (পক্ষ থেকে আসা) রসূল র'হেম ফাখল হ'ম আখন রসূলদের অবাধ্যতা করেছে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَلَّ هُمْ أَخْنَ ۝  
رَأْبِيَّةً ۝ ۱۰

১১. (নবী নুহের সময়) যখন পানি (তার) সীমা অতিক্রম করলো, তখন আমি তোমাদের (বাঁচানোর জন্যে) নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলাম،

١٢. যেন তোমাদের জন্যে আমি তাকে একটি **لَنْجَعَلَهَا الْكُرْبَلِ كَرَّةً وَتَعِيَّهَا أَذْنَ**  
 শিক্ষামূলক ঘটনা বানিয়ে রাখতে পারি, (তাছাড়া) **وَأَعْيَةَ**  
 উৎসাহী কানগুলো যেন এ (ঘটনা)-টা (পরবর্তী  
 মানবদের জন্যে) স্মরণ রাখতে পারে।

١٣. অতপর যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে- (তা হবে) **فَإِذَا نُفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً** ١٣

১৪. আর ভূমঙ্গল ও পাহাড়গুলোকে (স্বস্থান থেকে) **وَحِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلْ كَتَدَكَةً** ৩৪  
وَأَحَدَةً ৩৫ উঠিয়ে নেয়া হবে, তারপর উভয়টাকে একবারেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে,

١٥. (ঠিক) সেদিনই মহাঘটনাটি সংঘটিত হবে,

১৬. (সেদিন) আকাশ ফেটে পড়বে, অতপর সেদিন  
তা বিক্ষিণ্ণ হয়ে যাবে, **وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَنَ وَاهِيَةٌ** ১৬

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِنْ ثَمِينَةٌ ۝

۱۸. সেদিন (আল্লাহ তায়ালার সামনে) তোমাদের  
পেশ করা হবে, তোমাদের কোনো কিছুই (সেদিন)  
গোপন থাকবে না ।

يَوْمَئِنْ تَعْرُضُونَ لَا تَخْفِي مِنْكُمْ خَانِيَةً ۝

۱۹. সেদিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া  
হবে সে (খুশীতে লোকজনকে ডেকে) বলবে,  
তোমরা (এসো)- আমার (আমলনামার) পুস্তকটি  
পড়ে দেখো।

فَإِمَّا مَنْ أُوتَىٰ كِتَابَهُ بِمِيقَاتِهِ فَيَقُولُ  
هَأُنْ أَقْرَءُ وَلَا كَتِبَةَ

۵۶

২০. অবশ্যই আমি জানতাম আমাকে একদিন হিসাব  
নিকাশের সামনাসামনি হতে হবে।

۲۱. অতপর (বেহেশ্তের উদ্যানে) সে (চির) সুখের  
জীবন যাপন করবে,  
**فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ** ୧୩

২২. (সে উদ্যান হবে) আলীশান জাতীয়তের মধ্যে, فِي جَنَّةِ عَالِيَّةٍ ﴿٤﴾

২৩. এর ফলমূল (তাদের) নাগালের মধ্যেই ঝুলতে  
থাকবে।

۲۸. (আল্লাহর ঘোষণা আসবে,) অতীতে যা তোমরা (অর্জন) করে এসেছো তার পুরক্ষার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এগুলো) খাও এবং তৃষ্ণি সহকারে পানীয় গ্রহণ করো |

كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي  
الْآيَامِ الْكَالِيَةِ ⑥

- وَآمَّا مِنْ أُوتَىٰ كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ  
وَلَمْ يَلِيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَبَهُ  
وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَّهُ  
يَلِيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةَ  
مَا أَغْنِي عَنِي مَالِيَّهُ  
فَلَلَّكَ عَنِي سُلْطَنِيَّهُ  
خُذْ وَهَفْلُوَهُ  
ثُمَّ الرَّجِيرَ صَلَوَهُ  
فَاسْلُوكُهُ  
إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ  
وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ  
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَّا حَمِيرٌ  
وَلَا طَعَامٌ لِلْأَمْنِ غِسْلِيَّهُ  
لَا يَا كَلَهُ إِلَّا اخْتَاطِيُّونَ  
فَلَأَقْسِمُ بِيَا تَبْصِرُونَ  
وَمَا لَا تَبْصِرُونَ  
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ  
وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ  
وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَنَّ كُرُونَ
২৫. যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেয়া হবে, (দুখ ও অপমানে) সে বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজ) আমাকে কোনো রকম আমলনামা নাই দেয়া হতো!
২৬. আমি যদি আমার হিসাব (-এর খাতাটি) না-ই জানতাম,
২৭. হায়! (প্রথম) মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী (বিষয়) হয়ে যেতো!
২৮. আমার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য (আজ) কোনো কাজেই লাগলো না,
২৯. আমার সব কর্তৃত (ও ক্ষমতা আজ) নিশেষ হয়ে গেলো,
৩০. (এ সময় জাহানামের অহরীদের প্রতি আদেশ আসবে, যাও) তোমরা তাকে পাকড়াও করো, এরপর তার গলায় শেকল পরিয়ে দাও,
৩১. অতপর তাকে জাহানামের (জুলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাও
৩২. তারপর তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলো; যা সক্তর গজ (লঘা)
৩৩. কেননা, সে কখনো মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনেনি,
৩৪. সে দুষ্ট অসহায় লোকদের খাবার দেয়ার জন্যে (অন্যদের) উৎসাহ দেয়নি;
৩৫. আজকের এ দিনে তার কোনো বস্তু নেই,
৩৬. (ক্ষতনিসূত) পুঁজ ছাড়া (আজ তার জন্যে দ্বিতীয়) কোনো খাবারও এখানে থাকবে না,
৩৭. একান্ত অপরাধী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই (আজ) তা খাবে না।
৩৮. তোমরা যা কিছু দেখতে পাও আমি তার শপথ করছি,
৩৯. (আরো শপথ করছি) সেসব বস্তুর যা তোমরা দেখতে পাও না,
৪০. নিসন্দেহে এ কিতাব একজন সম্মানিত রসূলের (আনীত) বাণী,
৪১. এটা কোনো কবির কাব্যকথা নয়; অবশ্য তোমরা খুবকর্মই (এ কথা) বিশ্বাস করো,
৪২. এটা কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর কথাও নয়; অবশ্যই তোমরা খুব কর্মই উপদেশ গ্রহণ করো;

৪৩. (মূলত) এ কিতাব সৃষ্টিকূলের মালিক আল্লাহ  
তায়ালার কাছ থেকেই (তাঁর রসূলের ওপর) নাযিল  
করা হয়েছে।

تَبَرِّيْل مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑧

৪৪. সে যদি এ (গ্রন্থ)-টি নিজে বানিয়ে আমার ওপর  
চালিয়ে দিতো,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ ⑧

৪৫. তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে  
ফেলতাম,

لَاَخْلُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ⑧

৪৬. অতপর আমি অবশ্যই তার কর্ণনালী কেটে  
ফেলে দিতাম,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ ⑧

৪৭. (সে অবস্থায়) তোমাদের কেউই তাকে আল্লাহর  
কাছ থেকে বাঁচাতে পারতো না!

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حِجْرِبَ ⑧

৪৮. (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা ভয় করে, এ কিতাব  
তাদের জন্যে উপদেশ বৈ কিছু নয়!

وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرَةً لِلْمُتَقِينَ ⑧

৪৯. আমি ভালো করেই জানি, তোমাদের একদল  
লোক এ (কিতাব)-কে মিথ্যা সাব্যস্তকারী হবে।

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مَكِّنَ بِيْنَ ⑧

৫০. এটি হবে কাফেরদের জন্যে গভীর অনুত্তপ ও  
হতাশার কারণ,

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكُفَّارِ ⑧

৫১. নিসন্দেহে এ মহাগ্রহ এক অমোঘ সত্য।

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ⑧

৫২. অতপর (হে নবী,) তুমি তোমার মহান মালিকের  
নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো।

فَسَبِّحْ بِاَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ⑧

আয়াত ৪৪

রুক্মু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মায়ারেজ  
মুকায় অবতীর্ণ

১. একজন প্রশ়্নকর্তা (আল্লাহ তায়ালার) অবধারিত  
আযাব (দ্রুত) পেতে চাইলো,

سَأَلَ سَائِلٍ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ①

২. (এ আযাব হচ্ছে) কাফেরদের জন্যে, তার  
প্রতিরোধকারী কিছুই নেই,

لِلْكُفَّارِ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ③

৩. (এ আযাব আসবে) সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী  
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে;

مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَاجِ ④

৪. ফেরেশতাকুল ও (তাদের নেতা) 'রহ'  
(জিবরাইল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন  
একটি দিনে, যার পরিমাণ (তোমাদের) পঞ্চাশ  
হাজার বছর,

تَرْعِجُ الْمَلِئَةَ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ  
مِقْلَأَرَهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةً ⑤

৫. অতএব (হে নবী, কাফেরদের ব্যাপারে) তুমি  
উত্তম ধৈর্য ধারণ করো।

فَاصْبِرْ صَبِرًا جَوِيلًا ⑥

৬. তারা এ (অবধারিত আযাব)-কে একটি দূরের  
(ব্যাপার) হিসেবেই দেখতে পায়,

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيلًا ⑦

৭. অথচ আমি তাকে দেখতে পাইছি একেবারে  
আসন্ন;

وَتَرِهَ قَرِيبًا ۖ

৮. যেদিন আসমান হবে গলিত তামার মতো,

يَوْمَ تَكُونُ السَّيَّاءُ كَالْمُهِلِ ۖ

৯. আর পাহাড়গুলো হবে (রং বেরয়ের) ধূনা পশ্চমের  
মতো,

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمَنِ ۖ

১০. (সেদিন) এক বন্ধু আরেক বন্ধুর খবর নেবে না,

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيرٍ حَمِيماً ۖ

১১. (অথচ) তারা একজন আরেকজনকে ঠিকই  
দেখতে পাবে, (সেদিন) অপরাধী ব্যক্তি আয়াব  
থেকে (নিজেকে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার পুত্র  
সন্তানদের দিতে পারলেও তা দিতে চাইবে,

يَصْرُونَهُمْ بِيُودِ الْمَجْرُمِ لَوْ يَفْتَلِي  
مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِنْ بَبِنَيْهِ ۖ

১২. (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের  
ভাইকেও-

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۖ

১৩. এবং নিজের পরিবার এমন আপনজনদেরও,  
যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো,

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تَعْوِيْهِ ۖ

১৪. ভূমভূলের সবকিছুই সে (দিতে চাইবে), তারপরও  
সে তা থেকে বাঁচতে চাইবে,

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً لَا يُنْجِيْهِ ۖ

১৫. না (কিছুতেই সেদিন বাঁচা যাবে না); জাহানাম  
হচ্ছে একটি প্রজ্ঞালিত আগুনের লেলিহান শিখা,

كَلَّا إِنَّهَا لَظِي ۖ

১৬. যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে  
খসিয়ে দেবে,

نَزَاعَةٌ لِلشَّوْى ۖ

১৭. (সেদিন) সে (আগুন) এমন সব লোকদের  
ডাকবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে তা থেকে) ফিরে  
গিয়েছিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো,

تَنْعَوْا مِنْ أَدْبَرٍ وَتَوَلِّ ۖ

১৮. (যারা বিপুল) ধনরাশি জমা করে তা আগলে  
রেখেছিলো।

وَجَمَعَ فَأَوْعِي ۖ

১৯. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরু  
জীব হিসেবে,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوَعًا ۖ

২০. যখন তার ওপর কোনো বিপদ আসে তখন সে  
ঘাবড়ে যায়,

إِذَا مَسَدَ الشَّرْ جَزِوا ۖ

২১. (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন  
সে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে,

وَإِذَا مَسَدَ الْخَيْرَ مَنْوَعًا ۖ

২২. কিন্তু সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা নামায  
প্রতিষ্ঠা করে-

إِلَّا الْمُصْلِيْنَ ۖ

২৩. যারা নিজেদের নামাযে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম  
থাকে-

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۖ

২৪. (যারা বিশ্বাস করে) তাদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট  
অধিকার আছে- **وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ** ৩৪
২৫. এমন সব লোকদের জন্যে- যারা (অন্যদের  
কাছে কিছু) চায় এবং যারা (নানা সুবিধা) বাস্তিত,  
**اللِّسَائِلِ وَالْمَحْرُوفِ** ৩৫
২৬. (তারাও নয়-) যারা বিচার দিনের সত্যতা  
স্থীকার করে, **وَالَّذِينَ يَصِلِّ قُوَنَ بِيَوْمِ الدِّينِ** ৩৬
২৭. (তদুপরি) যারা তাদের মালিকের আয়াবকে ভয়  
করে, **وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَنِ ابْرَاهِيمَ مُشْفِقُونَ** ৩৭
২৮. নিশ্চয়ই তাদের মালিকের আয়াবের বিষয়টি  
নিয়ে নিশ্চিন্ত (বসে) থাকা যায় না। **إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرَ مَأْمُونٍ** ৩৮
২৯. যারা নিজেদের ঘোন অংগসমূহের হেফায়ত  
করে, **وَالَّذِينَ هُمْ لِفِرْجِهِمْ حَفِظُونَ** ৩৯
৩০. অবশ্য নিজেদের স্তৰীদের কিংবা এমন সব  
মহিলাদের বেলায় (এটা প্রযোজ্য) নয়, যারা (আল্লাহ  
তায়ালার অনুমোদিত পদ্ধতি)  
তাদের মালিকানাধীন  
রয়েছে, (এখানে সংযম না করা হলে এ জন্য) কোনো  
অবস্থায়ই তারা তিরক্ত হবে না,  
**إِلَّا أَنَّ أَزْوَاجَهُمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ  
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلَوِّنِينَ** ৪০
৩১. (এ সীমারেখার) বাইরে যারা (ঘোন সংঘেরে  
জন্য) অন্য কিছু পেতে চাইবে, তারা হবে  
সীমালংঘনকারী,  
**فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ  
الْعَدُونَ** ৪১
৩২. যারা তাদের (কাছে রক্ষিত) আমানত ও তাদের  
প্রতিক্রিতি রক্ষা করে, **وَالَّذِينَ هُمْ لِامْتِنَاهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ** ৪২
৩৩. যারা (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে  
অটল থাকে, **وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَدَتِهِمْ قَائِمُونَ** ৪৩
৩৪. (সর্বোপরি) যারা নিজেদের নামাযের হেফায়ত  
করে; **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ** ৪৪
৩৫. (পরকালে) এরাই জান্নাতে মর্যাদা সহকারে  
অবস্থান করবে;  
**أُولَئِكَ فِي جَنَّتِ مَكْرُونَ** ৪৫
৩৬. এ কাফেরদের (আজ) কৌ হলো? এরা কেন  
উর্ধ্বশ্বাসে তোমার সামনে ছুটে আসছে,  
**فَهَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُمْهِطِعِينَ** ৪৬
৩৭. (ছুটে আসছে) ডান দিক থেকে, বাম দিক  
থেকে, দলে দলে!  
**عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَائِلِ عِزِيزِينَ** ৪৭
৩৮. তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি এ (মিথ্যা) আশা  
পোষণ করে যে, তাকে (আল্লাহর) নেয়ামতভরা  
জান্নাতে দাখিল করা হবে!  
**أَيَطْعَمُ كُلُّ أُمَّةٍ مِنْهُمْ أَنْ يَلْخَلَ جَنَّةً  
نَعِيْرِي** ৪৮
৩৯. না, তা কখনো নয়, আমি তাদের এমন এক  
(নিকৃষ্ট) জিনিস দিয়ে বানিয়েছি যা তারা জানে।  
**كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ** ৪৯

৪০. আমি উদয়চল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের  
শপথ করছি, অবশ্যই আমি (বিদ্রোহীদের শাস্তি  
প্রদানে) সক্ষম,

فَلَا أَقْسِرُ بَرِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّ  
لَقْدِ رَوَنَ ⑥

৪১. (আমি সক্ষম) এদের চাইতে উৎকৃষ্ট কাউকে  
দিয়ে (এদের অবস্থা) বদলে দিতে এবং আমি (এতে  
মোটেই) অক্ষম নহি।

عَلَىٰ أَنْ نَبْلِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۖ وَمَا نَحْنُ  
بِمُسْبِقِيْنَ ⑥

৪২. (হে নবী,) তুমি (ব্রহ্ম) এদের ছেড়ে দাও,  
এরা কিছুদিন খেল তামাশায় নিমগ্ন থাক- সেদিনটির  
সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যেদিনের (ব্যাপারে) তাদের  
ওয়াদা দেয়া হচ্ছে-

فَنَّ رَهْمَرِ يَخْوِضُوا ۖ وَيَلْعَبُوا ۖ حَتَّىٰ يُلْقَوُا  
بِوْهْمَرِ الَّذِي يَوْعَلُونَ ⑥

৪৩. সেদিন এরা এমন দ্রুতগতিতে (নিজ নিজ) কবর  
থেকে বের হয়ে আসবে, (দেখে মনে হবে) তারা  
(সবাই বুঝি) কোনো শিকারের (লক্ষ্যবস্তুর) দিকে  
ছুটে চলেছে,

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجَلِ أَشْرَاعًا  
كَانَهُمْ إِلَىٰ نَصْبٍ يَوْفِضُونَ ⑥

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, অপমান ও  
লাঞ্ছন্য তাদের সবকিছু থাকবে আচ্ছন্ন; (তাদের বলা  
হবে) এ হচ্ছে সেই দিবস, তোমাদের কাছে যেদিনের  
ওয়াদা করা হয়েছিলো।

خَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلَّكَ  
الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَلُونَ ⑥

আয়াত ২৮  
রুমু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহর নামে-

সূরা নৃহ  
মুকায় অবতীর্ণ

১. অবশ্যই আমি নৃহকে তার জাতির কাছে  
পাঠিয়েছিলাম, (তাকে বলেছিলাম, হে নৃহ), তোমার  
জাতির ওপর এক ভয়াবহ আয়ার আসার আগেই তুমি  
তাদের সাবধান করে দাও।

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمَهُ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَّمْرَ عَلَىٰ بَأْلِيْرِ ⑥

২. (নৃহ তার জাতিকে বললো,) হে আমার  
জাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট  
সতর্কারী ব্যক্তি,

قَالَ يَقُولُ أَنِّي لَكُمْ نَلِيْرَ بِرْ مِبِينٍ ⑥

৩. তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তাঁকেই ভয়  
করো, তোমরা আমার আনুগত্য করো,

أَنِّي أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَأَتَقْوَهُ وَأَطِيعُونَ ⑥

৪. (এতে করে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহখাতা  
মাফ করে দেবেন এবং (এ দুনিয়ায়) তিনি তোমাদের  
এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন; হাঁ,  
আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে তখন  
তাকে পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কতো ভালো হতো যদি  
তোমরা বুঝতে পারতে!

يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذَنْبِكُمْ وَيُؤْخِرُكُمْ إِلَىٰ  
آجَلٍ مَسْمَىٰ إِنَّ آجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَآ  
يُؤَخْرِمُ لَوْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑥

৫. (নিরাশ হয়ে) সে বললো, হে আমার রব, আমি  
আমার জাতিকে দিবানিশি (ঈমানের) দাওয়াতই  
দিয়েছি,

قَالَ رَبِّيْ أَنِّي دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا  
وَنَهَارًا ⑥

৬. (কিন্তু) আমার এ (দিবানিশি) দাওয়াত তাদের (সত্য থেকে) পালানো ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

৭. যতোবার আমি তাদের (তোমার পথে) ডেকেছি- (ডেকেছি) যেন তুমি (তাদের অতীত কৃতকর্ম) ক্ষমা করে দাও, তারা (ততোবারই) কানে আংগুল চুকিয়ে দিয়েছে এবং (অঙ্গতার) আবরণ দিয়ে নিজেদের ঢেকে দিয়েছে, (শুধু তাই নয়), তারা জেদ ও অহমিকাও প্রদর্শন করেছে, (হেদায়াতকে অবজ্ঞা করার) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে,

৮. তারপর আমি আবারও তাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে (দীনের) দাওয়াত পেশ করেছি,

৯. তাদের জন্যে আমি (দীনের) প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি, আমি চুপে চুপেও তাদের কাছে (দীনের দাওয়াত) পেশ করেছি,

১০. পরন্তু আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের মালিকের দুয়ারে (নিজেদের অপরাধের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল,

১১. (তদুপরি) তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে অবোর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন,

১২. ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, তিনি তোমাদের জন্যে বাগবাণিচা ও উদ্যানমালা স্থাপন করবেন, (বিরান ভূমিতে) তিনি নদীনালা প্রবাহিত করবেন;

১৩. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে মানমর্যাদা পাওয়ার আশা করো না?

১৪. অথচ তিনিই পর্যায়ক্রমে তোমাদের (মানুষ) বানিয়েছেন।

১৫. তোমরা কি দেখতে পাও না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সাত আসমান বানিয়ে স্তরে স্তরে (তাকে সাজিয়ে) রেখেছেন-

১৬. এবং কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন।

১৭. আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের (একটি বিশেষ পদ্ধতিতে) মাটি থেকে উদ্গত করেছেন,

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءً حِلَالًا فَلَمْ يَرْأُوا رَبَّهُمْ  
وَإِنَّ كُلَّمَا دَعَوْتَهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا  
آصَابَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ  
وَأَصْرَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا إِسْتِكْبَارًا

ثُمَّ أَنِّي دَعَوْتَهُمْ جِهَارًا ۝  
ثُمَّ أَنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ  
إِسْرَارًا ۝

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ  
غَافِرًا ۝

يَرِسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّنْ رَأْزَارًا ۝

وَيَمِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبِنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ  
جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ آنْهَرًا ۝

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ اللَّهَ وَقَارًا ۝

وَقَنْ خَلْقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

أَلَّرْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  
طِبَاقًا ۝

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ  
سِرَاجًا ۝

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝

১৮. আবার তিনি তোমাদের তার মাঝেই ফিরিয়ে নেবেন এবং তা থেকেই একদিন তিনি তোমাদের বের করে আনবেন ।

۱۷ ۲۵

تُمَّرِّيْعِيْلُ كُمْرِفِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا

১৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানার মতো (সমতল করে) বানিয়েছেন,

۱۸ ۲۶

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا

২০. যাতে করে তোমরা এর উন্নত (ও প্রশস্ত) পথ ধরে চলাফেরা করতে পারো ।

۱۹ ۲۷

لِتَسْلِكُوا مِنْهَا سُبْلًا فِي جَاجًا

২১. নৃহ বললো, হে আমার রব, আমার জাতির লোকেরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি তাদের বিনাশ ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করেনি,

۲۰ ۲۸

قَالَ نُوحٌ رَبِّيْنَ اَنْهُمْ عَصُونِيْ وَاتَّبَعُوْا مِنْ لَمْرِبِّدَةِ مَالِهِ وَوَلَهُ اَلْخَسَارَا

২২. তারা (সত্যের বিরুদ্ধে) সাংঘাতিক ধরনের ঘড়্যন্ত করেছে,

۲۱ ۲۹

وَمَكْرُوْهًا مَكْرًا كَبَارًا

২৩. তারা বলে, তোমরা তোমাদের দেবতাদের কোনো অবস্থায়ই পরিত্যাগ করো না- ‘ওয়াদ’ ‘সূয়া’ (নামক দেবতাদের) উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না, ‘ইয়াগুস’ ‘ইয়াউক’ ও ‘নাছর’ নামের দেব দেবীকেও (ছাড়বে) না,

۲۲ ۳۰

وَقَالُوا لَا تَلِّنَ رَبَّنِيْمَهُكُمْ وَلَا تَلِّنَ رَبَّنِيْمَهُكُمْ وَدَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسَرًا

২৪. (হে মালিক,) এরা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে, তুমি ও আজ এ যালেমদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিয়ো না ।

۲۳ ۳۱

وَقَنَ اَضْلَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدُ الظَّلَمِيْمَ اِلَّا فَلَلِلا

২৫. (অতপর) তাদের নিজেদের অপরাধের জন্যেই তাদের (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, (পরকালেও) তাদের জাহান্মারের কঠিন অনলে প্রবেশ করানো হবে, এ (অবস্থায়) তারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকেই সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না ।

۲۴ ۳۲

مِمَّا خَطِيْئَتِهِمْ اَغْرِيْقُوا فَادْخُلُوا نَارًا هَلْمَ

يَحِلُّ وَلَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ اَنْصَارًا

২৬. নৃহ বললো, হে আমার রব, এ যমীনের অধিবাসী একজন (যালেম)-কেও তুমি (আজ শাস্তি থেকে) রেহাই দিয়ো না,

۲۵ ۳۳

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّيْنَ لَا تَلِّنَ رَبَّيْنَ الْاَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِينَ دَيَّارًا

২৭. (আজ) যদি তুমি এদের (শাস্তি থেকে) রেহাই দাও, তাহলে এরা (পুনরায়) তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে, (শুধু তাই নয়), এরা (ভবিষ্যতেও) দুরাচার পাপী কাফের ছাড়া কাউকেই জন্ম দেবে না ।

۲۶ ۳۴

إِنَّكَ اِنْ تَلِّنَ رَهْبَرِيْضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلْدُنَ وَلَا اَفَاجِرًا كَفَارًا

২৮. হে আমার রব, তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে- তোমার ওপর দৈমান এনে যারা আমার (সাথে ঈমানের এই) ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা করে দাও,

۲۷ ۳۵

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلَوَالدَّيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِتِ

وَلَا تَرْزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَأً

আয়াত ২৮  
রুক্মি ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
বৈহামন রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল জিন  
মুকায় অবতীর্ণ

কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

২  
রুক্মি

যালেমদের জন্যে চূড়ান্ত ধৰ্ষণ ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি

করো না।

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার কাছে এ মর্মে ওহী  
নাখিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল (কোরআন) قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنِّي أَسْتَعِمْ نَفْرَمِ الْجِنِّ  
শুনেছে, অতপর তারা (নিজেদের লোকদের) বলেছে,  
আমরা আজ এক বিশ্যয়কর কোরআন শুনে এসেছি,  
فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَابًا
২. যা সঠিক (ও নির্ভুল) পথ প্রদর্শন করে, তাই  
আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর  
কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক  
করবো না,  
يَهْدِي إِلَى الرَّشِيدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ  
نُشِرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا
৩. (আমরা বিশ্বাস করি,) আমাদের মালিকের মর্যাদা  
সকল কিছুর উর্ধ্বে, তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা পুত্র  
হিসেবে গ্রহণ করেননি,  
وَأَنَّهُ تَعْلَى جَلَّ رَبِّنَا مَا أَتَخَلَّ صَاحِبَةً  
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا  
وَلَا وَلَّا
৪. (আমরা এও জানি,) আমাদের (কতিপয়) নির্বোধ  
আল্লাহ তায়ালার ওপর অসত্য ও বাঢ়াবাড়িমূলক وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا  
কথাবার্তা আরোপ করে,
৫. আমরা মনে করেছিলাম, মানুষ ও জিন (এ দুই  
জাতি তো) আল্লাহ তায়ালার ওপর ঝিন্দ্যা আরোপ  
করতেই পারে না,  
وَأَنَا ظَنَّنَا أَنَّ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ  
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
৬. মানুষদের মাঝে কতিপয় (মূর্খ) লোক (বিপদে  
আপদে) জিনদের কিছু সদস্যের কাছে আশ্রয়  
চাইতো, (এতে করে) মানুষরা তাদের গুনাহকে  
আরো বাড়িয়ে দিতো,  
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْوِذُونَ  
بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا
৭. জিন্নরা মনে করতো— যেমনি মনে করতে তোমরা  
(মানুষরা)— যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তায়ালা কখনো  
কাউকে পুনরজীবিত করবেন না,  
وَأَنَّهُمْ ظَنَّوا كَمَا ظَنَّنَتْمُ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ  
اللَّهُ أَحَدًا
৮. (জিন্নরা আরো বললো,) আমরা আকাশমণ্ডল  
ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমরা একে কঠোর  
প্রহরী ও উক্কাপিণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত পেয়েছি,  
وَأَنَا لَمْسِنَا السَّمَاءَ فَوَجَلَنَّهَا مُلِئَتْ  
حَرَسًا شَدِيلًا وَشَهِبًَا
৯. আমরা আগে তার বিভিন্ন ঘাটিতে কিছু শোনার  
প্রত্যাশায় বসে থাকতাম; কিন্তু এখন আমাদের  
কেউ যদি (এসব ঘাটিতে বসে) কিছু শোনার  
চেষ্টা করে, তাহলে সে প্রতিটি জায়গায় তার  
জন্যে (পেতে রাখা এক) একটি জুলন্ত উক্কাপিণ্ড  
(দেখতে) পায়,  
وَأَنَا كَانَ قَعْدُهُ مَقَاعِدَ لِلصَّمْعِ فَمِنْ  
يَسْتَمِعُ الْأَنَّ يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا
১০. আমরা বুঝতে পারছিলাম না, পৃথিবীর মানুষদের  
কোনো অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশেই কি এসব (উক্কাপিণ্ড  
বসিয়ে রাখা) হয়েছে— না (এর মাধ্যমে) তাদের মালিক  
তাদের সঠিক পথ দেখাতে চান,  
وَأَنَا لَا نَدِرِي أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَنْ فِي  
الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَشَدًا

১১. (মানুষদের মতো) আমাদের মধ্যেও কিছু আছে  
সৎকর্মশীল, আর কিছু আছে এর ব্যতিক্রম; (পাপ  
পুণ্যের দিক থেকে) আমরা ছিলাম দিখাবিভক্ত,  
**وَأَنَا مِنَ الْمُصْلِحُونَ وَمِنَ دُونَ ذَلِكَ كُمَّا طَرَائِقَ قَلَّ دَأْ** ১
১২. আমরা বুঝে নিয়েছি, এ ধরার বুকে আমরা  
আল্লাহ তায়ালাকে কখনো অক্ষম করতে পারবো না—  
না আমরা (কখনো তাঁর থেকে) পালিয়ে গিয়ে তাঁকে  
পরাত্ত করতে পারবো,  
**وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَن نَعِزِّزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعِزِّزَهُ هَرَبًا** ২
১৩. আমরা যখন হেদয়াতের বাণী (সম্বলিত)  
কোরআন) শুনলাম, তখন আমরা তার ওপর ঈমান বিহুমুখ  
আনলাম; (কেননা) যে ব্যক্তি তার মালিকের ওপর  
ঈমান আনে, তার কোনো কিছু কর্ম পাওয়ার আশংকা  
থাকে না, (পরকালেও) তার লাঞ্ছনা থাকবে না,  
**وَأَنَّا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمْنَاهُ بِهِ فَمِنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَفْقًا** ৩
১৪. আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা (আল্লাহর  
অনুগত) মুসলিম, আবার কিছু আছে যারা সত্যবিমুখ  
(কাফের); যারা (আল্লাহর) আনুগত্যের পথ বেছে  
নিয়েছে তারাই হচ্ছে সেসব (ভাগ্যবান) মানুষ যারা  
মুক্তি ও সৎপথই বাছাই করে নিয়েছে,  
**وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِونَ وَمِنَ الْقَسِطْوَنَ فَمِنْ أَسْلَرَ فَأُولَئِكَ تَحْرُوا رَشْدًا** ৪
১৫. আর যারা সত্যবিমুখ তারা অবশ্যই জাহানামের  
ইঙ্কন (হবে),  
**وَأَمَّا الْقَسِطْوَنَ فَكَانُوا جَهَنَّمَ حَطَبًا** ৫
১৬. লোকেরা যদি সত্য (ও নির্ভূল) পথের ওপর সুদৃঢ়  
থাকতো, তাহলে আমি তাদের (আসমান থেকে) প্রচুর  
পানি পান করাতাম,  
**وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَلَقًا** ৬
১৭. যেন আমি এর দ্বারা তাদের (ঈমানের) পরীক্ষা  
নিতে পারি; যদি কোনো মানুষ তার মালিকের অ্বরণ  
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে কঠোর আয়াবে  
প্রবেশ করাবেন,  
**لِنَفْتَنَاهُمْ فِيهِ وَمِنْ يَعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلِكُهُ عَنْ أَبَابِ صَعَدًا** ৭
১৮. মাসজিদসমূহ আল্লাহ তায়ালার এবাদাতের  
জন্যে (নির্দিষ্ট), অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে  
অন্য কাউকে ডেকো না,  
**وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَآتَلَ عَوْمَعَ اللَّهِ أَحَدًا** ৮
১৯. যখন আল্লাহর এক বান্দা তাকে ডাকার জন্যে  
দাঁড়ালো, তখন (মানুষ কিংবা জিনের) অনেকেই তার  
পাশে ভৌড় জমাতে লাগলো;  
**وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْوَدَ كَادَوْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأ** ৯
২০. (এদের) তুমি বলো, আমি শুধু আমার রবকেই  
ডাকি, আর আমি (কখনো) তাঁর সাথে কাউকে শরীক  
করি না।  
**قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّيْ وَلَا أَشْرُكُ بِهِ أَحَدًا** ১০
২১. তুমি বলো, আমি তোমাদের ক্ষতিসাধনের যেমন  
ক্ষমতা রাখি না, তেমনি আমি তোমাদের ভালো করার  
ক্ষমতাও রাখি না।  
**قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشْدًا** ১১

২২. তুমি বলো, আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমি কখনো তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল (খুঁজে) পাবো না,

قُلْ إِنَّি لَنْ يَحِيرَنِي ^ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۝  
وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ۝

২৩. (আমার কাজ) এ ছাড়া আর কি (আছে) যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর বাণী ও হেদয়াত পৌছে দেবো, কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহানামের (কঠিন) আগুন, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে;

২৪. এভাবে (সত্যি সত্যিই) যখন তারা (সে দিনটি) দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রূতি তাদের দেয়া হচ্ছে, তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে কার সাহায্যকারী কতো দুর্বল এবং কার বাহিনী কতো কম!

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ ۝  
مِنْ أَضَعُفُ نَاصِرًا وَأَقْلَ عَنِ الدَّارِ ۝

২৫. তুমি বলো, আমি (নিজেই) জানি না, তোমাদের (কেয়ামতের) যে প্রতিশ্রূতি দেয়া হচ্ছে তা কি (আসলেই) সঞ্চিকটে, না আমার মালিক তার জন্যে কোনো মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন।

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَا تَوَعَّلُونَ ۝  
يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْ أَمْدًا ۝

২৬. তিনি (সমগ্র) গায়বের (একক) জানী, তাঁর (সে) অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না,

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَيْهِ أَحَدًا ۝

২৭. অবশ্য তাঁর রসূল ছাড়া—যাকে তিনি বাছাই করে নিয়েছেন, কিন্তু তারও আগে-পিছে তিনি (অতন্ত্র) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন,

إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ  
مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا ۝

২৮. এ (প্রহরা) দিয়ে তিনি এ কথাটা জেনে নিতে চান, তাঁর নবী রসূলুরা (মানুষের কাছে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদয়াতের বাণী (ঠিক ঠিক) পৌছে দিয়েছে কিনা, তিনি তো এমনিই তাদের সব কিছু পরিবেষ্টন করে রাখেছেন এবং (এ সৃষ্টি জগতের) সবকিছুকেই তিনি গুনে রেখেছেন।

لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ  
وَأَحَاطَ بِمَا لَدَ يَمِرُّ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ  
عَنِ الدَّارِ ۝



১. হে বন্ত্র আচ্ছাদনকারী (মোহাম্মদ)

يَا يَاهَا الْمَزِيلِ ۝

২. রাতে (নামায়ের জন্যে উঠে) দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে-

قُرْ أَلَّيْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৩. তার অর্ধেক অংশ—অথবা তার চাইতে আরো কিছু কম করো,

نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

৪. কিন্বা তার ওপর (আরো কিছু) বাড়িয়ে দাও, তুমি  
কোরআন তেলাওয়াত করো থেমে থেমে;

أَوْزَدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

৫. (হে মোহাম্মদ!) অচিরেই আমি তোমার ওপর  
একটি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) কিছু রাখতে যাচ্ছি।

إِنَّا سَنُلِّيْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيْلًا

৬. অবশ্যই রাতে বিছানা ত্যাগ! তা আস্তসংযমের  
জন্যে বেশী কার্যকর (এ সময় দোয়া ও কোরআন)  
পাঠের সুবিধা থাকে বেশী;

إِنَّ نَاسِيْنَةَ الْيَلِ هِيَ أَشَدُ وَطَأً وَاقْوَمْ قِيْلًا

৭. অবশ্যই দিনের বেলায় তোমার প্রচুর কর্মব্যস্ততা  
থাকে।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيْلًا

৮. তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করো এবং  
একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করো;

وَاذْكُرْ أَسْمَرِ بَرِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا

৯. আল্লাহ তায়ালা পূর্ব পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া আর  
কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি অভিভাবক  
হিসেবে গ্রহণ করো।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
فَاتَّخِلْهُ وَكِيلًا

১০. এ (নির্বোধ) লোকেরা যেসব কথাবার্তা বলে  
তাতে তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে  
তাদের পরিহার করো।

وَاصْبِرْ مَمَّا يَقُولُونَ وَاهْجِرْ هِمْ هَجْرًا  
جَمِيلًا

১১. মিথ্যা সাব্যস্তকারী ও সম্পদের অধিকারীদের (সাথে  
ফয়সালার) ব্যাপারটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও এবং  
কিছুদিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখো।

وَذَرْنِيْ وَالْمَكْنِ بَيْنَ أُولَى النَّعْمَةِ  
وَمَهْلِمْرَ قَلِيلًا

১২. অবশ্যই আমার কাছে (এদের পাকড়াও করার  
জন্যে) শেকল আছে, আছে (আয়াব দেয়ার জন্যে)  
জাহান্নাম,

إِنَّ لَدَنَا آنَكَالًا وَجَحِيْمًا

১৩. (আরো রয়েছে) গলায় আটকে যাবে এমন খাবার  
ও যন্ত্রা দেবে এমন ধরনের আয়াব,

وَطَعَامًا ذَاغْصَةً وَعَذَابًا أَلِيْمًا

১৪. (যেদিন এ ঘটনা ঘটবে) সেদিন পৃথিবী ও  
(তার) পাহাড়সমূহ প্রকল্পিত হতে থাকবে এবং  
পাহাড়সমূহ হবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কতিপয়  
বালুর স্তুপ।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ  
الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيلًا

১৫. অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে (তোমাদের  
কাজকর্মের) সাক্ষ্যদাতা হিসেবে একজন রসূল  
পাঠিয়েছি, যেমনি করে ফেরাউনের কাছেও আমি  
একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম;

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ  
كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

১৬. অতপর ফেরাউন (আমার) রসূলকে অমান্য  
করেছে, (এর শাস্তি হিসেবে) আমি তাকে কঠোরভাবে  
পাকড়াও করেছি।

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْنَانًا  
وَبِيلًا

১৭. তোমরা যদি (আজ) সেদিনকে অঙ্গীকার করো তাহলে (আয়াব থেকে) কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে, (অথচ অবস্থার ভয়াবহতা) সেদিন কিশোর বালকদেরও বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে;

فَكَيْفَ تَتَقَوَّنَ أَنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ  
السَّمَاءَ مُنْفَطِرَةً كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا  
الْوَلْدَانَ شِيبَاً

১৮. যেদিন তার সাথে আসমান ফেটে ফেটে পড়বে, (এ) হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আর তা সংঘটিত হবেই।

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

১৯. এ হচ্ছে একটি উপদেশমাত্র, কোনো ব্যক্তি চাইলে (এর মাধ্যমে) নিজের মালিকের দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা ধরতে পারে।

إِنْ هُنَّ هَذِهِ تَدْلِيَةٌ فَمِنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْ  
رَبِّهِ سَبِيلًا

২০. (হে নবী,) অবশ্যই তোমার মালিক (একথা) জানেন যে, তুমি এবং তোমার সাথে তোমার সাথীদের এক দল (এবাদাতের জন্যে কখনো) রাতের দুই তৃতীয়াংশ, (কখনো) অর্ধেক অংশ, আবার (কখনো) এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকো; (মূলত) রাত দিনের এ হিসাব তো আল্লাহ তায়ালাই ঠিক করে রাখেন; তিনি (এও) জানেন, তোমরা কখনো এর সঠিক হিসাব করতে সক্ষম হবে না, তাই তিনি (এ ব্যাপারে) তোমাদের ওপর ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন, অতএব (এখন থেকে) কোরআনের যে পরিমাণ অংশ তেলাওয়াত করা তোমাদের জন্যে সহজ, ততেটুকুই তোমরা তেলাওয়াত করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থা জানেন, তোমাদের ভেতর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, আবার পরবর্তী কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধানের উদ্দেশে সফরে বের হতে পারে, আবার একদল লোক আল্লাহর পথে যুক্ত নিয়োজিত হবে, (এ পরিপ্রেক্ষিতে) তা থেকে যেটুকু অংশ পড়া তোমাদের জন্যে সহজ ততেটুকুই তোমরা পড়ো; তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঝণ দিতে থাকো, (মনে রাখবে), যা কিছু ভালো ও উত্তম কাজ তোমরা আগেভাগেই নিজেদের জন্যে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে রাখবে, তাই তোমরা তাঁর কাছে (সংরক্ষিত দেখতে) পাবে, পূরক্ষণ ও এর বর্ধিত পরিমাণ হিসেবে তা হবে অতি উত্তম, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতীব দয়ালু, অধিক ক্ষমাশীল।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ أَدْنَى مِنْ  
لُلْثِي الْيَلِ وَنَصْفَهُ وَنَلْهَدَ وَطَائِفَةً مِنْ  
الَّذِينَ مَعَكُمْ وَاللَّهُ يَقْدِرُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ  
عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَمَ  
أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٌ «وَآخَرُونَ  
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ  
اللَّهِ «وَآخَرُونَ يَقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ «وَآقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَآتِرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
وَمَا تَقْلِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُونَ  
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَآتَعْظِمُ أَجْرًا  
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

আয়াত ৫৬  
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোদ্দাসসের  
মুকায় অবতীর্ণ

১. হে কম্বল আবৃত (মোহাম্মদ),

يَا يَاهَا الْمَدِيرُ

২. (কথল ছেড়ে) তুমি ওঠো এবং মানুষদের  
(পরকালের আয়াৰ সম্পর্কে) সাবধান করো,

قَمْ فَأَنْزِلْ رَ<sup>④</sup>

৩. তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,

وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ<sup>③</sup>

৪. তোমার পোশাক আশাক পবিত্র করো-

وَثِيَابَكَ فَطَهَرٌ<sup>٢</sup>

৫. এবং মলিনতা ও অপবিত্রতা পরিহার করো,

وَالرِّجْزَ فَاهْجِرْ<sup>٤</sup>

৬. কখনো বেশী পাওয়ার লোভে কাউকে কিছু দান  
করো না,

وَلَا تَمْنَنْ تَسْتَكْثِرْ<sup>٥</sup>

৭. তোমার মালিকের (খুশীর) উদ্দেশে দৈর্ঘ ধারণ  
করো;

وَلَرَبِّكَ فَاصْبِرْ<sup>٦</sup>

৮. যেদিন (সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে) শিঙ্গায়  
ফুঁ দেয়া হবে,

فَإِذَا نُقْرَ في النَّاقُورِ<sup>٧</sup>

৯. সেদিনটি (হবে) সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক,

فَنِّ لِكَ يَوْمَئِنْ يَوْمَ عَسِيرِ<sup>٨</sup>

১০. (এ দিনকে) যারা অস্তীকার করেছে তাদের জন্যে  
এটি মোটেই সহজ (বিষয়) হবে না।

عَلَى الْكُفَّارِينَ غَيْرِ يَسِيرٍ<sup>٩</sup>

১১. যাকে আমি অনন্য ধরনের (করে) পয়দা করেছি,  
(তার সাথে বুঝাপড়া করার জন্যে) তুমি আমাকেই  
ছেড়ে দাও,

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيلًا<sup>١٠</sup>

১২. তাকে আমি বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ দান  
করেছি,

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مِمْوَدًا<sup>١١</sup>

১৩. (তাকে আরো দান করেছি) সদা সংগী (এক  
দল) পৃত্র সত্তান,

وَبِنِينَ شَهْوَدًا<sup>١٢</sup>

১৪. আমি তার জন্যে (সচ্ছলতার উপকরণ) সুগম  
করে দিয়েছি,

وَمَهْلِكَتْ لَهُ تَمْهِيلًا<sup>١٣</sup>

১৫. (তারপরও) সে লোভ করে যে, তাকে আমি  
আরো অধিক দিতে থাকবো,

سُرْ يَطْعَمْ أَنْ أَزِيدَ<sup>١٤</sup>

১৬. না, কখনো নয়; কেননা সে আমার আয়াতসমূহের  
বিরুদ্ধাচারণে বন্ধপরিকর ছিলো,

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَا يَتَسَاءَعِنِيلًا<sup>١٥</sup>

১৭. অচিরেই আমি তাকে (শাস্তির) চূড়ায় আরোহণ  
করাবো;

سَارِهِقَهْ صَعُودًا<sup>١٦</sup>

১৮. সে তো (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা)  
চিন্তা-ভাবনাও করেছিলো, তারপর সে (নিজের  
গোড়ামিতে থাকার) সিদ্ধান্ত করলো,

إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ<sup>١٧</sup>

১৯. তার ওপর অভিশাপ, (সত্য চেনার পরও) কেমন  
করে সে (পুনরায় এ) সিদ্ধান্ত করলো!

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ<sup>١٨</sup>

২০. আবারও তার ওপর অভিশাপ! কিভাবে সে এমন  
সিদ্ধান্ত করলো,

٩٣ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ

২১. সে (লোকদের প্রতি) চেয়ে দেখলো,

٩٤ نَظَرَ

২২. (দণ্ডভরে) সে তার ঝুকুঠিত করলো,  
(অবজ্ঞাভরে) মুখটাকে বিকৃত করে ফেললো,

٩٥ عَبَسَ وَبَسَرْ

২৩. অতপর সে পিছিয়ে গেলো এবং অহংকার  
করলো,

٩٦ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

২৪. সে (আরো) বললো, এ তো (আসলে) আগের  
লোকদের থেকে প্রাণ যাদু (-বিদ্যার খেল) ছাড়া  
কিছুই নয়,

فَقَالَ إِنْ هَذِهِ لَا سِحْرٌ يُوَتَرْ

২৫. এ তো মানুষের কথা ছাড়া (আর কিছুও) নয়;

٩٧ إِنْ هَذِهِ لَا لَقُولُ الْبَشَرِ

২৬. অচিরেই আমি তাকে জাহানামে প্রবেশ  
করাবো।

٩٨ سَاصْلِيهِ سَقَرَ

২৭. তুমি কি জানো জাহানাম (-এর আগুন) কি  
ধরনের?

٩٩ وَمَا آدْرِنَاكَ مَا سَقَرْ

২৮. যা (এর অধিবাসীদের অক্ষত অবস্থায়) ফেলে  
রাখবে না, আবার (শাস্তি থেকে) রেহাইও দেবে না,

١٠٠ لَا تُبْقِي وَلَا تَدْرِرْ

২৯. বরং তা মানুষদের গায়ের চামড়াকে ভীষণভাবে  
জ্বালিয়ে দেবে,

١٠١ لَوْاحَةٌ لِلْبَشَرِ

৩০. তার ওপর (নিয়োজিত আছে) উনিশ (সদস্যের  
ফেরেশতাদল);

١٠٢ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

৩১. আমি দোয়খের প্রহরী হিসেবে ফেরেশতাদের  
ছাড়া (অন্য কাউকেই) নিযুক্ত করিনি এবং তাদের  
(এই উনিশ) সংখ্যাকে আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে  
একটি পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, যেন এর  
মাধ্যমে যাদের ওপর আমার কিতাব নায়িল হয়েছে  
তারা (আমার কথায়) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে  
পারে এবং যারা (আগে থেকেই আমার ওপর) ঈমান  
এনেছে তাদের ঈমানও এতে করে বৃদ্ধি পেতে  
পারে, (সর্বোপরি) এর ফলে আহলে কিতাব এবং  
মোমেনরাও যেন কোনোরকম সন্দেহে নিমজ্জিত না  
হতে পারে, (অবশ্য) যাদের মনে সন্দেহের ব্যাধি  
রয়েছে এর ফলে তারা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী  
ব্যক্তিরা বলবে, এ (অভিনব) উক্তি দ্বারা আল্লাহ  
তায়ালা কী বুঝাতে চান? (মূলত) এভাবেই আল্লাহ  
তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, (আবার)  
তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন;  
তোমার মালিকের (বিশাল) বাহিনী সম্পর্কে তিনি  
ছাড়া আর কেউই জানে না, (আর দোয়খের বর্ণনা—)  
এ তো শুধু মানুষদের উপদেশের জন্যেই—

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلِئَكَهُ وَمَا  
جَعَلْنَا عَنِ تَهْرِيرِ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
لِيَسْتِيقِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ وَيَرْدَادُ  
الَّذِينَ امْنَأُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ  
أَوْتُوا الْكِتَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولُ  
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْكُفَّارُونَ  
مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ أَمْثَلًا كَنْ لَكَ يُفْلِ  
اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْلِكِي مِنْ يَشَاءُ وَمَا  
يَعْلَمُ جِنودِ رِبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا  
ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ

৩২. না, তা কখনো নয়, (আমি) টাঁদের শপথ (করে বলছি),

كَلَّا وَالْقَمَرُ ۝

৩৩. (আরো) শপথ (করছি) রাতের, যখন তা অবসান হতে থাকে,

وَالْلَّيلِ إِذَا آدَبَرَ ۝

৩৪. শপথ (করছি) প্রভাতকালের যখন তা (দিনের) আলোয় উদ্ভাসিত হয়,

وَالصَّبَحِ إِذَا آسَفَرَ ۝

৩৫. নিসন্দেহে (মানুষের জন্যে) তা হবে কঠিনতম বিপদসমূহের মধ্যে একটি,

إِنَّهَا لِأَحَدٍ مِّنْ أَنْفُسِهِ ۝

৩৬. মানুষের জন্যে (তা হবে) তায় প্রদর্শনকারী,

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৭. তোমাদের সে ব্যক্তির জন্যে, যে (কল্যাণের পথে) অগ্রসর হতে চায় এবং (অকল্যাণের পথ থেকে) পিছু হটতে মনস্ত করে;

৩৮. (মূলত) প্রত্যেক মানুষই নিজের কর্মফলের হাতে বন্ধী হয়ে আছে,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝

৩৯. অবশ্য ডান দিকে অবস্থানকারী (নেককার) লোকগুলো ছাড়া;

إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝

৪০. তারা অবস্থান করবে (চিরস্থায়ী) জাম্মাতে। (সেদিন) তারা পরম্পরাকে জিঞ্জেস করবে-

فِي جَنَّتٍ تُّنْتَهِي إِلَيْهِ يَتَسَاءَلُونَ ۝

৪১. (জাহানামে নিষ্কিপ্ত) পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে,

عَنِ الْمَحْرِمَيْنِ ۝

৪২. (হে জাহানামের অধিবাসীরা,) তোমাদের আজ কিসে এ আ্যাবে উপনীত করেছে?

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝

৪৩. তারা বলবে, আমরা নামায়ীদের দলে শামিল ছিলাম না,

قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِّنَ الْمُصَلِّيِّنَ ۝

৪৪. অভাবী (ক্ষুধার্ত) ব্যক্তিদের আমরা খাবার দিতাম না,

وَلَرَنَكْ نُطِعِمُ الْمِسْكِينَ ۝

৪৫. (সত্যের বিরুদ্ধে) যারা অন্যায় অমূলক আলোচনায় উদ্যত হতো আমরা তাদের সাথে যোগ দিতাম,

وَكَنَا نَخْوَضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝

৪৬. (সর্বোপরি) আমরা আখেরাতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম,

وَكَنَا نُكِنْ بِبَيْوَمِ الدِّينِ ۝

৪৭. এমনি (করতে করতে একদিন) ছুঁড়ান্ত সত্য (হিসেবে মৃত্যু) আমাদের কাছে হায়ির হয়ে গেলো।

حَتَّىٰ أَتَنَا الْيَقِيْنَ ۝

৪৮. কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশই (আজ) তাদের কোনো উপকারে আসবে না;

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ ۝

৪৯. এদের কি হয়েছে, এরা (সত্য) বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন?

فَمَا لَهُمْ عِنِ التَّثْكِرَةِ مَعْرِضِينَ ۝

৫০. এরা যেন (বনের) কতিপয় পলায়নপর (ভীত সন্ত্রস্ত) গাধা,

كَانُهُمْ حِرْ مَسْتَنِفِرَةٌ ۝

৫১. যারা সিংহের আক্রমণ থেকে পালাতে ব্যস্ত;

فَرَثَ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝

৫২. কিন্তু তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই চায়, তাকে (আলাদা করে) উন্মুক্ত গ্রহ দেয়া হোক,

**بَلْ يُرِيدُنَّ كُلَّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى  
كِتَابًا مِّنْ شَفَاعَةً** ⑩

৫৩. এটা (কখনো) সম্ভব নয়, (আসলে) এ লোকেরা শেষ বিচারের দিনকেই ভয় করে না;

**كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ** ⑪

৫৪. না, কখনো নয়, এটি একটি নসীহত মাত্র,

**كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرَةٌ** ⑫

৫৫. অতএব (এক্ষণে) যার ইচ্ছা সে যেন (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে;

**فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ** ⑬

৫৬. (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা কখনো (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না; একমাত্র তিনিই ভয় করার যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ক্ষমার মালিক।

**وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ  
الْقُوَّى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ** ⑭

আয়াত ৪০  
রূকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান হৈম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল কেব্রিয়ামাহ  
মকায় অবতীর্ণ

১. আমি শপথ করছি কেব্রিয়ামত দিবসের,

**لَا أَقْسِرُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ** ⑮

২. আমি শপথ করছি সে নফসের, যে (ক্রটি বিচ্ছিন্ন জন্যে) নিজেকে ধিক্কার দেয়;

**وَلَا أَقْسِرُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ** ⑯

৩. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, (সে মরে গেলে) আমি তার অঙ্গস্থানগুলো আর কখনো একত্রিত করতে পারবো না;

**أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ نَجْمَعَ عِظَامَهُ** ⑰

৪. হঁ, অবশ্যই (আমি তা পারবো), আমি তো বরং তার আংগুলের গিরাঙ্গুলোকেও পুনর্বিন্যস্ত করে দিতে পারবো।

**بَلِّي قِدِّرِينَ عَلَى أَنْ نَسُوَى بَنَانَهُ** ⑱

৫. এ সন্দেহে মানুষ তার সম্মুখের দিনগুলোতে (শুধু) পাপাচারেই লিপ্ত হতে চায়,

**بَلْ يُرِيدُنَّ الْإِنْسَانَ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ** ⑲

৬. সে জিজ্ঞেস করে, কেব্রিয়ামত কবে আসবে?

**يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ** ⑳

৭. (তুমি বলো,) যেদিন (সবার) দৃষ্টি ধাঁধাযুক্ত হয়ে যাবে,

**فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ** ㉑

৮. (যেদিন) চাঁদ নিষ্পত্ত হয়ে যাবে,

**وَخَسَفَ الْقَمَرُ** ㉒

৯. চাঁদ ও সুরঞ্জ একাকার হয়ে যাবে,

**وَجْمَعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ** ㉓

১০. (সেদিন) মানুষগুলো সব বলে উঠবে (সত্যিই তো! কেব্রিয়ামত এসে গেছে), কোথায় আজ পালানোর জায়গা (আমাদের)?

**يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِنِ آبَنَ الْمَفْرَ** ㉔

১১. (ঘোষণা আসবে) না, (আজ পালাবার জায়গা নেই,) নেই কোনো আশ্রয়স্থলও;

**كَلَّا لَا وَزَرَ** ㉕

১২. (আজ) আশ্রয়স্থল ও ঠাঁই আছে (একটাই এবং তা) শুধু তোমার মালিকের কাছে,

**إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِنِ الْمُسْتَقْرِ** ㉖

১৩. সেদিন প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে, কি (আমল) নিয়ে সে আজ হায়ির হয়েছে, আর কি (কি আমল) সে পেছনে রেখে এসেছে;	يَنْبُؤُ إِلَّا إِنْسَانٌ يَوْمَئِنْ بِمَا قَدَّ مَوْآخِرَ ۖ (আমল) নিয়ে সে আজ হায়ির হয়েছে, আর কি (কি আমল) সে পেছনে রেখে এসেছে;
১৪. মানুষরা তো বরং নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেরাই পর্যবেক্ষক,	بِلِّ إِلَّا إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۗ (আমল) নিজেরাই পর্যবেক্ষক,
১৫. যদিও সে নিজের (সপক্ষে সেদিন) নানা অজ্ঞাত পেশ করতে চাইবে;	وَلَوْ أَقْلَى مَعَذِيرَةً ۗ (আমল) নিজের (সপক্ষে সেদিন) নানা অজ্ঞাত পেশ করতে চাইবে;
১৬. (হে নবী, ওহীর ব্যাপার,) তুমি তাতে তাড়াভাড়ো করার উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;	لَا تُتْحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
১৭. এর একত্র করা ও (ঠিকমতো তোমাকে) তা পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর,	إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرَأْنَاهُ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
১৮. অতএব আমি যখন (জিবরাঈলের মাধ্যমে তোমার কাছে) কোরআন পড়তে থাকি, তখন তুমি সে পড়ার অনুসরণ করার চেষ্টা করো,	فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْنَاهُ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
১৯. অতপর (তোমাকে) এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর;	سِرِّنَا عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২০. না, কক্ষগো না, তোমরা পর্যবেক্ষণে বেশী ভালোবাসো-	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২১. এবং পরকালীন জীবনকে তোমরা উপেক্ষা করো!	وَتَنْرُونَ الْآخِرَةَ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২২. সেদিন কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে,	وِجْهَ يَوْمَئِنْ نَاضِرَةً ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২৩. এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা তাদের মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকবে,	إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২৪. আবার এদিন কিছু (মানুষের) চেহারা হয়ে যাবে (উদাস ও) বির্বর্ণ,	وَوِجْهَ يَوْمَئِنْ بَاسِرَةً ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২৫. তারা ভাবতে থাকবে, (এক্ষুণি বুঝি) তাদের সাথে কোমর বিচৰ্কারী (আয়াবের) আচরণ (শুরু) করা হবে;	تَنْظِنَ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২৬. না, কখনো নয়, মানুষের প্রাণ (যখন) তার কর্তৃনালী পর্যন্ত এসে যাবে,	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২৭. তাকে বলা হবে, (এ সময় যাদুটোনা ও) ঝাড় ফুঁক দেয়ার মতো কেউ কি আছে?	وَقِيلَ مَنْ سَعَ رَاقِيٍ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২৮. সে (তখন) বুঁবু নেবে যে, অবশ্যই (পৃথিবী থেকে এটাই) তার বিদায় (নেয়ার সময়),	وَظَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
২৯. (আর এভাবেই) তার (এ জীবনের শেষ) পা' (পরের জীবনের প্রথম) পা'র সাথে জড়িয়ে যাবে,	وَالْتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
৩০. আর সে দিনটিই হবে তোমার মালিকের দিকে (তার অনন্ত) যাত্রার (প্রথম) সময়!	إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِنْ الْمَسَاقِ ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;
৩১. (আসলে) এ (জাহানামী) ব্যক্তিটি সত্য স্বীকার করেনি এবং (সত্যের দাবী মোতাবেক) সে নামায প্রতিষ্ঠা করেনি,	فَلَامَدَقَ وَلَا صَلَى ۗ (আমল) নিজের উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না;

৩২. বরং (তার বদলে) সে (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্থ  
করেছে এবং (সত্য থেকে) সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

৩৩. সে অত্যন্ত দষ্ট ও অহমিকাভরে নিজের পরিবার  
পরিজনের কাছে ফিরে গেলো,

৩৪. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হাঁ, (এ পরিণাম  
ঠিক) তোমাকেই মানায় এবং এটা তোমারই প্রাপ্য।

৩৫. অতপর এ আচরণ শুধু তোমারই সাজে, (এটা)  
তোমার জন্মেই মানায়;

৩৬. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, তাকে এমনি ছেড়ে  
দিয়ে রাখা হবে;

৩৭. সে কি (এক সময়) এক ফেঁটা শ্বাসিত শুক্রবিন্দুর  
অংশ ছিলো না?

৩৮. তারপর তা হলো রক্ষণিত, অতপর আল্লাহ  
তায়ালা (দেহ সৃষ্টি করে তাকে) সুবিন্যস্ত করলেন,

৩৯. এরপর তিনি তার থেকে নারী পুরুষের জোড়া  
পয়দা করেছেন।

৪০. (যিনি এদের বানিয়েছেন) তিনি কি মৃতদের  
পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?

وَلِكُنْ كَلْبَ وَتَوْلَىٰ ③

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى آهِلِهِ يَتَمَطِّي ③

أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىٰ ④

ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىٰ ⑤

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ يَتَرَكَ سُلْمَىٰ ⑥

أَلَمْ يَكُنْ نَطْفَةً مِنْ مِنْيٍ يَمْنِي ⑦

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَالَقَ فَسَوْيٍ ⑧

فَجَعَلَ مِنْهُ الرِّزْقَيْنِ الَّذِكَرَ وَالْأَنْثِي ⑨

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقِرْرَىٰ أَنْ يَحْسِنَ الْمَوْتَىٰ ⑩



১. কালের (পরিক্রমায়) কোনো একটি সময় মানুষের  
ওপর দিয়ে এসেছে কি- যখন সে (এবং তার অস্তিত্ব)  
উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিলো না!

هَلْ أَتَىٰ إِلَيْنَا إِلَيْنَاهُ حِينَ مِنَ الْهَرِيرِ  
لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِنْ كُورَادًا ①

২. আমি মানুষকে স্মৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত  
শুক্র থেকে, যেন আমি তাকে (তার ভালো মন্দের  
ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতপর (পরিক্ষার  
উপরোগী করে তোলার জন্য) তাকে আমি শ্রবণ ও  
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে পয়দা করেছি।

إِنَّا خَلَقْنَا إِلَيْنَاهُ مِنْ نَطْفَةٍ أَمْشَاجٍ  
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّعًا بَصِيرًا ②

৩. আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে  
চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় (অকৃতজ্ঞ)  
কাফের হয়ে যাবে।

إِنَّ هَلَّ يَدِهِ السَّبِيلُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ③

৪. কাফেরদের জন্যে আমি শেকল, বেড়ি ও আগুনের  
লেলিহান শিখার ব্যবস্থা করে রেখেছি।

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِيْنَ سَلِسْلًا وَأَغْلَلَ  
وَسِعِيرًا ④

৫. নিসন্দেহে যারা সৎকর্মশীল তারা (জান্মাতে) এমন  
সূরা পান করবে যার সাথে (সুগন্ধযুক্ত) কপূর মেশানো  
থাকবে,

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرِّبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ  
مِزَاجُهَا كَافُورًا ⑤

عِنَّا يُشَرِّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا  
৬. এ পানি হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা সদা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধারা)-টা প্রবাহিত করে নেবে।

يُوْفُونَ بِالنَّلِ رَوِيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ  
৭. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা ‘মানত’ পূরণ করে এবং এমন এক দিনকে ভয় করে, যে দিনের ধৰ্মসলীলা হবে সুন্দরপ্রসারী।

شَرَةً مُسْتَطِيرًا ⑨

وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبَّةٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا  
৮. এরা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় (উদ্বৃদ্ধ হয়েই ফকীর) মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদের খাবার দেয়।

وَآسِيرًا ⑩

أَنَّهَا نَطَعْمَكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّ مِنْكُمْ  
৯. (এরা বলে,) আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি, (বিনিময়ে) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান চাই না- না (চাই) কোনো রকম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ⑪

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رِبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا  
১০. আমরা সে দিনটির ব্যাপারে আমাদের মালিককে ভয় করি, যেদিনটি হবে অতীব ত্যর্থকর।

قَمَطِيرًا ⑫

فَوَقِيمُ اللَّهُ شَرُّ ذِلِّكَ الْيَوْمَ وَلَقِيمُ  
১১. আল্লাহ তায়ালা আজ তাদের সেদিনের (ভয়ৎকর আয়াব ও) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তিনি তাদের সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন,

نَصْرَةً وَسُرُورًا ⑬

وَجْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحِيرًا ⑭  
১২. এরা যে দৈর্ঘ্য প্রদর্শন করেছে (তার পুরুষার হিসেবে আল্লাহ তায়ালা) তাদের জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র দান করবেন,

مُتَكَبِّئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ  
১৩. (সেখানে) তারা (সুসজ্জিত) আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে সূর্যের (তাপ) যেমন তারা দেখবে না, তেমনি দেখবে না কোনোরকম শীত (-এর প্রকোপও),

فِيهَا شَمِسًا وَلَا زَمْرِيرًا ⑮

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذِلِّلَتْ قُطْوَفُهَا  
১৪. তাদের ওপর (জান্নাতে) তার গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে, তার ফল-পাকড়া তাদের আয়ত্তাবীন করে দেয়া হবে।

تَنْلِيلًا ⑯

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَرْبَيْةٍ مِنْ فَضْيَةٍ وَأَكْوَابٍ  
১৫. তাদের (সামনে খাবার) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত পাত্রে ও কাঁচের পেয়ালায়, তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,

كَانَتْ قَوَارِيرًا ⑰

قَوَارِيرًا مِنْ فَضْيَةٍ قَلْرُوهَا تَقْلِيرًا ⑱<sup>১৬.</sup>  
১৬. ক্লুপালী স্ফটিক পাত্র, (যার সবটুকুই) পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখবে।

وَيَسْقُونَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ⑲<sup>১৭.</sup>  
১৭. সেখানে তাদের এমন এক (অপূর্ব) সুরা পান করানো হবে, যার সাথে মেশানো হবে ‘যানজাবীল’ (নামের মূল্যবান সুগন্ধ),

১৮. তাতে রয়েছে (জান্নাতের) এক (অমিয়) ঝাণ্ঠি, যার নাম রাখা হয়েছে ‘সালসাবীল’।

عَيْنًا فِيهَا تَسْمِيَةٌ سَلَسِيلًا ⑤

১৯. তাদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে একদল কিশোর বালক, যারা চিরকাল কিশোরই থাকবে, যখনি তুমি তাদের দিকে তাকাবে মনে হবে এরা কতিপয় ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।

وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَنْ أَنْ مَخْلُونَ إِذَا  
رَأَيْتَهُمْ حِسْبَتْهُمْ لَوْلَوًا مَنْثُورًا ⑥

২০. সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে, দেখবে শুধু নেয়ামতেরই সমারোহ, দেখবে (নেয়ামত উপচেপড়া) এক বিশাল সাম্রাজ্য।

২১. বেহেশতবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি সুস্ক্র সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, তাদের পরানো হবে রূপার কংকণ, তাদের মালিক সেদিন তাদের ‘শরাবান তহরা’ (পবিত্র ও উৎকৃষ্ট পানীয়) পান করাবেন।

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سِنْدِسٌ خُمُرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ  
وَحْلَوًا آسَاؤَرَمِنْ فِضَّةٌ وَسَقْمَرٌ (بِهِمْ  
شَرَابًا طَهُورًا ⑦

২২. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আমার বান্দারা,) এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (আমার) পুরস্কার এবং তোমাদের (যাবতীয়) চেষ্টা সাধনার স্বীকৃতি!

أَنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعِيْكُمْ  
مَشْكُورًا ⑧

২৩. (হে নবী,) আমি অবশ্যই (এ মহাগ্রহ) কোরআনকে তোমার ওপর ধীরে ধীরে নায়িল করেছি,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ⑨

২৪. সুতরাং তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার মালিকের নির্দেশের অপেক্ষা করো, আর এদের মধ্যে যারা পাপী ও সত্যের পথ প্রত্যাখ্যানকারী, কখনো তাদের আনুগত্য করবে না,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِمًا  
أَوْ كُفُورًا ⑩

২৫. তুমি সকাল সন্ধ্যা শুধু তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো,

وَإِذْكُرْ أَسْمَرِبَكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑪

২৬. রাতের একাংশ তাঁর সামনে সাজাবন্ত থাকো এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো।

وَمِنَ الْيَلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا  
طَوْيَلًا ⑫

২৭. এরা বৈষয়িক স্বার্থের পার্থির জগতকেই বেশী ভালোবাসে এবং পরে যে তাদের ওপর একটা কঠিন দিন আসছে তা উপেক্ষা করে!

أَنْ هُوَلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَرْوَنَ  
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ⑬

২৮. আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের জোড়াগুলো ও তার বাঁধন আমিই ময়বুত করেছি, আবার আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন এদের (এ বাঁধন শিথিল করে তাদের) আকৃতি বদলে দেবো।

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَلَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا  
شَئْنَا بَلَّنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِّلَ يَلَا ⑭

২৯. অবশ্যই এটি হচ্ছে একটি উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে (একে আঁকড়ে ধরে) নিজের মালিকের কাছে যাওয়ার পথ করে নিতে পারে।

إِنْ هَذِهِ تَلْكِيرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْ  
رَبِّهِ سَبِيلًا ⑮

৩০. আর আল্লাহ তায়ালা যা চান সেটা ছাড়া তোমরা  
তো কিছুই চাইতেও পারো না; অবশ্যই আল্লাহ  
তায়ালা সব কিছু জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا

৩১. তিনি যাকে চান তাকে তার রহমতের মাঝে  
প্রবেশ করান; যালেমদের জন্যে তিনি কঠিন শাস্তির  
ব্যবস্থা রেখেছেন।

يَلِ خَلْ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلَمِيَّةِ  
أَعْلَمُ لَهُمْ عَلَى آبَاهَا

২

আয়াত ৫০  
রংকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোরসালাত  
মক্কায় অবরুদ্ধ

১. মৃদুমন্দ ও ত্রুট্যগতভাবে পাঠানো (কল্যাণবাহী)  
বাতাসের শপথ,

وَالْمَرْسَلِ عَرْفًا

২. প্রলয়ৎকরী বাঞ্ছা বাতাসের শপথ,

فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا

৩. মেঘমালা বিস্তৃতকারী বাতাসের শপথ,

وَالنَّشْرِتِ نَشْرًا

৪. (মেঘমালাকে) যে (বাতাস) টুকরো টুকরো করে  
আলাদা করে দেয় - তার শপথ,

فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا

৫. (মানুষের অন্তরে) ওহী নিয়ে আসে যেসব  
(ফেরেশতা-) তাদের শপথ,

فَالْلَّقِيَّتِ ذِكْرًا

৬. (এটা মোমেনদের-) ওয়র (আপন্তির সুযোগ না  
রাখা) কিংবা কাফেরদের সতর্ক (করার জন্যে),

عُلَّرًا أَوْنُذْرًا

৭. নিসন্দেহে তোমাদের (পরকাল দিবসের) যে  
প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সংঘটিত হবে;

إِنَّمَا تَوَعَّلُونَ لَوَاقِعٌ

৮. যখন আকাশের তারাগুলোকে জ্যোতিহীন করে  
দেয়া হবে,

فَإِذَا النَّجْوَمُ طُمِسَ

৯. যখন আকাশ বিদীর্ঘ হয়ে যাবে,

وَإِذَا السَّمَاءُ فِرَجَتْ

১০. যখন পাহাড়গুলোকে (ধূলার মতো) উড়িয়ে  
দেয়া হবে,

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ

১১. যখন নবী রসূলদের সবাইকে নির্ধারিত সময়ে  
জড়ো করা হবে;

وَإِذَا الرَّسُولُ أُقْتَتْ

১২. (বলতে পারো)-কোন্ (বিশেষ) দিনটির জন্যে  
(এ কাজটি) মূলতবী করে রাখা হয়েছে?

لَيَّا يَوْمَ أُجْلَتْ

১৩. (হঁ, সেটা রাখা হয়েছে) চূড়ান্ত ফয়সালার  
দিনটির জন্যে,

لِيَوْمِ الْفَصْلِ

১৪. তুমি কি জানো সে ফয়সালার দিনটি কেমন?

وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

১৫. যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে সেদিন তাদের  
ধৰ্মস (অবধারিত)।

وَيْلٌ يَوْمَ لِلْمَكِينِ بَيْنَ

১৬. আমি কি আগের (অবিশ্বাসী যালেম) লোকদের ধ্রংস করে দেইনি?

٦٦ الْمَرْ نَهْلِكُ الْأَوَّلِيَنَ

১৭. অতপর আমি পরবর্তী লোকদেরও (ধ্রংসের পথে) পূর্ববর্তীদের সঙ্গী করে দেবো।

٦٧ نَتَبِعْهُمْ الْآخِرِيْنَ

১৮. (হঁ সকল যুগের) অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে আমি এ (একই) ব্যবহার করি।

٦٨ كَنِّ لِكَ نَفْعَلْ بِالْمُجْرِمِيْنَ

১৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে!

٦٩ وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكِنِيْبِيْنَ

২০. আমি কি তোমাদের (এক ফেঁটা) তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

٧٠ الْمَرْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِيْنَ

২১. অতপর সেই (তুচ্ছ পানির) ফেঁটাকেই আমি একটি সংরক্ষিত স্থানে (স্যত্নে) রেখে দিয়েছি,

٧١ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِيْنَ

২২. (রেখে দিয়েছি) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত,

٧٢ إِلَى قَدِرِ مَعْلُومٍ

২৩. তারপর (তাকে) পরিমাণমতো সব (কিছু দিয়ে আমি পূর্ণাংশ একটি মানুষ হিসেবে তৈরী) করতে সক্ষম হয়েছি, কতো সক্ষম (ও নিপুণ) স্বষ্টা আমি!

٧٣ فَقَلَ رَبَا فَنَعِيرَ الْقَدِرُونَ

২৪. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে!

٧٤ وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكِنِيْبِيْنَ

২৫. আমি কি ভূমিকে (প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহের) ধারণকারী করে বানিয়ে রাখিনি?

٧٥ الْمَرْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا

২৬. জীবিত ব্যক্তিদের যেমনি (সে ধারণ করে আছে) তেমনি মৃত ব্যক্তিদেরও (সে ধারণ করে),

٧٦ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

২৭. আমি তাতে উঁচু উঁচু পর্বতমালা সৃষ্টি করে রেখেছি এবং আমি তোমাদের সুপেয় পানি পান করিয়েছি।

٧٧ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شِمْخِيْتٍ وَأَسْقِينِكِرْ مَاءً فَرَأَتَا

২৮. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে।

٧٨ وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكِنِيْبِيْنَ

২৯. (চূড়ান্ত বিচারের পর বলা হবে,) এবার চলো সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা দুনিয়ায় মিথ্যা প্রতিপন্থ করতে,

٧٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كَنْتُمْ بِهِ تُكَنِّبُونَ

৩০. চলো সেই ধূমপুঞ্জের ছায়ার দিকে, যার রয়েছে তিনটি (ভয়ংকর) শাখা,

٨٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلِثِ شَعْبٍ

৩১. এ ছায়া (কিন্তু) সুনিবিড় কিছু নয়, এটা (তাকে) আগনের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচাতে পারবে না;

٨١ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يَغْنِي مِنَ اللَّهِ بِ

৩২. (বরং) তা (তার ওপর) বৃহৎ প্রাসাদতুল্য আগনের স্ফুলিংহ নিষ্কেপ করতে থাকবে,

٨٢ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدَ كَالْقَصْرِ

৩৩. (মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের (কতিপয়) উটের পাল;

٨٣ كَانَهُ جِمَلَتَ صَفْرَ

৩৪. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكَّلِ بَيْنَ ^  
④٨

৩৫. এ হচ্ছে সেই (মহাবিচারের) দিন, যেদিন কেউ কোনো কথা বলবে না,

هُلَا يَوْمٌ لَا يَنْطَقُونَ ^  
④٩

৩৬. কাউকে সেদিন (নিজেদের পক্ষে) ওয়র আপত্তি (কিংবা সাফাই) পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না যে, তারা কিছু ওয়র পেশ করবে।

وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ^  
⑤٠

৩৭. দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكَّلِ بَيْنَ ^  
⑤١

৩৮. (সেদিন পাপীদের বলা হবে,) আজকের দিন হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, তোমাদের সাথে তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষকে আজ আমি (এখানে) একত্রিত করেছি।

هُلَا يَوْمَ الْفَصْلِ جَمِيعَنَّمْ وَالْأَوْلَيْنَ ^  
⑤٢

৩৯. আজ যদি (আমার বিরংদে) তোমাদের কোনো অপকোশল প্রয়োগ করার থাকে তাহলে তা প্রয়োগ করো।

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْنَ فَكِيدُونِ ^  
⑤٣

৪০. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكَّلِ بَيْنَ ^  
⑤٤

৪১. (আল্লাহকে) যারা ভয় করেছে (সেদিন) তারা (সুনিবিড়) ছায়ার নীচে এবং (প্রবাহমান) ঝার্ণাধারার মাঝে অবস্থান করবে,

إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظَلٍّ وَعِيُونٍ ^  
⑤٥

৪২. তাদের জন্যে ফলফলারির ব্যবস্থা থাকবে, যা চাইবে তারা তাই (সেখানে) পাবে;

وَفَوَّا كِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ^  
⑤٦

৪৩. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা করে এসেছো তার পুরক্ষার হিসেবে (আজ) তোমরা তৃষ্ণির সাথে এসব খাও ও পান করো।

كُلُّوا وَاشْرِبُوا هَنِيئًا بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ^  
⑤٧

৪৪. অবশ্যই আমি ভালো মানুষদের এমনিভাবেই পুরক্ষার দিয়ে থাকি।

إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ^  
⑤٨

৪৫. সেদিন দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে!

وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكَّلِ بَيْنَ ^  
⑤٩

৪৬. (হে অবিষ্কাসীরা,), কিছুদিন তোমরা এখানে থেঁয়ে নাও এবং কিছু ভোগ আস্তানও করে নাও, নিসন্দেহে তোমরা অপরাধী।

كُلُّوا وَتَمْتَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ^  
⑥٠

৪৭. দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكَّلِ بَيْنَ ^  
⑥١

৪৮. এদের যখন বলা হয়, তোমরা (আল্লাহর দরবারে) নত হও, তখন তারা নত হয় না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكُعوا لَا يَرْكَعُونَ ^  
⑥٢

৪৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمَكَّلِ بَيْنَ ^  
⑥٣

৫০. (তুমিই বলো,) এরপর আর এমন কোন্ কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে!

فَبِأَيِّ حَلِيثٍ بَعْلَةً يُؤْمِنُونَ ^  
⑥٤

১. কোন্তি বিষয়টি সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে?

عَرِيَّتْسَاءَ لُونَ ③

২. (তারা কি) সেই মহাসংবাদের ব্যাপারেই (একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে)?

عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ②

৩. যে ব্যাপারে তারা নিজেরাও নানা মতে বিভক্ত;

الَّذِي هُرِفَّ يَهِ مُخْتَلِفُونَ ③

৪. না, কখনো নয়, এরা অচিরেই (সে ঘটনাটি) জানতে পারবে,

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ③

৫. হাঁ, অতি সত্ত্বরই তারা (সে সম্পর্কে) জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ②

৬. আমি কি ভূমিকে বিছানার (মতো করে) তৈরী করিনি?

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهًداً ③

৭. (ভূমিকে স্থির রাখার জন্যে) আমি পাহাড়সমূহকে (এর গায়ে) পেরেকের মতো গেড়ে রেখেছি,

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ③

৮. আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি,

وَخَلَقْنَا مِنْ أَزْوَاجًا ③

৯. তোমাদের ঘুমকে আমি শান্তির উপকরণ বানিয়েছি,

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَبَاتًا ③

১০. আমি রাতকে (তোমাদের জন্যে) আবরণ করে দিয়েছি,

وَجَعَلْنَا الْيَلَ لَبَاسًا ③

১১. আর দিনগুলোকে জীবিকা অর্জনের জন্যে (আলোকোজ্জ্বল) করে রেখেছি,

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ③

১২. আমি তোমাদের ওপর সাতটি ময়বুত আসমান বানিয়েছি,

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِلَادًا ③

১৩. (এতে) স্থাপন করেছি একটি প্রোজেক্ট বাতি,

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ③

১৪. মেঘমালা থেকে আমি বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمَعْصِرِتِ مَاءً تَجَاجًا ③

১৫. যেন তা দিয়ে আমি (শ্যামল ভূমিতে) উৎপাদন করতে পারি (নানা রকমের) শস্যদানা ও তরিতরকারি-

لِنَخْرِجَ بِهِ حَبًا وَنَبَاتًا ③

১৬. এবং সুনিরিড় বাগবাণিচা;

وَجَنَّتٌ أَلْفَافًا ③

১৭. নিসন্দেহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের একটি দিন রয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ③

১৮. যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, (সেদিন) তোমরা দলে দলে (বেরিয়ে) আসবে,

يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفَوْجًا ③

১৯. (সেদিন) আসমান খুলে দেয়া হবে এবং তা অনেকগুলো খোলা দরজায় পরিণত হয়ে যাবে,

وَفَتَحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ③

২০. পর্বতগুলোকে সরিয়ে দেয়া হবে অতপর তা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে,	وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۖ
২১. নিশ্চয়ই জাহানাম হচ্ছে ফাঁদ-	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۖ
২২. বিদ্রোহীদের জন্যে (নিকৃষ্টতম) আবাসস্থল,	لِلْطَّاغِينَ مَأْبَأً ۖ
২৩. সেখানে তারা কালের পর কাল ধরে পড়ে থাকবে,	لِبَيْثِينَ فِيهَا حَقَابًا ۖ
২৪. সেখানে তারা কোনো ঠাণ্ডা ও পানীয় (জাতের) কিছুর স্বাদ ভোগ করবে না,	لَا يَدْوِقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۖ
২৫. (সেখানে) ফুটস্ট পানি, পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত, ক্ষত ছাড়া কিছুই থাকবে না,	إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ۖ
২৬. (এই হচ্ছে তাদের) যথাযথ প্রতিফল;	جَزَاءٌ وَفَاقًا ۖ
২৭. (কেননা) এরা হিসাব-নিকাশের (এ দিনটি থেকে কিছুই) আশা করেনি,	إِنْهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۖ
২৮. (বরং) তারা আমার নির্দশনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছে;	وَكُلُّ بُوَا بِأَيْنَتَا كِلْ أَبَا ۖ
২৯. (অথচ) আমি (তাদের) যাবতীয় কর্মকাণ্ডের রেকর্ড সংরক্ষণ করে রেখেছি,	وَكُلُّ شَيْءٍ إِحْصَيْنِهِ كِتَبًا ۖ
৩০. অতএব তোমার আযাব উপভোগ করতে থাকো, (আজ) আমি তোমাদের জন্যে শাস্তির মাত্রা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না।	فَلْ وَقُوا فَلَنْ نَرِيْدَ كِمْ إِلَّا عَذَابًا ۖ
৩১. (অপরদিকে) আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে রয়েছে (পরম) সাফল্য,	إِنَّ لِلْمُتَقِيْنَ مَفَازًا ۖ
৩২. (সুসজ্জিত) বাগবাগিচা ও আংগুর (ফলের সমারোহ),	حَلَّ أَئِقَّ وَأَعْنَابًا ۖ
৩৩. (আরো রয়েছে) পূর্ণ মৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরঙ্গী-	وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ
৩৪. এবং উপচে পড়া পানপাত্র;	وَكَاسًا دَهَاقًا ۖ
৩৫. এখানে তারা কোনো বাজে কথা ও মিথ্যা শুনতে পাবে না,	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِلْبًا ۖ
৩৬. (এটা হচ্ছে) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (তাদের) যথাযথ পুরক্ষার,	جَزَاءٌ مِنْ رِبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۖ
৩৭. আসমানসমূহ, যমীন ও এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার মালিক দয়াময় আল্লাহ তায়ালা, তাঁর সাথে কেউই বিতর্ক করার ক্ষমতা রাখে না,	رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۖ
৩৮. সেদিন (পরাক্রমশালী মালিকের সামনে) রূহ (জিবরাইল) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে,	يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلِئَكَةُ صَفَا ۖ سَارِبَدْدَبَّا

দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যাদের অনুমতি দেবেন তারা **لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ أَذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ**  
 ছাড়া অন্য কেউই কথা বলতে পারবে না এবং  
 (অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন বলবে, তখন) সে সঠিক  
 কথাই বলবে।

**وَقَالَ صَوَابًا** ⑥

৩৯. সে দিনটিই সত্য, কেউ ইচ্ছা করলে (এখনো এই  
 সত্যের দ্বারা) নিজের মালিকের কাছে একটা আশ্রয়  
 খুঁজে নিতে পারে।

**رَبَّهِ مَأْبَأً** ⑦

৪০. আমি অবশ্যই আসন্ন আয়ার সম্পর্কে তোমাদের **إِنَّ أَنَّ رَنْكَمْ عَنْ أَبَأِ قَرِيبًا هُوَ يَوْمَ يَنْظَرُ**  
 সতর্ক করে দিয়েছি, সেদিন মানুষ দেখবে তার হাত  
 দুটি (এ দিনের জন্যে) কী কী জিনিস পাঠিয়েছে, (এ  
 দিনকে) অস্ত্বিকারকারী ব্যক্তি তখন বলে উঠবে, হায়,  
 কতো ভালো হতো যদি মানুষ (না হয়ে) আমি (আজ)  
 মাটি হতাম!

**يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبَأً** ⑧

আয়াত ৪৬  
রুকু ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আন নায়েয়াত  
মকায় অবতীর্ণ

১. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা নির্মতভাবে (পাপীদের  
 আস্থা) ছিনিয়ে আনে,
২. শপথ (ফেরেশতাদের) যারা সহজভাবে  
 (নেককারদের রূহ) খুলে দেয়,
৩. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা (আমার হৃকুম তামিল  
 করার জন্যে) সাঁতের বেড়ায়,
৪. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা (হৃকুম পালনে) দ্রুত  
 এগিয়ে চলে,
৫. শপথ (ফেরেশতাদের), যারা (নিজেদের) কাজ  
 সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে।
৬. (যদিন কেয়ামত আসবে), সেদিন ভূক্ষ্মনের  
 এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি হবে,
৭. (কবর থেকে সবাইকে ওঠানোর জন্যে) সাথে  
 সাথে আরেকটি প্রচণ্ড ধাক্কা হবে;
৮. সেদিন (মানুষের) অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হবে,
৯. তাদের সবার দৃষ্টি হবে ভীত-সন্ত্রস্ত।
১০. তারা বলে, সত্যিই কি আমাদের আগের অবস্থায়  
 ফিরিয়ে নেয়া হবে?
১১. আমরা পঁচে-গলে হাজিতে পরিণত হয়ে  
 যাওয়ার পরও (কি তা ঘটবে)?
১২. তারা বলে, যদি আমাদের আগের জীবনে ফিরিয়ে  
 নেয়া হয়, তাহলে সেটা তো হবে খুবই লোকসানের  
 বিষয়।
- وَالنِّعْمَةُ غَرَّ قَاتِلٌ** ①
- وَالنَّشْطَطِ نَشَطًا** ②
- وَالسِّبْحَتِ سَبَحًا** ③
- فَالسِّبْقَتِ سَبَقًا** ④
- فَالْمَدْبُرَتِ أَمْرًا** ⑤
- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ** ⑥
- تَتَبعُهَا الرَّادِفَةُ** ⑦
- قُلُوبٌ يُوْمَئِنُ وَاجِفَةٌ** ⑧
- أَبْصَارٌ هَا خَاسِعَةٌ** ⑨
- يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ** ⑩
- إِذَا كُنَّا عَظَامًا نَخِرَةً** ⑪
- قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ** ⑫

১৩. অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের একটি গর্জন; **فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ** ৩৩
১৪. (গর্জন শেষ না হতেই) হঠাৎ দেখা যাবে, তারা (কবর থেকে উঠে সবাই যমীনের ওপর) সমবেত হয়ে গেছে। **فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ** ৩৪
১৫. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌছেছে? **هَلْ أَتَكَ حَلِيثٌ مُّوسِيٌّ** ৩৫
১৬. তাকে যখন তাঁর রব পবিত্র ‘তুয়া’ উপত্যকায় দেকে বলেছিলেন— **إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمَقْدِسِ طُوئِيٌّ** ৩৬
১৭. তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, কারণ সে (তার মালিকের) বিদ্রোহ করেছে, **إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٌّ** ৩৭
১৮. তুমি (তাকে) জিজেস করো, তুমি কি (ঈমান এনে) পবিত্র হতে চাও? **فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى آنَّ تَزَكِّيٌّ** ৩৮
১৯. আমি তোমাকে তোমার মালিকের (কাছে পৌছার একটা) পথ দেখাতে পারি, অতপর তুমি (তাকে) ভয় করবে, **وَأَهْلِ يَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخَشِّي** ৩৯
২০. এরপর সে তাকে (আমার পক্ষ থেকে নবুওতের) বড়ো একটি নির্দশন দেখালো, **فَأَرِيهِ الْأَيَّةَ الْكَبِيرِيٌّ** ৪০
২১. সে (আমার নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং সে (তার) বিরুদ্ধাচরণ করলো, **فَكَذَّبَ وَعَصَى** ৪১
২২. অতপর (ষড়যন্ত্র করার মানসে) সে পেছনে ফিরে গেলো, **ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى** ৪২
২৩. সে লোকজন জড়ো করলো এবং তাদের ডাক দিলো— **فَحَشَرَ فَنَادَى** ৪৩
২৪. এবং বললো, আমি হচ্ছি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো ‘রব’, **فَقَالَ أَنَاْ رَبِّكُمُ الْأَعْلَى** ৪৪
২৫. অবশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আয়াবে পাকড়াও করলেন; **فَأَخْلَقَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأَوَّلِ** ৪৫
২৬. অবশ্যই এমন লোকের জন্যে এতে শিক্ষার নির্দশন রয়েছে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, **إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشِي** ৪৬
২৭. (তোমার বলো,) তোমাদের (বিতীয় বার) সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন? আল্লাহ তায়ালাই তা বানিয়েছেন। **إِنَّتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنِيهَا** ৪৭
২৮. আল্লাহ তায়ালা (শূন্যের মাঝে) তাকে উঁচু করে রেখেছেন, অতপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, **رَفَعَ سَمَكَاهَا فَسَوْلَاهَا** ৪৮
২৯. তিনি রাতকে (অঙ্ককার দিয়ে) ঢেকে রেখেছেন, আবার তা থেকে দিনকে বের করে এনেছেন, **وَأَغْطَشَ لَيْلَاهَا وَأَخْرَجَ صُحْمَاهَا** ৪৯
৩০. এরপর যমীনকে তিনি (বিছানার মতো করে) বিছিয়ে দিয়েছেন; **وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمَهَا** ৫০
৩১. তা থেকে তিনি তার পানি ও তার উদ্ভিদরাজি বের করেছেন, **أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعِيَهَا** ৫১

৩২. তিনি পাহাড়সমূহকে (যমীনের গায়ে পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছেন,

وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا ۝

৩৩. (এগুলো হচ্ছে) তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্ম জানোয়ারদের (উপকারের) জন্যে;

مَتَاعًا لِكُلِّ وَلِأَنْعَامِ كُمْرٍ ۝

৩৪. তারপর যখন বড়ো বিপর্যয় (তোমাদের সামনে এসে) হাফির হবে,

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامةُ الْكَبْرِيٌ ۝

৩৫. সেদিন মানুষ একে একে সব কিছুই শ্মরণ করবে যা (করার জন্যে সে দুনিয়ায়) চেষ্টা করেছে,

يَوْمَ يَتَنَزَّلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَاسِعِيٍ ۝

৩৬. সেদিন সে ব্যক্তির জন্যে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে, যে (তা) দেখতে পাবে।

وَبِرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يُرِي ۝

৩৭. অতপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে-

فَآمَّا مَنْ طَغَىٰ ۝

৩৮. এবং (পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে,

وَأَنْهَا حَيَاةُ الَّذِي نَيَا ۝

৩৯. অবশ্যই জাহান্নাম হবে তার (একমাত্র) আবাসস্থল;

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝

৪০. (আবার) যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে দাঁড়ানো (-র দিনটিকে) ভয় করেছে এবং (এ ভয়ে) নিজের নফসকে কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَفْسَهُ عَنِ الْهَوْىٰ ۝

৪১. অবশ্যই জান্নাত হবে তার অনন্ত ঠিকানা;

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝

৪২. তারা তোমার কাছে জানতে চায় কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِهَا ۝

৪৩. (আসলে) সে সময়ের কথা বর্ণনা করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

فَيَسْأَلُ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝

৪৪. তার (আগমনের) চূড়ান্ত (জ্ঞান একমাত্র) তোমার মালিকের কাছেই রয়েছে;

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهِيهَا ۝

৪৫. তুমি হচ্ছে সে ব্যক্তির জন্যে সাবধানকারী, যে এ (দিনটি)-কে ভয় করে;

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِنْ يَخْشَمَا ۝

৪৬. যেদিন এরা কেয়ামত দেখতে পাবে, সেদিন (এদের মনে হবে) তারা (দুনিয়ায়) এক বিকাল অথবা এক সকল পরিমাণ সময়ের চাইতে বেশী সময় অতিবাহিত করেনি।

كَانُوا يَوْمًا يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيشَةً أَوْ ضَحْمَهَا ۝

আয়াত ৪২  
রুকু ১

১. সে (নবী) জ্ঞানিত করলো এবং (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলো,

عَبَسَ وَتَوَلَّ ۝

২. কারণ তার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে;

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝

৩. তুমি কি জানতে- হয়তো বা সে (অন্ধ ব্যক্তি) নিজেকে পরিশুন্দ করে নিতো,

وَمَا يَدِ رِيَكَ لَعْلَهُ بِيَزْكَى ۝

৪. (কিংবা) সে উপদেশ গ্রহণ করতো, অতপর তা  
তার জন্যে উপকারী হতো; أَوْ يَذْكُرْ فَتَنَعِّفُهُ الْكُرْبَرِيٌّ ⑧
৫. (অপরদিকে) যে (লোকটি হেদয়াতের প্রতি)  
বেপরোয়াভাব দেখালো- أَمَّا مِنْ أَسْتَغْفِنِي ⑨
৬. তুমি তার প্রতিই (বেশী) মনোযোগ প্রদান  
করলে; فَأَنْتَ لَهُ تَصَلِّي ⑩
৭. (অথচ) সে ব্যক্তি যে পরিশুল্ক হবে এটা তোমার  
দায়িত্বও নয়; وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرْبَكِي ⑪
৮. (অপর দিকে) যে ব্যক্তিটি (নিজ পরিশুল্কির জন্যে)  
তোমার কাছে দৌড়ে আসছে, وَأَمَّا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى ⑫
৯. সে (আল্লাহকে) ভয় করে, وَهُوَ يَخْشِي ⑬
১০. (অথচ) তুমি তার থেকেই বিরক্ত হলে,  
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَمِّي ⑭
১১. না, কখনোই (এমনটি উচিত) নয়। এ (কোরআন)  
হচ্ছে একটি উপদেশ, كَلَّا إِنَّهَا تَلْكِرَةً ⑮
১২. যে চাইবে সে তা স্মরণ করবে। فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ⑯
১৩. সম্মানিত স্থান (লওহে মাহফুয়)-এটি (সংরক্ষিত)  
আছে, فِي صُحْفٍ مَكْرُمَةٍ ⑰
১৪. উচু মর্যাদাসম্পন্ন ও সমধিক পবিত্র,  
مَرْفُوعَةً مَطْهَرَةً ⑱
১৫. এটি সংরক্ষিত (থাকে) মর্যাদাবান লেখকদের  
হাতে, بِأَيْدِينِي سَفَرَةً ⑲
১৬. (তারা) মহান ও পৃত চরিত্রসম্পন্ন;  
كَرَامَ بَرَّةٍ ⑳
১৭. মানুষের প্রতি অভিসম্পাত! কোন্ জিনিসটি তাকে  
(আল্লাহর আয়াতকে) অঙ্গীকার করালো; قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ㉑
১৮. আল্লাহ তায়ালা কোন্ বস্তু থেকে তাকে পয়দা  
করেছেন; (তা কি সে দেখলো না?) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ㉒
১৯. তিনি তাকে এক বিন্দু শুক্র থেকে পয়দা করেছেন,  
অতপর তিনি তার (দেহে সব কিছুর যথাযথ) পরিমাণ  
নির্ধারণ করেছেন, مِنْ نَطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدْ رَأَهُ ㉓
২০. অতপর তিনি (এই দুনিয়ায়) তার চলার পথ  
আসান করে দিয়েছেন, ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرْهُ ㉔
২১. এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং তাকে  
করবে রেখেছেন, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَاقْبِرَهُ ㉕
২২. আবার তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত  
করবেন; ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشِرَهُ ㉖
২৩. না, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা সে পালন  
করেনি; كَلَّا لَهَا يَقْضِي مَا أَمْرَهُ ㉗

২৪. মানুষ তার খাবারের দিকেও একবার তাকিয়ে  
দেখুক (কতোগুলো স্তর অতিক্রম করে এই খাবার  
তার সামনে আনা হয়েছে),

فَلِيَنْظُرْ إِلَيْ إِنْسَانٍ إِلَى طَعَامِهِ ۝

২৫. আমি (শুকনো ভূমিতে) প্রচুর পরিমাণ পানি  
চেলেছি,

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ مَبْا ۝

২৬. এরপর আমি যমীনকে বিদীর্ঘ করেছি,

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا ۝

২৭. (অতপর) তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা,

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا ۝

২৮. আংগুরের থোকা ও রকমারি শাকসবজি,

وَعَنْبَأْ وَقْبَأْ ۝

২৯. (আরো উৎপন্ন করেছি) যয়তুন ও খেজুর (-সহ  
বিভিন্ন ধরনের ফলমূল),

وَزِيَّتْنَا وَنَخْلًا ۝

৩০. (সেখানে রয়েছে) শ্যামল ঘন বাগান,

وَحَدَّ أَئِقَ غَلَبًا ۝

৩১. (আছে) ফলমূল ও ঘাস,

وَفَاكِهَةَ وَأَبَأْ ۝

৩২. (এর সবই হচ্ছে) তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত  
জন্ম-জানোয়ারের উপকার ও উপভোগের জন্যে;

مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَمِكُمْ ۝

৩৩. অতপর যখন বিকট একটি আওয়ায় আসবে  
(তখন সব আয়োজন শেষ হয়ে যাবে),

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاصَّةُ ۝

৩৪. সেদিন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে  
পালাতে থাকবে,

يَوْمَ يَفْرَغُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝

৩৫. (পালাতে থাকবে) তার নিজের মায়ের কাছ  
থেকে, নিজের বাপের কাছ থেকে,

وَأَمِهِ وَأَبِيهِ ۝

৩৬. তার সহধর্মীনী থেকে, (এমন কি) তার  
ছেলেমেয়েদের থেকেও;

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝

৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের জন্যেই পরিস্থিতি এমন (ভয়াবহ)  
হবে যে, তাই তার (ভীতি ও উদ্বেগের) জন্য যথেষ্ট হবে;

لِكُلِّ أُمَّرِيَّ مِنْهُمْ يوْمَئِنْ شَانِ يَغْنِيَهِ ۝

৩৮. কিছুসংখ্যক (মানুষের) চেহারা সেদিন উজ্জ্বল  
হবে,

وَجْهٌ يوْمَئِنْ مَسْفِرَةً ۝

৩৯. তারা সহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে,

ضَاحِكَةَ مُسْتَبْشِرَةً ۝

৪০. (অপর দিকে) সেদিন কিছুসংখ্যক চেহারা  
(কুস্মিত) হবে, তার ওপর ধূলাবলি পড়ে থাকবে,

وَجْهٌ يوْمَئِنْ عَلَيْهَا غَبَرَةً ۝

৪১. মলিনতায় তা ছেয়ে যাবে,

تَرْهَقَهَا قَرَّةً ۝

৪২. এ লোকগুলোই হচ্ছে (কিতাব) অঙ্গীকারকারী,  
এরাই হচ্ছে পাপিষ্ঠ।

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرُ ۝

১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে,  
 ২. যখন তারাগুলো একে একে খসে পড়বে,  
 ৩. যখন পর্বতমালাকে (আপন আপন স্থান থেকে) সরিয়ে দেয়া হবে,  
 ৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকে (নিজের অবস্থার ওপর) ছেড়ে দেয়া হবে,  
 ৫. যখন হিংস্র জন্মগুলোকে এক জায়গায় জড়ে করা হবে,  
 ৬. যখন সাগরসমূহকে (আগুন দ্বারা) প্রজ্বলিত করা হবে,  
 ৭. যখন (কবর থেকে উথিত) প্রাণসমূহকে (নিজ নিজ) দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে,  
 ৮. যখন সদ্যপ্রসূত মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হবে—  
 ৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো,  
 ১০. যখন আমলের নথিপত্র খোলা হবে,  
 ১১. যখন আসমান খুলে দেয়া হবে,  
 ১২. যখন জাহানাম প্রজ্বলিত করা হবে,  
 ১৩. যখন জান্নাতকে (মানুষের) কাছে নিয়ে আসা হবে,  
 ১৪. (তখন) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে কি জিনিস (আল্লাহ তায়ালার কাছে) হায়ির করেছে;  
 ১৫. আমি শপথ করছি সেসব তারকাপুঁজের যা (চলতে চলতে) গা ঢাকা দেয়,  
 ১৬. (আবার মাঝে মাঝে) যা অদৃশ্য হয়ে যায়,  
 ১৭. (শপথ) রাতের যখন তা নিশেষ হয়ে যায়,  
 ১৮. (শপথ) সকাল বেলার যখন তা (দিনের আলোয়) নিষ্পাস নেয়,  
 ১৯. এ (কোরআন) হচ্ছে সম্মানিত (ও মর্যাদাসম্পন্ন) বাহকের (পৌছানো) বাণী,  
 ২০. শক্তিশালী, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে তার অবস্থান (অনেক মর্যাদাপূর্ণ),  
 ২১. যেখানে তাকে মান্য করা হয়, (অতপর) সে সেখানে গভীর আঙ্গুভাজনও;
- اِذَا الشَّمْسُ كَوَرَتْ ①  
وَإِذَا النَّجْوَمُ انْكَدَرَتْ ②  
وَإِذَا الْجِبَالُ سِيرَتْ ③  
وَإِذَا الْعِشَارُ عَطَلَتْ ④  
وَإِذَا الْوَحْشُ حَشِرتْ ⑤  
وَإِذَا الْبَحَارُ سَجَرَتْ ⑥  
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦  
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَعَلَتْ ⑧  
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨  
وَإِذَا الصَّفَنُ نُشَرَتْ ⑩  
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪  
وَإِذَا الْجَحِيمُ سَعَرَتْ ⑫  
وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلَفَتْ ⑬  
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ⑭  
فَلَا أَقْسِرُ بِالْخَنْسِ ⑮  
الْجَوَادُ الْكَنْسِ ⑯  
وَاللَّيلِ إِذَا عَسَسَ ⑰  
وَالصَّيْحَ إِذَا تَنَفَّسَ ⑱  
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑲  
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ⑳  
مَطَاعُ ثَمَّ أَمِينٍ ㉑

২২. তোমাদের সাথী (কিন্তু) পাগল নয়,  
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْتুনٍ ﴿٢﴾
২৩. সে তাকে স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে,  
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾
২৪. অদৃশ্য জগতের (কথা পৌছানোর) ব্যাপারে সে  
কখনো কার্পণ্য করে না,  
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿٤﴾
২৫. এটা কোনো অভিশপ্ত শয়তানের কথাও নয়,  
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ ﴿٥﴾
২৬. অতএব তোমরা (কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে)  
কোন দিকে যাচ্ছা?  
فَآيَنَ تَنْهَبُونَ ﴿٦﴾
২৭. এটা সৃষ্টিকুলের জন্যে এক উপদেশ বৈ কিছুই  
নয়,  
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَيْهِ ﴿٧﴾
২৮. যে সঠিক পথ ধরে চলতে চায় (এটি শুধু) তার  
জন্যেই (উপদেশ);  
لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيرَ ﴿٨﴾
২৯. (আসলে) তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না,  
হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তিনি  
সৃষ্টিকুলের মালিক।  
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালা নামে-
- আয়াত ১৯  
রুকু ১
- সূরা আল এনফেতার  
মকাব অবতীর্ণ
১. যখন আসমান ফেটে পড়বে,  
إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾
২. যখন তারাগুলো সব বারে পড়বে,  
وَإِذَا الْكَوَافِكُ انْتَشَرَتْ ﴿٢﴾
৩. যখন সাগরকে উত্তাল করে তোলা হবে,  
وَإِذَا الْبَحَارُ فَجَرَتْ ﴿٣﴾
৪. যখন কবরগুলো উপড়ে ফেলা হবে,  
وَإِذَا الْقَبُورُ بَعْثَرَتْ ﴿٤﴾
৫. (তখন) প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে, সে (খানকার  
জন্যে) কি পাঠিয়েছে এবং কি (এমন) কাজ সে রেখে  
এসেছিলো: (যার পাপ পুণ্য কেয়ামত পর্যন্ত তার  
হিসেবে জমা হয়েছে);  
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدْ مَسَّ وَأَخْرَتْ ﴿٥﴾
৬. হে মানুষ, কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার  
মহামহিম মালিকের ব্যাপারে ধোকায় ফেলে রাখলো?  
يَا إِيَّاهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাকে  
সোজা সুস্থিত করেছেন এবং তোমাকে সুসামঞ্জস করেছেন,  
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْلَكَ فَعَنَ لَكَ ﴿٧﴾
৮. তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আংগিকেই তোমাকে  
গঠন করেছেন;  
فِي إِيَّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ ﴿٨﴾
৯. না- (এ কি!) তোমরা শেষ বিচারের দিনটিকেই  
অঙ্গীকার করছো!  
كَلَّا بَلْ تَكْنِبُونَ بِالِّيْنِ ﴿٩﴾
১০. অবশ্যই তোমাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত  
আছে,  
وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ﴿١٠﴾

১১. এরা (হচ্ছে) সম্মানিত লেখক,

كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝

১২. তারা জানে তোমরা যা কিছু করছো।

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

১৩. নিসন্দেহে নেক লোকেরা (সেদিন আল্লাহর)  
অসীম নেয়ামতে (পরমানন্দে) থাকবে,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْرٍ ۝

১৪. আর অবশ্যই পাপী-তাপীরা থাকবে জাহানামে,

وَإِنَّ الْفَجَارَ لَفِي جَحِيْرٍ ۝

১৫. শেষ বিচারের দিন তারা (সবাই ঠিকমতো)  
সেখানে পৌছে যাবে।

يَصْلُونَهَا يَوْمَ الْلِّيْلِ ۝

১৬. সেখান থেকে তারা আর কোনোদিনই অদৃশ্য  
থাকবে না;

وَمَا هُنَّ عَنْهَا بِغَافِيْبِينَ ۝

১৭. তুমি কি জানো? শেষ বিচারের দিনটি কি?

وَمَا أَدْرِيْكَ مَا يَوْمُ الْلِّيْلِ ۝

১৮. তুমি কি (আসলেই) জানো, সে দিনটি কি?

ثُمَّ مَا آدْرِيْكَ مَا يَوْمُ الْلِّيْلِ ۝

১৯. যেদিন কোনো মানুষই একজন আরেক জনের  
কাজে আসবে না; সেদিন ফয়সালার (চূড়ান্ত) ক্ষমতা  
থাকবে আল্লাহ তায়ালার হাতে।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۝  
وَالْأَمْرُ يَوْمَئِلُ لِلَّهِ ۝

আয়াত ৩৬  
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান হইম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মোতাফ্ফেফীন  
মকায় অবতীর্ণ

১. দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়,

وَيْلٌ لِّلْمُطْفَقِينَ ۝

২. যারা মানুষদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন  
পুরোপুরি আদায় করে,

الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفِونَ ۝

৩. (আবার) নিজেরা যখন (অন্যের জন্যে) ওয়ন  
কিংবা পরিমাপ করে তখন কম দেয়;

وَإِذَا كَالَوْهُ أَوْ وَزَنُوهُ مِنْ يَخْسِرُونَ ۝

৪. এরা কি ভাবে না (বিচারের জন্যে) তাদের  
(একদিন কবর থেকে) তুলে আনা হবেঁ?

أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝

৫. (আনা হবে) এক বড়ো দিবসের জন্যে,

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

৬. সেদিন সমগ্র মানুষ সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে  
এসে দাঁড়াবে;

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

৭. কখনো না, গুণাহগারদের আমলনামা থাকবে  
'সিজীনে';

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِيْنِ ۝

৮. তুমি কি জানো (সে) সিজীনটা কি?

وَمَا أَدْرِيْكَ مَا سِجِيْنِ ۝

৯. (এটা হচ্ছে) সীল করা (একটা) বই;

كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۝

১০. (সেদিন) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্যে চূড়ান্ত ধৰ্ষণ অবধারিত-

وَيْلٌ يَوْمَئِنَ لِلْمُكْفِرِ بَيْنَ

১১. যারা শেষ বিচারের (এ) দিনটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে;

الَّذِينَ يُكْفِرُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

১২. (আসলে) প্রতিটি সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউই এ (বিচার দিনটি)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে না,

وَمَا يَكْفِيْ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِلٍ أَثْيَمٌ

১৩. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো হচ্ছে নিষ্ক আগের কালের গল্পগাথা;

إِذَا تُتْلِي عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ آسَاطِيرُ الْأَوْلَيْنَ

১৪. কখনো নয়, বরং এদের কৃতকর্ম এদের মনের ওপর ঝাঁঝ ধরিয়ে রেখেছে।

كَلَّا بَلْ سَعَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ

১৫. কখনো না, অবশ্যই এসব পাপীদের সেদিন তাদের মালিকের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হবে;

كَلَا إِنَّهُمْ عَنِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِنْ  
لِمَحْجُوبِهِمْ

১৬. অতপর তারা অবশ্যই জাহানামের আগনে গিয়ে প্রবেশ করবে;

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَهَنَّمِ

১৭. তারপর (তাদের) বলা হবে, এ হচ্ছে (সেই জাহানাম) যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে;

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ  
تَكْفِيلُ بَوْنَ

১৮. কখনো না, নেককার লোকদের আমলনামা রক্ষিত থাকবে ইল্লিয়ানে;

كَلَا إِنْ كَتَبَ الْأَبْرَارُ لَفِي عِلَيْهِنَّ

১৯. তুমি কি জানো- 'ইল্লিয়ান'-টাই বা কি?

وَمَا أَدْرِيَكَ مَا عَلَيْهِنَّ

২০. (এটা হচ্ছে) একটি সীল করা বই,

كِتَابٌ مَرْقُومٌ

২১. (আল্লাহ তায়ালার) নিকটতম ফেরেশতারা তা তদারক করেন;

يَشْهِدُ مِنْهُمْ  
الْمَقْرُوبُونَ

২২. নিসন্দেহে নেককার লোকেরা মহা নেয়ামতে থাকবে,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْرٍ

২৩. সুসজ্জিত আসনে বসে এরা (সবকিছু) অবলোকন করবে,

كَلِ الْأَرَائِكَ يَنْظَرُونَ

২৪. তুমি এদের চেহারায় নেয়ামতের (তৃষ্ণ ও) সজীবতা (সহজেই) চিনতে পারবে;

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةً النَّعِيْرِ

২৫. ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের (সেদিন) বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে,

يُسْقَوْنَ مِنْ رِحْيقٍ مُخْتَوِّرٍ

২৬. কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বক্ষ (করে দেয়া হয়েছে); অতএব এর জন্যে সকল উৎসাহীর উৎসাহী হওয়া উচিত;

خَتَمَهُ مَسْكَنٌ وَفِي ذِلِّكَ فَلِيَتَنَافَسِ  
الْمُتَنَافِسُونَ

২৭. (তাতে) তাসনীমের (ফল্লুধারার) মিশ্রণ থাকবে,

وَمَرْأَجِهِ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝

২৮. (তাসনীম) এমন একটি বার্ণাধারা- (আল্লাহ তায়ালার) নৈকট্যলাভকারীরাই সেদিন এ (পানীয়)টা পান করবে;

عَيْنًا يُشَرِّبُ بِهَا الْمُقْرِبُونَ ۝

২৯. অবশ্যই যারা অপরাধ করেছে তারা এমন লোক যারা ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করতো,

أَمْنَوْا يَضْحَكُونَ ۝

৩০. (দুনিয়ায়) তারা যখন এদের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতো, তখন এরা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে চোখ টেপাটেপি করতো,

وَإِذَا مَرَوْا بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ ۝

৩১. যখন এরা নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যেতো, তখন খুব উৎসুলু হয়েই সেখানে ফিরতো,

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِيْنَ ۝

৩২. তারা যখন এদের দেখতো তখন একে অপরকে বলতো, এরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট,

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هُؤُلَاءِ لَضَالُولُونَ ۝

৩৩. (অর্থট) এদেরকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হ্যানি;

وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِيْنَ ۝

৩৪. আজ ঈমানদার ব্যক্তিরাই কাফেরদের ওপর (নেমে আসা আয়াব দেখে) হাসবে,

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنَ الْكُفَّارِ

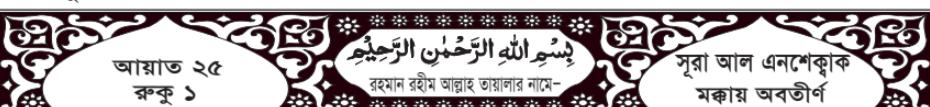
يَضْحَكُونَ ۝

৩৫. (উচুঁ) উচু আসনে বসে তারা (এসব) দেখতে থাকবে;

عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَنْظَرُونَ ۝

৩৬. (তোমার কি মনে হয়) কাফেরদের কি তাদের কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে না?

هَلْ تُوبَ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝



১. যখন আসমান ফেটে যাবে,

إِذَا السَّيَّاءُ انشَقَّتِ ۝

২. সে তার মালিকের আদেশটুকুই (তখন) পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে,

وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتِ ۝

৩. যখন এ ভূম্ভলকে সম্প্রসারিত করা হবে,

وَإِذَا الْأَرْضُ مَدَّتِ ۝

৪. (মুহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তা ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে,

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتِ ۝

৫. সেও (তখন) তার সৃষ্টিকর্তার আদেশটুকুই পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে;

وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتِ ۝

৬. হে মানুষ, তুমি (এক) কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমার সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছা, অতপর তুমি (সত্যি সত্যিই এক সময়) তাঁর সামনাসামনি হবে,

يَا يَاهَا إِنْسَانٌ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ  
كَلْ حَا فَمَلِقِيْدِ ۝

৭. (তোমাদের মধ্যে) যার আমলনামা তার ডান হাতে  
দেয়া হবে,
৮. অচিরেই একান্ত সহজভাবে তার হিসাব গ্রহণ করা  
হবে,
৯. সে খুশীতে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে  
যাবে:
১০. আর যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে  
দেয়া হবে,
১১. সে তখন মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে,
১২. সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে;
১৩. অবশ্যই সে (দুনিয়ার জীবনে) নিজ পরিবার  
পরিজনের মাঝে আত্মহারা ছিলো;
১৪. সে ভেবেছিলো, তাকে কখনো (তার মালিকের  
কাছে) ফিরে যেতে হবে না;
১৫. হ্যাঁ, তাই (হলো), তার মালিক তার সব  
কার্যকলাপ (পুঁথানুপুঁথভাবে) দেখছিলেন;
১৬. শপথ সান্ধ্যকালীন রক্তিম আভার-
১৭. এবং শপথ রাতের ও এর ভেতর যতো কিছুর  
সমাবেশ ঘটে তার-
১৮. আরো শপথ (ওই) চাঁদটির, যখন তা (ধীরে  
ধীরে) পূর্ণাংগ চাঁদে পরিণত হয়ে যায়,
১৯. তোমাদের অবশ্যই (দুনিয়ার) একটি স্তর  
অতিক্রম করে (মৃত্যুর) আরেকটি স্তরের দিকে এগিয়ে  
যেতে হবে;
২০. এদের কি হয়েছে? এরা কেন (মহান আল্লাহর  
ওপর) ঈমান আনে না,
২১. যখন এদের সামনে কোরআন পড়া হয়, তখন সাজ্দা  
এরা (কেন মালিকের সামনে) সাজ্দাবন্ত হয় না?
২২. বরং যারা অঙ্গীকার করে, তারাই একে মিথ্যা  
প্রতিপন্থ করে,
২৩. আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন  
(আমলনামায়) তারা কি জমা করছে?
২৪. (হে নবী,) তাদের সবাইকে তুমি এক যন্ত্রণাদায়ক  
আয়াবের সুসংবাদ দাও,।
২৫. তবে তাদের কথা আলাদা, যারা (আল্লাহর  
ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে,  
তাদের জন্যে অফুরন্ত পুরক্ষার রয়েছে।
- فَآمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ ۝  
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝
- وَيَنْقِلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝  
وَآمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وَرَاءَ ظَهِيرَةِ ۝
- فَسَوْفَ يَدْعَوْنَاهُ ۝
- وَيُصْلِي سَعِيرًا ۝
- إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝  
إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْوِرَ ۝
- بَلِّي إِنْ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝
- فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝
- وَالْأَلَيلِ وَمَا وَسَقَ ۝
- وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝
- لَتَرْكِبَنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ ۝
- فِيمَا لَهُ لَأَيُّ مِنْ وَنَ ۝
- وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُلُونَ ۝
- بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْنِي بُونَ ۝
- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَوْمَونَ ۝
- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ۝  
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ۝



১৫. মহা সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি,

دُوْالْعَرْشِ الْمَجِيلٌ ۝

১৬. তিনি যা চান তাই করেন;

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝

১৭. তোমার কাছে কি কতিপয় (বিদ্রোহী) সেনাদলের  
কথা পৌছেছে?

هَلْ أَتَكَ حَلِيْثَ الْجَنُودِ ۝

১৮. (তারা হচ্ছে) ফেরাউন ও সামুদ (-এর বাহিনী)!

فَرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝

১৯. এরা (কিন্তু সত্য) বিশ্বাস করেন, (তারা) মিথ্যা  
সাব্যস্তকরণেই (ব্যন্ত) ছিলো,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْلِيْفِهِ ۝

২০. আল্লাহ তায়ালা এদের সকল দিক থেকেই ঘিরে  
রেখেছেন;

وَاللهِ مِنْ وَرَائِهِمْ مَحِيطٌ ۝

২১. কোরআন হচ্ছে (উন্নত ও) মহামর্যাদাসম্পন্ন (এক  
গ্রন্থ);

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيلٌ ۝

২২. (সম্মানিত) ফলকে (যা) সংরক্ষিত আছে।

فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝

আয়াত ১৭  
রুম ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আত তারেকু  
মকায় অবতীর্ণ

১. শপথ আসমানের, শপথ রাতের বেলায়  
আত্মপ্রকাশকারী (তারকা)-র,

وَالسَّمَاءُ وَالْطَّارِقُ ۝

২. তুমি কি জানো সে আত্মপ্রকাশকারী কি?

وَمَا آدِرْبِكَ مَا الطَّارِقُ ۝

৩. তা হচ্ছে (একটি) সমুজ্জ্বল তারকা,

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

৪. (যমীনের) এমন একটি প্রাণীও নেই যার ওপর  
কোনো তত্ত্ববধায়ক নিযুক্ত (করা) হয়নি;

إِنْ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

৫. মানুষ যেন তাকিয়ে দেখে— তাকে কোন্ জিনিস  
দিয়ে বানানো হয়েছে;

فَلَيْنِظِرِ الْإِنْسَانُ مِنْ خُلْقِ ۝

৬. তাকে বানানো হয়েছে সবেগে স্থালিত (এক  
ফোঁটা) পানি থেকে—

خُلْقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقِي ۝

৭. যা বের হয়ে আসে (পুরুষদের) পিঠের মেরুদণ্ড  
ও (নারীর) বুকের (পাঁজরের) মাঝখান থেকে;

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلِيبِ وَالْتَّرَأْبِ ۝

৮. অবশ্যই তিনি তার ফেরৎ আনার ক্ষমতা রাখেন;

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

৯. সেদিন (তার) যাবতীয় গোপন বিষয় যাছাই বাছাই  
করা হবে,

يَوْمَ تَبْلَى السَّرَّايرُ ۝

১০. (সেদিন) তার কোনো শক্তিই থাকবে না, থাকবে  
না তার কোনো সাহায্যকারীও;

فَهَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٌ ۝

১১. বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ,

وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ ۝

১২. (বৃষ্টিধারায়) ফেটে যাওয়া যমীনের শপথ,

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْصَّلْعِ ۝

১৩. অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে (হক বাতিলের চূড়ান্ত) পার্থক্যকারী কথা,

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَّلٌ ۝

১৪. তা অর্থহীন (কোনো কিছু) নয়;

وَمَا هُوَ بِالْهَذِيلِ ۝

১৫. নিসন্দেহে এরা (আমার বিরণক্ষে) চক্রান্ত করছে,

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝

১৬. আমিও (এদের ব্যাপারে) একটি কৌশল অবলম্বন করছি,

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝

১৭. অতএব তুমি (সে কৌশল দেখার জন্যে) কাফেরদের কিছু অবকাশ দাও।

فَمَهِلْ الْكُفَّارِ إِنَّ أَمْلَاهُمْ رُويدًا ۝

আয়াত ১৯  
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আ'লা  
মকাব অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পরিত্রাতা ও মহিমা ঘোষণা করো,

سَبِّحْ اسْمَرَبِّكَ الْأَعْلَى ۝

২. যিনি তৈরী করেছেন (সকল কিছু), অতপর (তাকে) সুবিন্যস্ত করেছেন,

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَىٰ ۝

৩. তিনি (সবকিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, অতপর (সবার চলার) পথ বাতলে দিয়েছেন,

وَالَّذِي قَدَرَ فَهَمَى ۝

৪. তিনি (যদীন থেকে) গাছের চারা বের করে এনেছেন,

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعِى ۝

৫. অতপর তিনি (তাকে শুকনো) খড়কুটায় পরিণত করেছেন;

فَجَعَلَهُ غَثَاءً أَحْوَى ۝

৬. আমি (এই ওই) তোমাকে পড়িয়ে দেবো, (অতপর) তুমি আর (তা) ভুলবে না,

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسِى ۝

৭. অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তা ভিন্ন কথা); তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন, (জানেন) যা কিছু সে গোপন করে- তাও;

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ أَجْهَرَ وَمَا يَخْفِي ۝

৮. আমি তোমার জন্যে সহজ পদ্ধতিগুলোর সুযোগ করে দেবো,

وَنِسِرُكَ لِلْيَسِرى ۝

৯. কাজেই তুমি (তাদের আল্লাহ তায়ালার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যদি স্মরণ করানোটা উপকারী হয়;

فَلَكِ إِنْ نَفَعَتِ الْذِكْرِى ۝

১০. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে সে (অবশ্যই) উপদেশ গ্রহণ করবে,

سِيَّدُ كُرْمَنْ يَخْشِى ۝

১১. আর যে পাপী ব্যক্তি সে তা এড়িয়ে যাবে,

وَيَتَجْهِيَا الْأَشْقَى ۝

١. যে ব্যক্তি অচিরেই বিশালকায় এক আগুনে গিয়ে  
পড়বে,
٢. অতপর সেখানে সে মরবে না, (বাঁচার মতো  
করে) সে বাঁচবেও না;
٣. যে ব্যক্তি (নিজেকে) পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে  
অবশ্যই সফলকাম হয়েছে-
٤. এবং সে নিজের মালিকের নাম শ্মরণ করেছে  
অতপর সে নামায আদায় করেছে।
٥. কিন্তু তোমার তো দুনিয়ার জীবনকেই আখেরাতের  
ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো,
٦. অথচ আখেরাতের জীবনই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও  
স্থায়ী;
٧. নিশ্চয়ই এ (কথা) আগের (নবীদের) কিতাবসমূহে  
(মজুদ) রয়েছে,
٨. (মজুদ আছে) ইবরাহীম এবং মূসার  
কিতাবসমূহেও ।
- الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَى ١٩  
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي ٢٠  
قُلْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى ٢١  
وَذَكَرَ اسْرَارِهِ فَصَلَى ٢٢  
بَلْ تُؤْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٢٣  
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٢٤  
إِنْ هُنَّ لِفِي الصُّفُفِ الْأُولَى ٢٥  
صُكْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ٢٦

আয়াত ২৬  
রুক্মু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল গাশিয়াহ  
মকায় অবতীর্ণ

১. তোমার কাছে কি (চতুর্দিক) আচ্ছন্নকারী (বিপদের)  
কথা পৌছেছে?
২. (সে মহা বিপদে) কিছু লোকের চেহারা হবে  
নিন্দগামী,
৩. (হবে) ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত,
৪. তারা (সেদিন) বালসে যাওয়া আগুনে প্রবেশ  
করবে,
৫. ফুট্ট পানির (কুয়া) থেকে এদের পানি পান  
করানো হবে;
৬. খাবার হিসেবে কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ছাড়া তাদের  
জন্যে আর কিছুই থাকবে না,
৭. এ (খাবার)-টি (যেমন) তাদের পুষ্ট করবে না,  
তেমনি (তা দ্বারা) তাদের ক্ষুধাও মিটিবে না;
৮. (অপরদিকে) কিছু চেহারা থাকবে আনন্দোজ্জ্বল,
৯. সে আনন্দোজ্জ্বল চেহারাগুলো তাদের চেষ্টা সাধনার  
জন্যে (সেদিন) ভীষণ খুশী হবে,
১০. (তারা থাকবে) আলীশান জান্মাতে,
১১. সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শোনবে না;
- هَلْ أَتَكَ حَلِّ بَيْثَ الْغَاشِيَةِ ٢٧  
وَجْهَ يَوْمَئِنْ خَاسِعَةَ ٢٨  
عَامِلَةَ نَاصِبَةَ ٢٩  
تَصْلِي نَارًا حَامِيَةَ ٣٠  
تَسْقِي مِنْ عَيْنِ أَنْيَةَ ٣١  
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعَ ٣٢  
لَا يَسْمِنُ وَلَا يَغْنِي مِنْ جُوعٍ ٣٣  
وَجْهَ يَوْمَئِنْ نَاعِمَةَ ٣٤  
لِسْعِيَهَا رَاضِيَةَ ٣٥  
فِي جَنَّةَ عَالِيَةَ ٣٦  
لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةَ ٣٧

১২. তাতে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা ।	فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝
১৩. তাতে থাকবে (সুসজ্জিত) উঁচু উঁচু আসন,	فِيْهَا سرِّ مَرْفُوعَةٍ ۝
১৪. (সাজানো থাকবে) নানা ধরনের পানপাত্র,	وَأَكَابَّ مَوْضِعَةٍ ۝
১৫. (থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ,	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝
১৬. (আরো থাকবে) উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা;	وَزَرَابِيٌّ مَبْشُوتَةٌ ۝
১৭. তারা কি (মাঠের) উটনীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!	أَفَلَا يَنْظَرُونَ إِلَى الْأَيْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝
১৮. আকাশের দিকে (তাকিয়ে দেখে না)? কিভাবে তাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে!	وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝
১৯. পাহাড়গুলোর দিকে (দেখে না)? কিভাবে তাদের (যমীনে) পুতে রাখা হয়েছে!	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِّبَتْ ۝
২০. যমীনের দিকে (দেখে না)? কিভাবে তাকে সমতল করে পেতে রাখা হয়েছে!	وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝
২১. তুমি (তাদের এগুলো) স্মরণ করাতে থাকো । তুমি তো একজন উপদেশদানকারী মাত্র;	فَنَّ كِرِّ تِلْ إِنْهَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ ۝
২২. তুমি তো তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী (কোনো দারোগা) নও,	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضِيِّطٍ ۝
২৩. সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে (হেদয়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং (যে আল্লাহকে) অঙ্গীকার করেছে,	إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ ۝
২৪. আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই বড়ো রকমের শাস্তি দেবেন;	فَيَعْلَمَ بِهِ اللَّهُ الْعَزَّابُ الْأَكْبَرُ ۝
২৫. অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার দিকে,	إِنِّي لَيْلَانِي أَيَّابَهُمْ ۝
২৬. অতপর তাদের হিসাব নেয়া (-র দায়িত্ব সম্পূর্ণত) আমার ওপর ।	لَمْ يَرَانِ عَلَيْنَا حَسَابَهُمْ ۝



১. ভোরের শপথ,
২. শপথ দশাটি (বিশেষ) রাতের,
৩. শপথ জোড় ও বিজোড় (সৃষ্টির),
৪. শপথ রাতের যখন তা সহজে বিদ্যায় নিতে থাকে,
৫. এর মধ্যে কি বিবেকবান লোকদের জন্যে কোনো শপথ রাখা হয়েছে?

৬. তুমি কি দেখোনি, তোমার মালিক আ'দ (জাতি)-এর  
লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? **الْأَمْرُ تَرَكَّيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٌ** ⑥
৭. 'এরাম' গোত্র (ছিলো) উঁচু স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের  
অধিকারী,**إِرَامٌ ذَاتُ الْعِمَادِ** ⑦
৮. (জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) জনপদে যাদের  
মতো কাউকেই (এর আগে) স্থিত করা হয়নি,**الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ** ⑧
৯. (উন্নত) ছিলো সামুদ, তারা (পাহাড়ের উপত্যকায়)  
পাথর কেটে কেটে অটোলিকা বানাতো,**وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ** ⑨
১০. (অত্যাচারী) ফেরাউন- যে ছিলো কীলক (গেঁথে  
শাস্তি) প্রদানকারী (যালেম),**وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ** ⑩
১১. যারা দেশে দেশে (আঘাতের সাথে) বিদ্রোহ  
করেছে,**الَّلِّيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ** ⑪
১২. তারা তাতে বেশী মাত্রায় (বিপর্যয় ও) অশাস্তি  
সৃষ্টি করেছে,**فَأَكْثَرُهُوْ فِيهَا الْفَسَادِ** ⑫
১৩. অবশ্যে তোমার রব তাদের ওপর আঘাতের  
কোড়ার কষাঘাত হানলেন,**فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطًا عَلَىٰ آبٍ** ⑬
১৪. অবশ্যই তোমার রব (এদের ধরার জন্যে) ওঁৎ  
পেতে রয়েছেন;**إِنَّ رَبَّكَ لِبِالِّمِصَادِ** ⑭
১৫. মানুষরা এমন- যখন তার রব তাকে (অর্থ  
সম্পদের) নেয়ামত ও সম্মান দিয়ে পরীক্ষা করেন  
তখন সে বলে, হাঁ, আমার রব আমাকে সম্মানিত  
করেছেন;**فَآمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلِيَ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ  
وَنَعِمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِي** ⑮
১৬. আবার যখন তিনি (ভিন্নভাবে) তাকে পরীক্ষা  
করেন এবং তার রেয়েক সংকুচিত করে দেন, তখন  
সে (নাখোশ হয়ে) বলে, আমার রব আমাকে অপমান  
করেছেন,**وَآمَّا إِذَا مَا ابْتَلِيَ رَبُّهُ فَقَدَ رَزْقَهُ  
فَيَقُولُ رَبِّيْ أَهَانَنِي** ⑯
১৭. কখনো নয়- (আসল কথা হচ্ছে), তোমরা  
এতীমদের সম্মান করো না,**كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ** ⑰
১৮. মেসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে তোমরা একে  
অপরকে উৎসাহ দাও না,**وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ** ⑱
১৯. তোমরা মৃত ব্যক্তির (রেখে যাওয়া) ধন-সম্পদ  
নিজেরাই সব কুক্ষিগত করো,**وَتَاكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَهَا** ⑲
২০. বৈষয়িক ধন-সম্পদকে তোমরা গভীরভাবে  
ভালোবাসো;**وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمِّا** ⑲
২১. কখনো (তেমনটি উচিত) নয়, (ভেবে দেখো)  
যেদিন এ পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,**كَلَّا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا** ⑳
২২. (সেদিন) তোমার রব স্বয়ং আবির্ভূত হবেন, আর  
ফেরেশতারা সব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে,**وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَا** ㉑
২৩. সেদিন জাহানামকে (সামনে) নিয়ে আসা হবে, **وَجَاءَ إِيَّاهُ يَوْمَئِنْ بَجَهَنَّمَ**

যেদিন প্রতিতি মানুষই (তার পরিগাম) বুঝতে পারবে, ۴  
কিন্তু (তখন) এ বোধোদয় তার কী কাজে লাগবে?

২৪. সেদিন এ ব্যক্তি বলবে, কতো ভালো হতো যদি  
আমার (এ) জীবনের জন্যে (কিছুটা ভালো কাজ)  
আমি আগে ভাগেই পাঠিয়ে দিতাম,

২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (বিদ্বাহীদের) এমন  
শান্তি দেবেন- যা অন্য কেউ দিতে পারবে না-

২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মতো বাঁধনেও কেউ  
(পাপীদের) বাঁধতে পারবে না;

২৭. (নেককাররদের বলা হবে,) হে প্রশান্ত আত্মা,  
১৩  
যাইত্বে নিঃসন্দেহে মৃত্যু

২৮. তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও  
সন্তুষ্টিতে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে,

২৯. অতপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল  
হয়ে যাও,

৩০. (আর) প্রবেশ করো আমার (অনস্ত) জাহানে।

১৪  
وَادْخُلْيِ جَنَّتِي

আয়াত ২০  
রুক্ম ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহই তায়ালার নামে-

সূরা আল বালাদ  
মুকায় অবতীর্ণ

১. আমি শপথ করছি এ (পবিত্র) নগরীর,

১৫  
لَا أَقْسِرُ بِمَذَى الْبَلِدِ

২. এ নগরীতে তুমি (যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা থেকে)  
দায়মুক্ত।

১৬  
وَأَنْتَ حِلْ بِمَذَى الْبَلِدِ

৩. আমি শপথ করছি (আদি) পিতা ও (তার ঔরস  
থেকে) যাদের সে জন্য দিয়েছে (তাদের),

১৭  
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

৪. আমি মানুষকে এক কঠোর পরিশ্রমের মাঝে পয়দা  
করেছি;

১৮  
لَقُنْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانَ فِي كَبِيدٍ

৫. এ মানুষটি কি একথা মনে করে, তার ওপর  
কারোই কোনো ক্ষমতা চলবে না?

১৯  
أَيَّحْسَبَ أَنْ لَنْ يَقْرِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

৬. সে বলে, আমি তো প্রচুর সম্পদ উঞ্চিয়ে দিয়েছি;

২০  
يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَأَلْبَدَأُ

৭. সে কি ভেবেছে তার এসব (কর্মকান্ড) কেউ  
দেখেনি?

২১  
أَيَّحْسَبَ أَنْ لَرِبِّهِ أَحَدٌ

৮. আমি কি (ভালোমন্দ দেখার জন্যে) তাকে দুটো  
চোখ দেইনি?

২২  
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

৯. আমি কি তাকে একটি জিহ্বা ও দুটো ঠঁট  
দেইনি?

২৩  
وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ

১০. আমি কি তাকে (ন্যায় অন্যায়ের) দুটো পথ বলে  
দেইনি?

২৪  
وَهُلْ يَنْهِي النَّجْلَ بِينِ

১১. (কিন্তু সে তো দুর্গম পথ) পার হওয়ার হিস্মত  
দেখায়নি,

২৫  
فَلَا اقْتَحِمَ الْعَقَبَةَ

১২. তুমি কি জানো সে দুর্গম পথটি কি?

وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْعَقَبَةُ ৩৬

১৩. (তা হচ্ছে) দাসত্বের শেকল খুলে (কাউকে মুক্ত করে) দেয়া,

فَلَّكَ رَقَبَةٌ ৩৭

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে কাউকে খাবার দেয়া,

أَوْ أَطْعِمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ৩৮

১৫. নিকটতম কোনো এতীমকে আহার পৌছানো,

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةَ ৩৯

১৬. কিংবা ধূলো লুঙ্ঘিত কোনো মেসকীনকে কিছু দান করা;

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتَرَبَةٍ ৪০

১৭. অতপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে, একে অপরকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দেবে;

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَتَوَاصَوْا  
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ৪১

১৮. এরাই হচ্ছে ডান দিকের (সে সৌভাগ্যবান) লোক,

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ৪২

১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অধীকার করেছে তারা হচ্ছে বাম দিকের (ব্যর্থ) লোক,  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَبُ  
الْمَشَيْمَةِ ৪৩

২০. (যেখানে) তাদের ওপর ছেয়ে থাকবে আগুনের শিখা।

عَلَيْهِمْ تَارِمَّوْصَلَةٌ ৪৪

আয়াত ১৫  
রুক্ম ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়াবার নামে-

سُরা আশ' শাম্স  
মকায় অবতীর্ণ

১. শপথ সূর্যের এবং তার রৌদ্রচূটার,

وَالشَّمْسِ وَضَحِّكَاهَا ৪৫

২. শপথ চাঁদের- যখন সে তার পেছনে পেছনে আসে,

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا ৪৬

৩. শপথ দিনের- যখন সে তাকে আলোকিত করে,

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا ৪৭

৪. শপথ রাতের- যখন সে তাকে দেখে দেয়,

وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَهَا ৪৮

৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন- তাঁর,

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ৪৯

৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন- তাঁর,

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ৫০

৭. শপথ মানব প্রকৃতির এবং যিনি তার যথাযথ বিন্যাস স্থাপন করেছেন- তাঁর,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا ৫১

৮. অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে তার পাপ ও (পাপ থেকে) বেঁচে থাকা (-র বিশেষ জ্ঞান) প্রদান করেছেন,

فَأَلَّهُمَا فُجُورُهَا وَتَقْوَهَا ৫২

৯. নিসদেহে মানুষের মধ্যে সে-ই সফলকাম যে (পাপ থেকে দূরে থেকে) তাকে পরিশুদ্ধ করেছে,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ৫৩

১০. আর যে (ব্যক্তি পাপে নিমজ্জিত হয়ে) তাকে  
কল্পিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে,

وَقَلْ خَابَ مِنْ دَسْهَا ۝

১১. সামুদ জাতি তার অবাধ্যতার সাথে (আল্লাহর  
নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো,

كَلَّ بَتْ ثَمُودَ بِطَغْوَيْهَا ۝

১২. যখন তাদের বড়ো না-ফরমান ব্যক্তিটি ঘড়যন্ত্রে  
মেতে ওঠলো,

إِذْ أَنْبَعْثَ أَشْقَمَهَا ۝

১৩. অতপর আল্লাহর নবী তাদের বললো, (এ হচ্ছে)  
আল্লাহর পাঠানো উটনী, আর এ হচ্ছে তার পানি পান  
(করার জায়গা);

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةٌ لِلَّهِ نَاقَةٌ ۝

وَسَقِيهَا ۝

১৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, অতপর  
উটনীটিকে তারা নলি কেটে (হত্যা করে) ফেললো,  
তাদের এ না-ফরমানীর কারণে তাদের মালিক তাদের  
ওপর বিপর্যয় নাযিল করলেন, অতপর তিনি তাদের  
নির্মূল করে দিলেন,

فَكَلَّ بُوهَ فَعَرَوَهَا ۝ فَلَمَّا كَانَ عَلَيْهِمْ  
رَبِّهِمْ بَنْ تَبِعَهُمْ فَسَوْلَهَا ۝

১৫. আর রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যাপারে  
(যে পাপিষ্ঠ) তার পরিণতির পরোয়া করেন না।

وَلَا يَخَافُ عَقْبَهَا ۝



আয়াত ২১  
রংকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সুরা আল লায়ল  
মকায় অবতীর্ণ

১. রাতের শপথ- যখন তা (আধারে) দেকে যায়,  
১. وَالْيَلِ إِذَا يَغْشِي ۝

২. দিনের শপথ- যখন তা (আলোয়) উদ্ভাসিত হয়,  
২. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝

৩. পুরুষ ও নারী যা তিনি সৃষ্টি করেছেন- (তারও  
শপথ),  
৩. وَمَا خَلَقَ النَّكَرَ وَالْأَنْثَى ۝

৪. অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা (হবে) নানামুখী;  
৪. إِنَّ سَعِيكُمْ لَشَتَّى ۝

৫. অতএব যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে এবং  
তাকওয়া অবলম্বন করেছে  
৫. فَآمَّا مَنْ أَعْطَى وَآتَقَى ۝

৬. এবং ভালো কথাগুলোকে যে সত্য বলে মেনে  
নিয়েছে,  
৬. وَصَدَقَ بِالْحَسْنَى ۝

৭. অতপর আমি তার আরামের জন্যে পথ চলা সহজ  
করে দেবো;  
৭. فَسِنِيسِرَةِ الْلَّيْسِرِي ۝

৮. যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া ভাব  
দেখিয়েছে-  
৮. وَآمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ۝

৯. এবং যে ভালো কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে,  
৯. وَكَلَّ بَ بِالْحَسْنَى ۝

১০. অতপর আমি তার দুঃখ কষ্টের জন্যে (পথ) চলা  
সহজ করে দেবো,  
১০. فَسِنِيسِرَةِ الْلَّعْسِرِي ۝

১১. তার (রাশি রাশি) ধনসম্পদ তার কাজে লাগবে  
না- যখন তার পতন হয়ে যাবে,  
১১. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

১২. অবশ্যই (মানুষকে) সঠিক পথ প্রদর্শন করার  
দায়িত্ব আমার ওপর,  
১৩. দুনিয়া আখেরাতের (নিরংকুশ মালিকানা)  
আমারই জন্যে।
১৪. অতএব আমি তোমাদের জ্ঞান অগ্নিকুণ্ডের  
ব্যাপারে সাবধান করছি,
১৫. নির্ঘাত পাপী ছাড়া অন্য কেউই সেখানে প্রবেশ  
করবে না,
১৬. যে (এ দিনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং  
(হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে;
১৭. যে (আল্লাহকে) বেশী বেশী ভয় করে তাকে  
অবশ্যই আমি বাঁচিয়ে দেবো,
১৮. যে ব্যক্তি (নিজেকে) পরিশুদ্ধ করার জন্যে  
(আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ) ব্যায় করে,
১৯. (অথচ) তোমাদের কারোই তাঁর কাছে এমন  
(কিছু পাওনা) ছিলো না যে, তোমাদের কোনো রকম  
প্রতিদান দেয়া হবে,
২০. (হাঁ, পাওনা) এটুকুই যে, সে শুধু তার মহান  
মালিকের সন্তুষ্টি কামনা করবে,
২১. (এ কারণে) অচিরেই তার মালিক (তার ওপর)  
সন্তুষ্ট হবেন।

আয়াত ১১  
রূকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
বৈহাম রহীম আল্লাহ তায়াবার নামে-

সূরা আদ দোহা  
মকায় অবর্তীণ

১. শপথ আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের,  
২. শপথ রাতের (অন্ধকারের), যখন তা (চারদিকে)  
ছেয়ে যায়,
৩. তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং  
তিনি (তোমার ওপর) অসন্তুষ্টও হননি;
৪. অবশ্যই তোমার পরবর্তীকাল আগের চেয়ে  
উত্তম;
৫. অল্পদিনের মধ্যেই তোমার রব তোমাকে (এমন  
কিছু) দেবেন যে, তৃষ্ণি (এতে) খুশী হয়ে যাবে;
৬. তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় পাননি- অতপর  
তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন,
৭. তিনি কি তোমাকে (সঠিক পথের সন্ধানে) বিব্রত  
অবস্থায় পাননি, অতপর তিনি তোমাকে সঠিক পথের  
সন্ধান দিয়েছেন,
৮. তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি, অতপর  
তিনি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন;

৯. অতএব তুমি কখনো এতীমদের ওপর যুলুম করো  
না;

فَمَا مِنْ إِلَيْهِ فَلَا تَقْهَرُ ⑥

১০. কোনো প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিয়ো না;

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرُ ⑦

১১. তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ বর্ণনা করে  
যাও।

وَأَمَّا بِنْعَةِ رَبِّكَ فَحَلِّهِ ⑧

আয়াত ৮  
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়াবার নামে-

সূরা আল এনশেরাহ  
মকায় অবতীর্ণ

১. (হে মোহাম্মদ,) আমি কি তোমার (উজ্জ্বল ধারণের)  
জন্যে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি?

الْأَمْرُ نَشَرَحُ لَكَ صَلْرَكَ ⑨

২. (হাঁ,) আমি তোমার (ওপর) থেকে তোমার বোৰা  
নামিয়ে দিয়েছি,

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ⑩

৩. (এমন এক বোৰা) যা তোমার পিঠ মুইয়ে  
দিচ্ছিলো,

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ ⑪

৪. আমি তোমার স্বরণকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত  
করেছি;

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑫

৫. অতপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে;

فَإِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُسْرًا ⑬

৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম;

إِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُسْرًا ⑭

৭. অতপর যখনি তুমি অবসর পাবে তখনি তুমি  
(এবাদাতের) পরিশৃঙ্গে লেগে যাও-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑮

৮. এবং তুমি তোমার মালিকের অভিমুখী হও।

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑯

আয়াত ৮  
রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়াবার নামে-

সূরা আত তীন  
মকায় অবতীর্ণ

১. শপথ ‘তীন’ ও ‘যায়তুন’-এর,

وَالْتِينَ وَالْزَيْتُونِ ⑰

২. শপথ সিনাই উপত্যকার তূর পর্বতের,

وَطَوْرِ سِينِينِ ⑱

৩. শপথ এ নিরাপদ (মক্কা) নগরীর,

وَهَذَا الْبَلْدُ الْأَمِينُ ⑲

৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা  
করেছি,

لَقَلَ خَلَقْنَا إِلِّيْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمِ ⑳

৫. তারপর (অকৃতজ্ঞতার কারণে) আমি তাকে  
সর্বনিম্নতরে নিষ্কেপ করবো,

لَمْ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفَلِيْنَ ㉑

৬. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে,  
(তাদের কথা আলাদা,) তাদের জন্যে রয়েছে এমন  
সব পুরক্ষার, যা কোনোদিন শেষ হবে না;

إِلَّا الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ  
فَلَمْ يَجِدْ أَجْرًا غَيْرَ مِنْ وَنِ ㉒

৭. (বলতে পারো,) এরপরও কোন্তি জিনিস তোমাকে  
শেষ বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাচ্ছ?

فَمَا يُكِلْ بِكَ بَعْدُ بِاللّٰهِ يٰبِنِ<sup>১</sup>

৮. আল্লাহ তায়ালা কি সব বিচারকের (তুলনায়) শ্রেষ্ঠ  
বিচারক নন?

الْيَسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمَيْنَ<sup>২</sup>



১. (হে মোহাম্মদ) তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার  
মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ<sup>৩</sup>

২. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত  
থেকে,

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ<sup>৪</sup>

৩. তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার রব বড়ো  
মেহেরবান,

إِقْرَأْ وَرَبَّكَ الْاَكْرَمُ<sup>৫</sup>

৪. তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারা (জ্ঞান) শিখিয়েছেন,

الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَرِ<sup>৬</sup>

৫. তিনি মানুষকে (এমন কিছু) শিখিয়েছেন যা (তিনি  
না শেখালে) সে কখনো জানতে পারতো না;

عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ<sup>৭</sup>

৬. আশৰ্য! এ মানুষটিই (একসময়ে) বিদ্রোহে মেতে  
ওঠে;

كَلَّا إِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغِي<sup>৮</sup>

৭. কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে,

أَنْ رَأَةً أَسْتَغْفِي<sup>৯</sup>

৮. অর্থচ (এ নির্বোধ ভেবে দেখেনি,) একদিন অবশ্যই  
তোমার মালিকের দিকে (তার) প্রত্যাবর্তন হবে;

إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعٰي<sup>১০</sup>

৯. তুমি কি সে (দাষ্টিক) ব্যক্তিটিকে দেখেছো যে  
(তাকে) বাধা দিলো-

أَرَعِيَتِ الَّذِي يَتَمَّيِ<sup>১১</sup>

১০. (বাধা দিলো আল্লাহর) এক বান্দাকে- যখন সে  
নামায পড়লো;

عَبْدًا إِذَا صَلَّى<sup>১২</sup>

১১. তুমি কি দেখেছো, সে কি সঠিক পথের ওপর  
আছে?

أَرَعِيَتِ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى<sup>১৩</sup>

১২. কিংবা সে কি (অন্যদের) তাকওয়ার আদেশ  
দেয়?

أَوْ أَمْرًا بِالْتَّقْوَى<sup>১৪</sup>

১৩. সে ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি মনে করো যে  
(আল্লাহকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং (তাঁর থেকে)  
মুখ ফিরিয়ে নেয়ে;

أَرَعِيَتِ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ<sup>১৫</sup>

১৪. এ (দাষ্টিক) লোকটি কি জানে না আল্লাহ তায়ালা  
(তার সব কিছুই) পর্যবেক্ষণ করছেন;

أَلَّا يَعْلَمُ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى<sup>১৬</sup>

১৫. (কিছুতেই) না, যদি সে (এ থেকে) ফিরে না  
আসে, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি সম্মুখভাগের  
চুলের গোছা ধরে হেঁচড়াবো,

كَلَّا لِئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ<sup>১৭</sup>

১৬. এই লোকটি হচ্ছে (আমাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী  
না-ফরমান ব্যক্তি,

نَاصِيَةَ كَاذِبَةَ خَاطِئَةَ<sup>১৮</sup>

১৭. অতপর (বাঁচার জন্যে আজ) সে তার সংগী-  
সাথীদের ডেকে আনুক,

فَلِيلٌ عُنَادِيَّهُ ⑥

১৮. আমি অচিরেই তার জন্যে (আয়াবের)  
ফেরেশতাদের ডাক দেবো,

سَدْلَعُ الزَّبَانِيَّةَ ⑦

১৯. না, তুমি কিছুতেই তার অনুসরণ করো না, তুমি সাজদা  
(বরং) তোমার মালিকের (সামনেই) সাজদাবন্ত হও  
এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করো।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُنْ وَاقْتَرِبْ ⑧



১. অবশ্যই আমি এ (গ্রহ)-টি এক মর্যাদাপূর্ণ রাতে  
নায়িল করেছি,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ⑨

২. তুমি কি জানো— সেই (মর্যাদাপূর্ণ) রাতটি কি?

وَمَا أَدْرِكَ مَالِيَّةَ الْقَلْرِ ⑩

৩. মর্যাদাপূর্ণ এ রাতটি হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে  
উত্তম;

لَيْلَةُ الْقَلْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ⑪

৪. এই (রাত)-এর মধ্যে ফেরেশতা ও (তাদের  
সর্দার) 'কুহ' (জিবরাইল) তাদের মালিকের সব  
ধরনের আদেশ নিয়ে (যমানে) অবতরণ করে,

تَنَزَّلُ الْمَلَئَكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ⑫

৫. (সে আদেশবার্তা হচ্ছে চিরন্তন) প্রশান্তি, তা উষার  
আবর্ভাব পর্যন্ত (অব্যাহত) থাকে।

سَلَمٌ شَّهِيْـ هـ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑬



১. আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা  
(আমার আয়াত) অঙ্গীকার করেছে, তাদের কাছে  
সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা কখনো  
ফিরে আসতো না,

لَرِيْـ كَـيْـنَ الـلـِـيـنـ كَـفـرـوـاـ مـنـ أـهـلـ الـكـتـبـ  
وَالـمـشـرـكـيـنـ مـنـفـكـيـنـ هـتـىـ تـأـتـيـهـمـ  
الـبـيـنـةـ ⑭

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল (আসবে), যারা (এদের  
আল্লাহর) পবিত্র কিতাব পড়ে শোনাবে,

رَسـوـلـ مـنـ اللهـ يـتـلـوـا صـحـفـاـ مـطـهـرـةـ ⑮

৩. এতে রয়েছে উন্নত (মূল্যবোধ) ও ভারসাম্যমূলক  
নির্দেশাবলী;

فـيـهـا كـتـبـ قـيـمـةـ ⑯

৪. কিতাবধারী লোকেরা তাদের কাছে (এই) সুস্পষ্ট  
প্রমাণ এসে যাওয়ার পরই বিভেদে এবং অনেকে  
নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে;

وـمـا تـفـرـقـ الـلـِـيـنـ أـوـتـوـا الـكـتـبـ إـلـيـهـ  
مـنـ بـعـدـ مـا جـاءـهـمـ الـبـيـنـةـ ⑰

৫. (অথচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া  
হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও  
এবাদাত নিবেদিত করে নেবে এবং নাম্য প্রতিষ্ঠা করবে,

وـمـا أـمـرـوا إـلـيـهـ مـخـلـصـيـنـ  
لـهـ الـلـِـيـنـ هـ حـنـفـاءـ وـيـقـيـمـوـا الصـلـوةـ ⑱

যাকাত দান করবে, আর এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন  
বিধান; **وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ** ৪

৬. আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা  
(আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে) অঙ্গীকার করেছে,  
তারা জাহানামের আগুনে থাকবে, সেখানে তারা  
থাকবে অনন্তকাল, এ লোকগুলোই হচ্ছে (আল্লাহর)  
নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ  
وَالْمُشْرِكُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمِ خَلَّ بَيْنَ فِيهَا  
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّيَّةِ** ৫

৭. অন্যদিকে যারা সত্যিই সত্যিই ঈমান এনেছে এবং  
ভালো কাজ করেছে, তারা হচ্ছে গোটা সৃষ্টিকুলের  
(মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট;

**إِنَّ الَّذِينَ يَنْعِمُوا وَعَمَلُوا الصَّلِحَاتِ  
أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ** ৬

৮. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার  
রয়েছে, (রয়েছে এমন এক) জান্মাত, যার তলদেশে  
প্রবাহিত থাকবে বর্ণাধারা, এরা সেখানে অনন্তকাল  
ধরে অবস্থান করবে; আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর  
সন্তুষ্ট হবেন, তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবে; এটা এ  
জন্যে যে, সে (দুনিয়ার জীবনে) তার মালিককে ভয়  
করেছে। **جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَلَى  
تَجْرِيٌّ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلَّ بَيْنَ فِيهَا  
أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبِّهِ** ৭

আয়াত ৮  
রূকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান হীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আয যেলযাল  
মকাব অবতীর্ণ

১. যখন বাঁকুনি দিয়ে পৃথিবীকে তার (প্রবল) কম্পনে  
কম্পিত করা হবে-

**إِذَا زُلِّلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا** ১

২. এবং পৃথিবী যখন তার (মধ্যে রক্ষিত মানুষের  
কৃতকর্মের) বোৰা বের করে দেবে,

**وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا** ২

৩. তখন মানুষরা (হতভয় হয়ে) বলতে থাকবে, তার  
এ কী হলো (সে তো সব কিছুই উগরে দিচ্ছে)!

**وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا** ৩

৪. সেদিন সে (তার সব কিছু) খুলে খুলে বর্ণনা  
করবে,

**يَوْمَئِنْ تُكَلِّثُ أَخْبَارَهَا** ৪

৫. কেননা তোমার রব তাকে এ (কাজে)-র আদেশ  
দেবেন;

**بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا** ৫

৬. সেদিন মানুষ দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে, যাতে  
করে তাদেরকে তাদের (নিজ নিজ) কর্মকাণ্ড দেখানো  
যায়;

**يَوْمَئِنْ يَصْلُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيَرَوْا  
أَعْمَالَهُمْ** ৬

৭. যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ কোনো ভালো কাজ  
করবে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে;

**فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** ৭

৮. (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি অণু পরিমাণ  
খারাপ কাজও করে, তাও (সেদিন) সে দেখতে  
পাবে।

**وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** ৮

আয়াত ১১  
রুক্ম ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আল আলাদায়াত  
মকায় অবতীর্ণ

১. শপথ দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর, যারা (উর্ধ্বশাসে) وَالْعِدِيْتْ ضَبَّاً ①  
শব্দ করতে করতে দৌড়ায়,
২. শপথ সেসব সাহসী ঘোড়ার, যাদের খুরে فَالْمُوْرِيْتْ قَلْحَّا ②  
অগ্নিস্ফুলিংগ বের হয়,
৩. শপথ এমন সব ঘোড়ার যারা প্রত্যুষে ধ্রংশুলীলা فَالْمُغْيِرِتْ صَبَّاً ③  
ছড়ায়,
৪. অতপর তারা বিপুল পরিমাণ ধুলাও উড়ায়, فَأَتَرَنَّ بِهِ نَقَعًا ④
৫. শক্ত শিবিরে পৌছে তারা তা ছিন্নভিন্ন করে দেয়, فَوَسْطَنَ بِهِ جَمِعًا ⑤
৬. অবশ্যই মানুষ তার মালিকের ব্যাপারে বড়োই إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥  
অকৃতজ্ঞ,
৭. আর তার (এ অকৃতজ্ঞ আচরণ)-এর ওপর সে তো وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦  
(নিজেই) সাক্ষী,
৮. অবশ্য সে (মানুষটি) ধন-দৌলতের মোহেই বেশী وَإِنَّهُ لِحِبِّ الْخَيْرِ لَشَيْلٌ ⑧  
মন্ত্র;
৯. সে কি (একথা) জানে না যে, কবরের ভেতর যা أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بَعْثَرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨  
কিছু আছে তা যখন উথিত হবে-
১০. এবং (মানুষের) অন্তরে যা (ছিলো তখন) তা وَحَصِّلَ مَا فِي الصُّورِ ⑩  
প্রকাশ করে দেয়া হবে,
১১. এদের (সবার) সম্পর্কে অবশ্যই তাদের মালিকই إِنْ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِنَ لَّخَبِيرٌ ⑪  
সবচেয়ে ভালো জানবেন।

আয়াত ১১  
রুক্ম ১بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহিম আল্লাহ তায়ালার নামে-সূরা আল কুরিয়াহ  
মকায় অবতীর্ণ

১. এক মহা (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) দুর্যোগ! الْقَارِعَةُ ⑫
২. কি সে মহাদুর্যোগ? مَا الْقَارِعَةُ ⑬
৩. তুমি কি জানো- সে মহাদুর্যোগটা কি? وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْقَارِعَةُ ⑭
৪. (এটা এমন বিপর্যয়) যেদিন মানুষগুলো পতংগের يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبْثُوثِ ⑮  
মতো (ইতস্তত) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,
৫. পাহাড়গুলো রঙ বেরঙের ধূমা তুলার মতো হবে; وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمَنِ الْمَنْفُوشِ ⑯
৬. অতপর যার ওয়নের পাল্লা (সেদিন) ভারী হবে, فَآمَّا مَنْ تَقْلِيْتْ مَوَازِينَ ⑰
৭. সে (অন্তকাল ধরে) সুখের জীবন লাভ করবে; فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑱

৮. আর যার ওয়নের পাল্লা হালকা হবে,

وَأَمَّا مِنْ خَفْتِ مَوَازِينِهِ ۝

৯. হাবিয়া দোষখই হবে তার ঠিকানা,

فَأَمَّهَ حَاوِيَةً ۝

১০. তুমি কি জানো সে (হাবিয়া দোষখ)-টি কি?

وَمَا أَدْرِيكَ مَا هِيَ ۝

১১. (হাঁ), তা হচ্ছে প্রজ্ঞলিত আগুনের এক (বিশাল) কুণ্ডলী।

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

আয়াত ৮

রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আত্‌তাকাসুর  
মকায় অবতীর্ণ

১. অধিক (সম্পদ) লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফেল করে রেখেছে,

الْهُكْمُ التَّكَاثُرُ ۝

২. এমনি করেই (ধীরে ধীরে) তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হায়ির হবে;

حَتَّىٰ زُرْقَمِ الْمَقَابِرِ ۝

৩. না, এমনটি কথনো নয়, তোমরা অচিভেই জানতে পারবে,

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৪. কথনো নয়, তোমরা অতি সত্ত্বরই (এই অবহেলার পরিণাম) জানতে পারবে;

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৫. (কতো ভালো হতো!) যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান কি- তা জানতে পারতে;

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

৬. অবশ্যই তোমরা (সেদিন) জাহানাম দেখবে,

لَتَرَوْنَ الْجَهَنَّمَ ۝

৭. হাঁ, তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজ চোখে তা দেখতে পাবে,

ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

৮. এরপর (আল্লাহ তায়ালার) নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের সেদিন অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَ يَوْمَئِنَ عَنِ النَّعِيرِ ۝

আয়াত ৩

রুকু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল আসর

মকায় অবতীর্ণ

১. সময়ের শপথ,

وَالْعَصِيرِ ۝

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত) আছে,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝

৩. সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং (এই পথে) একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ ۝

আয়াত ৯  
রুক্মু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল হুমায়াহ  
মকায় অবতীর্ণ

১. দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে  
(মানুষদের) নিন্দা করে,

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِمَزَرَةٍ ①

২. যে (কাঁড়ি কাঁড়ি) অর্থ জমা করে এবং তা গুনে  
রাখে,

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَةً ②

৩. সে মনে করে, (তার এ) অর্থ তাকে (এ দুনিয়ায়)  
স্থায়ী করে রাখবে;

يَحْسُبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ ③

৪. না, কখনো নয়, অল্পদিনের মধ্যেই সে নির্ধাত  
চূর্ণবিচূর্ণকারী আগুনে নিষ্কিঞ্চ হবে,

كَلَّا لَيْنَبَدَنَ فِي الْحَطَمَةِ ④

৫. তুমি কি জানো, (এই) চূর্ণ বিচূর্ণকারী আগুন  
কেমন?

وَمَا آدْرِنَاكَ مَا الْحَطَمَةُ ⑤

৬. (এ হচ্ছে সম্পদলোভীদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার  
প্রজুলিত এক আগুন,

نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ ⑥

৭. যা (এর দহন যন্ত্রণাসহ) মানুষের হাদয়ের ওপর  
পর্যন্ত পৌছে যাবে;

الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِنَةِ ⑦

৮. (অগ্নিকুণ্ডলীর গর্ত বন্ধ করে) তাদের ওপর ঢাকনা  
দিয়ে রাখা হবে,

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَلَةٌ ⑧

৯. (তা গেড়ে) রাখা হবে উঁচু উঁচু থামের মধ্যে।

فِي عَمَلٍ مِمْدَدَةٍ ⑨

আয়াত ৫  
রুক্মু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল ফীল  
মকায় অবতীর্ণ

১. তুমি কি দেখোনি তোমার মালিক (কা'বা ধর্মসের  
জন্যে আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার  
করেছেন?

الْأَرْتَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ  
الْفِيلِ ⑩

২. তিনি কি (সেদিন) তাদের যাবতীয় ঘড়্যন্ত নস্যাং  
করে দেননি?

الْأَرْيَجَعِلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ⑪

৩. তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে (আবাবীল) পাখী  
পাঠিয়েছেন,

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ⑫

৪. এ পাখীগুলো তাদের ওপর (নুড়ি) পাথরের টুকরো  
নিষ্কেপ করছিলো,

تَرْمِيهِمْ بِحَجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ ⑬

৫. অতপর তিনি তাদের জন্তু জানোয়ারের চর্বিত  
(ঘাস পাতা)-এর মতো করে দিলেন।

فَجَعَلَهُمْ كَعْصَفَ مَاكُولِ ⑭

আয়াত ৪  
রুক্মু ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল কোরায়শ  
মকায় অবতীর্ণ

১. (কা'বার পাহারাদার) কোরায়শ বৎশের প্রতিরক্ষার  
জন্যে,

لَا يَلِفْ قَرَبِشِ ⑮

২. তাদের প্রতিরক্ষা শীত ও গরমকালের সফরের  
জন্যে-

৩. তাদের এ ঘরের মালিকেরই এবাদাত করা উচিত,

৪. যিনি ক্ষুধায় তাদের খাবার সরবরাহ করেছেন এবং  
তিনি তাদের ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।

أَفْهَمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصِّيفِ ⑥

فَلِيَعْبُدْ وَارَبَ هَذَا الْبَيْتُ ⑦

خَوْفٌ ⑧

আয়াত ৭  
রুক্ম ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল মাউন  
মকাব অবতীর্ণ

১. তুমি কি সে ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছো, যে শেষ  
বিচারের দিনকে অঙ্গীকার করে,

২. এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে (নিরীহ) এতীমকে গলাধাক্কা  
দেয়,

৩. মেসকীনদের খাবার দিতে কখনো যে (অন্যদের)  
উৎসাহ দেয় না;

৪. (মর্মান্তিক) দুর্ভোগ রয়েছে সেসব (মোনাফেক)  
নামায়ির জন্যে,

৫. যারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন থাকে,

৬. তারা কাজকর্মে প্রদর্শনী করে-

৭. এবং মানুষদের ব্যবহারিক জিনিসপত্র পর্যন্ত (যারা  
অন্যদের) দিতে বারণ করে।

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّهِ يَعْلَمُ ⑨

فَلِلَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ الْيَقِينَ ⑩

وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ⑪

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيِّنَ ⑫

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑬

الَّذِينَ هُمْ بِرَاءُونَ ⑭

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ⑮

আয়াত ৩  
রুক্ম ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল কাওসার  
মকাব অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) আমি অবশ্যই তোমাকে (নেয়ামতে  
পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি;

২. অতএব তোমার মালিকের অরণ্যের জন্যে তুমি  
নামায পড়ো এবং (তাঁরই উদ্দেশ্যে) তুমি কোরবানী  
করো;

৩. অবশ্যই (যে) তোমার নিম্নুক সেই হবে শেকড়-  
কাটা (অসহায়)।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَ ⑯

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ ⑰

إِنْ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ⑱

আয়াত ৬  
রুক্ম ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

সূরা আল কাফেরুন  
মকাব অবতীর্ণ

১. (হে নবী,) তুমি বলে দাও, হে কাফেররা,

২. আমি (তাদের) এবাদাত করি না— যাদের এবাদাত  
তোমরা করো,

قُلْ يَا يَهُوَ الْكَفَرُونَ ⑲

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ⑳

৩. না তোমরা (তাঁর) এবাদাত করো- যার এবাদাত  
আমি করি-

وَلَا أَنْتُ عَبْدُ وَنَّ مَا أَعْبَدُ ⑥

৪. এবং আমি (কখনোই তাদের) এবাদাত করবো না  
যাদের তোমরা এবাদাত করো,

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ⑦

৫. না তোমরা কখনো (তাঁর) এবাদাত করবে যাঁর  
এবাদাত আমি করি;

وَلَا أَنْتُ عَبْدُ وَنَّ مَا أَعْبَدُ ⑧

৬. (অতএব) তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে, আর  
আমার পথ আমার জন্যে।

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَنَا دِينُنَا ⑨



১. (হে নবী) যখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয়  
আসবে,

إِذَا جَاءَ نَصْرًا لِّلَّهِ وَالْفَتْحُ ⑩

২. তখন মানুষদের তুমি দেখবে, তারা দলে দলে  $\text{هُنَّ}$  ও  $\text{أَيْمَانُ}$   
আল্লাহর দ্বারে দাখিল হচ্ছে,

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ  
آفَأَجَأْ ⑪

৩. অতপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা করো এবং  $\text{فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}$   
তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই তিনি তাওবা  
করুলকারী (পরম ক্ষমাশীল)।  $\text{وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} ⑫$



১. (ইসলাম বিরোধিতার কারণে দুনিয়া আখেরাতে)  
আবু লাহাবের দুটো হাতই ধৰ্ষস হয়ে যাক- ধৰ্ষস  
হয়ে যাক সে নিজেও;

تَبَتَّ يَدَ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ⑬

২. তার ধন সম্পদ ও আয় উপার্জন তার কোনো  
কাজে আসবে না;

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ⑭

৩. (বরং তা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিষ্কণ্ট হবে,) সে  
অচিরেই আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে,

سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ⑮

৪. (সাথে থাকবে) জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনকারী  
তার ক্রীও;

وَامْرَأَهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ ⑯

৫. (মনে হবে) তার গলায় যেন খেজুর পাতার  
পাকানো শক্ত রশি জড়িয়ে আছে।

فِي جِيلِ هَا حَبْلٍ مِّنْ مَسْلٍ ⑰



১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, (তিনি)  
একক,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ⑱

২. আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী,

اللَّهُ الصَّمَدُ ⑲

৩. তাঁর থেকে কেউ জয় নেয়ানি, আর তিনিও কারো  
থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি,

لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُوَلَّدْ ③

৪. আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ④

আয়াত ৫  
রূকু ১

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের  
মালিকের কাছে আশ্রয় চাই,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ⑤

২. (আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের)  
অনিষ্ট থেকে,

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ⑥

৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত সব)  
অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার  
বিছিয়ে দেয়,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ⑦

৪. (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে  
যাদুটোনাকারণীদের অনিষ্ট থেকে,

وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعَقَلِ ⑧

৫. হিংসুক ব্যক্তির (হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি  
তোমার আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِنٍ إِذَا حَسَلَ ⑨

আয়াত ৬  
রূকু ১

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের  
মালিকের কাছে,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ⑩

২. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের বাদশাহের কাছে,

مَلِكِ النَّاسِ ⑪

৩. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের মাঝের কাছে,

إِلَهِ النَّاسِ ⑫

৪. (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট  
থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়ে) গাঢ়া দেয়,

مِنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ الْخَنَّاسِ ⑬

৫. যে মানুষের অস্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়,

الَّذِي يَوْسِعُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑭

৬. জীবন্দের মধ্য থেকে (হোক বা) মানুষদের  
মধ্য থেকে হোক (তাদের অনিষ্ট থেকে আমি আল্লাহ  
তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই)।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑮

কোরআন তেলাওয়াত শেষে এই দোয়া পড়বেন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

اللّٰهُمَّ

أَنِسْ وَحْشَتِي فِي

قَبْرِي أَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ

الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهَدًى

وَرَحْمَةً أَللّٰهُمَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيْتُ

وَعَلِمْنِي مِنْهُ مَا جَهَلْتُ وَارْزُقْنِي

تِلَاقَتِهِ أَنَاءَ الْيَلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ

وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ

الْعَلَمِيْنَ

হে আল্লাহ! আমার কবরে আমার একাকিত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে (কোরআনের আলো দিয়ে) প্রশান্তি দান করো। হে আল্লাহ, কোরআন দিয়ে তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম, নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো। হে আল্লাহ! আমি এর যা কিছু ভুলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু আমি আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তা তুমি আমায় জানিয়ে দিয়ো। আমাকে দিবানিশি এর তেলাওয়াতের তাওফীক দিয়ো। হে সৃষ্টিকুলের মালিক! তুমি এই কিতাবকে আমার জন্যে চূড়ান্ত দলীল বানিয়ে দিয়ো। আমীন! □

# কোরআন শরীফ

সহজ সরল বাংলা অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُرْآنٌ مُجِيدٌ

فِي كُلِّ حَفْظٍ

باللغة البغالية الميسرة

আল কোরআন একাডেমী লড়ন